"বই মনের খাদ্য। বেশি বেশি বই পড়ুন, মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc

kabirul.dmc@gmail.com

সম্পাদকীয় নিবেদন

শ্রীশ্রীভগবানের অপার করুণায় নব সংস্করণ বিশ্বকোষের ১২ সংখ্যা প্রকাশিত হইল। এই ১২ সংখ্যা গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গের ইচ্ছায় একত্র প্রকাশিত হইতেছে। যাঁহারা খণ্ড খণ্ড লইতে অসুবিধা মনে করেন, ইহাতে তাঁহাদের যথেষ্ট সুবিধা হইবে। এবার বিশ্বকোষের বিশেষ বিশেষ শব্দ সেই সেই বিষয়ের অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। প্রথম সংখ্যার মলাটে আমার নিবেদনপত্রে তাহা জানাইয়াছি। প্রথম সংখ্যা শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত হয়। এই সংখ্যা প্রকাশকালে তিনি বিশ্বকোষের সংস্রব পরিত্যাগ করেন। এক্ষণে এই সঙ্কলনকার্য্যে বহু অভিজ্ঞ ব্যক্তি আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন। এই সঙ্গে ইহাও আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, আমার প্রিয় পুত্র শ্রীমান্ বিশ্বনাথ কেবল প্রকাশকরূপে নহে—আমার দক্ষিণহস্তস্বরূপ সঙ্কলনকার্য্যেও যথেষ্ট কার্য্যদক্ষতার পরিচয় দিতেছেন। বিশ্বকোষ বিদ্বৎসমাজে যেরূপ দিন দিন সমাদৃত এবং গ্রাহক সংখ্যা যেরূপ বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাতে বিশ্বকোষের বহুল প্রচার ও সমাপ্তি সম্বন্ধে সকলে নিঃসন্দেহ হইতে পারেন।

যে সকল ভদ্রমহোদয় বিশেষ বিশেষ প্রবন্ধ লিখিয়া বিশ্বকোষের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন, এক এক ভাগ সম্পূর্ণ হইলে বৃটানিকা প্রভৃতি বিলাতী মহাকোষ সমূহের ন্যায় মুখপত্রের পর সেই সেই শব্দ ও তত্তৎ প্রবন্ধলেখকের নাম প্রকাশিত হইবে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

বিশ্বকোষ

প্রথম ভাগ

অ

অ, ভারতীয় বর্ণমালার প্রথম অক্ষর। শুধু ভারতীয় নহে ইরাণীয়, ইটালীয়, হেলেনিক, টিউটনিক, কেল্টিক, স্ল্যাভনিক ও সেমেটিক বর্ণমালাসমূহের আদ্যক্ষর "অ"। উপনিষদে লিখিত আছে "অকারঃ প্রথমাক্ষরো ভবতি" (রামোত্তরতা উপ° ২)। অ, ই, উ এই তিনটী মূল ধ্বনি। যখন আমরা শরীরের ভিতর দিয়া স্বর উচ্চারণ করিতে যাই, তখন বায়ুকোষ (lungs) হইতে বায়ু মুখ-বিবর (mouth) দিয়া বাহির হইবার উপক্রম করে। এই প্রচেষ্টায় ইহা বাগ্‌যন্ত্রের বিভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আঘাত করে। এই আঘাত বাগ্‌যন্ত্রের যে অংশে যে ভাবে হয়, তদনুসারে শব্দের উচ্চারণের পার্থক্য হইয়া থাকে। এই প্রকারে বিভিন্ন শব্দ উৎপন্ন হয়। প্রথমে বায়ু কণ্ঠে আহত হয়, তাহাতে "অ" উচ্চারিত হইয়া থাকে; তারপর তালুতে আহত হইয়া "ই", পরে ওষ্ঠে আহত হইয়া "উ" উচ্চারিত হইয়া থাকে। অকার প্রথমেই উচ্চারিত হয় বলিয়া তাহাই আদ্যক্ষর হইয়াছে। সংস্কৃত বা অন্যান্য প্রাকৃত ভাষায় অকারের ব্যবহার অন্যান্য সকল স্বরবর্ণ অপেক্ষা অধিক। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"অক্ষরাণাম্ অকারোঽস্মি" (গীতা ১০.৩৩)—অক্ষর সকলের মধ্যে আমি অ-কার। ইহাতে অকারের শ্রেষ্ঠত্ব ও ব্যাপকত্ব সূচিত হইতেছে।* সকল ব্যঞ্জনবর্ণই অকারের সহযোগে উচ্চারিত হইয়া থাকে।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই অকারের প্রকৃত উচ্চারণ লইয়া যথেষ্ট গোলযোগ রহিয়া গিয়াছে। অ, ই, উ এই তিনটী হ্রস্ব স্বর। "ই"র দীর্ঘ "ঈ", "উ"র দীর্ঘ "ঊ"; কিন্তু "অ"র দীর্ঘ একটী দীর্ঘ "অ" না হইয়া "আ" হইল কেন? দুইটী "ই"কার ও দুইটী "উ"কারের মিলন বা সন্ধি হইলে যথাক্রমে ঈ ও ঊ হয়; কিন্তু দুইটী অকার মিলিত হইলে হয় "আ"। সুতরাং দেখা যাইতেছে এই "আ"কারের হ্রস্ব উচ্চারণই "অ"-কারের প্রকৃত উচ্চারণ। প্রাতিশাখ্যসমূহে অ এবং আ "সমানাক্ষর" এবং "সবর্ণ" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে অর্থাৎ তাহাদিগের উচ্চারণ-স্থান ও উচ্চারণ-প্রণালী একই। বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতের অধিকাংশ দেশের পণ্ডিতগণ সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণ করিতে গিয়া "অ"-কারের ঐরূপ উচ্চারণই করিয়া থাকেন।

যে সমস্ত বর্ণের উচ্চারণ-স্থান ও প্রযত্ন সমান তাহারা

---

* "অক্ষরাণামকারস্ত্বং স্ফোটস্ত্বং বর্ণসংশ্রয়ঃ" - হরিব° ১৬.৫২ ; 'অকারো, বৈ সর্বা বাক্'—শিষ্টসম্মতশ্রুতি (মাণ্ডূক্যভাষ্যের টীকায় আনন্দগিরি কর্তৃক উদ্ধৃত এবং গীতায় ১০.৩৩ শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীধরাদি-ধৃত).।

পরস্পর সবর্ণ। স্বরবর্ণের অষ্টাদশ প্রকারভেদ সত্ত্বেও সাবর্ণ্যের কোন বাধা হয় না। কিন্তু প্রযত্ন-ভেদ থাকিলেও হ্রস্ব অকার ও দীর্ঘ অকারে সাবর্ণ্যের বাধা হইয়া থাকে। পাণিনীয় শিক্ষায় আছে, প্রযত্ন চারি প্রকার—স্পৃষ্ট, ঈষৎস্পৃষ্ট, বিবৃত ও সংবৃত। স্বরবর্ণের উচ্চারণে বিবৃত প্রযত্নেরই আবশ্যক; কেবল হ্রস্ব অকারের প্রয়োগাবস্থায় সংবৃত এবং প্রক্রিয়া অবস্থায় বিবৃত উচ্চারণ হইয়া থাকে। শব্দের দুইটী অবস্থা—একটী প্রক্রিয়া অবস্থা আর একটী সিদ্ধাবস্থা বা প্রয়োগ। প্রক্রিয়াবস্থায় অ-কারের বিবৃত উচ্চারণ স্বীকৃত হইয়াছে। বাঙ্গলায় হ্রস্ব অবর্ণের প্রয়োগে এই প্রক্রিয়াবস্থার অস্তিত্ব দেখা যায় না।

হ্রস্ব অবর্ণের সংবৃতরূপে উচ্চারণ করিবার সময় ওষ্ঠ সংবৃত করিতে হয়। তাহাতে কণ্ঠ্য অবর্ণ কণ্ঠৌষ্ঠ্যে পরিণত হয়। দীর্ঘ অবর্ণ উচ্চারণ করিবার সময় ঐরূপ করিতে হয় না। এই জন্য উহা কণ্ঠ্যই থাকিয়া যায়।

অকারের বিবৃত উচ্চারণ বাঙ্গলা ভাষায় নাই। সেরূপ উচ্চারণ করিতে হইলে হ্রস্ব আ উচ্চারণ করিতে হয়। বেদে এইরূপ উচ্চারণই অধিক। বাজসনেয়ী ও অথর্বপ্রাতি-শাখ্যে পাওয়া যায় যে, অকারের সংবৃত অর্থাৎ একটু ও-ঘেঁসা বাঙ্গলা ধরণের উচ্চারণও ঋগ্বেদের সময়ে ছিল। পশ্চিমাঞ্চল ও মহারাষ্ট্রে বিবৃত উচ্চারণ খুব প্রচলিত। তেলেগু ও তামিলেও তাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অকারের বিবৃত উচ্চারণ করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশে দীর্ঘ-অ উচ্চারণ করিবার সময় বিবৃত উচ্চারণই হইয়া থাকে। এই উচ্চারণ আরও একটু দীর্ঘ করিলে আ হইয়া যায়। প্রাচীন ইরাণী ভাষায় সংবৃত উচ্চারণ নাই—শুধুই বিবৃত।

অকারের প্রযত্ন সংবার। আকারের প্রযত্ন বিবার; সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অকার এবং আকার এই উভয় প্রযত্নের পার্থক্য আছে; কাজেই "অইউণ্" এই মাহেশ্বর-সূত্রে অকারের বিবৃত উচ্চারণ উপদেশ করা হইয়াছে। তাহা না করিলে অকার কোনও প্রকারেই আকারকে সবর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারে না।

দেখা যাইতেছে, অকার দুইভাবে উচ্চারিত হয়—(১) কণ্ঠ-নালী সংবৃত অর্থাৎ সঙ্কুচিত করিয়া ও (২) উহা বিবৃত অর্থাৎ প্রসারিত করিয়া। আমরা বাঙ্গলা ভাষায় "পট" উচ্চারণ করিতে প-সংযুক্ত যে অকার উচ্চারণ করি তাহা অনেকটা ইংরেজী potএর ন্যায়। ইহাই অকারের সংবৃত উচ্চারণ। বাঙ্গলা ভাষায় আমরা "পটু" শব্দটীতে প-সংযুক্ত যে অকার উচ্চারণ করি তাহা ঐ সংবৃত উচ্চারণের পরিণতি। "পট" উচ্চারণ করিতে অকারের ভিতর যে ওকারের ইঙ্গিত আছে তাহাই এই "পটু" শব্দে স্পষ্টতঃ হ্রস্ব ওকারে পরিণত হইয়াছে। বহু পূর্ব্বকাল হইতেই অকারের এই বিবৃত উচ্চারণ হইত। পাণিনির শেষ সূত্র "অ অ" (৮.৪.৬৮) হইতে ইহা বেশ বুঝা যায়। এই সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে, ব্যাকরণের প্রক্রিয়ার সময় অকারের বিবৃত (open) ও প্রয়োগের সময় উহার সংবৃত (close) উচ্চারণ করিতে হয়। পাণিনির প্রথম সূত্রের আলোচনায় বার্ত্তিককার ও ভাষ্যকার ইহা বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন।

প্রাতিশাখ্যসমূহ হইতে বেশ বুঝা যায় যে, তৎকালে অকারের সংবৃত ও বিবৃত উচ্চারণ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইত (অ প্রা ১.৩৬; বা প্রা ১.৭২, ১.৪৩-৪৪; আ° প্রা ১.১১; তৈ প্রা ১.২৩)। পাণিনীয় শিক্ষার "সংবৃতং মাত্রিকং জ্ঞেয়ং বিবৃতং তু দ্বিমাত্রিকম্" এই বচন হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সংবৃত উচ্চারণ অপেক্ষা বিবৃত-উচ্চারণকাল দীর্ঘ। "Leberbuch der Phonetik" গ্রন্থে গ্রন্থকার Jespersen সাহেব লিখিয়াছেন যে, বৈজ্ঞানিক শব্দ-পরিমিতি-যন্ত্র দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, সংবৃত স্বর অপেক্ষা বিবৃত স্বর উচ্চারণ করিতে অধিক সময় লাগে।

গ্রীক বা চৈনিক ভাষায় সংস্কৃত শব্দগুলি লিখিবার সময় বৈদেশিকগণ অকারের ব্যাবহারিক উচ্চারণ গ্রহণ করিয়াছেন অর্থাৎ অকার-স্থলে ওকার ও আকার লিখিয়াছেন। আবার গ্রীক আ ভারতীয় ভাষায় অকার দ্বারা লিখিত হইয়াছে। বৈদিক যুগেও অকারের এই বিবৃত উচ্চারণ যে বর্ত্তমান ছিল তাহা ষোড়শ (ষট্+দশ), বোঢম্ (বহ্+ক্ত) ইত্যাদি বহু শব্দ হইতে ইহা বেশ বুঝা যায়।

অবেস্তার বোহু (বসু), মোষু (মক্ষু) প্রভৃতি শব্দ হইতে বুঝা যায় যে, এই সকল ভাষাতেও এই বিবৃত উচ্চারণ বর্ত্তমান ছিল।

ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত প্রাদেশিক ভাষাতেই অকার-স্থানে ওকারের ব্যবহার দেখা যায়। যথা, বাঙ্গলায় মোড়ল (মণ্ডল), ভোমরা (ভ্রমর), বোন (ভগিনী), মরাঠী ভাষায় বোকড (বর্কর), বোকল (বকুল) ইত্যাদি। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, অকারের ওকারের ন্যায় উচ্চারণ বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিকতম প্রাদেশিক ভাষাতেও প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

ভারতের সকল প্রাদেশিক ভাষাতেই অকারের বিবৃত উচ্চারণের যথেষ্ট প্রচলন আছে। প্রাচীন ও আধুনিক বঙ্গভাষার আঙ্গার, আকাটা, আকাল, আভাগী বা আবাগী, আবস্থা, আনল, আধিকার, আতিশয়, আতি,

কাঁকণ, বাঁধ প্রভৃতি বহু শব্দ অকারের বিবৃত উচ্চারণই জ্ঞাপন করিতেছে।

অশোকের প্রাদেশিক ধর্ম্মলিপিগুলির শব্দ তুলনা করিলে তৎকালে বিভিন্ন প্রদেশে অকারের কিরূপ বিবৃত ও সংবৃত উচ্চারণ প্রচলিত ছিল তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যায়। শাহাবাজগঢ়ি ও মনসেরা লিপিতে কিন্তু সর্ব্বত্রই আ, ঈ, ও ঊ স্থলে যথাক্রমে অ, ই ও উ ব্যবহৃত হইয়াছে।

ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণ অপেক্ষা স্বরবর্ণ উচ্চারণ করিতে অধিকতর সময় লাগে; এই জন্য দ্রুত উচ্চারণ করিতে গিয়া অনেক স্থলে স্বরবর্ণকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। পদান্তস্থিত ও পদমধ্যস্থিত অকার অনেকস্থলে উচ্চারিত হয় না—যথা, গাছ, জল, মানুষ, অভিমান, ভগ্নী (ভগিনী), অম্নি (অমনি), ছুট্‌ল (ছুটিল), চল্ল (চলিল) ইত্যাদি। অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষাতেও ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। অতি প্রাচীনকালেও এইরূপ উদাহরণ বিরল ছিল না। যথা, রাজন্+অস্ = (রাজ্—নস্ = রাজ্‌নস্) = রাজ্ঞঃ (ঋক্ ১.৯১.৩; ১.২২.১৫); লোম্নঃ (ঋক ১০.১৬৩.৬); নাম্না (ঋক ৬.১৮.৭); ধাম্না, সাম্না, কুমুদ্বৎ, বেতস্বৎ প্রভৃতি অকারের লোপহেতু সাধিত বহু শব্দ বৈদিক সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। এইরূপ অকারের লোপকে গ্রস্ত* অকার বলে। ফরাসী ভাষার e mute-এর মত ইহার উচ্চারণ হয় না। এইরূপে বৈদিককাল হইতে প্রাদেশিক ভাষাসমূহে অকারের গ্রস্ত ভাব আসিয়া পড়িয়াছে।

অকারের উচ্চারণ-কালভেদে তিনটী বিভাগ আছে—হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত; তাহাও আবার দুইভাগে বিভক্ত—সানুনাসিক ও অননুনাসিক। আবার স্বরগ্রামের ক্রমানুসারে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত তিনটী বিশেষ বিভাগ আছে; সুতরাং দেখা যাইতেছে বিবৃত ও সংবৃত; হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত; উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এবং সানুনাসিক ও অননুনাসিকভেদে অকারের উচ্চারণ ৩৬ প্রকারে হইয়া থাকে।

সন্ধির ফলে অনেক সময় অকারের লোপ হইয়া থাকে। সংস্কৃত সাহিত্যে ঐ অকারের একটী 'ऽ' চিহ্ন থাকে; বাঙ্গলার আধুনিক বর্ণমালায় ঐ চিহ্ন কতকটা মাত্রাহীন হ(২)র মত। বঙ্গভাষায় লুপ্ত অকারের প্রয়োগ নাই।

বঙ্গভাষায় যেখানে যেখানে অকার গ্রস্ত হয় বা হয় না তাহা নিম্নে বিবৃত হইলা :—

পদান্তে

১। (ক) একাধিক অক্ষর-সমন্বিত অকারান্ত শব্দের অন্ত্যস্থ অকার গ্রস্ত হয়। (খ) কিন্তু অন্ত্য ব্যঞ্জনের পূর্ব্বে ঋকার, ঐকার বা ঔকার থাকিলে হয় না। যথা—(ক) পাপ, বিবাদ, মহাভারত; (খ) বৃষ, শৈব, সৌধ।

২। অন্ত্য অকারের পূর্ব্বে যদি য থাকে এবং তাহার পূর্ব্বে অকার, আকার বা ওকার ভিন্ন স্বর থাকে, তাহা হইলে অন্ত্যস্থ অকার গ্রস্ত হয় না। যথা—পুণ্য, দেয়; কিন্তু উপায়, ভয়, কালোয়।

৩। অন্ত্য অকারের পূর্ব্বে হ থাকিলে তাহা গ্রস্ত হয় না। যথা—বিরহ।

৪। (ক) সংস্কৃত ক্ত-প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ শব্দের অ গ্রস্ত হয় না, (খ) কিন্তু বিশেষ্য হইলে হয়। যথা—(ক) হত; (খ) ভূত।

৫। সংস্কৃত তর ও তম প্রত্যয়ান্ত শব্দের প্রায়ই হয় না। যথা—প্রিয়তর ও প্রিয়তম।

৬। অন্ত্য অকারের পূর্ব্বে অনুস্বার, বিসর্গ বা সংযুক্ত বর্ণ থাকিলে হয় না। যথা—বংশ, দুঃখ, তীর্থ।

৭। আন ও আম-অন্ত ক্রিয়াবাচক তদ্ভব শব্দসমূহের অন্ত্যস্থ অ গ্রস্ত হয় না। যথা—দেখান, ভাড়াম।

৮। প্রাকৃতের আল-প্রত্যয়ান্ত বিশেষণের অন্ত্য অ গ্রস্ত হয় না। যথা—ঘোরাল।

৯। নিম্নলিখিত ক্রিয়াপদগুলির অন্ত্য অকার গ্রস্ত হয় না।

(ক) অতীতকালের ক্রিয়াপদ; যথা—বলিল।

(খ) ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়াপদ; যথা—ধরিব।

(গ) অনুজ্ঞায় মধ্যম পুরুষের আদরসূচক ক্রিয়াপদ; যথা—তুমি বল।

(ঘ) বর্ত্তমানে মধ্যমপুরুষের ক্রিয়াপদ; যথা—তুমি কর (অর্থাৎ করিয়া থাক)।

১০। দুই অক্ষরের তদ্ভব বিশেষণ-শব্দসমূহের অন্ত্য অকার প্রায়ই গ্রস্ত হয় না। যথা—বুড় (বৃদ্ধক), মেজ (মধ্যক), খাট (ক্ষুদ্রক)। কিন্তু দুইয়ের অধিক অক্ষর হইলে এই নিয়ম খাটে না। যথা—চিকন।

১১। যে সকল তদ্ভব শব্দ সাধারণ বাঙ্গলায় আকারান্ত কিন্তু কলিকাতার বিভাষায় অকারান্ত, তাহাদের অন্ত্য অ গ্রস্ত হয় না। যথা—কুঁজ (কুঁজা), খুড় (খুড়া)।

১২। পরিমাণবাচক যত, তত, কত প্রভৃতি শব্দের অন্ত্য অ গ্রস্ত হয় না।

---

* "জিহ্বামূলে সংযমিতস্বরোঽব্যক্তস্বরো গ্রস্ত ইতি কথ্যতে।"
"গ্রস্তং নিরস্তমবিলম্বিতং নির্হতমম্বূকৃতং ধ্মাতমথো বিকম্পিতম্।
সন্দষ্টমেণীকৃতমর্দ্ধকং দ্রুতং বিকীর্ণমেতাঃ স্বরদোষভাবনাঃ।" মহাভাষ্য।

† সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (১৩২৫, পৃঃ ২২-৬২)।

১৩। সংখ্যাবাচক ১১ হইতে ১৮ পর্যন্ত শব্দগুলির অন্ত্যস্থ অকার গ্রস্ত হয় না।

পদমধ্যে

১৪। দুইয়ের অধিক অক্ষর-বিশিষ্ট যে সকল শব্দের শেষে অকার ভিন্ন স্বর থাকে, তাহাদের উপান্ত্য বা তাহারও অব্যবহিত পূর্ব্ববর্তী স্বর অকার হইলে, এই অকার গ্রস্ত হয়। যথা—পাগলী, নাপতিনী।

১৫। অন্ত্য স্বরের পূর্ব্বে য থাকিলে উপস্থাপিত অ গ্রস্ত হয় না। যথা—বিজয়া।

১৬। যে সকল শব্দের অন্ত্য অ সাধারণ নিয়মে গ্রস্ত হইয়া থাকে, তাহাদের উত্তর তা, ত্ব, বৎ প্রভৃতি তদ্ধিত প্রত্যয় হইলে ঐ অকার গ্রস্ত হয় না। যথা—ভাবুকতা, দূরত্ব, জলবৎ।

১৭। কিন্তু টা, টী প্রভৃতি প্রত্যয় বা বিভক্তির যোগে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। যথা—একটা।

১৮। সংযুক্তবর্ণের পূর্ব্ববর্তী অকার গ্রস্ত হয় না। যথা—মানবত্রয়।

১৯। সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের সমাসস্থলে বিশেষ কোন নিয়ম নাই। সংস্কৃত-প্রভাবের তারতম্যে কোথাও গ্রস্ত হয়, কোথাও বা হয় না। যথা—বনকর, জলধর।

২০। তদ্ভব বা দেশী শব্দের সমাসে বা দ্রুত উচ্চারণে সমস্যমান পদদ্বয় যদি একটীমাত্র শব্দের আকারে প্রতীয়মান হয়, তাহা হইলে সাধারণ নিয়মেই পূর্ব্ববর্তী পদের অকার গ্রস্ত হয়। যথা—মেজদা, বড়দা।

২১। পদ্যে এই সকল নিয়ম বৈকল্পিক।

সুপ্রাচীন ব্রাহ্মীলিপি হইতে উত্তর-ভারতের যাবতীয় বর্ণমালার উদ্ভব হইয়াছে। ব্রাহ্মী ⅄ অকার ক্রমে ক্রমে বিকৃত হইয়া অন্যান্য প্রাদেশিক বর্ণমালার ন্যায় বাঙ্গলার আধুনিক অকারে পরিণত হইয়াছে। [বর্ণমালা দ্র]।

চীন ও জাপানে অকার বৈরোচন-বীজ বলিয়া কল্পিত। পদ্মোপরি সংস্থিত এই বৈরোচন-বীজের চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল।
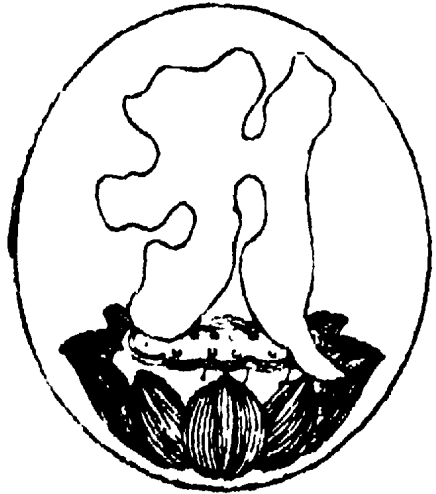
বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে অকারের রূপ এই প্রকার বর্ণিত হইয়াছে—দক্ষিণদিক্ হইতে কুণ্ডলী হইয়া কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত হইবে; তৎপরে বামভাগ হইতে একটী রেখা আসিয়া দক্ষিণদিক্ হইতে উপরে মাত্রার সঙ্গে মিশিয়া যাইবে। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, যে সময় উক্ত তন্ত্র গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল তখন বাঙ্গলা অকার বা গুজরাটী অকার আধুনিক রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে।

তন্ত্রসমূহে অকারের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে; যথা—অকার শরৎকালের ন্যায় উজ্জ্বল। ইহার পঞ্চ কোণ আছে—তাহাতে শিব, দুর্গা, সূর্য্য, বিষ্ণু ও গণেশ এই পঞ্চ দেবতা অধিষ্ঠিত আছেন; ইহা নির্গুণ অথচ ত্রিগুণাত্মক ও মূর্ত্তিমান্ মুক্তিস্বরূপ।

(বর্ণোদ্ধার ও কামধেনু-তন্ত্র)

ভারতচন্দ্র অকারকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন,—"অকার কেবল ব্রহ্ম একাক্ষরকোষে" (অন্নদামঙ্গল) তন্ত্রের মন্ত্রাভিধানে অকারের নাম কথিত হইয়াছে শ্রীকণ্ঠ, সুরেশ, ললাট, একমাতৃক, পূর্ণোদরী, সৃষ্টি, মেধা, সারস্বত, প্রিয়ংবদ, মহাব্রাহ্মী, বাসুদেব, ধনেশ, কেশব, অমৃত, কীর্ত্তি, নিবৃত্তি, বাগীশ, নরক-রিপু, হর, মরুৎ, ব্রহ্মা, বামাক্ষজ, হ্রস্ব, করস্ব, প্রণবাত্মক, ব্রহ্মাণী, কামরূপ, কামেশী, বাসিনী, বিয়ৎ, বিশ্বেশ, শ্রীবিষ্ণু, কণ্ঠ, প্রতিপদ, অংশিনী, অর্কমণ্ডল, বর্ণাঢ্য, ব্রাহ্মণ, কামকর্ষিণী।

অকার প্রণবের তিন বীজবর্ণের আদ্যবর্ণ এবং সেইজন্য অকার বিষ্ণুর প্রতীক [ওঙ্কার দ্রঃ]।

[অথর্বপ্রাতিশাখ্য, বাজসনেয়ী-প্রাতিশাখ্য, ঋকপ্রাতিশাখ্য, তৈত্তিরীয়-প্রাতিশাখ্য, রামোত্তরতাপনী উপনিষৎ, পাণিনি, পাণিনীয়শিক্ষা; Critical studies in the Phonetic observations of Indian Grammarians by Siddheswar Varma; অকার-তত্ত্ব - বিধুশেখর শাস্ত্রী (সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২৫, পৃঃ ১৩-৬১); ভারতবর্ষের বর্ণমালা- বিজয়চন্দ্র মজুমদার (ঐ, ১৩১৯, পৃঃ ৩৯-৪০); অ- দুর্গানারায়ণ সেনশাস্ত্রী (ঐ, ১৩১৯, পৃঃ ১৫৯-১৬৩); বঙ্গভাষায় বর্ণযোজনা ও উচ্চারণ- প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ঐ, ১৩১৮, পৃঃ ২৫৩); Vedic Grammar -A. Macdonell (পৃঃ ৮-৭); Hobogirin (পৃঃ ১-৬)]

অ,—(অব্য) নিষেধ, অভাব, অল্প। নঞ্ তৎপুরুষ সমাসে নকারের লোপ হইলে অকার থাকে। শব্দভেদে এই নঞ্-এর ছয় প্রকার অর্থ হয়। যথা—

"তৎসাদৃশ্যমভাবশ্চ তদন্যত্বং তদল্পতা।
অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞর্থাঃ ষট্ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥" (দুর্গাদাস)

১। কোন জিনিসের সাদৃশ্য বুঝাইলে, যথা—অব্রাহ্মণ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সদৃশ অন্য কোন জাতি।

২। অভাব বুঝাইলে, যথা—অকর্ণ।

৩। অপর জিনিস বুঝাইলে, যথা—অঘট।

৪। অল্পতা বুঝাইলে, যথা—অনুদরী।

৫। অপ্রাশস্ত্য বুঝাইলে, যথা—অকাল।

৬। বিরোধ বুঝাইলে, যথা—অসুর।

অ,—সম্বোধনকালে অনেকস্থলে সংস্কৃত এবং বঙ্গভাষায় "অ" ব্যবহৃত হয়। যথা, অ গোপাল! অ রাম!

অই, (বা গভরু)—ভুটানের পাহাড় হইতে নির্গত একটী নদী। ইহা প্রথমে দক্ষিণে ও পরে দক্ষিণ-পূর্ব্বে প্রবাহিত হইয়া আসামে খুণ্টাঘাট পরগণার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে মানসনদে পতিত হইয়াছে। ইহার দুইটী প্রধান শাখা—বুড়ী অই ও কাণামুক্ত। দুইটী শাখাই ইহার বাম তীরে যুক্ত হইয়াছে। এই নদী দিয়া চাউল, সরিষা, ঘাস এবং কাষ্ঠ রপ্তানী হইয়া থাকে এবং দেশের অভ্যন্তর ভাগে পণ্যদ্রব্যাদি লইয়া যাওয়া হয়।

অই,—মিশরের এক নৃপতি [মিশর দ্র°]।

অইংকালোং—রেঙ্গুন জেলার একটী নগর। ইহার ভূভাগ সমতল ও নিম্ন বলিয়া অধিকাংশ স্থানই বন্যায় জলপূর্ণ থাকে। এই বন্যাধিকৃত স্থানের সমস্তই প্রসিদ্ধ এঙ্ তাবা অরণ্যে পূর্ণ; কেবল-মাত্র যে উচ্চ ভূভাগে বন্যার জল থাকিতে পারে না, সেখানে অরণ্য নাই—সেস্থানে চাউল, তুলা ও তামাকের চাষ হয়। অইং-কালোংএর পাঁচটী প্রধান জলাভূমির নাম থলাওবং, তখাবা, কলাওকুন, মথা ও মেঙ্লা। ইহার কয়েকটী গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসী মৎস্য শিকার করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে।

অইংগী—ব্রহ্মদেশের হেনজাদা জেলার একটী সুবৃহৎ গ্রাম। ইহা দুরা দীঘির উত্তরে অবস্থিত। এখানে প্রচুর চাউল উৎপন্ন হয় ও এস্থানের অধিবাসীরা প্রধানতঃ কৃষিজীবী।

অইকোট—মান্দ্রাজের একটী নগরী [অয়কোট্ট দ্র°]।

অইজল,, আইজল,—আসামের পার্ব্বত্য-লুসাই জেলার সদর মহকুমা। ইহা অক্ষা° ২৩°১' হইতে ২৪°১৯' উঃ এবং দ্রাঘি° ৯২°১৬' হইতে ৯৩°২৬' পূঃ মধ্যে অবস্থিত। আয়তন ৪,৮০৬ বর্গমাইল। ১৯৩১ সালের গণনা অনুসারে ইহার জনসংখ্যা ৮৯৩৭৬। তন্মধ্যে পুরুষ ৪২৫৫৩ এবং স্ত্রীলোক ৪৬৮২৩। সমগ্র মহকুমায় মোট ৩৩৯টী গ্রাম আছে।

অইজল, (গ্রাম)—আসামের লুসাই জেলার সদর। অক্ষা° ২৩°৪৪' উঃ এবং দ্রাঘি° ৯২°৪৪' পূঃ। ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৫০০ ফুট উচ্চে পর্ব্বতের এক সঙ্কীর্ণ অধিত্যকায় অবস্থিত। এই স্থান হইতে শিলচর সহর পর্য্যন্ত (১২০ মাইল) একটী সঙ্কীর্ণ পথ আছে, কিন্তু আহারীয় ও পণ্যদ্রব্যাদি ধলেশ্বরী নদী বাহিয়া ইহার ১৩ মাইল দূরবর্ত্তী সৈরাঙ্গ নামক স্থানে লওয়া হয়। ১৯৩১ সালে ইহার লোকসংখ্যা ২৭৪৫ ছিল। আসামের তুলনায় এই স্থানের বারিপাত অধিক নহে এবং সাধারণ আবহাওয়া শীতল ও মনোরম। অইজল স্থানীয় সুপারিন্টেনডেন্ট ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণের বাসস্থল। এখানে একজন ইউরোপীয় সেনানায়কের অধীনে একদল মিলিটারি পুলিস থাকে। একটী হাঁসপাতালও আছে। প্রথম প্রথম এই স্থানে জল সরবরাহের অত্যন্ত অসুবিধা হইত, পরে বহু ব্যয়ে বৃষ্টির জল ধরিয়া তাহা হইতে জল সরবরাহের সুবিধা করা হইয়াছে। বাজারে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু ব্যবসায়ী সমবেত হয়।

অইতোন—শ্যাম-চীনশাখার 'তাই' জাতির ভাষা [তাই দ্র°]।

অইয়নবর—দাক্ষিণাত্যের শিবোপাসক সম্প্রদায় (অইয়ন+অবর, অর্থাৎ অইয়নের বা অইয়াননের উপাসক। অইয়ন বা অইয়ানন পঞ্চানন শিবের নাম)। পূর্ব্বে ইহারা অল-কনাড়ু বা বর্ত্তমান আর্কট নামক স্থানের অধিবাসী ছিল। ১৯০১ সালের মান্দ্রাজের সেন্সস রিপোর্টে ইহারা একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায়-ভুক্ত বলিয়া লিখিত হয়। ইহারা গ্রামে বাস করিত না, দুর্গই ইহাদের বাসস্থান ছিল। আম্বুর, বল্লুর প্রমুখ স্থানের দুর্গে ইহারা বসবাস করিত। পরে ইহারা দক্ষিণ-ভারতের নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। অবশেষে ইহারা দক্ষিণ ত্রিবাঙ্কুরে গিয়া এবং তথা হইতে পল্লিবৈকলের নিকট গিয়া অবস্থান করিতে থাকে। বর্ত্তমানে কলকুলম, বিলমনকোড, নেযাত্তিঙ্কর ও নেদুমঙ্গল তালুকে ইহাদের বসবাস দেখা যায়। ইহারা এখন প্রায় সমস্তই খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী। গত তিনপুরুষ ধরিয়া ইহাদের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রসারিত হইতে আরম্ভ হয়। এত অধিকসংখ্যক অইয়নবর খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে যে, স্বধর্ম্মী অইয়নবর এখন প্রায় বিলুপ্ত। ১৯৩১ সালের সেন্সস্-রিপোর্টে দেখা যায় যে, অইয়নবরদের মধ্যে বর্ত্তমান খৃষ্টানদের সংখ্যা ৬৪১৪। উহারা মরুমাক্কাথায়ম্ দায়ভাগ মানিয়া চলে।

অইয়নার,—দক্ষিণ ভারতের প্রসিদ্ধ গ্রাম্যদেবতা। ইনি ক্ষেত্রপাল বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত। দক্ষিণদেশের অধিকাংশ গ্রামেই ইঁহার দেউল বর্ত্তমান। আকৃতি মনুষ্যের মত—মুকুট ও রাজদণ্ডধারী। কোথাও কোথাও আবার অশ্বপৃষ্ঠে সমাসীন দেখা যায়। কেহ পীড়িত হইলে বা বিপদে পড়িলে সর্ব্বাগ্রে এই দেবতার পূজা দিয়া থাকে। স্যর্ মনিয়র উইলিয়মস্ পরমগুডীর অইয়নারমন্দির দেখিয়া তাঁহার "Brahmanism and Hinduism" নামক গ্রন্থে বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই দেবতার পূজার সময় পশুযাগ ও তর্পণ করা হইয়া থাকে। কাহারও কাহারও মতে অইয়নার 'হরি-হর' এই দুই নামের সন্ধিজাত বা অপভ্রংশ। অতি

প্রাচীনকাল হইতে এই দেবতার পূজা চলিয়া আসিতেছে। ইনি দ্রাবিড় দেবতা না হইয়া আর্য্য দেবতা হওয়াই সম্ভব। দক্ষিণ-ভারতের বহু তাম্রশাসনে এই দেবতার উল্লেখ আছে। অনেকস্থলে ইনি 'অইয়ন্' নামেও অভিহিত হইয়াছেন।

[South Indian Inscriptions, Vol. II, pp. 48, 49, 61, 63, 65]

অইয়নার[2]—কন্নড় প্রদেশের একটী পরগণা। অইয়নার দেবের নাম হইতেই পরগণার নাম অইয়নার হইয়াছে।

অইয়পরাজ—দক্ষিণ কোঙ্কণের শিলাহার বংশের তৃতীয় নৃপতি। ইঁহার পিতার নাম ধম্মিয়র।

[Epigraphia Indica, Vol. III, p 291; Bom. Gaz. Vol. I, pt ii, p 537]

অইয়র—মান্দ্রাজের শালেন প্রদেশের একটী নদী। অক্ষা° ১২°৭' হইতে ১২°৩৯'৪৫" উঃ এবং দ্রাঘি ৭৭°৪৯' হইতে ৭৭°৪৯'১৫" পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

অইয়াবেজ—বোম্বাই প্রদেশান্তর্গত কাঠিয়াবাড়ের উন্দ্‌সরিয়া নামক স্থানে অবস্থিত ক্ষুদ্র করদ রাজ্য। ইহাতে অইয়াবেজ ও বীরপুর নামে দুইটী গ্রাম আছে। অইয়াবেজ গ্রাম খোদিয়র মাতের মন্দিরের জন্য প্রসিদ্ধ। এই গ্রামের অক্ষা ২১°২৪' উঃ এবং দ্রাঘি ৭১°৪৭' পূঃ।

অইয়ূব (আয়ূব)—তুর্কীদেশীয় একজন দরবেশ। হিন্দুস্থানের সুলতান মুইজুদ্দীন বহরম শাহের প্রাসাদস্থিত হৌজে ইনি ফকিররূপে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। তথায় ইঁহার সহিত মুইজুদ্দীনের বিশেষ সৌহার্দ্য ঘটিয়াছিল। সুলতান ইঁহার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। অতঃপর ইনি রাজকীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। সুলতানের হৌজে আসিবার পূর্ব্বে ইনি মিহির নগরে বাস করিতেন। তথায় ইনি কাজী সমসুদ্দীন কর্ত্তৃক অপদস্থ হ'ন। তখন ইনি সুলতান মইজুদ্দীনের সাহায্যে সমসুদ্দীনকে হস্তিপদতলে নিহত করান।

[Tabaqāt-i-Nāsirī, p 657]

অইয়ূব (আয়ূব) বিন্‌-শাদী—সম্পূর্ণ নাম অইয়ব বিন-শাদী মলিক-উল্ অফ্‌জল নজমুদ্দীন অবুশঙ্কর। ইনি সামদেশস্থ কুর্দ্দিস নায়কদের অন্যতম শাদীর পুত্র [শাদী দ্র]। মলিক অসদুদ্দীন ইঁহার ভ্রাতা [অসদুদ্দীন দ্র]। অইয়ূব ও ইঁহার ভ্রাতা বহুকাল সুলতান নূরুদ্দীনের অধীনে কার্য্য করিয়াছিলেন। ইঁহারা উভয়েই বহু মহৎ কার্য্য এবং অধর্ম্মের বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অইয়ূবএর চারি পুত্র—মলিক শলাহুদ্দীন য়ুসুফ, মলিক আদিল-ই-অবু-বিকর, শাহন্ শাহ্ ও সইফ-উল-ইসলাম।

অইয়ূব সামের স্বাধীন অধিপতি ছিলেন। অসদুদ্দীনের মৃত্যুর পর অইয়ূব মিশরে পুত্র শলাহুদ্দীনের সহিত যোগদান করেন। শলাহুদ্দীন তথায় তাঁহার খুল্লতাত অসদুদ্দীন কর্ত্তৃক উজীর পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। শলাহুদ্দীন পিতাকে নিজপদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু অইয়ূব অস্বীকার করিয়া পুত্রকেই উহার যথার্থ অধিকারী নির্দ্দেশ করেন। জি হিজ্জা নামক স্থানে করক'এর বিরুদ্ধে অভিযান-কালে (৫৬৭ হিজরায়) অইয়ূব অশ্ব হইতে পড়িয়া গিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

[Tabaqāt-i-Nāsirī, pp 207, 208, 215.]

অইরী—মধ্যপ্রদেশের মণ্ডলা জেলান্তর্গত অরণ্যবিভাগ। ইহা সেগুন বৃক্ষে পরিপূর্ণ। ইহাকে বুরুনের ও হালোন নামক স্থানের মধ্যভাগেও অবস্থিত বলা যাইতে পারে। আয়তন ৫ বর্গমাইল মাত্র। অক্ষা ২২°৩৮' হইতে ২২°৪০' উঃ এবং দ্রাঘি ৮০°৪৩'৪৫" হইতে ৮০°৪৬'৪৫" পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

অইবল্লি—[অইহোল্ দ্র]।

অইহর—অযোধ্যার রায়বরেলি জেলান্তর্গত একটী নগরী। দালমউ হইতে ইহা পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত। অইহর গ্রামকে স্থানীয় অধিবাসীরা গুনিয়াগাঁও বলিয়া থাকে।

অইহোল্, ঐহোল্—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর বিজাপুর জেলার হুনগুন্দ্ তালুকের অন্তর্গত প্রাচীন গ্রাম। ইহার ভৌগোলিক অবস্থান অক্ষা ১৬°১' উঃ এবং দ্রাঘি ৭৫°৫৭' পূঃ। এই গ্রামের প্রাচীন নাম অয্যাবোল, অধুনা ইহাকে অইবল্লি বা অইহোল্ বলে। অইহোল্ হুনগুন্দ্ হইতে ১৩ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে মালপ্রভা বা মলাপহারী নদীর তীরে অবস্থিত। এই গ্রামের জনসংখ্যা প্রায় ২০০০। নদীর তীরে গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিমে একটী কুঠারাকৃতি নাতিউচ্চ পর্ব্বত আছে। লোকে বলিয়া থাকে যে, ভার্গব পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া এই স্থানে তাঁহার কুঠার ধৌত করিয়াছিলেন। নদীমধ্যে একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ে এখনও লোকে পরশুরামের পদচিহ্ন দেখাইয়া থাকে। নদীতীরস্থ কুঠারাকৃতি পর্ব্বতের উপর একটী প্রাচীন মন্দির আছে, তাহার নাম মেগুটি বা ম্যাগুটি (মে-গুড়ি, মেল-গুড়ি বা মেলু-গুডি) অর্থাৎ "উচ্চস্থানে অবস্থিত মন্দির"। এই পর্ব্বতের উপর অনেকগুলি সমাধিস্তম্ভ রহিয়াছে। পর্ব্বতের পূর্ব্বপ্রান্তে একটী জৈন গুহামন্দির আছে।

মেগুটি মন্দিরের পূর্ব্বদিকের দেওয়ালের বহির্ভাগে একটী শিলালিপি আছে; তাহা হইতে জানা যায় যে, মন্দিরটী খৃষ্টীয় ৬৩৪ অব্দে পাশ্চাত্ত্য চালুক্যরাজগণের শাসনকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মন্দিরটী পূর্ব্বে জিনমন্দির ছিল; কিন্তু পরে

ইহাতে শিবলিঙ্গ স্থাপনা করা হইয়াছে। অধুনা মন্দিরটী সংস্কারাভাবে জীর্ণ ও ধ্বংসপ্রায়।

পূর্ব্বোল্লিখিত মেগুটি মন্দিরে যে শিলালিপির উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা ভারতযুদ্ধের ৩৭৩৫ বৎসর পরে ৫৫৬ শকাব্দে চালুক্যসম্রাট্ ২য় পুলিকেশী সত্যাশ্রয়ের শাসনকালে তাঁহার প্রিয় কর্ম্মচারী কালিদাস ও ভারবির ন্যায় খ্যাতনামা কবি রবিকীর্ত্তি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়া জৈনদিগের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছিল। এই দানলিপি হইতে আমরা পাশ্চাত্ত্য চালুক্য-রাজবংশের অনেক বিষয় জানিতে পারি। [চালুক্য দ্র]

অইহোল্ গ্রামটী চালুক্য নৃপতিগণের রাজধানী বাদামী বা বাতাপিপুরের অতি সন্নিকটেই অবস্থিত। খৃষ্টীয় ৭ম ও ৮ম শতকে ইহা খুব সমৃদ্ধিশালী ছিল। এই গ্রামে এখনও অনেকগুলি প্রাচীন মন্দির ও দুইটী গুহামন্দির আছে।

দুর্গ বা দুর্গামন্দির অইহোলের সমস্ত মন্দিরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও উল্লেখযোগ্য। ইহার গঠনপ্রণালীতে একটু বিশেষত্ব আছে। বৌদ্ধ চৈত্যের আকারে এই মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। সাঁচীর বৌদ্ধ চৈত্য-মন্দিরের নক্সার সহিত এই মন্দিরের নক্সার তুলনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, এই দুইটী মন্দিরের কতটা সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। গুহা-চৈত্যের সহিত ইহার কিছু কিছু বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইলেও স্থাপত্য-চৈত্যের সহিত ইহার বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। হয়দ্রাবাদের নলদুর্গ জেলার টের নামক স্থানের স্থাপত্য-চৈত্যের সহিতও ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। এই সমস্ত কারণে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, এই মন্দিরটী বৌদ্ধ-স্থাপত্য হইতে হিন্দু-স্থাপত্যের রূপান্তর সূচনা করিতেছে। এই মন্দিরের এক প্রান্ত অর্দ্ধ বৃত্তাকার। মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে যে বারান্দা আছে তাহাতে চতুষ্কোণ স্তম্ভসকল বারান্দার ছাদটীকে ধরিয়া রাখিয়াছে। বারান্দার পর মন্দিরের বহির্ভাগের প্রান্তভাগও অর্দ্ধবৃত্তাকার। বহির্গৃহের দেওয়ালের ভিতর গর্ভগৃহ আছে, তাহার মধ্যে দেবতার পীঠ। এই গর্ভগৃহটী বৌদ্ধচৈত্যের স্তূপের স্থান অধিকার করিয়াছে। গর্ভগৃহের সম্মুখে বহির্গৃহের ভিতর দুই পার্শ্বে চারিটী করিয়া আটটী চতুষ্কোণ স্তম্ভ মন্দিরের ছাদটীকে রক্ষা করিতেছে। গর্ভগৃহের উপরে ছাদের একপ্রান্তে মন্দিরের চূড়া। গর্ভগৃহের চতুর্দ্দিকে গর্ভগৃহ ও বহির্গৃহের দেওয়ালের মধ্যে প্রদক্ষিণ-পথ।
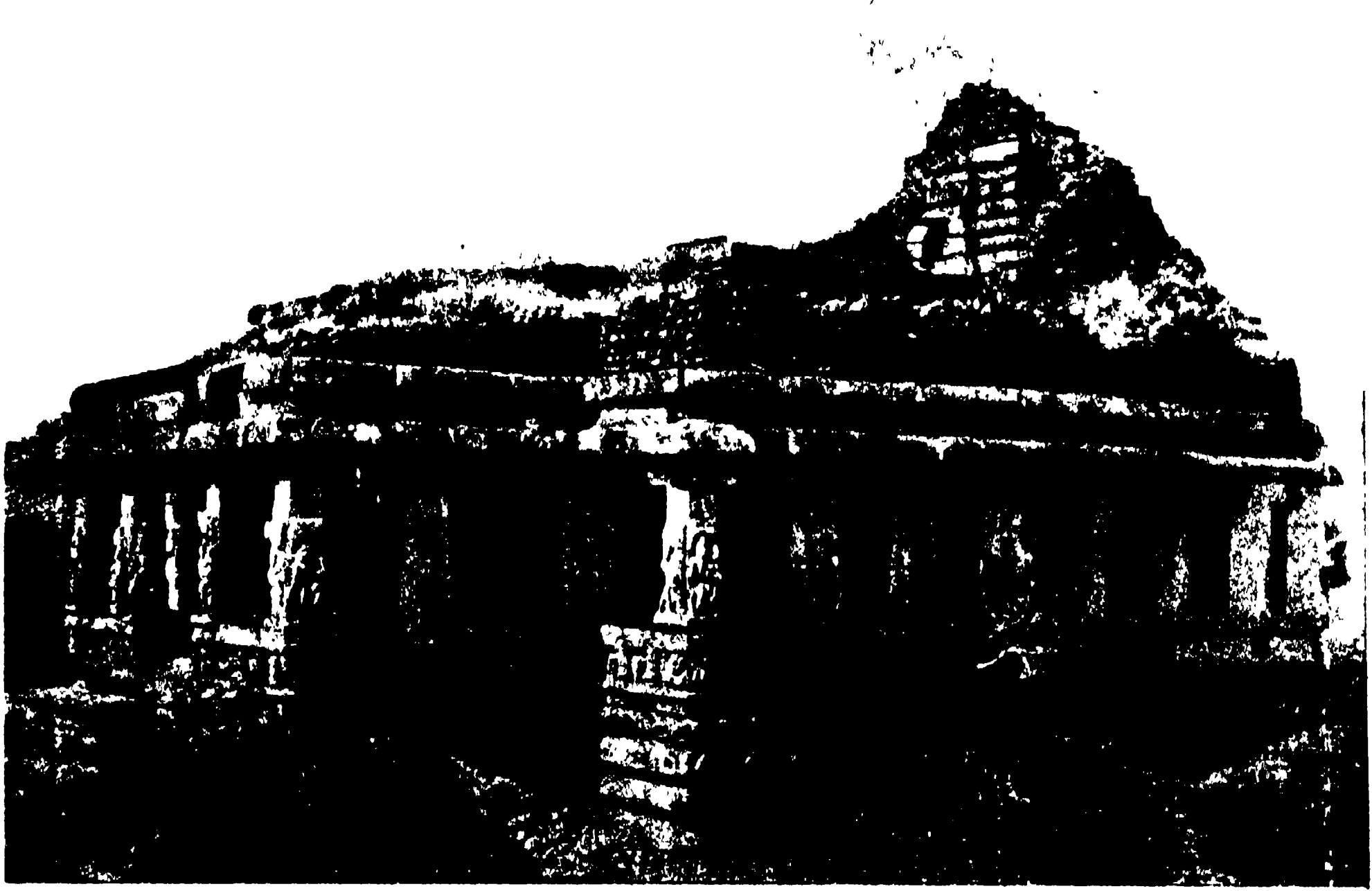
অইহোলের দুর্গ বা দুর্গামন্দির

মন্দিরের প্রবেশদ্বারের উপর গরুড়ের মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। ইহাতে অনুমান হয় প্রথমে ইহা বৈষ্ণব মন্দির ছিল। মন্দিরটী একটী ভগ্ন দুর্গ-প্রাকারের ন্যায় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে দুর্গা-মন্দির। পার্ব্বতীর সহিত এ মন্দিরের কোন সংস্রব নাই। এ মন্দিরের একস্থানে একটী কন্নড় ভাষায় উৎকীর্ণ শিলালিপি দেখিয়া অনেকে ভ্রমক্রমে ইহাকে

জৈন মন্দির মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু মন্দিরে চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্য সত্যাশ্রয়ের সময়ের একটী শিলালিপি দেখিয়া মনে হয় উহা হিন্দু-মন্দির। চালুক্য-রাজবংশে দুইজন বিক্রমাদিত্য রাজত্ব করিয়াছিলেন। একজন ৬৫৫ হইতে ৬৮০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত, অপরজন ৭৩৩ হইতে ৭৪৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত। এই শিলালিপিটী মন্দির নির্ম্মিত হইবার পর কোন একটা দান উপলক্ষে উৎকীর্ণ; সুতরাং এই লিপির অন্ততঃ অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐতিহাসিকগণ ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন, এই মন্দিরটী অন্ততঃ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। এই মন্দিরের স্তম্ভে, প্রবেশদ্বারে ও অন্যান্য অনেক স্থলে অতি উত্তম ভাস্কর্য্যের নিদর্শন আছে।

অইহোলের ভাস্কর-শিল্প (হরপার্ব্বতীর মূর্ত্তি)

অইহোল্ গ্রাম ও তাহার চারিদিকে ন্যূনাধিক ৫০।৬০টী ছোটবড় মন্দির আছে। এ ছাড়া দুইটী গুহামন্দিরও আছে; উহাদের একটী জৈন ও অপরটী শৈব। যে পর্ব্বতে মেগুটি মন্দির আছে সেই পর্ব্বতেই জৈনগুহা অবস্থিত। ঐ গুহার বড় ঘরটী ১৭½ ফুট দীর্ঘ এবং ১৫ ফুট প্রস্থ; তাহার পশ্চাতে একটী ছোট সমচতুষ্কোণ মন্দিরের ভিতর মহাবীরের উপবিষ্ট মূর্ত্তি আছে। মন্দিরের সম্মুখে দুইটী কারুকার্য্যময় বিশাল স্তম্ভ আছে ও প্রবেশদ্বারের দুই পার্শ্বে দেয়ালে দুইটী দ্বারপাল-মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। মন্দিরটীর ভাস্কর্য্য দেখিয়া তাহা খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে ক্ষোদিত বলিয়া মনে হয়।

শৈব গুহামন্দিরটীর ভিতরেও বহু শিবমূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। এই গুহাটীর নির্ম্মাণকাল জৈনগুহার অনেক পরে বলিয়া মনে হয়। এই গুহার নিকট হুচ্ছিমল্লি-গুডি নামে একটী মন্দির আছে। এই মন্দিরটীর অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা কে ছিলেন নির্ণয় করা কঠিন। মন্দিরের প্রবেশদ্বারে কার্ত্তিকেয়মূর্ত্তি ও গর্ভগৃহের কাঠের উপর গরুড়-মূর্ত্তি দেখিয়া অনেকে মনে করেন উহা বৈষ্ণব-মন্দির। এই মন্দিরের ভিতর কন্নড ভাষায় লিখিত একটী বৃহৎ শিলালিপি আছে, উহাতে চালুক্যরাজ বিজয়াদিত্যের শাসনকালের ত্রয়োদশ বর্ষে (৭১৮ খৃঃ অঃ) ও তৃতীয় মাসে আশ্বিনপূর্ণিমার দিন তৈল-দানের কথা লিপিবদ্ধ আছে। এই নৃপতি খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের প্রথমদিকে রাজত্ব করিতেন। মন্দিরটীর চূড়া দেখিলে ভুবনেশ্বরের পরশুরামেশ্বর মন্দিরের কথা মনে পড়ে।

এই সমস্ত মন্দির ও গুহামন্দির দেখিলে মনে হয়, এই স্থানে পূর্ব্বে কোন সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। স্থানীয় লাড়খাঁর মন্দিরের একটী শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, এই স্থানটীর নাম ছিল আর্য্যাপুর এবং উহা একটী শ্রেষ্ঠ "অধিষ্ঠান" ছিল। [পুলিকেশী ও চালুক্য দ্র°]

[Archæological Survey of Western India, Vol I pp. 37-40; Epigraphia Indica, Vol VI, p 1 ff; Indian Antiquary, Vol. VIII, p. 67 ff., 237 ff, 285 ff. Indian & Eastern Architecture, Vol. I, pp. 319, 320, 321, 356 & Vol. II, pp 18, 70, 119; Ancient and Medieval Architecture of India—E. B. Havell, pp. 67-69, pp. 176-177; Chalukyan Architecture—A. Rea.]

অও—দামোদর নদের শাখা; বরাকরের উপশাখা।

অওঘর—দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী ব্রহ্মগিরি কর্ত্তৃক গুজরাট প্রদেশে স্থাপিত এক শৈব সম্প্রদায়। ব্রহ্মগিরি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে গোরক্ষনাথ নামক শিবাবতার বলিয়া পূজিত সাধুর কৃপাপাত্র ছিলেন। ইঁহারা ইচ্ছানুরূপ কাহাকেও শিষ্যশ্রেণীভুক্ত করেন না। কোনও মঠের মহান্তের মৃত্যু হইলে অপর কোন সন্ন্যাসীকে অভিষেক করিয়া উক্ত পদ দেওয়া হয়। কথিত আছে যে, গোরক্ষনাথ ব্রহ্মগিরিকে তাঁহার কর্ণাভরণ ও অন্যান্য দ্রব্য সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। ব্রহ্মগিরি আবার গুদর, সুখর, রুখর, ভুখর ও কুকর নামক পাঁচজন শিষ্যের মধ্যে তাহা ভাগ করিয়া দেন। এই পাঁচজন শিষ্য পাঁচটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। গোরক্ষনাথেরই আর একটী নাম অওঘর। তাঁহারই নাম হইতে এই সম্প্রদায়ের নামকরণ হইয়াছে। কুকর ও ভুখর সম্প্রদায়ীরা অন্য তিনটী সম্প্রদায়ের মত ভিক্ষাপাত্রে ধুনা পোড়ান না। কুকর সম্প্রদায়ীরা নূতন

হাঁড়িতে ভিক্ষা করিয়া তাহাতেই রন্ধন করিয়া আহার করেন।

অওন্‌লা,—বরেলি জেলান্তর্গত একটী তহশীল। অক্ষা° ২৮°১০′ হইতে ২৮°৩১′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°৫৮′ হইতে ৭৯°২৬′ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। আয়তন ৩১৮ বর্গমাইল; তন্মধ্যে অধিকাংশই কৃষিকার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই তহশীলে অওন্‌লা, বালিয়া, সনেহা এবং শিরৌলী নামক চারিটী পরগণা, তিনটী নগর ও ৩৪৩টী গ্রাম আছে। ১৯৩১ সালের গণনায় লোকসংখ্যা ২০৫৫৭৩। রামগঙ্গা নদী ইহার উত্তর ও পূর্ব্ব এবং অরিল নদী দক্ষিণ-পশ্চিম দিক্ দিয়া প্রবাহিত হওয়ায় এইস্থান খুব উর্ব্বর হইয়া উঠিয়াছে।

অওন্‌লা₂, **আম্‌বলা**—বরেলি জেলান্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। অওন্‌লা তহশীলের সদর। অক্ষা° ২৮°১৬′২৫″ উঃ; দ্রাঘি° ৭৯°১২′২৫″ পূঃ। আয়তন ১২৮ একর। বরেলির ১৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অরিল নদীর একটী শাখার তীরে অবস্থিত। খৃষ্টীয় ১৪শ ও ১৫শ শতকে নিকটবর্ত্তী আম্‌লার (Phyllanthus Emblica) জঙ্গলে কাঠুরিয়াগণের বাসস্থান ছিল। আম্‌লা গাছ হইতেই সম্ভবতঃ এই নগরের নামকরণ হইয়াছে। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে রোহিলা-নায়ক আলি মুহম্মদ কাঠুরিয়ারাজ দূজা সিংহকে নিহত করিয়া স্বয়ং অওন্‌লায় বাস করিতে থাকেন। ইহাতে অওন্‌লা সমগ্র রোহিলখণ্ডের রাজধানী বলিয়া গণ্য হইল। আলি মুহম্মদ ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন। তাঁহার শিল্পকার্য্য-যুক্ত সুবৃহৎ কবরস্থান এখনও বর্ত্তমান।

অও-পই (Ao-pai)—চীনদেশীয় সম্রাট্ সুন্-সি'র মন্ত্রী। কাঙ্-সি যখন অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন, তখন ইনি চারিজন নিযুক্ত রাজ-প্রতিনিধির মধ্যে অন্যতম ছিলেন। রাজকীয় অসন্তোষের জন্য ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে ইনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হ'ন।

অওরনস্—প্রাচীন নগর। বর্ত্তমান নাম রাণীগৎ। জেনারল কানিংহামের মতে ইহা পঞ্জাব জেলান্তর্গত পেশাবরের ওহিন্দ্ নামক স্থানের ১৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। কাপ্তেন জেমস্ আবট্ নির্দ্দেশ করেন যে, ইহা পেশাবরের ৭০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে সিন্ধুনদের পশ্চিমপারে অবস্থিত মহাবন পর্ব্বতের শাহকোট নামক স্থান। সম্ভবতঃ ইহা পাণিনির 'বরণ' (পা ৪.২.৮২) নামক স্থানের অপভ্রংশ। এই বরণ নগর সিন্ধুনদের পশ্চিমতীরে এখনও বর্ত্তমান।

[Indian Antiquary, Vol. I, p. 22; Smith's Early History of India, p. 68; Cunningham's Ancient Geography of India, p. 58.]

অওস্—নাগ জাতি-বিশেষ। নাগগণ আসামের পূর্ব্বসীমান্ত পর্ব্বতশ্রেণীতে বাস করে। ইহাদের মধ্যে অওস্ একটী শাখা।

অংশ,—[অন্‌শ্ (ভাগ করা)—অচ্ (ভা°)। তু°—প্রা° জর্ম্মন ahsala; আ° জর্ম্মন achsel; লা° axilla। স্কন্ধ অর্থে তু°—গ্রী° umos; লা° humerus, ansa; গথি° amsa; অমে° us]. ১ ভাগ। ২ বিভাগ; বণ্টন। ৩ স্থান; নির্দ্দিষ্ট স্থল। ৪ একদেশ; অঙ্গ; অবয়ব। ৫ খণ্ড; টুকরা। ৬ শরীর বা যন্ত্রাদির প্রত্যঙ্গ। ৭ রূপ; মূর্ত্তি; অবতার। ৮ অক্ষাংশ। ৯ [অঙ্কশা°] ভগ্নাংশ (fraction)। ১০ রাশিচক্র বা বৃত্তপরিধির ৩৬০ ভাগের এক ভাগ (degree)। ১১ রাশিচক্রের ত্রিংশ ভাগের এক ভাগ; এই অর্থে 'অংশক'ও হয়। ১২ উষ্মার এক ভাগ (degree of temperature)। ১৩ পক্ষ; বিষয়; সম্বন্ধ; প্রকার। ১৪ স্কন্ধ; কাঁধ (অথর্ববেদ ২.১.১০.) [অংস দ্র]। ১৫ তেজঃ; বীর্য্য; প্রভাব। ১৬ ভাজ্যাঙ্ক। ১৭ ভগ্নাংশের লব (Numerator)। ১৮ [বঙ্গীয় কুলগ্রন্থ-পরিভাষায়] বৈবাহিক আদানপ্রদান বা দানগ্রহণ সম্বন্ধ। ১৯ [বেদে] আদি মাতা অদিতির ছয় পুত্রের অন্যতম। এই ছয় পুত্র আদিত্য নামে প্রসিদ্ধ। ২.২৭.১ ঋকে ছয়জন আদিত্যের নাম—মিত্র, অর্য্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ ও অংশ। ৯ম মণ্ডলের ১১৪ সূক্তে ও ১০ম মণ্ডলের ৭২ সূক্তে বৈদিক আদিত্য সাতজন। পরে আদিত্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া অথর্ববেদে (৪.৯.২১) ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১. ১. ৯. ১) আট হয়। এই আটজন আদিত্যের নাম—ধাতা, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র ও বিবস্বান্। শতপথব্রাহ্মণেও মার্ত্তণ্ডকে লইয়া আটজন আদিত্যের কথা আছে। পরে আদিত্যের সংখ্যা হইল দ্বাদশ। এই দ্বাদশ আদিত্য দ্বাদশ মাস (১১.৬.৩.৮)। তারপর মহাভারত (আদি ১২১ অঃ) ও পুরাণে (বিষ্ণুপু° ১.১৫.১০) দ্বাদশ আদিত্যের নাম পাওয়া যায়। বিষ্ণু-পুরাণমতে, এই দ্বাদশ আদিত্য চাক্ষুষ মন্বন্তরে তুষিত নামে অভিহিত ছিলেন, পরে বৈবস্বত মন্বন্তরে আদিত্য নাম লাভ করেন। মহাভারত মতে অংশ ষষ্ঠ আদিত্য ও হরিবংশ মতে নবম ও একাদশ। ২০ [বেদে] অগ্নির নামান্তর (ঋক্ ২.১.৪)। ২১ সূর্য্যের নামান্তর [মহাভা°, সহস্রনাম]। ২২ পুরুহোত্রের এক পুত্র। অংশের পুত্র সত্বত হইতে প্রসিদ্ধ সাত্বতবংশ (বিষ্ণুপু° ৩.১২)। ২৩ সোমপায়ী ক্রতুসুতগণের অন্যতম (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৬৮.১১)। ২৪ খাণ্ডবদহনকালে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধকারী (মহাভা°, আদি ২২৭ অঃ)। ২৫ স্বায়ম্ভুব মনুবংশীয় একজন প্রজাপতি (পদ্মপু°, সৃষ্টি ৮ অঃ)।

অংশ$_{২}$—[অর্থশা] কোন যৌথ কারবারের প্রস্তাবিত মূলধনকে কতকগুলি সুনির্দ্দিষ্ট ভাগে বিভক্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়া প্রত্যেক ভাগকে অংশ বা 'শেয়ার' (Shares) নামে অভিহিত করা হয়। কোন ব্যবসা বা শিল্পকার্য্য চালাইবার জন্য যৌথ কারবার গঠন করিয়া অংশ বিক্রয় দ্বারা তাহার মূলধন সংগ্রহ করা হয়। যত টাকার অংশ বিক্রয় হয়, তত টাকা কারবারের মূলধন। যৌথকারবার স্থাপনে যাহারা উদ্যোক্তা তাঁহারা পূর্ব্বেই স্থির করেন যে, এই ব্যবসা চালাইবার জন্য এত টাকা প্রয়োজন; তারপর সেই পরিমাণ টাকা তুলিবার জন্য তাঁহারা কারবারকে কতকগুলি অংশে বিভক্ত করেন ও প্রত্যেক অংশের একটী মূল্য স্থির করিয়া দেন। মনে করা যাউক, একটী চিনির কারখানা স্থাপন করিতে ও চালাইতে দশ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। উদ্যোক্তৃগণ কারবারকে এক লক্ষ অংশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক অংশের মূল্য দশ টাকা নির্দ্ধারণ করিলেন। যাহাতে অংশ বিক্রয়ের সুবিধা হয় তাহার জন্য প্রতি অংশের সম্পূর্ণ মূল্য (যথা দশ টাকা) এক সঙ্গে না লইয়া ক্রমে ক্রমেও লওয়া হয়। ধরা যাউক, প্রথমে প্রতি অংশের জন্য পাঁচ টাকা লওয়া হইল। এক বৎসর পরে আড়াই টাকা লওয়া হইল ও আর আড়াই টাকা কোম্পানী যখন ইচ্ছা অংশীদারদের নিকট হইতে লইতে পারিবেন, এরূপ সর্ত্ত রহিল। এরূপভাবে অংশক্রয়ের যেমন সুবিধা আছে, তেমনি বিপদও আছে। সমগ্র মূল্য না দিলেও, ক্রেতা যত টাকা দামের অংশ লইবেন বলিয়া স্বীকার করিলেন তত টাকা দিবার জন্য তিনি আইনতঃ দায়ী হইলেন। উদাহরণস্বরূপ চায়ের ব্যবসা ধরা যাইতে পারে। চায়ের ব্যবসা যখন খুব ভাল চলিতেছে, তখন এক ব্যক্তি প্রতি অংশের দশ টাকা মূল্য, এরূপ দুইশত অংশ আপাততঃ একহাজার টাকা নগদ দিয়া ও পরে কোম্পানীর দাবীমত একহাজার টাকা দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া ক্রয় করিলেন। যদি ব্যবসা ভাল চলে, তাহা হইলে কোম্পানী হয়তো অবশিষ্ট টাকা তখন আর দাবীই করিলেন না এবং প্রত্যেক অংশের উপর কিছু কিছু লভ্যাংশ দিতে লাগিলেন; কিন্তু এরূপ হইতে পারে যে, অংশ ক্রয়ের পাঁচ বৎসর পরে চায়ের বাজার খুব খারাপ হইয়া গেল—এমন কি সেই কারবারই উঠিয়া গেল। তখন ক্রেতা লাভ তো কিছু পাইলেন না, অধিকন্তু তাঁহাকে প্রতিশ্রুত একহাজার টাকা কারবারের ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য দিতে বাধ্য করা হইবে। এইজন্য কোন কারবারের অংশ খরিদ করিবার সময় আপাততঃ দুই টাকা বা চারি টাকা দিয়া দশ টাকার অংশ পাইতেছি এরূপ বিবেচনা করা উচিত নহে; সেই কারবারের লাভ-লোকসানের সম্ভাবনা কিরূপ সে সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া তবে অংশ ক্রয় করা কর্ত্তব্য। বিজ্ঞাপনে মুগ্ধ হইয়া বা দালালের কথায় বিশ্বাস করিয়া অনেকে বাজে কারবারের অংশ খরিদ করিয়া বিপন্ন, এমন কি, সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। অংশক্রেতার দায়িত্ব কিন্তু কেবলমাত্র অংশের বিজ্ঞাপিত মূল্য সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ করা পর্য্যন্ত। কেহ যদি অংশের পূর্ণ মূল্য প্রদান করেন, তবে আর তাঁহার কোন দায়িত্ব রহিল না। যদি কেহ পাঁচ শত টাকা দিয়া প্রতি অংশের দাম দশ টাকা এরূপ পঞ্চাশটী অংশ ক্রয় করেন, তারপর যদি কোন সময়ে সেই কারবার নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে তাঁহার ঐ পাঁচ শত টাকাই জলে গেল। ঐ কারবারের যতই ধার থাকুক না কেন, তিনি তাহার জন্য বিন্দুমাত্র দায়ী হইবেন না।

বহু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ব্যাঙ্কে টাকা রাখা অপেক্ষা অংশ ক্রয় করা পছন্দ করেন। ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিলে তিনি নির্দ্দিষ্ট শতকরা পাঁচ টাকা বা সাত টাকা সুদের চেয়ে এক পয়সাও বেশী পাইবেন না; কিন্তু লাভজনক কারবারের অংশ ক্রয় করিলে এক শত টাকায় এক শত টাকা বার্ষিক আয় হইয়াছে এরূপ দেখা গিয়াছে। বিবেচক ব্যক্তি এক প্রকার কারবারের অংশ ক্রয় করিয়া নিজের সমস্ত টাকা ব্যয় করেন না; বিভিন্ন ধরণের কারবারে যথা:—চা, পাট, তুলা, কাপড়ের কল প্রভৃতিতে—কিছু কিছু টাকা খাটাইয়া থাকেন। তাহাতে সুবিধা এই যে, এক প্রকার ব্যবসায় মন্দা পড়িলে, অন্য ব্যবসা হইতে লাভ হইতে পারে।

আইন হিসাবে, অংশ বা 'শেয়ারকে' অস্থাবর সম্পত্তিরূপে গণ্য করা হয়। যদি কেহ চা-কোম্পানীর অংশ কিনিয়া মনে করেন যে, যখন ঐ কোম্পানীর জমী আছে তখন তিনি উহার অংশ খরিদ করিয়া স্থাবর সম্পত্তিই ক্রয় করিলেন, তাঁহার এরূপ ধারণা বিষম ভ্রম।

প্রত্যেক অংশের কত মূল্য বিজ্ঞাপিত হইবে তাহার সম্বন্ধে এদেশে বা ইংলণ্ডে কোন আইন নাই। প্রতি অংশের মূল্য এক টাকা বা এক হাজার টাকা হইতে পারে। কিন্তু প্রতি অংশের মূল্য বেশী হইলে, গরীব বা মধ্যবিত্ত লোকে একটী অংশ ক্রয় করিতেই তাহার যা' কিছু সম্বল ব্যয় করিয়া ফেলিবে, এই আশঙ্কায় ফ্রান্স, জর্ম্মনী প্রভৃতি দেশে প্রতি অংশের মূল্য কত কম হইতে পারে তাহা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রস্তাবিত মূলধনকে কতকগুলি ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক অংশ নির্দ্ধারিত মূল্যে বিক্রয়

করা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রতি অংশের পূর্ণ মূল্য একসঙ্গে সাধারণতঃ আদায় করা হয় না। যে পরিমাণ টাকা আদায় করা হয়, তাহাই সেই কারবারের যথার্থ মূলধন। প্রস্তাবিত মূলধনকে ইংরেজীতে **Authorised capital** বলে; নির্দ্ধারিত মূল্যের যত টাকার অংশ বিক্রয় হয় তাহাকে **Subscribed capital** ও যথার্থ যত টাকা অংশের আংশিক মূল্যস্বরূপ আদায় করা হয় তাহাকে **Paid-up capital** বলে। কোন কারবারের অংশ সাধারণের মধ্যে কিরূপ আদৃত হইয়াছে বুঝিতে হইলে প্রস্তাবিত মূলধনের সহিত আদায়ী টাকার অনুপাতের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

কোন কোম্পানী সর্ত্তসম্বলিত বিজ্ঞাপনপত্র (Prospectus) বাহির করিবার পর যে কেহ সেই কোম্পানীর অংশ ক্রয় করিতে পারেন। অংশ ক্রয় করিবার জন্য বিশেষ বাজার আছে; সেখানে অথবা ব্যক্তিগত চুক্তির দ্বারা অংশ ক্রয় করা যায়। যদি নাবালক বা নাবালিকা কোন অংশ ক্রয় করে তাহা হইলে সে প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া অংশের অপরিশোধিত মূল্য দিতে অস্বীকার করিতে পারে। (Steinberg V. Scala, Leeds, 1923, 2ch, 452)।

অংশ ক্রয় করিবার পর কোম্পানী ক্রেতাকে একখানি নিদর্শনপত্র বা সার্টিফিকেট দিতে বাধ্য। ঐ পত্রে ক্রেতার নাম, ঠিকানা, অংশের সংখ্যা (যথা পাঁচটী কি দশটী); অংশের ক্রমিক সংখ্যা (যথা ১৫৩১ হইতে ১৫৩৫ বা ১৫৪০), কত টাকা দেওয়া হইল ও কত টাকা পরে দেওয়া হইবে এই সব লেখা থাকে। প্রত্যেক নিদর্শনপত্রে কোম্পানীর শিলমোহর ও কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষ হইতে কাহারও স্বাক্ষর থাকা প্রয়োজন। যদি কয়েক ব্যক্তি মিলিয়া একটী অংশ-ক্রয় করেন, তবে সর্ব্বাগ্রে যে ব্যক্তির নাম লেখা থাকে তাহার নিকট নিদর্শনপত্র প্রেরিত হয়। অংশক্রয়ের নিদর্শনপত্র হারাইয়া গেলে বা নষ্ট হইলে সামান্য কিছু দর্শনী লইয়া কোম্পানী পুনরায় উহা প্রদান করেন; কিন্তু তৎপূর্ব্বে প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন দিয়া ঘোষণা করেন যে, অমুক সংখ্যক অংশের নিদর্শনপত্র নষ্ট হইয়াছে। কোন ব্যক্তির কোন অংশে স্বত্ব আছে কি না তাহার মুখ্য প্রমাণ নিদর্শনপত্র দেখাইয়া হয়।

অংশ বিক্রয় করিবার জন্য স্বতন্ত্র দালাল থাকে। যদি কেহ অংশের সম্পূর্ণ মূল্য দিয়া থাকে, তবে সে নিজের অংশ বিক্রয়ের সুবিধার জন্য কোম্পানীর নিকট হইতে **Share Warrant to Bearer** নামে পরিচিত একপ্রকার নিদর্শনপত্র লইতে পারে। উহাতে কাহারও নামধাম থাকে না ও উহা ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য কোনও দলিলের প্রয়োজন হয় না। উহাতে অংশের ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া থাকে। গবর্ণমেণ্টের নোটের মত উহা যাহার অধিকারে থাকে, সেই উহার মালিক বলিয়া গণ্য হয়।

অংশের নিদর্শনপত্র জমা দিয়া বা বাঁধা দিয়া ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধার পাওয়া যায়। অবশ্য সুপরিচিত কোম্পানীর অংশেরই এইরূপ আদর হয়। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা পরিশোধ করিতে না পারিলে ব্যাঙ্ক অংশ বিক্রয় করিয়া টাকা উসুল করিয়া লয়।

প্রতিবৎসর বা কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর প্রত্যেক কোম্পানী তাহার লাভ-লোকসান খতাইয়া দেখে। যদি কোম্পানীর লাভ হয়, তাহা হইলে অংশক্রয়কারিদিগকে লভ্যাংশ বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। প্রতি একশত টাকার অংশে কয় টাকা লভ্যাংশ দেওয়া যাইতে পারে, তাহা কোম্পানীর সাধারণ সভায় স্থির হয়। কোন কোন কোম্পানী একাধিক প্রকার অংশ বিক্রয় করিয়া থাকে। লভ্যাংশ বিতরণের সময় কোন প্রকারের অংশ-ক্রেতাকে কি প্রকার লভ্যাংশ দেওয়া যাইবে স্থির হয়।

অংশ তিন প্রকারের হইতে পারে। প্রথম প্রেফারেন্স সেয়ার (Preference shares)। অন্য প্রকারের অংশক্রেতা কিছু লাভ পান বা না পান, এই প্রকারের ক্রেতাকে চুক্তি-অনুসারে নির্দ্দিষ্ট লভ্যাংশ দিতেই হইবে, কিন্তু যদি কোম্পানীর কার্য্য-পরিচালনের জন্য সেই বৎসরের আয়ের টাকা রিজার্ভ ফণ্ডে জমা রাখা কর্ত্তব্য বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ বিবেচনা করেন, তাহা হইলে এরূপ অংশের ক্রেতাও সে বৎসর লভ্যাংশ হইতে বঞ্চিত হ'ন। কিন্তু এক প্রকারের প্রেফারেন্স শেয়ার আছে (Cumulative preference shares) যাহাতে এক বৎসরের লভ্যাংশ না পাওয়া গেলেও পরবৎসর উহা চুক্তি মত বাকী শোধ করিয়া দিতে কোম্পানী বাধ্য থাকেন।

এইরূপ অংশখরিদকারিদিগের দাবী মিটাইয়া যাহা বাকী থাকে, তাহা সাধারণ অংশের গ্রাহকদিগকে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। তৃতীয় প্রকারের অংশকে **Deferred ordinary** বা **Founder's shares** কহে। এরূপ অংশ যাঁহারা কোম্পানী স্থাপনে প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন তাঁহারা গ্রহণ করিয়া থাকেন। প্রথম দুই প্রকার অংশের গ্রাহকের দাবী মিটাইয়া তবে এই শ্রেণীর গ্রাহককে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়া থাকে।

অংশ-খরিদকারীরা সাধারণতঃ কোম্পানীর বার্ষিক সভায় উপস্থিত হইয়া কার্য্য-পরিচালনে যোগ দিবার অধিকারী।

তবে কোন কোন কোম্পানী নিতান্ত অল্প মূল্যের অংশ খরিদকারীকে সভায় উপস্থিত হইবার অধিকার দেন না।

প্রতি বৎসর, অন্ততঃ প্রতি পনর মাসের মধ্যে অংশ-ক্রেতাদের সভা আহ্বান করা নিয়ম। এই সভায় কত লভ্যাংশ দেওয়া হইবে, হিসাব-পরীক্ষককে কি পারিশ্রমিক দেওয়া হইবে তাহা স্থির করা হয়। অংশক্রয়কারিগণ নিজেদের মধ্য হইতে কার্য্যনির্ব্বাহক-মণ্ডলী বা ডিরেক্টার-গণকে নির্ব্বাচন করেন। ঐ সভায় হিসাবপত্র ও ডিরেক্টারদিগের প্রদত্ত কার্য্যবিবরণ বিবেচিত হইয়া থাকে। সভার আহ্বান-পত্র অংশক্রয়কারিগণের নিকট সাধারণতঃ সভার নির্দ্দিষ্ট দিনের সাতদিন পূর্ব্বে পৌঁছান চাই। সভা কোন্ সময়ে বা কোন্ স্থানে হইবে তাহা ডিরেক্টরগণ স্থির করেন বটে, কিন্তু যদি কোন অংশক্রেতা এরূপ প্রমাণ করিতে পারেন যে, ডিরেক্টরগণ তাঁহাকে বা তাঁহার মতাবলম্বী ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে বাধা পাইবেন এই আশঙ্কায় এমন সময় স্থির করিয়াছেন যে তাঁহাদের পক্ষে উক্ত স্থানে ঐরূপ সময়ে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব, তাহা হইলে ঐ সভার কার্য্য আদালত হইতে নাকচ করিয়া দেওয়া হয়। প্রায়ই দেখা যায়, অংশ ক্রয় করিয়া খরিদকারী কোম্পানীর কোনও সভায় উপস্থিত হ'ন না, এমন কি ঐ কোম্পানীর সম্বন্ধে কোন খোঁজখবরও ল'ন না। তাঁহাদের এইরূপ ঔদাসীন্যের সুবিধা লইয়া কোন কোন কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ যথেচ্ছভাবে কার্য্যপরিচালন করিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করেন ও কোম্পানীর টাকাপয়সা নষ্ট করিয়া ফেলেন। বিশেষতঃ, ম্যানেজিং এজেন্টস্ বা পরিচালক কর্ম্মিবৃন্দও অনেক সময় যুগপৎ ডিরেক্টর ও অংশীদের চোখে ধূলা দিয়া কোম্পানীর ক্ষতি করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে অজ্ঞ, বিধবা ও অপ্রাপ্তবয়স্ক অংশের মালিক অনেক আছেন। সেইজন্য শিক্ষিত অংশক্রেতাদের কর্ত্তব্য কোম্পানীর বার্ষিক সভায় উপস্থিত হইয়া সকল বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করা। অংশখরিদকারিদিগের ঔদাসীন্যের জন্য বহু যৌথ কারবার দুষ্টলোকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে।

[প্রাচীন ভারতের যৌথকারবারে অংশ সম্বন্ধে সম্ভূয়-সমুত্থান দ্র°]।

অংশবলি—মানবের রাশির কোন বিশেষ অংশের 'শান্তি' সম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থ।

অংশসবর্ণন—অসমরাশির সমবিভাগ করণ। "অংশয়োঃ অতুল্যচ্ছেদয়োঃ রাশ্যোঃ সমচ্ছেদকরণম্" (বাচস্পত্যধৃত লীলাবতী)।

অংশবান্—[বৈদ্যক] সোমলতা (The moonplant or Acid Sarcostema) (S. Viminalis) [সোম দ্র°]।

অংশা—নন্দের ঔরসে ও যশোদার গর্ভে জাত কন্যা। শ্রীকৃষ্ণ জন্মিলে বসুদেব তাঁহাকে নন্দালয়ে রাখিয়া অংশাকে দেবকীর ক্রোড়ে রক্ষা করেন। বসুদেবের অনুরোধে কংস কর্ত্তৃক ইনি নিহত হ'ন নাই। পরে বসুদেব দুর্ব্বাসাকে এই কন্যা দান করেন। (ব্রহ্ম-বৈ°, শ্রীকৃষ্ণজন্ম ৭.১৩০)

অংশাংশিত্ব—[দর্শন°] দর্শনশাস্ত্রে জীবকে 'অংশ' এবং ব্রহ্মকে 'অংশী' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধকে 'অংশাংশিত্ব' বলে। ভেদবাদীরাই অংশাংশিত্ব স্বীকার করিয়া থাকে। অদ্বৈতদৃষ্টিতে অখণ্ড একরস ব্রহ্মের অংশ কল্পনা হইতে পারে না। অদ্বৈতবাদিগণ নিরুপাধিক ব্রহ্ম ও জীবরূপ সোপাধি ব্রহ্মের সম্বন্ধ মহাকাশ ও ঘটাকাশের ন্যায় বুঝিয়া থাকেন। স্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নির অংশ, জীবও সেইরূপ ব্রহ্মের অংশ। কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্ত চরম সিদ্ধান্ত হইতে পারে না; তাহা হইলে অভেদ-প্রতিপাদক শাস্ত্রবচন ব্যর্থ হইয়া যায়। ব্রহ্মের প্রকৃত কোন অংশ না থাকিলেও কল্পিত অংশ হিসাবে জীবকে ব্রহ্মের অংশই বলিতে হয়। অধিকারিভেদ হিসাবে শ্রুতিতে জীব ও ব্রহ্মে অভিন্নতা-প্রতিপাদক বচনও যেমন আছে, সেইরূপ ভেদজ্ঞাপক উক্তিও দেখিতে পাওয়া যায়।

মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি সাত্বত-সম্প্রদায়ের ভেদবাদিগণ অংশ শব্দ দ্বারা ব্রহ্মের সহিত জীবের সেব্যসেবক সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন। "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" (গীতা ১৫.৭); "পুত্রভ্রাতৃসখিত্বেন যতো হরিঃ। বহুধা গীয়তে বেদৈর্জীবাংশ-স্তস্য তেন তু॥" (বরাহপু° ৭.৯.৬) এই সমস্ত শাস্ত্রোক্তি তাঁহাদের মত-সমর্থক। বিজ্ঞানভিক্ষু বেদান্তের "অংশো নানা-ব্যপদেশাৎ" (২.৩.৪৩) সূত্রের উপর ভিত্তি করিয়া দ্বৈতত্ত্ব প্রতিপাদন-পরায়ণ হইয়াছেন। ঔড়ুলোমি-মতাবলম্বী ভেদাভেদ-বাদিগণ "ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমাংসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী"... ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের (৪.৩) বচন-প্রমাণে ২.৩.৪৩ বেদান্ত-সূত্রের সার্থকতা প্রমাণিত করেন। আশ্মরথ্য-মতাবলম্বী বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ ভোক্তৃ-ভোগ্য-নিয়ামকের সম্বন্ধহেতু অবশিষ্ট ব্রহ্ম হইতে আবির্ভূত বিশিষ্ট পদার্থের ত্রিত্ব কল্পনা করেন এবং তাঁহারা বেদান্তের ২.৩.৪৩ সূত্রের ব্যাখ্যা এইরূপ করেন— "ঈশ্বরশ্চিদচিচ্চেতি পদার্থ-ত্রিতয়ং হরিঃ। ঈশ্বরশ্চিদিতি প্রোক্তো জীবো দৃশ্যমচিৎ পুনঃ"। পক্ষান্তরে কাশকৃৎস্নীয়-মতাবলম্বী অভেদবাদিগণ বলেন, ব্যবহারদশায় উপাধি-কল্পিত ভেদ অবলম্বন করিয়া ঐ সূত্রে জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইয়াছে; সুতরাং পদার্থের বাস্তবভেদ প্রতিপন্ন করা সূত্রের

তাৎপর্য্য নহে। বস্তুতঃ অধিকারিভেদে সাধনার ক্রম অনুসারে এইরূপ বিভিন্ন সিদ্ধান্তের ব্যবস্থা।

অংশিত্ব—[দর্শন] কার্য্যত্ব effect. চিৎসুখাচার্য্য মিথ্যাত্বের হেতু প্রদর্শন করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"অয়ং পটঃ এতত্তন্তুনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগী অংশিত্বাৎ ইতরাংশিবৎ।" অর্থাৎ তন্তু উপাদান, উপাদাননিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব। তাঁহার মতে অংশিত্ব অর্থাৎ কার্য্যত্ব মিথ্যাত্বের হেতু। ব্যাসরাজ স্বামী ইহা স্বীকার করেন না; তিনি বলেন, অংশিত্ব অর্থাৎ কার্য্যত্ব মিথ্যাত্বের হেতু হইতে পারে না। কেন না, কার্য্যকারণ অভিন্ন। কারণে কার্য্যের ও অভাবের সিদ্ধি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; সুতরাং সিদ্ধ-সাধন-দোষ অনিবার্য্য। অনাশ্রিত বলিলে অন্যোন্যাশ্রিতত্বে অর্থান্তরের উদ্ভব হয়। মধুসূদন সরস্বতী বলেন, অংশিত্বও মিথ্যাত্বের হেতু। তিনি কার্য্যকারণ অভিন্ন বলিয়াও কথঞ্চিৎ ভেদও স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং সেরূপ স্থলে কার্য্যের কারণে কার্য্যাভাব অসিদ্ধ; অতএব সিদ্ধসাধনতা প্রভৃতি দোষ উৎপন্ন হইতে পারে না।

[বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস; পৃঃ ৭৩৮, ৭৭২]

অংশী, অংশীদার—[অর্থনীতি] লাভ করিবার উদ্দেশ্যে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যদি ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পকার্য্য চালাইতে প্রবৃত্ত হয়, তবে তাহাদিগকে অংশী বা অংশীদার (partners) বলে। কোনও ব্যাঙ্ক চালাইতে হইলে অংশীদারের সংখ্যা দশের বেশী হইতে পারিবে না এবং অন্যান্য ব্যবসা প্রভৃতিতে অংশীদারের সংখ্যা কুড়িজনের অধিক হইবে না। সাধারণের নিকট নির্দ্দিষ্ট মূল্যের অংশ বিক্রয় করিয়া যে কারবার চালান হয় তাহাকে যৌথকারবার বা 'জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী' বলে। আর দুই হইতে বিশজন ব্যক্তি নিজের মূলধন দিয়া নিজেদের মধ্যে নিরূপিত সর্ত্তানুসারে যে ব্যবসা চালায় তাহাকে অংশীদারী কারবার বলে। যৌথকারবারের অংশক্রেতা যদি ক্রীত অংশের পূর্ণমূল্য প্রদান করে তবে আর কারবারের ঋণ প্রভৃতির জন্য সে দায়ী হয় না। কিন্তু অংশীদার (partner) সাধারণতঃ কারবারের ঋণের জন্য দায়ী হয়। যদি কারবারের বেশী ধার হয়, তবে যে টাকা বা সম্পত্তি সে কারবারে লাগায় নাই তাহাও ঋণের দায়ে বিক্রীত হইয়া যাইতে পারে। অংশীদারী ব্যবসার এইটী যেমন অসুবিধা, তেমনি অনেক সুবিধাও আছে। প্রথমতঃ, যৌথকারবারের লাভ বহুলোকের মধ্যে বিভক্ত হয়, আর অংশীদারী কারবারের লাভ কেবলমাত্র অংশীদের মধ্যে বণ্টিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, যৌথকারবারে প্রত্যেক অংশীদারই কার্য্যপরিচালন-বিষয়ে বাধা দিতে পারে, অংশীদারী কারবারে অংশিগণ নিজেদের ইচ্ছামত কার্য্য পরিচালন করিতে পারেন। তৃতীয়তঃ, যৌথকারবারে প্রত্যেক অংশীদারেরই দায়িত্ব সীমাবদ্ধ বলিয়া ব্যবসাদারেরা ঐরূপ কারবারকে বেশী ধার দিতে চাহে না; অংশীদারী কারবারে প্রত্যেক অংশীদার ঋণশোধ করিবার জন্য দায়ী থাকায় ধার পাওয়ার সুবিধা হয়।

অংশীদার দুই প্রকারের হইতে পারে—নামে মাত্র অংশীদার ও কার্য্যতঃ অংশীদার। যাহারা নামে মাত্র অংশীদার হয়, তাহারা কারবারের কাজে হস্তক্ষেপ করে না—তাহারা টাকা দিয়াই খালাস—অন্য এক বা ততোধিক অংশীদার কার্য্য পরিচালন করে। অনেক কারবারে এমন অংশীও দেখা যায় যে, তাহারা টাকাও দেয় না, কাজও দেখে না; কিন্তু বাজারে তাহাদের যথেষ্ট সুনাম থাকায় তাহাদের নাম লইয়া কারবার চালাইবার সুবিধা হইবে বলিয়া তাহাদিগকে অংশী করিয়া লইয়া প্রায়ই পরিচালক-সমিতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হয়; কিন্তু যিনি যে প্রকারের অংশীই হউন না কেন, কারবারের লাভলোকসানে সকলেই সমানভাবে ফলভোগী। যে অংশী নিজে কাজ দেখে না তাহাকে ইংরেজীতে sleeping partner অর্থাৎ 'অলস অংশী' বলা হয়।

অংশীদারীর চুক্তি মৌখিক কথাবার্ত্তার দ্বারা বা লিখিত দলিলের দ্বারা হইতে পারে। কোনও ব্যক্তি কোনও কারবারের অংশী কি না তাহা তাহার কথাবার্ত্তা বা আচরণের দ্বারা স্থির করা হয়। কেহ যদি অপরের সহিত এক সম্পত্তির ভাড়াটিয়া বা মালিক হয় ও সেই সম্পত্তি লইয়া কারবার চালান হয় তাহা হইলেই যে সে ব্যক্তিকে অংশীদার বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে এরূপ কোনও আইন নাই। সাধারণতঃ কোনও ব্যক্তি কোনও কারবারের লভ্যাংশের ভাগী হইলে তাহাকে সেই কারবারের অংশীদার বলিয়া ধরা যায়; কিন্তু যদি এমন হয় যে, এক ব্যক্তি সেই কারবারে কিছু টাকা ধার দিয়া চুক্তি করিয়াছিল যে, লাভের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ প্রতি বৎসর তাহার ধার শোধের জন্য দিতে হইবে, তবে তাহাকে অংশীদার বলা হইবে না। আবার কারবারের কোনও কর্ম্মচারীর সহিত যদি এমন চুক্তি থাকে যে, সে লভ্যাংশের একটা নির্দ্দিষ্ট ভাগ পাইবে, তাহা হইলেও তাহাকে অংশীদার বলা যাইবে না; কেন না, কারবারের লোকসানের জন্য সে দায়ী নহে।

কে অংশীদার ও কে অংশীদার নহে এ সম্বন্ধে আইনে নানা রকম মারপ্যাঁচ আছে বলিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা অংশীদারী কারবার খুলিবার আগে নিম্নলিখিত বিষয়ে আইনজ্ঞের সাহায্য লইয়া পরিষ্কারভাবে লেখাপড়া করিয়া লইবেন। (১) কিরূপ

কারবার হইবে—কোন্ কোন্ জিনিস লইয়া ব্যবসা করা হইবে; (২) কারবারের নাম কি হইবে, যথা, কার-মহলানবীশ, রায়-মজুমদার অথবা ভিনিসিয়া-বণিক্‌সঙ্ঘ প্রভৃতি; (৩) কোন্ স্থানে কারবার চালান হইবে; (৪) কোন্ সময় হইতে কারবার আরম্ভ করা হইবে—কতদিন পর্য্যন্ত অংশীদারী চুক্তি বলবৎ রহিবে; (৫) কারবারের মূলধন কত হইবে, কোন্ অংশীদার কত টাকা দিবে; সাধারণতঃ অংশীদারদিগকে মূলধনের জন্য শতকরা পাঁচ টাকা সুদ দেওয়া হয়; সুদের হার ইহা অপেক্ষা কম কি বেশী হইবে; (৬) লাভ ও নোকসানের অংশ কি হারে কে কত পাইবে; (৭) কতদিন অন্তর অংশীদারেরা লভ্যাংশ গ্রহণ করিবে; (৮) কোন্ কোন্ অংশীদার কি কি কাজ করিবে; (৯) হিসাব কি ভাবে রাখা হইবে; অবশ্য যেরূপ হিসাবই থাকুক না কেন প্রত্যেক অংশীদার উহা পরীক্ষা করিতে ও উহার নকল লইবার অধিকারী; (১০) কারবারের কর্ম্মচারীদিগকে কে নিয়োগ বা বরখাস্ত করিবে; (১১) কোন্ কোন্ ঘটনায় অংশীদারকে বিতাড়িত করা চলিবে; আইনতঃ কোনও অংশীদার উন্মাদ রোগগ্রস্ত হইলে বা অংশীদারের কর্ত্তব্য সম্পাদনে চিরতরে অনুপযুক্ত হইয়া গেলে বা কারবারের ক্রমাগত অনিষ্টসাধন করিলে আদালত হইতে তাহাকে অংশীদারী হইতে বিদূরিত করা হয়; (১২) কোনও অংশীদার মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাহার অংশ সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইবে; (১৩) কারবার কোনও সময়ে বন্ধ করিতে হইলে কি ভাবে উহা বন্ধ করা হইবে ও (১৪) অংশীদের মধ্যে কোনও বিষয়ে মতান্তর বা বিবাদ উপস্থিত হইলে কি ভাবে কাহাদের নিকট সালিসী-বিচার দ্বারা উহার মীমাংসা হইবে—এই সমস্ত বিষয় অংশীদারীর দলিলে লেখা থাকিলে ভবিষ্যতে কোন বিরোধ হয় না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অংশীদারী কারবারে প্রত্যেক অংশীদার কারবারের ঋণের জন্য দায়ী এবং তাহাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতে সেই ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য। কিন্তু আর এক প্রকার অংশীদার আছে—যাহাতে অধিকাংশ অংশীদার এরূপ চুক্তি করিতে পারে যে, তাহারা অংশ গ্রহণের জন্য যত টাকা দিবে তাহার অধিক কিছুর জন্য দায়ী হইবে না। এইরূপ কারবারেও কিন্তু দুই একজন এমন অংশীদার থাকা চাই যাহারা কারবারের সমস্ত ঋণের জন্য দায়ী থাকিবে।

কারবারের সম্পর্কে কোনও কাজ করিতে গিয়া কোনও অংশীদার যদি কিছু খরচ করেন বা তাঁহার নোকসান হয়, তবে কারবার হইতে তিনি ক্ষতিপূরণ পাইয়া থাকেন। যদি কোন অংশীদার কারবারের বাহিরের কোনও লোকের নিকট হইতে কিছু টাকা আদায় করিয়া বা ধার লইয়া সেই টাকা আত্মসাৎ করেন, তবে কারবার হইতে উহা পূরণ করিয়া দেওয়া নিয়ম। ঐরূপ কারবারের নিকট গচ্ছিত কোনও টাকা কোনও অংশীদার নষ্ট করিয়া ফেলিলে তাহাও কারবার হইতে দিতে হইবে। কারবারের নাম লইয়া কোনও একজন অংশীদার কোনও কিছু করিলে অন্যান্য সকল অংশীদার তাহার ফলভোগী হইয়া থাকেন; সুতরাং কারবারে অংশীদার নির্ব্বাচন করিবার সময় তাহার স্বভাবচরিত্র ও সাধুতা সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। দশজন ভাল লোকের মধ্যে একজন জুয়াচোর অংশীদার থাকিলেও সে কারবার নষ্ট হইয়া যাইবার আশঙ্কা আছে।

অংশু—(অন্‌শ-উ) কিরণ; রশ্মি। ২ দীপ্তি; প্রভা। ৩ সূত্রাদির সূক্ষ্মাংশ; তন্তু; আঁশ (fibre)। ৪ সূর্য্য। ৫ বেশ; পরিচ্ছদ। ৬ লেশ। ৭ বস্ত্র। ৮ বেগ। ৯ প্রকাশ। ১০ সূক্ষ্মাংশ। ১১ [বৈদিক] সোমলতার যে অংশ প্রস্তর দ্বারা নিপীড়িত করা হয় (ঋক ৯.৬৭.২৮)। [প্র, সহস্র, হিম, সুধা প্রভৃতির সঙ্গে সর্ব্বদা ইহার সমাস হয়। যথা—প্রাংশু, সহস্রাংশু, হিমাংশু, সুধাংশু। অপভ্রংশে আঁশ, এঁসো]। ১২ [বেদে] ধনের জন্য অশ্বিদ্বয় কর্ত্তৃক রক্ষিত (ঋক্ ৮.৫.২৬)। ১৩ [বংশব্রাহ্মণমতে] অমাবাস্ত শাণ্ডিলায়নের শিষ্য ধানঞ্জয্যের নামান্তর। ১৪ পুরুহোত্রের পুত্র (বিষ্ণুপু° ৩.১২)। ১৫ যদুবংশীয় পুরুকুৎসের পুত্র (কূর্ম্মপু° ২৪.৩১)। ১৬ চন্দ্রবংশীয় রাজা পুরুজ্ঞানের পুত্র। ইঁহার মাতা বিদর্ভরাজকন্যা ভদ্রাবতী (লিঙ্গপু°, পূর্ব্ব ৬৮ অঃ)।

অংশুক—[বৈদ্যক] (অংশু-কন্) তেজপাত [তেজপাত দ্র°]।

অংশুকায়—[বৈদ্যক] প্রবালাদি।

অংশুতাপন—বিরোচনের শত পুত্রের অন্যতম। (পদ্মপু°, সৃষ্টি, ৬ অঃ)।

অংশুধর—সূর্য্য। ২ কিরণসমূহ যিনি ধারণ করেন। ৩ সূর্য্য-বংশীয় সগর রাজার পুত্র অসমঞ্জ (পদ্মপু°)। ৪ একজন কবি।

অংশুপট্ট—সূক্ষ্মসূত্রের পট্টবস্ত্র। সরু রেশমের কাপড়। বঙ্গদেশে তিন প্রকার রেশমের বস্ত্র প্রচলিত আছে—১ গরদ, ২ তসর ও ৩ মট্‌কা। এই শেষোক্ত কাপড় অতিশয় নিকৃষ্ট, কিন্তু দীর্ঘকাল-স্থায়ী। রেশম ও তসরের ঝুট্ ও ছিনা হইতে একপ্রকার মোটা ছিলা রেশম প্রস্তুত হয়। তাহারই ভরণা এবং কার্পাস-সূত্রের টানাতে মট্‌কা কাপড় নির্ম্মিত হইয়া থাকে। কখন

টানা ও ভরণায় ছিলা রেশম থাকে। গৃহস্থেরা দেবার্চ্চনার সময় এবং অষ্টপ্রহর পরিবার জন্য গট্কাধুতি ব্যবহার করেন।

তসর কাপড় তসরের গুটী হইতে প্রস্তুত হয় [তসর শব্দ দ্র°]। পট্টবস্ত্র রেশমের গুটীর সূতা হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। বানকে সূতা তুলিবার সময় দুই তিনটী কোয়া এক এক বারে ঘুরাইলে এবং সেই সঙ্গে যত্নপূর্ব্বক আগাগোড়ার ফেঁসো বা গোঁয়া তুলিয়া ফেলিলে উৎকৃষ্ট সূতা হয়। তদ্ভিন্ন কোয়াও ভাল হওয়া চাই। যে সময় গুটীপোকাতে গুটী বাঁধে তৎকালে কিংবা তাহার পূর্ব্বে বাদল করিলে কিংবা পূর্ব্বদিক্ হইতে বায়ু বহিলে গুটী ভাল হয় না। তাহাতে সূতা কাটিলে নিকৃষ্ট রেশম জন্মে, তাহার কাপড়ও নিকৃষ্ট হয়।

উৎকৃষ্ট পট্টবস্ত্রের টানা ও ভরণার সূতা সমান সরু হওয়া আবশ্যক। কিন্তু তাঁতীরা প্রায় টানা সরু ও ভরণা মোটা দেয়, সেজন্য উত্তম কাপড় হয় না। উত্তম বস্ত্রে ২৮০০ সানা থাকে। ৩২০০ সানা দিলে উৎকৃষ্ট বস্ত্র হয়। সচরাচর বাজারে ১৪০০, ১৮০০, ২২০০ ও ২৪০০ সানার বস্ত্র পাওয়া যায়। ২২০০ ও ২৪০০ সানার বস্ত্রই উৎকৃষ্ট বলিয়া বিক্রীত হয়, কিন্তু বাস্তবিক সে কাপড় উৎকৃষ্ট নহে। রেশম-ব্যবসায়ীরা বস্ত্রে একপ্রকার কৃত্রিম পারিপাট্য করে যে, সহজে তাহা চিনিতে পারা যায় না। নিতান্ত অধম কাপড়ও উত্তম বলিয়া বোধ হয়। এই কৃত্রিম পারিপাট্যের নাম আহার। তাঁতীর গৃহে কাপড় বোনা হইলে রেশম-ব্যবসায়ীরা ঐ সকল বস্ত্র ধোপার বাটীতে খাড়াই করিবার জন্য দেয়। নূতন রেশম ধৌত করার নাম খাড়াই করা। বস্ত্র ধৌত করা হইলে টানা দিতে হয়। এক এক খানি বস্ত্রের দুই অঞ্চলে স্থূল ছিলা থাকে। যাঁহারা বাজারে ধৌত বস্ত্র ক্রয় করেন, তাঁহারা ঐ ছিলা দেখিতে পান না। রজকেরা ছিলায় খোঁটা মারিয়া রৌদ্রে কাপড় টানিয়া বাঁধে। তৎপরে চিনি ও ময়দা জলে গুলিয়া সেই কাপড়ে মাখাইয়া দেয়। ইহাই আহার। আহার মাখাইবার জন্য বুরুশের মত মার্জ্জনী আছে। বস্ত্রে আহার মাখাইয়া ঐ মার্জ্জনী দ্বারা অনেকক্ষণ ঘষিলে দেখিতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয় এবং রৌদ্রে শুকাইলে সে পারিপাট্য কৃত্রিম বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না। রেশমী বস্ত্রের সৌন্দর্য্য কাল্পনিক কি না, তাহা জানিবার উপায় এই—বস্ত্রখানির এক অঞ্চল সাজিমাটির জলে ৪।৫ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিতে হয়, তাহার পর ধৌত করিলে সমস্ত মাড় উঠিয়া যায়। তখন কাপড়খানি ভাল কি মন্দ তাহা জানিতে কষ্ট হয় না।

চৈত্রমাসে এক প্রকার শ্বেতবর্ণ রেশমের গুটী জন্মে। তাহার সূত্র দেখিতে অতি চমৎকার চিক্কণ, শুভ্রবর্ণ,—যেন সন্ধ্যাতারার উজ্জ্বল সৌন্দর্য্যটুকু গলিয়া পড়িতেছে। সেই সূত্রে যদি ৩২০০ সানার বস্ত্র হয়, তবে তেমন অপূর্ব্ব পরিচ্ছদ জগতে আর নাই। সুরঞ্জিত তসর ও রেশমী বস্ত্রের নাম চেলী [চেলী দ্র°]। বঙ্গদেশের মধ্যে বীরভূম, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ প্রভৃতি স্থানে রেশম ও রেশমের বস্ত্র প্রস্তুত হয় [রেশম দ্র°]। বাঙ্গলার তুঁতে রেশম বম্বিক্স ক্রিসী (Bombyx croesi) জাতীয় কীট হইতে উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষে রেশমের কীট সর্ব্বসমেত ৫৭ প্রকার দেখা যায়। [তাহাদের বিস্তারিত বিবরণ গুটী শব্দে দ্র°]।

অংশুপর্ণিকা, অংশুপর্ণী—[বৈদ্যক] সালপর্ণী বৃক্ষ [অংশুমতী দ্র°]।

অংশুবন্নম্—এক প্রাচীন নগর। ইহার যথার্থ অবস্থান জানিতে পারা যায় না। দক্ষিণ ভারতের কঙ্গানূর প্রদেশের ইহা একটী অংশ ছিল।

[Indian Antiquary, Vol. III, 1874, p. 331.]

অংশুভদ্র—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম সখা (পদ্মপু°, পাতাল ৬৯ অঃ)।

অংশুমৎফলা—[বৈদ্যক] কদলীবৃক্ষ Musa Paradisiaca.

অংশুমতী,—বিণ, প্রভাবিশিষ্টা। বি, ২ [বৈদ্যক] সালপর্ণী বৃক্ষ Hedysarum Gangeticum. [সালপাণী শব্দ দ্র°]। ৩ নদীবিশেষ (৮.৯৬.১৩-১৫ ঋগ্‌ভাষ্যমতে—কুরু প্রদেশের নিকট; অমরকোষ ২.৪.৪৩)। রুস-শব্দকোষ (Worterbuch) ও মনিয়র উইলিয়মসের অভিধানে অংশুমতীকে স্বর্নদী বলা হইয়াছে। রুস-শব্দকোষে ঋগ্‌ভাষ্যের মতে ইহাকে 'যমুনা' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, কিন্তু ঋগ্‌ভাষ্যে স্পষ্ট 'কুরুন প্রতি' আছে—যমুনা নাই। ৪ সুব্রত মুনির পত্নী। ৫ দ্রবিক নামক গন্ধর্ব্বরাজকন্যা। ইনি শৈবমতাবলম্বী বিদর্ভরাজকুমার ধর্ম্মগুপ্তের পত্নী ছিলেন। ধর্ম্মগুপ্ত হৃতরাজ্য ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া শ্বশুরের সাহায্যে ও মহাদেবের বরে পুনরায় স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হন। (স্কন্দপু°; ব্রহ্মবৈ° পু°)।

অংশুমতীফলা—[বৈদ্যক] কদলীবৃক্ষ [অংশুমৎফলা দ্র°]।

অংশুমান্—বিণ, প্রভাযুক্ত। বি, ২ সূত্রের সূক্ষ্মাংশযুক্ত (fibrous)। ৩ সূর্য্য। ৪ চন্দ্র। ৫ সূর্য্যবংশীয় রাজা অসমঞ্জের পুত্র এবং সগর রাজার পৌত্র। দিলীপ ইঁহার পুত্র (রামায়ণ, আদি ৪৩ অঃ; পদ্মপু°, সৃষ্টি ৮ অঃ; ব্রহ্মবৈ°পু°, প্রকৃতি ১০ অঃ; লিঙ্গপু° ৬৬ অঃ)। মহারাজ সগর শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ৯৯টী নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইলে অবশিষ্ট যজ্ঞীয় অশ্বটী ছাড়িয়া দেন এবং ষষ্টিসহস্র সন্তান ও অসংখ্য সৈন্যসামন্ত উহার রক্ষার্থ

নিযুক্ত করেন। এই যজ্ঞটী নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন করিতে পারিলেই তিনি শতক্রতু অর্থাৎ শত অশ্বমেধযজ্ঞ-সম্পাদনকারী হইয়া ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব গ্রহণ করিবেন এই আশঙ্কায় দেবরাজ ইন্দ্র সেই যজ্ঞীয় অশ্বটী চুরি করিয়া পাতালপুরে যেখানে মহর্ষি কপিল ধ্যানমগ্ন ছিলেন সেখানে ছাড়িয়া আসেন। সগর-সন্তানেরা নানাস্থানে অশ্বের অন্বেষণ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; পরে তাঁহারা অশ্বের পদচিহ্ন ধরিয়া পাতালপুরে যেখানে মহর্ষি কপিল ধ্যানমগ্ন ছিলেন সেইখানে অশ্বটীকে চরিতে দেখিলেন। দেখিয়া তাঁহারা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই ব্যক্তিই আমাদের অশ্ব চুরি করিয়া কপট যোগাসনে বসিয়া রহিয়াছে। ইহার উপযুক্ত শাস্তি-বিধান আবশ্যক মনে করিয়া ইঁহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া ইঁহার ধ্যানভঙ্গ হইলে ক্রোধবশে ইনি সসৈন্য সগর-সন্তানগণকে একেবারে ভস্মীভূত করেন।*

এদিকে মহারাজ সগর যজ্ঞীয় অশ্ব ও সন্তানগণের আসিতে অতিরিক্ত বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া পৌত্র অংশুমান্‌কে অশ্বের অনুসন্ধানে পাতালে পাঠান। তিনি মহর্ষি কপিলকে সন্তুষ্ট করিয়া পিতামহের যজ্ঞীয় অশ্ব আনয়ন করেন এবং মহর্ষি তাঁহার পিতৃব্যগণের উদ্ধারের এই উপায় বলিয়া দেন—'যে সময় পৃথিবীতে গঙ্গা আগমন করিবেন তাঁহার জলস্পর্শে তোমার পিতৃগণ মুক্ত হইবেন। আর ইহাও তোমায় বলিয়া দিই তোমার পৌত্রই এ কার্য্যে ব্রতী হইয়া স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যলোকে গঙ্গাকে আনয়ন করিবেন।' মহারাজ সগর যজ্ঞ শেষ করিয়া পৌত্র অংশুমান্‌কে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া স্বর্গধামে গমন করেন। ইঁহার পুত্র দিলীপ ও দিলীপের পুত্র ভগীরথ। ইনি বহুদিবস রাজধর্ম্ম পালন করিয়া পুত্র দিলীপের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া স্বয়ং গঙ্গা আনিবার জন্য তপস্যায় রত হ'ন। কিছুকাল পরে তপোবনেই ইনি দেহত্যাগ করেন। দিলীপের পুত্র ভগীরথই গঙ্গাকে আনয়ন করিয়া পূর্ব্ব-পুরুষদের উদ্ধার সাধন করেন (মহাভা°, বন ১০৭ অঃ)। [গঙ্গাশব্দে বিশেষ বিবরণ দ্র°]

৬ সগরের পুত্র পঞ্চধন, তৎপুত্র অংশুমান্। ইঁহার পত্নীর নাম যশোদা (পদ্মপু°, সৃষ্টি ৯ অঃ)।

৭ শ্রাদ্ধের অংশভাগী ৬৪ জন বিশ্বদেবগণের মধ্যে ইনি অন্যতম (মহাভা°)। ৮ বসুবংশীয় বিদর্ভের পুত্র ক্রথ। এই ক্রথবংশীয় অংশুমান্ জরাসন্ধের পক্ষাবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে বসুদেবের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। (হরিব° ৯১, ৯৩ অঃ)। ৯ ঋষিবিশেষ (হরিব°)। ১০ ভোজরাজ, ইনি দ্রোণ কর্ত্তৃক নিহত হন (মহাভা°, কর্ণ ৬ অঃ)। ১১ এক নৃপতি, কৃষ্ণার স্বয়ম্বর-সভায় উপস্থিত ছিলেন (মহাভা, আদি ১৮৬ অঃ)।

* ভাগবতে লিখিত আছে সত্যগুণাশ্রয়ী সাক্ষাৎ বিষ্ণুস্বরূপ মহর্ষি কপিলের ক্রোধের উদয় হইতে পারে না। দেবরাজ ইন্দ্র সগর-সন্তানগণের শক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা আপন আপন তেজেই ভস্মীভূত হন।

অংশুমালী—সূর্য্য। ২ (সূর্য্যের সংখ্যানুসারে) দ্বাদশ সংখ্যা। ৩ চন্দ্রবংশীয় মণ্ডন নামক রাজার পুত্র (সহ্যাদ্রি ৩৩.৬৭)।

অংশুল—চাণক্য পণ্ডিত (ত্রিকাণ্ড° ২.৭.২২)। ২ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি। ৩ মুনি।

অংশুবর্ম্মা—ঠাকুরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা লিচ্ছবিবংশোদ্ভব একজন রাজা। ইনি এক সময়ে নেপালের পশ্চিমভাগে রাজত্ব করিতেন। পূর্ব্বনেপালের লিচ্ছবিরাজ প্রথম শিবদেবের সমসাময়িক। কথিত আছে, তিব্বতের মহাপরাক্রান্ত অধীশ্বর স্রং-শান-গমপোর সহিত অংশুবর্ম্মার কন্যা ত্রিবিস্তুনের বিবাহ হয়। কেহ কেহ বলেন, খৃষ্টীয় ৫৯৫ অব্দ হইতে ইনি একটী অব্দ প্রচলন করেন।

বিভিন্ন পুরাবিদ্‌মতে ৬৩৫ হইতে ৬৪৯ বা ৬৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিভিন্ন গুপ্ত ও হর্ষ অব্দের বর্ষে খোদিত লিপিতে অংশুবর্ম্মার নাম পাওয়া যায়।

কিন্তু ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে ৫ই ফেব্রুয়ারী চীনপরিব্রাজক য়ুয়ন্ চোয়াঙ্ নেপালে গমন করিয়া অংশুবর্ম্মার সুখ্যাতি শুনিয়াছিলেন, তৎপূর্ব্বে অংশুবর্ম্মার মৃত্যু হইয়াছিল। এ অবস্থায় নেপালের শিলালিপিতে অংশুবর্ম্মাপ্রসঙ্গে যে '৩৪', '৩৯' ও '৪৮' সংবৎ দৃষ্ট হয় তাহা হর্ষসংবৎ হইতে পারে না।

য়ুয়ন্-চোয়াঙ অংশুবর্ম্মাকে (An-chu-fa-mo), পণ্ডিতপ্রবর ও 'শব্দবিদ্যাশাস্ত্র'-রচয়িতা বলিয়াছেন (Beal's Si-yu-ki, Vol. II, p. 81)।

[Le Nepal—M. Sylvain Levi; Bodyoul on Tibet—L. de Miloue; Early History of India—V. A. Smith; Indian Antiquary, Vol. XIV, p. 97; *Ibid* Vol. IX, p. 169-171—Bendall; Journey in Nepal & Northern India, p. 74 pe ix; Wright's History of Nepal, p. 133ff.; Fleet's Gupta Inscriptions, (Corpus, Vol. III,) pp. 96ff.]

অংস—[অংশ দ্র°]।

অংসকূট—ককুদ, ষাঁড়ের ঝুঁট, ষাঁড়ের ঝুঁট পুরুষত্বের লক্ষণ। যেমন ছাগলকে খাসী করিলে অধিক শৃঙ্গবৃদ্ধি ও গায়ে গন্ধ হয় না, তদ্রূপ ষাঁড়ের কোষ কাটিয়া লইলে ঝুঁটবৃদ্ধি হয় না।

অংসপারিক—[বৈদ্যক] মহানিম।

অংসফলকাস্থি—স্কন্ধের অস্থি। পৃষ্ঠোপরি মেরুদণ্ডের দুই দিকে স্কন্ধের সন্ধিস্থলে অস্থিময় স্থান (scapula)।

অংসশোষ—[বৈদ্যক] স্কন্ধস্থ কফধাতুশোষক বাতরোগ।

অংহসস্‌-পতি—[বৈদিক] বাজসনেয়-সংহিতায় (৭.৩০ ; ২২.৩০,৩১) মলমাস বা অধিমাসের (intercalary month) নাম। তৈত্তিরীয় (১.৪.১৪.১) ও মৈত্রায়ণী সংহিতায় (৩.১২.১৩) মলমাসের নাম সংসর্প। কাঠকসংহিতায় (৩৮.৪) ইহার নাম মলিম্লুচ ; সংসর্পও পাওয়া যায় (৩৫.১০)। অথর্ব-বেদে (৫.৬.৪) মলমাস 'সনিস্রস' নামে বর্ণিত। [মাস দ্র°]

[A. MacDonell's Vedic Index, Vol. I, p. 1 & Vol. II, p. 162.]

অক—পাণিনি-গৃহীত কৃতপ্রত্যয়স্থানে জাত প্রত্যয়বিশেষ। যে সকল প্রত্যয়ের বু ইৎ হয়, তাহার স্থানে অক আদেশ হইয়া থাকে।*। যুবোরনাকৌ। পা ৭.১.১। প্রত্যয়ের যু স্থানে অন এবং বু স্থানে অক হয়। যথা—ণ্বুল, ষ্বুন্‌, কুন্‌, বুন্‌ ইত্যাদি। এই সকল প্রত্যয়ের স্থানে অক হইবে। যেমন—ণ্বুল্‌ কারকঃ।*। ণ্বুল্‌তৃচৌ। পা ৩.১.১৩৩। ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ণ্বুল্‌ ও তৃচ্‌ প্রত্যয় হয়। ষ্বুন্‌ নর্ত্তকঃ।*। শিল্পিনি ষ্বুন্‌। পা ৩.১.১৪৫। শিল্প অর্থাৎ ক্রিয়াকৌশল বুঝাইলে ধাতুর উত্তর ষ্বুন্‌ প্রত্যয় হয়।*। নৃতিখনিরঞ্জিভ্য এব। নৃতি খনি ও রঞ্জি ধাতুর উত্তর ষ্বুন্‌ প্রত্যয় হয়। কুন্‌ রজকঃ নকারে লোপ হয়।*। রঞ্জেস্তু শিল্পসংজ্ঞয়োরপি কুন্‌। পতঞ্জলির মতে রঞ্জ ধাতুর উত্তর কুন্‌ প্রত্যয় হইবে। বুন্‌ সরকাঃ।*। প্রুসৃল্বঃ সমভিহারে বুন্‌। পা ৩.১.১৪৯। পটুতা বুঝাইলে প্রু সৃ ও লূ ধাতুর উত্তর বুন্‌ প্রত্যয় হয়।

কর্ত্তৃ-অর্থে অক প্রত্যয়-নিষ্পন্ন শব্দের সঙ্গে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস হয় না।*। তৃজকাভ্যাং কর্ত্তরি। পা ২.২.১৫। যথা—অন্নস্য পাচকঃ। প্রজানাং পালকঃ ইত্যাদি। এস্থলে অন্নপাচকঃ প্রজাপালকঃ, এ প্রকার সমাস হইবে না। কিন্তু ক্রীড়া কিংবা জীবিকা বুঝাইলে অক প্রত্যয়ান্ত শব্দের সঙ্গে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস হয়।*। নিত্যং ক্রীড়াজীবিকয়োঃ। পা ২.২.১৭। যথা—ক্রীড়ায়, উদ্দালকপুষ্পভঞ্জিকা। বারণপুষ্প-প্রচায়িকা। জীবিকায়—দন্তলেখকঃ। নখলেখকঃ। অক-প্রত্যয়ান্ত যাজকাদি শব্দের সঙ্গেও ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস হয়।*। যাজকাদিভিশ্চ। পা ২.২.৯। যথা, ব্রাহ্মণযাজকঃ। দেব-পূজকঃ। [যাজকাদি দ্র°]। 'উদ্দালকপুষ্পভঞ্জিকা' এটী ক্রীড়াবিশেষের সংজ্ঞা। ভঞ্জনং ভঞ্জিকা। উদ্দালকস্য পুষ্পাণি ভজ্যন্তে যস্যাং ক্রীড়ায়াং সা উদ্দালকপুষ্পভঞ্জিকা।

অক প্রত্যয়ান্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে আপ্‌ পরে থাকিলে প্রত্যয়স্থিত ককারের পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণের অকারের স্থানে ই বিধান হইয়া থাকে ; কিন্তু সুপের পর আপ্‌ বিহিত হইলে হয় না।*। প্রত্যয়স্থাৎ কাৎ পূর্বস্যাত ইদাপ্যসুপঃ। পা ৭.৩.৪৪। যথা—কারক শব্দ অক প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে। এখানে কারক+আ (আপ্‌) এই স্ত্রীপ্রত্যয় প্রয়োগ করিলে কারকা হইল। তাহার পর, ককারের পূর্ব্ববর্ত্তী রকারের অকার ইকার হইল ; অতএব কারক ইহার স্ত্রীলিঙ্গে কারিকা হইবে। উপরে অকার স্থানে ই হইবে—এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, অকার ভিন্ন অন্য স্বর থাকিলে হইবে না। যথা—নৌক ইহার স্ত্রীলিঙ্গে নৌকা হইল ; কিন্তু ককারের পূর্ব্বস্থিত ঔকার স্থানে ইকার হইল না। আবার সুপের পর আপ্‌ বিহিত হইলে হয় না, এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, বহুপরিব্রাজকা নগরী। এ স্থলে, বহুপরিব্রাজিকা হইল না। কারণ, এখানে সর্ব্বপ্রথমে সমাস করিবার সময় সুপের লুক্‌ হইয়াছে, তাহার পর স্ত্রী প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে। যথা, বহবঃ পরিব্রাজকাঃ বিদ্যন্তে যস্যাং নগর্য্যাং সা বহুপরিব্রাজকা নগরী।

।*। ন যাসয়োঃ। পা ৭.৩.৪৫। পাণিনির এই সূত্রের উপর কাত্যায়ন অনেকগুলি নিষেধবিধির বার্ত্তিক করিয়াছেন। যথা—।*। পাচকাদীনাং ছন্দস্যুপসংখ্যানম্‌। বেদবিষয়ে পাচকাদি শব্দের পর স্ত্রীলিঙ্গে আপ্‌ হইলে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ইকার হয় না। পাচকা হিরণ্যবর্ণ শুচি। অন্যত্র পাচিকা।*। আশিষি চোপসংখ্যানম্‌। জীবতাদ্‌ জীবক, জীবকা। এস্থলে আশীর্ব্বাদ প্রয়োগে ইকার হইল না।*। উত্তরপদলোপে চোপসংখ্যানম্‌। দেবদত্তিকা, লোপে দেবকা।*। তারকা-জ্যোতিষ্যুপসংখ্যানম্‌। তারকা শব্দে দৃষ্টি ও নক্ষত্র বুঝাইলে ইকার হয় না। তারকা। অন্যত্র, তারিকা দাসী।*। বর্ত্তকা শকুনৌ প্রাচ্যমুপসংখ্যানম্‌। পক্ষী বুঝাইলে প্রাচ্য পণ্ডিতদের মতে বর্ত্তকা হইবে। অন্যত্র বর্ত্তিকা।

অকচ—কেশশূন্য, টাকরোগী, নেড়া। ২ কেতুগ্রহ ; কারণ ইহার কেশও নাই, মস্তকও নাই। দেবগণ সম্মিলিত হইয়া যখন অমৃত পান করিতেছিলেন, তখন শক্তিমান্‌ রাহু নামে এক দানব ছদ্মবেশে দেবতার রূপ ধারণ করিয়া দেবতাদের সহিত অমৃত পান করিতে বসে। তাহার আকণ্ঠ যখন সুধা প্রবিষ্ট হইয়াছে তখন চন্দ্র ও সূর্য্য তাহার প্রকৃত পরিচয় দেবতাদের নিকট বর্ণন করিলে নারায়ণ তাঁহার সুদর্শনচক্র দ্বারা ঐ অসুরকে দ্বিখণ্ড করেন। উহার দেহের ঊর্দ্ধভাগ রাহুরূপে পরিগণিত হইয়া গগনমার্গে চন্দ্র ও সূর্য্যের শত্রুতা করিতে থাকিল এবং অধোদেহ 'অকচ' বা 'কেতু' নামে গ্রহগণের অন্যতম গ্রহরূপে খ্যাতিলাভ করিল।

অকটেনহাং—দার্জিলিঙের লিম্বুজাতির চারখোলা শাখার

একটী গোষ্ঠী। ইহাদের গৃহে পূজিত দেবতার নামও অকটেনস্তাং।

অকড়ম—একটী দীক্ষাচক্র। প্রথমে অকড়ম আছে বলিয়া এই চক্রের এইরূপ নাম হইয়াছে। দীক্ষাকালে এই চক্রদ্বারা গুরু

অকড়ম চক্র
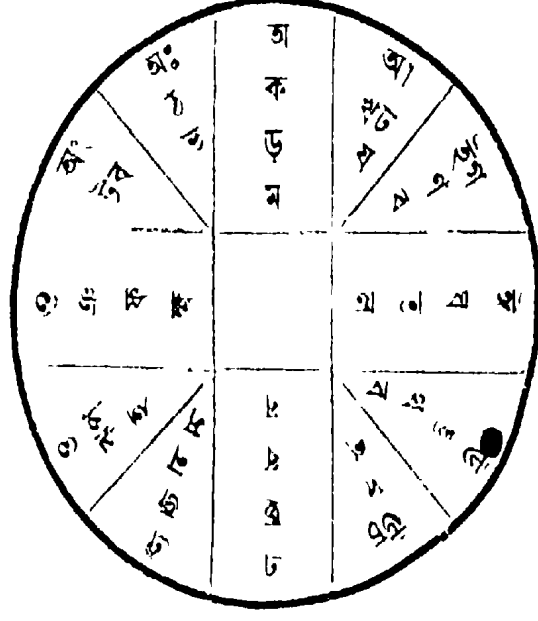
শিষ্যের সিদ্ধি প্রভৃতি গণনা করেন। রুদ্রযামলে এ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। ইষ্টমন্ত্র শিষ্যের পক্ষে শুভফলপ্রদ হইবে কি না তাহাই স্থির করা এই চক্রের উদ্দেশ্য। রুদ্রযামলের মতে ইহা গোপালমন্ত্রে প্রশস্ত। কিন্তু অন্য তন্ত্রে অন্য মন্ত্রেও ইহার ব্যবস্থা আছে। গণনা করিবার প্রক্রম এই,—ধরা যাউক শিষ্যের নাম অমরনাথ এবং বীজমন্ত্র হ্রীং। তাহা হইলে অমরনাথ নামের আদ্যক্ষর অকারের প্রকোষ্ঠ হইতে বামদিকে গণনা করিয়া আসিবে। প্রথম প্রকোষ্ঠে—সিদ্ধ। দ্বিতীয়—সাধ্য। তৃতীয়—সুসিদ্ধ। চতুর্থ—অরি। যতক্ষণ না বীজমন্ত্রের ঘর পাওয়া যাইবে, সে পর্য্যন্ত এইরূপে কোষ্ঠে-কোষ্ঠে সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ, অরি, যথাক্রমে গণনা করিয়া আসিবে। বীজমন্ত্রের ঘরে সিদ্ধ, সাধ্য কিংবা সুসিদ্ধ হইলে মন্ত্রোদ্ধার হয় এবং গুরু সেই মন্ত্রে শিষ্যকে দীক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু সুসিদ্ধ মন্ত্রের ফল অধিক, কারণ তদ্দ্বারা সাধক অনায়াসে সিদ্ধ হইতে পারেন। সিদ্ধাদির ফল তেমন নয়।

এ প্রকার গণনায় বীজমন্ত্রের ঘরে 'অরি' পড়িলে মন্ত্রোদ্ধার হয় না। তাদৃশস্থলে গুরু শিষ্যের আর একটী নূতন নাম রাখিয়া মন্ত্রোদ্ধার করেন। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি যাঁহাদের অচলা ভক্তি আছে, সে সকল লোক বালকদের নামকরণকালেই বিশেষ সতর্ক হ'ন। যে নাম রাখিলে গণনায় মন্ত্রোদ্ধার হয় না, তাঁহারা সন্তানদের কখনও তেমন নাম রাখেন না।

সিদ্ধমন্ত্রে দীক্ষিত হইলে শিষ্য অনেক সময় সিদ্ধ হইতে পারেন। সাধ্যমন্ত্র লইলে তিনি জপ ও হোমাদি দ্বারা সিদ্ধ হ'ন। সুসিদ্ধদ্বারা মন্ত্রগ্রহণমাত্র সিদ্ধ হ'ন; কিন্তু অরিমন্ত্র সাধককে বিনষ্ট করে।

ভ্রমক্রমে গুরু কাহাকেও অরিমন্ত্র দান করিলে শিষ্য যদি তাহা জানিতে পারেন, তবে সে মন্ত্র ত্যাগ করা আবশ্যক। মন্ত্রত্যাগের দুইটী প্রকরণ আছে। তন্ত্রকৌমুদীর মতে, বটপত্রে অরিমন্ত্র লিখিয়া স্রোতের জলে ভাসাইয়া দিলেই মন্ত্র ত্যাগ করা হয়। তন্ত্ররাজের মতে, দ্রোণপরিমিত গোদুগ্ধে একশত আটবার অরিমন্ত্র জপ করিয়া স্রোতের জলে তাহার কিঞ্চিৎ পান করিবেন। পরে পুনর্ব্বার মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক অবশিষ্ট দুগ্ধ পরিত্যাগ করিলে মন্ত্র ত্যাগ করা হয়। এই চক্রের নিয়ম তন্ত্রসারেও লিখিত আছে (তন্ত্রসার, ২০ পৃঃ)।

অকৎখাঁ (**সুলেমান শাহ্**)—আলাউদ্দীনের ভ্রাতুষ্পুত্র। ইনি নিজেকে সম্রাট্ ঘোষণা করিয়া আলাউদ্দীনকে হত্যা করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে আলাউদ্দীন্ কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হ'ন, (১৩০০ খৃষ্টাব্দ, ৬৯৯ হিজরা)।

[Elliot's History of India, Vol. III, p. 171ff; Elphinstone's History of India, p. 292; Brigg's Ferishta, Vol. I, p. 337ff.]

অকথহ—দীক্ষাকালে শিষ্যের সিদ্ধাদি গণনা করিবার এক প্রকার চক্র; অর্থাৎ ইষ্টমন্ত্র শিষ্যের নামের সঙ্গে সুমেলন হয় কি

অকথহ চক্র

অ ক থ ঙ	উ ঙ প	আ খ দ	ঊ চ ফ
ও ড ব	ঌ ঝ ম	ঔ ঢ শ	ৠ ঞ য
ঈ ঘ ন	ৡ জ ভ	ই গ ধ	ঋ ছ ব
অঃ ত স	ঐ ঠ ল	অং ণ ষ	এ ট র

না এবং সেই ইষ্টমন্ত্র শিষ্যের পক্ষে কি প্রকার শুভফলপ্রদ হইবে, ইহাদ্বারা তাহাই নিশ্চিত হয়। প্রথমে 'অকথহ' আছে বলিয়া এই চক্রের এইপ্রকার নাম হইয়াছে। এই চতুরস্র ক্ষেত্রটী প্রথমে চারিটী প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। তৎপরে ঐ এক একটী প্রকোষ্ঠ আবার চারিটী করিয়া প্রকোষ্ঠে বিভক্ত; সুতরাং ইহাতে সর্ব্বসমেত ১৬ ষোলটী ঘর আছে। গণনার প্রণালী এই,—ধরা যাউক, শিষ্যের নাম আনন্দচন্দ্র এবং বীজমন্ত্র হ্রীং। তাহা হইলে, আনন্দচন্দ্র নামের আদ্যক্ষর আকার হইতে দক্ষিণদিকে

হ্রীং মন্ত্রের আদ্যক্ষর হকার পর্য্যন্ত গণনা করিয়া যাইতে হইবে। প্রথম আকার প্রকোষ্ঠে—সিদ্ধ। ২য়—সাধ্য। ৩য়—সুসিদ্ধ। ৪র্থ—অরি। এখানে হকার বীজ-মন্ত্রের ঘরে অরি পড়িল; সুতরাং মন্ত্রোদ্ধার হইল না।

মন্ত্রের ঘরে অরি না পড়িলে পুনর্ব্বার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠগুলি এক একটী করিয়া গণনা করিতে হইবে। যথা—অকারের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ ১ম—সিদ্ধ-সিদ্ধ। ২য়—সিদ্ধ-সাধ্য। ৩য়—সিদ্ধ-সুসিদ্ধ। ৪র্থ—সিদ্ধ-অরি। তাহার পর, নিম্নের বৃহৎ প্রকোষ্ঠের চারিটী ঘর ঐরূপে গণনা করিতে হইবে। পুনশ্চ, আর একটী বৃহৎ প্রকোষ্ঠের ঘর গণনা করিয়া ক্রমে হকারের প্রকোষ্ঠ পর্য্যন্ত গণনা করিয়া যাইবে। এই চক্রের নিয়ম তন্ত্ররাজ ও তন্ত্রসারে (পৃঃ ১৯) লিখিত আছে। [অকডমচক্র ও মন্ত্রশব্দ দ্র°]।

অকনিষ্ঠ, অকনিথ, অঘনিষ্ঠ—বৌদ্ধদ্বাবিংশ স্বর্গ। বৌদ্ধমতে সমগ্র বিশ্ব অসংখ্য চক্রবালে বিভক্ত। প্রত্যেক চক্রবালের সূর্য্য, চন্দ্র, স্বর্গ ও নরক আছে। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেকটী তিনটী লোক বা 'ধাতু'তে বিভক্ত—কামলোক, রূপলোক ও অরূপলোক। ইহাদের মধ্যে কামলোক সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন; তাহার উপর রূপলোক এবং সর্ব্বোপরি অরূপলোক অবস্থিত। কামলোকে তেত্রিশ দেবতা, যম, তুষিত, নির্ম্মাণ-রতি ও পরিনির্ম্মিত বশবর্ত্তিগণ ছয়টী দেবলোকে অবস্থান করেন। এই ছয়টী দেবলোকে মনুষ্যজগৎ, অসুরজগৎ ও প্রেতজগৎ নামে পশুলোক এবং নরক নামে একাদশটী কামলোক বর্ত্তমান।

রূপলোক বা রূপব্রহ্মলোকে ষোড়শটী বিভাগ আছে; তন্মধ্যে অকনিষ্ঠ ষোড়শ বা শেষ লোক। উত্তরাঞ্চলের বৌদ্ধশাস্ত্রে রূপলোকসমূহের একই নাম পাওয়া যায়। তাহাতে অকনিথ স্বর্গকে অকনিষ্ঠ স্বর্গ বলা হইয়াছে। বায়ুপুরাণে ইহাকে অঘনিষ্ঠ বলা হইয়াছে এবং ঐ পুরাণমতে ইহা মহামহেশ্বরায়তন। ২ বুদ্ধ (শব্দার্ণব)। ৩ বৌদ্ধ গণভেদ।

অকনিষ্ঠগ—বুদ্ধ (ত্রিকাণ্ড° ১.১.৮)।

অকপী—তাপস মন্বন্তরের কবি, পৃথু, অগ্নি, অকপী, কপি, জল্প ও ধীমান্ নামক সপ্তর্ষির অন্যতম (মৎস্যপু° ৯.১৫-১৬)।

অকপীবান্—তাপস মন্বন্তরের কাব্য, পৃথু, অগ্নি, জহ্নু, ধাতা, কপীবান, অকপীবান্ নামক সপ্তর্ষির অন্যতম (হরিব°)।

অকম্পন—রাবণের সেনাপতিগণের অন্যতম। ইঁহার পিতার নাম সুমালী, মাতার নাম কেতুমতী। জনস্থানবাসী খরানুচর রাক্ষসগণের মধ্যে একমাত্র ইনিই রামশর হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। ইনি দ্রুতবেগে লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া রাবণের নিকট খরদূষণাদির মৃত্যু-সংবাদ দেন এবং বলেন যে, রামশরে জনস্থান রাক্ষসশূন্য হইয়াছে। আর ইনিই রাবণকে সীতা-হরণের পরামর্শ দিয়াছিলেন। লঙ্কাসমরে বজ্রদংষ্ট্র নিহত হইলে, রাবণ ইঁহাকে প্রহস্তের সহিত বানর-সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে পাঠান। ইনি কিছুকাল প্রবল পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে কপিশ্রেষ্ঠ হনুমানের হস্তে নিহত হ'ন (রামা° ৩.৩১; ৬.৫৫-৫৬)। ২ যশার পুত্রদিগের মধ্যে অন্যতম (বায়ুপু° ৬৯.১৬৭)। ৩ প্রাচীন নৃপতিবিশেষ। ইঁহার পুত্রের নাম হবি। এক সময় অকম্পন শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া অনন্যোপায় হইয়াছিলেন, কিন্তু মহাবিক্রম পুত্র হরির যুদ্ধ-কৌশলে অব্যাহতি লাভ করেন (মহাভা°, দ্রোণ ৫২-৫৪ অঃ)। ৪ জৈন গণধরগণের অন্যতম [জৈন হরিব° ১২.৪০]।

অকম্পিত—একজন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী রাজা। যখন ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মকে দূর করিবার জন্য শঙ্করাচার্য্য অবতীর্ণ হ'ন, তখন যাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন অকম্পিত তাঁহাদের মধ্যে একজন। ২ জৈনদিগের একাদশ গণাধিপ (হেম° ৩২)। ৩ একজন বৌদ্ধ স্থবির।

অকর—সিন্ধুনদের মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র দ্বীপস্থিত দুর্গ। সুলতান জালালুদ্দীন কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া সিন্ধুদেশের শাসনকর্ত্তা এই দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

[Tabaqāt-i-Nāsiri—Raverty, p. 294n]

অকর আলী—আসাম প্রদেশের শিবসাগর জেলার সমতল ভূমি হইতে উচ্চ রাস্তা। ইহা ২০ মাইল লম্বা ও গোলাঘাট হইতে নেগহেরিতিং পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

অকরণ-সংবরণ—[বৌদ্ধতান্ত্রিক পরিভাষা]—তারাসাধনপদ্ধতিতে অন্যায় কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে আত্মসংবরণ। পণ্ডিত-স্থবির-অনুপমরক্ষিত-কৃত "কিঞ্চিৎ-বিস্তরতারাসাধনে" লিখিত আছে, সাধক "....ইত্যনেন বিধিনা প্রতিদেশ্য পুনঃ অকরণ-সংবরণং প্রতিগৃহ্য পুণ্যামনুমোদনাং কুর্য্যাৎ।"

অকরবলে—আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে ব্যবহৃত অসভ্য জাতির ভাষা। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে যে সমস্ত ভাষা ব্যবহৃত হয় তাহাদিগের মধ্যে একটা বৈয়াকরণিক ঐক্য আছে। অকরবলে ভাষায় ভগবানকে বলে "পুলুগ"।

[J. R. A. S. 1899, p. 574.]

অকরমফৈজ—একজন প্রাচীন হিন্দী কবি। জনশ্রুতিমূলে জানিতে পারা যায় যে, ৭০০ হইতে ১১৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যে সকল চারণ, ভাট, সেবক ও পঞ্চোলী হিন্দী গান গাইয়া গিয়াছেন ইনি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ইঁহার রচনা আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই; সুতরাং ইনি প্রাকৃত কিংবা হিন্দী ভাষায়

গান রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই।

অকরমাসে—খান্দেশ ও ঠানা জেলার মরাঠী কৃষক-সম্প্রদায়। পূর্ব্বকালে ধনী মরাঠাগণ তাঁহাদের কন্যার বিবাহ সময়ে জামাতাদিগকে কুনবিজাতীয়া একটী সুন্দরী রমণী উপহার দিতেন। তাহাদের গর্ভে উৎপন্ন সন্তান অকরমাসে নামে প্রসিদ্ধ। ইহারা কড়ু, সিন্দে এবং লেকাবলে নামেও অভিহিত হয়। ইহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—আসল ও কম আসল। পূর্ব্বে ইহারা প্রভুগৃহে ভৃত্যের কাজ করিত; এখন ইচ্ছানুসারে যে কোন কার্য্য করিয়া জীবনধারণ করিতে পারে। ইহারা মরাঠী ভাষায় কথোপকথন করে। একটু অলস প্রকৃতির হইলেও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ইহারা কামার, ছুতার, কৃষক ও ঘরামির কাজ করিয়া জীবিকার্জ্জন করে; আয় যৎসামান্য। মৃত্যু হইলে ইহাদের শবদেহ পোড়ান হয়। কিন্তু কখনও কখনও গোর দিতে দেখা যায়। বিধবাদের পুনর্বিবাহের প্রথা প্রচলিত আছে। ইহারা স্মার্ত্ত বা ভগীরথপন্থী এবং মরাঠী ব্রাহ্মণেরাই ইহাদের পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। সামাজিক গোলযোগের নিষ্পত্তি পঞ্চায়ৎগণই করেন।

অকরা—[বৈদ্যক] আমলকী। ২ হস্তশুণ্ডা; মুলা।

অকরাকরভ—[বৈদ্যক] স্বনামখ্যাত পণ্যদ্রব্য [আকরকরা দ্র']।

অকরান্—বামান্ দেশের একজন নৃপতি। ইনি তুব্বা-বব বংশের নবম রাজা। ইঁহার পিতা শমর একজন বিখ্যাত নৃপতি ছিলেন। অকরান্ ৫৩ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।
[Tabaqāt-i-Nāsirī—Raverty.]

অকরান্ খাঁ—নাম কদর খাঁ [কদর খাঁ দ্র']।

অকর্কর—কদ্রুর গর্ভে কশ্যপের ঔরসে জাত এক মহানাগ (মহাভা, আদি ৩৫ অঃ)। ২ [বৈদ্যক] স্বনামখ্যাত পণ্যদ্রব্য [আকরকরা দ্র']।

অকর্ণ—বধির; কর্ণহীন। ২ ব্রহ্ম। ৩ সর্প। সর্পের কর্ণ নাই, চক্ষু দ্বারা সর্পজাতি শুনিতে পায়, এইরূপ জনপ্রবাদ। তজ্জন্য সর্পের এই নাম [সর্প দ্র']।

অকর্‌রহ—একটী প্রাচীন শহর। ঝিলাম ও সিন্ধুনদের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। এখানে বহু প্রাচীন কূপের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান।

অকল—শিব। (মহাভা', সহস্রনাম)।

অকলকোট, অক্কলকোট—বোম্বাই প্রদেশের শোলাপুর তালুকের অন্তর্গত একটী করদ রাজ্য। অক্ষা' ১৭°১৮' হইতে ১৭°৪৪' উঃ এবং দ্রাঘি' ৭৫°৫৬' হইতে ৭৬°২৮' পূঃ মধ্যে অবস্থিত। মালশিরা তালুকের ৬টী গ্রাম এবং খটাব তহশীলের কুর্লা গ্রাম এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। উত্তর সীমায় মালশিরা ও খটাব তহশীলের ৭টী গ্রাম বাদে নিজাম রাজ্য; পূর্ব্বে পটবর্দ্ধন ও নিজাম রাজ্য; দক্ষিণে বিজাপুর রাজ্যের ইন্দী তালুক ও নিজাম রাজ্য এবং পশ্চিমে শোলাপুর তালুক। ভূপরিমাণ ৪৯৮ বর্গমাইল; তন্মধ্যে আসল অকলকোট রাজ্যের আয়তন ৪৪৪ বর্গমাইল। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের গণনায় লোকসংখ্যা ৯২৬০৫ হইয়াছে।

সমগ্র অকলকোট প্রদেশ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১২০০ শত ফুট উচ্চ অধিত্যকায় অবস্থিত। ইহার সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর বৃক্ষাদি রহিত, তবে গ্রামের সন্নিকটে মধ্যে মধ্যে আম্রবীথিকা দেখিতে পাওয়া যায়। এই রাজ্যে অনেকগুলি স্রোতস্বিনী প্রবাহিত। ভীমা নদী ইন্দে হইতে এবং সীনা নদী শোলাপুর তালুক হইতে এই রাজ্যকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। বোরী নদী উত্তর দিক্ হইতে ১০ মাইল দক্ষিণে আসিয়া হরণী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে; পরে আরও ৩০ মাইল দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়া অকলকোট শহরের দুই মাইল পশ্চিমে ভীমা নদীর সহিত মিশিয়াছে। এখানে অনেকগুলি নদী প্রবাহিত হওয়ায় এবং অসংখ্য কূপতড়াগাদি থাকায় জলকষ্ট একেবারে নাই। সমগ্র প্রদেশটী প্রস্তরময় এবং কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকায় পূর্ণ। খনিজ পদার্থ নাই বলিলেই হয়। স্থানীয় জলবায়ু বড়ই মনোরম।

অকলকোট রাজ্যে একটীমাত্র শহর ও ১০২টী গ্রাম আছে। অধিবাসিগণের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান প্রধান; তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই বেশী। হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, লিঙ্গায়ৎ, বাণী, মরাঠী, কোলী, ধাঙ্গড, পাঞ্চাল, মাহার, মাঙ্গ, চামার প্রভৃতি আছে এবং মুসলমানেরা সেখ বলিয়া পরিচিত। কৃষিকার্য্যই এখানকার অধিবাসিবর্গের প্রধান উপজীবিকা। এতদ্ব্যতীত অনেকে বস্ত্রবয়ন করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে বজরা, জোয়ার, চাউল, অড়হর, ছোলা, গম, তিসি, কার্পাস এবং ইক্ষুই প্রধান। অকলকোট শহরের রাজোদ্যানে প্রচুর নারিকেল ও তাল বৃক্ষ আছে। এই রাজ্যের ১৩ বর্গমাইল পরিমিত ভূমি জঙ্গলময় এবং ৩৯ বর্গমাইল স্থান কৃষিকার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে খদ্দর, পাগড়ী ও সাড়ী উল্লেখযোগ্য। বিক্রয়ার্থ বৎসরে প্রায় ৫ লক্ষ টাকার মাল প্রস্তুত হইয়া থাকে।

গ্রেট ইণ্ডিয়ান্ পেনিনসুলার রেলপথ এই রাজ্যের উত্তর-

পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্বে প্রায় ১৮ মাইল বিস্তৃত রহিয়াছে। এই রেলপথের অকলকোট রোড ষ্টেশন হইতে অকলকোট শহর পর্য্যন্ত ৭ মাইল লম্বা একটী সুন্দর পাকা রাস্তা আছে। দক্ষিণ মহারাষ্ট্র রেলপথও রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ দিয়া চলিয়া গিয়াছে। উক্ত রেলপথের তাডবল ষ্টেশন হইতে একটী পাকা রাস্তা আছে; এই দুইটী পথে জিনিসপত্র লইয়া যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা। জোয়ার ও কার্পাসবস্ত্র এখান হইতে বহুল পরিমাণে রপ্তানী হয়। শোলাপুর ও নিজাম রাজ্য হইতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে গম, কলাই, তুলা, লবণ, নারিকেলতৈল, লোহা ও তামার তার, রেশম, সুপারী, খর্জ্জুর, লঙ্কা ও নীল, বিজাপুর হইতে মাখম এবং কল্যাণ হইতে চামড়া আমদানী হইয়া থাকে।

শোলাপুরের কলেক্টরই এখানকার পলিটিক্যাল এজেণ্ট; ইনি সিভিল ও সেসন জজের সমান ক্ষমতাপ্রাপ্ত। ইংরেজের আইন সর্ব্বত্র বলবৎ। ১৮৬৬-৭১ খৃষ্টাব্দে সমগ্র প্রদেশটীর জরিপ হয়। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ৩০ বৎসর কালস্থায়ী নূতন হারে বন্দোবস্ত হয়। রাজ্য মধ্যে বেতনভোগী ৫০ জন সৈনিক এবং ৬৭ জন পুলিশ আছে। ১৯০৩-৪ খৃষ্টাব্দে সমগ্র রাজ্যে ৩৫টী স্কুল স্থাপিত হয়। অকলকোট শহরের হাঁসপাতাল ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে সংস্থাপিত হয়।

অকলকোট এই রাজ্যের একমাত্র শহর। অন্যান্য গ্রামের মধ্যে চপলগাঁ, করজোগী, মগ্রুল, নাগনসর, তোলনর, এবং বাগদরী বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইতিহাস।—অকলকোট রাজ্যের স্বতন্ত্র ইতিহাস খৃঃ ১৮শ শতকের প্রথমপাদ হইতে আরম্ভ। খৃঃ ১৬শ শতকে ইহা শোলাপুর তালুকের অধীন ছিল। এজন্য ইহার অধিকার লইয়া বিজাপুর ও অহ্‌মদনগরের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটিত। খৃঃ ১৭শ শতকের প্রথমে ইহা অহ্‌মদনগরের অধীনে আসে এবং ঐ সময়ে দেশমধ্যে মালিক অম্বরের জমাবন্দী পদ্ধতি প্রচলিত হয়।

১৭০৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর, শিবাজীর পৌত্র শাহু মুক্তিলাভ করিয়া দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া আসেন। এখানে আসিয়া ঔরঙ্গাবাদ রাজ্যের শিবরী উপবিভাগের পারদ গ্রামে বাস করিতে আরম্ভ করেন। তৎকালে রাজাবামের বিধবা পত্নী তারাবাঈয়ের পক্ষীয় সয়াজী নামক এক ব্যক্তি তাঁহাকে আক্রমণ করে। যুদ্ধে সয়াজী নিহত হইলে তদীয় পত্নী শিশুপুত্রগণের সহিত শাহুর শরণাপন্ন হ'ন। তিনি তাঁহাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রাণোজীর ভার নিজেই গ্রহণ করেন। ক্রমে বালক রাণোজী শাহুর খুবই প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। কয়েকটী যুদ্ধে জয়লাভ করায় শাহু বিশেষ প্রীত হইয়া তাঁহাকে 'ফতেসিং' উপাধি দান করেন। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে শাহু তাঁহাকে ভোঁসলে উপাধি এবং অকলকোট-রাজ্য জায়গীরস্বরূপ প্রদান করেন। নানা স্থানে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিবার পর ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে শাহুর মৃত্যু হইলে তিনি অকলকোটে ফিরিয়া আসেন। এখানেই ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তৎপরে তাঁহার দত্তকপুত্র শাহজী অকলকোট রাজ্যের রাজা হ'ন। অল্পদিন পরেই শাহজী অকালে পরলোকগমন করিলে তৎপুত্র ফতেসিংহ রাজা হ'ন (১৭৬০ খৃঃ)। ইঁহার অপর নাম অব্বা সাহেব। এই সময়ে কনিষ্ঠ তুলজাজীর সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয় এবং তাহার ফলে তুলজাজীই খটাব তহশিলের অন্তর্গত কর্লা গ্রাম ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হ'ন।

১৮২০ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুলাই মাননীয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত চুক্তি সর্ত্তে সাতারার অধীন অন্যান্য রাজ্যের সহিত ইহাও ইংরেজ শাসনাধীনে আসে। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে ফতেসিংহের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র মালোজী রাজা হ'ন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় অষ্টম বর্ষীয় পুত্র শাহজী রাজসিংহাসন লাভ করেন; কিন্তু তিনি নাবালক থাকায় সাতারা-রাজ শাসন-কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিতে বাধ্য হ'ন। শাসনাধিকার লইয়া ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কতকগুলি নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন করেন, তাহাতে প্রজাবর্গের মনে বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। পরবৎসর বিচলিত প্রজাবৃন্দ সরদেশমুখ শঙ্কর রাওয়ের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তখন বাধ্য হইয়া রাজাকে পুনরায় তাহাদের সহিত আপোষ করিতে হয়। এই গোলমালের পর সাতারা-রাজের ক্ষমতা হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং শাহজী সাবালক না হওয়া পর্য্যন্ত কাপ্তেন জেমিসন রাজ্য-পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে যখন সাতারা ইংরেজ সরকারের হস্তগত হয়, সেই সঙ্গে অকলকোট ভারত-সরকারের অধীনে করদরাজ্যরূপে পরিগণিত হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে শাহজীর মৃত্যু হইলে তৎপুত্র মালোজী রাজা হ'ন। রাজ্যশাসনে অনভিজ্ঞতাহেতু ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি পদচ্যুত হ'ন এবং ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করেন। তৎকালে তাঁহার পুত্র শাহজীর বয়স মাত্র তিন বৎসর। এজন্য সেই সময় হইতে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারত সরকারই রাজ্যের সকল প্রকার শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। ঐ বর্ষে শাহজী সাবালক হইয়া স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করেন। উহার কয়েকবৎসর পরে (১৮৯৮ খৃঃ) অপুত্রকাবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহার

বিধবা পত্নী ভারতসরকারের অনুমতি লইয়া প্রথম শাহজী-বংশীয় কুর্লার জায়গীরদার গণপৎজী ভোঁসলের পুত্র ফতেসিংহকে দত্তক ল'ন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজ্যের সর্ব্বপ্রকার কর্তৃত্বলাভ করেন। দুঃখের বিষয় ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে পুণা শহরে অস্ত্রোপচারকালে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। তৎপুত্র বিজয়সিংহ বর্ত্তমান রাজা। তিনি বর্ত্তমানে ভারত-সরকারকে বাৎসরিক ১৪৫১২৲ টাকা কর দিতেছেন।

অকলকোট,—বোম্বাই প্রদেশান্তর্গত অকলকোট রাজ্যের প্রধান শহর। অক্ষা ১৭°৩১'৩০" উঃ ও দ্রাঘি° ৭৬°১৫' পূঃ। গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনস্থলার রেলপথের অকলকোট-রোড (পূর্ব্ব নাম কড়বগা) ষ্টেসন হইতে ৭ মাইল দূরে অবস্থিত। এই শহরে একটী সুন্দর মসজিদ আছে। এতদ্ব্যতীত পুরাতন ও নূতন রাজপ্রাসাদ এবং পূর্ব্বতন রাজগণের সমাধিমন্দির উল্লেখযোগ্য।

অকলঙ্ক, অকলঙ্কচন্দ্র, অকলঙ্কদেব—প্রসিদ্ধ জৈন গ্রন্থকার ও দার্শনিক। ইনি দিগম্বর সম্প্রদায়ভুক্ত এবং খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে বিদ্যমান ছিলেন। পম্প, পোন্ন প্রভৃতি প্রাচীন কন্নড় (কাণাড়ী) লেখকগণ ইঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। তর্কশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন বলিয়া প্রাচীন লেখমালায় ইঁহার উল্লেখ আছে। ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে শ্রবণ-বেল্-গোল্-বাসী অকলঙ্কদেব কাঞ্চীরাজ হেম-শীতলের সম্মুখে বৌদ্ধদিগের সহিত তর্কযুদ্ধ করেন। অতঃপর পরাস্ত বৌদ্ধগণ রাজাদেশে সিংহলে নির্ব্বাসিত হ'ন। কন্নড়-গ্রন্থকার পোন্ন ইঁহাকে 'জয়-বাদী' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কমলভব নামক কন্নড়কবি তাঁহার বাগ্মিতার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন ও নাগচন্দ্র অকলঙ্কের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

অকলঙ্করচিত নিম্নোক্ত কএকখানি গ্রন্থ অতি প্রসিদ্ধ : ১ দেবাগমস্তোত্রন্যাস ; ২ "প্রমাণ-রত্ন-প্রদীপ" ; ৩ 'তত্ত্বার্থ-বার্ত্তিকটীকা' ; ৪ জৈনবর্ণাশ্রম ; (কন্নড় পাণ্ডুলিপি) ৫ অকলঙ্কস্তোত্র ; ৬ অষ্টশতী (এখানি জৈনসম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আপ্তমীমাংসার' সর্ব্বপ্রধান টীকা)।

[Mysore Inscriptions translated, Bangalore, 1879, pp. 32-34—Lewis Rice ; J. R. A. S , Vol. XV, p. 299.]

অকলঙ্কচরিত—যাহার চরিত্রে কোন দোষ নাই। ২ দাক্ষিণাত্যের চালুক্যবংশীয় রাজা সত্যাশ্রয়ের উপাধি বা বিরুদ। রাজা ২য় তৈলের পর সম্ভবতঃ ৯৯৭ খৃষ্টাব্দের শেষে তিনি সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

অকলজ—বোম্বাই প্রদেশের শোলাপুর জেলান্তর্গত মালশিরা নামক স্থানে অবস্থিত একটী গ্রাম। অক্ষা° ১৭°৫৩'৩০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৪' পূঃ।

অকল্কা—জ্যোৎস্না [জ্যোৎস্না দ্র°]।

অকল্মষ, অকল্মাষ—তামস মনুর পুত্রদিগের অন্যতম। অকল্মষ, ধন্বী, তপোমূল, তপোধন, তপোরতি, তপস্য, তপোদ্যুতি, পরন্তপ, তপোভোগী ও তপোযোগী এই ১০টী মনুপুত্র (মৎস্যপু°, ৯.১৭)।

অকল্ল—[বৈদ্যক] স্বনামখ্যাত পণ্যদ্রব্য [আকরকরা দ্র°]।

অকসারিয়া—বিহারের বাডলজাতির একটী শাখা।

অকা, (**জাতি**)—আসামের উত্তরসীমাস্থিত পর্ব্বতবাসী এক অসভ্য জাতি। ইহাদের মুখ গোল ও চেপ্টা ; নাক স্থূল ; চক্ষু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। গালের অস্থি উচ্চ ; দেহ মধ্যমাকার ; দেখিতে খুব মলিন নয়, অথচ তাম্রবর্ণও নয়। স্ত্রীলোকেরা সুশ্রী নহে ; তাহাদের গড়নেরও লাবণ্য নাই। পর্ব্বতের উপর ভরলী নদীর জলোচ্ছ্বাসের উর্দ্ধভাগে এই জাতির বাসস্থান। সেখানকার পথ অত্যন্ত দুর্গম ; তরাই হইতে উঠিতে হইলে প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হয়। অকাজাতি দুই প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এক সম্প্রদায়ের নাম হাজারী-কোয়াদ। এই শব্দের অর্থ—হাজার রন্ধনশালার খাদক। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের নাম—কূপচোর। কূপচোর শব্দে কার্পাসক্ষেত্রের চোরকে বুঝায়। এই দুটী শব্দই আসামীভাষার অপভ্রংশ। পূর্ব্বে ইহারা পর্ব্বতের নিম্নে নামিয়া জনপদের মধ্যে মহা উৎপাত করিত। ব্রহ্মপুত্রনদে নৌকা ও তীর্থযাত্রীদের দ্রব্যসামগ্রী লুটপাট করিয়া বেড়াইত। কৃষকদের ক্ষেত্র হইতে কার্পাস ও শস্যাদি অপহরণ করিত ; সেই জন্য অকাদের মধ্যে দুইটী সম্প্রদায়ের এই প্রকার নামকরণ হইয়াছে।

অকাদের উত্তরে মিশ্‌মী জাতি। তাহারাও অসভ্য। অকাদের সঙ্গে মিশ্‌মী কন্যার আদান-প্রদান চলে। মিশ্‌মীরা পর্ব্বতের নিম্নে আসে না, কেবল অকারা বিপদে পড়িলেই আত্মীয়-স্বজনকে উদ্ধার করিবার জন্য তাহারা পর্ব্বত হইতে নামিয়া পড়ে। অকাদের সর্ব্বসমেত ২৩০ ঘর পরিবার, এবং মিশ্‌মীজাতির ৪০০ ঘর।

অসভ্যাবস্থায় সকল জাতিই কেবল বাহ্য জগতে ঐশী শক্তি দেখিতে পায়। সৃষ্টির মধ্যে যাহা কিছু অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর, যাহা হইতে বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা,—দেবতা সেইখানে, সেইখানেই ঈশ্বরত্ব বিদ্যমান আছে। প্রাচীন ঋগ্বেদ হইতে আমরা ইহাই দেখিয়া আসিতেছি। অকারা পর্ব্বতে থাকে। পর্ব্বতের ভয়ঙ্কর উচ্চ চূড়া, কল্লোলিনী নদী, বন্যপশুপূর্ণ নিবিড় জঙ্গল, এইগুলিকেই তাহারা দেবতা বলিয়া মানে। ফুক্ক—জঙ্গলের ও জলের দেবতা। যুদ্ধের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—

ফিরন ও সিমন্‌। সত্তু—ক্ষেত্রের ও গৃহের দেবতা। অকাদের পুরোহিতের নাম দেবরী। দেবরীকে পূজাদি কয়েকটী দৈবক্রিয়া করিতে হয়। এক একটী কুটীরে জঙ্গলাদি দেবমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। পুরোহিত সেই সকল দেবতার পূজা করেন। শস্য কাটিলে তিনি দেবতাদিগকে তাহার অগ্রভাগ উৎসর্গ করিয়া দেন। বিবাহের সময় আমাদের হাতে সূতা বাঁধিতে হয়। অকারা অসভ্য, কিন্তু তাহাদের মধ্যেও এই মঙ্গলাচরণটী প্রচলিত আছে। বিবাহের পূর্ব্বে পুরোহিত গিয়া বর-কন্যার হাতে সূতার গ্রন্থি বাঁধিয়া দেন। কাহারও পীড়া হইলে ঔষধের ভরসা কেহ করে না। ওঝারা মন্ত্র পড়িয়া রোগীকে ঝাড়াইতে থাকে এবং পুরোহিত ফুক্ষদেবতার কাছে কুক্কুটাদি বলি দিয়া স্বস্ত্যয়ন করেন।

অকাদের গৃহ প্রায় কাষ্ঠ ও প্রস্তরে নির্ম্মিত, ঘরের মেজেতে তক্তা বিছান। তাহারা প্রায় ধনুঃশর লইয়া সর্ব্বদা ভ্রমণ করে। হস্তী প্রভৃতি বৃহৎ জন্তু শিকার করিতে হইলে তাহারা তীরের ফলায় কাষ্ঠবিষ মাখাইয়া দেয়।

ইহারা পর্ব্বতজাত নানা প্রকার দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া তিব্বতদেশে, ভুটানে, সিকিমে, এবং পাহাড়ের নিম্নে বাণিজ্য করিতে আসে। তদ্ভিন্ন আপনাদের প্রয়োজনমত তাম্র ও কাঁসার পাত্র এবং বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া লয়।

অকারা আসামের নিকটবর্ত্তী জনপদের ভিতর মধ্যে মধ্যে অতিশয় অত্যাচার করে। ১৮২৮ খৃঃ অব্দে তাহাদের সর্দ্দার টগীরাজকে ইংরেজেরা গ্রেপ্তার করিয়া গৌহাটীর জেলে আবদ্ধ রাখেন। এইখানে তিনি জনৈক হিন্দু গুরুকে পাইয়া তাঁহার নিকট হরিভক্তি ও হরিমন্ত্রে দীক্ষিত হ'ন। গুরুকে শিষ্য ভালবাসিতেন, শিষ্যও গুরুকে শ্রদ্ধা করিতেন। ক্রমে উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ অনুরাগ জন্মিল। ১৮৩২ খৃঃ অব্দে টগীরাজ আপনার গুরুকে জামিন রাখিয়া মুক্তি পাইলেন। কিন্তু যখন পুনরায় পর্ব্বতের স্বাধীন বায়ু তাঁহার গায়ে লাগিল, সেই হরিভক্তি ও গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা আর কিছুই থাকিল না। পূর্ব্বে যে সকল লোক ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে ধরাইয়া দিয়াছিল, তিনি প্রথমেই তাহাদিগকে নষ্ট করিলেন। নিকটের ইংরেজদিগের চৌকি লুট করিয়া লইলেন। ইংরেজদের যে সকল কর্ম্মচারী তাঁহার সম্মুখে পড়িয়াছিল, তন্মধ্যে অনেকেই হত ও আহত হ'ন।

এই সকল অত্যাচার নিবারণ করিবার জন্য বৃটিশসৈন্য প্রেরিত হইল। অকারাজ কোথায় থাকেন, কোন্ পর্ব্বত হইতে কোন্ পর্ব্বতে পলাইয়া যান, তাহা নির্ণয় করা দুর্ঘট হইল। ইংরেজেরা অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিলেন, কিন্তু কোন সন্ধান পাইলেন না। পরিশেষে টগীরাজ বুঝিলেন, চিরকাল এমন উদ্বিগ্ন থাকা অপেক্ষা মৃত্যু কিংবা কারাবাস ভাল। যুদ্ধের উপকরণ নাই যে, ইংরেজের গোলাবৃষ্টির সম্মুখে স্থির থাকিতে পারিবেন, সুতরাং তিনি আপনিই আসিয়া ধরা দিলেন। এখন সন্ধির কথা। যেমন রাজা তাঁহার বার্ষিক তঙ্কাব ব্যবস্থাও তদ্রূপ হইল। ইংরেজেরা বলিলেন,—আপনি শান্ত শিষ্ট হউন, লোকের প্রতি আর উৎপীড়ন করিবেন না, আপনাকে বৎসর বৎসর ৩৬০৲ টাকা করিয়া পেন্সন দেওয়া যাইবে। কিন্তু আপনি কাহারও উপর অত্যাচার করিবেন না, সেজন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা চাই। টগীরাজ তাহাতেই সম্মত হইলেন। এখন অঙ্গীকারের নিমিত্ত পবিত্র দ্রব্য আবশ্যক। কুক্কুট আসিল, ভল্লুক ও ব্যাঘ্রচর্ম্ম আসিল। তোমার আমার কাছে যাহা পবিত্র নয়, জগতে আর কাহারও চক্ষে তাহা পবিত্র হইবে না, এমন কোন কথা নাই। হিন্দুর পবিত্র গো-বিষ্ঠা, অকার পবিত্র হস্তিবিষ্ঠা। শপথের জন্য রাশি রাশি হস্তিবিষ্ঠা আনা হইল। প্রথম সত্যপাঠে মুর্গী বলি। তাহার পর অকারাজ এক হাতে ভল্লুকচর্ম্ম ও অন্য হাতে ব্যাঘ্রচর্ম্ম লইয়া বলিলেন,—'যা হবার হইয়াছে; এবার সাবধান হইলাম,—কখনও ইংরেজের বাক্য লঙ্ঘন করিব না।' পরিশেষে অঞ্জলি পূরিয়া হস্তীর বিষ্ঠা লইলেন, লইয়া বলিলেন,—ইংরেজের সঙ্গে বিরোধ, এ জন্মের মত ফুরাইল; জীবন থাকিতে আর কখন বিবাদ করিব না।' শেষে, একবার হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া প্রতিজ্ঞা সমাপ্ত হইল।

অকা এবং মিশ্‌মীদের আকৃতি-প্রকৃতি, বেশভূষা, লোকলৌকিকতা, আহার-ব্যবহার সকলই একপ্রকার। এখানে মিজুমিশ্‌মী সর্দ্দারের প্রতিমূর্ত্তি দেওয়া হইল। অকা এবং মিশ্‌মীরা কিপ্রকার সভ্যবেশ-ভূষা পরিয়া থাকে, এই চিত্র-পট তাহার প্রমাণ। বিগত ১২৯১ সালের কলিকাতার প্রদর্শনীতে অনেক অসভ্য জাতির প্রতিমূর্ত্তি দেওয়া হইয়াছিল। প্রতিমূর্ত্তি গড়িবার সময় অকাদের আকৃতিও দিবার কল্পনা হয়। সেজন্য আসাম গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা নমুনাস্বরূপ একজন অকাকে কলিকাতায় পাঠাইতে চেষ্টা করেন। এই প্রস্তাবে সমস্ত অকাজাতি একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। প্রতিমূর্ত্তি গড়াইবার জন্য জীবিত মানুষকে কলিকাতায় যাইতে হইবে, ইহার চেয়ে অসঙ্গত

কথা আর কি হইতে পারে? এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য অকারা কয়েকজন বৃটিশ প্রজাকে আপনাদের পর্ব্বতে ধরিয়া লইয়া যায়। তজ্জন্য ইংরেজদের সঙ্গে সামান্য যুদ্ধ হইয়াছিল। অবশেষে অকারা পরাস্ত হইয়া পর্ব্বতের উপরিভাগে পলায়ন করে।

অকারাজের মূর্ত্তি ভাবিলে সেকালের শিবদূত মনে পড়ে। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ উল্কিতে চিত্রিত, কণ্ঠভরা প্রস্তর ও হাড়মালা; মাথায় পাখীর পুচ্ছ, খাট করিয়া কাপড় পরা। তিনি পাহাড়ের বনের মধ্যে সর্ব্বদা বনফলের হার পরিয়া বেড়ান এবং ধনুর্ব্বাণ লইয়া মৃগয়া করেন। ইহাদের তীরে কি বিষ মাখান থাকে, তাহা ঠিক নিশ্চিত হয় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, মিঠা বিষ (Aconitum ferox)। কেহ কেহ বলেন, আসামীরা যাহাকে মিশ্‌ অর্থাৎ বিষ (Coptis Teeta) বলেন, অকারা তাহাই তীরের ফলাতে মাখায়। ঐ বিষাক্ত অস্ত্রদ্বারা শরীরে আঘাত লাগিলে শীঘ্রই মৃত্যু হয়। কথিত আছে, কাহাকে আঘাত লাগিলে অকারা ক্ষতস্থানে কুড় (Sausseria Lappa) ঘসিয়া প্রলেপ দেয় এবং উহার ক্বাথ সেবন করায়। কুড়ের যথার্থ বিষনাশক শক্তি আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করা উচিত।

সন্ধির পর দেশে আসিয়া অকারাজ স্বজাতির মধ্যে হরিভক্তি প্রচার করিলেন। এখন প্রায় সমস্ত অকাই বৈষ্ণব হইয়াছে। প্রত্যেক অকা-গৃহস্থের বিস্তর গোরু আছে। তাহারা গো-মাংস ভোজন করে, কিন্তু গো-মাংস ভোজন করে বলিয়া গোরুর দুগ্ধ কখন পবিত্র হইতে পারে না। অকারা কণ্ঠাগত প্রাণ হইলেও গো-দুগ্ধ স্পর্শ করে না। সংসার বিচিত্র স্থান; কেবল কার্য্য-বৈপরীত্য লইয়াই জগতের ব্যাপার। অকারা গো-মাংস খায়, কিন্তু গো-দুগ্ধ স্পর্শ করে না। শুনিয়া আমরা পরিহাস করি। আবার আমরা গো-দুগ্ধ খাই, কিন্তু গো-মাংস স্পর্শ করি না, সে জন্য অরণ্যের সেই প্রাকৃত লোকেরা আমাদের দেখিয়া হাসে। অকারা শূকর, কুক্কুট এবং কপোত পোষে। এই সকল জীবের মাংসই তাহাদের প্রধান খাদ্য। তাহারা প্রায় সকল জন্তুই ভোজন করে। কেবল পাতী ও রাজহাঁস এবং কুকুর প্রভৃতি যে সমস্ত পশুমাংস সচরাচর মানুষের খাদ্য নয়, তাহাই খাইতে নিষিদ্ধ। মৃত্যুর পর ইহারা শবদাহ করে না, মৃত্তিকায় পুতিয়া ফেলে। এই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রণালী মিশ্‌মী-দিগের মত [মিশ্‌মী শব্দ দ্র°]।

অকা, —ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তবর্ত্তী পার্ব্বত্যপ্রদেশ। ইহা আসামের দরঙ্গ জেলার উত্তরে অবস্থিত। উহার পূর্ব্বে দফলা পাহাড় ও পশ্চিমে ভুটিয়া জাতির আবাস। এই দেশে যাতায়াত করা বড়ই অসুবিধাজনক; কেবলমাত্র ভরলী নদীর একটী শাখার ধার দিয়া একটী রাস্তা আছে। এখানকার অধিবাসিগণ অকা নামে পরিচিত [অকা (জাতি) দ্র°]।

অকা, **অক্কা**—পালেস্তাইনের একর্ (Acre) নগরী।

অকাখেল—সিন্ধুনদের উত্তরপশ্চিমপারে কোহাটের নিকটবর্ত্তী আফ্রিদী নামক পাঠান জাতির এক শাখা। অন্যান্য পাঠানদের মত ইহারাও অতিশয় বীর্য্যবান্ ও দুর্দ্দান্ত। দস্যু-বৃত্তি, নরহত্যা এবং যুদ্ধ প্রভৃতি আসুরিক কার্য্যই ইহাদের ব্যবসায়। অকাখেলদের মধ্যে অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় আছে। যথা,—মারফ্খেল, মরুগব্ খেল, শের খেল, সন্দল খেল, মুণ্ডা খেল ইত্যাদি। পূর্ব্বে ইংরেজাধিকারের মধ্যে আসিয়া ইহারা সর্ব্বদাই উপদ্রব করিত। তজ্জন্য ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে ইংরেজেরা ঐ জাতিকে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া দেন। ইহাতে অকাখেলদের সম্পূর্ণ ক্ষতি হইতে লাগিল। একদিনের নয়, ভারতবর্ষে আসিয়া বাণিজ্য করিতে না পাইলে চিরকালের ক্ষতি। কাজেই তাহারা ২৬৭০৲ টাকা অর্থদণ্ড দিয়া হিন্দুস্থানে প্রবেশ করিবার অনুমতি লইল। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কেবল অর্থ পাইয়া ভুলিয়া যান নাই। অকা-খেলদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ইংরাজ অধিকারে আসিয়া অত্যাচার করিবে না, তাহাদিগকে এরূপ প্রতিজ্ঞাও করাইয়াছিলেন। সেই অবধি আফ্রিদীজাতির দৌরাত্ম্য অনেকটা কম হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও এককালে ক্ষান্ত হয় নাই।

অকাজই—ভারতের উত্তর-পশ্চিমসীমান্তে হাজারা ও কৃষ্ণ-পর্ব্বতবাসী এক পাহাড়িয়া জাতি। ইহারা পাঠানদেরই একটী শাখা [য়ুসুফ্জই দ্র°]।

অকাপর্ব্বত—[অকা, শব্দ দ্র°]।

অকায়—দেহশূন্য। ২ রাহু। রাহুর শরীর দ্বিখণ্ডিত। ঐ খণ্ডদ্বয়ের এক অংশ মস্তক, তাহাই রাহু; সুতরাং রাহুর শরীর নাই [অকচ দ্র°]। ৩ ব্রহ্ম (বাজ° ৪০.৮)।

অকার—বর্ণাৎ কারঃ। (কাত্যায়ন)। এক একটী বর্ণের উল্লেখ করিতে হইলে তাহার উত্তর 'কার' প্রত্যয়ের প্রয়োগ করিতে হয়। যথা, ককার, বকার, ইত্যাদি। কিন্তু র বর্ণের উল্লেখ করিতে হইলে (ইফ্) প্রত্যয় বিহিত হয়। *। রাদিফঃ; যথা, রেফ।

অকারণগুণোৎপন্নগুণ—[ন্যায়মতে] অকারণ হেত্বাভাবগুণ হইতে উৎপন্ন গুণ অর্থাৎ বৃত্তি বা ধর্ম্ম। বুদ্ধ্যষ্টক (বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম) ভাবনা ও শব্দ—এই কয়টী বিভুবিশেষগুণ অকারণগুণোৎপন্নগুণ। 'অকারণগুণোৎ-

পরগুণান্ত বুদ্ধ্যষ্টকম্ ভাবনা শব্দশ্চেতি। এতে চ বিভুবিশেষগুণা ইত্যুচ্যন্তে।' (পদার্থমালা, ভাষাপরিচ্ছেদ)। এখানে কারণগুণোৎপন্নত্ব বলিলে স্বাশ্রয়-সমবায়ি-সমবেতগুণজন্যত্ব বুঝাইবে। যেমন স্ব—পটের রূপ, তাহার আশ্রয়—পট, তাহার সমবায়ী—তন্তু, সেখানে সমবেতগুণ—তন্তুর রূপ, তদ্দ্বারা জাত যে পটের রূপ তাহা কারণগুণোৎপন্ন বলিয়া বুঝিতে হইবে।

অকারাদিনিঘণ্টু—একখানি সংস্কৃত কোষগ্রন্থ।

অকাল,—অসময়। ২ দুর্ভিক্ষ। ৩ অপ্রশস্ত কাল। জ্যোতিষমতে উপনয়ন বিবাহাদি শুভকর্ম্মের অযোগ্য কাল। অকাল অনেক, তন্মধ্যে স্থূল স্থূল বিবরণগুলি এখানে লিখিত হইতেছে। বৃহস্পতি অস্ত যাইবার পূর্ব্বে বৃদ্ধত্বে ১৫ দিন কালাশুদ্ধি এবং তাহার পরে ৩২ দিন। বৃহস্পতির উদয়ের পর বালত্বে ১৫ দিন। বৃহস্পতি এবং সূর্য্যের যোগে ১০ দিন। সিংহরাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে স্থূল এক বৎসর। ইহার বিশেষ এই, যদি মাঘ মাসের পূর্ণিমাতে মঘানক্ষত্রের যোগ থাকে, তবেই এপ্রকার কালাশুদ্ধি হইবে, নচেৎ হইবে না। বৃহস্পতির একরাশিতে স্থিতিকাল সমাপ্ত না হইতে যদি তিনি পূর্ব্বরাশিতে গমন করেন, তবে এই বক্রাতিচারের জন্য ২৮ দিন অশুদ্ধ। বৃহস্পতি যদি পূর্ব্বরাশিতে একবৎসর ভোগ না করিয়া অন্য রাশিতে গমন করেন এবং পরেও আর পূর্ব্বরাশিতে না আসেন, তবে এই মহাতিচারকে লুপ্তসংবৎসর কহে। লুপ্তসংবৎসর একবর্ষ অশুদ্ধ। বৃহস্পতির একরাশিতে ভোগকাল পূর্ণ না হইলে যদি পররাশিতে গমন করেন এবং পুনরায় পূর্ব্বরাশিতে ফিরিয়া আসেন, তবে এই অতিচার হেতু ৪৫ দিন অশুদ্ধ। বৃহস্পতি রাহুগ্রস্ত হইলে স্থূল একবৎসর অকাল।

শুক্রের মহাস্তের পূর্ব্বে বৃদ্ধত্বে ১৫ দিন। তাঁহার মহাস্তের পর ৭২ দিন। শুক্রের উদয়ে বালত্বে ১০ দিন। শুক্রের পাদাস্তে ১২ দিন অকাল। তাঁহার বৃদ্ধত্বে ১০ দিন এবং বালত্বে ৩ দিন। ভানুলঙ্ঘিত মাসে, ক্ষয়মাসে এবং মলমাসে একমাস অশুদ্ধ। ভূকম্পনাদি অদ্ভুত ঘটনায় সপ্তাহ। পৌষাদি চতুর্মাসের মধ্যে একদিন চরণাঙ্কিত বর্ষণে সেই দিন অশুদ্ধ। দুই দিন সেইরূপ বৃষ্টি হইলে ৩ দিন। আর ৩ দিন সেইরূপ বৃষ্টি হইলে বৃষ্টির শেষ দিন হইতে সপ্তাহ অকাল এবং পূর্ব্ব ২ দিন সমেত ৯ দিন অশুদ্ধ। হরিশয়নে চারি মাস। চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহণে কর্ম্মবিশেষে কোথাও একদিন, কোথায় তিন দিন, কোনস্থলে এক সপ্তাহ।

অকাল,—শিব (মহাভা')।

অকালকুষ্মাণ্ড—অসময়ে জাত কুমড়া। ২ গান্ধারী কুষ্মাণ্ডাকার একটী মাংসপিণ্ড অকালে প্রসব করিয়াছিলেন। তাহাতে দুর্য্যোধনাদির জন্ম হয়। সেই সকল সন্তান কুরুকুল বিনাশের কারণ। তজ্জন্য এখন কেহ সমাজের বা স্বীয় পরিবারের অনিষ্টকর কার্য্য করিলে তাহাকে 'অকালকুষ্মাণ্ড' বলা হয়। এটী সুষ্ঠু প্রয়োগ নহে।

অকালগড়—পঞ্জাবের গুজ্‌রানবালা জেলান্তর্গত উজীরাবাদ তহসীলের একটী নগর। অক্ষ ৩২°১৬' উঃ ও দ্রাঘি° ৭৩°৫০' পূঃ। এই স্থানের অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান। শিখশাসনের শেষভাগে মূলরাজ মুলতানের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ইঁহারই বংশধরগণ এক্ষণে অকালগড়ে বাস করিতেছেন।

অকালজলদ—এক প্রসিদ্ধ কবি; রাজশেখরের প্রপিতামহ। [Peterson 2,63]

অকালভাস্কর—একখানি জ্যোতিষগ্রন্থ। ১৬৩৬ শকাব্দে রঘুনাথ সিদ্ধান্ত-বাগীশ ইহা রচনা করেন। মলমাসের কি করিয়া গণনা করিতে হয় ও মলমাসে করণীয় কি—সেই বিধিসমূহ ইহাতে সংবদ্ধ হইয়াছে। [রঘুনাথ সিদ্ধান্তবাগীশ দ্র°]

অকালবর্ষ কৃষ্ণ—গুজরাটের রাষ্ট্রকূটবংশীয় শেষ নৃপতি। ইঁহার পিতার নাম দন্তিবর্ম্মা। ৮৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত এই নরপতির একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত এই তাম্রশাসনের অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। ইঁহার অপর একখানি তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, তাপ্তীর দক্ষিণের কিয়দংশ ইনি পুনরুদ্ধার করেন।

[Bom. Gaz. Vols. I & IV.]

অকালবর্ষ শুভতুঙ্গ—রাষ্ট্রকূটবংশীয় গুজরাট রাঠোর (দ্বিতীয় পর্য্যায়) বংশসম্ভূত চতুর্থ পুরুষ। ইনি প্রথম ধ্রুবের পুত্র। পিতার মৃত্যু হইলে ৮৫০ খৃষ্টাব্দে ইনি সিংহাসন অধিকার করেন। ইঁহার পুত্রের নাম দ্বিতীয় ধ্রুব নিরুপম ধারাবর্ষ। দ্বিতীয় ধ্রুবের কাম্‌বা লিপিতে লিখিত আছে যে, প্রথম ধ্রুবের মৃত্যু হইলে বল্লভবংশীয় সৈন্যগণ রাষ্ট্রকূটগণের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। দুষ্ট রাজকর্ম্মচারিগণের উৎপাতে রাজ্যের অতি শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল। অকালবর্ষ সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর সেই বিদ্রোহ দমন করিয়া রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়ন করেন।

[Indian Antiquary, Vol. XII, p. 179; Bom. Gaz Vol. I, pt i, p. 126 & Vol. I, pt. ii, New Series.]

অকালী, অকালপুরুষ—নিহঙ্গ। পঞ্জাব অঞ্চলের এক মহাবল শিখসম্প্রদায়। ইহারা ঈশ্বরারাধনার সময় অকাল-

পুরুষকে ডাকিতে থাকে, তজ্জন্য এই শিখদের নাম অকালী হইয়াছে। 'অকালী' শব্দে বুঝায় যাহারা মরণশীল নয়—অমর। পৃথিবীতে এমন দুঃসাহসী ও পরাক্রান্ত জাতি অল্পই আছে। গুরুগোবিন্দ এবং মহারাজ রণজিতের সময় অকালীদের প্রতাপে পঞ্চনদ প্রদেশ কম্পিত হইয়াছিল। অন্যান্য শিখদের সহিত ইহাদের পার্থক্য এই যে ইহারা রণনিপুণ দুর্দ্দম জাতি। হিন্দু সন্ন্যাসীদের ভিতর নাগা বা গোসাইদের মত ইহারা অত্যন্ত কোপনস্বভাব। ইহারা বিপদ্‌কে বিপদ্‌ বলিয়া জানিত না, মৃত্যুকে ভয় করিত না, তা'ই দেখিয়া গুরুগোবিন্দ ইহাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঐ গুরুই অকালী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। কথিত আছে, গুরুগোবিন্দের প্রথমপুত্র অজিতসিংহ সর্ব্বপ্রথম অকালীমতে দীক্ষিত হ'ন। দোষের মধ্যে অকালীরা নিতান্ত ধর্ম্মান্ধ এবং সর্ব্বদাই লুঠ করিয়া বেড়াইত। তাহাদের পা হইতে মাথার কেশ পর্য্যন্ত অস্ত্রশস্ত্রে ভূষিত। হাতে দুইটী তোড়াদার বন্দুক, দুইখানি তলবার; বক্ষস্থলে কবচ; কটীতে পিস্তল, কিরিচ এবং চক্র ও ফিঙ্গেকল, বামভাগের কটীতে বর্শা; পৃষ্ঠে ঢাল; পদতল হইতে হাঁটুপর্য্যন্ত লৌহাবরণে মণ্ডিত। কাণে কুণ্ডল, বাহুতে লৌহ বাজু। সর্ব্বদাই চিত্রবিচিত্র নীল বস্ত্রে ভূষিত। ইহারা পঞ্চ 'কক্ক' [কেশ (অকর্ত্তিত কেশ), কচ্ছ, কর (লৌহবলয়), খন্দ (ইস্পাতের ছোট কর্ত্তরী) ও কঙ্ঘ (চিরুণী)] রক্ষা করিতে বিশেষ যত্নশীল। ইহাদের প্রধান দেবালয় অকালবুঙ্গা অমৃতসরে। তদ্ভিন্ন পঞ্জাবের অন্যান্য স্থানেও অনেক মন্দির আছে। ইহারা নানাস্থানে মিলিত হইয়া থাকে। অমৃতসরের 'অকালবুঙ্গা', আটকের 'পীরসাহেব', পাটনা ও অপচলনগরের গুরুগোবিন্দমন্দির ইহাদের সাধারণ মিলন-ক্ষেত্র। হুসিয়ারপুর জেলার অন্তর্বর্ত্তী কিরাতপুরে ইহাদের প্রধান আড্ডা। কিরাতপুরই ফুলাসিংহের পবিত্র স্থান। আনন্দপুরে গুরুদ্বার আনন্দপুর সাহেব অকালীদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্দির। ইহাই গোবিন্দের গৃহ ছিল। রণজিৎসিংহের মৃত্যুর পর ইহাদের প্রধান দেবালয় আনন্দপুরে অবস্থিত হইয়াছে। জগতের মধ্যে তামাকুই ইহাদের চক্ষে অপবিত্র। মদ্য ও আফিম অপবিত্র নয়,—শিখজাতি এই দুই মাদকদ্রব্য সুখে সেবন করেন।

শৌর্য্যবীর্য্যে ইহারা নিহঙ্গ বা বেপরোয়া এবং শিখদের ইতিহাসে ইহাদের কীর্ত্তিচিহ্ন সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। ইহারা শহিদ বলিয়া পরিচিত। ১৯১৮ সালে মূলতান অবরোধকালে কয়েকজন অকালীর বীরত্বে দুর্গ অনায়াসে ইহাদের করতলগত হয়। ইহাদের বীরত্বকাহিনী ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রচারিত হয়। ফুলাসিংহের অধিনায়কত্বে ইহারা মেটকাফের পৃষ্ঠরক্ষী সেনাদিগকে আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিয়াছিল। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ফুলাসিংহের অকালী সৈন্যের সাহায্যে রণজিৎসিংহ 'তরাই'এ পরাক্রমশালী য়ুসুফ্‌জইদিগকে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধে বীরের মত ফুলাসিংহ মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন এবং নৌশেরায় তাঁহার যে স্মৃতিচিহ্ন আছে, তাহার প্রতি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

রণজিৎসিংহও অকালীদের ভয় করিয়া চলিতেন। দুই তিনবার তিনি ইহাদের হাতে বিপদ্‌গ্রস্তও হইয়াছিলেন। পরে ইহারা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে। মহারাজের এত বিক্রম কেবল অকালীদের বলে। এই সম্প্রদায়ের আনুকূল্যে ইংরেজেরাও একবার কাবুল-যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন। যখন শিখদের সহিত ইংরেজদিগের যুদ্ধ হয়, তখন অকালীরা সোব্রাওন্‌, মহারাজপুর, চিলীয়ানবালা প্রভৃতি স্থানের যুদ্ধে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল।

[Khazān Singh—Philosophic History of the Sikh Religion, 2 Vols, Lahore, 1914; M. A. Macauliffe—The Sikh Religion, Oxford, 1909; Sewarām Singh Thapar—Sri Guru Nanak Dev, Rawalpindi, 1904; Rūp Singh—Sikhism, A Universal Religion, Amritsar, 1911; Monier Williams—Brāhmanism and Hinduism, London, 1891, p. 175; A. Barth—Religions of India; J. C. Oman—Mystics, Ascetics, and Saints of India, London, 1903 pp. 153, 198-201.]

অকালীম্—(আরব্য) 'ইক্‌লীম্‌' শব্দের বহুবচন। দেশ-সমূহ (মুসলমান ভূগোলবেত্তাদিগের মতে পৃথিবীর সিকিভাগ) কেবল মনুষ্যের বাসোপযোগী। এই চতুর্থাংশকে তাঁহারা রুব-ই-মস্‌কুন্‌ কহিয়া থাকেন, এবং ইহাকে তাঁহারা সপ্ত 'অকালীম্‌' অর্থাৎ রাজ্য বা দেশে বিভাগ করিয়াছেন।

"দহ্‌ দরবেশ দর্‌ গলীমে বখুস্পন্দ্‌।
ও দো বাদশা দর্‌ অকালীমে ন গুঞ্জন্দ্‌॥"

অর্থাৎ দশজন ফকীর এক কম্বলে শয়ন করিতে পারে, কিন্তু দুইজন বাদশার সপ্ত সাম্রাজ্যেও সঙ্কুলান হয় না।

অকি—জাপানের একজন সুপ্রসিদ্ধা রাণী। ইনি খৃষ্টীয় ১১শ শতকে জাপানীগ্রন্থ রচনা করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।

অকিঞ্চন—(দেওয়ান রঘুনাথ রায়)—শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত-রচয়িতা। সঙ্গীতগুলি 'অকিঞ্চন' ভণিতাযুক্ত। ইঁহার প্রকৃত নাম দেওয়ান রঘুনাথ রায়। বর্দ্ধমানজেলার অন্তর্গত কাল্‌নার নিকট চুপি গ্রামে ১১৫৭ সালে (খৃঃ ১৭৫০) রঘুনাথ রায় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ব্রজকিশোর রায়। ইনি বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের দেওয়ান ছিলেন।

দেওয়ান ব্রজকিশোরের দুই বিবাহ। প্রথম পক্ষের তিন পুত্রের ভিতর রঘুনাথ মধ্যম। রঘুনাথ বর্দ্ধমানে পিতার নিকট থাকিয়া সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর ইনি মহারাজ তেজচন্দ্রের দেওয়ান হ'ন এবং তাঁহারই অনুগ্রহে দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ-নিবাসী সঙ্গীতাচার্য্য কালোয়াৎগণের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন।

দেওয়ানী কাজ ইনি বেশী দিন করেন নাই। বিষয়-কর্ম্মে ইনি বড় অনুরক্ত ছিলেন না। কিছুদিন রাজ-সরকারে কাজ করিবার পর কাজ হইতে অবসর লইয়া ইনি পরমার্থ চিন্তায় মনোনিবেশ করেন। প্রবাদ, ইনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে একটী শ্যামা-বিষয়ক এবং অপরাহ্ণে একটী কৃষ্ণ-বিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিতেন। ইঁহার রচিত অনেক সঙ্গীত আছে। অন্যান্য সঙ্গীতও ইনি রচনা করিয়া গিয়াছেন। ১২৪৩ সালের ১৯এ ভাদ্র (১৮৩৬ খৃঃ) দেওয়ান রঘুনাথ দেহত্যাগ করেন।

অকিঞ্চনতা—যোগাভ্যাসে সংযত যোগীর অর্থস্পৃহাশূন্যতা।

অকিঞ্চন দাস,—শ্রীচৈতন্যভক্তিতত্ত্ববিলাস ও শ্রীচৈতন্যভক্তি-রসাত্মিকা গ্রন্থের রচয়িতা। 'শ্রীচৈতন্যভক্তিরসাত্মিকা' গ্রন্থ প্রশ্নোত্তর-ছলে রচিত। তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু প্রশ্ন করিতেছেন, আর মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব উত্তর দিয়া তাঁহার সন্দেহ নিরসন করিতেছেন।

অকিঞ্চন দাস,—সহজিয়া গ্রন্থ 'বিবর্ত্ত-বিলাস' রচয়িতা। 'বিবর্ত্ত-বিলাসে' অকিঞ্চন তাঁহার দুই জন গুরুর নামোল্লেখ করিয়াছেন—একজন রসিকচাঁদ ও অপর বিহারী। এই দুইজনের মধ্যে একজন দীক্ষাগুরু ও আর একজন শিক্ষাগুরু ছিলেন। অকিঞ্চন তাঁহার 'বিবর্ত্ত-বিলাসে'র একস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন, রঘুনাথ তাঁহার গুরুর গুরু। রঘুনাথের নিকট হইতে তিনি শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ রঘুনাথ বিহারীর গুরু। রঘুনাথের মৃত্যুর পর অকিঞ্চন তাঁহার স্বগ্রামে ফিরিয়া আসেন। এখানে আসিবার পর তৃতীয় দিবসে স্বপ্নে রঘুনাথ তাঁহাকে 'বিবর্ত্ত-বিলাস' রচনা করিতে উপদেশ দেন। অকিঞ্চন তাঁহার 'বিবর্ত্ত-বিলাসেই' লিখিয়াছেন—

"এই স্বপ্ন প্রাতে মোর প্রভুকে কহিল।
শুনিয়া আমার প্রভু কান্দিতে লাগিল॥
কান্দিতে কান্দিতে মোরে করিলেন আজ্ঞা।
প্রভু যাহা কহিলেন সেই সে প্রতিজ্ঞা॥
করহ পালন তাঁর আজ্ঞা যে নিশ্চিত।" (১৪৯ পৃঃ)

অকিঞ্চন তাঁহার গ্রন্থে মুকুন্দকে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবরূপে দেখাইয়াছেন। 'রসতত্ত্বসার' গ্রন্থে জানা যায় যে, এই মুকুন্দের শিষ্য মথুরাদাস। মথুরাদাসের রসিকদাস নামে এক শিষ্য ছিলেন। এই রসিকদাসই অকিঞ্চনের গুরু হওয়া সম্ভব। সেই উদ্দেশ্যেই বোধ হয় তিনি মুকুন্দের বিশেষ গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন। সিদ্ধটীকা ও কর্ণানন্দে জানিতে পারা যায় যে, শ্রীনিবাসের শিষ্য রঘুনাথ। অন্যদিকে কৃষ্ণদাসের তৃতীয় শিষ্যের নাম অকিঞ্চন দেখা যায়। অতএব অকিঞ্চন নিশ্চয়ই সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন।

[M. Bose's 'Sahajia Cult']

অকিতু—য়িহুদীদিগের একটী প্রাচীন উৎসব। মর্দকদেবের পূজোপলক্ষে ইহা বসন্তকালে বাবিলনীয় বর্ষারম্ভে অনুষ্ঠিত হইত। [পেন্‌টিকস্‌ট্ দ্রঃ]

অকিনোয়োনগ-নো-মোনোগতরি—"দীর্ঘ শারদরজনীর উপাখ্যান"। প্রসিদ্ধ জাপানী উপাখ্যান। ইহাতে রাজা দ্বিতীয় হোরিকবের (খৃঃ ১২২২-৩৪) শাসনকালে পুরোহিত কীকৈএর অবৈধ প্রেমের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। এই পুরোহিত শেষজীবনে অনুতপ্ত হইয়া উক্যো মন্দির নির্ম্মাণ করেন।

[J. R. A. S. 1887, p. 11.]

অকিবা বেন জোসেফ্—(Akiba Ben Joseph) ইহুদীদের প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত-পণ্ডিত (৫০-১৩৫ খৃষ্টাব্দ)। জেরুজালেমের ধ্বংসের পর ইহুদীদের চিন্তার ধারা ইনি অনেকটা পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; এমন কি, প্রথম যুগের খৃষ্টমতাবলম্বীদের উপরও ইঁহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। তন্নইম (Tannaim)-দিগের মধ্যে ইনি অত্যন্ত প্রতিভাবান্ ও শক্তিশালী ছিলেন। ইনি অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ৯৫ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে ইনি জনৈক রাজদূতস্বরূপ রোমে গমন করিয়াছিলেন। ইঁহার উদ্দেশ্য ছিল সম্রাট্ ডোমিটিয়ানের (Domitian) নিষ্ঠুর ঘোষণাপত্র প্রচার রহিত করা; কিন্তু সম্রাটের মৃত্যু হওয়ায় সে কার্য্য সফল হয় নাই। ইঁহার সহিত গমলিয়েল, এলিয়েজার বেন আসারিয়া ও জশুয়া ছিলেন। জাহাজে যাইবার সময় ইনি তন্মধ্যে একটী অস্থায়ী উপাসনা-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্রবল ঝড়ে তাহা উড়িয়া গেলে, ইঁহার সঙ্গীরা ইঁহাকে অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। রোমের সম্রাট্ নারভার রাজদরবারে অকিবা সমধিক আদর পাইয়াছিলেন। এখানে সম্রাট্ ডোমিটিয়ানের ভ্রাতুষ্পুত্র ও কনসাল ফ্লেভিয়াস ক্লেমেন্স, ডোমিটিলা এবং অকিলাস (বা আকুইলা) ইঁহার নিকট ইহুদীধর্ম্মে দীক্ষিত হ'ন। আকুইলা পরে ইঁহার ছাত্রও হইয়াছিলেন। কিন্তু সম্রাট্ ট্রাজান যখন রোমরাজ্যের অধিপতি হইলেন, তখন ইহুদীরা রাজার সুনজরে পড়িতে পারে নাই। অগত্যা ইঁহাকে পালেষ্টাইনে ফিরিয়া

যাইতে হয়। তথা হইতে ইনি বাবিলনে গিয়া ইহুদীধর্ম্ম প্রচার করেন এবং নেহারদিয়ায় লোকশিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। পরে ইনি গজ্ঞাখায় গিয়া বাস করেন।

বার কখ্বার বিদ্রোহের পূর্ব্বে অকিবা পার্থিয়া ও এশিয়া-মাইনর ভ্রমণের জন্য শেষবার বাহির হ'ন। ইনি যখন যে স্থানে গিয়াছেন সেই স্থানেই ইহুদীদের ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। হাদ্রিয়ান ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দের মতের বিরুদ্ধেও ইনি মত প্রচার করেন। ফ্রিজিয়া, গালাতিয়া, গালিসিয়া এবং কাপ্পাডোকিয়ায় ইনি ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছিলেন।

ভূমিকম্পে সিজারিয়ার ধ্বংস হইলে অকিবা ও ইহুদী বিদ্রোহীরা উৎসাহিত হ'ন। ইঁহারা ভাবিয়াছিলেন, এই আন্দোলনের আরম্ভের সহিত জেরুজালেমের যখন পতন হইয়াছে, তখন উহার অবসানে পুনরায় ইহুদীদিগের রাজধানীর পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইবে।

বার কখ্বার বিদ্রোহ বিফল হওয়ায় অকিবাকে বন্দী হইতে হয়; রোমকগণ তাঁহাকে ফাঁসি দিয়াছিল।

অকিবার মৃত্যু হইলে ইঁহার সম্বন্ধে কিংবদন্তীর অন্ত ছিল না। ইঁহার কবরের সহিতও রহস্য জড়িত আছে। কথিত আছে, ইঁহার হত্যাকাণ্ডের পর এলিজা ইঁহার বিশ্বস্ত শিষ্য জশুয়ার সহিত যে কারাগারে ইঁহার প্রাণশূন্য দেহ পতিত ছিল, সেই স্থানে প্রবেশ করেন এবং বহু স্বর্গীয় দূতসহ ইঁহাকে সিজারিয়ায় লইয়া আসেন। তাঁহারা তৎপরে এক গুহার মধ্যে অকিবার মৃতদেহকে লইয়া যান ও তথায় এক শয্যার উপর শায়িত করান। সেই গুহার মধ্যে ঐ শয্যা ছাড়া একখানি টেবিল ও চেয়ার ছিল; একটী বর্ত্তিকাও জ্বলিতেছিল। তাঁহারা গুহা হইতে বাহিরে আসিবামাত্র গুহাদ্বার আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া যায় এবং কোন মানবেই আর অকিবাকে দেখিতে পায় নাই।

[Encyclopædia of Religion and Ethics, Vol. I, p. 274.]

অকিমিনিস্—(Achæmenes; অখমনিস্=হখামনি) পারস্য-দেশীয় হখামনি রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ। হিরোদোতসের মতে ইনি কুরুসের (Cyrus) বৃদ্ধ প্রপিতামহ এবং ইঁহার পুত্রের নাম চিস্পেস্ (Teispes)। বাবিলন্ অধিকারের পর কুরুস্ যে ঘোষণাবাণী প্রচার করেন, তাহাতে জানা যায়, চিস্পেস্ এবং তাঁহার বংশধরগণ মিডিয়-রাজগণের সামন্তনৃপতিরূপে অনসন্ প্রদেশে রাজত্ব করিতেন; পরে খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৫০ অব্দে কুরুস্ পারস্য সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। এই ঘোষণাপত্রে অকিমিনিসের নামোল্লেখ নাই। কাহারও কাহারও মতে অকিমিনিস্ পৌরাণিক নাম মাত্র। ইলিয়নের মতে অকিমিনিস্ ঈগল পক্ষী হইতে জাত। কম্বুজীয়ের (Cambyses) মৃত্যুর পর কুরুসের ভ্রাতা দরায়ুস্ (Darius) পারস্যের রাজা হ'ন। কুরুস্ ও দরায়ুস্ এবং তাহাদের বংশধরগণ অখমনিস্ বা হখামনি নামে পরিচিত। ৩৩০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে তৃতীয় দরায়ুসের পতনের সহিত এই রাজবংশের পরিসমাপ্তি হয়।

প্রথম দরায়ুসের এক পুত্রের নামও অকিমিনিস্ ছিল। এই অকিমিনিস্ ক্ষয়ার্ষার (Xerxes) ভ্রাতা। মিশর বিদ্রোহের পর ৪৮৪ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে ইনি মিশরের অধিপতি হ'ন। ৪৬০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে সালামিসের যুদ্ধে ইনি পারস্য-নৌবাহিনী পরিচালন করিয়াছিলেন। [বিশেষ বিবরণ পারস্য শব্দে দ্র°]।

অকিয়ম—(Akiyama) একজন প্রসিদ্ধ পদার্থ-বিজ্ঞানবিদ্। ইনি বায়ুমণ্ডলে আলোকরশ্মির সংঘাত ও আণবিক বিকীরণের আলোক-চিত্র (Photograph) গ্রহণ করিয়া বৈজ্ঞানিক জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

অকিয়াব—[আকিয়াব দ্র°]।

অকিল—মহম্মদের জামাতা আলীর ভ্রাতা। হিজরা ৪০ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়।

অকীক—একরূপ প্রস্তর। এদেশে অনেক রকম পাথর অকীক নামে বিখ্যাত। তাহাদের ইংরেজি নাম কর্ণেলিয়ান (Cornelian), আগেট্ (Agate), ওনিক্স্ (Onyx) ইত্যাদি। পালিশ করিলে পাথরগুলি দেখিতে অতি সুন্দর হয়। জলভরা মেঘের মত শ্যামল পাণ্ডুরবর্ণ; তাহাতে একটু শ্বেত, শ্বেতের সঙ্গে অল্প অল্প নীলের আভা মাখান। আবার এই সকল বর্ণের সঙ্গে কত রকম জড়িত ঝাড় লতা কাটা। এত গুণ থাকিলেও এ প্রস্তর বহুমূল্য নয়। ইহাতে ছোট ছোট বাটী, বোতাম, কাগজকাটা ছুরী, ছুরীর বাঁট প্রভৃতি অনেক প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হয়। বঙ্গ-দেশের মধ্যে রাজমহলে, ছোটনাগপুরে এবং অন্যান্য পর্ব্বতীয় স্থানে ইহা পাওয়া যায়। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে বাঁদায়; মধ্য-প্রদেশের মধ্যে জব্বলপুরে; বোম্বাই অঞ্চলের মধ্যে রেবাকাণ্ঠায়, রতনপুরে, রাজপিপলায় এবং কাম্বেতে ইহা প্রচুর জন্মে। ভারত-বর্ষের আরও অন্যান্য স্থানেও ইহা যথেষ্ট পাওয়া যায়।

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবাসীরা অকীক পাথরের নানা প্রকার দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করিয়া আসিতেছেন। সেকালে গ্রীক এবং রোমকেরা বোম্বাই হইতে এই পাথরের নানাবিধ সামগ্রী কিনিয়া লইয়া যাইতেন। হিন্দুরা এই সামান্য প্রস্তর হইতে এমন উৎকৃষ্ট দ্রব্য নির্ম্মাণ করিতেন যে, কেবল কারিগরির জন্য এক একটী সামগ্রী লক্ষ টাকায় বিক্রীত হইত। রোমকসম্রাট্ নীরো অকীক পাথরের একটী সামান্য বাটী ৬,৬১,৫০০৲ টাকায় ক্রয় করিয়াছিলেন। এখনও অকীক-

নির্ম্মিত অনেক প্রকার দ্রব্য প্রতিবৎসর চীন, আরব, কাবুল এবং ইউরোপে প্রেরিত হয়।

অকীলিস্, একিলিস্ (Achilles)—হোমারের কাব্যে বর্ণিত ট্রয়যুদ্ধের একজন প্রসিদ্ধ মহাবীর। ইঁহার পিতা পিলীউস্ থেসেলী দেশের একজন রাজা ছিলেন এবং ইঁহার মাতা থিটিস্ জলদেবী ছিলেন। হোমারের মতে সুররাজ জীয়ুস্ ইঁহার বৃদ্ধপ্রপিতামহ। অকীলিসের বাল্যজীবন সম্বন্ধে বিবিধ উপাখ্যান প্রচলিত আছে। হোমারের গল্পে আছে, বাল্যকালে ইনি এবং ইঁহার মাতা স্বগৃহে পরমবন্ধু ও আত্মীয় পেট্রোক্লাস্ কর্ত্তৃক লালিতপালিত হইয়াছিলেন। কাহারও মতে থিটিস্ ইঁহাকে প্রতিরাত্রে জলন্ত অঙ্গারমধ্যে রাখিয়া প্রাতে ইঁহার গাত্রে অমৃত সেচন করিয়া ইঁহাকে অমর করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন। পিলীউস্ এক রাত্রে তাহা দেখিতে পাইয়া পুত্রকে কাড়িয়া ল'ন ও থিটিস্ ক্রোধে সাগরগর্ভে গমন করেন। ষ্টাটিয়াস্ বলেন, থিটিস্ ইঁহার গুলফদ্বয় ধরিয়া ষ্টীকস্ বা বৈতরণী নদীতে ইঁহাকে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন, তাহাতে গুলফ ছাড়া ইঁহার দেহের অপরাপর অংশ অস্ত্রের অভেদ্য হইয়াছিল। ট্রয়যুদ্ধের প্রাক্কালে ইঁহার মাতা যুদ্ধগমনে বাধা দিবার আশায় নারীবেশে ইঁহাকে রাজা লিকোমিডীসের অন্তঃপুরে লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন। সুচতুর ওডিসীয়ুস্ ছদ্মবেশে ঢাল ও বর্শা হস্তে অনুসন্ধান করিতে করিতে তথায় গিয়া হুঙ্কার ছাড়িলেন। রাজার অন্তঃপুরবাসিনীরা ভয়ে পলাইলেন, কিন্তু নারীবেশধারী অকীলিস্ কিছুমাত্র চঞ্চল না হইয়া ঐ অস্ত্র ধারণ করিলেন। তখন অকীলিস্কে যুদ্ধে গমন করিতেই হইল।

হোমারের বর্ণনায় আছে, অকীলিস্ অতিশয় বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া ট্রয়বাসিদিগকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন। যুদ্ধের শেষ ভাগে গ্রীক্ অভিযানের নায়ক অগামেম্ননের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। নিজ সৈন্যদলের মধ্যে মহামারী উপস্থিত হওয়াতে সম্রাট্ অগামেম্নন্ আপোলোদেবের সন্তোষার্থ বন্দীকৃতা এক নারীকে তাহার পিতার কাছে ফিরাইয়া দেন, কারণ ঐ নারীর পিতা আপোলোর পুরোহিত ছিলেন। এই প্রত্যর্পণকার্য্যে অকীলিস্ বিশেষ প্ররোচনা দিয়াছিলেন। ফলে অকীলিসের দাসকে অগামেম্নন্ স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। ইহাই বিবাদের কারণ। অকীলিস্ তখন যুদ্ধাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার অভাবে ট্রোজানরা গ্রীক্‌দিগকে এরূপ শোচনীয়ভাবে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল যে অবশেষে অকীলিস্ ক্রোধ পরিহার করিয়া পেট্রোক্লাসকে আপন যুদ্ধবেশ ও অস্ত্রাদি দিয়া গ্রীক্‌দের পক্ষে যুদ্ধ করিতে পাঠাইলেন। প্রিয়বন্ধু পেট্রোক্লাস ট্রয়সৈন্যাধ্যক্ষ হেক্টর কর্ত্তৃক হত হইলে অকীলিসের ক্রোধাগ্নি শতগুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি নিজে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া দারুণ নৃশংসতার সহিত হেক্টরকে বধ করিলেন ও তাঁহার দেহ শকটে বন্ধন করিয়া রাজপথ দিয়া টানিয়া লইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। পরে ঐ দেহ হেক্টরের বৃদ্ধ পিতা প্রায়ম্‌কে প্রত্যর্পণ করেন।

ইলিয়দ্ কাব্যে অকীলিসের মৃত্যুর কোন প্রসঙ্গ নাই। ওডিসীয়ুস্ কাব্যে ইঁহার মৃত্যুর পরবর্ত্তী দৃশ্য দেখান হইয়াছে মাত্র। ভার্জ্জিলের কাব্যে লিখিত হইয়াছে যে হেক্টরের ভ্রাতা পারিস্ অকীলিস্কে বধ করেন। পারিসের নিক্ষিপ্ত শর আপোলোদেবের বলে অকীলিসের গুলফে বিদ্ধ হয়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে গুলফ ব্যতিরেকে অকীলিসের অপর অঙ্গ অস্ত্রের অভেদ্য। হোমারের অডিসীয়ুসে আছে, ইঁহার মৃত্যুর পর ইঁহার পরিচ্ছদ ও অস্ত্র কাহার অধিকারে আসিবে এই লইয়া আজাক্‌স্ ও ওডিসীয়ুসের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইয়াছিল; ইঁহার এবং পেট্রোক্লাসের ভস্মাবশেষ এক সঙ্গে এক স্বর্ণভাণ্ডে রক্ষিত হইয়া সমাহিত হয়। কোন কোন লেখকের মতে অকীলিসের মাতা চিতা হইতে ইঁহার দেহ হরণ করিয়া একটী দ্বীপে লইয়া যান এবং ঐ স্থানে অকীলিস্ অগামেম্ননের কন্যা ইফিজিনীয়াকে পত্নীরূপে লইয়া অবস্থান করেন। কেহ কেহ লিখিয়াছেন, অকীলিস্ পরজন্মে মিডিয়া বা হেলেন্‌কে পত্নীরূপে লাভ করেন। গ্রীসের অনেক স্থানে অকীলিসের মন্দির আছে, তথায় তিনি পূজিত হ'ন।

অকুত, (১০৬৯-১১২৩ খৃষ্টাব্দ)—চীনের লিয়াও বংশের অধীন চীনতাতার-নায়ক ইয়াঙ্-কো-এর পুত্র। ১১০০ খৃষ্টাব্দে ইঁহার পিতার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি বিদ্রোহের উদ্যোগ করিতেছিলেন। ১১১৪ খৃষ্টাব্দে অকুত বিদ্রোহী হ'ন ও চীন-সম্রাট্‌কে পরাজিত করেন। লিয়াও-বংশীয় সম্রাট্ পলায়ন করিলেন। অতঃপর অকুত পিকিন্ জয় করিয়াছিলেন। অকুতের বংশ ওয়ান-ইয়েন্ নামে পরিচিত। ইনি 'গীন' নাম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। চীনের অপর একখানি ইতিহাসে লিখিত আছে—খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে নিউচিহ্ তাতারগণ উত্তরচীন-দেশে 'কিন' নামে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করিয়া ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে। এই কিন রাজবংশের স্থাপয়িতার নাম অকুত। নিউচিহ্ তাতারগণের ভাষার কোন বর্ণমালা ছিল না, তাহারা ক্ষমতাশালী হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার অভাব সম্যক্‌ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিল। তাহাদের পূর্ব্বে খিতানগণেরও প্রথম অবস্থায় কোন বর্ণমালা ছিল না, পরে তাহারা নূতন বর্ণমালার সৃষ্টি করে। সুতরাং অকুত এই অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে

চীন এবং শীউ ভাষাবাদী বন্দিগণের সাহায্যে এক নূতন বর্ণমালা সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করিলেন। রাজাদেশে উয়ে, মৌসিয়ানহো এবং কুহ্‌শিন্ নামক তিনজন ব্যক্তিকে এই কার্য্যের ভার দেওয়া হইল। ইহার ফলে যে বর্ণমালার সৃষ্টি হইল (১১১৯ খৃঃ) তাহার নাম বৃহৎ নিউচিহ্ বর্ণমালা।

অকুতশ্চল—শিব।

অকুনকুনা—পশ্চিম-আফ্রিকার দক্ষিণ-নাইগেরিয়া প্রদেশের আদিম অধিবাসী। ইহারা ক্রশ নদী সন্নিহিত প্রদেশে বসবাস করে। ইংরেজ শাসনাধীনে থাকিয়া ইহারা অনেক সভ্য হইয়াছে এবং কৃষিকার্য্য করিয়া দিনযাপন করে।

অকুয়—আফ্রিকার ফরাসী-কঙ্গোর অধিবাসী এক খর্ব্ব-কায় জাতি।

অকুলি—অসুরদিগের জনৈক পুরোহিতের নাম। শতপথ-ব্রাহ্মণে এই অকুলিসম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা আছে;—মনুর একটা বৃষভ ছিল। তাহার গর্জ্জন শুনিলেই অসুর ও রাক্ষসেরা প্রাণত্যাগ করিত। দৈত্যগুরু কিলাত এবং অকুলি দেখিল, তবে তো আর নিস্তার নাই। এখন শীঘ্র বৃষটাকে বধ করা চাই। এই স্থির করিয়া তাহারা মনুকে বলিল—আপনার পূজার্থ আমরা কিছু বলি দিতে ইচ্ছা করি। মনু সম্মত হইলেন। অসুরেরা সেই বৃষভটা আনিয়া বলি দিল। বৃষভ মরিল, কিন্তু অসুরবংশ-বিনাশের কাল গর্জ্জন ঘুচিল না,—তাহা মনুপত্নী মনায়ীর দেহে প্রবেশ করিল। মনায়ী কথা কহিলেই অসুরেরা মরিতে লাগিল। পুনর্ব্বার কিলাত ও অকুলি মনায়ীকে বলি দিতে চাহিল। মনু তাহাতেও সম্মত হইলেন। কিন্তু সে গর্জ্জন গেল না, এবার তাহা যজ্ঞে ও যজ্ঞপাত্রে প্রবিষ্ট হইল। (শতপথ-ব্রাহ্মণ ১.৪.১৪)।

অকূট—[বৈদ্যক] ফলবৃক্ষবিশেষ (বৈদ্যক শব্দসিন্ধু)।

অকৃতব্রণ—কশ্যপবংশোদ্ভব মুনি। ইনি প্রসিদ্ধ লোমহর্ষণের শিষ্য এবং পরশুরামের বিশ্বস্ত প্রিয়বন্ধু ছিলেন। পরশুরাম যে প্রকারে ক্ষত্রিয়দিগকে পরাজিত করেন, ইনি সেই সমস্ত কাহিনী মহেন্দ্রাচলে যুধিষ্ঠিরের নিকট বর্ণনা করেন (মহাভা°, বন ১১৫-১৭ অঃ)। উক্ত গুরুর নিকট বিদ্যাধ্যয়ন করিবার পর ইনি বিষ্ণুপুরাণের ভাবার্থ লইয়া একখানি পুরাণ-সংহিতা রচনা করেন (বিষ্ণুপু°)।

অকৃতাশ্ব—সূর্য্যকুলোদ্ভব সংহতাশ্বের পুত্র (হরিব°; মৎস্যপু° ১২.৩৪) [অকৃশাশ্ব দ্র°]।

অকৃতি—বিদর্ভরাজ ভোজবংশীয় ভীষ্মকের এক ভ্রাতা। ভীষ্মক বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের শ্বশুর এবং রুক্মিণীর পিতা। অকৃতি সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র ভোজরাষ্ট্রের নৃপতি ছিলেন (মহাভা°)।

অকৃশাশ্ব, অকৃষাশ্ব—সূর্য্যবংশীয় সংহতাশ্বরাজের পুত্র। (হরিব°) [অকৃতাশ্ব দ্র°]।

অকৃষ্ট—ব্রহ্মা মনুষ্যদিগকে রক্ষা করিবার জন্য 'অসি' সৃষ্টি করিয়া রুদ্রকে প্রদান করেন; রুদ্র উহা বিষ্ণুকে, বিষ্ণু মরীচিকে, মরীচি ভৃগু, অত্রি প্রভৃতি ২২ জন মহর্ষিকে লোকহিতার্থে দান করেন। ইঁহাদের মধ্যে অকৃষ্ট অন্যতম। (মহাভা°, শান্তি ১৬৬ অঃ)

অকৃষ্টপচ্য—ন-কৃষ্ট-পচ্-ক্যপ্। কর্ষণাদি বিনা যে শস্য স্বয়ং ক্ষেত্রে জন্মিয়া পক্ক হয়। নীবার, তৃণধান্য, উড়ী। "অকৃষ্টপচ্যাঃ পশ্যন্তৌ ততো দাশরথী লতাঃ।" (ভট্টি)।

অকের—উত্তর মিশরের এক সিংহমূর্ত্তি ভূ-দেব। ইনি প্রাগৈতিহাসিক যুগের এক প্রাচীন দেবতা।

[Egyptian **Myth** Legend by D. A. **Mackenzie**.]

আকোক্তুঙ্—ব্রহ্মদেশের হেনজাদা জেলার অন্তর্গত আরাকান যোম পর্ব্বতমালার পূর্ব্বদিকের একটী পাহাড়। অক্ষা° ১৮ ২৯' ৪৫" উঃ; দ্রাঘি ৯৫ ১০'৪৫" পূঃ। ইরাবতী নদী এই পাহাড়ের উপর দিয়া একটী বদ্বীপের উপর আসিয়া কতকগুলি শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হইয়াছে। পাহাড়টী তিনশত ফুট উচ্চ। এই পাহাড়ে কতকগুলি বৌদ্ধ গুহা আছে—তজ্জন্য ইহা প্রসিদ্ধ। এই গুহাগুলির ভিতরে বুদ্ধের মূর্ত্তি বর্ত্তমান। দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধের সময় বৌদ্ধদিগের দুই তিনবার এখানে সংঘর্ষ হইয়াছিল।

অকোট১—বেরারের অকোলা জেলার উত্তরাংশে একটী তালুক। অক্ষা ২০ ৫৫' হইতে ২১ ১৫' উঃ এবং দ্রাঘি ৭৬ ৪৭' হইতে ৭৭ ১৫' পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ৫৫০ বর্গমাইল। এই তালুকের মধ্যে ২৪৯টী গ্রাম এবং অকোট ও হিবরয়খেড্ নামে ২টী সহর আছে। ১৯৩১ সালের গণনায় লোকসংখ্যা ১৫৩৫০৭ হইয়াছে। গাবিলগড় পাহাড় হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী বাহির হইয়া পূর্ণা নদীতে আসিয়া মিলিত হওয়ায় এই তালুকে সুন্দর জলসরবরাহ হইতেছে। অকোট হইতে ৭ মাইল পশ্চিমে অরগাঁও নামক স্থানে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে নভেম্বর স্যর্ আর্থার ওয়েলেশলী মরাঠাদিগকে পরাজিত করেন।

অকোট২—বেরারের অকোলা জেলার একটী গ্রাম। অকোলা নগর হইতে ৩০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। অক্ষা° ২১°৫' ৪৫" উঃ; দ্রাঘি° ৭৭°৬' পূঃ। বেরারের বস্ত্রব্যবসায়-কেন্দ্রের মধ্যে অকোট অন্যতম। স্থানীয় বণিকসম্প্রদায় ও ইউরোপীয়

ব্যবসায়িগণ কাপড়ের ব্যবসা করিয়া থাকেন। স্থানীয় অধিবাসিগণ কার্পেট বুনিয়া থাকে, তজ্জন্য তাহারা বিখ্যাত। এই স্থানে প্রচুর আম্রও জন্মিয়া থাকে। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে এখানকার মিউনিসিপ্যালিটী স্থাপিত হয়।

অকোট,—[বৈদ্যক] গুবাকবৃক্ষ, সুপারিগাছ (**Areca catechu**) [গুবাক দ্র°]।

অকোনা—অযোধ্যার বহরাইচ জেলার একটী গ্রাম। ইহা বহরাইচ নগর হইতে ২২ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ৩৩'১১" উঃ; দ্রাঘি° ৮১°৫৯'৩৮" পূঃ। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে এই গ্রামের ভূম্যধিকারী বিদ্রোহী হ'ন। তখন এই গ্রাম তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া কতকাংশ বলরামপুরের মহারাজকে ও কতকাংশ কপূরথলার মহারাজকে প্রদান করা হয়।

অকোপ—মহারাজ দশরথের ধৃষ্টি, বিজয়, জয়ন্ত, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অকোপ, ধর্ম্মপাল ও সুমন্ত্র নামে যে আটজন ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ছিলেন, ইনি তাঁহাদের অন্যতম। (রামা° ১.৭)।

অকোর (মালিক)—একজন খটক সর্দ্দার। ইনি মুগল সম্রাট্ অক্‌বরের নিকট কাবুল নদীর দক্ষিণস্থ প্রদেশসমূহ রক্ষা করিবেন বলিয়া স্বীকৃত হ'ন। এজন্য তিনি দানসূত্রে এইস্থানের কিয়দংশ ও অকোর খেয়ার শুল্ক আদায়ের ক্ষমতা প্রাপ্ত হ'ন। পরে তিনি তাঁহার স্বজাতীয়দিগের সর্দ্দার বলিয়া গণ্য হ'ন এবং পরবর্ত্তী বংশধরগণও তাঁহার নামানুসারে স্থাপিত 'অকোর' নামক স্থানের শাসনকর্ত্তৃত্ব লাভ করেন। প্রসিদ্ধ যোদ্ধকবি খুশাল খাঁ ইঁহার বংশধরগণের অন্যতম।

অকোলা,—বেরার প্রদেশের একটী জেলা। অক্ষা° ২০°১৭' হইতে ২১°১৬' উঃ, দ্রাঘি° ৭৬°২৪' হইতে ৭৭°২৭' পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরে সাতপুরা পাহাড়, দক্ষিণে সাতমাল বা অজণ্টা গিরিমালা, পূর্ব্বে এলিচপুর জেলা, এবং পশ্চিমে বুলদানা ও খান্দেশ জেলা। আয়তন ৪০৯১ বর্গমাইল। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের গণনায় এই জেলার লোকসংখ্যা ৮৭৬৩৬২ হইয়াছে। এই জেলায় ১১টী নগর ও ১৪৯২টী গ্রাম আছে।

অকোলা নগর ইহার রাজধানী। এই নগর মর্ণা নদীতীরে অবস্থিত। অকোলা জেলার প্রায় ৪৫ বর্গমাইল বাবলা গাছের জঙ্গলে পূর্ণ। এই দেশের পূর্ণা একটী ছোট নদী। এই নদী দিয়া বাণিজ্যাদির বিশেষ অসুবিধা। অকোলার পর্ব্বতীয় জঙ্গলে হায়েনা নেকড়ে, ভল্লুক ও বন্য কুকুর বাস করে। কখনও কখনও বাঘ দেখিতে পাওয়া যায়। পাতুর নামক স্থানে পাহাড় খুদিয়া একটী মন্দির করা হইয়াছে। ঔরঙ্গজেবের অন্যতম প্রধান সেনাধ্যক্ষ রাজপুতরাজ রাজা জয়সিংহ বালাপুরে একটী ছত্রী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, উহা এখনও বর্ত্তমান। পূর্ণা নদীর দুই পার্শ্বেই লবণের খাদ অবস্থিত। উহা পাতুর গ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বে প্রায় নন্দ নামক স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত। প্রকৃতির সাহায্যেই জল শুখাইয়া লবণ প্রস্তুত হয়।

স্থানীয় প্রবাদ. মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্বে এলিচপুরে যে সমস্ত স্বাধীন রাজা রাজত্ব করিতেন, তাঁহারা সকলেই জৈন ছিলেন। ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে সুলতান আলাউদ্দীন দাক্ষিণাত্য-অভিযানকালে অকোলায় তাঁহার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর হিন্দুরা পুনরায় স্বাধীন হ'ন; কিন্তু দেবগিরির শেষ রাজা যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করেন এবং অকোলা মুসলমানদের হস্তগত হয়। তৎপরে যথাক্রমে বাহ্মণীবংশ, ইমাদশাহী শাসনকর্ত্তৃগণ ও আহ্মদনগরের নৃপতিগণ ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সম্রাট্ অক্‌বর অকোলা করায়ত্ত করিয়া নিজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ল'ন। অক্‌বরের মৃত্যুর পর হাবসী মালিক অম্বর বেরারের কিয়দংশ অধিকার করেন। কিন্তু তাঁহার সে শক্তি অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে অকোলা আবার মুগল-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৬৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে টোডরমল্লের প্রবর্ত্তিত রাজস্বপদ্ধতি এইস্থানে প্রচলন করা হইয়াছিল। তখন হইতে অকোলায় ফসলি অব্দ চলিয়া আসিতেছে। ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রপতি শিবাজীর সেনাপতি প্রতাপ রাও পূর্ব্বে অমরাবতী জেলার প্রায় কারঞ্জ পর্য্যন্ত তাঁহার ধ্বংসলীলা চালাইয়াছিলেন ও গ্রামস্থ রাজ-কর্ম্মচারীদের চৌথ প্রদানে বাধ্য করিয়াছিলেন। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে মরাঠাগণ সম্রাট্ ফরুকশিয়রের মন্ত্রীর নিকট হইতে এই চৌথ গ্রহণের রাজকীয় আদেশপত্র পাইয়াছিল। ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা চিংক্লিজ খাঁ নিজাম-উল-মুলক উপাধি গ্রহণ করিয়া ফরুকশিয়রের সেনাদলকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করেন। এই সময় হইতে বেরার প্রদেশ হায়দ্রাবাদের নিজামের অধীনে আসে। অষ্টাদশ শতকের প্রায় একশত বৎসরই নিজাম ও মরাঠাদের মধ্যে রাজস্ব লইয়া বিবাদ চলিয়াছিল। অকোলার ৩২ মাইল দূরে অবস্থিত অরগাঁও যুদ্ধে স্যার্ ওয়েলেশলীর নিকট মরাঠানায়ক রঘুজী ভোঁসলে পরাজিত হ'ন। ইহার পর পিণ্ডারী যুদ্ধের পর ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে বেরার নিজামকে প্রদান করা হয়। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ভোঁসলে-বংশীয় মোগলরাও অকোলার উত্তরে জামোদে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে অপ্পা সাহেবের নেতৃত্বে কয়েকবার বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। কিন্তু ইংরেজেরা তাহা দমন করেন।

তুলা, তিল, তামাক, নীল, রবিশস্য, ছোলা, মটর, কড়াই, আফিম প্রভৃতি এখানকার উৎপন্ন দ্রব্য। এতদ্ব্যতীত ইক্ষু, পান, পিঁয়াজ, মিষ্ট আলু, কলা প্রভৃতিও প্রচুর পাওয়া যায়। এখানকার অশ্ব খর্ব্বাকৃতি। এখানে অত্যধিক বৃষ্টি হইয়া থাকে; সেজন্য এই দেশের অধিবাসীদের বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয়। কলেরার উৎপাত এস্থানে লাগিয়াই আছে; মাঝে মাঝে দুর্ভিক্ষও হয়।

অকোলার প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই কাপড় প্রস্তুত হয়। অকোট ও বালাপুর কার্পেট ও পাগড়ীর জন্য প্রসিদ্ধ। এখানকার প্রধান আমদানী দ্রব্য—চিনি, লবণ, লোহের জিনিস, গম, তৈল, চাউল প্রভৃতি এবং প্রধান রপ্তানী দ্রব্য—তুলা, ঘৃত, নীল, পশু প্রভৃতি। গ্রেট্ ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলপথ এই জেলার উত্তর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই জেলায় এক্ষণে ৬টী তালুক আছে এবং প্রত্যেক তালুকে একজন করিয়া তহশীলদার নিযুক্ত আছেন।

অকোলা,—অকোলা জেলার প্রধান তালুক। অক্ষ ২০°২৫' হইতে ২০°৫৫' উঃ এবং দ্রাঘি ৭৬°৫৫' হইতে ৭৭°২৫' পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ৭৩৯ বর্গমাইল। এই তালুকের মধ্যে ২৯৭টী গ্রাম ও ১টী সহর আছে। পূর্ণা নদীর উর্ব্বর উপত্যকায় এই তালুক অবস্থিত।

অকোলা,—অকোলা জেলার প্রধান নগর। অমরাবতী জেলার প্রায় ৫৩ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে মর্ণা নদীতীরে অবস্থিত। অক্ষা ২০°৪২'১৫" উঃ; দ্রাঘি ৭৭°২' পূঃ। বোম্বাই হইতে ৩৮৩ মাইল ও নাগপুর হইতে ১৫৭ মাইল দূরে গ্রেট্ ইণ্ডিয়ান্ পেনিনসুলার রেলপথের ভুসাবল-নাগপুর লাইনের একটী ষ্টেশন। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এস্থানের উচ্চতা ৯৩০ ফুট। ১৯৩১ সালে অকোলা মিউনিসিপালিটির লোকসংখ্যা ৪৭৬৩২ হইয়াছে।

অকোলা নগরে বহুকাল ধরিয়া নিজাম-সরকার বাস করিতেন। এখনও উহার দুর্গ ও প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীর তাহার পরিচয় দিতেছে। এইস্থানেই নিজামের সৈন্য-বাহিনীর সহিত মরাঠা সৈন্যবাহিনীর সংঘর্ষ হইয়াছিল। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে পিণ্ডারী গাজী খাঁ ভোঁসলের সেনাপতির নিকট ইহারই প্রাচীরের সন্নিকটে পরাজিত হ'ন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে স্যর্ ওয়েলেশলী মাত্র একদিনের জন্য এখানে বাস করিয়াছিলেন। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অধীনে এখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হইয়াছে এবং অধুনা ইহা পশ্চিম বেরারের কমিশনারের কর্ম্মকেন্দ্ররূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

অকোলা নগর মর্ণা নদীদ্বারা দুইভাগে বিভক্ত। নদীর পশ্চিমদিকের অংশই অকোলা নগররূপে পরিচিত। অপর পারের অংশের নাম তাজনাপেট। তাজনাপেট য়ুরোপীয়গণের বাসস্থানরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। বহু সরকারী গৃহ এখানে নির্ম্মিত হইয়াছে।

অকোশ—ব্রহ্মদেশের কেঙ্গতুঙ্ নামক সান রাজ্যের অংশ-বিশেষবাসী একটী জাতি। শারীরিক গঠনে, পোষাক-পরিচ্ছদে এবং ভাষায় 'অখা' [অখা দ্রঃ] হইতে কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হইলেও ইহাদের জাতিগত পার্থক্য নাই বলিয়াই মনে হয়। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ইহাদের সংখ্যা ১৫০৬ ছিল।

অকোহ্রি—অযোধ্যার অন্তর্গত উনাও জেলার প্রাচীন নগরী। ইহা পুরবা হইতে ১১ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে ও উনাও হইতে ৩১ মাইল দূরে অবস্থিত। স্থানীয় অধিবাসিগণের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষত্রিয়।

অক্কন্না (অখন্না)—কুতবশাহী রাজবংশের শেষ রাজা আবু হুসেনের মন্ত্রী। রাজকীয় কাগজপত্রে ইঁহার একনাথ পন্থ নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহার পিতার নাম ভানুজী পিঙ্গলে। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে ইনি ও ইঁহার ভ্রাতা মদন পন্থ ওরফে মাদন্না প্রথমে সৈয়দ মুস্তাফা নামক একজন গোলকুণ্ডা সর্দ্দারের অধীনে চাকরী লন। তৎপরে ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে গোলকুণ্ডারাজ আবদুল কুতবশাহের মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা আবু হুসেন রাজা হইলে অক্কন্না ও মাদন্না উভয়েই তাঁহার মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার রাজকীয় ক্ষমতা হস্তগত করিয়া ফেলিলেন। আবু হুসেন তাঁহাদের হস্তের ক্রীড়নকমাত্র হইয়া পড়িলেন। রাজ্যসংক্রান্ত ব্যাপারে মাদন্নারই অধিক সংস্রব ছিল এবং এ বিষয়ে তিনি বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়া গিয়াছেন [মাদন্না দ্রঃ]।

অক্কাতিমনহলী—বঙ্গলুরের অন্তর্গত একটী গ্রাম। স্থানীয় অধিষ্ঠাত্রীদেবীর পূজা উপলক্ষে প্রতি বৎসর একবার ভোজের উৎসব হয়। এই উৎসব বঙ্গলুরে বিশেষ প্রসিদ্ধ।

অক্কাদ্ (Akkad)—বাবিলনিয়ার এক অতি প্রাচীন স্থান। বাইবেলের প্রাচীন অংশে (Old Testament) অক্কাদ, বাবেল, এরেচ্ ও কাল্নেহ্ এই ৪টী শহরের উল্লেখ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে অক্কাদ্‌কে অনেকে বাবিলনের উত্তরাংশ বলিয়া মনে করেন। এই প্রাচীন শহরই কাহারও কাহারও মতে বাবিলনের পূর্ব্বতন নৃপতি ১ম সারগনের রাজধানী অগদে (Agade)

সেমিতিক শিলালিপিতে 'অক্কদূ' নাম দৃষ্ট হয়। ইহার অর্থ 'শ্রেষ্ঠ' বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। অগদে শব্দের অর্থ "অগ্নিমুকুট" ধরিয়া বলেন, অক্কদ্ হইতে ঈষ্টর দেবীর নাম

স্মরণ করাইয়া দেয়। অগদে সহরে এক সময় ঈষ্টর দেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। সিপ্পরে তাঁহার সুপ্রাচীন মন্দির ছিল। এই সিপ্পরের পার্শ্ব দিয়া ইউফ্রেতিস্ নদী প্রবাহিত। তাহারই অপর পারে অগদে বা অক্কদ্ শহর বিদ্যমান ছিল।

অসুরী-বাবিলনীয় সাহিত্যে 'অক্কদ্' শব্দ সুমের্-প্রসঙ্গে রাজোপাধিরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'সর্-মাত্-সুমেরি উ অক্কদী' অর্থাৎ সুমের্-অক্কদের বা সমস্ত বাবিলনের রাজা। কেহ কেহ অক্কদ্‌কে বাবিলনের উত্তরাংশ ও সুমের্‌কে দক্ষিণাংশ বলিয়া মনে করেন, তাহা ঠিক নহে। কারণ দক্ষিণ বাবিলনের রাজাও পূর্ব্বকালে সুমের্ ও অক্কদের অধিপতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।

সুমের্-অক্কদী ভাষাকে কেহ কেহ সেমিতিক আবার কেহ কেহ অসেমিতিক বলিয়া মনে করেন। ['সুমের্' শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্র°]

অক্কনুকর—[বৈদ্যক] স্বনামখ্যাত পণ্যদ্রব্য। [আকর্‌করা দ্র°]

অক্কলরাজ—(বালক কাময়) সম্ভবতঃ প্রথম বিজয়নগর বংশের একজন রাজা। ইঁহাকে চোলবংশীয় রাজা বলিয়া দাবী করা হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তৎপক্ষে কোন যথাযথ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

[Epigraphia Indica, Vol. III, p. 72.]

অক্কশালা বা অগশালা—মহিসুরের স্বর্ণকারগণের নাম। অন্যান্য পাঁচটী শিল্পকর্ম্মী বা পঞ্চশালার মধ্যে ইহারা প্রধান বলিয়া গণ্য।

অক্কা,—তুর্কী শব্দ, অর্থ—শ্বেতাভ। তুর্কদেশে রৌপ্যমুদ্রা ও তাম্রমুদ্রাকেই অক্কা বলে—বিশেষতঃ ক্ষুদ্র মুদ্রাকেই এই নামে অভিহিত করিতে দেখা যায়। রুশ দেশে অক্কা অর্থে 'কোপেক' (kopecks) বা 'অর্দ্ধ কোপেক' (half kopecks)। তুর্কদেশে ইহা এক অস্পারের (asper) সমান।

অক্কা,—আফ্রিকার কঙ্গো প্রদেশের গভীর জঙ্গলময় স্থানসমূহের অধিবাসী এক খর্ব্বকায় জাতি। হিরোদোতসের বর্ণনায় যে "ক্ষুদ্রকায় জাতি"র উল্লেখ আছে, তাহারা বোধ হয় ইহারাই। বামন বলিয়া ফারাও রাজগণের সভায় ইহাদের বেশ আদর ছিল। শিকারই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা।

অক্কাদি—আসিরীয় নৃপতি খমুরবির কতকগুলি লিপিতে অক্কাদি নামক এক স্থানের উল্লেখ আছে। লিপিগুলিতে অক্কাদির সহিত সুমিরি দেশেরও নাম উল্লেখ আছে। ঐ দেশ দুইটী নিকটবর্ত্তী ছিল। [অক্কদ্ দ্র°]

[J. R. A. S. (Old Series), Vol. XX, p. 447.]

অক্কাদেবী—কল্যাণের পশ্চিম চালুক্যবংশীয়া সুপ্রসিদ্ধা রাণী। ইনি কিসুকাড়ের শাসনকর্ত্তা দ্বিতীয় জয়সিংহের জ্যেষ্ঠা ভগিনী এবং কাদম্ব মহামণ্ডলেশ্বর তোয়িমদেবের মাতা। জয়সিংহের শৈশবকালে ইনি চালুক্যগণের রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। তৎকালীন তাম্রলিপিতে দেখা যায় যে, ইঁহাকে "গুণদ-বেড়ঙ্গী" অর্থাৎ সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা, "একবাক্যী" বা সত্যবাদিনী প্রভৃতি উপাধি দ্বারা অভিহিত করা হইয়াছে। ভারতের নারীরাও যে একদিন অস্ত্রধারণ করিয়া শত্রুহস্ত হইতে স্বদেশ রক্ষা করিতে কুণ্ঠিতা হইতেন না, ইনি তাহার একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইঁহাকে যুদ্ধে শত্রুবিনাশনে "ভৈরবীতুল্যা" বলিয়া প্রাচীন তাম্রলিপিতে বর্ণনা করা হইয়াছে। ১০২১ খৃষ্টাব্দে ইনি দ্বিতীয় জয়সিংহের অধীনে কিসুকাড়ের ৭০টী গ্রাম শাসন করিতেন। অতঃপর ইনি মহারাজ সোমেশ্বরের অধীনেও রাজকার্য্য-পরিচালনায় নিযুক্তা ছিলেন। ১০৪৭ খৃষ্টাব্দে ইনি বেলগাঁও জেলার গোকাগের দুর্গ অবরোধ করেন এবং সম্ভবতঃ বিদ্রোহী প্রজাদিগকে যথোচিত শিক্ষা দিয়াছিলেন। ১০৫৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কিসুকাড়ের ৭০টী, তোরাগারের ৬টী ও মাসাবাড়ীর ১৪০টী গ্রাম শাসন করিতেন। বিজাপুর জেলার অরসিবিড়ি ও ধারবাড় জেলার সুড়ি গ্রামের তাম্রলিপিতে এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ ধারবাড় জেলার হোত্তুর গ্রামের একখানি শাসনে দেখা যায়, ইঁহার পুত্র কাদম্ব মহামণ্ডলেশ্বর তোয়িমদেব বনবাসীর দ্বাদশ সহস্র ও পানুঙ্গলের পঞ্চশত গ্রাম শাসন করিতেন। তোয়িমদেবের শাসন হইতে সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় যে, ইঁহার স্বামী সম্ভবতঃ হাঙ্গলের কাদম্ববংশীয় ছিলেন।

[Indian Antiquary, Vol. XVIII, p. 270ff; Bom. Gaz. Vol. I, pt. ii.—Fleet's The Dynasties of the Kanarese Districts, pp. 437, 440.]

অক্কা-নাগম্মা—লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়ের স্থাপয়িতা বাসবের (১১০০-১১৬৮) ভগিনী ও কলচুরিবংশীয় কল্যাণের রাজা বিজ্জলের পত্নী। ইঁহার অসাধারণ সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বিজ্জল ইঁহাকে বিবাহ করেন। তাহাতে রাজদরবারে বাসবের প্রভাব বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

[Bom. Gaz. Vol. XXIV, p. 119.]

অক্কিবট—বেলগাঁও জেলার একটী গ্রাম। এখানে একটী প্রাচীন দুর্গ আছে। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে পরশুরাম ভাউ ইহা অবরোধ করেন।

অক্কীজি—সম্রাট্ ৩য় আমেন্-হোতেপের রাজত্বকালে ইনি মিশরের কৎনা নামক প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

অক্‌চা—আফগান-তুর্কীস্থানের অন্তর্গত অক্‌চা জেলার প্রধান সহর। অক্ষা° ৩৬°৫৫′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৬°১০′ পূঃ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১০৮৮ ফুট উচ্চে অবস্থিত। ইহার চতুর্দ্দিক্‌ প্রাচীরবেষ্টিত এবং সর্ব্বদাই এখানে একদল আফগানসৈন্য অবস্থান করে। গ্রীষ্মকালে এখানকার জলবায়ু বড়ই খারাপ। আফগান-তুর্কীস্থানের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বোখারার স্বার্থবাহগণই ব্যবসায় উপলক্ষে অধিক সংখ্যায় এখানে সমবেত হয়। প্রায় ১২০০ উজবেক্‌পরিবার এবং কয়েকঘর হিন্দু ব্যবসায়ী এই সহরে ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে বসবাস করিয়া থাকে।

অক্টার্লোনি, স্যর্‌ ডেভিড—(Sir David Ochterlony) প্রসিদ্ধ ইংরেজ সেনাপতি। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বোষ্টন বিভাগের ম্যাসাচুসেট্‌ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৭৭ সালে ভারতে সৈনিকরূপে কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। লর্ড লেকের অধীনে কোয়েল, আলীগড় ও দিল্লীর যুদ্ধক্ষেত্রে অসীম সাহসের পরিচয় দিয়া ১৮০৩ সালে দিল্লীর রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হ'ন।

অক্টার্লোনি, স্যর্‌ ডেভিড

১৮০৪ সালে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হ'ন। এই সময়ে হোলকার দিল্লী আক্রমণ করিলে মুষ্টিমেয় সৈন্যসহ ইনি তাঁহার গতিরোধ করিয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁহাকে পরাস্ত করেন। ১৮১৪-১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ইঁহাকে চারিটী অভিযানের একটীর সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়, পরে প্রধান অভিযানের নেতৃত্বভার ইঁহারই উপর প্রদত্ত হয়। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ইনি গোর্খা-সেনাপতি অমরসিংহের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাজিত করেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ইঁহার অভিযান-সাফল্যের জন্য ইঁহাকে 'ব্যারণ' (Baron) এই সম্মানার্হ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ইনি নেপালযুদ্ধে জয়লাভ করিলে শিগৌলীর সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধিপত্রের সর্ত্তানুসারে আজ পর্য্যন্ত ইংরেজ ও নেপালের মধ্যে সখ্যতাসূত্র অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ইনি 'জি, সি, বি' উপাধিতে ভূষিত হ'ন। ইঁহার পূর্ব্বে কোন ভারতীয় সেনানায়ক এই উপাধি পা'ন নাই। ১৮১৭-১৮ খৃষ্টাব্দে পিণ্ডারী যুদ্ধে ইনি রাজপুত-সেনাদলের অধিনায়কস্বরূপে সর্দ্দার আমীর খাঁর সহিত পৃথক্‌ভাবে সন্ধি করেন। তাঁহারই কর্ম্মকুশলতায় আমীর খাঁ পিণ্ডারীদের সহিত যোগদান করিতে পারে নাই। ফলে যুদ্ধ না করিয়াই বিজয়মাল্য অক্টার্লোনি পাইয়াছিলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ইনি রাজপুতানার রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হ'ন; পরে দিল্লী-রেসিডেন্সির ভারও তাঁহার উপর প্রদত্ত হয়। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ভরতপুরের শিশু নরপতি বলবন্ত সিংহের বিরুদ্ধে যখন দুর্জ্জনশাল বিদ্রোহ উপস্থিত করেন, তখন ইনি আপনার সম্পূর্ণ দায়িত্বে ভরতপুর-রাজের সাহায্য করিয়াছিলেন। ভারতের তদনীন্তন গভর্ণর-জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্ট তাঁহার এই কার্য্য অনুমোদন না করায় ইনি বাধ্য হইয়া কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন ও দিল্লীতে বাস করিতে থাকেন। ইহার কিছুদিন পরে ১৫ই জুলাই মীরাটে ইঁহার মৃত্যু হয়। কৃত কার্য্যের উপযুক্ত পুরস্কারস্বরূপ স্বদেশবাসী ও এদেশীয় গুণগ্রাহী ব্যক্তিরা কলিকাতার গড়ের মাঠে একটী 'মনুমেণ্ট' ইঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য নির্ম্মাণ করেন। ইহা 'অক্টার্লোনি কলম' বলিয়া পরিচিত।

অক্টোপাস্‌—(অষ্টপদ) একপ্রকার সামুদ্রিক প্রাণী। প্রাণীতত্ত্বে ইহারা Cephalopoda শ্রেণীভুক্ত। এই প্রাণীর আটটি বৃহৎ ও বলশালী বাহু আছে, তজ্জন্য এই নাম হইয়াছে। শরীরের মধ্যভাগ গোলাকৃতি, তাহার ব্যাস ১ হইতে ১।০ ফুট। বাহুগুলি ৩ হইতে ৩।০ ফুট লম্বা হইয়া থাকে। বাহুগুলি বিস্তৃত করিলে ৬।৭ ফুট ব্যাসের একটী বৃত্তের ন্যায় হয়। প্রত্যেক বাহুতে কতকগুলি করিয়া শোষণী (Sucker) আছে, তাহার সাহায্যে ইহারা কোন বস্তু বা আশ্রয় দৃঢ়ভাবে ধরিতে পারে। এই প্রাণী ইউরোপের দক্ষিণ উপকূলেই (ভূমধ্যসাগর ও তৎসন্নিহিত স্থানে) বেশী দেখা যায়। কদাচিৎ ইংলণ্ডের দক্ষিণকূলেও দৃষ্ট হয়। ভূমধ্যসাগরের অক্টোপাস্‌ অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার; তাহাদের প্রত্যেক বাহুতে ২ পংক্তি করিয়া শোষণী আছে। ইংলণ্ডের উপকূলবর্ত্তী অক্টোপাসের শোষণী ১ পংক্তি করিয়া। মৎস্য, কর্কট প্রভৃতি ইহাদের খাদ্য। সুযোগ পাইলে মনুষ্যাদি বৃহৎ প্রাণীও

আক্রমণ করিয়া থাকে। ইহারা সেরূপ দ্রুত সন্তরণ করিতে পারে না। বিশ্রামার্থ ইহারা জলের মধ্যে কোন পাহাড়ের গায়ে অথবা কোন প্রস্তরখণ্ডে বাহু বেষ্টন করিয়া অবস্থান করে। নটিলাস্ (Nautillus) প্রভৃতি প্রাণী ইহাদের সমপর্য্যায়ভুক্ত।

অক্টোবর—ইংরেজী বৎসরের ১০ম মাস। প্রাচীন রোমের জুলিয়ান পঞ্জিকায় মার্চ্চ্ হইতে বর্ষগণনা হইত এবং মার্চ্চ্ হইতে অক্টোবর ৮ম মাস বলিয়া এই মাসের নামকরণ হইয়াছিল (Octo=অষ্ট)। রোমের কয়েকজন সম্রাট্ 'অক্টোবর' নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া নিজেদের নামে এই মাসের নামকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সফল হয় নাই। বঙ্গীয় আশ্বিনের মধ্যভাগ হইতে কার্ত্তিকের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এই মাসের স্থিতিকাল। এই সময়ে গাছের পাতা হরিদ্রাবর্ণ হইতে থাকে বলিয়া শ্লাভ্‌রা এই মাসকে 'হরিদ্রাবর্ণ মাস' (yellow month) বলিয়া থাকে।

অক্‌ডালা—[একডালা দ্র°]।

অক্‌তঘ্‌লুক্—কাসঘরের এক শ্বেতকায় পাহাড়িয়া জাতি।

অক্‌দাঘ—এশিয়া মাইনরের একটী পর্ব্বত।

অক্‌দিয়া, অকাদিয়া—কাঠিয়াবাড়ের বাব্‌ড় থানার অধীন একটী ক্ষুদ্র করদ রাজ্য। কেরি নদীর উত্তর তীরে বাব্‌ড় হইতে ২০ মাইল উত্তরপূর্ব্বে এবং ভাদলি হইতে ৪ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানকার অধিবাসিগণ বাব্‌ড় রাজপুত্রবংশীয়।

[Bom. Gaz. Vol. VIII, p. 356]

অক্‌পোসো—আফ্রিকার টোগোল্যাণ্ড্‌নিবাসী এক পাহাড়িয়া জাতি।

অক্‌বর—(বাঙ্গলায় চলিত নাম আকবর) ভারতের ৩য় মুগল-সম্রাট্। তিনি তিমুরবংশীয় ছিলেন, তাঁহার পূর্ণ নাম আবুল-ফতহ্ জালালুদ্দীন্ মুহম্মদ অক্‌বর। অক্‌বর বাবরের পৌত্র ও হুমায়ুনের পুত্র। বাবরের কনিষ্ঠ পুত্র হিন্দালের কার্য্যে নিযুক্ত একজন পারস্যবাসী পণ্ডিতের কন্যা হামিদা বানু তাঁহার মাতা। তিনি সিন্ধুপ্রদেশের অন্তর্বর্ত্তী উমরকোটে ১৫৪২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর রবিবার (রজব ৫, ৯৪৯ হিজরি) জন্মগ্রহণ করেন।* ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী পিতার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া তিনি পঞ্জাবের অন্তর্বর্ত্তী কলানুরে সিংহাসনে অধিরূঢ় হ'ন। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর আগ্রায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

পিতা হুমায়ুন যখন নির্ব্বাসিত তখন অক্‌বরের জন্ম। যে যুগে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ইতিহাসের একটী শ্রেষ্ঠ ও স্মরণীয় যুগ। আর এই শ্রেষ্ঠ যুগের একজন শ্রেষ্ঠ সম্রাট্ হইতেছেন বাদশাহ্ অক্‌বর। এই সময়ে ইউরোপে যে চিন্তাধারার ধর্ম্মপ্রেরণা আসিয়াছিল, ভারতেও সেই একই ভাবের বিকাশ দেখা গিয়াছিল। ভারতে তখন কবীরপন্থী, রওশানী ও শেখ মুবারক নাগোরী-ব্যাখ্যাত সুফীধর্ম্মের স্রোত চলিয়াছিল। এই ধর্ম্মমতগুলির সহিত অক্‌বরের ঘনিষ্ঠভাবে যোগ ছিল।

তিনি রাজকার্য্য সুনিপুণভাবে পরিচালনা করিতেন। এই অসাধারণ দক্ষতায় তাঁহার মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি তাঁহার দীর্ঘজীবনে অনন্যসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি ও যথেষ্ট কর্ম্মশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। বিদ্বদ্বংশে জন্মিয়া সর্ব্বদা বিদ্বন্মণ্ডলীর সঙ্গে থাকিয়া, বিশেষত: নিত্য সহচরী পত্নী সলিমা সুলতানা ও বিদুষী পিতৃস্বসা গুলবদন বেগমের সান্নিধ্যে থাকিয়া তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা না হওয়া বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। তবে তাঁহার বিদ্যাবত্তার নিদর্শনের অভাব পরিদৃষ্ট হয় না। অদৃষ্টবিপর্য্যয়ে পিতার সঙ্গে শৈশবে নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে বাধ্য হওয়ায় তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার প্রকৃত সুযোগ ঘটে নাই, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যে একেবারে নিরক্ষর ছিলেন একথা স্বীকার করা যায় না। কাহারও কাহারও ধারণা, তিনি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত মাত্র নিজের নাম স্বাক্ষর করিতে শিখিয়াছিলেন। কিন্তু India Office Libraryতে তাঁহার স্বাক্ষরিত ও মোহরযুক্ত একখানি কোরানের পুথি সংরক্ষিত আছে।* এই পুথির নজিরে বলা যাইতে পারে, পূর্ব্বকথিত অনুমানটী ভিত্তিহীন।

তাঁহার স্মৃতিশক্তি অসাধারণ ছিল। তিনি বাল্যকালে আগ্রহের সহিত হাফিজ ও জালালুদ্দীন রুমীর কবিতা শুনিয়া অতি অল্পকালের মধ্যে তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া-

---

* অক্‌বর-নামায় আবুল-ফজল সম্রাট্ অক্‌বরের জন্মতারিখ ১লা রজব ৯৪৯ হিজরি লিখিয়াছেন; কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থে তাঁহার প্রকৃত জন্মতারিখ ১৫ই শাবন লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

* "The Koran—Kufic Fragments. No. 5 contains seal and signature of Akbar and others on the last page. Presented to the library of the East India House by Major Rawlinson, C. B., the Hon'ble Company's Political Agent in Turkish Arabia, H. M.'s Consul at Baghdad, March 1845, p. 2, 1st and 2nd column; Akbar's signature"—[A. S. B. No. 7650]. A Catalogue of the Arabic MSS in the library of the India Office by Otto Leth., Ph. D., London, 1877.

ছিলেন। তাঁহার জ্ঞানপিপাসা, বিশেষতঃ ধর্ম্মজিজ্ঞাসা প্রগাঢ় ছিল। অন্ধ ব্যক্তিকেও শ্রবণের সাহায্যে অসামান্য জ্ঞানলাভ করিতে দেখা যায়। অকবরও ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ শুনিয়া শুনিয়া নিজেকে অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য-শাসনকুশলতার পরিচয় তাঁহার অধিকৃত রাজ্যের পরিমাণ দেখিয়া উপলব্ধি হয়। ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি তাঁহার পিতার সহিত কাবুল হইতে হিন্দুস্থানে গমন করিয়াছিলেন। সিকন্দর শাহ্ শূরের সহিত যে সর্‌হিন্দের যুদ্ধে (২২এ জুন, ১৫৫৫ খৃঃ) হুমায়ুন আগ্রা ও দিল্লী পুনঃপ্রাপ্ত হ'ন, সেই যুদ্ধে তিনি স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। যখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়, তখন তিনি বৈরাম খাঁর সহিত পঞ্জাবের সিকন্দরের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন। তখন তিনি মাত্র পঞ্জাবের ক্ষুদ্রতম অংশের অধিকারী। ঐ সময়ের রাষ্ট্রবিপ্লবে তিনি বিপর্য্যস্ত, আগ্রা হিমু কর্ত্তৃক গৃহীত এবং দিল্লী তাঁহার সেনানায়ক কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত। সুলেমান বদখ্‌শী কর্ত্তৃক কাবুল আক্রান্ত। তখন মাত্র চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে তিনি এই বিপদের সম্মুখীন হইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হইয়াছিলেন। যখন তিনি এই ধরাধাম ছাড়িয়া চলিয়া যা'ন, তখন তিনি তাঁহার উত্তরাধিকারী পুত্র সেলিমকে সমগ্র উত্তরভারত, কাবুল, কাশ্মীর, বিহার, বঙ্গ, উড়িষ্যা এবং দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ স্থানের অধীশ্বর করিয়া যা'ন।

তিনি যেমন একজন প্রধান বীর ও যোদ্ধা বলিয়া পরিচিত ছিলেন, শাসকরূপেও তেমনই শ্রেষ্ঠ যশঃ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার সাম্রাজ্যবিস্তার, শাসনকার্য্যের সৌকর্য্যবিধান, গুণিগণের আদর ও ব্যক্তিত্ব আলোচনা করিলে উপলব্ধি হয় যে, তিনি মুগল সম্রাট্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

সাম্রাজ্যবিস্তারকল্পে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু যুদ্ধবিগ্রহে তিনি লিপ্ত ছিলেন, কোথাও অমানুসিক অত্যাচার তিনি করেন নাই। যদিও একজন দুর্দ্ধর্ষ বীর ও সেনানায়ক ছিলেন, তথাপি তিনি অকারণ রক্তপাত করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাঁহার শত্রুপক্ষ যখনই বশ্যতা স্বীকার করিত তখনই তিনি সমস্ত দোস ভুলিয়া তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইতেন।

রাজ্য-গঠনকার্য্যে জগতে যাঁহারা অগ্রণী, অক্‌বর তাঁহাদের সমশ্রেণীতে স্থান পাইবার যোগ্য। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে হইলে প্রজাদিগের মনোরঞ্জন একান্ত প্রয়োজন—তাহাদিগের শুভেচ্ছা ও প্রীতি ব্যতীত রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হইতে পারে না এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের সমষ্টি ব্যতিরেকে এক, বিশাল সাম্রাজ্য গঠিত হওয়া অসম্ভব। এই কারণ দেশের মঙ্গলসাধনে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি জাতীয়তার উদ্বোধনে সচেষ্ট হ'ন। জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে রাজনৈতিক দাবী-দাওয়া সকলেরই সমভাবে ন্যায্য প্রাপ্য, এ কথা তিনি প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন। তিনি ন্যায়পরতা অনুসরণ করিয়া হিন্দুমুসলমানের পার্থক্য দূর করিতে যত্নবান্ হ'ন। বিহারীমল, গোপালদাস, মানসিংহ, বীরবল, টোডরমল্ল, রায়সিংহ প্রভৃতি অনেক সুযোগ্য হিন্দু তাঁহার সভাসদ্ ও প্রধান প্রধান সেনাপতি ছিলেন। [তত্তদ্ শব্দ দ্রঃ] হিন্দুমুসলমানের মধ্যে যাহাতে কুটুম্বিতা ও আন্তরিক প্রণয় জন্মে, সে বিসয়ে তাঁহার বিশেস লক্ষ্য ছিল! হিন্দুদিগের উপর ধার্য্য 'জিজিয়া' ও 'তীর্থযাত্রী-কর' উঠাইয়া দিয়া তিনি হিন্দুদিগের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। ইহার জন্য রাজকোষে অর্থকৃচ্ছ্রতা দেখা গিয়াছিল। তথাপি তিনি এই গর্হিত কার্য্যের প্রশ্রয় দেন নাই। সতীদাহপ্রথা নিবারণ ও বিধবা-বিবাহ প্রচলন করিবার তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। তবে দুঃখের বিষয়, অনেক সদ্‌গুণের আধার হইলেও অক্‌বর মদ্যপ ছিলেন। এই দোস তাঁহার সভাসদ্‌বৃন্দেও সংক্রামিত হইয়াছিল।

অকবরের জন্ম ও বাল্যজীবন

অক্‌বর যখন মাতৃগর্ভে, শের খাঁ আসিয়া তখন দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলেন। [শের খাঁ, হুমায়ুন দ্রঃ] পিতা হুমায়ুন রাজ্যভ্রষ্ট ও বিতাড়িত হইয়া কয়েকজন মাত্র বিশ্বস্ত অনুচর ও পত্নী হামিদা বানুকে সঙ্গে লইয়া পলাইয়া গেলেন এবং বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অবশেষে সিন্ধু-প্রদেশের অন্তঃপাতী উমরকোটে আসিয়া উপনীত হইলেন। এখানে ১৫৪২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর রবিবার (৫ই রজব, ৯৪৯ হিজরি) অক্‌বরের জন্ম হয়। শত্রুর তীক্ষ্ণদৃষ্টি এখানেও হুমায়ুনের অনুসরণ করিল। তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। বাধ্য হইয়া তিনি পারস্যাভিমুখে পলায়ন করিলেন। পথিমধ্যে কান্দাহারের নিকট তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মির্জা আস্‌করী আসিয়া বালক অক্‌বরকে লইয়া গেলেন এবং কাবুলে তাঁহার মধ্যমভ্রাতা কামরানের নিকট প্রেরণ করিলেন। কামরান্ হুমায়ুনের দুর্দ্দশার সুযোগ বুঝিয়া কাবুল অধিকার করিয়া বসিলেন। ইহার পর, পারস্যরাজ তহমাস্পের সহায়তায় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া হুমায়ুন কাবুল অবরোধ করেন। হুমায়ুন গোলার সাহায্যে প্রাচীর ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিলে কামরান্ বালক অক্‌বরকে নগরপ্রাচীরে বসাইয়া রাখেন। কিন্তু তাহাতেও হুমায়ুন ভীত না হইয়া গোলাবর্ষণ করিলে কামরান্ কাবুল রক্ষায় অসমর্থ

হইয়া বদক্শানে পলাইয়া যা'ন এবং হুমায়ুন কাবুল অধিকার করিয়া পুত্রের সহিত মিলিত হ'ন।

পঞ্চবর্ষ বয়ঃক্রমের সময় অক্বরের বিদ্যাশিক্ষার আরম্ভ। কিন্তু বাল্যকালে তিনি উষ্ট্র, অশ্ব, কুকুর ও পারাবত লইয়া ক্রীড়ানিরত থাকায় বিদ্যাশিক্ষায় অধিক অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

১৫৫১ খৃষ্টাব্দে হুমায়ুন বাহ্লিক অভিযানে গমন করেন। অক্বর মাতার সহিত কাবুলে বাস করিতে থাকেন। কাবুলে অবস্থানকালে অক্বর পিতার নিকট হইতে একখানি গ্রাম প্রাপ্ত হ'ন। বাহ্লিক অভিযানে হুমায়ুন বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়ায় সুযোগ বুঝিয়া কামরান্ পুনরায় কাবুল অধিকার করিয়া বসিলেন—সঙ্গে সঙ্গে অক্বরও তাঁহার হস্তে আসিয়া পড়িল। কিন্তু পুনরায় তিনি হুমায়ুনের নিকট পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন।

হুমায়ুনের ভ্রাতা হিন্দাল গজ্নী-প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কামরানের সহিত যুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে হুমায়ুন তাঁহার কন্যা রুকাইয়া বেগমের সহিত অক্বরের বিবাহ দেন। অতঃপর যোগ্য রাজকর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে তিনি অক্বরকে গজ্নীর শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করেন। ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে কামরান্ সুলতান আদম নামক জনৈক গকৃখর সর্দ্দারকর্ত্তৃক ধৃত হইয়া হুমায়ুনের হস্তে সমর্পিত হ'ন। হুমায়ুন তাঁহার চক্ষু অন্ধ করিয়া মক্কায় প্রেরণ করেন। সেইখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। [কামরান্ দ্র°]

১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে সর্‌হিন্দের যুদ্ধজয়ের পর হুমায়ুন প্রকাশ্যভাবে অক্বরকে যুবরাজ বলিয়া ঘোষণা করেন। পরে দিল্লীর সিংহাসন পুনরধিকার করিয়া বৈরাম খাঁর অভিভাবকত্বে অক্বরকে পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন।

সিংহাসন-লাভ

অক্বরকে বৈরাম খাঁর অভিভাবকত্বে পঞ্জাবে প্রেরণ করিয়া হুমায়ুন দিল্লীতে শাসনকার্য্য সংস্কারের জন্য ব্যস্ত হইলেন। ভারতে তাঁহার শাসনভিত্তি সুদৃঢ় করিবার প্রয়াসে তিনি প্রধান প্রধান নগরগুলি অধিকার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং অধিকৃত প্রদেশে দুর্গাদি নির্ম্মাণপূর্ব্বক সৈন্যসমাবেশ করিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ শেরশাহ্-নির্ম্মিত পাঠাগারের সিঁড়ি হইতে পড়িয়া গিয়া তিনি জ্ঞান হারাইলেন। চতুর্থ দিবসে তাঁহার মৃত্যু হইল (২৮এ জানুয়ারী, ১৫৫৬ খৃঃ)*। তাঁহার বিশ্বাসী কর্ম্মচারিবৃন্দ তিন দিন পর্য্যন্ত এই সংবাদ গোপন রাখিয়া অক্বরের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন।

অক্বর পঞ্জাবের কলানুরে সেকন্দর শূরের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেখানে সম্রাট্ হুমায়ুনের মৃত্যুসংবাদ আসিলে সকলে অক্বরকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। দিল্লীতেও ঘোষণা দেওয়া হইয়াছিল। ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে অক্বর সিংহাসনে আরোহণ করেন (হিজরি ৯৬৩, ২রা রবী২†)।

এই সময় সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা শোচনীয় ছিল। শূরবংশীয় কয়েকজন হিন্দুস্থানের বাদশাহীপদের দাবীদার ছিলেন। হিন্দু সেনাপতি ও মন্ত্রী হিমু অতিশয় ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়া শূর পরিবারস্থ একজনকে বাদশাহ্ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কাবুলে তাঁহার ভ্রাতা নামমাত্র তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে লাগিলেন। বঙ্গদেশে আফ্গান সুলতানেরা স্বাধীনতার ধ্বজা উড়াইয়া দিল। রাজপুতানার রাজগণ তাঁহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া মুগল-শক্তিকে উপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মালব এবং গুজরাট্ স্বাধীন হইল। ভারতবর্ষের অরণ্যময় মধ্যপ্রদেশ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িল। দক্ষিণাপথের উত্তরভাগে বাহ্মনী সাম্রাজ্যের ধ্বংসে পাঁচটী ক্ষুদ্র স্বাধীন সুলতানবংশের সৃষ্টি হইল। তাহার দক্ষিণে বিজয়নগরের স্বাধীন হিন্দুরাজগণ অপ্রতিহতভাবে রাজদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন। দক্ষিণাপথের পশ্চিম উপকূলে পর্ত্তুগীজগণ গোয়া এবং অপর কয়েকটী নগর অধিকার করিয়া সমগ্র আরবসাগরের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেছিল। উত্তরে কাশ্মীর, সিন্ধুপ্রদেশ এবং বেলুচিস্তান দিল্লীর সাম্রাজ্য হইতে সম্যক্ স্বতন্ত্র হইয়াছিল। এরূপ রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় অক্বর দিল্লীশ্বর হইয়া বসিলেন। দিল্লী এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী কতকগুলি প্রদেশে অচিরে বাদশাহের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। অবশিষ্ট হিন্দুস্থান অল্পায়াসেই আয়ত্তের মধ্যে আনা যাইতে পারে, অভিভাবক বৈরাম খাঁ তাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যাহাতে ঐ সকল জনপদ অনতিবিলম্বে মুগলের অধিকৃত হয়, তিনি তাহার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

অভিষেকের পর কিছুকাল অক্বর বৈরাম খাঁর সহিত অবস্থান করিলেন। সিকন্দর শূরের অনুসন্ধান তাঁহার প্রধান

* মতান্তরে ২১এ জানুয়ারী (The Tezkereh Al Vakiat—translated by Major C. Stewart)।

† মতান্তরে ৩রা রবী২ (Price's Muhammedan History, Vol. III, p. 950)।

উদ্দেশ্য। বর্ষার আরম্ভে তাঁহারা কলানুর ছাড়িয়া জালন্ধরে আগমন করেন।

সিকন্দর শূর মেবাত জেলার অন্তর্গত রেবারীবাসী বৈশ্য-জাতীয় হিমুকে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী এবং সেনাপতিপদ প্রদান করেন। কার্য্যকুশলতায় এবং সেনাপতিত্বে হিমুর প্রতিভা অনন্যসাধারণ ছিল। ইনি বাইশটী যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। হুমায়ুন যখন হিন্দুস্থান আক্রমণ করেন, তখন সিকন্দর শূর হিমুকে দিল্লীর রক্ষার ভার দিয়া নিজে চুনারে চলিয়া গেলেন।

বৈরাম খাঁ স্বীয় ভ্রাতা তার্দিবেগ খাঁকে পাঁচহাজারী পদে নিযুক্ত করিয়া হিমুর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। কিন্তু তার্দিবেগ খাঁ নিজের আলস্য এবং অযোগ্যতার ফলে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সরহিন্দে পলাইয়া অক্‌বর এবং বৈরাম খাঁর সম্মুখে উপস্থিত হ'ন। এই অবকাশে দিল্লী এবং আগ্রা হিমুর কবলিত হয়। বৈরাম খাঁ তার্দিবেগ খাঁর ব্যবহারে মনে মনে বিরক্ত হইয়াছিলেন। প্রকাশ্যে সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিলেও তাঁহারই ইঙ্গিতে জনৈক পার্শ্বচর তার্দিবেগ খাঁকে নিহত করে। [তার্দিবেগ খাঁ দ্র]

হিমু অতঃপর সিকন্দর শূরের প্রতিনিধিস্বরূপে শাসন-কার্য্য না চালাইয়া স্বয়ং স্বাধীন রাজা বলিয়া পরিচিত হইতে চেষ্টা পাইলেন। তিনি যুদ্ধে জয়লব্ধ ধনরত্নাদি আফ্‌গান সৈন্যগণকে বণ্টন করিয়া দিয়া তাহাদিগকে আপনার আয়ত্তের মধ্যে আনিলেন। এখন হইতে হিমু স্বয়ং অক্‌বরের প্রতিদ্বন্দ্বী।

পাণিপথের যুদ্ধ

হিমুর অধীনে সেনাবল অধিক থাকিলেও অক্‌বরের অভিভাবক বৈরাম খাঁ বিচলিত হইলেন না। তিনি অল্প-সংখ্যক সৈন্য লইয়া থানেশ্বরের দিকে অগ্রসর হইলেন। সুপ্রসিদ্ধ পাণিপথ-ক্ষেত্রে ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে উভয়পক্ষ মিলিত হইল। হিমুর অধীনে প্রায় পনের শত রণহস্তী ছিল। এই হস্তী দ্বারাই তিনি মুগলদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী তাঁহার প্রতি বিমুখ হইলেন। হঠাৎ একটী তীর আসিয়া হিমুর চক্ষে বিদ্ধ হওয়ায় তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। হস্তী পলাইয়া নিকটস্থ জঙ্গলে আশ্রয় লইল। সেনাপতির অভাবে নায়কবিহীন হইয়া আফ্‌গান-সৈন্য অচিরাৎ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। বিজয়ী মুগলেরা হিমুকে অজ্ঞান অবস্থায় বন্দী করিয়া লইয়া যায় এবং বৈরাম খাঁর আদেশে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও অক্‌বর তাঁহার শিরশ্ছেদ করেন। [হিমু ও পাণিপথ দ্র°.]

পাণিপথ-যুদ্ধে বিজয়ী অক্‌বর বৈরাম খাঁর সহিত সসৈন্যে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে প্রবেশ করিলে, অল্পকাল মধ্যে আগ্রা তাঁহার হস্তগত হইল। এই সময়ে সিকন্দর শূর মানকোট দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন। ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে কিয়ৎকাল অবরোধের পর এই দুর্গ বৈরাম খাঁর অধিকারে আসিল এবং সিকন্দর শূর আত্মসমর্পণ করিলেন। তিনি বিজয়ী শত্রুর নিকট সদ্ব্যবহার লাভ করিয়াছিলেন। [সিকন্দর শূর দ্র°]

মানকোট অবরোধের সময় সম্রাট্-পরিবার কাবুল হইতে মানকোটে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইল। তথা হইতে দিল্লীর পথে জালন্ধরে হুমায়ুনের সুশিক্ষিতা ভাগিনেয়ী সলিমা বেগমকে বৈরাম খাঁ বিবাহ করিলেন। বৈরামের মৃত্যুর পর সলিমা তাঁহার মাতুলপুত্র অক্‌বরের অঙ্কশায়িনী হ'ন। [সলিমা বেগম দ্র] ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে অক্‌বর তাঁহার সভাসদ্-গণসহ আগ্রায় আগমন করিলেন। আগ্রা তখন একটী নগণ্য শহর ছিল।

বৈরাম খাঁর পতন

অক্‌বর এই সময় অষ্টাদশবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন, তিনি অভিভাবকের অধীনে থাকিয়া রাজ্যশাসন করা পছন্দ করিলেন না। এজন্য রাজকার্য্যে বৈরামের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য ঘটিতে লাগিল। এই সময়ে বৈরাম শিয়াধর্ম্মী সেখ গদাইকে সদর-ই-সুদুরের পদে নিযুক্ত করিলেন। ভারতের অধিকাংশ মুসলমান সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত। এজন্য একজন শিয়াকে ধর্ম্মবিষয়ে শ্রেষ্ঠ পদ প্রদান করায় তিনি সকলের বিদ্বেষ-ভাজন হইয়া পড়িলেন। রাজকোষের প্রচুর অর্থ বৈরাম নিজের কার্য্যে অপব্যয় করিতে লাগিলেন, অথচ স্বয়ং সম্রাট্ নির্দ্দিষ্ট টাকা ব্যতীত হাতখরচের জন্য এক কপর্দ্দকও অধিক খরচ করিতে পান না। এজন্য অক্‌বর তাঁহার প্রতি বিশেষ প্রীত ছিলেন না; অধিকন্তু বৈরাম খাঁ তাঁহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতেছেন জানিতে পারিয়া তাঁহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

তাঁহার মাতা হামিদা বানু বেগম, প্রধানা ধাত্রী তুর্কদেশীয়া মাহুম অনগ ও তাঁহার পুত্র অধম খাঁ এবং দিল্লীর শাসনকর্ত্তা শাহাবুদ্দীন্ বৈরামের বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্রের প্রধান পোষক হইলেন। গোপনে ষড়্‌যন্ত্র চলিতে লাগিল। বৈরাম খাঁ তখন আগ্রায়, দিল্লীতে ছিল ষড়্‌যন্ত্রের কেন্দ্র।

১৫৬০ খৃষ্টাব্দে ষড়্‌যন্ত্রকারিগণ তাঁহাদের কার্য্য আরম্ভ করিলেন। অক্‌বর আগ্রা হইতে শিকারে বাহির হইয়াছেন। তাঁহাকে তাঁহার মাতার অসুস্থতা সংবাদ দিয়া দিল্লীতে আনয়ন করা হইল। শাহাবুদ্দীন্ দিল্লীর দুর্গ সুদৃঢ় করিলেন।

লাহোরে এবং কাবুলে অক্‌বরের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার ব্যবস্থা হইল। দিল্লীতে অক্‌বর আসিবার পর প্রচার করিয়া দেওয়া হইল যে, সম্রাটের উপর বৈরামের কোন প্রভাব নাই।

বৈরামের পরামর্শদাতৃগণের মধ্যে কেহ কেহ বৈরামকে যুদ্ধ করিতে বলিলেন বটে, কিন্তু অনেকেই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া সম্রাটের পক্ষ অবলম্বন করিলেন দেখিয়া বৈরাম আর ভরসা পাইলেন না। অক্‌বর বৈরাম খাঁকে পত্র দ্বারা জানাইলেন, "আমি এতদিন পর্য্যন্ত আপনার বিশ্বাসপরায়ণতা এবং সাধুতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকিয়া আপনার উপর রাজ্যশাসনের সমস্ত ভার ছাড়িয়া দিয়া নিজে আমোদআহ্লাদে রত ছিলাম। কিন্তু এখন আমি স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, এজন্য আমার ইচ্ছা যে আপনি রাজকার্য্যে অবসর লইয়া মক্কাতীর্থে গমন করুন। ব্যয়নির্ব্বাহার্থ হিন্দুস্থানে আপনাকে একটী উপযুক্ত জায়গীর দেওয়া হইবে এবং তাহার আয় আপনার নিকট নিয়ম মত পাঠাইব।"

এই চিঠি পাইয়া বৈরাম খাঁ মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। বৈরামের কার্য্যচ্যুত ভৃত্য পীর মুহম্মদকে বৈরামের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য সম্রাট্ অক্‌বর সৈন্যসহ পাঠাইয়া দেন। বৈরাম ইহাতে মর্ম্মাহত হইয়া পূর্ব্বসংকল্প পরিত্যাগপূর্ব্বক সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। শেষে তিনি পরাজিত ও বন্দী হইয়া সম্রাটের নিকট নীত হ'ন। অক্‌বর ক্ষমা করিলে তিনি পুনরায় মক্কা যাত্রার উদ্দেশ্যে গুজরাটের পাটন নামক স্থানে পঁহুছিলে মুবারক খাঁ লোহানী নামক তাঁহার এক পূর্ব্বশত্রু তাঁহাকে বিনাশ করে। [বৈরাম খাঁ দ্র°] তাঁহার চারি বৎসর বয়স্ক পুত্র আবদুর রহমনকে অক্‌বর নিজের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া লালনপালন করেন। উত্তরকালে ইনি 'খান্‌-খানান্' উপাধি প্রাপ্ত হইয়া অক্‌বরের সভাসদ্‌দিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ লাভ করিয়াছিলেন। [আবদুর রহমন দ্র°]

মালব, জৌনপুর ও চুনার জয়

বৈরাম খাঁর মৃত্যুর সময়েও অক্‌বর সমগ্র হিন্দুস্থানের কর্ত্তৃত্ব লাভ করেন নাই। মালবে সুজাৎ খাঁ নামক শূরবংশীয় একজন পাঠান একটী স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর বাজ বাহাদুর তথাকার সুলতান হইলেন। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে অধম খাঁ এবং পীর মুহম্মদের অধীনে একদল সৈন্য তথায় প্রেরিত হয়। বাজ বাহাদুর সারঙ্‌পুরের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। বাজ বাহাদুরের প্রিয়তমা হিন্দুমহিষী রূপমতী পরাজয়-সংবাদ শুনিবামাত্র বিষভক্ষণে আত্মহত্যা করেন। [বাজ বাহাদুর ও রূপমতী দ্র°]

যুদ্ধজয়ের পর পীর মুহম্মদ এবং অধম খাঁ দেশবাসীর উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছিলেন। অধম খাঁ জয়লব্ধ কয়েকটী হস্তী সম্রাটের নিকটে পাঠাইয়া দিয়া অবশিষ্ট ধনরত্ন আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া সম্রাট্ দ্রুতগতিতে মালবদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শেষে সম্রাটের আগমনে ভীত হইয়া অধম খাঁ বন্দীকৃত দুইটী সুন্দরী রমণীকে নিহত করিলেন এবং তাঁহার মাতা অক্‌বরের ধাত্রী মাহম অনগ আসিয়া পুত্রের হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলে সম্রাট্ পুনরায় তাঁহাকে সুনজরে দেখিতে লাগিলেন। অক্‌বরের উপর এই ধাত্রীর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। [অধম খাঁ দ্র°]

অক্‌বর আগ্রাতে ফিরিয়া আসিবার পর সংবাদ পাইলেন জৌনপুরের শাসনকর্ত্তা খাঁ জমান্ বিদ্রোহী হইয়াছেন। সম্রাট্ তৎক্ষণাৎ জৌনপুরে সসৈন্যে সমুপস্থিত হইলেন। তখন খাঁ জমান্ ভীত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিলেন। এই সময়ে চুনার দুর্গও সম্রাটের হস্তে আসিয়া পড়িল।

সম্রাটের অনুগ্রহে পীর মুহম্মদ মালবের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। পীর মুহম্মদ অধম খাঁর ন্যায়ই অত্যাচারী ছিলেন। নিজের সংকল্পসিদ্ধির জন্য তিনি নর্ম্মদাতীরস্থ বহু গ্রাম জ্বালাইয়া দেন। নর্ম্মদা উত্তরণকালে অশ্ব হইতে নদীতে পড়িয়া গিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। [পীর মুহম্মদ দ্র°] তাঁহার মৃত্যুর পর মালবদেশ অরাজক হইয়া পড়ে। বাজ বাহাদুর সুযোগ বুঝিয়া স্বীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করিতে সচেষ্ট হ'ন।

অক্‌বর খাজা মুইনুদ্দীন্ নামক একজন সাধুর সংবাদ পাইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য অজমেরে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে অম্বরের রাণা বিহারীমল তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্বীয় অধীনতা স্বীকার করিলেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত অক্‌বরের বিবাহের প্রস্তাব আনিলেন। অক্‌বর অত্যন্ত আনন্দের সহিত এই প্রস্তাবে সম্মত হ'ন। অতি অল্পকাল অজমেরে থাকিয়া তিনি অম্বরে চলিয়া আসেন। অম্বরে অক্‌বরের সহিত বিহারীমলের জ্যেষ্ঠা কন্যার অত্যন্ত ধূম-ধামে বিবাহ হয়। বিবাহশেষে অক্‌বর বিহারীমলের পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র রাজা মানসিংহকে লইয়া আগ্রায় ফিরিলেন। অল্পকাল মধ্যেই মানসিংহ তাঁহার অধীনে উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়া সাম্রাজ্য বিস্তারে যথেষ্ট সাহায্য করেন।

হুমায়ুনের একজন মাত্র হিন্দু পত্নী ছিলেন, হুমায়ুনের উপর তাঁহার কোন প্রভাব ছিল না। কিন্তু জয়পুর-রাজকন্যার এবং অপরাপর হিন্দু রমণীর সহিত বিবাহে অক্‌বরের অনেকটা আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন ঘটে। ক্রমে হিন্দুধর্ম্মের

উপর তাঁহার আস্থা বাড়িয়া যায় ও এই সূত্র অবলম্বন করিয়া তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতশূন্য এক নবধর্ম্ম প্রতিষ্ঠায় যত্নবান্ হ'ন। [ইলাহী দ্র°]

বাজ বাহাদুরের ঔদ্ধত্য দমন করিবার জন্য দিল্লী-সরকার হইতে আব্‌দুল্লাহ্ খাঁ উজ্‌বেক্ মালবের শাসনকর্ত্তা হইয়া প্রেরিত হইলেন। বাজ বাহাদুর পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়া বিভিন্ন রাজাদের আশ্রয়ে বাস করিয়া অবশেষে অকবরের অধীনতা স্বীকার করিলেন। সম্রাট্ তাঁহাকে দুই হাজারী মনসব্‌দারের পদে উন্নীত করিয়াছিলেন।

অক্‌বর এই সময়ে যুদ্ধের বন্দীদিগকে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিবার প্রথা রহিত করিয়া দিলেন।

অকবরের বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র

১৫৬১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ অক্‌বর শামসুদ্দীন্ মুহম্মদ আৎগা খাঁকে মন্ত্রিপদ প্রদান করেন; ইহাতে মাহুম অনগ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হ'ন। একদিন রাজপ্রাসাদে যখন শামসুদ্দীন্ রাজ্যের অপরাপর প্রধান ব্যক্তির সহিত রাজকার্য্য আলোচনায় ব্যাপৃত, তখন অধম খাঁ কতকগুলি অনুচরের সহিত তথায় প্রবেশ করিয়া শামসুদ্দীনকে হত্যা করেন। অতঃপর তাঁহারা সম্রাট্‌কে অপসারিত করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার শয়নকক্ষের দিকে অগ্রসর হ'ন। সংবাদ পাইয়া সম্রাট্ তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষ ত্যাগ করেন। তিনি বাহিরে আসিয়া অধম খাঁকে মুষ্টির আঘাতে ধরাশায়ী করিলেন এবং তাঁহাকে ছাদ হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করিতে স্বীয় অনুচরদিগকে আদেশ করেন। ইহার ফলে অধম খাঁর মৃত্যু হইল। [অধম খাঁ দ্র°] অধম খাঁর মৃত্যুতে ষড়্‌যন্ত্রকারিগণ ভীত হইলেন। তাঁহারা দুরভিসন্ধি ত্যাগ করিয়া নিজেদের কর্ত্তব্যকর্ম্মে মনোযোগী হইলেন।

মাহুম অনগের অযোগ্য শাসনের ফলে এই সময়ে রাজ্যের রাজস্ব ঠিকমত আদায় হইত না। রাজকর্ম্মচারীরা ইচ্ছামত সরকারী টাকা আত্মসাৎ করিতেন, অপব্যয়ও হইত। অক্‌বর (২০ বর্ষ বয়সে) ইহার প্রতিবিধানের জন্য শূরবংশীয় ইৎমাদ্ খাঁর হস্তে রাজস্বের ভার অর্পণ করিলেন। অল্পদিনের মধ্যে সরকারী আয়ব্যয়ে শৃঙ্খলা স্থাপিত হইল।

অক্‌বর শাসনকার্য্যে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিলেও সঙ্গীত এবং বাদ্যে অতিশয় আকৃষ্ট ছিলেন। ১৫৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজা রামচাঁদকে গোয়ালিয়রের বিখ্যাত গায়ক তান্‌সেনকে প্রেরণ করিতে আদেশ করিলেন। অক্‌বরের সভায় আসিয়া তান্‌সেন মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। [তান্‌সেন দ্র°]

এই সময়ে অক্‌বরের কতকগুলি মানসিক বৃত্তির পরিবর্ত্তন ঘটে। অযোগ্য কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা রাজকার্য্য পরিচালন অসম্ভব বুঝিতে পারিয়া তিনি এই বিশাল সাম্রাজ্যের দায়িত্বভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার কর্ম্মচারীরা তাঁহার কার্য্যে সহযোগিতা করিবেন মাত্র, এই মনোভাব লইয়া তিনি রাজকার্য্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপনে ব্রতী হ'ন।

এই বৎসরেই সম্রাট্ মথুরায় অবস্থানকালে জানিতে পারিলেন, রাজকর্ম্মচারীরা হিন্দুতীর্থযাত্রীদের নিকট হইতে কর আদায় করিতেছে। সম্রাট্ সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র ঘোষণা করিলেন যে, সৃষ্টিকর্ত্তার উপাসনাকারীর নিকট হইতে কর আদায় করা ভগবানের ইচ্ছাবিরুদ্ধ। তিনি রাজস্বের ক্ষতি স্বীকার করিয়াও হিন্দুতীর্থযাত্রীর নিকট কর আদায় রহিত করিয়া দেন। অতঃপর ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে অক্‌বর হিন্দুদের নিকট 'জিজিয়া কর' (মাথা-গন্‌তি-কর) আদায় বন্ধ করিয়া দিলেন। ২১।২২ বৎসর বয়সে অক্‌বর যে স্বাধীন চিত্তের পরিচয় দিয়াছিলেন ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। মুসলমানগণ অবশ্য সম্রাটের এই কার্য্য সমর্থন করেন নাই।

গোণ্ডবানা অধিকার

১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ কড়া ও গোণ্ডবানা প্রদেশ অধিকার মানসে আসফ্ খাঁকে প্রেরণ করেন। এই সময়ে নাবালক রাজার পক্ষ হইয়া রাণী দুর্গাবতী রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। রাণী অসীম সাহসে মুগলদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। জব্বলপুর জেলাস্থিত গঢ়া এবং মণ্ডলার মধ্যবর্ত্তী স্থানে উভয়পক্ষে ঘোরতর সংঘর্ষ হয়। রাণী দুর্গাবতী পরাজয় আসন্ন দেখিয়া নিজ বক্ষে অসিবিদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। [দুর্গাবতী দ্র°] এই ঘটনার দুইমাস পরে আসফ্ খাঁ নরসিংহপুর অধিকার করেন। রাজা বীরনারায়ণও প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অন্তঃপুরের মহিলাগণ ভীষণ জহরব্রত অনুষ্ঠান করিয়া আপন আপন দেহ ভস্মসাৎ করেন। কেবলমাত্র রাণী দুর্গাবতীর ভগিনী ও পুরগড়ের অনূঢ়া রাজকুমারী বন্দিনী অবস্থায় মুগল-রাজান্তঃপুরে নীত হ'ন।

উক্ত বর্ষে মালবের শাসনকর্ত্তা আবদুল্লাহ্ খাঁ উজ্‌বেক্ বিদ্রোহী হ'ন। সঙ্গে সঙ্গে জৌনপুরের শাসনকর্ত্তা উজ্‌বেক্ আলী কুলি খাঁ জমান্ সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। সম্রাট্ অক্‌বর সৈন্যসহ যমুনা পার হইয়া বিদ্রোহীদের সম্মুখীন হ'ন। আবদুল্লাহ্ খাঁ পরাজিত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করেন এবং পর বৎসর মুনিম্ খাঁর চেষ্টায় খাঁ জমানের সহিত সম্রাটের সন্ধি হয়। অতঃপর মুনিম্ খাঁ জৌনপুরের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। [মুনিম্ খাঁ দ্র°]

১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে অক্‌বর রাজপ্রাসাদের সংস্কার ও সৌষ্ঠব

সম্পাদনে মনোযোগী হ'ন। ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে আগ্রার ৭ মাইল দক্ষিণে যে রাজপ্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেই রাজ-প্রাসাদটীর সংস্কার করিয়া সম্রাট্ 'আমনাবাদ' (শান্তিনিকেতন) নাম রাখেন।

১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে খাঁ জমান্ পুনরায় সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। সম্রাট্ অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া বিদ্রোহী সৈন্যের সম্মুখীন হ'ন। খাঁ জমান্ যুদ্ধে পরাজিত এবং তাঁহার ভ্রাতা ধৃত অবস্থায় মুগলশিবিরে আনীত ও ছিন্নশির হইয়াছিলেন।

উক্ত বিদ্রোহ দমন করিয়া অকবর প্রয়াগ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পরে তথা হইতে কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হ'ন। কাশীবাসী জনগণ দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ নগরদ্বার রুদ্ধ করেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সম্রাট্ স্বীয় সেনাদলকে কাশী লুণ্ঠন করিবার আদেশ দেন।

চিতোর ও রণথম্বর দুর্গজয়

১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে অক্‌বর চিতোর জয়ের সংকল্প করেন। চিতোরের রাণা পলাতক বাজ বাহাদুর এবং মারবারের একজন ক্ষুদ্র রাজাকে আশ্রয় দিয়া সম্রাটের অসন্তোষভাজন হ'ন। মেবারের রাণার পুত্র শক্তসিংহ তখন অক্‌বরের শিবিরে বাস করিতেছিলেন; তিনি সম্রাটের মুখে মেবার অভিযানের বার্ত্তা শুনিয়া পিতার নিকট পলাইয়া আসেন ও মুগল-সম্রাটের অভিসন্ধির কথা পিতৃসমীপে ব্যক্ত করেন। শক্তসিংহ বিনানুমতিতে পলাইয়া আসিয়াছেন এবং মুগলের গূঢ় অভিসন্ধির কথা ব্যক্ত করিয়াছেন এই অপরাধে সম্রাট্ মেবারের রাণার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন।

চিতোর ও রণথম্বর দুর্গ হস্তগত করিয়া রাজপুতপ্রভাব খর্ব্ব করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। তাঁহার মেবার আক্রমণ-কালে শিশোদীয় কুলকলঙ্ক উদয়সিংহ চিতোরের রাণা ছিলেন। অক্‌বর মেবাররাজ্য আক্রমণ করিলে রাণা গিরবো নদীর অরণ্যানীবহুল উপত্যকাদেশে পলাইয়া যা'ন। এইস্থানে একটী বৃহৎ হ্রদ খনন করিয়া তাহার চতুষ্পার্শ্বে প্রাসাদ ও প্রমোদ উদ্যান-নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন এবং স্বীয় নামে এই নগরটীর উদয়পুর নাম রাখিলেন। [উদয়পুর দ্র°]

এদিকে অকবর চিতোর অবরোধ করিলেন। স্থানে স্থানে তোপ স্থাপিত হইল। মুগলসৈন্য একটী গুপ্ত পথে গোপনে অগ্রসর হইতে লাগিল। চিতোর-সেনাপতি রাঠোর জয়মল্ল এই যুদ্ধে সম্রাটের নিক্ষিপ্ত গুলিতে নিহত হ'ন। [জয়মল্ল দ্র°] তাঁহার পত্নী ষোড়শ বৎসর বয়স্ক পুত্র এবং বালিকা বধূকে যুদ্ধসাজে সজ্জিত করিয়া পতিহন্তার সম্মুখীন হ'ন। ঘোরতর যুদ্ধের পর রাজপুতেরা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইল এবং রাজপুত-ললনাগণ জহরব্রতের উদ্‌যাপন করিয়া জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ-বিসর্জ্জন দিলেন। কথিত আছে, চিতোরযুদ্ধে প্রায় ৩০,০০০ রাজপুত নিহত হয়। [চিতোর দ্র°]

চিতোর অধিকারকালে অকর্ম্মণ্য উদয়সিংহ গোগুণ্ডায় বাস করিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র রাণা প্রতাপসিংহ আমরণ যুদ্ধ করিয়া অক্‌বরের অধিকৃত মেবার প্রদেশের অনেক স্থান উদ্ধার করিয়াছিলেন। [প্রতাপসিংহ দ্র°]

চিতোর অধিকারের পর অক্‌বর রণথম্বর দুর্গ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সুদৃঢ় দুর্গ চৌহানজাতীয় হারাবংশীয়-দিগের অধিকারে ছিল। মানসিংহের কৌশলে হারারাজ সুর্জ্জন সম্রাটের হস্তে দুর্গ সমর্পণ করিয়া ঝাঁসি বিভাগের শাসন-কর্ত্তৃপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। [রণথম্বর দ্র°] রণথম্বর অধিকারে ভারতবর্ষের স্বাধীন রাজাদিগের মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। রেবার রাজা রামচাঁদ বিনাযুদ্ধে সম্রাটের হস্তে আত্মসমর্পণ করেন। [রেবা দ্র°]

গুজরাট্ ও সুরাট্ জয়

অতঃপর সম্রাট্ গুজরাট্‌বিজয়ে অগ্রসর হ'ন। ফতেপুর সিক্রী হইতে বহির্গত হইয়া অক্‌বর ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে আহ্‌মদাবাদে আসিয়া উপস্থিত হ'ন। অক্‌বরের আগমনে গুজরাটের শেষ স্বাধীন সুলতান মুজফ্‌ফর শাহ ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন ও ধান্যক্ষেত্রে যাইয়া আত্মগোপন করেন। কিন্তু অবিলম্বে ধৃত হইয়া সম্রাট্‌সমীপে আনীত হ'ন। সম্রাট্ তাঁহার সামান্য মাসহারার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। [মুজফ্‌ফর শাহ্ দ্র°] এখান হইতে সমুদ্র-সন্দর্শনের অভিলাষে অক্‌বর কাম্বে আসিয়া উপস্থিত হ'ন। পর্ত্তুগীজ বণিক্‌গণ সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের সম্মান নিবেদন করেন। অকবর খান্-ই-আজমের হস্তে এই নবাধিকৃত প্রদেশের শাসনভার ন্যস্ত করিয়া বরোদায় ফিরিয়া আসিলেন। এখানে তাঁহার নিকট সংবাদ আসিল, ইব্রাহিম হোসেন মির্জ্জা নামক তাঁহার এক আত্মীয় রোস্তম খাঁকে হত্যা করিয়া সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রয়াস পাইতেছে। সম্রাট্ এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া দ্রুত-গতিতে মাহী নদী উত্তীর্ণ হইলেন। পরে উভয়পক্ষে যুদ্ধ হইল এবং সম্রাটের আক্রমণে মির্জা ভীত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া পলাইয়া গেল। [ইব্রাহিম হোসেন মির্জা দ্র°]

অতঃপর অক্‌বর সুরাট্ জয় করিবার উদ্দেশ্যে রাজা টোডর-মল্লকে সুরাটের দুর্গাদির অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে প্রেরণ

করেন। টোডরমল্লের ভরসা পাইয়া তিনি ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে সুরাট্‌ অবরোধ করিলেন। পর্ত্তুগীজগণ সম্রাটের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইল। সম্রাট্‌ তাহাদের সহিত সন্ধি করিয়া মক্কাযাত্রীরা যাহাতে তাহাদের তীর্থগমনের কোন অসুবিধায় না পড়ে তাহার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিলেন। অতঃপর অক্‌বর নগরকোট অবরোধ করেন। এই প্রসিদ্ধ দুর্গ হিমালয়ের নিম্ন অধিত্যকায় অবস্থিত। নগরকোটরাজ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া করদ হইয়াছিলেন।

এই সময়ে সংবাদ আসিল ইখ্‌তিয়ারুল-মুলকের সহযোগে মির্জা মুহম্মদ হোসেন গুজরাটে বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বলিত করিতেছে। সেই বহ্নি নির্ব্বাপিত করা গুজরাটের শাসনকর্ত্তার সাধ্যায়ত্ত নহে। তিনি অশক্ত জানিয়া বাদশাহ্‌ সৈন্য-সামন্ত সংগ্রহ করিয়া স্বয়ং গুজরাট্‌ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার আগমনে বিদ্রোহিগণ ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। যুদ্ধে বিদ্রোহী মুহম্মদ হোসেন আহত এবং ইখ্‌তিয়ারুল-মুলক্‌ নিহত হওয়াতে গুজরাটে পুনরায় শান্তি স্থাপিত হইল।

বিদ্রোহ দমনের পর অক্‌বর গুজরাটের রাজস্বের সুব্যবস্থা করিবার জন্য টোডরমল্লকে প্রেরণ করেন। রাজা টোডরমল্ল ছয় মাসের মধ্যে গুজরাট্‌ জরীপ করিয়া ৫০ লক্ষ টাকা রাজস্ব নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন।

বিহার ও বাঙ্গলা বিজয়

অক্‌বরের সমকালে বাঙ্গলার মস্‌নদে সুলেমান্‌ শাহ্‌ কররাণী অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিহারের রোটাসগড় পর্য্যন্ত ইঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। অক্‌বর রোটাসগড় অধিকার করিবার জন্য সৈন্য পাঠাইলেন, তখন সুলেমান রোটাসদুর্গ ত্যাগ করিয়া বাঙ্গলায় নিজের ক্ষমতা সুদৃঢ় রাখিতে চেষ্টিত হইলেন। তিনি মূল্যবান্‌ উপঢৌকন পাঠাইয়া এবং অক্‌বরের প্রভুত্ব মানিয়া আপনার অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখেন। সুলেমানের জীবৎকালে বঙ্গবিজয়ের কথা সম্রাট্‌ আদৌ ভাবিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর, সুলতান বয়াজিদ্‌ গৌড়ের মসনদে আরোহণ করেন। পাঠান সর্দ্দারগণ তাঁহাকে হত্যা করিয়া সুলেমান শাহ্‌ কররাণীর পুত্র দাউদ খাঁকে বাঙ্গলার সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন। দাউদ খাঁ সুলতান হইয়া নিজের স্বাধীনতা ঘোষণা করিলে সম্রাট্‌ মুনিম্‌ খাঁকে দাউদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। পাটনার নিকট দাউদের মন্ত্রী লোদী খাঁর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বৃদ্ধ মুনিম্‌ খাঁ সন্ধি করিতে বাধ্য হ'ন। এই সন্ধির সর্ত্ত অক্‌বরের মনোমত না হওয়ায় তিনি রাজা টোডরমল্লকে পুনরায় বাঙ্গলায় পাঠান। মুনিম্‌ খাঁ ইতিমধ্যে স্বীয় অযোগ্যতা অপবাদ ক্ষালনার্থ পাটনা অবরোধ করিলেন। কিন্তু পাটনা সুরক্ষিত থাকায় তাঁহার উদ্যম ব্যর্থ হইল। অগত্যা তিনি সম্রাটকে স্বয়ং নেতৃত্ব করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সম্রাট্‌ অক্‌বর ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে পাটনার নিকট আসিয়া শিবির স্থাপন করিলেন।

দাউদ খাঁর অধীনে ২০,০০০ পদাতিক এবং অনেক গোলন্দাজ সৈন্য ছিল, কিন্তু অক্‌বরের আগমনে ভীত হইয়া তিনি পাটনা ছাড়িয়া বাঙ্গলায় পলাইয়া আসিলেন। [দাউদ খাঁ দ্র°]

পাটনা অধিকারের পরে বৃদ্ধ মুনিম্‌ খাঁ বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। রাজা টোডরমল্ল এবং অপরাপর কয়েকজন সুযোগ্য কর্ম্মচারী তাঁহার অধীনে প্রেরিত হইলেন। মুনিম্‌ খাঁ মুঙ্গের ও ভাগলপুর অধিকার করিয়া তেলিয়াগড়ির সংকীর্ণ পার্ব্বত্যপথে আফ্‌গানদিগকে আক্রমণ করিলে, তাহারা মুগলসৈন্যের অতর্কিত আক্রমণে ভীত হইয়া তেলিয়াগড়ি ছাড়িয়া পলায়ন করিল। সুলেমান শাহ্‌ গৌড় উত্তরোত্তর অস্বাস্থ্যকর হইতেছে দেখিয়া তাঁড়ায় রাজধানী স্থাপিত করিয়াছিলেন। এই রাজধানী মুগল-সৈন্য সত্বর অধিকার করিয়া লইল। দাউদ সাতগাঁর পথে উড়িষ্যায় পলায়ন করিলেন।

মুনিম্‌ খাঁ টোডরমল্লের পরামর্শে পাঠানদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া উড়িষ্যায় আসিলেন। বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত তুকারোই গ্রামের নিকট পাঠান ও মুগলের একটী ভীষণ সংঘর্ষ হয়। সেই যুদ্ধে অবশেষে মুগলেরা জয়লাভ করে।

যুদ্ধে পরাজিত হইয়া দাউদ খাঁ মুনিম্‌ খাঁর সহিত সন্ধি করিলেন। দাউদ খাঁর মনে শঠতা আছে উপলব্ধি করিয়া রাজা টোডরমল্ল এই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন নাই।

মুনিম্‌ খাঁর নিয়োগের কিছু পরে সম্রাট্‌ অক্‌বর মুজফ্‌ফর খাঁ নামক এক ব্যক্তিকে হাজীপুরের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিলেন। তেলিয়াগড়ির পার্ব্বত্যপথ রক্ষা করা ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু বৃদ্ধ মুনিম্‌ খাঁ মুজফ্‌ফর খাঁর কার্য্যাবলী সুনজরে দেখিতেন না। উভয়ের মধ্যে অসদ্ভাবহেতু বাঙ্গলায় শাসন-শৃঙ্খলার ব্যাঘাত ঘটিতে থাকে। মুনিম্‌ খাঁ গৌড়ে রাজধানী স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট নামক স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই অস্বাস্থ্যকর স্থানে হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল। সুযোগ বুঝিয়া দাউদ খাঁ সদলবলে আসিয়া বাঙ্গলা অধিকার করিয়া বসিলেন।

অক্‌বর এই সংবাদ পাইয়া মির্জা সুলেমান ও তৎসহ রাজা টোডরমল্লকে বঙ্গবিজয়ে প্রেরণ করেন। তাঁহারা

পুনরায় তেলিয়াগড়ি অধিকার করিয়া রাজমহলে শিবির স্থাপন করিলেন। এই সময়ে বিহারস্থিত কতক সৈন্যের নায়ক হইয়া মুজফ্‌ফর খাঁ সম্রাটের আদেশে খাঁ জাহানের সহিত সম্মিলিত হইলেন। মিলিত সৈন্যদল অদূরে অবস্থিত দাউদ খাঁর সৈন্যের সহিত যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল। এই যুদ্ধে দাউদের সর্ব্বাপেক্ষা সুযোগ্য সেনাপতি কালাপাহাড় আহত হইলেন এবং আফগানগণ পরাজিত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। [কালাপাহাড় দ্র°] দাউদ খাঁ বন্দী হইয়া খাঁ জাহানের নিকট নীত হইলেন। খাঁ জাহান্ তাঁহার শিরশ্ছেদ করিয়া ছিন্নশির আবদুল্লাহ্ খাঁর সঙ্গে সম্রাটের নিকট প্রেরণ করেন।

সম্রাট্ অক্‌বর এই সংবাদ পাইয়া পুনরায় ফতেপুর-সিক্‌রীতে ফিরিয়া আসিলেন। বাঙ্গলা দেশ শত্রুমুক্ত হইয়া মুগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল।

রাণা প্রতাপ ও রাজপুত-যুদ্ধ

বাঙ্গলা বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সম্রাট্ অক্‌বর মেবার রাজ্যজয়ে মনোনিবেশ করিলেন। অবশিষ্ট মুগলশক্তি রাজপুতানা অভিমুখে প্রধাবিত হইল। মুগলশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী মহাবল প্রতাপকে বশে আনাই বাদশাহ্ অক্‌বরের মুখ্য উদ্দেশ্য। অমিতবিক্রমশালী রাণা প্রতাপ ১৫ বৎসরকাল দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া রাজপুতবিক্রম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। অক্‌বর বহুবার যুদ্ধ করিয়াও তাঁহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হ'ন নাই। [প্রতাপ সিংহ ও চিতোর দ্র°]

রাজা মানসিংহ এক সময়ে প্রতাপের আতিথ্য স্বীকার করিয়া উদয়সাগরতীরে ছাউনী করিয়াছিলেন। প্রতাপ পত্রদ্বারা তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন, কিন্তু রাজার সহিত দেখা করিতে আসিলেন না। অপমানিত মানসিংহ সম্রাট্‌কে বলিয়া এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে বদ্ধপরিকর হইলেন। সম্রাটের আদেশে প্রতাপের বিরুদ্ধে সমরায়োজন চলিতে লাগিল।

যুবরাজ সেলিমের অধিনায়কত্বে মহব্বৎ খাঁর সহিত রাজা মানসিংহ প্রতাপের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। হল্‌দীঘাটের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রতাপ অশ্বপৃষ্ঠে আহত অবস্থায় রণাঙ্গন হইতে পলায়ন করেন। [হল্‌দীঘাট দ্র°] অতঃপর প্রতাপ চাবন্দ দুর্গে রাজপুত সৈন্য একত্র করিয়া মুগলদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাকেন। তাহার পর বহু বর্ষ যুদ্ধ করিয়া তিনি অজমের এবং মণ্ডলগড় অধিকার করিতে সমর্থ হ'ন। ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। রাজপুত যুদ্ধের শেষ সময়ে কাবুলের গোলযোগে অক্‌বরকে ১৩ বৎসরকাল পঞ্জাবে অবস্থান করিতে হয়। একারণ তিনি রাজপুতযুদ্ধে তাদৃশ মনোযোগ দিতে পারেন নাই।

বঙ্গে বিদ্রোহ

১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা খাঁ জাহানের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর অক্‌বর ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে মুজফ্‌ফর খাঁকে বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। তাঁহার সহিত কয়েকজন সুযোগ্য কর্ম্মচারী শাসনকার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য প্রেরিত হ'ন। এই সময় খ্‌াজা শাহ্-মন্‌সুর সাম্রাজ্যের রাজস্বসচিব ছিলেন। তাঁহার কঠিন শাসনপ্রণালী কার্য্যে পরিণত করিতে গিয়া বাঙ্গলাদেশে পুনরায় বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। বাঙ্গলা ও বিহারের মুসলমানগণ ধর্ম্মবিষয়ে অতিশয় গোঁড়া ছিলেন। তাঁহারা অক্‌বরের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উদারতা মোটেই পছন্দ করিতেন না। তাহা ছাড়া অক্‌বর ক্রমে ক্রমে মুসলমানধর্ম্মের উপর অনাস্থা প্রদর্শন করিতেছেন মনে করিয়া বিহার ও বাঙ্গলার মুসলমানগণ ক্রোধপরবশ হইয়া অক্‌বরকে দিল্লীর সিংহাসনচ্যুত করিবার দুরভিসন্ধিতে লিপ্ত হ'ন। তাঁহারা সম্রাটের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও কাবুলের শাসনকর্ত্তা মির্জা হাকিম মুহম্মদকে হিন্দুস্থানের সিংহাসনে বসাইবার সংকল্প করিতে লাগিলেন। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে জৌনপুরের কাজী মুল্লা মুহম্মদ বজদী অক্‌বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহঘোষণা শাস্ত্রসম্মত বলিয়া ফতোয়া জারী করিলেন। এদিকে বজীর জামী বাঙ্গলায় প্রকাশ্যে সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহপতাকা উড্ডীন করিলেন। মুজফ্‌ফর খাঁ উচ্চাভিলাষী ও দাম্ভিক প্রকৃতির লোক ছিলেন, তিনিও সম্ভবতঃ বিদ্রোহি-গণের সহযোগিতা করিতে ভুলেন নাই।

বিদ্রোহের সূচনা জানিয়া অক্‌বর অবিলম্বে রাজা টোডরমল্লকে বাঙ্গলায় প্রেরণ করিলেন। বিহারের জায়গীরদার মাসুম খাঁ অক্‌বরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন এবং বিদ্রোহি-গণের নেতা হইয়া হাকিম মুহম্মদের সহিত পত্রাদি বিনিময় করিতে লাগিলেন। দূরে থাকিয়া অলস ও কর্ম্ম-বুদ্ধিহীন হাকিম মুহম্মদ এই ষড়্‌যন্ত্রপরিচালনে উদ্যোগী হইলেন বটে, কিন্তু কৃতকার্য্য হ'ন নাই।

কাবুল অভিযান

১৫৮১ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী অক্‌বর ৫০,০০০ অশ্বারোহী ও ৫০০ হস্তী সঙ্গে লইয়া পঞ্জাব যাত্রা করেন। তাঁহার নিজ ধর্ম্মমত স্থাপন, সিংহাসন সংরক্ষণ ও মির্জা হাকিমকে দমন এই তিন কার্য্য কাবুল অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল। তিনি মির্জা হাকিমের ষড়্‌যন্ত্রের সূচনা পূর্ব্ব হইতে অবগত ছিলেন। মির্জার পরিচালিত ১৫০০০ অশ্বারোহী সৈন্য লাহোরের

দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা রাজা মানসিংহ তাঁহার পক্ষে সাহায্য করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় তিনি পলায়ন করিতে বাধ্য হ'ন। [মির্জা হাকিম মুহম্মদ দ্র°]

এই যুদ্ধযাত্রায় সম্রাটের সঙ্গে শাহ্‌জাদা সেলিম এবং মুরাদ ছিলেন। ফাদার মনসেরাটে নামক পর্ত্তুগীজ ধর্ম্মযাজক মুরাদের শিক্ষকস্বরূপ সঙ্গে গিয়াছিলেন।

এই সময়ে মির্জা হাকিম কর্ত্তৃক রাজস্বসচিব শাহ্ মনসুরের নামে লিখিত যে পত্রগুলি সম্রাটের হস্তে পড়ে, তাহাতে ক্রোধান্ধ হইয়া তিনি মনসুরের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। এরূপ কর্ম্মকুশল কর্ম্মচারীর মৃত্যুতে সম্রাট্ পরে যথেষ্ট অনুশোচনা করিয়াছিলেন। এই ঘটনার পর অকবর অম্বালা হইতে সর্‌হিন্দ্ এবং তৎপরে পায়ল নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হ'ন। এখানে আসিয়া তিনি সংবাদ পাইলেন তাঁহার ভ্রাতা পঞ্জাব ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। অকবর বিদ্রোহী ভ্রাতাকে যথোপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য কাবুলে যাওয়াই স্থির করিলেন এবং শতদ্রু ও বিপাশা নদী পার হইয়া পার্ব্বত্যপথে অগ্রসর হইতে থাকেন। কিছুকাল কান্দাহারে অবস্থান করিয়া তিনি কাবুল ও সিন্ধু নদের সংযোগস্থানে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। অতঃপর পেশাবরে আসিয়া তিনি তাঁহার পুত্র সেলিমকে খাইবারের পার্ব্বত্যপথ দিয়া জালালাবাদে অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। সম্রাটকুমার মুরাদ ৩রা আগষ্ট কাবুল সহরে প্রবেশ করিলেন। ইহার পূর্ব্বেই মুহম্মদ হাকিম কাবুল ত্যাগ করিয়া পার্ব্বত্যপ্রদেশে আশ্রয় লইয়াছিলেন। অকবর কাবুলে আসিয়া তথাকার অধিবাসিগণকে স্বীয় আশ্বাসবাক্য প্রচারপূর্ব্বক কাবুলের শাসনভার তাঁহার ভগিনীর (খ্‌ওজা হুসেনের স্ত্রীর) হস্তে সমর্পণ করেন। ইনি এই ভার নিজে না গ্রহণ করিয়া তাঁহার ভ্রাতা মুহম্মদ হাকিমকে ছাড়িয়া দেন। উক্ত বর্ষের ডিসেম্বর মাসে মানসিংহকে সিন্ধুনদপ্রবাহিত ভূভাগের শাসনভার অর্পণ করিয়া অকবর রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

গুজরাটে মুজফ্‌ফর শাহের পুনর্বিদ্রোহ

মুজফ্‌ফর শাহ্ এতদিন অকবরের নজরবন্দী ছিলেন। ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি কাঠিয়াবাড়স্থিত জুনাগড়ে পলাইয়া আসেন এবং এখানে সৈন্যদল সংগ্রহ করিয়া ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। আহ্‌মদাবাদ অধিকার করিয়া তিনি আপনাকে স্বাধীন সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং সেই সঙ্গে ভরোচ অধিকার করিয়া লইলেন। সংবাদ পাইয়া অকবর ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে আলাহাবাদে আগমন করেন এবং বৈরাম খাঁর পুত্র আবদুর রহমনকে গুজরাটের শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়া দেন। মুজফ্‌ফর শাহ্ আহ্‌মদাবাদের নিকটবর্ত্তী সর্‌খেজে এবং রাজপিপলার সন্নিকটে পরাজিত হইয়া কচ্ছে পলায়ন করেন। এখানকার স্থানীয় রাজগণ তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলে মুগল-সেনাপতি নিজামুদ্দীন্ প্রতিশোধ লইবার জন্য কচ্ছের অন্তর্গত তিনশত গ্রাম ধ্বংস করিয়া ফেলেন। ১৫৯২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মুজফ্‌ফর শাহ্ কাঠিয়াবাড় এবং কচ্ছদ্বীপের ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে থাকিয়া গুজরাটের শান্তিভঙ্গ করিতে থাকেন; কিন্তু অবশেষে ধৃত হইলে আত্মহত্যা দ্বারা স্বীয় জীবন বিসর্জ্জন দেন। সম্রাট্ গুজরাটের বিপ্লবশান্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া আবদুর রহমনকে খান্-খানান্ উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে কাবুলে মুহম্মদ হাকিমের মৃত্যু হয়; ভ্রাতার মৃত্যুতে ঐস্থান সম্পূর্ণরূপে তাঁহার অধীনে আসিয়া পড়িল। অক্‌বর মানসিংহকে এই দেশের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু নিজে নিশ্চিন্ত না থাকিয়া অনতিবিলম্বে কাবুল যাত্রা করিলেন। সম্রাট্ রাবলপিণ্ডিতে আসিয়া উপনীত হইয়া দেখিলেন, রাজা মানসিংহ মির্জা হাকিমের পরিবারবর্গ লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছেন।

মুহম্মদ হাকিমের মৃত্যুর পূর্ব্ব হইতে উজ্‌বেক্-দলপতি আবদুল্লাহ্ খাঁ বদক্‌শানে তাঁহার ক্ষমতা বিস্তার করিতেছিলেন। উজ্‌বেকগণ কর্ত্তৃক হিন্দুস্থান আক্রান্ত হইতে পারে এই আশঙ্কায় অকবর কিছুকাল লাহোরে অবস্থান করেন।

কাশ্মীর এবং সিন্ধু অধিকার

কাশ্মীরে ঐ সময়ে য়ুসুফ খাঁ সুলতান ছিলেন। অক্‌বরের ইচ্ছা সুলতান স্বয়ং আসিয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার ও সামন্তরূপে কাশ্মীর শাসন করিবেন। কিন্তু সুলতান প্রথমবার তাঁহার তৃতীয় পুত্র এবং দ্বিতীয়বার প্রথম পুত্রকে সম্রাটের সভায় প্রেরণ করায় অক্‌বর তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া কাশ্মীর জয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তজ্জন্য সেনাবাহিনী সংগৃহীত হইল। অক্‌বর রাবল-পিণ্ডি হইতে আটকের পথে অগ্রসর হইলেন। এই-স্থান হইতে কাশ্মীর অভিযান এবং ঐ সঙ্গে আফগান-দিগের মধ্যে য়ুসুফজ়ই ও মন্দরজাতিদের দমন করা সুবিধাজনক। এই উদ্দেশ্যে তিনি জ়ইন্ খাঁ কোকল-তাসের অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। জ়ইন্ খাঁ পুনরায় সম্রাটের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। সম্রাট্ রাজা বীরবল এবং হাকিম আবুল ফতেকে সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন। কিন্তু অকৃতকার্য্য

হইয়া ফিরিবার পথে রাজা বীরবল নিজ নির্বুদ্ধিতায় প্রাণ হারাইলেন। রাজা বীরবলের মত অকবরের পার্শ্বচর আর কেহই ছিলেন না। তাঁহার মৃত্যুতে সম্রাটের অন্তরে বিশেষ-রূপে আঘাত লাগিয়াছিল। [বীরবল দ্র°] বীরবলের পরাজয়ের পর রাজা টোডরমল্ল এই দুর্দ্দান্ত আফগান জাতির বিরুদ্ধে প্রেরিত হ'ন। তিনি এই কার্য্যে অনেকটা সফলতা লাভ করিয়াছিলেন।

যে সময়ে সম্রাট্ য়ুসুফজই ও মন্দর জাতির বিরুদ্ধে অভিযান করিতেছিলেন, সেই সময়েই তিনি কাশ্মীরে কাসিম খাঁ এবং রাজা ভগবানদাসের অধীনে সৈন্য প্রেরণ করেন। কাসিম খাঁ অকবরের অধীনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। কাশ্মীরের সুলতান য়ুসুফ খাঁ প্রথমতঃ সন্ধি করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু সম্রাটের সেনাপতিদ্বয় নিজ নিজ নির্বুদ্ধিতায় বিপদে পড়িলেন। বারামূলার পার্ব্বত্য পথে রুদ্ধ সম্রাট্-বাহিনীকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইল। সেনাপতি-দ্বয় সুলতানের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়া সম্রাটের শিবিরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ভাগ্যচক্রের বিবর্ত্তনে সুলতান ও সুলতানপুত্রকে সম্রাটের অধীনে সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হয় এবং মানসিংহের অধীনে তাঁহারা কয়েক বৎসর কার্য্য করেন। কাশ্মীর সম্রাটের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলে অকবর ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীনগরে আসিয়া কিছুকাল বাস করেন। অতঃপর দুইমাস কাবুলে যাপন করিয়া তথাকার শাসনভার কাসিম খাঁর হস্তে সমর্পণ করিয়া নবেম্বর মাসে দিল্লী প্রত্যাগত হ'ন।

সিন্ধু, বেলুচিস্তান এবং কান্দাহার জয়

ইহার পর সম্রাট্ সিন্ধু ও বেলুচিস্তান জয় করিবার সংকল্প করিলেন। দেশের শাসনকর্ত্তা মির্জা জানী সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার না করায় আবদুর রহমন খান্-খানান্ তাঁহাকে দমন করিতে প্রেরিত হ'ন। ঠট্ট ও সিংরানের দুইটী যুদ্ধে মির্জা পরাজিত হ'ন ও দুর্গদ্বয় মুগলের অধিকারে আসে। মির্জা জানী সম্রাট্প্রচলিত 'দীন ইলাহী' ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সম্রাটের অধীনে তিনহাজারী মনসবদার পদ প্রাপ্ত হ'ন। নবাধিকৃত ঠট্ট প্রদেশ মূলতানের অন্তর্ভুক্ত করা হইল। ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে অকবরের সেনাপতি মীর মুহম্মদ মাসুম কান্দাহার জয় করেন। কান্দাহার পরে কাবুলরাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছিল।

১৫৯২ খৃষ্টাব্দে লাহোরে অবস্থানকালে সম্রাট্ শুনিতে পাইলেন, মানসিংহ উড়িষ্যা জয় করিয়াছেন। উড়িষ্যা পরে বাঙ্গলার সহিত যুক্ত হয়।

গুজরাটের শাসনকর্ত্তা আজম খাঁ আজীজ কোকা অকবরের এই নূতন ধর্ম্মমতের জন্য তাঁহার উপর বিরক্ত ছিলেন। সম্রাট্ তাঁহাকে দরবারে উপস্থিত হইতে আদেশ করিলে, তিনি নানা অছিলায় তাঁহার আদেশ অমান্য করিয়া মক্কায় তীর্থযাত্রা করিলেন। সেখানে তাঁহার সমস্ত অর্থ অপহৃত হইলে তিনি আবার গুজরাটে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হ'ন এবং ইলাহী ধর্ম্মমত গ্রহণ করিয়া সম্রাটের অনুগ্রহভাজন হ'ন। সম্রাট্ তাঁহার কন্যার সহিত নিজ পুত্রের বিবাহ দেন। আজম খাঁর আর এক কন্যার সহিত তিনি পরে খস্রুর বিবাহ দিয়াছিলেন। [আজম খাঁ দ্র°]

দাক্ষিণাত্য বিজয়

অকবরের রাজ্যজয়ের স্পৃহা উত্তরোত্তর বলবতী হয়। তিনি দক্ষিণাপথের মুসলমান রাজ্যগুলি আত্মসাৎ করিয়া অবশেষে অক্সু নদীর পরপারস্থিত ভূভাগ (ট্রান্‌সোক্সিয়ানা) অধিকার করিতে সঙ্কল্প করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি খান্দেশ, আহ্‌মদনগর, বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডা এই চারিটী রাজ্যে দূত পাঠাইলেন। বিনা যুদ্ধে যদি সুলতানগণ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিত, তাহা হইলে গোলযোগ চুকিয়া যাইত। খান্দেশের সুলতান আলী খাঁ ব্যতীত অপর কোন সুলতান সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। বুর্হানপুর তখন খান্দেশের রাজধানী এবং এখানকার আসিরগড়দুর্গ দক্ষিণাপথে প্রবেশের প্রধান দ্বার ছিল। [খান্দেশ ও আসিরগড় দ্র°]

১৫৯১ খৃষ্টাব্দে অকবর দাক্ষিণাত্যের যে চারিটী সুলতানের নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে ফিরিয়া আসিলেন। আহ্‌মদনগরের সুলতান বুর্হানুলমুলক্ যে উপঢৌকন পাঠাইয়াছিলেন তাহা সম্রাটের মনঃপূত না হওয়ায়, তিনি এই রাজ্য জয় করাই স্থির করিলেন। তিনি খান্-খানান্‌কে একটী প্রকাণ্ড বাহিনী দিয়া আহ্‌মদনগরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। [আহ্‌মদনগর দ্র°]

সম্রাট্পুত্র মুরাদ খান্-খানানের সহিত সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব লইয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে মতভেদ হওয়াতে মুগলবাহিনীর শক্তি অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব হইয়া পড়ে। যাহাহউক, তাঁহারা আহ্‌মদনগর অবরোধ করিলেন। রাজধানী রক্ষার ভার সুলতানের ভগিনী চাঁদবিবি স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সাহস ও কার্য্যকুশলতায় মুগল-সেনানায়ক বাধ্য হইয়া আহ্‌মদনগরের সহিত সন্ধি করিলেন। এই সময়ে (১৫৯৫-৯৬ খৃষ্টাব্দে) হিন্দুস্থানে একটী ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই দুর্ভিক্ষে প্রায় তিন বৎসর ধরিয়া হিন্দুস্থানের লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছিল।

১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে পুনরায় আহ্‌মদনগরের সহিত খান্‌-খানানের নেতৃত্বে মুগলবাহিনীর যুদ্ধ বাধে। বীররমণী চাঁদসুলতানা (চাঁদবিবি নামে প্রসিদ্ধ) অসীম সাহসে মুগলসৈন্যের সম্মুখীন হ'ন। মুগলগণ তাঁহার ভীম আক্রমণে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু চাঁদবিবি ষড়্‌যন্ত্রকারীর হস্তে হঠাৎ নিহত হইলেন। [চাঁদবিবি দ্র°] এদিকে আহ্‌মদনগরের সৈন্যগণ পূর্ব্বসন্ধিপত্রে প্রদত্ত বেরার অধিকারে অগ্রসর হইল। সুপার নিকটে উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হয়। ফলে আহ্‌মদনগরের সৈন্যগণ পরাজিত ও রাজ্যভ্রষ্ট হইল। কিন্তু মুগলসৈন্য যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল তাহাতে তাহাদের রণক্ষেত্র ছাড়িয়া অগ্রসর হইতে সামর্থ্য রহিল না। খান্দেশের সুলতান আলী খাঁ মুগল পক্ষে যুদ্ধ করিয়া নিহত হ'ন।

এই সময়ে আব্‌দুল্লাহ্‌ খাঁ উজ্‌বেকের মৃত্যু ঘটে। অক্‌বর উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া লাহোর পরিত্যাগ করেন এবং আগ্রায় ফিরিয়া আসেন। অতঃপর তিনি স্বয়ং দক্ষিণাপথ জয় করিবার মানসে নর্ম্মদা নদীর অভিমুখে যাত্রা করেন। যাইবার পূর্ব্বে তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিমের উপর রাজধানী এবং অজমের প্রদেশের শাসনভার অর্পণ করিয়া যা'ন। সেলিমকে তিনি মেবারের রাণার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে আদেশ দিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আদেশ সেলিম কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হয় নাই।

১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্‌কুমার মুরাদের মৃত্যু হয়। এই বৎসরে সম্রাট্‌ নর্ম্মদা নদী উত্তীর্ণ হইয়া খান্দেশের রাজধানী বুর্হানপুর আক্রমণ করেন। খান্‌-খানান্‌ এবং সম্রাট্‌পুত্র দানিয়াল আহ্‌মদনগর অধিকারার্থ প্রেরিত হইলেন। অন্তর্বিপ্লবে আহ্‌মদনগর রক্ষা করিবার কোন সুব্যবস্থা হইল না। ষড়্‌যন্ত্রকারীর হস্তে পূর্ব্বেই চাঁদবিবি নিহত হইয়াছিলেন। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে তোপের মুখে মুগলসৈন্য আহ্‌মদনগর অধিকার করিয়া দুর্গস্থিত সহস্রাধিক সৈন্যের প্রাণবিনাশ করিল। সুলতান এবং সুলতান-পরিবার গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী অবস্থায় প্রেরিত হইলেন; কিন্তু আহ্‌মদনগরের অধিকাংশস্থান স্থানীয় সুলতানবংশীয় মুর্ত্তাজা খাঁর শাসনে রহিয়া গেল। [আহ্‌মদ-নগর দ্র°]

খান্দেশে আলী খাঁ'র পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারী সুলতান মীরান বাহাদুর সম্রাটের শাসনাধীন থাকিতে ইচ্ছা করিলেন না। আসিরগড়দুর্গ অজেয় এই বিশ্বাসে তিনি তথায় যাইয়া আশ্রয় লইলেন। অক্‌বর দুর্গটী শত্রুর হস্তে রাখিয়া যাওয়া নিরাপদ মনে করিলেন না। তিনি কৌশলে উহা অধিকার করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন।

বলপ্রয়োগদ্বারা আসিরগড় অধিকার করিতে অকৃতকার্য্য হইয়া অক্‌বর অবশেষে মীরান বাহাদুরকে নানাপ্রকার আশ্বাস দিয়া নিজ শিবিরে নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন এবং বিশ্বাসঘাতকতা-পূর্ব্বক তাঁহাকে বন্দী করেন। পরে উৎকোচদানে দুর্গ-রক্ষককে বশীভূত করিয়া আসিরগড়দুর্গ হস্তগত করিয়াছিলেন। [আসিরগড় দ্র°]

সম্রাট্‌ দাক্ষিণাত্যের নবাধিকৃত রাজ্যগুলি আহ্‌মদনগর, বেরার এবং খান্দেশ তিনটী সুবায় বিভক্ত করিয়া এবং গুজরাট্‌ ও মালব প্রদেশ দুইটী লইয়া দক্ষিণাপথ বিভাগের সৃষ্টি করেন। এই বৃহৎ ভূখণ্ডটী শাসনের জন্য সম্রাট্‌ তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র দানিয়ালকে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। যুবরাজ সেলিমের ক্ষমতাকে সংহত করাই যে সম্রাট্‌ অক্‌বরের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তাহা তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে এইরূপ দায়িত্বজনক পদে নিয়োগ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। [দানিয়াল দ্র°]

সেলিমের বিদ্রোহ

সেলিমের দুর্বিনীত ব্যবহারে সম্রাট্‌ প্রতিনিয়তই সশঙ্কিত ছিলেন। উদ্ধত যুবক সর্ব্বদাই রাজকার্য্যের ছিদ্রান্বেষণে ব্যাপৃত থাকিতেন। আবুল-ফজ্‌লের কোন কার্য্যই তিনি সুনজরে দেখিতেন না। বরং তাঁহার মর্য্যাদার হিংসা করিতেন। কারণ তাঁহার মনে এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, তাঁহার পিতার রাজ্যশাসনসংক্রান্ত উদারতার স্থলে আবুল-ফজ্‌লের মন্ত্রণা জাজ্বল্যমান। অক্‌বর পুত্রের এই ঈর্ষ্যা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি পুত্রকে শান্ত করিবার মানসে আবুল-ফজ্‌লকে দাক্ষিণাত্য অভিযানে সঙ্গে লইয়া যা'ন এবং সেলিমই যে তাঁহার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী এরূপ মনোভাব ব্যক্ত করেন।

এদিকে মেবারে আবার যুদ্ধ-বিগ্রহ আরম্ভ হওয়ায় সম্রাট্‌ সেলিমকে ঐ স্থানে যাইতে আদেশ দেন। কিন্তু সম্রাটের তক্তে উপবেশন করিবার দুরাশা সেলিমকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিল। এই সময়ে বাঙ্গালায় বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠায় মানসিংহ বিদ্রোহ দমন করিতে সসৈন্যে চলিয়া গেলেন। সুযোগ বুঝিয়া সেলিম মেবার-অভিযানে অগ্রসর না হইয়া সসৈন্যে রাজধানীর অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। আগ্রায় রাজকীয় বিশ্বস্ত অধ্যক্ষ সম্রাট্‌কুমারকে দুর্গদ্বার খুলিয়া দিলেন না। সেলিম বাহুবলে দুর্গ জয় করিলেন। আলাহাবাদের দুর্গ ও বেরার দখল করিয়া তিনি নিজেকে সম্রাট্‌ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। [জাহাঙ্গীর দ্র°]

১৬০৩ খৃষ্টাব্দে অক্‌বর ও সেলিমের পুনরায় মিলন ঘটে এবং সম্রাটের অনুরোধে সেলিম মেবারের রাণার বিরুদ্ধে

যুদ্ধযাত্রা করিতে বাধ্য হ'ন। এই বিশালবাহিনী সেলিমের অবিমৃষ্যকারিতায় বিপথে চালিত হওয়ায় রাজপুতসেনার হস্তে বিধ্বস্ত হয় এবং বাদশাহের আদেশে সেলিম রাজধানীতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হ'ন।

অক্‌বরের শেষজীবন

অক্‌বরের শেষজীবন বড়ই দুর্ব্বহ হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার প্রথমজাত যমজপুত্রদ্বয় শৈশবেই মারা যায়। ৩য় পুত্র সেলিম দুর্ব্বিনীত বলিয়া সম্রাটের চক্ষুশূল ছিলেন। ৪র্থ পুত্র মুরাদের শোচনীয় পরিণামের কথা (১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে) পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। ৫ম পুত্র দানিয়াল অতিরিক্ত পানদোষ-নিবন্ধন অকালে প্রাণ হারান (১৬০৫ খৃষ্টাব্দে)। দানিয়ালের মৃত্যুতে সম্রাট্ অতিশয় মুহ্যমান্ হইয়া পড়েন এবং এই ভীষণ শোকের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া ১৬০৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী দেহত্যাগ করেন। আগ্রার নিকটবর্ত্তী সিকন্দরা-গ্রামে সম্রাটের সমাধি হয়। এই সমাধিমন্দির এখনও বিদ্যমান আছে। [সিকন্দরা দ্রষ্টব্য] মৃত্যুর পূর্ব্বে সেলিমকেই তিনি উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত করিয়া যা'ন। দরবারের ওমরাহ্‌গণ এই সংবাদে বিস্মিত হ'ন। তাঁহারা জানিতেন সম্রাট্ কখনই এরূপ মদ্যপ অকর্ম্মণ্য পুত্রকে রাজসিংহাসনের অধিকারী মনোনীত করিবেন না। সেলিমের জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার খস্রু সর্ব্ববিধ গুণের আধার এবং তাঁহাকেই সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী মনোনীত করাই অধিক সম্ভব। এদিকে কুমার খস্রু রাজা মানসিংহের ভাগিনেয় ও সেনাপতি আজিজের জামাতা। তাঁহারা খস্রুকে সিংহাসন দান করিতে সচেষ্টিত। কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহারা কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহাদের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়।

অক্‌বরের বিবাহ

অক্‌বরের সর্ব্বসমেত আটটী পত্নী ছিল। (১) সুলতানা রুকিয়া বেগম প্রথম ও পাটরাণী। ইনি মির্জা হিন্দালের কন্যা। ইঁহার সন্তানসন্ততি হয় নাই; তিনি শাহ্‌জাহানকে প্রতি-পালন করিয়াছিলেন। (২) সুলতানা সলিমা বেগম। পূর্ব্বে ইনি বৈরাম খাঁর পত্নী ছিলেন। বৈরামের মৃত্যুর পর অক্‌বর ইঁহাকে বিবাহ করেন। ইঁহার বেশ কবিত্ব-শক্তি ছিল। (৩) রাজা বিহারীমলের কন্যা ও রাজা ভগবান্‌দাসের ভগিনী। (৪) আব্দুলবাসীর পত্নী। (৫) যোধাবাই। ইনি যোধপুরের রাজদুহিতা। জাহাঙ্গীর এই রাণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। (৬) বিবি দৌলত শাদ। (৭) আবদুল্লাহ্ খাঁ নামক মুগলের কন্যা। (৮) মীরান মুবারক শাহের কন্যা।

বিবাহ সম্বন্ধে সম্রাট্ অক্‌বর একবার এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন—'আমার এমন মন পূর্ব্বে হইলে, হয় ত আমি বিবাহ করিতাম না। কাহাকে আমি বিবাহ করিব? যাঁহারা আমার বয়োজ্যেষ্ঠা, সে সকল নারীকে আমি মাতৃ-সমান দেখিয়া থাকি। বয়সে যাঁহারা ছোট, সে সকল বালিকা আমার কন্যার মত। আর সমান বয়সের স্ত্রীলোকদিগকে আমি বন্ধু বলিয়া জানি।' বহুবিবাহ কি? এবং মানুষের বহুবিবাহ করা কর্ত্তব্য কি না, এ কথা লইয়াও এক সময়ে বিচার উঠে। কাজীরা এ বিষয়ের ঠিক মীমাংসা করিতে পারেন নাই। তবে নিকাব চেয়ে বিবাহ ভাল তাহাই স্থির হইয়াছিল। সম্রাট্ বাল্যবিবাহের বিরোধী ছিলেন। অল্পবয়সে বিবাহ দিলে সে দম্পতীর সন্তান-সন্ততি দুর্ব্বল ও চিররুগ্ন হয় তাহা তিনি স্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

অক্‌বর

অক্‌বরের পুত্রকন্যা

ইতিহাসে অক্‌বরের পাঁচটী পুত্র ও তিনটী কন্যার নামোল্লেখ আছে। হসন এবং হুসেন সর্ব্বাগ্রজ যমজ সন্তান, জন্মিয়া কেবল একমাসকালমাত্র ইহারা জীবিত ছিল। তৃতীয় পুত্র সেলিম। ইনিই জাহাঙ্গীর নামে প্রসিদ্ধ। চতুর্থ, সুলতান মুরাদ। পঞ্চম, সুলতান দানিয়াল। কন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠা শাহ্‌জাদা খানুম্। দ্বিতীয়া কন্যা শুক্রুন্নিসা বেগম। কনিষ্ঠা আরাম বানু বেগম।

অক্‌বর-চরিত্রের কয়েকটী গুণ

জীবহিংসায় অক্‌বর অতিশয় বিরত ছিলেন। তিনি প্রায় নিরামিষ ভোজন করিয়া থাকিতেন এবং গোমাংস অখাদ্য বলিয়া জানিতেন। একবার তিনি মনের আক্ষেপে বলিয়াছিলেন—'কি করিব, আমার শরীর তত বড় নয়। বড় হইলে স্বচ্ছন্দে এই মাংসপিণ্ডদেহ পাতিয়া দিতাম, জগতের জীব সুখে ভোজন করিত। প্রাণীহিংসা আর চক্ষে দেখিতে পারি না।'

জীবন অনিত্য; দিন চলিয়া গেলে আর চাহিলে মিলে না। অক্‌বর তাই তিলার্দ্ধকাল মিছা কাজে কাটাইতেন না। ঈশ্বরারাধনা, সত্যের আদর, সদনুষ্ঠানের উৎসাহ, ইহাই তাঁহার দৈনিক কার্য্য ছিল। ইতর-ভদ্র সকলেই আসিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিত। তিনি ইন্দ্রত্ব পাইয়া কখনও অভিমানী হ'ন নাই।

বিদ্যানুরাগও তাঁহার কম ছিল না। পুস্তকাগারে পুস্তকগুলিকে তিনি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া রাখাইয়াছিলেন। গদ্য এক ঠাঁই, পদ্য এক ঠাঁই, আরবী, পার্সী, হিন্দী, গ্রীক্, কাশ্মীরী প্রভৃতি সমস্ত পৃথক্ পৃথক্ রাখা হইয়াছিল। পাঠকেরা পড়িতেন, সম্রাট্ শুনিতেন। পড়া সাঙ্গ হইলে সম্রাট্ পাঠককে স্বর্ণ বা রৌপ্যমুদ্রা পারিতোষিক দিতেন। হিন্দুদের পুস্তকের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ছিল না। কৃষ্ণ জ্যোতিষী, গঙ্গাধর, মহেশ, মহানন্দ প্রভৃতির গ্রন্থ এবং মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি সংস্কৃতগ্রন্থ তিনি পারস্য ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন।

অক্‌বরের সময়ে চিত্রবিদ্যার বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। সম্রাট্ স্বয়ং চিত্র অঙ্কন করিতে ভালবাসিতেন। তিনি চিত্রকরদের উৎসাহ দিবার জন্য সপ্তাহে এক দিন করিয়া ছবি দেখিবার দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। সম্রাট্ ভাল ভাল ছবিগুলি বাছিয়া তাঁহার চিত্রকরদিগকে পারিতোষিক দিতেন, কাহারও বেতন বৃদ্ধির জন্য অনুমতি করিতেন। ক্রমে প্রায় একশত চিত্রকর ইউরোপীয় চিত্রকরদের অপেক্ষা ভাল চিত্র আঁকিতে শিখিয়াছিল। আবুল-ফজল লিখিয়াছেন যে, তাঁহাদের মধ্যে হিন্দুই অধিক। হিন্দুদের চিত্রনৈপুণ্যের সঙ্গে জগতের তুলনা মিলে না। কেশী, লাল, মুকুন্দ, ক্ষেমঙ্কর, মধু, যোগেন, মহেশ, রাম, হরিবংশ, তারা, হিন্দুদের মধ্যে এই সকল লোকই সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

সম্রাটের অনুমতিক্রমে বহু পারস্য-পুস্তকে চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন কালীয়দমন, নলদময়ন্তী, মহাভারত ও রামায়ণের অঙ্গ সুন্দর চিত্রপটে সুসজ্জিত করা হয়। বস্ত্রশিল্প, সোণারূপার কাজ, মিনার কাজ, জরির কাজ, প্রস্তর ও কাষ্ঠের খোদাই কাজ প্রভৃতি অন্যান্য শিল্প-কার্য্যেও তিনি সমধিক উৎসাহ দিতেন।

সম্রাট্ সকল বিষয়ে বিলক্ষণ শিল্পী ছিলেন। তিনি একখানি গাড়ী নির্ম্মাণ করেন, তাহার গঠনকৌশল অতি চমৎকার। গাড়ীতে একখানি যাঁতা ছিল; গাড়ী চালাইলে সেই যাঁতা আপনি ঘুরিত এবং তাহাতে গোধুমাদি চূর্ণ হইত। একখানি ঐন্দ্রজালিক দর্পণও অক্‌বরের কল্পনা-প্রসূত। দূরে গিয়া কিংবা কাছে বসিয়া সেই আরসীর পানে চাহিলে নানা অদ্ভুত মূর্ত্তি দেখা যাইত। জল তুলিবার চাকাকল অক্‌বরের আর একটী উদ্ভাবনা। সেই চাকা ঘুরাইলে দূর হইতে কিংবা গভীর কূপ হইতে জল উঠিত। আবার এক দিকে জলের চাকা ঘুরিতেছে, অন্য দিকে সেই সঙ্গে আর একখানি যাঁতা ঘুরিত, তাহাতে গোধুমাদি চূর্ণ করিবার বিশেষ সুবিধা হইত। বন্দুক ও কামান পরিষ্কার করিবার জন্য সম্রাট্ আর একপ্রকার চাকা নির্ম্মাণ করেন। তদ্দ্বারা এককালে ১২টী বন্দুক পরিষ্কৃত হইত।

লুপ্তপ্রায় সঙ্গীতশাস্ত্রকে তিনি পুনরুদ্ধার করেন। হিন্দু, ইরাণী, তুরাণী, কাশ্মীরী প্রভৃতি সকল জাতীয় সঙ্গীতবিশারদ্ স্ত্রী-পুরুষ তাঁহার সভায় বিদ্যমান ছিলেন। মিঞা তানসেনের নাম জানেন না, এমন লোক ভারতে বিরল। সেই সঙ্গীত-নিকুঞ্জের পিকবর অকবরের সভার গন্ধর্ব্ববিশেষ ছিলেন। মালবের বাজ বাহাদুর তখনকার অদ্বিতীয় গায়ক। তদ্ভিন্ন আরও বিস্তর গায়ক ও গায়িকা অক্‌বরের সভায় গান করিতেন। উস্তাদ্ য়ুসুফ, সুলতান হাশিম, উস্তাদ্ মুহম্মদ্ আমিন এবং উস্তাদ্ মুহম্মদ্ হুসেন তানপুরা বাজাইতেন। গোয়ালিয়রের বীর-মণ্ডল খাঁ স্বরমণ্ডল বাজাইতেন; শিহার খাঁ এবং পুর্ব্বিন খাঁ বীন্ ও শেখ দাওয়ান ধারী করণা বাজাইতেন। উস্তাদ্ দোস্ত নাই বাজাইতেন; ঘিচক বাজাইতেন মীর সৈয়দ আলী ও বহরম কুলী। টাস বেগ কুবজ বাজাইতেন; কোয়াসিম রুবাব বাজাইতেন এবং উস্তদ্ শাহ্-মুহম্মদ সুর্ণা বাজাইতেন।

সম্রাট্ কবিদেরও যথেষ্ট সমাদর করিতেন। রাজদরবারে বহু কবি তাঁহার অনুগ্রহলাভে সমর্থ হ'ন। আবুল-ফজলের ভ্রাতা বিখ্যাত কবি ফৈজী তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। প্রবাদ, ফৈজী ব্রাহ্মণবেশে কাশীধামে পণ্ডিতগৃহে থাকিয়া সংস্কৃতশিক্ষা করিয়া অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেন। [ফৈজী দ্র°]

বিকানীরের রাজকুমার পৃথ্বীরাজ অনেক সময় অক্‌বরের দরবারে থাকিতেন। তাঁহার ন্যায় একাধারে বীর ও সুকবি

রাজপুতানায় আর জন্মগ্রহণ করেন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যখন স্বনামধন্য প্রতাপসিংহ বাদশাহের অগণিত সৈন্যকে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন, পাহাড়ে ও জঙ্গলে বর্ণনাতীত ক্লেশ পাইয়াও তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করেন নাই, তখন অসমসাহসী যুবক পৃথ্বীরাজ রাজদরবারেই প্রতাপের শতমুখে প্রশংসা করিতে বিন্দুমাত্র ভীত হ'ন নাই। ইহাতে মহানুভব অক্‌বর তাঁহার উপর মোটেই ক্রুদ্ধ হইতেন না। একদা দারিদ্র্যের তাড়নায় প্রপীড়িত হইয়া যখন প্রতাপ অক্‌বরের নিকট বশ্যতাস্বীকার করিয়া পত্র লিখেন, বাদশাহ্ সেই পত্র পৃথ্বীরাজকে দেখান। রাজপুতবীর সদর্পে বলিলেন, এই পত্র কখনই প্রতাপের স্বহস্তলিখিত নহে এবং তৎক্ষণাৎ বাদশাহের অনুমতি লইয়া অতি সুন্দর পদ্যে কয়েক ছত্র লিখিয়া প্রতাপের নিকট পাঠাইলেন। বলা বাহুল্য, ৫০ হাজার সৈন্যে যাহা করিতে পারিত না পৃথ্বীরাজের কবিতায় তাহা করিয়াছিল। প্রতাপ আবার যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। পৃথ্বীরাজের এই কবিতা এখনও রাজপুতানায় সহস্র প্রকারে গীত হইতেছে। [পৃথ্বীরাজ দ্র]

প্রত্যেক মাসের ৯ই তারিখে অক্‌বর বেগম-মহলে 'নওরোজা' নামে এক অভিনব উৎসবের সৃষ্টি করেন। এইদিন প্রধান প্রধান বণিক্‌গণের স্ত্রী-কন্যা-পুত্রবধূগণ নানা সুন্দর সুন্দর দ্রব্য লইয়া বেগম-মহলে দোকান পাতিতেন। বাদশাহের বেগমগণ ও আমীর ওমরাহের স্ত্রীকন্যা-আত্মীয়গণ এই সকল দোকানে মনোমত দ্রব্য ক্রয় করিতেন। আগ্রায় হিন্দুমুসলমান প্রধান প্রধান সম্ভ্রান্তগণের মহিলারা সকলেই নওরোজা দিবসে বেগম-মহলে সমবেত হইতেন। ঐতিহাসিক আবুল-ফজল লিখিয়াছেন "বাদশাহ্ ছদ্মবেশে এই সকল রমণীকুলের মধ্যে গিয়া তাঁহারা সাম্রাজ্য সম্বন্ধে কে কি বলেন তাহা অবগত হইতেন।" কিন্তু কবি পৃথ্বীরাজের বর্ণনা হইতে জানা যায়, এই নওরোজা দিবসে সম্রাট্ কর্ত্তৃক প্রলুব্ধ হইয়া অনেক রাজপুতললনা তাঁহাদের সতীত্ব রক্ষায় সমর্থ হ'ন নাই। অক্‌বরের ন্যায় পূর্ণচন্দ্রের এ কলঙ্ক বিলুপ্ত হইবার নহে।

অক্‌বরের ধর্ম্মমত

হিন্দু, মুসলমান, পার্সী, খৃষ্টান—বহু লেখকই অক্‌বরের ধর্ম্মমত লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। অক্‌বরনামা, বদায়ুনী ও দবিস্তা এবং ডাঃ জ্যারিক্, বারটোলি, ভান্‌স্ কেমিভি, উইলসন, এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্, রিহাট্‌সেক, ব্লকম্যান, কাউণ্ট নোয়ের, জেনারেল ম্যাক্‌মীগন্ ও অন্যান্য কয়েকজন পণ্ডিতের গ্রন্থ হইতে আমরা তাঁহার ধর্ম্মমতের কতক পরিচয় পাই। ইংলণ্ডের রাজকবি টেনিসন **Akbar's Dream** নামক কবিতায় অক্‌বরের ধর্ম্মমতের একটী চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

প্রথম জীবনে অক্‌বরের ধর্ম্মবিশ্বাস বা ধর্ম্মানুভূতি প্রবল ছিল না। জীবের পরাগতি বা নশ্বরতা-সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ ধারণা ছিল না বা স্বতন্ত্র কোন ধর্ম্মভাব লইয়া নূতন কোন ধর্ম্মমত প্রবর্ত্তিত করিবার মত শক্তির উন্মেষ তাঁহাতে দৃষ্ট হইত না। কিরূপে সেই ধর্ম্মভাব তাঁহার মধ্যে জাগরিত হইয়াছিল তাহা অন্বেষণ করিতে হইলে প্রথমেই দেখা উচিত যে, কিরূপ বেষ্টনীর মধ্যে তিনি লালিতপালিত হইয়াছিলেন—কিরূপ সংসর্গে ও সাহায্যে তাঁহার ধর্ম্মজীবনের মূলসূত্রগুলির বিকাশ সম্ভবপর হইয়াছিল; প্রকৃতি তাঁহাকে সহজ জ্ঞানের দ্বারা কতটা ধর্ম্মানুভূতি প্রদান করিয়াছিলেন এবং কতটাই বা তিনি তাঁহার শিক্ষাদীক্ষা ও সজ্জনসঙ্গলব্ধজ্ঞানের সাহায্যে অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

শৈশবকাল হইতে তিনি সুন্নী মুসলমান সংসারে লালিতপালিত হইয়াছিলেন। সুন্নীদের গোঁড়ামি তাঁহার অস্থিমজ্জাগত ছিল, কিন্তু সুফীগণের ধর্ম্মমতের সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহার গোঁড়ামির অনেকটা হ্রাস হইয়াছিল। এই সুফীধর্ম্মমত কতকটা আমাদের বৈষ্ণবমতের অনুরূপ। তাঁহার চরিত্রে যে ধর্ম্মানুভূতি সহজে উদ্রেক করিতে পারে নাই, জ্ঞানার্জ্জন-স্পৃহা ও সাধুসঙ্গ তাঁহার হৃদয়ে সেই উদার ধর্ম্মভাব জাগাইয়া তুলিয়াছিল। বাল্যে, কৈশোরে ও যৌবনে অক্‌বর কঠোরতা অভ্যাস করিয়াছিলেন। তাঁহার শিকারস্পৃহা ও যুদ্ধলিপ্সা তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফল। যৌবনে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া যুদ্ধের পর যুদ্ধজয়ে যখন তিনি ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি হইলেন, তখন মনে মনে বুঝিতে পারিলেন যে, এরূপ অকারণ জীবহত্যা ও নরহত্যা মহাপাপ। রাজদরবারে ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনসঙ্গে থাকিয়া এবং রাজপুতকুলললনাগণের পাণিগ্রহণান্তে তাঁহাদের সংশ্রবে আসিয়া ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর ধর্ম্মভাব তাঁহার চিত্তে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। ঘনিষ্টভাবে হিন্দুসহবাসে দিন যাপন ও ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর চরিত্রগৌরব পুনঃ পুনঃ পর্য্যালোচন তাঁহাকে সরল হিন্দুচরিত্রের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট করিয়াছিল। ইহার ফলে তাঁহার চরিত্র অনেকটা হিন্দুর আদর্শে গড়িয়া উঠিয়াছিল। অক্‌বর হিন্দু যোগী ও সন্ন্যাসীদের সহিত ঘনিষ্টভাবে কাল কাটাইয়া তাঁহাদের ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা বদায়ুনীর গ্রন্থ হইতে স্পষ্টই জানা যায়।

আবুল-ফজল বলেন, অক্‌বরের বয়স যখন বিশ বৎসর, তখন একদিন রাত্রিকালে আগ্রার প্রাসাদ হইতে তিনি অযোধ্যার

বহ্‌রাইচ্‌ নামক স্থানে শালার মাসুদের অনুগামী তীর্থযাত্রী দলের সহিত মিশিবার জন্য গমন করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ দলের একজন তাঁহাকে চিনিতে পারায় তাঁহার আত্মগোপন ব্যর্থ হয় এবং তিনি পলাইয়া আসেন। অতঃপর একদিন রাত্রিযোগে তিনি আগ্রার প্রাসাদ হইতে শিকারোদ্দেশে বহির্গত হ'ন। ফতেপুর-সিক্‌রীর নিকটস্থ মন্দথর নামক স্থানে তিনি কয়েকজন ভক্ত সাধকের সঙ্গীতে মুগ্ধ হ'ন। উঁহারা অজমেরের প্রসিদ্ধ সাধু মুইনুদ্দীন্‌ চিস্তির ধর্ম্মবিষয়ক ভজন গাইতেছিল। ঐ গান তাঁহার হৃদয়ে নূতন জগতের সন্ধান আনিয়া দেয়। তখন হইতে তিনি চিস্তির ভক্ত হইয়া পড়েন এবং সাধুর জন্মতিথি উৎসবে অজমেরে আসিয়া তিনি সাধুসন্ন্যাসীদের প্রাণমাতান সঙ্গীত শুনিয়া ধন্য হইতেন। এই মজলিসে যে কেবল মুসলমানেরই গতিবিধি ছিল তাহা নয়, হিন্দুরাও তাহাতে যোগদান করিতেন।

অক্‌বর হিন্দু ও মুসলমানকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এমন কি হিন্দুধর্ম্ম ও ইস্‌লামধর্ম্ম উভয়ের মূল উদ্দেশ্য যে এক তাহা প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ মুসলমান ঐতিহাসিক বদায়ুনী তাঁহার মুন্তখবু-ৎ-তবারিখ্‌ নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "এই বৎসর (৯৮৩ হিজরি বা ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দ) দক্ষিণদেশ হইতে শেখ ভাবন নামে একজন শিক্ষিত ব্রাহ্মণ আগমন করেন এবং মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হ'ন। সেই সময় সম্রাট্‌ (অক্‌বর) আমাকে 'অথর্বন' অনুবাদ করিতে আদেশ করেন। এই গ্রন্থের কতকগুলি ধর্ম্মোপদেশ ইস্‌লামধর্ম্মের সহিত এক। অনুবাদকালে এমন অনেক কঠিন অংশ দেখিলাম, যে শেখ ভাবন অবধি তাহার ভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হইল না। আমি এই বিষয় সম্রাট্‌কে জানাইলাম। তিনি শেখ ফৈজী ও হাজী ইব্রাহিমকে অনুবাদ করিতে অনুমতি করিলেন। হাজী ইব্রাহিম ইচ্ছাসত্ত্বেও কিছু লিখেন নাই। অথর্বণের উপদেশগুলির মধ্যে একটীতে লেখা আছে যে, এই পুস্তকের কোন অংশ পাঠ না করিলে কেহই রক্ষা পাইবে না। এই অংশে পুনঃ পুনঃ 'লা' লিখিত আছে এবং তাহা আমাদের (কোরাণোক্ত) 'অল্লা ইল্লাহ্‌' ইত্যাদির মত। শেখ ঐ সকল অংশ লইয়া ব্রাহ্মণদিগকে তর্কে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং তাহারা ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।"*

উদ্ধৃত বিবরণ হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে, অক্‌বর বাদশাহের সময়ে অথর্ববেদ-কল্পিত 'অল্লা ইল্লাহ্‌' ইত্যাদি নাম শুনিয়া অনেক হিন্দু উহা কোরাণের অংশ মনে করিত। আবার অনেকে ঐ নামে মুগ্ধ হইয়া কোরাণকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইত। বাস্তবিক অথর্ববেদ-সংহিতায় ঐ সকল শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল দুইটী মন্ত্রে উহাদের আভাসমাত্র দৃষ্ট হয়,—

"আদলাবুকমেককম্‌।
অলাবুকং নিখাতকম্‌।" (অথর্বস° ২০।১৩২।১-২)

সত্যবটে এক্ষণে 'অল্ল' নামে একখানি উপনিষৎ প্রচলিত আছে, কেহ কেহ উহাকে আথর্বণসূক্ত বলিয়া থাকেন। [প্রত্নকম্র-নন্দিনী ৫ম ভাগ, ১ম সংখ্যা ও শব্দকল্পদ্রুমে 'অল্ল' শব্দ দ্র°] এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিতে 'অল্লা ইল্লে' প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায়। তবে যদি এইখানি সেই সময়কার অথর্ববেদের অংশ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তখনকার হিন্দুদের ভ্রম বলিতে হইবে। কারণ এই অল্লোপনিষদে যে সকল কোরাণের কথা পাওয়া যায়, তাহা বেদ, নিরুক্ত, পাণিনি প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে এমন কি অথর্বপ্রাতিশাখ্যেও দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ এই গ্রন্থে সঙ্কেতে বাদ্‌শাহের (অক্‌বর) নাম পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। এই সকল প্রমাণ দ্বারা স্বীকার করা যায় যে, এইখানি অক্‌বর বাদ্‌শাহের কোন সভাপণ্ডিত কর্ত্তৃক রচিত এবং 'আথর্বণ সূক্ত বা অল্লোপনিষৎ' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ['অথর্ববেদ' শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্র°]

১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে (হিজরি ৯৮৩) সম্রাট্‌ উপাসনা বা নমাজ করিবার জন্য 'ইবাদ্‌খানা' নির্ম্মাণ করেন। এখানে অনেক সময় বহু ফকিরের সমাগম হইত। সম্রাট্‌ তাঁহাদের সহিত ভগবচ্ছক্তি ও তাহার বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। সাধুগণের নিকট হইতে ধর্ম্মের ব্যাখ্যা অবগত হইয়া তাঁহার হৃদয়ে ধীরে ধীরে ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। ফতেপুর-প্রাসাদের নির্জ্জন কক্ষে প্রস্তরবেদীর উপর বসিয়া প্রত্যহ প্রত্যূষে তাঁহাকে ভগবানের আরাধনা করিতে দেখা যাইত। তাঁহার ভগবদ্ভক্তি ও ধর্ম্মকর্ম্মে আসক্তি দেখিয়া মনে হয়, তাঁহার অন্তরের নিভৃত প্রদেশ ধর্ম্মের নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল।

তাঁহার সময়ে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুযোগ্য শাসনকর্ত্তা সুলেমান কররাণী শাসনকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া রাত্রির শেষ কয়েক ঘণ্টা নমাজ করিয়া কাটাইতেন। সম্রাট্‌ এই বিখ্যাত ধার্ম্মিক সুলতান সুলেমানের আদর্শে জীবন গঠন করিতে প্রয়াস পা'ন। [সুলেমান কররাণী দ্র°]

* মুন্তখবু-ৎ-তবারিখ্‌, ২য় খণ্ড, ২১২ পৃঃ।

'ইবাদ্‌খানা'র নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইবার তিন বৎসর পূর্ব্বে (৯৮০ হিজরি) তাঁহার মৃত্যু হয়।

অক্‌বরের জ্ঞানোন্মেষের আর একজন সহায়ক মির্জা সুলেমান। যৌবনে মির্জা প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ছিলেন এবং সর্ব্বসমেত ৭২টী যুদ্ধে যোগদান করিয়া স্বীয় কর্ম্মজীবনের পরিচয় দেন। বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়া তিনি ঔদ্ধত্য ও হিংসা বিসর্জ্জন দিলেন। সুফী সম্প্রদায়ভুক্ত ভক্ত ফকির বদায়ুনীর সহিত ধর্ম্মালোচনা করিয়া তিনি চিত্তে শান্তি আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আত্মীয় মির্জার এবংবিধ মানসিক উন্নতিতে আকৃষ্ট হইয়া সম্রাট্ তাঁহার পন্থানুবর্ত্তন করিতে প্রয়াস পান এবং অভ্যাস দ্বারা যে কতটা শক্তি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কৃত কর্ম্মাবলী হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়।

১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে (৯৮৪ হিজরি) অক্‌বরের ধর্ম্মপ্রাণতা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তিনি মক্কাতীর্থে যাত্রা করিতে কৃতসঙ্কল্প হ'ন; কিন্তু রাজকর্ম্মচারীদের অনুরোধে উহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। তিনি তীর্থযাত্রীর বেশে নগ্নপদ ও অনাবৃত মস্তকে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হ'ন। অতঃপর মুসলমান তীর্থ-যাত্রীর মক্কাযাত্রার সৌকর্য্যার্থে তিনি "মীর হাজী" অর্থাৎ তীর্থপরিদর্শক নিযুক্ত করেন। মীর হাজীকে তীর্থ-যাত্রীদিগের কতক ব্যয়ও বহন করিতে হইত। এইরূপে ক্রমশঃ ধর্ম্মেচ্ছা অক্‌বরের হৃদয়ে বলবতী হইতে থাকে।

১৫৭৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তিনি ঝিলাম্ নদীতীরে শিকারে বহির্গত হ'ন। দশদিন ধরিয়া শিকারকার্য্য চলিল। হঠাৎ অক্‌বর শিকার বন্ধ করিয়া দিলেন। জীবহিংসা মহা-পাপ এই ধারণা তাঁহার মনে জাগিলে ধৃত পশু ও পাখীগুলি ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার হঠাৎ এই চিত্ত পরিবর্ত্তন ইতিহাসে 'জজ্‌রা কোতরী' নামে অভিহিত।

ইবাদ্‌খানায় গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত অক্‌বর অত্যন্ত ধৈর্য্যের সহিত হিন্দু, জৈন, খৃষ্টান ও মুসলমান জাতিদের নিকট হইতে বিভিন্ন ধর্ম্মের মূলতত্ত্বের কথা শুনিতেন। অক্‌বর কখনও কোনও ধর্ম্মাবলম্বীর মতের উপর হস্তক্ষেপ করিতেন না। এই পরধর্ম্মসহিষ্ণুতাগুণে তিনি একজন প্রজারঞ্জক নরপতি হইতে পারিয়াছিলেন। অক্‌বর ইবাদ্‌খানায় সর্ব্ব-ধর্ম্ম সম্মেলনের জন্য এক সভা আহ্বান করিয়া স্বয়ং ঐ সভায় সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সভায় সুফী, হিন্দু দার্শনিক, আলঙ্কারিক, আইনজ্ঞ, শাস্ত্রবিদ্, সুন্নী ও মুসলমান সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখা-মতাবলম্বী ভক্ত, ব্রাহ্মণ, আরবের য়েমেনের অধিবাসী, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ইহুদী, এমন কি নাস্তিকবাদিগণ আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সম্রাট্ সকলের সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আলোচনা করিয়াছিলেন, (৩রা অক্টোবর, ১৫৭৮ খৃঃ; ৯৮৬হিজরি)। আবুল-ফজলের মতে ফাদার রুডলফ্ আকোয়া বিভাও ইহাতে যোগদান করেন, কিন্তু ঐতিহাসিকেরা এ কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। কারণ তাঁহাদের মতে ১৫৮০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের পূর্ব্বে ফাদার আকোয়া বিভা ফতেপুরে আসেন নাই।

যাহা হউক, এই ধর্ম্মনিরপেক্ষতা অক্‌বর জীবনের শেষ পর্য্যন্ত রাখিতে পারেন নাই। প্রথমেই তিনি মুসলমান ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করেন। ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে এক হুকুম জারি করেন যে, মুসলমান-ধর্ম্ম সম্বন্ধে সম্রাটের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। মুসলমান মৌলবী ও মৌলানাগণ ইহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিলে সম্রাট্ তাঁহাদের প্রতি বিদ্বিষ্ট হ'ন এবং উলেমার নিকট হইতে ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যাপারে 'মজত হিদের' অপেক্ষা তাঁহার প্রভাব অক্ষুণ্ণ—এই মর্ম্মে ফতোয়া লইয়া নিজ মত অখণ্ডনীয় রাখেন। মুসলমান সাম্প্রদায়িক-গণের মধ্যে এই ব্যাপারের মনোমালিন্য বিদূরিত হইতে না হইতে সম্রাট্ স্বয়ং ইসলামধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্রভাবে নূতন 'ইলাহী' মত প্রচার করেন। ইহার কিছু পূর্ব্বে ফাদার আকোয়া বিভা সম্রাট্‌কে খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে প্রয়াস পা'ন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সম্রাট্‌প্রবর্ত্তিত এই ধর্ম্মে সর্ব্ব-ধর্ম্মের সারসমন্বয় করা হইয়াছে। ঈশ্বরের একত্ব ইহার প্রধান অবলম্বন। তাঁহার নূতন ধর্ম্মে তাঁহাকে গুরু ও ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করিবার কথা ছিল। একেশ্বরবাদিত্বে 'গুরুবাদের' প্রচলন দেখিয়া হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় বিরক্ত হইয়া পড়িলেন। কাজেকাজেই এই ধর্ম্মমত হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রসার লাভ করিতে পারিল না। [ইলাহী দ্র°]

অক্‌বরের শাসন-প্রণালী

বাহুবলে ও কৌশলে ভারতে সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া সম্রাট্ অক্‌বর শাসন-শৃঙ্খলা সংস্থাপনে যত্নবান্ হ'ন। এই উদ্দেশ্যে তিনি সমগ্র সাম্রাজ্যকে নিম্নলিখিত ১৫টী সুবায় বিভক্ত করেন, যথা—বাঙ্গলা, বিহার, আলাহাবাদ, অযোধ্যা, আগ্রা, দিল্লী, লাহোর, কাবুল, মুলতান, আজমের, মালব, গুজরাট, খান্দেশ, বেরার ও আহ্মদনগর। প্রত্যেক সুবার শাসনকার্য্য একই পদ্ধতিতে পরিচালিত হইত। প্রত্যেক সুবায় এক এক জন সুবাদার প্রতিষ্ঠিত হ'ন। শাসন ও

সামরিক কার্য্যে তাঁহাদের প্রভাব অপ্রতিহত ছিল। সুবাদারের অধীনে একজন দেওয়ান নিযুক্ত হইতেন। রাজস্ব-আদায়ের সম্পূর্ণ ভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত থাকিত। বিচারকার্য্যের ভার মীর আদল ও কাজী নামধেয় কর্ম্মচারীরা নিষ্পন্ন করিতেন। অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা বিচারককে বিচারকার্য্যে সহায়তা করিতেন মাত্র। শান্তিরক্ষার জন্য কোতোয়াল নিযুক্ত ছিল। পল্লীর শান্তিরক্ষার ভার গ্রামবাসীদের উপরেই ন্যস্ত ছিল।

সমরবিভাগে দশহাজারী মনসবদার হইতে এক হাজারী মনসবদার পর্য্যন্ত নিযুক্ত ছিল। সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর সামরিক অধিকারে সম্রাটের আত্মীয়স্বজন ও বংশধরেরাই নিযুক্ত হইতেন। পূর্ব্বে সামরিক বিভাগের কর্ম্মচারীদের বেতনের পরিবর্ত্তে জায়গীর দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। সম্রাট্ অক্‌বর এই প্রথা রহিত করিয়া দেন এবং যোগ্য ব্যক্তির যোগ্য বেতন নির্দ্ধারণ করেন। সাম্রাজ্য চালাইতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সম্রাট্ সদুপায়ে রাজকোষ পরিবৃদ্ধির জন্য রাজস্ব বিভাগের আমূল পরিবর্ত্তন করেন। তাঁহার অমাত্যশ্রেষ্ঠ রাজা টোডরমল্লের সুপরামর্শের প্রত্যাশী হইয়া বাদশাহ্ তাঁহাকে যথাকর্ত্তব্য পন্থা উদ্ভাবন করিতে অনুরোধ করেন, তদনুসারে রাজা টোডরমল্ল সমগ্র উত্তরভারত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জরীপ করান এবং জমির উর্ব্বরতা অনুসারে জমির শ্রেণী বিভাগ করিয়া উৎপন্ন দ্রব্যের একতৃতীয়াংশ রাজকর ধার্য্য করেন। রাজস্ব সাধারণতঃ মুদ্রায় আদায় হইত। কিন্তু প্রজারা ইচ্ছা করিলে শস্যের বিনিময়ে খাজনা পরিশোধ করিতে পারিত। প্রথমে বৎসর বৎসর রাজস্ব নির্দ্ধারিত হইত; তৎপরে অক্‌বর দশ বৎসরের জন্য রাজস্ব নির্দ্ধারিত করেন। রাজস্ব আদায়ের এই প্রথা অক্‌বর শাহ্ প্রচলন করিয়া প্রজা সাধারণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রথা শের শাহের অনুষ্ঠিত প্রথার সংস্কার মাত্র। এই বিধান ইংরেজ আমলেও অনুসৃত হইয়াছে।

গুণিগণের আদর

গুণগ্রাহী অক্‌বরের রাজসভায় গুণের আদর যথেষ্ট ছিল। ফৈজী ও আবুল-ফজল ভ্রাতৃদ্বয় বিদ্যাবত্তায় ও রাজনৈতিক কর্ম্মকুশলতায় অদ্বিতীয় ছিলেন। বিখ্যাত কবি ফৈজীর কথা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। আবুল-ফজল অক্‌বরের বিশ্বস্ত বন্ধু ও পরামর্শদাতা ছিলেন। তাঁহার রচিত অক্‌বরনামা ও আইন-ই-অক্‌বরী নামক দুইখানি গ্রন্থে তিনি অক্‌বরের রাজত্বের বিস্তৃত বিবরণ দিয়া গিয়াছেন। [ফৈজী ও আবুল-ফজল দ্র°]

অম্বর-রাজ মানসিংহ অক্‌বরের বিখ্যাত সেনাপতি ছিলেন। দুরূহ সমরাভিযানগুলির কর্ত্তৃত্বভার অধিকাংশ স্থলে তাঁহার উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। তিনি বহুবার বহু প্রদেশের সুবাদারের কার্য্য দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। অক্‌বর তাঁহাকে 'মির্জা' উপাধিতে ভূষিত করেন। [মানসিংহ দ্র°]

রাজা টোডরমল্ল তাঁহার রাজস্ব-বিভাগের সংস্কারক। ইনি নিজে কর্ম্মকুশলতা দেখাইয়া সেনাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। বাদশাহ্ গুণীর আদর জানিতেন এবং যোগ্যব্যক্তি-নির্ব্বাচনে তাঁহার যে অদ্ভুত শক্তি ছিল তাহার যথেষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। [টোডরমল্ল দ্র°]

হাস্য-রসিক রাজা বীরবল ও কলাবিদ্ সঙ্গীতনায়ক তানসেন অক্‌বরের সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। সমস্তদিনের পরিশ্রমের পর ইঁহারাই সম্রাট্ ও তাঁহার সভাসদ্‌গণের চিত্তবিনোদন করিতেন। ইঁহাদের রসালাপে ও সঙ্গীতচর্চ্চায় সভায় আনন্দের লহর ছুটিত।

অক্‌বরের ব্যক্তিত্ব

অক্‌বরের চরিত্র-বিশিষ্ট সম্বন্ধে কিছু কিছু পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। দয়া, ক্ষমা ও সমদর্শিতা সকলই তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল। একদিকে তিনি যেমন সরল, অমায়িক ও দয়ালু ছিলেন, অন্যদিকে তেমনই কঠোরপ্রকৃতি ও গম্ভীরবাদী ছিলেন। স্বপক্ষীয়গণের শ্রদ্ধা ও ভক্তি যেমন আকর্ষণ করিতেন, সেইরূপ শত্রুগণের তিনি আতঙ্ক ছিলেন। জ্ঞানলাভে তাঁহার অদম্য পিপাসা ছিল। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলী লইয়া তিনি শাস্ত্র, ইতিহাস, দর্শন, কবিতা প্রভৃতি বিষয়ে চর্চ্চা করিতেন এবং শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্টপোষক ছিলেন। ফতেপুর সিক্‌রীতে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া গিয়া তিনি যে সকল প্রাসাদ ও হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার স্থাপত্য শিল্প-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। সেকেন্দ্রায় তাঁহার নিজের সমাধির উপরেও ঐসকল শিল্পের প্রকৃষ্ট নিদর্শন বিদ্যমান। আগ্রায় তাঁহার হিন্দু-মহিষীদের পূজার মন্দিরগুলিতে হিন্দু স্থাপত্যশিল্পের যথেষ্ট নিদর্শন আছে।

পরিশ্রম করিতে অক্‌বর কোনদিনই কাতর ছিলেন না। তিনি স্বয়ং শাসনসংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য পরিদর্শন করিতেন। তাঁহার মত বন্ধুবৎসল লোক বড়ই বিরল। শত্রুদের উপর সদয় ব্যবহার করিয়া উদারতা প্রদর্শন তাঁহার অনন্যসাধারণ গুণ ছিল। শত্রু আসিয়া তাঁহার নিকট আত্ম-সমর্পণ করিলে তিনি তাঁহার সহস্র দোষ নিজগুণে ক্ষমা করিতেন।

শিলালিপিতে অক্‌বর

বিক্রম-সংবৎ—১৬৫০। শত্রুঞ্জয় আদীশ্বরের মন্দিরের শিলালিপি। ইহাতে একজন তপাগচ্ছের প্রশংসা ও সম্রাট্

অক্‌বর (অকব্বর) শাহের বর্ণনা আছে। শিলালিপিটী হেমবিজয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। [Indian Antiquary, Vol. 11, p. 50.]

নিম্নলিখিত তিনটী শিলালিপিও অক্‌বরের সময়ে উৎকীর্ণ হইয়াছিল :—

(ক) বিক্রম-সংবৎ—১৬৪৬। সম্রাট্ অক্‌বর ও তাঁহার মন্ত্রী টোডরমল্লের সময়ে বারাণসীতে উৎকীর্ণ শিলালিপি। [Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1875, p. 83.]

(খ) বিক্রম-সংবৎ—১৬৫১। অনহলবাড়ের অন্তর্গত বাড়ীপুর নামক স্থানে পার্শ্বনাথ-মন্দিরে উৎকীর্ণ শিলালিপি। ইহাতে বৃহৎ খরতরগচ্ছের পট্টাবলী আছে। [Indian Antiquary, Vol. 1, p. 323.]

(গ) বিক্রম-সংবৎ—১৬৫২। শত্রুঞ্জয়ের জৈন শিলালিপি। [Indian Antiquary, Vol. 11, p. 59.]

[অক্‌বরের জীবনের আরও বিশেষ বিবরণের জন্য বৈরাম খাঁ, টোডরমল্ল, মানসিংহ, আবুল-ফজল, ফৈজী, তান্‌সেন ও বীরবল দ্র°]

[অকবর সম্বন্ধে গ্রন্থপঞ্জী— আবুল-ফজল-লিখিত "অল্লামী অকবরনামা"; Akbarnáma, Bib. Ind. ed iii; Ain-i-Akbari—Blochmann, Jarrett's translation; আবদুল কাদির বদায়ুনী-লিখিত "মুন্তখবু-ৎ-তবারিখ্"; Badayuni—Lowe's translation; Dabistán-al-mazáhib—Shea and Troyer's translation; সেখ নুর-অল্-হগ্-লিখিত—"জুবদৎ অল্-তবারিখ্ দবিস্তা অল্ মজাহিব্"; Abúl-Fazl's Letters, book i; Kháfi Khán, Bib. Ind. ed. i; Elliot's History of India, V. 6; সমস্-অল্-উলম মৌলবী মুহম্মদ হুসেন-লিখিত "দরবারী অকবরী" (Lahore, 1898); Count von Noer (Leipzig)—Kaiser Akbar, French and revised English translations; Graf. von Noer— The Emperor Akbar, translation by Mr. Beveridge, Calcutta, 1890; Elphinstone's History of India; Pierre Du Jarric of Toulouse—L'Historie des choses plus me'morables, etc. Bordeaux, 1608-1614. Father Goldie, Missions to the Great Mogul (Dublin, 1897); Missione al Gran Mogol dal Daniello Bartoli, Piacenza, 1819; General Maclagan 'Jesuit Missions to the Emperor Akbar and the Observations thereon' in J. A. S. B. for 1896 and 1904; Jerome Xavier, Hist Christi, etc. Latine reddita a ludovico de Dien, Leyden, 1639; S. Lee—Controversial Tracts on Christianity and Muhammedanism, Cambridge, 1824; H. Beveridge—Notes on General Maclagan's Papers (J. A. S. B. 1896); Article by General Vans Kennedy in Transact. Bom. Lit. Soc., and by H. Wilson in Calcutta Quarterly Oriental Magazine; art. 'The Parsis at the Court of Akbar' by Jivánji Jamshedji Modi in Bom. Branch of R. A. S. for 1902, and App. 1903, p. 537, also published separately, Bombay, 1903; Malleson's Akbar (Rulers of India Series); Tennyson's Akbar's Dream.]

অক্‌বর,—মুগল-সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের চতুর্থ পুত্র। শাহ্‌জাদা অক্‌বর ১০৬৭ হিজরির ১২ই জিলহিজ্জ (১২ই সেপ্টেম্বর, ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দ)* তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। সম্রাট্ যখন মেবারের রাণা রাজসিংহকে আক্রমণ করেন, তখন শাহ্‌জাদা অক্‌বর সম্রাট্‌বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন। তাঁহার অধীনে তহব্বর খাঁ সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে দাক্ষিণাত্য হইতে শাহ্‌জাদা মুয়জ্জম ও বঙ্গদেশ হইতে শাহ্‌জাদা আজম সসৈন্যে আসিয়া সম্রাটের সহিত যোগদান করিলেন। সম্রাট্ তৎকালে মাত্র এক সহস্র সৈন্য লইয়া অজমেরে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে উক্ত তিন ভ্রাতা রাজপুতানা আক্রমণে প্রবৃত্ত হ'ন। রাজপ্রশস্তিতে লিখিত আছে—

> শতে সপ্তদশেঽহতীতে বর্ষে ষট্‌ত্রিংশদাহ্বয়ে।
> পৌষস্য কৃষ্ণৈকাদশ্যাং মেবারে দিল্লিকাপতিঃ ॥
> আয়াতস্তস্য পুত্রস্য আদৌ অকবরাভিধঃ।
> তথা তহবরখানঃ প্রাপ্তঃ সেনাসমাবৃতঃ ॥
>
> [রাজপ্রশস্তি ২২। ১০-১১]

ইহা হইতে বুঝা যায়, ১৭৩৬ সংবতে পৌষমাসের কৃষ্ণ একাদশীতিথিতে দিল্লীশ্বরের পুত্র অকবর তহব্বর খাঁর সহিত মেবার আক্রমণ করেন।

দহ্‌বারীঘাটা (দেবারিঘাটা) নামক গিরিসঙ্কটে উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হয়। শাহ্‌জাদা অকবর সসৈন্যে এই গিরিসঙ্কটে কয়েকদিন আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য হ'ন। পরিশেষে রাঠোর দুর্গাদাসের পরামর্শে অকবর সসৈন্যে রাজপুতপক্ষ অবলম্বন করিয়া আপনাকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করেন। তাহার পর তিনি প্রায় সত্তর হাজার সৈন্য লইয়া পিতার বিরুদ্ধে অগ্রসর হ'ন। কিন্তু অকবরের অধীনস্থ অনেক সেনাপতি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া সম্রাটের পক্ষে আশ্রয় লইতে চলিল। সেনাপতি তহব্বর খাঁ সম্রাটের পক্ষে যোগ দিতে আসিয়া শাহ্‌জাদা মুয়জ্জমের অনুচরগণ দ্বারা নিহত হইলেন। অতঃপর সম্রাটের একখানি চাতুরীপূর্ণ পত্র রাজপুতগণের হাতে পড়ায় তাঁহারা অক্‌বরকে সম্রাটের ষড়্‌যন্ত্রের সহায়ক সন্দেহ করিয়া তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। ক্রমে শাহ্‌জাদার সৈন্যবল হ্রাস হইতে লাগিল। কেবল রাঠোর দুর্গাদাস ও তাঁহার কয়েকজন অনুচর শাহ্‌জাদার পক্ষাবলম্বন করিয়া রহিলেন। নিরুপায় অক্‌বর মাত্র ৫০০ অনুচরসহ দাক্ষিণাত্যে পলাইয়া গেলেন এবং শিবাজীর পুত্র

* মতান্তরে ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৬৫৭ O. S. (১১ই জিলহিজ্জ, ১০৬৭)।

শস্তাজীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দিনপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু এখানেও তিনি শান্তিতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ না হইয়া একদা নৌকাযোগে পারস্যে পলায়ন করেন। পথিমধ্যে মস্কটের ইমাম তাঁহাকে বন্দী করেন এবং ঔরঙ্গজেবের হস্তে সমর্পণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হ'ন, কিন্তু পারস্যের শাহের আদেশে ইমাম তাঁহাকে পারস্যে পাঠাইয়া দেন। শাহ্ সুলেমান ও তাঁহার পুত্র শাহ্ হুসেন তাঁহাকে সাদরে পারস্যে আশ্রয় দেন। খুরাসানের গর্মশির নামক স্থানে সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের ৪৮ বৎসর রাজত্বকালে শাহ্‌জাদা অক্‌বর মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন। শাহ্‌জাদা অক্‌বর ধার্ম্মিক মুসলমান ছিলেন। এজন্য ঔরঙ্গজেব এক সময়ে অক্‌বরকেই তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন।

[Elliot's History of India, Vol. VII, pp. 196, 299, 301, 304, 308, 309, 312, 313, 361, 384 ; রাজপ্রশস্তি ২২শ অধ্যায় ; Mediæval India by S. Lane-poole ; Aurangjib & his times J. N. Sarkar.]

অক্‌বর৩,—মুগল-সম্রাট্‌বংশের চতুর্দ্দশ সম্রাট্। সম্রাট্ শাহ্ আলমের পুত্র আবুল-নসর্-মুইনুদ্দীন্ মুহম্মদ, দ্বিতীয় অক্‌বর নামে প্রসিদ্ধ। ইনি ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রেল, বুধবার (New Style) বা ১১৭৩ হিজরির ৭ই রমজান জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২২১ হিজরির ৭ই রমজান বা ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের ১৯শে নবেম্বর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি ৩২ বৎসরকাল দিল্লীসিংহাসনে বসিয়া ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর দেহত্যাগ করেন। ইঁহার পরে ইঁহার পুত্র বাহাদুর শাহ্ সম্রাট্ হইয়াছিলেন ; ইনিই শেষ মুগল সম্রাট্।

অক্‌বর৪,—লাহোর হইতে মুলতানে যাইবার পথে অবস্থিত একটী গ্রাম। লাহোর হইতে ৮০ মাইল দূরে এবং গুগেরা হইতে ৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এই গ্রামের অনতিদূরে একটী প্রাচীন নগরের ধ্বংশাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কএকটী ধ্বস্ত-স্তূপের একটী স্তূপ প্রায় সহস্র বর্গফুট পরিমিতস্থান জুড়িয়া আছে। তাহার মধ্যে ২০০ বর্গফুট জুড়িয়া একটী প্রাসাদের চিহ্ন প্রাচীন কীর্ত্তির সাক্ষ্য দিতেছে। এই প্রাসাদের উত্তর অংশ প্রায় ১৫ ফুট উচ্চ। অপর একটী নাতিউচ্চ ধ্বংসস্তূপ দৈর্ঘ্যে প্রায় ৮০০ ফুট এবং প্রস্থে ৪০০ ফুট হইবে। প্রত্নতত্ত্ববিভাগ হইতে স্যর্ আলেক্‌সান্দার কানিংহাম্ এইস্থান জরীপ করিতে আসেন এবং কয়েকখানি বৃহদাকার ইষ্টক লইয়া যা'ন (২০" × ১০" × ৩½")। তাঁহার মতে ঐ ধ্বংসাবশেষ কোনও অতি প্রাচীন নগরের। বহুকাল যাবৎ ঐ স্থান জনহীন ছিল। অবশেষে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে গোলাবসিং প্রবিন্দিয়া এইস্থানে অক্‌বরগ্রাম স্থাপন করেন। ঐ স্থানের পুরাতন নাম কি ছিল তাহা এখন জানিবার উপায় নাই।

[Cunningham's Ancient Geography of India p. 212.]

অক্‌বর আলী—পঞ্জাবের অন্তর্গত পটৌদী নামক সামন্ত-রাজ্যের একজন রাজকুমার। ইঁহার পিতা তালাবফৈজ খাঁ ঝাঝরবংশীয় আফগান ছিলেন। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড লেক তাঁহার রণচাতুর্য্যে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পটৌদী রাজ্য সমর্পণ করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী-যুদ্ধের সময় অক্‌বর আলী ইংরেজদিগের সহায়তা করিতে ভুলেন নাই।

অক্‌বর আলী তশ্‌বিহি—খুলাসৎ-উল্-অষার গ্রন্থে ইঁহাকে রজকপুত্র বলা হইয়াছে। ইনি ভারতে আসিয়া ফকির হইয়া যা'ন। কিন্তু ইনি নাস্তিক ছিলেন বলিয়া কঠোর সন্ন্যাসধর্ম্ম পালনেও আত্মার উন্নতিসাধন করিতে পারেন নাই। ইনি আট হাজার শ্লোকের একটী দীবান ও 'জর্‌রা বা খুর্‌শেদ' নামক একটী মস্‌নবী লিখিয়া যা'ন। ইনি ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে (৯৯৩ হিজরি) জীবিত ছিলেন।

অক্‌বর আলী, সৈয়দ—"জেবল মুল্লুক সাম্‌রোকের পুথি" নামক মুসলমানী আখ্যানগ্রন্থ রচয়িতা। পুস্তকের ভাষা বিশুদ্ধ বাঙ্গলা। পুস্তকখানি সৈয়দ অক্‌বর আলীর রচনা। কিন্তু পুথির অধিকাংশ স্থলেই প্রকাশক হামিদুল্লার ভণিতা দেখা যায়। এই পুথিখানি প্রথমতঃ আরবী অক্ষরে চট্টগ্রামী ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। ইহাতে অনুমান হয় লেখক চট্টগ্রামবাসী।

অক্‌বর কুলী খান্—গক্‌খরবংশীয় একজন মুগল সেনাপতি। সম্রাট্ শাহ্‌জাহান জগৎসিংহের বিরুদ্ধে তিনটী সৈন্য-বাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন। উক্ত সেনাবাহিনীত্রয়ের অধিনায়করূপে অক্‌বর কুলী খান্ নিযুক্ত ছিলেন (১৬৫৩)। [শাহ্‌জাহান দ্র°]

[J. A. S. B., 1875, p. 195.]

অক্‌বর খাঁ,—কাবুলের শাহ্ দোস্ত্ মুহম্মদের পুত্র। ইনি ওরাক্‌জইবংশীয়। লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের ভারত-শাসনাধিকারকালে কাবুলের অধিপতি দোস্ত্ মুহম্মদ ইংরেজের বিপক্ষ হইয়া রুসের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিবার অবসর খুঁজিতেছিলেন। রাজপ্রতিনিধি অক্‌ল্যাণ্ড ইহাতে ভারতের রাজনৈতিক আকাশ অচিরে মেঘাচ্ছন্ন হইবে বুঝিয়া ২১ হাজার ইংরেজসৈন্য আফগানিস্থানে প্রেরণ করিলেন। [অক্‌ল্যাণ্ড দ্র°] ইংরেজসৈন্য দোস্ত্ মুহম্মদকে বিতাড়িত করিয়া ভূতপূর্ব্ব সুলতান শাহ্‌সুজাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন ; কিন্তু পুনরায় যুদ্ধসজ্জা করায় ইংরেজহস্তে বন্দী হইয়া কলিকাতায় প্রেরিত হ'ন। অতঃপর ইংরেজসৈন্য ভারতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে দোস্ত্ মুহম্মদের পুত্র অক্‌বর খাঁর

নেতৃত্বে কাবুলবাসীরা পুনরায় বিদ্রোহী হয় এবং ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ২রা নবেম্বর তারিখে ইংরেজদূত বার্ণেস (Barnes) সাহেবকে হত্যা করে। ২৩শে ডিসেম্বর প্রধান দূত ম্যাক্‌নাটন্ (Macnaghten) অক্‌বরের সহিত সন্ধি করিতে গিয়া তাঁহার হস্তে নিহত হইলেন। জেনেরল্ এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা ও জামিন্ দিয়া ৬ই জানুয়ারী তারিখে সসৈন্যে ভারত অভিমুখে প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু পথিমধ্যে কয়েকটী আফগান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া অধিকাংশ সৈন্য বিনষ্ট হইল, কেবলমাত্র ৩০০ লোক লইয়া এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ জগদলক নামক স্থানে পৌছিলেন এবং অক্‌বর খাঁর হস্তে বন্দী হইলেন। কেবলমাত্র ডাক্তার ব্রাইডন কোনমতে ১৩ই জানুয়ারী তারিখে জালালাবাদে প্রাণ লইয়া পৌঁছিয়া সেনাপতি স্যর্ রবার্ট সেলকে এই নিদারুণ সংবাদ জানাইলেন। ১২ই জানুয়ারী তারিখে অক্‌বর খাঁ সেনাপতি নটের হস্তে কান্দাহারে পরাজিত হইলেন। লর্ড অকল্যাণ্ডের পর লর্ড এলেনবরা গবর্ণর-জেনেরল হইয়া আসিলেন। ২২শে ফেব্রুয়ারী কাবুল হইতে প্রথমে প্রত্যাগত সেনাপতি সেলের সৈন্যদল জালালাবাদে অকবর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল। সেনাপতি নটের সৈন্যদল কান্দাহারে আটক হইয়াছিল এবং ৫ই মার্চ্চ কাবুলীরা গজ্‌নী পুনরুদ্ধার করিয়া লইল। ইংরেজ সৈন্যগণের উদ্ধারের আশায় এলেনবরা সেনাপতি পলকের অধীনে একদল ইংরেজ ও শিখসৈন্য প্রেরণ করিলেন। সেনাপতি পলক আসিয়া পৌঁছিলে অকবর জালালাবাদের অবরোধ উঠাইয়া কাবুলের দিকে প্রস্থান করিলেন। শাহ্‌সুজা নিহত হওয়ায় অকবরই প্রকৃতপক্ষে কাবুলের অধিপতি হইলেন। তিনি পলকের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, ইংরেজসৈন্য জালালাবাদ পরিত্যাগ করিয়া গেলে কাবুলের ইংরেজসৈন্যগণকে মুক্তি দেওয়া হইবে। এদিকে সেনাপতি নট্‌কে সাহায্য করিবার জন্য যে সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল তাহারাও শত্রুহস্তে পরাজিত হইল। এলেনবরা শঙ্কিত হইয়া পলক্ ও নট্‌কে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু সেনাপতিদ্বয় স্বজাতীয়ের উদ্ধারসাধন না করিয়া ফিরিতে ইচ্ছা করিলেন না। সেনাপতি নট্ গজ্‌নীর দুর্গ ভূমিসাৎ করিয়া কাবুলের দিকে অগ্রসর হইলেন। এদিকে সেনাপতি পলক্ পথিমধ্যে অক্‌বরকে পরাস্ত করিয়া কাবুলে পৌছিলেন। তাহার পর দুইদলে মিলিত হইয়া বন্দীদিগের উদ্ধারসাধন করিলেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে অক্‌বর খাঁর মৃত্যু হয়।

অক্‌বর খাঁ,—মামন্দ (মোহ্‌মন্দ) আফগানদলের নেতা। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে মামন্দজাতির সর্দ্দার সয়াদৎ খাঁ ভারত-সীমান্ত আক্রমণ করিয়া ইংরেজদিগকে উত্ত্যক্ত করায় আমীরের আদেশে বন্দী হ'ন। এই সময় হইতে মামন্দজাতির অধ্যুষিত পার্ব্বত্য প্রদেশে ঘোর অরাজকতার সূচনা হয়। অবশেষে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে পেশাবরের উত্তরপশ্চিমস্থ মামন্দজাতির সর্দ্দারপদে অক্‌বর খাঁকে খাঁ-পদে মনোনীত করেন। এই ব্যক্তি অমিতাচার নিবন্ধন ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে পদত্যাগ করিয়া কাবুলে প্রবাসী হইতে বাধ্য হয়।

অক্‌বরনগর,—১৭২২ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলী খাঁ বাঙ্গলাকে ১৩ চাক্‌লায় বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে একটী চাক্‌লার নাম অক্‌বরনগর। ঐ তেরটী চাক্‌লার দুইটী উড়িষ্যার মধ্যে। তাহাদের নাম—বন্দর বালেশ্বর ও হিজলী। পাঁচটী পদ্মার দক্ষিণপশ্চিমে। যথা—সপ্তগ্রাম, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, যশোর ও ভূষণা। ছয়টী পদ্মার উত্তরপূর্ব্ব পারে। যথা—অক্‌বরনগর, ঘোড়াঘাট, কড়াইবাড়ী, জাহাঙ্গীরনগর, শ্রীহট্ট এবং চট্টগ্রাম। এই তেরটী চাক্‌লা ১৬৬০ পরগণায় বিভক্ত। ঐ সমস্ত পরগণা হইতে ১,৪২,৮৮,১৬৬৲ টাকা রাজস্ব আদায় হইত। চাক্‌লা অক্‌বরনগর সুন্দরবনের নিকটবর্ত্তী।

অক্‌বরনগর,—দিনাজপুর জেলার একটী গ্রাম। উহা চিরামতী নদীর কূলে অবস্থিত। ঐ পল্লীর পরপারে ধানপাইল নামক গ্রাম।

অক্‌বরনগর,—বর্ত্তমান রাজমহলের একটী প্রাচীন নাম। [রাজমহল দ্র°]

অক্‌বরনামা—মুগল-সম্রাট্ অকবরের প্রিয় সচিব আবুল-ফজল রচিত একখানি বিরাট ঐতিহাসিক গ্রন্থ। গ্রন্থকার তাঁহার মহানুভব প্রভুর জীবনচরিত ও শাসন-পদ্ধতি এই বৃহৎ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই পুস্তকে প্রায় তিন শত অধ্যায় আছে। আবুল-ফজল শাহ্‌জাদা সেলিমের চক্রান্তে নিহত হওয়ায় এই বিরাট্ গ্রন্থ শেষ করিতে পারেন নাই। অকবরের শাসনকালের ইতিহাসসমূহের মধ্যে অকবরনামাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ গ্রন্থ; কারণ অকবরের আদেশে এই পুস্তক রচিত হইয়াছিল এবং স্থানে স্থানে সম্রাট্ স্বয়ং ইহার সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। আবুল-ফজল অক্‌বরের স্তাবক ছিলেন। তিনি বহুস্থানে সত্যের অপলাপ ঘটাইয়া স্বীয় প্রভুর মহিমাকীর্ত্তনে বিরত হ'ন নাই। তবে ইহা যে অকবরের শাসনকালের একটী পরিস্ফুট চিত্র তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই গ্রন্থে আবুল-ফজলের ভ্রম প্রমাদেরও অভাব নাই। তিনি অক্‌বরের জন্মতারিখ ১লা রজব ৯৪৯ হিজরি বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু অধিকাংশ পুরাবিদ্‌মতে উহা ১৪ই

শাবান হওয়া উচিত ছিল। এতদ্ভিন্ন হুমায়ুনের মৃত্যু ও অক্‌বরের পূর্ব্বপুরুষগণের বৃত্তান্ত, আসিরগড়-বিজয় প্রভৃতি বিষয়ে গ্রন্থে অনেক ভ্রমপ্রমাদ দৃষ্ট হয়।

গ্রন্থের উপক্রমণিকায় অকবরের জন্মবৃত্তান্ত উপলক্ষ করিয়া গ্রন্থসূচনা করা হইয়াছে। প্রথম একাদশ অধ্যায় অকবরের জন্মবৃত্তান্ত ও জন্মকুণ্ডলীর বিচার লইয়াই লিখিত। দ্বাদশ অধ্যায়ে গ্রন্থকার স্বীয় জন্মবৃত্তান্ত এবং উপযুক্ত সময়ে জন্মগ্রহণ করায় ও অকবরের অনুগ্রহভাজন হওয়ায় ভগবানকে ধন্যবাদ দিতেছেন। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে প্রথম মানব আদম হইতে অকবরের পূর্ব্বপুরুষগণের বংশতালিকা। পরে ঐ অধ্যায়ের শেষ অংশে গ্রন্থকার হিন্দুমতে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের স্থিতিকাল বর্ণনা করিয়াছেন। চতুর্দ্দশ হইতে ষোড়শ অধ্যায়ে আদম হইতে উমরশেখ মির্জা পর্য্যন্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। সপ্তদশ অধ্যায়ে বাবর বাদশাহের ও হুমায়ুনের শাসনকালের মোটামটি ইতিহাস আছে। সম্রাট্ হুমায়ুনকে আবুল-ফজল 'জাহানবাণী জন্নৎ আশ্যানী' এবং সম্রাট্ অক্‌বরকে 'শাহিন্‌শাহ্' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অকবরের রাজত্বকালের ষটচত্বারিংশ বৎসর পর্য্যন্ত রচনার পর আবুল-ফজল নিহত হ'ন। ইহার পর ইনায়েতুল্লা নামক একব্যক্তি গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশ লিখেন। নিজামুদ্দীন এবং বদায়ুনীর রচনা হইতে ইহার সময়পঞ্জী (chronology) ও ঐতিহাসিক তথ্য বিশুদ্ধ। তাহার উপর ইহাতে অক্‌বরের শাসনকালের ক্ষুদ্রতম ঘটনা পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ থাকায় গ্রন্থখানি বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অকবরের রাজত্বকালের যে সমস্ত রাজকীয় দলিলপত্রাদি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, অকবর-নামায় তৎসমুদায়ের কতক আভাস পাওয়া যায়। এই কারণ অকবরনামার মূল্য অন্যান্য গ্রন্থাপেক্ষা অনেক অধিক।

আবুল-ফজলের অকবরনামা ও তবকাৎ-ই-অক্‌বরী পুস্তকের সাহায্যে শেখ ইল্লাহাদ ফৈজী সরহিন্দী অপর একখানি অকবরনামা প্রণয়ন করেন।

অক্‌বরনামার অনেকগুলি পুথি পাওয়া গিয়াছে। জারেট্ (Jarret), চামার (Lieutenant Chalmers) এবং হেনরী বেভারিজ ফার্সী মূল পুথি দেখিয়া এই বিরাট্ গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে বেভারিজের অনুবাদ সম্পূর্ণ।

[Akbarnamā by H. Beveridge I. C. S.; Akbar the Great Mogul by V A. Smith; Tabakāt-i-Nāsirī. (Raverty), pp. 869n, 880n, 883n, 888n, 889n, 894n.]

অক্‌বরপুর$_{1}$,—অযোধ্যা প্রদেশের কানপুর জেলার একটী তহশীল। অক্ষা° ২৬°১৫′ হইতে ২৬°৩৩′ পূঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°৫১′ হইতে ৮০°১১′ উঃ। ভূপরিমাণ ৩৭০ বর্গমাইল। এই তহশীলে ২৮৯টী গ্রাম আছে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের গণনায় এই স্থানের লোকসংখ্যা ১৪৬৮২৯ ছিল। রিন্দ, সোন্ ও সেনগর নদী এই তহশীলের ভিতর দিয়া গিয়াছে। নিম্ন গঙ্গা-খালের এটাবা শাখা হইতে এই স্থানের জল সরবরাহ করা হয়।

অক্‌বরপুর$_{2}$,—অযোধ্যা প্রদেশের ফৈজাবাদ জেলার একটী তহশীল। ইহার উত্তরে ফৈজাবাদ ও তান্দ তহশীল, পূর্ব্বে তান্দ, দক্ষিণে সুলতানপুর জেলা ও পশ্চিমে বিকাপুর তহশীল অবস্থিত। ভূপরিমাণ ৫৪১ বর্গমাইল। অক্ষা° ২৬°১৫′ হইতে ২৬°৩৫′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২°১৩′ হইতে ৮২°৫৪′ পূঃ। স্থানীয় অধিকাংশ অধিবাসী হিন্দু। এই তহশীলে সর্ব্বসমেত ৮৮৯টী গ্রাম ও ৩টী নগর আছে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে এই-স্থানের লোকসংখ্যা ৩৬৪২৮৩ ছিল। পূর্ব্বে ইহা ভর জাতির অধিকারে ছিল। পরে মুগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। অক্‌বরপুর নগর ইহার সদর।

অক্‌বরপুর$_{3}$,—উক্ত তহশীলের প্রধান নগর। ইহা তোনস্ নদীতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬°২৫′৩৫″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২°৩৪′ ২৫″ পূঃ। সম্রাট্ অকবর এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩১ সালের গণনায় এখানকার লোকসংখ্যা ৭৬৭৫ ছিল। অধিবাসী-গণের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। এখানে একটী পুরাতন দুর্গ বর্ত্তমান। সম্রাট্ অক্‌বরের রাজত্বকালে মহসীন খাঁ নামক জনৈক মুসলমান ঐ দুর্গমধ্যে একটী মস্‌জিদ্ ও তোনস্ নদীর উপর সেতু নির্ম্মাণ করেন এবং পার্শ্ববর্ত্তী পরগণার নাম অকবরপুর শিঙ্কোলি রাখেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মরাঠা সৈন্যনায়ক রাঘোবা দাদা দিল্লী হইতে অকবরপুরে আসিয়া শিবির সংস্থাপন করেন। এখানে নানা শস্য, চামড়া ও কার্পাস বস্ত্রের বিস্তৃত কারবার আছে।

অক্‌বরপুর$_{4}$,—মজফ্‌ফরপুর জেলার একটী গ্রাম। ইহার অপর নাম কাটুরা। অক্ষা° ২৬°১২′৪৫″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫°৩৪′২৫″ পূঃ। এস্থানেব অধিকাংশ অধিবাসী হিন্দু। রাজা চাঁদ এখানে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এখনও উহার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

অক্‌বরপুর$_{5}$,—চব্বিশপরগণার অন্তর্গত একটী পরগণার নাম।

অক্‌বরপুর$_{6}$,—মালদহের একটী পরগণা। তাহার স্থূল ক্ষেত্রফল ১৪·০৭ বর্গমাইল। ঐ পরগণায় পঁচিশ ঘর জমিদার আছেন। উহার একদিকে গঙ্গা অন্যদিকে কালিন্দী নদী। তদ্ভিন্ন, কঙ্কর, গোবরাগরৈয়া, ধর্ম্মদোলা, বঙ্কা ও কাপ নামে কালিন্দীর কয়েকটী শাখা এই পরগণার ভিতর আছে। বর্ষা-

কালে ঐ সকল নদী প্লাবিত হইয়া উঠে। ইহার প্রধান নগর হায়াতপুর। সুলতানগঞ্জ, হরিশ্চন্দ্রপুর, ভেগাল, ভলুকরাই, কেদারগঞ্জ, দেবীপুর এবং কমলপুর গ্রামে প্রতি সপ্তাহে হাট বসে।

অক্‌বরপুর ঘাট—নিমার জেলার অন্তর্গত নর্ম্মদা নদীতীরস্থ একটী পারঘাট। [নিমার জেলা দ্র°]

অক্‌বরবন্দর—রঙ্গপুর জেলার তিস্তানদীর কূলে অবস্থিত গ্রাম। এখানে তামাকু ও পাটের বিলক্ষণ ক্রয়-বিক্রয় হইয়া থাকে।

অক্‌বর মুল্লা, সৈয়দ—কাবুলী বিদ্রোহীদিগের নেতা। ইনি অকাখেল আফ্রিদীবংশসম্ভূত ছিলেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে যখন আফগান-সীমান্তে পার্ব্বত্য আফগানজাতিরা ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে থাকে, তখন আফ্রিদী ও টিরার ওরাকজ়ইগণ ঐ বহ্নির আলোক দৃষ্টে উল্লসিত হইয়া অক্‌বর মল্লার নেতৃত্বে জেহাদ্ ঘোষণা করে। উক্ত অব্দের ১৫ই, ২৩এ ও ২৪এ আগষ্ট ওরাকজ়ইগণ আফ্রিদীদিগের সহযোগে সামানা ও খাইবার অধিকার করে। সিনাবারী ও চঙ্গুতে ইংরেজপাঠানে যুদ্ধ হয়। সেপ্টেম্বর মাসের ১২ই তারিখ পর্য্যন্ত সামানা ও তদন্তর্গত লকহাট এবং কাভাগনারী দুর্গ পাঠানদিগের অধিকারে থাকে; কিন্তু ১৪ই সেপ্টেম্বর সাহায্যকারী নূতন সেনাদল আসিয়া পড়ায় তাহারা খাঙ্কি উপত্যকা অভিমুখে সরিয়া পড়ে।

অক্‌বর মুহম্মদ,—'তমিম গোলাল—চৈতন্য সিলাল' নামক পুথির রচয়িতা। তমিম গোলাল ও চৈতন্য সিলালের প্রেম ও পরিণয়কাহিনী ইহাতে বর্ণিত আছে। ভাষা বাঙ্গলা। সিলালের বারমাস-বর্ণনা হৃদয়গ্রাহী।

অক্‌বর মুহম্মদ,—কুলবর্গার মহম্মদ গেসু দরাজের পুত্র। ইনি পারস্যভাষায় 'আকাএদ অকবরী' নামক একখানি ধর্ম্ম-পুস্তক রচনা করেন। ইহাতে ইস্‌লামধর্ম্মের মূল উপদেশগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

অক্‌বর শাহ,—দেবগড়ের একজন মুসলমান নৃপতি। নাগপুরে ইঁহার রাজধানী ছিল। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে চাঁদসুলতানের মৃত্যু হইলে ওয়ালী শাহ্ নামক এক দাসী-পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। চাঁদ সুলতানের বিধবা পত্নী স্বীয় বালকপুত্রের জন্য রঘুজী ভোনস্লের সাহায্য প্রার্থনা করেন। যুদ্ধে ওয়ালী শাহ্ হত হইলে বুর্হান্ শাহ্ ও অক্‌বর শাহ্ রাজত্ব লাভ করেন। শেষে উভয় ভ্রাতার বিবাদ উপস্থিত হইলে এক বৃহৎ আন্তর্জাতিক যুদ্ধ ঘটে। বুর্হান শাহ্ রঘুজী ভোনস্লের সাহায্যে ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে জয়ী হ'ন। অক্‌বর শাহ্ পলাইয়া হায়দ্রাবাদে গিয়া বিষপানে আত্মহত্যা করেন। [রঘুজী ভোনস্লে ও নাগপুর শব্দ দ্র°]

অক্‌বর শাহ,—কৃষ্ণলীলাবিষয়ক পদরচয়িতা একজন মুসলমান।

অক্‌বর শাহ,—প্রসিদ্ধ হীরক। ইহার উপর আরবী লিপি খোদিত আছে। বরোদার গায়কবাড় ৩৫০০০ পাউণ্ড মূল্যে ইহা ক্রয় করেন।

অক্‌বর শাহ্ সৈয়দ—স্বাং উপত্যকাবাসী একজন মুসলমান সর্দ্দার ও ধর্ম্মগুরু। পিণ্ডারী সর্দ্দার আমীর খাঁর সহকর্ম্মী সৈয়দ আহ্‌মদ খাঁ ৪০ জন অনুচর লইয়া পেশাবর সীমান্তে য়ুসুফজ়ই পাঠানদিগের মধ্যে আসিয়া নিরাপদে বাস করিতে থাকেন। [আহ্‌মদ খাঁ দ্র°]

শিখসর্দ্দার শেরসিংহ কর্ত্তৃক ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে আহ্‌মদ খাঁ নিহত হইলে তাঁহার অনুচরবর্গ সিত্ত নামে উৎমনজ়ই পাঠান-দিগের মধ্যে আসিয়া বাস করে। এখানে হিন্দুস্থানী অনুচরবর্গের গুরুস্বরূপে অক্‌বর শাহ্ দস্যু, পলাতক ও রাজনৈতিক অপরাধী-দিগকে আশ্রয় দিয়া একটী উপনিবেশ গঠন করেন। এই দুর্ব্বৃত্তেরা দস্যুবৃত্তি ও লুণ্ঠন দ্বারা নিকটস্থ অধিবাসীদিগকে সশঙ্কিত করিয়া তুলিত। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাবে ইংরেজ-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট সানুচর অকবরের ভয়ে সদা শঙ্কিত থাকিতেন।

অকবরশাহী—বীরভূম জেলার অন্তর্গত শাহ্‌রুল বা সুরুলের প্রাচীন নাম। [সুরুল দ্র°]।

অক্‌বর হুসেন—'মুখমাস কিতাই হিন্দ্' নামক উর্দ্দু গল্প-গ্রন্থের রচয়িতা।

অক্‌বরাবাদ,—মালদহের অন্তর্গত একটী পরগণার নাম। ১৪.৩৮ বর্গমাইল বিস্তার। এই পরগণায় তিনঘর জমিদার আছেন। এখানকার ভূমি উর্ব্বরা, উত্তম শস্যাদি জন্মে; জলবায়ুও স্বাস্থ্যকর।

অক্‌বরাবাদ,—বর্ত্তমান আগ্রা সহরের প্রাচীন নাম অকবরা-বাদ। প্রথমে যমুনার পরপারে সহর ছিল, অবশেষে সম্রাট্ অকবর যমুনার পশ্চিম-কূলে এই নূতন নগর নির্ম্মাণ করাইয়া-ছিলেন। প্রাচীন আগ্রার নিদর্শন অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। [আগ্রা দ্র°]

অক্‌বরাবাদী মহল—সম্রাট্ শাহ্‌জাহানের বেগমগণের অন্যতম। ইঁহার অপর নাম আজ্জুন্নিসা বেগম। ইনি ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে (১০৬০ হিজরি) দেড়লক্ষ টাকা ব্যয়ে দিল্লীর ফৈজবাজারে একটী লাল পাথরের মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করেন। আলমগীরের রাজত্ব-কালে ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারী (৪ঠা জিলহিজ্জ,

১০৮৭ হিজরি) ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন। আগ্রা সহরের অক্‌বরাবাদী মস্‌জিদ্ ইঁহারই ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়।

অক্‌মোলিন্‌স্ক—রুসাধিকৃত সাইবেরিয়া-ভূভাগের তুর্কিস্থান প্রদেশের কিরঘিজ গণতন্ত্রের অন্তর্গত একটী বিভাগ ও তাহার প্রধান নগর।

অক্রা,—আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিম উপকূলবাসী এক জাতি। সমুদ্রতীরবর্ত্তী প্রায় প্রত্যেক নগরেই ইহাদের বাস আছে। ইহারা নানারূপ শিল্পকার্য্য ও নৌ-চালনা করিয়া জীবিকার্জ্জন করে। চতুরতার জন্য ইহারা প্রসিদ্ধ, এই কারণ অভ্যন্তর দেশভাগের অধিবাসী আদিম জাতিরা ইহাদের দ্বারা দোভাষীর কার্য্য করায় এবং গ্রাম্য বা পারিবারিক কলহের মীমাংসার জন্য ইহাদের মধ্যস্থ মানে।

অক্রা, —উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তের অন্তর্গত বন্নু জেলার একটী প্রাচীন স্থান। অক্ষা ৩৩ উঃ এবং দ্রাঘি ৭০°৭৪' পূঃ। বন্নু সহর ইহার নিকটেই অবস্থিত। কথিত আছে, জাল-ই-জারের পুত্র রুস্তম ও কাবুলশাহের কন্যা এখানে থাকিয়া শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন। রুস্তমের ভগিনী বান্নু উত্তরাধিকারসূত্রে এই গ্রাম প্রাপ্ত হ'ন। তাঁহার নামানুসারে পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ বান্নু নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে। বান্নু হইতে বন্নু নাম ইতিহাসসঙ্গত নয়, কারণ বহু পূর্ব্ববর্ত্তী পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীগ্রন্থে (৪.২.১০৩) এই স্থান বর্ণু নামে উক্ত হইয়াছে। এই স্থানে গ্রীস ও পশ্চিম-এসিয়ার কতকগুলি খোদাই করা মূল্যবান্ প্রস্তর পাওয়া গিয়াছে।

[Furtwangler's Antike Gemmen, Vol. II, pp. 27, 59 & Vol. III, pp. 22, 23 and 25.]

অক্‌রাণি,—বোম্বাই প্রদেশান্তর্গত পশ্চিম খান্দেশের একটি পরগণা। ইহার উত্তরে নর্ম্মদা, পূর্ব্বে বারবাণী রাজ্য ও তুরণমাল, দক্ষিণে সুলতানপুর ও কুকরমুণ্ডা তালুক এবং পশ্চিমে কাঠী নামক মেহবা রাজ্য। এই পরগণায় ১৭২টী গ্রাম আছে তন্মধ্যে ১৭টী জনশূন্য। পর্ব্বতের অধিত্যকাভূমি লইয়া এই তহশীল গঠিত। মধ্যে মধ্যে পাহাড়ের চূড়া ১৬০০ হইতে ২৫০০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চে উঠিয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি পার্ব্বত্য স্রোতস্বতী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর। অধিকাংশ গ্রামই আম্র ও মহুয়া গাছে পূর্ণ, কিন্তু ফল বেশী হয় না। এখানকার অধিবাসিগণ সাধুপ্রকৃতি, পরিশ্রমী ও উন্নতিশীল। ইহারা বারলী ও পাবরা জাতীয়। এই পাহাড়ী জায়গার উপর ইহাদের অত্যধিক মায়া; এইস্থান ছাড়িয়া ইহারা অন্য কোথাও যাইতে চায় না। অনেকেই কৃষিকর্ম্ম করিয়া জীবনধারণ করে। এখানে প্রচুর ঘাস পাওয়া যায় বলিয়া অনেকেই গরু বা মহিষ রাখিয়া থাকে।

ধাড়গাঁর দক্ষিণের স্থানগুলি মুসলমান অধিকারে খান্দেশ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুসলমানদের ক্ষমতা হ্রাস হইয়া আসিলে ১৭০০ খৃষ্টাব্দে ধুশবইয়ের রাণা চাবজী ইহা অধিকার করেন। পরবর্ত্তী রাণা গুমান সিংহ অক্‌রাণি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। তৎপরে চারিজন রাজা রাজত্ব করিবার পর শেষ রাজা বংশহীন হ'ন। রাজ্যে মহা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। অবশেষে রাণা ভাউসিংহ রাজা হইয়া বোশমল দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট রাণার বংশধরকে ১৮০০০ টাকা বার্ষিক ভাতা দিয়া ২ খানি গ্রাম ব্যতীত সমস্ত অংশ অধিকার করিয়া ল'ন।

অক্‌রাণি,—উক্ত পরগণার একটী সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় দুর্গ।

অক্রান্তা—বৃহতী বৃক্ষ (The egg plant, Solanum Indicum)। বিরুতি ও ব্যাকুড় নামে সাধারণে পরিচিত। হিন্দী—বরহণ্টা, ভটকটায়ী; মরাঠী ও কর্ণাটী—ডোরলী, পাণ্ডরী, বনভণ্টী; উড়িয়া—অক্রান্তি; তেলেগু—ব্রাকুরু-চেট্টু। বৃহতী ক্ষুদ্রাকার, উচ্চে দুই তিন হাত হয়। দেখিতে বেগুণ গাছের মত। শাখায় ও পত্রে কাঁটা আছে। ফল বার্ত্তাকুর মত, কিন্তু ক্ষুদ্র। পাকিলে হরিদ্রাবর্ণ হয়। ইহা জ্বরঘ্ন ও পিত্তনাশক। বৈদ্যেরা পাচনের সঙ্গে ব্যবহার করেন। সামান্য ঘুস্‌ঘুসে জ্বরে বিশেষতঃ পেটে বড় বড় কৃমি থাকিলে সিউলিপাতার রস এক ঝিনুক (ইংরেজি ৩ ড্রাম), বৃহতীপত্রের রস অর্দ্ধঝিনুক এবং বিড়ঙ্গচূর্ণ ১০ রতি সেবন করিলে বিলক্ষণ ফল দর্শে। দুষ্টরক্তে অনেকে বৃহতী ফল পাক করিয়া অন্নের সঙ্গে ভোজন করেন; কিন্তু স্পষ্ট কোন উপকার হইতে দেখা যায় না।

অক্‌রাবেতিন্—আরবদেশের অধিকারভুক্ত একটী নগর। মরুসাগরের (Dead Sea) দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। প্রাচীন কালে উহা অক্‌রাব্বিম্ (Acrabbim) নামে খ্যাত ছিল।

অক্রিয়—চন্দ্রবংশীয় গম্ভীরের পুত্র। (ভাগবত ৯.১৭.১০)

অক্রিয়াবাদী—দীঘ-নিকায় (২য় অঃ), মজ্‌ঝিমনিকায় ও সুত্ত-নিপাত হইতে জানিতে পারা যায়, গৌতমবুদ্ধের সময় ছয় শ্রেণীর অজ্ঞেয়বাদী বা বস্তুতন্ত্রবাদী বিদ্যমান ছিল। ইঁহারা না ছিলেন হিন্দু, না ছিলেন বৌদ্ধ। এই ছয় শ্রেণীর মধ্যে এক শ্রেণীর সহিত জৈনদিগের সম্বন্ধ সূচিত হইয়া থাকে। অপর পাঁচটী শ্রেণীর উপদেষ্টাদিগের মধ্যে পাঁচজনের নাম

বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের একজনের নাম বেলট্‌ঠিপুত্র সঞ্জয়। দীঘ-নিকায় ১ম খণ্ডে (২৩-২৮) সঞ্জয়-মতাবলম্বীদের অনুরূপ সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে।

অপর চারিটী শ্রেণীর মতবাদীকে অদৃষ্টবাদী ও বস্তুতন্ত্রবাদী বলা হয়। ইঁহাদের মতে 'খাও দাও স্ফূর্ত্তি কর—ভাবনা চিন্তার কোন কারণ নাই, কেন না কালই আমরা মরিতে পারি।' এই মত ভারতবর্ষে কখনও চলে নাই। ব্যাবহারিক জগতে ভারতবর্ষের লোকেরা কখনও এ সকল মত চালাইতে চেষ্টা করে নাই। কেবল 'বার্হস্পত্যদর্শনে' এইরূপ মতের উল্লেখ আছে। পণ্ডিতেরা বলেন, বৃহস্পতি নামে কোন ব্যক্তির এরূপ মত ছিল না। ইহা কোন উর্ব্বর-মস্তিষ্ক পণ্ডিতের কল্পনাপ্রসূত হইয়া থাকিবে। এই শেষোক্ত চারি শ্রেণীর মতবাদীরাই অক্রিয়াবাদী নামে পরিচিত।

ইঁহাদের মতে ইচ্ছার স্বাধীনতা নাই; অন্যান্য কার্য্যের যেমন কারণ আছে, ইচ্ছারও তেমনই কারণ আছে। মানবের দায়িত্বজ্ঞান বলিয়া কোন কিছুর অস্তিত্ব যে আছে তাহা ইঁহারা স্বীকার করেন না। ভাল বা মন্দ কার্য্য করিলে মানব উৎকর্ষ বা অপকর্ষ লাভ করে না। জন্মান্তরে বা দেহান্তর আশ্রয়ে ইঁহারা বিশ্বাসী, ইঁহারা সন্ন্যাসী। ইঁহাদের মতে মানব প্রকৃতির নিয়মবশে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। কর্ম্মফলে ইঁহাদের আস্থা নাই। সুকৃতির ফলে মানব যে উচ্চবর্ণে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, একথা ইঁহারা স্বীকার করেন না। সন্ন্যাসধর্ম্ম আত্মার গতিবৃদ্ধির সহায়ক। ইহা মুক্তির পথে উন্নীত করিবার অনিবার্য্য উপাদান। এইরূপ মতবাদীদের প্রকৃত মত কি তাহা জানিবার উপায় নাই। বৌদ্ধগণের অঙ্কিত বিকৃত চিত্র হইতে আমরা কতক ধারণা করিতে পারি মাত্র।

ইঁহাদের মধ্যে পুরাণ কাশ্যপের মতে ধর্ম্মকর্ম্ম করিলে কোনরূপ উৎকর্ষ লাভ অথবা মানবকে হত্যা করিলে কোনরূপ অপরাধ বা ক্ষতি হয় না।

এই মতাবলম্বী সন্ন্যাসী অজিত কেশকম্বলী বলেন, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে চারিটী মূল পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই নাই। দেহের ধ্বংসের সহিত মূর্খ ও জ্ঞানীর কিছুমাত্র অস্তিত্ব থাকে না। ইনি লোমবহুল ছিলেন বলিয়া লোকে কেশকম্বলী বলিত।

পকুধ কচ্চায়নের মত স্বতন্ত্র। তিনি বলেন, যখন একখানি তীক্ষ্ণ তরবারি মস্তককে দ্বিখণ্ডিত করে, তখন আত্মা ও যন্ত্রণার অনুভূতি ঠিক সেইরূপ কার্য্য করিয়া থাকে—যেরূপ তরবারি ও মস্তিষ্কের মূল উপাদানগুলি কার্য্য করে।

এই মতাবলম্বীদের ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন মখ্খলি গোসাল। ইনি কার্য্য-কারণবাদের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। ইঁহার মতে মানবের স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার শক্তি নাই। মূর্খ ও বিজ্ঞ ব্যক্তি ৮৪ লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিবার পর সমস্ত যন্ত্রণার অনুভূতি হইতে পরিত্রাণ পায়। এই মতাবলম্বীদিগকে 'আজীবিক' বলা হয়। অশোকের সময় হইতে খৃষ্টীয় ১৩শ শতক পর্য্যন্ত দক্ষিণ-ভারতের লেখমালায় আজীবিক সম্প্রদায়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অশোকের সময় ইহাদের স্বাধীন সত্তা ছিল। অনেকের মতে দিগম্বর সম্প্রদায়ের জৈনদিগকেই আজীবিক বলা হইত। [আজীবিক দ্র°]

এই মত-প্রতিষ্ঠাতার সম্বন্ধে নানা বিরুদ্ধ মত প্রচলিত আছে। কারণ ইনি জৈন ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের লোকের নিকট কিছুমাত্র আদৃত ছিলেন না, ফলে উভয় সম্প্রদায়ের লেখকেরাই ইঁহার নামে কুৎসা রটনা করিতে কুণ্ঠিত হ'ন নাই।

জৈন দিগম্বর-সম্প্রদায়ের সহিত ইঁহাদের মতের অনেকটা মিল আছে। কিন্তু উক্ত উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্যও যথেষ্ট। ঐ মতভেদগুলি সামাজিক মঙ্গলের পরিপন্থী। মখ্খলি গোসাল ভ্রাতৃমণ্ডলী বা সঙ্ঘ স্থাপনের বিরোধী ছিলেন, নির্জ্জনবাস ও সম্পূর্ণ নগ্নভাবে থাকিবার পক্ষপাতী ছিলেন না, দূষিত পদার্থ ভক্ষণ করিয়া আত্ম-নিগ্রহ করিতেও চাহিতেন না।

[Article 'Ajivikas' by Hœrnle in E. R. E.; Hœrnle - Uvasaga dasao, app. pp. 1-29; Rockhill Life of Buddha, pp. 249ff; Sir Charles Elliot's Hinduism and Buddhism, Vol. I, p. 99.]

অক্রীড়—কুরুপ্রধের পুত্র। অক্রীড়ের চারি সন্তান পাণ্ড্য, কেরল, কোল ও চোল দক্ষিণ ভারতবর্ষে পাণ্ড্য, কোল, চোল ও কেরল প্রদেশের রাজা হইয়াছিলেন। (হরিবংশ)

অক্রোৎ—(নামান্তর—হিজলি বাদাম; লাটিন নাম **Aleurites Moluccana**) মলয়দ্বীপ, বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানে উৎপন্ন একজাতীয় বৃক্ষ। ইহা ৪০ হইতে ৬০ ফুট উচ্চ হয়, বেড় প্রায় ৫।৬ ফুট পর্য্যন্ত। গ্রীষ্মকালে ফুল ও বর্ষাকালে ফল হয়। পত্রগুলি চিরসবুজ। ফলের শাঁস খাদ্যদ্রব্যরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা হইতে একপ্রকার তৈলও নিষ্কাশিত হইয়া থাকে।

অক্রূর,—শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য। যদুবংশীয় ধর্ম্মাত্মা রাজা শ্বফল্কের ঔরসে ও কাশীরাজদুহিতা গান্দিনীর গর্ভে ইঁহার জন্ম। অক্রূর যমুনাহ্রদে নিমগ্ন হইয়া নাগলোক দর্শন করেন এবং তথায় বাসুদেবকে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হ'ন।

এক সময়ে রাজা কংস তাঁহার শত্রু কৃষ্ণ ও বলরামকে

বিনাশ করিবার জন্য ছলে ধনুর্যজ্ঞের আয়োজন করেন এবং তাঁহাদিগকে মথুরায় আনিবার জন্য স্বীয় ভগিনীর দেবর অক্রূরকে দূতরূপে নন্দের আলয়ে প্রেরণ করেন। অক্রূর নন্দালয়ে উপনীত হইয়া নন্দের অনুমতিক্রমে কৃষ্ণবলরামকে সঙ্গে লইয়া মথুরায় প্রত্যাবৃত্ত হ'ন।

কংসের সভায় যাইবার সময় তিনি দুই ভাইকে বিশেষতঃ কৃষ্ণকে বলেন, দেখ, তোমার পিতা কংসের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া অবিরত রোদন করিয়া অন্ধ হইয়াছেন, আর তোমরাও কংসকে বধ করিবার জন্যই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছ, অতএব কাল-বিলম্ব না করিয়া কংসকে নিধন করিয়া তাঁহার উপযুক্ত প্রতিফল দাও। পরে কংস কৃষ্ণহস্তে নিহত হ'ন। [কংস দ্র]

অক্রূর অত্যন্ত কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। কংসবধের পর শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের ব্যবহার অবগত হইবার জন্য তাঁহাকে হস্তিনায় প্রেরণ করেন। তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অক্রূর 'ধৃতরাষ্ট্রের প্রবল বিদ্বেষভাব' পোষণের কথা শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করেন।

কৃষ্ণ-পত্নী সত্যভামার পিতা রাজা সত্রাজিতের স্যমন্তক নামে এক মণি ছিল। এক সময়ে অক্রূর এই সত্যভামার পাণিপ্রার্থী হইয়াছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণের সহিত তাঁহার বিবাহ হওয়ায় তিনি বিফলমনোরথ হ'ন। তাহাতে অক্রূরের মনে কৃষ্ণ-বিদ্বেষ জাগিয়া উঠে। তিনি ক্রোধবশে শতধন্বাকে সত্রাজিতের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করাতে শতধন্বা নিশাযোগে গোপনে রাজাকে নিহত করেন। শতধন্বা রাজা সত্রাজিতের ঐ স্যমন্তক মণি অপহরণ করিয়া অক্রূরকে অর্পণ করিয়াছিলেন। সত্যভামা তাঁহার পিতৃহত্যার বিবরণ শ্রীকৃষ্ণকে জানাইলে তিনি ঐ মণির উদ্ধারকল্পে শতধন্বার সহিত যুদ্ধ করেন এবং মিথিলার উপবনে গোপনে তাঁহাকে বধ করেন। [শতধন্বা ও সত্রাজিৎ দ্র] শতধন্বার মৃত্যু-সংবাদে ভীত হইয়া অক্রূর মণিটী লইয়া কাশীধামে পলায়ন করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তিনি নানা উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। যাগযজ্ঞে হইবে ব্রতী থাকিলে কেহ আর তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত না জানিয়া তিনি দীর্ঘকালের জন্য যাগযজ্ঞে লিপ্ত রহিলেন।

অক্রূর যতদিন দ্বারকাতে ছিলেন, ততদিন স্যমন্তক মণির প্রভাবে তথায় কোনরূপ উপদ্রব ঘটে নাই। তাঁহার দ্বারকা-ত্যাগের সহিত তথায় দুর্ভিক্ষ, মহামারী, সর্পভয় প্রভৃতি নানারূপ উপসর্গ ঘটিতে থাকে। এই অনর্থপাতের কারণ নির্দ্দেশার্থ দ্বারকায় এক মহতী সভা আহূত হয়। সেই সভায় স্থির হয় যে, পুণ্যাত্মা অক্রূরের মথুরা ত্যাগের পর হইতে এই সমস্ত আধি-ব্যাধির সূচনা হইয়াছে; সুতরাং অবিলম্বে তাহাকে পুনরায় এখানে আনয়ন করা কর্ত্তব্য। ফলেও তাহাই হইল। তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই দেশের সমস্ত উৎপাত প্রশমিত হইল, সমস্ত অমঙ্গল বিদূরিত হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, স্যমন্তকমণি নিশ্চয়ই অক্রূরের নিকট আছে। এদিকে শতধন্বার হত্যাসংবাদে সমগ্র যাদবমণ্ডলী, এমন কি বলভদ্রও হত্যাব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণ লিপ্ত আছেন বলিয়া সন্দেহ করিলেন। এই সংশয় ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রে কলঙ্ক আরোপিত হইল বটে, কিন্তু তিনি তাহাতে বিচলিত হইলেন না। বরং তিনি কৌশলে অক্রূরের নিকট হইতে ঐ মণি হস্তগত করিতে চেষ্টিত হইলেন।

স্যমন্তকমণির প্রভাবে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া অক্রূর দানধ্যানাদি দ্বারা "দানপতি" হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পরমভক্ত খুল্লতাত অক্রূরকে একদিন আহারে নিমন্ত্রণ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় যদুবংশও নিমন্ত্রিত হইল। উপস্থিত যাদবগণের সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরকে বলিলেন, 'আজ আমার গৃহ পবিত্র। দানপতির নিকট আজ আমি একটী যাচ্ঞা করিব। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে শতধন্বা স্যমন্তকমণি হরণ করিয়া আপনার হস্তে অর্পণ করিয়া যা'ন, এখন ঐ মণি আপনার নিকট আছে। উহা একবার আমাদিগকে দেখান।'

শ্রীকৃষ্ণের এবংবিধ বাক্যে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অক্রূর স্বীয় বস্ত্রমধ্যে সুবর্ণ-কৌটায় লুক্কায়িত স্যমন্তকমণি সর্ব্বসমক্ষে বাহির করিলেন। মণির প্রভায় দিঙ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। 'শতধন্বাকে বধ করিয়া কৃষ্ণই যে মণি আত্মসাৎ করিয়াছেন' এই ভ্রান্ত ধারণা তখন যাদবগণের মন হইতে দূর হইল। মণি দেখিয়া বলভদ্র উহা চাহিয়া বসিলেন, সত্যভামাও তাঁহার পিতৃধন বলিয়া দাবী করিলেন। তখন বিবাদ ভঞ্জন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বসমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, 'এই মণিতে সত্যভামার দাবী সকলের অপেক্ষা অধিক, ইহা অস্বীকার করা যায় না; কেননা ইহা তাঁহার পিতৃধন। আবার আমি শতধন্বাকে হত্যা করিয়াছি, অতএব বলভদ্র ও আমার ইহাতে তুল্য অধিকার। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা কেহই ইহার অধিকারী হইতে পারি না। কারণ জিতেন্দ্রিয়, ধার্ম্মিক ও সুখসম্ভোগবিহীন না হইলে

* ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে (৯১৫৪) ইঁহার নাম জজকার।

যিনি ইহাকে ধারণ করিবেন, ইহা তাহার মঙ্গলের কারণ না হইয়া ধ্বংসেরই কারণ হইবে। অতএব আমাদের মধ্যে কাহারও নিকট ইহা থাকা উচিত নয়, কেননা আমরা ঐ সমস্ত গুণগ্রামে ভূষিত নই। বাস্তবিক খুল্লতাত অক্রূরই ইহা রক্ষা করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।' এই বলিয়া সকলের পরামর্শ লইয়া ঐ সূর্য্যতুল্য প্রভাবশালী মণি তাঁহাকেই প্রত্যর্পণ করিলেন। তিনিও সানন্দে উহা গলদেশে ধারণ করিলেন। [স্যমন্তক দ্র°]

অক্রূরের স্ত্রী উগ্রসেনীর গর্ভে প্রসেন ও উপদেব নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

মহাভারত, হরিবংশ, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতিতে অক্রূরের এইরূপ পরিচয় আছে।

গর্গসংহিতা হইতে জানিতে পারা যায়, রাজা প্রদ্যুম্ন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলে অক্রূর তাঁহার সহগামী হইয়াছিলেন। তিনি শিশুপালের সেনাপতি দ্যুমানের সহিত যুদ্ধ করেন।

পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড মতে অনমিত্রের অন্যতম পুত্র চিত্র বা জয়ন্ত হইতে জয়ন্তীর গর্ভে অক্রূর জন্মগ্রহণ করেন।

অক্রূর,—লিঙ্গপুরাণ-মতে গর্গমুনির এক পুত্রের নাম ছিল অক্রূর। রাজা জনমেজয় তাঁহাকে বধ করিয়া ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হ'ন। পরে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া তিনি সেই পাপ হইতে মুক্ত হ'ন।

অক্রূর,—শ্যামানন্দের শিষ্য। গোপীবল্লভপুরে ইঁহার শ্রীপাট। 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থের ২০শ বিলাসে ইঁহার নামোল্লেখ আছে—

"উদ্ধব অক্রূর, মধুসূদন, গোবিন্দ।"

অক্রূরযজ্ঞ—শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক শতধন্বা নিহত হইলে তদীয় পিতৃব্য অক্রূর তাঁহার ভয়ে পলাইয়া গিয়া ষষ্টিবর্ষকালব্যাপী এক বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। [অক্রূর দ্র] বহু অন্ন ও বহু দক্ষিণান্বিত সর্ব্ব কামপ্রদ সেই যজ্ঞ অক্রূরযজ্ঞ নামে বিখ্যাত হইল (ব্রহ্মাণ্ডপু, ৯৬.৮২)।

অক্রূর পরমানন্দ—মুর্শিদাবাদের সূত্রধর জাতির এক শাখা।

অক্রূরেশ্বর—নর্ম্মদাতীরস্থ একটী প্রাচীন স্থান। ৩৮৫ কলচুরি বা চেদী সংবতের কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতিথিতে (সম্ভবতঃ ৬৩৪ খৃষ্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর) উৎকীর্ণ তাম্রশাসনে দেখা যায়, গুর্জ্জররাজ ২য় দদ্দ (৬২৯-৬৪১ খৃঃ) অক্রূরেশ্বর বিষয়ের অন্তর্গত শ্রীশপদ্রক গ্রাম ব্রাহ্মণগণকে দান করিতেছেন। প্রত্নতাত্ত্বিক বুলার সাহেব ভরোচ জেলার অংক্লেশ্বর নামক স্থানই প্রাচীন অক্রূরেশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু কানিংহাম সাহেব লিখিয়াছেন, ৪৬৩ খৃষ্টাব্দে গুর্জ্জর-নৃপতি শ্রীদত্তকুশলী জম্বুসরের নিকটবর্ত্তী অক্রূরেশ্বর বিষয়ে বহু ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে নর্ম্মদার দক্ষিণ তীরবর্ত্তী ভরোচের অপরপারস্থিত অধুনাতন 'অক্লেসর' গ্রামই সেই প্রাচীন অক্রূরেশ্বর।

[Bom. Gaz. Vol. 1, pt ii, p. 314 ; Cunningham's Ancient Geography of India, p 322]

অক্রোধ—গৃহস্থাশ্রমীর দশটী ধর্ম্মের অন্তর্গত ধর্ম্ম। দশটী ধর্ম্ম এই—"ধৃতিক্ষমাদমোঽস্তেয়ঃ শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম।"—জটাধর।

অক্রোধন—বিষ্ণুপুরাণ-মতে কুরুবংশীয় অযুতায়ুসের পুত্র। মহাভারত (আদি, ৯৫ অঃ) মতে যযাতি-বংশীয় অযুতানীন (মতান্তরে অযুতনায়ী) স্ত্রী পৃথুশ্রবার কন্যা কামার গর্ভে অক্রোধনের জন্ম হয়। কলিঙ্গ-রাজকন্যা করম্ভা হইতে অক্রোধনের দেবাতিথি নামে এক পুত্র জন্মে ; দেবাতিথির পুত্র ঋক্ষ।

অক্রোধনেশ্বর—কাশীর উত্তরাংশে অবস্থিত জ্যেষ্ঠেশ্বর তীর্থের প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ। (স্কন্দপুরাণ, কাশীখ)

অক্রোপোলিতা, জর্জ্জ (Akropolita)—১২১৭ হইতে ১২৮২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বৈজন্তাইন রাজ্যের ইতিবৃত্তলেখক এবং তদ্দেশীয় একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক। কনস্তান্তিনোপল (ইস্তাম্বুল) নগরে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তাঁহার পিতা তাঁহাকে নিকিয়ার সম্রাট্ জন ডুকাস্ বাটাজেসের (John Ducas Vatatzes) হস্তে সমর্পণ করেন। সম্রাট্ এবং তাঁহার বংশধর ২য় থিওদোরাস্ ও ৮ম মাইকেল পেলিওলোগাস্ তাঁহাকে নানাকার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া রাজকার্য্য পরিচালনের উপযোগী করিয়া তুলেন। ১২৪৪ খৃষ্টাব্দে তিনি চান্সেলার পদে উন্নীত হ'ন। ১২৫৭ খৃষ্টাব্দে এপিরাসের স্বেচ্ছাচারী রাজা মাইকেল এঞ্জেলাসের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধযাত্রা করেন, কিন্তু যুদ্ধে পরাস্ত ও বন্দী হ'ন। শত্রুকারাগারে দুই বর্ষ অবস্থানের পর পেলিওলোগাসের চেষ্টায় তিনি মুক্তিলাভ করেন।

পূর্ব্বে গ্রীক্ ও লাটিন চার্চ্চের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম বিষয়ে অনেক মতবিরোধ ছিল। তিনি স্বীয় অসীম অধ্যবসায় ও প্রখর বুদ্ধিবলে উভয় শাখার সম্মেলন করিয়া একটী রাজনীতিক কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ১২৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি সম্রাটের আদেশে রোম নগরে যাইয়া মহামান্য পোপ ১০ম গ্রেগরীর সহিত দেখা করেন এবং পরবৎসর লায়ন্সের ধর্ম্মসঙ্ঘে যোগদান করিয়া রোমের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিলেন।

১২৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি ট্রেবিজন্দ রাজদরবারে ২য় জনের সভায় কিছুকাল রাজদূতরূপে অবস্থান করেন ; কিন্তু অচিরকাল

মধ্যে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়ায় স্বদেশে ফিরিয়া আসেন এবং অল্পদিন পরে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার রচিত 'Annales' নামক ইতিবৃত্তে ১২০৪ খৃষ্টাব্দে লাটিনগণ কর্ত্তৃক কনস্তান্তিনোপল আক্রমণ হইতে ১২৬১ খৃষ্টাব্দে মাইকেল পেলিওলোগাস্ কর্ত্তৃক উহার উদ্ধারসাধন পর্য্যন্ত ঘটনাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত আছে। এপিরাসের কারাগৃহে বন্দী থাকার সময়ে তিনি 'Processio Spiritus Sancti' নামে যে গ্রন্থ সঙ্কলন করেন, তাহা ধার্ম্মিক সুধীসমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছিল।

অক্রোপোলিস্ (Acropolis)—গ্রীসরাজ্যের প্রধান নগরী আথেন্স প্রাচীন ইতিহাসে অক্রোপোলিস্ নামে প্রখ্যাত ছিল। অক্রোপোলিস্ শব্দে গ্রীকভাষায় প্রধানতঃ প্রাকার-পরিবেষ্টিত নগরী বুঝাইত এবং একসময়ে আথেন্স, আর্গস, থিবস্, করিন্থ, রোম, জেরুজালেম প্রভৃতি এশিয়া-মাইনরের কয়েকটী দুর্গ পরিশোভিত প্রাচীর-পরিবেষ্টিত নগরী অক্রোপোলিস্ শব্দে উল্লিখিত হইত। [আথেন্স দ্র]

অক্লিকা—[বৈদ্যক] নীলবৃক্ষ, Indigofera tinctoria [নীল-বৃক্ষ দ্র]

অক্লিষ্টবর্ত্ম—[বৈদ্যক] চক্ষুরোগবিশেষ। এই রোগে পুনঃ পুনঃ চক্ষু ধৌত করিলেও পুনরায় জুড়িয়া যায়।

অক্লীকা—[বৈদ্যক] নীলগাছ। [অক্লিকা দ্র]

অক্লুজ—বোম্বাই প্রদেশান্তর্গত শোলাপুর জেলার মালশিরা নামক স্থান হইতে ৬ মাইল উত্তরপূর্ব্বে নীরা নদীর তীরে অবস্থিত একটী বাণিজ্যকেন্দ্র। লোকসংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। পূর্ব্বে এই স্থান কাপড়ের ব্যবসার জন্য সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। একটী প্রাচীন দুর্গ এখনও বর্ত্তমান। ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব প্লেগের ভয়ে বিজাপুর হইতে এখানে চলিয়া আসেন। শম্ভাজীকে ধৃত করিবার জন্য সম্রাট্ এখান হইতে মুকার্রব খাঁর অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। বক্তগিরির সঙ্গমেশ্বর নামক স্থানে শম্ভাজী বন্দী হ'ন। এই সংবাদ অক্লুজে সম্রাটের শিবিরে পৌছিলে উৎসবের ধুম পড়িয়া যায়। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন মুর এই স্থান দুর্গ-প্রাসাদাদিশোভিত এবং খুব সমৃদ্ধিশালী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে বাজীরাওকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে পুনা যাইবার কালে জেনেরল ওয়েলেশ্লী ১৩ই হইতে ১৫ই এপ্রিল এখানে অবস্থান করেন।

অক্লেশ—একজন ঋষি। ইঁহার অপর নাম অসিত। ইনি সর্ব্বদার পর্ব্বতে ভ্রাতুষ্পুত্র নলদের সহিত বাস করিতেন। শাক্যসিংহের জন্মিবার পর ইঁহারা উভয়ে তাঁহাকে দেখিতে যা'ন। ইনি শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া বলেন, 'এই বালক ২৯ বৎসর বয়সে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিবে এবং ৬ বৎসরকাল কঠোর তপশ্চর্য্যার পর অমৃতের সন্ধান পাইবে।' ইহার কিছুকাল পরে স্বীয় মৃত্যুকাল উপস্থিত জানিয়া ভ্রাতুষ্পুত্র নলদকে অনুরোধ করেন, শাক্য যে সময় সত্যের সন্ধান পাইবেন, তিনি কালবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ যেন তাঁহার মতাবলম্বী হ'ন। এই নলদ পরে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়া 'মহাকাত্যায়ন' নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

[Rockhill—The life of the Buddha, p. 18.]

অক্ল্যাণ্ড১—নিউজিল্যাণ্ডের সর্ব্বপ্রধান সহর ও সুপ্রসিদ্ধ বন্দর। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডেশ্বরের সনন্দ অনুসারে নিউজিল্যাণ্ড বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত একটী স্বতন্ত্র উপনিবেশরূপে গণ্য হয়। এই ঘটনার দুই বৎসর পূর্ব্বেই তথাকার শাসনকর্ত্তা হবসন সাহেব অক্ল্যাণ্ড নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেই সঙ্গে তথায় নিউজিল্যাণ্ড রাষ্ট্রের রাজধানী স্থাপিত হয়। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে রাজধানী ছিল। পরে ওয়েলিংটন নগরে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। রাজধানীর গৌরব হইতে বঞ্চিত হইলেও অক্ল্যাণ্ড তাহার বাণিজ্য-প্রাধান্য হারায় নাই, বরং দিন দিন উন্নত হইতেছে। ১৯৩১ সালের গণনা অনুসারে অক্ল্যাণ্ড সহরে ১০৫৬০০ লোক ও শহরতলীতে ১১৭০০০ লোক বাস করে।

অক্ল্যাণ্ডে একটী বিশ্ববিদ্যালয় আছে। তথায় বাণিজ্য, পূর্ত্তবিদ্যা, স্থাপত্য-শিল্প ও বনরক্ষা-সম্বন্ধে শিক্ষাদান করা হয়। অক্ল্যাণ্ড নগরের উদ্যান অতি সুন্দর। এতদ্ভিন্ন এখানে একটী বৃহৎ পশুশালা আছে, তথায় পশুবিদ্যাসম্বন্ধে গবেষণা করিবার অনেক সুবিধা দেওয়া হয়। এখানকার চিত্রশালাটী দেখিবার জিনিস। স্থানীয় গ্রন্থাগারে অনেক প্রাচীন পুথি সংগৃহীত আছে। মাখন ও বরফে রক্ষিত মাংস অক্ল্যাণ্ড দ্বীপ হইতে বহুল পরিমাণে রপ্তানী হয়।

অক্ল্যাণ্ড২—ইংলণ্ডের ডার্হাম উপবিভাগের নগর। এখানে কয়েকটী বাজার আছে।

অক্ল্যাণ্ড উপসাগর—ব্রহ্মদেশের মেরগুই জেলার সমুদ্রতীরস্থ উপসাগর। অক্ষ ১২°১০' উঃ; দ্রাঘি ৯৮°৩০' পূঃ। মেরগুই দ্বীপপুঞ্জ এই উপসাগরে অবস্থিত।

অক্ল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ—দক্ষিণ প্রশান্তমহাসাগরস্থিত দ্বীপপুঞ্জ। আয়তন ৩৫০ বর্গমাইল। বৃহত্তম দ্বীপটীর আয়তন

১৭×১৫ মাইল। ইহাতে দুইটী বন্দর আছে। নিউজিল্যাণ্ডের অধিকারভুক্ত হইলেও, এস্থানে কোন লোক বসবাস করে না। সহসা সমুদ্রে কোন জাহাজ মগ্ন হইলে নাবিকগণ যাহাতে এখানে আসিয়া প্রাণরক্ষা করিতে পারে, তজ্জন্য নিউজিল্যাণ্ডের রাজসরকার বৃহত্তম দ্বীপটীতে কিছু আহারীয় দ্রব্য ও পরিধেয় বস্ত্র রাখিয়া দেন।

অক্‌ল্যাণ্ড, জর্জ্জ এডেন, আর্ল—(Earl of Auckland), (১৭৮৪-১৮৪৯ খৃঃ)। প্রথম ব্যারণ অকল্যাণ্ডের দ্বিতীয় পুত্র। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ব্যারিষ্টার হ'ন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে তিনি দ্বিতীয় ব্যারণ অকল্যাণ্ড হইয়া হাউস-অফ্-লর্ডস্-এ আসন গ্রহণ করেন। ১৮৩০ খৃঃ অব্দে বোর্ড-অফ্-ট্রেডের (Board of Trade) প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হ'ন ও টাঁকশালের কর্ত্তৃত্ব পান। ১৮৩৪ সালে কয়েক মাসের জন্য তিনি এড্‌মিরালটীর প্রথম লর্ড পদ পাইয়াছিলেন। ১৮৩৬ সালের ২০এ মার্চ্চ তিনি ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনেরল হইয়া ভারতে

অক্‌ল্যাণ্ড, জর্জ্জ এডেন, আর্ল

পদার্পণ করেন। ভারতে আসিয়া প্রথমেই তিনি শিক্ষা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারকল্পে তাঁহার শক্তি নিয়োজিত করেন। ১৮৩৮ সালে আফগানিস্থানে গোলযোগের সূত্রপাত হয়। ইহাতে যে ভারতবর্ষেই কেবল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা নহে, বিলাতেও তাহার ক্ষীণ তরঙ্গ দেখা দিয়াছিল। আফগানিস্থানের সহিত যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ১৮৩৮ সালের ১লা অক্টোবর তারিখে লর্ড অকল্যাণ্ড ঘোষণাপত্র প্রচার করেন। অনিবার্য্য কারণে যুদ্ধ বাধিয়া উঠে এবং আফগানরাজ দোস্ত্ মহম্মদ পদচ্যুত হ'ন। ইহার অল্পকাল পরেই আফগানদের কাছে ইংরেজেরা পরাজিত হইল। এই পরাজয়ে ক্ষুব্ধ হইয়া গবর্ণমেণ্ট ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে ভারতবর্ষ হইতে অপসারিত করিয়া তাঁহার স্থানে লর্ড এলেন্‌বরাকে গবর্ণর-জেনেরল নিযুক্ত করিলেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে বিলাতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি কিছুকাল রাজকীয় বিভাগে কার্য্য করেন, পরে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে স্থায়িভাবে "প্রথম লর্ড অব্ এড্‌মিরালটী" পদ প্রাপ্ত হ'ন এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তাঁহার মৃত্যু হয়।

অক্কথিতক্ষীর—[বৈদ্যক] কাঁচা দুধ (বৈদ্যক নির্ঘণ্ট)।

অক্কন্‌দেব—ফারদৌসীরচিত 'শাহ্‌নামা' কাব্যে বর্ণিত এক দানব। ইহার শরীর পীতবর্ণ ও চিতাবাঘের ন্যায় রেখাযুক্ত, আকৃতি হরিণের ন্যায়। বীরবর রুস্তম কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া এই দানব বায়ুরূপ পরিগ্রহ করিয়া অদৃশ্য হইত।

'অক্কন' শব্দ পহ্লবী ভাষায় 'কুয়ান' বা 'কন' বলিয়া লিখিত হইয়াছে; এবং ইহাই যে উক্ত দানবের প্রকৃত নাম, তাহা ফারদৌসী নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন।

চীনদেশের বায়ুদেবতা 'ফে লীয়েন্' (Fei Lien) ও শাহ্‌নামার 'অক্কনদেব' অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। কারণ, ফে লীয়েনও মৃগরূপী চিত্রব্যাঘ্রের ন্যায় পীতবর্ণ। অধিকন্তু, ফে লীয়েনের সর্পের ন্যায় লাঙ্গুল ছিল, অক্কনদেবকেও ফারদৌসী কর্ত্তৃক সর্পের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, চীনভাষায় 'কুয়ান্' নামযুক্ত বহু দেবতা আছে, যথা:—কুয়ানতি বা কুয়ান্ যু (যুদ্ধের দেবতা), কুয়ান য়িন্ (দয়াগুণের অধিষ্ঠাত্রী) ইত্যাদি।

আমাদের বায়ুদেবতারও একটী পর্য্যায় মৃগবাহন। [বায়ু দ্র]

[J. A. S. B., Vol XXIV, 1928, pp. 181]

অক্‌বেল—মধ্য এশিয়ার তিয়ান্-শান্ পর্ব্বতমালার একটী গিরি-সঙ্কট। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১২ হাজার ফুট উর্দ্ধে অবস্থিত।

অক্‌বৈতাল—ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে প্রবাহিত একটী ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদী।

অক্‌শালী—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সপ্তাদ্রিখণ্ডবাসী স্বর্ণকার জাতি। ইহারা অক্‌শালী সোণার বলিয়া পরিচিত। মহিসুর রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমস্থ শিকারপুর হইতে ইহারা

সহ্যাদ্রির শিরূসী, হলিয়াল ও মুণ্ডগোড নামক স্থানে আসিয়া বাস করিয়াছে। ইহারা মহিসুরের অকশালীদিগকে আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া জানে।

ইহারা সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—অকশালী সোণার ও কাঞ্চাগর (কংশকার)। উভয়শ্রেণী একত্রে ভোজন করে, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে আদানপ্রদান করে না। স্বগোত্রে বা নিকট কুটুম্বের মধ্যেও বিবাহাদি চলে না। সমুদ্রোপকূলবাসী সোণারদিগের অপেক্ষা ইহারা আপনাদিগকে সমাজিক ব্যাপারে উন্নত বলিয়া জানে। ইহারা কণ্নড ও মিশ্র-মরাঠী ভাষায় কথাবার্তা কহে।

ইহারা নিরামিষাশী, মদ্যপান করে না, অথবা কোনরূপ নিন্দিত ভোজ্য স্পর্শ করে না। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই হবিগ্ ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় বেশভূষা করে। ছেলেরা বাপের অধীনে অথবা অন্য কোন আত্মীয়ের কারখানায় কাজ করে এবং সকলেই কিছু কিছু উপার্জ্জন করিয়া থাকে। অবস্থা বেশ স্বচ্ছল, কেহ কেহ ভূসম্পত্তি কিনিয়া অবস্থা অনেক উন্নত করিয়াছে।

বেদনূরের কালম্মা ও ধারবারের বটুলী রুদ্র ইহাদের প্রধান উপাস্য। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য দেবদেবীর পূজাপর্ব্বে ইহারা বেশ ভক্তির সহিত যোগ দেয় ও উপাসনা করে। বারাণসী, তিরুপতি প্রভৃতি পবিত্র তীর্থে যাইয়া দেবপূজা দিয়া থাকে। ইহারা উপবীতধারী এবং ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় ষোড়শ সংস্কার পালন করিয়া থাকে। জাতকের ষষ্ঠদিনে ষষ্ঠীপূজা ও একাদশে নামকরণ হয়। ৭ম বর্ষে পুত্রের উপনয়ন হইয়া থাকে। ইহাদের বিবাহ, গর্ভাধান, জাত ও মরণাশৌচ হবিগ ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় সম্পন্ন হয়। অশৌচমাত্র দশ দিন।

অক্-শেহর (**অক্ষ-সহর**)—এসিয়ামাইনরের কোনিয়া বিষয়ের অন্তর্গত একটী নগর। সুলতানদাঘের উত্তরে উর্ব্বর অধিত্যকার প্রান্তভাগে অবস্থিত। প্রাচীন গ্রীস ও রোমকেরা ইহাকে ফিলোমেলিয়ম বলিত। সিসিরো এই নগরের অধিবাসীবর্গের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বৈজন্তাইন-সম্রাট্ ও রুমের সুলতানের মধ্যে এই সীমান্তপ্রদেশে ঘোর যুদ্ধ হইয়াছিল। পরে উহা সেলজুকদিগের অধিকারে আসে। আঙ্গোরাযুদ্ধে পরাজিত হইয়া বয়াজিদ্ য়েলদেরিম এখানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং এখানেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। এখানে নূর-উদ্দীন্ খোজার সমাধি বিদ্যমান। তুর্কগণ ঐ সমাধিমন্দিরে সম্মান প্রদর্শনার্থ এখানে আসিয়া থাকে। এখানে আনাতোলিয়া রেলপথের একটী ষ্টেশন আছে। কার্পেট প্রস্তুতের জন্য এইস্থান প্রসিদ্ধ।

অক্ষ,—[তু°—লা° axis ; প্রা° জর্ম্মন asha ; আ° জর্ম্মন Achse ; গ্রী° Axon ; লিথু assis] পাশক, দ্যূতাক্ষ, পাষ্টি, পাশা। ২ পাশকক্রীড়া, দ্যূত, দেবন। [অক্ষক্রীড়া দ্র°] ৩ পাশা খেলিবার ঘুটি ; প্রাচীনকালে বিভীদক বা বহেড়া ফল হইতে ইহা নির্ম্মিত হইত। [অক্ষক্রীড়া দ্র°] ৪ [বাণিজ্যে] এক কর্ষ পরিমাণ ; এক ভরি পরিমাণ ; ১৬ মাষা মতান্তরে ২৪ মাষা ; দুই তোলা (সুশ্রুত)। ৫ পরিমাণবিশেষ, ১০৪ অঙ্গুলি। ৬ তুলাদণ্ড (Beam of a balance)। ৭ [শিল্পে] রথচক্র, রথ, শকট, অভ্যন্তরস্থ ঈষ, axle। ৮ মন্দিরের নিম্নাংশ। ৯ [ব্যবহারশাস্ত্রে] আইন, রাজনীতি ; law, Jurisprudence। ১০ ক্রয়বিক্রয়াদিলক্ষণ ব্যবহার (Lawsuit)। [জ্যোতিষে] ১১ বিষুবরেখার উভয় পার্শ্বের দূরত্ব (Latitude) ১২ গ্রহগণের পরিভ্রমণের পথ ; রাশিচক্রের অবয়ব। ১৩ সর্প। ১৪ কুস্তি। ১৫ আত্মা। ১৬ জ্ঞান। ১৭ জ্ঞাতার্থ (মেদিনী)। ১৮ জন্মান্ধ। ১৯ আধার (বৈজয়ন্তী) ২০ বন্ধ্র, ছিদ্র (ভাগবত ১০.২.২৭)। ২১ কর্ণনেত্রের মধ্যস্থ শঙ্খের অধোভাগ (মিতাক্ষরা)। ২২ ইন্দ্রিয়। ২৩ চক্ষু। ২৪ (ইন্দ্রিয় সংখ্যানুসারে) পাঁচ (৫) এই সংখ্যা।

অক্ষ,—[বৈদ্যক] তুঁতে, তুথ। রসাঞ্জন। ধূনা। ২ বিভীতক বৃক্ষ ; বহেড়া গাছ। [বিভীতক দ্র°] ৩ রুদ্রাক্ষ-বীজ ; রুদ্রাক্ষগাছ। ৪ পদ্মবীজ। ৫ নিম্বরক্ষ (অজয়)। ৬ সৌবর্চ্চল ; সোচল লুন ; সোরা।

অক্ষ,—কাশ্মীরের রাজা। ইনি রাজা দ্বিতীয় নরের পুত্র ; গোপাদিত্যের পিতা। কলির ২৫৮১ বৎসর গত হইলে (৫৯৮ শকাব্দের পূর্ব্বে) রাজা হইয়া ৬০ বৎসরকাল রাজত্ব করেন। ইনি 'অক্ষবাল' নামে একটী মনোহর শিবমন্দির নির্ম্মাণ করেন। (রাজতরঙ্গিণী) ২ রাবণের পুত্র। সীতার অন্বেষণে হনুমান্ লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া অশোকবনে তাঁহার সাক্ষাৎ পান এবং তাঁহার নিকট হইতে অভিজ্ঞান লইয়া ফিরিবার সময় অশোকবন নষ্ট করেন। এই সংবাদ শুনিয়া রাবণ বিরূপাক্ষ প্রভৃতি পাঁচজন সেনাপতিকে হনুমানের বিরুদ্ধে পাঠান। তাঁহারা সকলেই হনুমানের নিকট পরাজিত ও নিহত হ'ন। তখন রাবণ আপনার পুত্র অক্ষকে হনুমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আদেশ করেন। রাবণ-তনয় অক্ষ যুদ্ধে হনুমানের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন (রামা°, সুন্দর, ৪৬-৪৭° সর্গ)। ৩ এক দেবসেনানী। মহাভারত মতে দেবাসুরসংগ্রামে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ,

সমুদ্র, সমুদয় পর্ব্বত যে সকল সেনানায়ককে পাঠান, অক্ষ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। ৪ শ্রীকৃষ্ণের পুত্র। ইনি সত্যভামার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৯৬.১৩৮)। ৫ গরুড়। ৬ শিব (মহাভা° ১৩.১৭.১২২)। ৭ দ্যূতকার দেবতা (ঋক্ ১০.৩৪)।

অক্ষ,—[স্থপতি-বিজ্ঞানে] 'অধিষ্ঠান' (The base of a column), (মানসার, ১৪.১৭, টীকা)। "অক্ষঃ পাদস্তম্ভয়োরুপরিনিবিষ্ট তুলাধারপট্টঃ" (মিতাক্ষরা)। ২ পাদপীঠের ক্ষেত্রাকার অংশ ; কণ্ঠ (রামরাজ), (মানসার, ৬০.২৯-৩০ ; ৬৮.২৮)। ৩ চক্ষু (মানসার, ৬০.২৯-৩০)। ৪ দোলা বা রথের যে অংশ গবাক্ষ আকৃতির, জানালার মত (মানসার, ৫০.১৬৫-১৬৬ ; ৪১.৫১)। [অক্ষভার দ্র]

অক্ষক,—দৈত্যপতি বিপ্রচিত্তির অন্যতম ভ্রাতা ও সঙ্গী (ব্রহ্মাণ্ডপু, ৬৮.৫)।

অক্ষক,—[বৈদ্যক] তিনিশবৃক্ষ, Dalbergia Oujeinensis.

অক্ষক্রীড়া—দ্যূতক্রীড়া, পাশাখেলা। বৈদিক যুগে ঘোড়দৌড় ও পাশাখেলা এই দুইটী বিশেষ ব্যসনের মধ্যে গণ্য ছিল। বৈদিক সাহিত্যে ইহার বহুল প্রয়োগ থাকিলেও ইহার ক্রীড়া-প্রণালী তৎকালে কিরূপ ছিল তাহা সহজে বোধগম্য হয় না।

"ন স স্বো দক্ষো বরুণ ধ্রুতিঃ সা সুরা মন্যুর্বিভীদকো অচিত্তিঃ।" (ঋক্ ৭.৮৬.৬)

"প্রাবেপা মা বৃহতো মাদয়ংতি প্রবাতেজা ইরিণে বর্ব্ৃতানাঃ। সোমস্যেব মৌজবতস্য ভক্ষো বিভীদকো জাগৃবির্মহ্যমচ্ছান্।" (ঋক ১০.৩৪.১)

এই ঋক মন্ত্র দুইটী হইতে বুঝা যায়, 'বিভীদক' বা 'বহেড়া' ফল হইতে অক্ষ বা পাশা নির্ম্মিত হইত। সায়ণ বলিয়াছেন, "বিভীদকো বিভীতকবিকারোঽক্ষো"। "ন্যুপ্তাশ্চ বভ্রবো বাচমক্রত" (ঋক্ ১০.৩৪.৫) এই ঋকের টীকায় সায়ণ বলিয়াছেন, "বভ্রবো বভ্রুবর্ণা অক্ষা ন্যুপ্তাঃ কিতবৈরবক্ষিপ্তাঃ সংতো বাচমক্রত। শব্দং কুর্বংতি।" ইহা হইতে বুঝা যায়, বৈদিক যুগে পাশার রং ছিল বভ্রুবর্ণ বা পিঙ্গলবর্ণ (বহেড়ার রং তাহাই) এবং তাহা কিতব বা দ্যূতক্রীড়ক কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া শব্দ করে। সময়ে সময়ে এই বিভীদকনির্ম্মিত অক্ষের অনুকরণে সুবর্ণের অক্ষ নির্ম্মিত হইত। (তৈত্তি° স° ১.৮.৬.১২ (সায়ণ, টীকা) ; শত°ব্রা° ৫.৪.৪.৬)। "চতুরশ্চিদ্দদমানাদ্বিভীয়াদা নিধাতোঃ" (১.৪১.৯), এই ঋকের ভাষ্যে সায়ণ বলিয়াছেন "অক্ষদ্যূতং কুর্বতোরুভয়োর্মধ্যে যঃ পুমান্ চতুরশ্চতুঃসংখ্যাকান্কপর্দকান্দদমানাদ্দদতো হস্তে ধারয়তঃ পুরুষাৎ আ নিধাতোঃ কপর্দকনিপাতপর্যংতং বিভীয়াৎ অস্য জয়ো ভবিষ্যতি।" এবং বাজসনেয়ী সংহিতায় (১০.২৮) মহীধরের ভাষ্য হইতে বুঝা যায় যে পরবর্ত্তী যুগে কপর্দক বা কড়ি লইয়া পাশাখেলা হইত। এখনও পল্লীগ্রামে কড়ি লইয়া দশপঁচিশ খেলা হয়। ইহার ছক ঠিক পাশাখেলার ছকেরই অনুরূপ এবং আধুনিক পাশাখেলার মত চার রংয়ের ঘুটি লইয়া খেলা হইয়া থাকে। কেবল প্রভেদ এই যে, ইহাতে পাশার বদলে কড়ি দিয়া দান ফেলা হয় ও চাল চালিবার প্রথাও কিছু স্বতন্ত্র।

বৈদিকযুগে কতগুলি অক্ষ লইয়া খেলা হইত, সে সম্বন্ধে অধিক বিবরণ পাওয়া যায় না। "ত্রিপংচাশঃ ক্রীড়তি ব্রাত এষাং" (ঋক্ ১০.৩৪.৮), এই ঋক্ হইতে অনেকে মনে করেন তিপ্পান্নটী অক্ষ লইয়া ক্রীড়া হইত। কিন্তু এই ঋকের প্রকৃত অর্থ কি—তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তাহার পর আর একস্থলে আছে, "যো বঃ সেনানীর্মহতো গণস্য" (ঋক্ ১০.৩৪.১২)। ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন, অক্ষের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক ছিল। কিন্তু "চতুরশ্চিদ্দদমানাৎ" (ঋক ১.৪১.৯) হইতে ও সায়ণের ব্যাখ্যা হইতে মনে হয়, অক্ষের সংখ্যা ছিল চার। আমাদের মনে হয় "ত্রিপংচাশঃ" ও "সেনানীর্মহতো গণস্য" ইহার অর্থ অক্ষ বুঝাইতেছে না—চালিবার ঘুটি বুঝাইতেছে। তিপ্পান্নটী অক্ষ কোন লোক হাতের মুষ্টির মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে না।

পরবর্ত্তী যুগে তৈত্তিরীয় সংহিতা (৪.৩.৩.১-২), বাজসনেয়ী সংহিতা (৩০.১৮), শতপথব্রাহ্মণ (৫.৪.৪.৬) প্রভৃতিতে কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর, আস্কন্দ, অভিভূ, কলি প্রভৃতি শব্দ অক্ষক্রীড়া সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে। সেই শব্দগুলির প্রকৃত অর্থ কিন্তু সহজে বোধগম্য হয় না। তবে মনে হয়, আধুনিক পাশাখেলার দানের 'ছ-তিন নয়', 'কচে বার', 'পে পঞ্জা' প্রভৃতি যে নাম আছে, সে যুগেও সেইরূপ নাম ছিল ; ঐ শব্দগুলি সেইরূপ দান পড়ার নাম মাত্র। পাশাখেলার ছকের কোন আভাস আমরা বৈদিক সাহিত্যে পাই না। তবে ভূমিতে যে স্থানে অক্ষ নিক্ষেপ করা হইত, সেখানে একটু গর্ত্ত করিয়া দেওয়া হইত, তাহার নাম ছিল অধিদেবন (অথর্ববেদ ৫.৩১.৬ ; ৬.৭০.১ ; মৈত্রায়ণী সংহিতা ১.৬.১১ ; ৪.৪.৬), দেবন (ঋক ১০.৪৩.৫), ইরিণ (ঋক্ ১০.৩৪.১) ইত্যাদি। যে কৌটায় অক্ষ রাখা হইত তাহাকে বলা হইত অক্ষাবপন (শত°ব্রা° ৫.৩.১.১১) ; এবং যে ক্রীড়ার পরিদর্শক তাহার নাম ছিল অক্ষাবাপ বা অক্ষাধ্যক্ষ। দান বা নিক্ষেপকে গ্রহ (অথর্ববেদ ৪.৩৮.১) বা গ্রাভ (ঋক্ ৮.৮১.১ ; ৯.১০৬.৩) বলিত। খেলার পণের নাম ছিল 'বিজ্'। ঋগ্বেদ হইতে আমরা জানিতে পারি

সহ্যাদ্রির শিরসী, হলিয়াল ও মণ্ডগোড় নামক স্থানে আসিয়া বাস করিয়াছে। ইহারা মহিসুরের অকশালীদিগকে আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া জানে।

ইহারা সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—অকশালী সোণার ও কাঞ্চাগর (কংশকার)। উভয়শ্রেণী একত্রে ভোজন করে, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে আদানপ্রদান করে না। স্বগোত্রে বা নিকট কুটুম্বের মধ্যেও বিবাহাদি চলে না। সমুদ্রোপকূলবাসী সোণারদিগের অপেক্ষা ইহারা আপনাদিগকে সামাজিক ব্যাপারে উন্নত বলিয়া জানে। ইহারা কন্নড ও মিশ্র-মরাঠী ভাষায় কথ বার্ত্তা কহে।

ইহারা নিরামিষাশী, মদ্যপান করে না, অথবা কোনরূপ নিন্দিত ভোজ্য স্পর্শ করে না। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই হবিগ্ ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় বেশভূষা করে। ছেলেরা বাপের অধীনে অথবা অন্য কোন আত্মীয়ের কারখানায় কাজ করে এবং সকলেই কিছু কিছু উপার্জ্জন করিয়া থাকে। অবস্থা বেশ স্বচ্ছল, কেহ কেহ ভূসম্পত্তি কিনিয়া অবস্থা অনেক উন্নত করিয়াছে।

বেদনূরের কালম্মা ও ধারবারের বটুলী রুদ্র ইহাদের প্রধান উপাস্য। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য দেবদেবীর পূজাপর্ব্বে ইহারা বেশ ভক্তির সহিত যোগ দেয় ও উপাসনা করে। বারাণসী, তিরুপতি প্রভৃতি পবিত্র তীর্থে যাইয়া দেবপূজা দিয়া থাকে। ইহারা উপবীতধারী এবং ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় ষোড়শ সংস্কার পালন করিয়া থাকে। জাতকের ষষ্ঠদিনে ষষ্ঠীপূজা ও একাদশে নামকরণ হয়। ৭ম বর্ষে পুত্রের উপনয়ন হইয়া থাকে। ইহাদের বিবাহ, গর্ভাধান, জাত ও মরণাশৌচ হবিগ্ ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় সম্পন্ন হয়। অশৌচমাত্র দশ দিন।

অক্-শেহর (**অক্ষ-সহর**)—এসিয়ামাইনরের কোনিয়া বিয়েত্রে অন্তর্গত একটী নগর। সুলতানদাঘের উত্তরে উর্ব্বর অধিত্যকার প্রান্তভাগে অবস্থিত। প্রাচীন গ্রীস ও রোমকেরা ইহাকে ফিলোমেলিয়ন বলিত। সিসিরো এই নগরের অধিবাসীবর্গের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বৈজন্তাইন-সম্রাট্ ও রুমের সুলতানের মধ্যে এই সীমান্তপ্রদেশে ঘোর যুদ্ধ হইয়াছিল। পরে উহা সেলজুকদিগের অধিকারে আসে। আঙ্গোরাযুদ্ধে পরাজিত হইয়া বয়াজিদ্ যেলদেরিম এখানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং এখানেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। এখানে নূর-উদ্দীন্ খোজার সমাধি বিদ্যমান। তুর্কগণ ঐ সমাধিমন্দিরে সম্মান প্রদর্শনার্থ এখানে আসিয়া থাকে। এখানে আনাতোলিয়া রেলপথের একটী ষ্টেশন আছে। কার্পেট প্রস্তুতের জন্য এইস্থান প্রসিদ্ধ।

অক্ষ,—[তুং—লাং axis; প্রাং জর্ম্মন asha; আং জর্ম্মন Achse; গ্রীং Axon; লিথু assis] পাশক, দ্যূতাঙ্গ, পাষ্টি, পাশা। ২ পাশকক্রীড়া, দ্যূত, দেবন। [অক্ষক্রীড়া দ্রং] ৩ পাশা খেলিবার ঘুটি; প্রাচীনকালে বিভীদক বা বহেড়া ফল হইতে ইহা নির্ম্মিত হইত। [অক্ষক্রীড়া দ্রং] ৪ [বাণিজ্যে] এক কর্ষ পরিমাণ; এক ভরি পরিমাণ; ১৬ মাষা মতান্তরে ২৪ মাষা; দুই তোলা (সুশ্রুত)। ৫ পরিমাণবিশেষ, ১০৪ অঙ্গুলি। ৬ তুলাদণ্ড (Beam of a balance)। ৭ [শিল্পে] রথচক্র, রথ, শকট, অভ্যন্তরস্থ ঈষ, axle। ৮ মন্দিরের নিম্নাংশ। ৯ [ব্যবহারবেদ] আইন, রাজনীতি; law, Jurisprudence। ১০ ক্রয়বিক্রয়াদিলক্ষণ ব্যবহার (Lawsuit)। [জ্যোতিষে] ১১ বিষুবরেখার উভয় পার্শ্বের দূরত্ব (Latitude) ১২ গ্রহগণের পরিভ্রমণের পথ; রাশিচক্রের অবয়ব। ১৩ সর্প। ১৪ কুম্ভি। ১৫ আত্মা। ১৬ জ্ঞান। ১৭ জাতার্থ (মেদিনী)। ১৮ জন্মান্ধ। ১৯ আধার (বৈজয়ন্তী)। ২০ বন্ধু, ছিদ্র (ভাগবত ১০.২.২৭)। ২১ কর্ণনেত্রের মধ্যস্থ শঙ্খের অধোভাগ (মিতাক্ষরা)। ২২ ইন্দ্রিয়। ২৩ চক্ষু। ২৪ (ইন্দ্রিয় সংখ্যানুসারে) পাঁচ (৫) এই সংখ্যা।

অক্ষ, —[বৈদ্যক] তুঁতে, তুথ। রসাঞ্জন। ধূনা। ২ বিভীতক বৃক্ষ; বহেড়া গাছ। [বিভীতক দ্রং] ৩ রুদ্রাক্ষ-বীজ; রুদ্রাক্ষগাছ। ৪ পদ্মবীজ। ৫ নিম্ববৃক্ষ (অজয়)। ৬ সৌবর্চ্চল; সোচল নুন; সোরা।

অক্ষ,—কাশ্মীরের রাজা। ইনি রাজা দ্বিতীয় নরের পুত্র; গোপাদিত্যের পিতা। কলির ২৫৮১ বৎসর গত হইলে (৫৯৮ শকাব্দের পূর্ব্বে) রাজা হইয়া ৬০ বৎসরকাল রাজত্ব করেন। ইনি 'অক্ষবাল' নামে একটী মনোহর শিবমন্দির নির্ম্মাণ করেন। (রাজতরঙ্গিণী) ২ রাবণের পুত্র। সীতার অন্বেষণে হনুমান্ লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া অশোকবনে তাঁহার সাক্ষাৎ পান এবং তাঁহার নিকট হইতে অভিজ্ঞান লইয়া ফিরিবার সময় অশোকবন নষ্ট করেন। এই সংবাদ শুনিয়া রাবণ বিরূপাক্ষ প্রভৃতি পাঁচজন সেনাপতিকে হনুমানের বিরুদ্ধে পাঠান। তাঁহারা সকলেই হনুমানের নিকট পরাজিত ও নিহত হ'ন। তখন রাবণ আপনার পুত্র অক্ষকে হনুমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আদেশ করেন। রাবণ-তনয় অক্ষ যুদ্ধে হনুমানের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন (রামাং, সুন্দর, ৪৬-৪৭০ সর্গ)। ৩ এক দেবসেনানী। মহাভারত মতে দেবাসুরসংগ্রামে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সরিৎ,

সমুদ্র, সমুদয় পর্ব্বত যে সকল সেনানায়ককে পাঠান, অক্ষ তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। ৪ শ্রীকৃষ্ণের পুত্র। ইনি সত্যভামার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৯৬.১৩৮)। ৫ গরুড়। ৬ শিব (মহাভা° ১৩.১৭.১২২)। ৭ দ্যূতকার দেবতা (ঋক্ ১০.৩৪)।

অক্ষ,—[স্থপতি-বিজ্ঞানে] 'অধিষ্ঠান' (The base of a column), (মানসার, ১৪.১৭, টীকা)। "অক্ষ: পাদস্তম্ভয়োরুপরিনিবিষ্ট তুলাধারপট্টঃ" (মিতাক্ষরা)। ২ পাদপীঠের ক্ষেত্রাকার অংশ; কণ্ঠ (রামরাজ), (মানসার, ৬০.২৯-৩০ ; ৬৮.২৮)। ৩ চক্ষু (মানসার, ৬০.২৯-৩০)। ৪ দোলা বা রথের যে অংশ গবাক্ষ আকৃতির, জানালার মত (মানসার, ৫০.১৬৫-১৬৬ ; ৪১.৫১)। [অক্ষভার দ্র]

অক্ষক,—দৈত্যপতি বিপ্রচিত্তির অন্যতম ভ্রাতা ও সঙ্গী (ব্রহ্মাণ্ডপু°, ৬৮.৫)।

অক্ষক,—[বৈদ্যক] তিনিশবৃক্ষ, Dalbergia Oujeinensis.

অক্ষক্রীড়া—দ্যূতক্রীড়া, পাশাখেলা। বৈদিক যুগে ঘোড়দৌড় ও পাশাখেলা এই দুইটী বিশেষ ব্যসনের মধ্যে গণ্য ছিল। বৈদিক সাহিত্যে ইহার বহুল প্রয়োগ থাকিলেও ইহার ক্রীড়া-প্রণালী তৎকালে কিরূপ ছিল তাহা সহজে বোধগম্য হয় না।

"ন স স্বো দক্ষো বরুণ ধ্রুতিঃ সা সুরা মন্যুর্বিভীদকো অচিত্তিঃ।" (ঋক ৭.৮৬.৬)

"প্রাবেপা মা বৃহতো মাদয়ংতি প্রবাতেজা ইরিণে বর্বৃতানাঃ। সোমস্যেব মৌজবতস্য ভক্ষো বিভীদকো জাগৃবির্মহ্যমচ্ছান্।" (ঋক ১০.৩৪.১)

এই ঋক মন্ত্র দুইটী হইতে বুঝা যায়, 'বিভীদক' বা 'বহেড়া' ফল হইতে অক্ষ বা পাশা নির্ম্মিত হইত। সায়ণ বলিয়াছেন, "বিভীদকো বিভীতকবিকারোঽক্ষো"। "ন্যুপ্তাশ্চ বভ্রবো বাচমক্রত" (ঋক্ ১০.৩৪.৫) এই ঋকের টীকায় সায়ণ বলিয়াছেন, "বভ্রবো বভ্রুবর্ণা অক্ষা ন্যুপ্তাঃ কিতবৈরবক্ষিপ্তাঃ সংতো বাচমক্রত। শব্দং কুর্বংতি।" ইহা হইতে বুঝা যায়, বৈদিক যুগে পাশার রং ছিল বভ্রুবর্ণ বা পিঙ্গলবর্ণ (বহেড়ার রং তাহাই) এবং তাহা কিতব বা দ্যূতক্রীড়ক কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া শব্দ করে। সময়ে সময়ে এই বিভীদকনির্ম্মিত অক্ষের অনুকরণে সুবর্ণের অক্ষ নির্ম্মিত হইত। (তৈত্তি° স° ১.৮.৬.১২ (সায়ণ, টীকা) ; শতব্রা° ৫.৪.৪.৬)। "চতুরশ্চিদ্দদমানাদ্বিভীয়াদা নিধাতোঃ" (১.৪১.৯), এই ঋকের ভাষ্যে সায়ণ বলিয়াছেন "অক্ষদ্যূতং কুর্বতোরুভয়োর্মধ্যে যঃ পুমান্ চতুরশ্চতুঃসংখ্যাকান্কপর্দকান্দদমানাদ্দদতো হস্তে ধারয়তঃ পুরুষাৎ আ নিধাতোঃ কপর্দকনিপাতপর্যংতং বিভীয়াৎ অস্য জয়ো ভবিষ্যতি।" এবং বাজসনেয়ী সংহিতায় (১০.২৮) মহীধরের ভাষ্য হইতে বুঝা যায় যে পরবর্ত্তী যুগে কপর্দ্দক বা কড়ি লইয়া পাশাখেলা হইত। এখনও পল্লীগ্রামে কড়ি লইয়া দশপচিশ খেলা হয়। ইহার ছক ঠিক পাশাখেলার ছকেরই অনুরূপ এবং আধুনিক পাশাখেলার মত চার রংয়ের ঘুটি লইয়া খেলা হইয়া থাকে। কেবল প্রভেদ এই যে, ইহাতে পাশার বদলে কড়ি দিয়া দান ফেলা হয় ও চাল চালিবার প্রথাও কিছু স্বতন্ত্র।

বৈদিকযুগে কতগুলি অক্ষ লইয়া খেলা হইত, সে সম্বন্ধে অধিক বিবরণ পাওয়া যায় না। "ত্রিপংচাশঃ ক্রীড়তি ব্রাত এষাং" (ঋক ১০.৩৪.৮), এই ঋক্ হইতে অনেকে মনে করেন তিপ্পান্নটী অক্ষ লইয়া ক্রীড়া হইত। কিন্তু এই ঋকের প্রকৃত অর্থ কি—তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তাহার পর আর একস্থলে আছে, "যো বঃ সেনানীর্মহতো গণস্য" (ঋক ১০.৩৪.১২)। ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন, অক্ষের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক ছিল। কিন্তু "চতুরশ্চিদ্দদমানাৎ" (ঋক ১.৪১.৯) হইতে ও সায়ণের ব্যাখ্যা হইতে মনে হয়, অক্ষের সংখ্যা ছিল চার। আমাদের মনে হয় "ত্রিপংচাশঃ" ও "সেনানীর্মহতো গণস্য" ইহার অর্থ অক্ষ বুঝাইতেছে না—চালিবার ঘুটি বুঝাইতেছে। তিপ্পান্নটী অক্ষ কোন লোক হাতের মুষ্টির মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে না।

পরবর্ত্তী যুগে তৈত্তিরীয় সংহিতা (৪.৩.৩.১-২), বাজসনেয়ী সংহিতা (৩০.১৮), শতপথব্রাহ্মণ (৫.৪.৪.৬) প্রভৃতিতে কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর, আস্কন্দ, অভিভূ, কলি প্রভৃতি শব্দ অক্ষক্রীড়া সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে। সেই শব্দগুলির প্রকৃত অর্থ কিন্তু সহজে বোধগম্য হয় না। তবে মনে হয়, আধুনিক পাশাখেলার দানের 'ছ-তিন নয়', 'কচে বার', 'পে পঞ্জা' প্রভৃতি যে নাম আছে, সে যুগেও সেইরূপ নাম ছিল ; ঐ শব্দগুলি সেইরূপ দান পড়ার নাম মাত্র। পাশাখেলার ছকের কোন আভাস আমরা বৈদিক সাহিত্যে পাই না। তবে ভূমিতে যে স্থানে অক্ষ নিক্ষেপ করা হইত, সেখানে একটু গর্ত্ত করিয়া দেওয়া হইত, তাহার নাম ছিল অধিদেবন (অথর্ববেদ ৫.৩১.৬ ; ৬.৭০.১ ; মৈত্রায়ণী সংহিতা ১.৬.১১ ; ৪.৪.৬), দেবন (ঋক ১০.৪৩.৫), ইরিণ (ঋক্ ১০.৩৪.১) ইত্যাদি। যে কৌটায় অক্ষ রাখা হইত তাহাকে বলা হইত অক্ষাবপন (শতব্রা° ৫.৩.১.১১) ; এবং যে ক্রীড়ার পরিদর্শক তাহার নাম ছিল অক্ষাবাপ বা অক্ষাধ্যক্ষ। দান বা নিক্ষেপকে গ্রহ (অথর্ববেদ ৪.৩৮.১) বা গ্রাভ (ঋক্ ৮.৮১.১ ; ৯.১০৬.৩) বলিত। খেলার পণের নাম ছিল 'বিজ্'। ঋগ্বেদ হইতে আমরা জানিতে পারি

যে, দ্যূতাসক্ত ব্যক্তি (কিতব) সর্ব্বস্ব এমন কি স্ত্রী পর্য্যন্ত পণ দিয়া পথের ভিখারী হইত।

মহাভারত হইতে অক্ষক্রীড়াসম্বন্ধে আমরা অনেক কথা জানিতে পারি। দুর্য্যোধন রাজসূয়যজ্ঞসভায় যুধিষ্ঠিরের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হ'ন এবং শকুনির পরামর্শে যুধিষ্ঠিরকে অক্ষক্রীড়ায় নিমন্ত্রণ করেন। শকুনি আত্মশ্লাঘা করিয়া দ্যূতক্রীড়ায় নিজের দক্ষতা জানাইতেছেন—

"গ্লহান্ধনূংষি মে বিদ্ধি শরানক্ষাংশ্চ ভারত।

অক্ষাণাং হৃদয়ং মে জ্যাং রথং বিদ্ধি মমাস্ফুরম্॥"

পণ আমার ধনু, অক্ষ আমার শর, অক্ষ-হৃদয় আমার জ্যা ও আমার স্ফূর্ত্তিই আমার রথ। (মহাভা°, সভা°, ৫৬.৩-৪)

গ্লহ (পণ), দুরোদর (অক্ষক্রীড়া), অক্ষদেবী (অক্ষক্রীড়ায় অত্যন্ত নিপুণ) প্রভৃতি শব্দ মহাভারতে আমরা পাইয়া থাকি। অক্ষক্রীড়ার জন্য বিপুল আয়োজন এবং অক্ষক্রীড়ার জন্য সভা-নির্ম্মাণের বর্ণনা অতি বিশদভাবে মহাভারতে বর্ণিত আছে।

যুধিষ্ঠির নিজে দ্যূতক্রীড়াকে অত্যন্ত অমঙ্গলকারী জানিয়াও অত্যন্ত আসক্তিহেতু কপট 'অক্ষদেবী' শকুনির সহিত দ্যূতক্রীড়ায় ধনরত্ন, রাজ্যৈশ্বর্য্য, ভ্রাতৃগণ, এমন কি প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পাঞ্চালীকে পর্য্যন্ত হারাইয়াছিলেন। মহাভারতে আমরা কপট-দ্যূতক্রীড়ক অর্থে 'কিতব' শব্দের ব্যবহার দেখি। বৈদিক যুগে দ্যূতক্রীড়ক মাত্রকেই কিতব বলিত। কালক্রমে পেশাদার দ্যূতক্রীড়কগণ ছলনার আশ্রয় লওয়ায় কিতব অর্থে তাহাদিগকেই বুঝাইত।

আমরা দেখিতেছি, মহাভারতের সময়ে ও প্রাচীন কাব্য-সাহিত্যে দ্যূতক্রীড়ার সমধিক আদর ছিল। বিরাটরাজ স্বীয় পুত্র উত্তরের বিজয়বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দ্যূতক্রীড়ায় আমোদ করিতে চাহিলে দ্যূতক্রীড়ায় হৃতসর্ব্বস্ব কঙ্ক তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। তাহাতে বিরাট বলিলেন "দ্যূতক্রীড়া আমার অত্যন্ত প্রিয়, সুতরাং তোমার কোন যুক্তিই শুনিব না" (মহাভা°, বিরাট°, ৬৮ অ:)। অপর স্থলে পুণ্যশ্লোক নলরাজাও দ্যূতক্রীড়াসক্ত হইয়া পথের ভিখারী হইয়াছিলেন, সে বৃত্তান্তও বর্ণিত আছে (মহাভা°, বন°, ৫৩-৭৯ অ:)। সুতরাং দ্যূতক্রীড়া সে যুগে বিলাসের সামগ্রী ছিল। ইহার বিষময় ফল প্রত্যক্ষ করিয়াও যুধিষ্ঠির ও নলের ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যক্তিও তাহার মোহের প্রভাব হইতে মুক্ত হ'ন নাই। প্রাচীনকালে ভারতে হস্তিদন্ত, কাষ্ঠ, অস্থি, মৃত্তিকা ও সময়ে সময়ে সুবর্ণের অক্ষ নির্ম্মিত হইত এবং কিতবগণ অপরকে বঞ্চনা করিবার জন্য ধাতুগর্ভ অক্ষাদি নির্ম্মাণ করিত। এই অক্ষনির্ম্মাণকৌশল চতুঃষষ্টি কলার অন্তর্গত একটী কলা। মহাভারতে শকুনি ও পুষ্কর এই 'অক্ষহৃদয়' জ্ঞাত হইয়া যুধিষ্ঠির ও নলকে পরাজিত করিয়াছিল। ঋগ্বেদে আমরা 'অক্ষাবপন' শব্দ পাইয়াছি, তাহার অর্থ অক্ষাধার; তাহাতে রাখিয়া অক্ষগুলিকে ভূতলে নিক্ষেপ করা হইত এবং দ্যূতফলকে গুটিকাদি চালনা করিয়া ক্রীড়া করা হইত।

কামসূত্রকার বাৎস্যায়ন তাঁহার গ্রন্থের প্রথম অধিকরণের তৃতীয় অধ্যায়ে "বিদ্যাসমুদ্দেশ-প্রকরণে" অবিবাহিতা স্ত্রীলোকের অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়ের উল্লেখে বলিয়াছেন "অভ্যাসপ্রয়োজ্যাশ্চ চাতুঃষষ্টিকান্ যোগান্ কন্যা রহস্যেকাকিন্যভ্যসেৎ" (কামসূত্র ১.৩.১৪)। টীকাকার যশোধর এই চাতুঃষষ্টিক বা চতুঃষষ্টি কলার বর্ণনায় দ্যূতাশ্রয়া বিংশতি কলার বর্ণনায় 'অক্ষবিধানম্' বলিয়া একটী কলার উল্লেখ করিয়াছেন। এই অক্ষবিধান অর্থে সম্ভবতঃ অক্ষনির্ম্মাণ বুঝাইতেছে। পুনরায় বাৎস্যায়ন উপায়িকী চতুঃষষ্টি কলার মধ্যে 'দ্যূতবিশেষঃ' ও 'আকর্ষ-ক্রীড়ার' কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যশোধর এই শব্দদ্বয়ের টীকায় বলিয়াছেন "দ্যূতবিশেষা ইতি। নির্জীব-দ্যূতবিধানমেতদ্, যত্র যে প্রাপ্ত্যাদিভিঃ পঞ্চদশভিরঙ্গৈর্মুষ্টিক্ষুল্লকাদয়ো দ্যূতবিশেষাঃ প্রতীতার্থাঃ। আকর্ষক্রীড়েতি। পাশকক্রীড়া, দ্যূতবিশেষত্বেঽপি পুনর্বচনমত্রাদরার্থম্, সশৃঙ্গারত্বাদ্ দুর্বিজ্ঞেয়ত্বাদ্ বা অক্ষহৃদয়াপরিজ্ঞানে হি নলযুধিষ্ঠিরয়োরপি পরাজয়াৎ।" অর্থাৎ 'দ্যূতবিশেষ অর্থে নির্জীব দ্যূতক্রীড়া (সজীব দ্যূতক্রীড়া হইতেছে 'মেষকুক্কুটলাবকযুদ্ধ'; দ্যূত অর্থে জুয়া); প্রাপ্তি প্রভৃতি পঞ্চদশ অঙ্গে মুষ্টি, ক্ষুল্লক প্রভৃতি ক্রীড়াকে দ্যূতক্রীড়া বলা হইয়াছে। আকর্ষ-ক্রীড়া অর্থাৎ পাশাখেলা দ্যূতবিশেষ হইলেও অত্যন্ত সমাদরের সহিত উল্লেখ করা হইয়াছে। এই ক্রীড়া মনোহারী ও দুর্বিজ্ঞেয়; অক্ষহৃদয় বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান না থাকায় নল ও যুধিষ্ঠির পরাজিত হইয়াছিলেন।' ইহা হইতে আমরা দেখিতেছি যে, প্রাচীনকালে নানাপ্রকার- অক্ষক্রীড়া প্রচলিত ছিল এবং বিলাসি-সমাজে তাহার সমধিক আদর ছিল। বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে আমোদের জন্য যে দ্যূতক্রীড়া হইত তাহাকে 'সুহৃদ্দ্যূত' বলা হইত।

কামসূত্রের প্রথম অধিকরণের চতুর্থ অধ্যায়ে "নাগরক-বৃত্তপ্রকরণে" বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন যে, নাগরকের গৃহকুট্টিমে আকর্ষফলক ও দ্যূতফলক দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়া রাখা হইবে, যাহাতে আবশ্যক হইলে ভূমিতে প্রসারিত করা যায় (কামসূত্র ১.৪.১২)।

বাৎস্যায়ন হইতে আমরা আরও জানিতে পারি যে, নাগরকগণ

উদ্যান-বিহার করিতে গিয়া মধ্যাহ্নে তথায় দ্যূতক্রীড়ায় আমোদ উপভোগ করিতেন (১.৪.৪০)। বাৎস্যায়ন রাত্রিকালীন ক্রীড়ার বর্ণনায় 'যক্ষরাত্রি ও কৌমুদীজাগর' নামে দুইটী ক্রীড়ার বর্ণনা করিয়াছেন। টীকাকার বলিয়াছেন, এই যক্ষরাত্রিতে প্রায়শঃ সমস্তরাত্রি ধরিয়া লোকে দ্যূতক্রীড়া করিত এবং কোজাগর পূর্ণিমায় দোলা-ক্রীড়া ও দ্যূতক্রীড়াদি করিয়া রাত্রি জাগরণ করিত।

পরবর্ত্তী যুগের কাব্যাদিতে আমরা দ্যূতক্রীড়ার যথেষ্ট উদাহরণ পাই এবং বাৎস্যায়নের কামসূত্র ও তৎকালীন কাব্যসমূহ হইতে বেশ বুঝিতে পারি যে, গণিকালয়সমূহ প্রাচীন ভারতে বিলাসিগণের দ্যূতক্রীড়ার বিশেষ স্থান বলিয়া বিবেচিত হইত।

ব্রহ্মপুরাণে কথিত আছে, পুরাকালে মহাদেব দ্যূতক্রীড়ার প্রথম সৃষ্টি করেন। খেলার সৃষ্টি হইল, এখন একবার খেলিয়া দেখিতে হইবে। কার্ত্তিকমাস, শুক্ল প্রতিপদ্। পশুপতি পাশা লইয়া পার্ব্বতীর সঙ্গেই খেলিতে বসিলেন। ভোলানাথ হারিলেন, ভবানীর জয় হইল। সেই সময় হইতে অন্নপূর্ণার দিন সুখে যাইতে লাগিল, কিন্তু ন্যাংড়া ভোলার আর দুঃখ ঘুচিল না। তদবধি এই বিধি হইয়াছে, দ্যূতপ্রতিপদের প্রাতঃকালে অক্ষক্রীড়া করিলে যাঁহার জয় হইবে, সেই ভাগ্যবান্ পুরুষের সম্বৎসরকাল সুখে কাটিবে; আর যিনি হারিবেন, একবৎসর তাঁহাকে দুঃখের ভার বহিতে হইবে।

মনুসংহিতার নবমাধ্যায়ে লিখিত আছে—রাজা আপনার রাজ্য হইতে দ্যূত ও সমাহ্বয় ক্রীড়া নিবারণ করিবেন। এই দুই ক্রীড়া নৃপতিগণের রাজ্যনাশের কারণ। কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত নির্জীব বলদ্বারা ক্রীড়ার নাম দ্যূত, এবং কুক্কুটাদি প্রাণীর দ্বারা লড়াই করাইলে তাহাকে সমাহ্বয় কহে। যাহারা নিজে এ সকল ক্রীড়া করে কিংবা অন্যের দ্বারা করায়, রাজা তাহাদের এবং ব্রাহ্মণবেশধারী শূদ্রের প্রাণবধ করিবেন। (২২১।২৪) এখনকার জুয়াখেলার মত পূর্ব্বকার লোক বাজি রাখিয়া পাশা খেলিতেন, তজ্জন্য এত কঠিন দণ্ডবিধি হইয়াছিল। ইদানীন্তন লোকে পাশা খেলিতে বসিলে তাঁহাদের আহার নিদ্রা মনে থাকে না। তাই সচরাচর লোকে বলিয়া থাকেন—'পাশা কর্ম্মনাশা।' কবিকঙ্কণের সময়েও পাশাখেলার মহাধুম ছিল।

"আজি কালি বলে নিত্য, নৃপতি সহিত প্রীত,
পায় ধনপতি সদাগর।
রাত্রিদিবা খেলে পাশা, ভক্ষণ সময়ে বাসা,
খাওয়া মাত্র, পাশরিল ঘর॥" (চণ্ডী)

মুসলমান শাসনকালে এই অক্ষক্রীড়ার অত্যন্ত সমাদর ছিল। আইন্-ই-অক্‌বরী গ্রন্থে এই ক্রীড়া 'চৌপড়' নামে উল্লিখিত আছে। তাহাতে গ্রন্থকার ইহাকে অতিপ্রাচীন হিন্দুস্থানী ক্রীড়া বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে অক্ষ-ক্রীড়ার যেরূপ বর্ণনা আছে, আধুনিক পাশাখেলা হইতে উহার বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। ইহাতে ৪টী করিয়া চারি প্রকার বিভিন্ন রংয়ের ১৬টী ঘুটি ব্যবহৃত হয়। চারিজন লোকে এই খেলা খেলিয়া থাকে, দুইজন এক এক পক্ষে। তিনটী অক্ষ বা পাশা লইয়া খেলা হয়। এই পাশার চারিটী পল এবং এক একটী পলে যথাক্রমে এক, দুই, পাঁচ ও ছয়টী বিন্দু অঙ্কিত থাকে। পাশার পরস্পর বিপরীত দিকের বিন্দুর যোগফল হয় ৭ অর্থাৎ যেদিকে একটী বিন্দু থাকে তাহার অপর দিকে ছয়টী বিন্দু অঙ্কিত দেখা যায়; এবং যাহার একদিকে দুইটী বিন্দু, তাহার বিপরীত দিকে ৫টী বিন্দু অঙ্কিত আছে। বলা বাহুল্য, পূর্ব্বকালে এই পাশাগুলি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাকৃতি হইত। অক্ষ তিনটী চালিয়া উপরস্থ পল তিনটীতে অঙ্কিত বিন্দুগুলির যোগফলকে এক একটী 'দান পড়া' বলে।

ছয় ইঞ্চ পরিসরযুক্ত ও ২॥০ ফুট লম্বা বস্ত্রখণ্ডের ঠিক মধ্যভাগে আর একখানি ঐরূপ পরিমাণের বস্ত্র বা কার্ডবোর্ড আঁটিয়া লইলে অক্ষক্রীড়ার উপযোগী ছক প্রস্তুত হয়। মূলতঃ ইহা সমবাহুযুক্ত ক্রশের (+) আকারেই সম্পাদিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমানকালে আমাদের দেশে ব্যবহৃত ছকের একটী চিত্র এখানে দেওয়া হইল। এই ছকের চারিবাহুর প্রতি
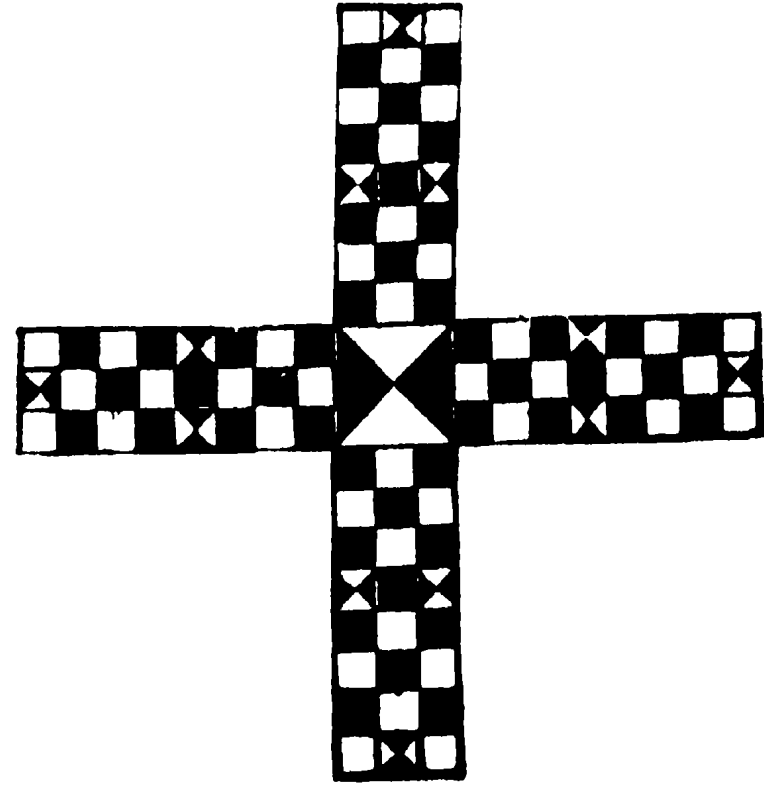
অক্ষক্রীড়ার একটী ছক

বাহুতে তিনটী করিয়া পংক্তি কাটা আছে। প্রতি পংক্তিতে ৮টি করিয়া ঘর থাকে এবং প্রত্যেক ঘর বিভিন্ন বর্ণের বস্ত্রখণ্ড বা রং দিয়া স্বতন্ত্র চিহ্নিত করিয়া লওয়া হয়। বাহু চারিটী

যেস্থলে সংযুক্ত হইয়াছে, সেইস্থলে যে বৃহত্তর চতুষ্কোণ হয়, তাহা স্বতন্ত্র বর্ণদ্বারা অঙ্কিত থাকে। প্রত্যেক ক্রীড়ক (খেলোয়াড়) তাহার সন্নিহিত বাহুর মধ্যপংক্তির ষষ্ঠ ও সপ্তম স্থানে দুইটী ঘুটি বসাইবে এবং দক্ষিণপার্শ্বস্থ বাহুর বামপংক্তির শেষ সপ্তম ও অষ্টম স্থানে অপর দুইটী ঘুটি বসাইয়া খেলা আরম্ভ করিবে। আজকাল সাধারণতঃ 'ছয়-তিন নয়' (৬+২+১=৯), 'বার-পঞ্চা সতের' (৬+৬+৫=১৭), 'দশ-ছয় ষোল' (৫+৫+৬=১৬) এই তিনটী দানে 'হাত খুলিয়া' খেলা আরম্ভ হয়। অক্ষ ফেলিয়া 'হাত খুলিলে' দক্ষিণদিকে ঘুটি চালিতে হইবে। একস্থান হইতে অপর স্থানে ঘুটি সরাইয়া বসাইলে তাহাকে 'চাল দেওয়া' বলে। এইরূপে যখন সকল ঘুটিগুলি সমস্ত ছকটী প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া নিজ বাহুর মধ্যপংক্তির ষষ্ঠ ও সপ্তম স্থানে আসিয়া পৌছে তখন তাহাকে 'পাকা ঘুটি' বলা হয়। নিজ বাহুর মধ্যপংক্তিতে ঘুটি তুলিবার সময় উহাকে কাত্ বা চিৎ করিয়া ঘরে তুলিতে হইবে। পরে সমগ্র ঘুটি ছকের মধ্যস্থিত বৃহত্তর চতুষ্কোণ মধ্যে উঠিয়া গেলে খেলার শেষ জানিতে হইবে।

শেষ ঘুটি নিজের ঘরে ঢুকিবার সময় যে কয়টী ঘর অবশিষ্ট আছে, তাহার অতিরিক্ত দান পড়িলে ঘুটি কাঁচাইয়া পুনরায় খেলা সুরু করিতে হয়। এইরূপে কোন পক্ষের সমস্ত ঘুটিগুলি অগ্রে কেন্দ্রস্থ হইলে সেই পক্ষের জয় হইয়াছে বুঝিতে হইবে। একপক্ষ প্রতিপক্ষের ঘুটির স্থান অধিকার করিলে সেই ঘুটিকে খাইতে বা স্থানচ্যুত করিতে পারিবে। ইহাকে 'কাটা' বা 'খাওয়া' বলে। কিন্তু ঘুটি জোড় বাঁধিলে অর্থাৎ দুইটী এক রংয়ের ঘুটি একত্র হইলে তাহাকে খাইতে পারিবে না। যুগ্মদান পড়িলে সেই যুগ্মঘুটি অৰ্দ্ধ বা পূর্ণঘর যাইতে পারিবে অর্থাৎ যদি বার দান পড়ে তাহা হইলে যুগ্মঘুটি বারঘর বা ছয়ঘর ক্রীড়কের সুবিধা অনুসারে যাইতে পারে। অনেক সময় পাকা ঘুটি (এমন কি কেন্দ্রস্থ ঘুটি পর্য্যন্ত) কাঁচাইয়া পুনরায় খেলা আরম্ভ করিতে হয়। এইরূপ ঘুটি কাঁচান খেলার অবস্থার উপর সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করে।

আজকাল আমাদের দেশে দুইজনেও অক্ষক্রীড়া হইয়া থাকে। ইহাকে 'রংখেলা' বলে। খেলিবার নিয়ম 'চৌপড়' বা চারিজন একত্র খেলা হইতে কিছু স্বতন্ত্র। প্রত্যেকে (৪+৪=) ৮টী করিয়া ১৬টী ঘুটি লইয়াই খেলা হয়। ৪টী ঘুটিকে 'রং' এবং অপর চারিটী ঘুটিকে 'বদরং' বলা হয়। ঘুটি সাজাইবার নিয়ম এইরূপ—রংয়ের ৪টী ঘুটি ক্রীড়কের দক্ষিণপার্শ্বস্থ বাহুর বামপংক্তির ৭ম ও ৮ম স্থানে ২টী করিয়া একত্র রাখিতে হইবে এবং বদরংয়ের ৪টী ঘুটি ক্রীড়কের সন্নিকটস্থ বাহুর মধ্যপংক্তির ৬ষ্ঠ ও ৭ম স্থানে ২টী করিয়া একত্র বসাইতে হইবে। দানে '১' থাকিলে তবে হাত খুলিবে (যেমন ৫+২+১, ৬+১+১ ইত্যাদি)। প্রথমে রংয়ের ঘুটি চালিতে হইবে। বদরংয়ের ঘুটি ঘর হইতে একবার বাহির না হইলে রংয়ের ঘুটি পাকিতে পারিবে না। প্রথমে যে দানে খেলা আরম্ভ হইবে, সেই দানেই রংয়ের শেষ ঘুটি ঘরে তুলিতে হইবে। তৎপরে বদরংগুলি উঠিবে। রং ও বদরংয়ের মধ্যে যে ঘুটি অগ্রে কাটা পড়িবে, তাহাই অগ্রে বসিবে। ক্রীড়কের সন্নিকটস্থ মধ্যপংক্তির ১ম স্থানে অর্থাৎ ঘুটিগুলি কেন্দ্রস্থ হইবার পূর্ব্বঘরে দানে '১' থাকিলে তবে ঐ কাটাঘুটি পুনরায় বসিতে পারিবে। বসিবার স্থানে রং ও বদরংয়ের ঘুটি একত্রে বসিতে পারিবে না। এইরূপে বা অন্য কোন কারণে বসিবার স্থান না পাইলে 'ক্রজ্' হইয়া খেলায় হার হইয়া থাকে। এজন্য কাটাঘুটি বসিবার স্থানে যাহাতে কোন ঘুটি না থাকে, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। এই সকল নিয়মের জন্য চৌপড় অপেক্ষা রংখেলা কিছু শক্ত।

ভারতসম্রাট্ অকবর এক প্রকার নূতন ধরণের অক্ষক্রীড়া আবিষ্কার করেন, তাহার নাম 'চন্দেল-মন্দেল'। ইহাতে ছকটী বৃত্তাকার হইত, ষোলটী বাহু থাকিত এবং ষোলজন ক্রীড়ক লইয়া খেলা চলিত। তিনটীর পরিবর্ত্তে ইহাতে চারিটী পাশার প্রয়োজন হইত। চৌপড় বা সাধারণ পাশা-খেলার ন্যায় ইহার চাল দেওয়া হইত। ইহাতে প্রত্যেক ক্রীড়ক স্বতন্ত্র পক্ষ বলিয়া নিজ নিজ চাল চালিতে পারিত। যে অগ্রে ঘুটি পাকাইয়া খেলা শেষ করিত তাহাকে অপর পনের জনে বাজীর পণের টাকা দিত। যে দ্বিতীয় হইয়া জয়লাভ করিত তাহাকে অপর চৌদ্দজনে অর্থ দিত। এইরূপ ভাবে খেলা চলিত এবং যে সর্ব্বশেষ হইত, সে সকলকে নিজ অঙ্গীকৃত পণের টাকা দিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইত।

বর্ত্তমানে ইউরোপীয় প্রথানুসারে হাড়ের অক্ষ দ্বারা একরূপ জুয়াখেলার প্রচলন হইয়াছে। তাসের চিহ্ন অঙ্কিত করা বড় বড় ছকের উপর সমচতুষ্কোণ হাড়ের অক্ষ লইয়া এই জুয়াখেলা হইয়া থাকে।

ইউরোপীয় অক্ষক্রীড়ার ইতিহাস

যতদূর জানা যায়, প্রস্তরখণ্ড লইয়া "জোড়-বিজোড় খেলা' হইতে অক্ষক্রীড়া (Dice) খেলার প্রচলন হইয়াছিল। সফোক্লিস্ লিখিয়াছেন, ট্রয় নগরী অবরোধকালে পালামিডিস্ নামক একজন গ্রীক্ তাহার স্বদেশবাসিদিগকে এই ক্রীড়া শিক্ষা দিয়াছিল। হিরোদোতস্ (ক্লিও) বলেন, রাজা অতিস্

(Atys)-এর শাসনকালে ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় লিডিয়ানগণ এই ক্রীড়া আবিষ্কার করিয়াছিল।

তিনটী বা দুইটী অক্ষ বা ডাইস (Ku Boi) লইয়া অক্ষক্রীড়া বিলাসী অভিজাতগণের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। সাধারণতঃ পান-ভোজনের মজলিসে ইহার অধিক অনুষ্ঠান হইত। একটী ঠোঙ্গার মত পাত্রে অক্ষগুলি রাখিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া নিক্ষেপ করিতে হইত। গ্রীসের পাশা বা অক্ষগুলি অনেকটা আধুনিক যুগের লুডো খেলার পাশার মত ছয়পল সম-ঘন-চতুষ্কোণ ছিল। ইহার প্রত্যেক দিকে এক দুই তিন করিয়া যথাক্রমে আধুনিক পাশার মত চক্ষু অঙ্কিত থাকিত। যদি কোন দানে তিনটী অক্ষেই ছয় পড়িত, তাহা হইলে তাহা সর্ব্বগরিষ্ঠ দান বলিয়া বিবেচিত হইত। গ্রীকগণ সেই দানকে বলিত অফ্রোদিতি। তিনটীতেই এক পড়িলে তাহা সর্ব্বনিকৃষ্ট দান বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহার নাম ছিল 'কুক্কুর'। গ্রীস ও রোমে বিভিন্নভাবে দান গণনা করা হইত। রোমকগণ পাশাকে 'তেসেরী' (tessera) বা চতুস্তল বলিতেন। তাঁহারা অত্যন্ত দ্যূতাসক্ত ছিলেন। রোমসম্রাটদিগের সময়ে কেবলমাত্র শনিবারে রোমকগণ দ্যূতক্রীড়া করিতে পারিতেন। সম্রাট্, সেনাপতি সকলেই এই দ্যূতক্রীড়ায় উন্মত্ত হইতেন। মার্ক এন্টনি মিশরে কেবল দ্যূতক্রীড়ায় সময় নষ্ট করিতেন। সম্রাট্ অগস্টাস্, নীরো ও ক্লডিয়াস্ অত্যন্ত দ্যূতাসক্ত ছিলেন। সম্রাট্ ক্লডিয়াস্ দ্যূতক্রীড়া সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। দ্যূতক্রীড়াকালে সম্রাট্ ক্লডিয়াস্ প্রতিদ্বন্দ্বীকে বঞ্চনা করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না। ডমিটিয়ানও দ্যূতাসক্ত ছিলেন, এবং কমোডাস দ্যূতক্রীড়ার জন্য রাজপ্রাসাদে কয়েকটি বিশেষ কক্ষ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, সম্রাট্ সমস্ত রজনী দ্যূতক্রীড়ায় অতিবাহিত করিতেন।

সম্রাট্গণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অভিজাত (বিলাসী)-সমাজে এই দ্যূতক্রীড়ার বহুল প্রচলন হইয়াছিল। ঐতিহাসিক হোরেস্ লিখিয়াছেন, সে যুগের যুবকগণ পুরুষোচিত ব্যায়ামাদিতে মনোযোগী না হইয়া দ্যূতক্রীড়ায় কালাতিপাত করিত। আইনের কঠোরতা সত্ত্বেও অনেকে দ্যূতক্রীড়ায় হারিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইত। রোমে দ্যূতক্রীড়ার বিরুদ্ধে বহু কঠোর আইন রচিত হইয়াছিল। যে ব্যক্তির গৃহে দ্যূতক্রীড়া হইত সে অপর কর্ত্তৃক নিজ বিত্তে বঞ্চিত হইলেও ধর্ম্মাধিকরণের আশ্রয় পাইত না। তৎকালে রোম নগরে অনেক পেশাদার জুয়াড়ী বাস করিত। তাহারা তাহাদের পাশার ভিতর ধাতু পুরিয়া ভারী করিত। সাধারণ গণিকালয়সমূহ দ্যূতক্রীড়ার এক একটী আড্ডা ছিল।

ঐতিহাসিক টাসিটাসের বিবরণ হইতে জানা যায়, রোম-সাম্রাজ্যের বাহিরে জর্ম্মনগণও এত দ্যূতাসক্ত ছিল যে তাহারা সর্ব্বস্ব হারিয়া অবশেষে নিজেদের স্বাধীনতা পণ করিত। বহু শতাব্দ পরে ইউরোপের মধ্যযুগে নাইট্ (Knight) বা যোদ্ধৃপুরুষ বা অভিজাতগণের মধ্যে এই ক্রীড়া সমধিক সমাদৃত হইয়াছিল। সেই যুগে দ্যূতক্রীড়ার অনেক প্রতিষ্ঠান ও বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। ফ্রান্সের অভিজাতসম্প্রদায় স্ত্রীপুরুষে এতদূর দ্যূতক্রীড়াসক্ত ছিল যে, আইনের কঠোর শাসনসত্ত্বেও তাহাদের মধ্যে এই ক্রীড়ার দারুণ স্পৃহার কোনরূপ বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হয় নাই।

অক্ষের দানক্ষেপণের সৌকর্য্যার্থে দ্যূতের আধার বহু আকারে ও বিভিন্ন উপাদানে নির্ম্মিত হইত। অনেকে ধূর্ত্ততাপূর্ব্বক দ্যূতাধারে ধাতুশলাকা এরূপভাবে সন্নিবিষ্ট করিত যে উহাদ্বারা অক্ষগুলি ব্যাহত হইয়া রীতিমত সঞ্চালিত হইতে পারিত এবং জুয়াড়ীর অভীষ্টমত দানপাত হইত। পুরাকালে ইংলণ্ডে একরূপ অক্ষ ব্যবহৃত হইত, তাহার উপর কোন চিহ্ন থাকিত না, সেইগুলি একটী সমতল ১ হইতে ৬ চিহ্নিত চককাটা ফলকে নিক্ষিপ্ত হইত।

উত্তর-আমেরিকাবাসিগণের মধ্যেও অক্ষক্রীড়ার প্রচলন ছিল। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে আমেরিকান্ সৈন্যগণ যখন ফ্রান্সে অবস্থান করিতেছিল, তখন তাহাদিগের মধ্যে ক্র্যাপ্ নামে একরূপ অক্ষক্রীড়ার প্রচলন দেখা গিয়াছিল। আমেরিকার নিগ্রোগণ বিশেষরূপে দ্যূতাসক্ত।

ইউরোপে হস্তিদন্ত, হাড়, কাষ্ঠ বা ধাতুনির্ম্মিত অক্ষ বা dice লইয়া দ্যূতক্রীড়া হইয়া থাকে। ছোট ছোট সম-ঘন-চতুষ্কোণের ছয় দিকে যথাক্রমে এক হইতে ছয়টী বিন্দু অঙ্কিত থাকে এবং সেই অক্ষের দুইটী বিপরীত দিকের বিন্দুসংখ্যা যোগ করিলে ৭ হইয়া থাকে; যথা, যেদিকে ছয়বিন্দু থাকে ঠিক তাহার বিপরীতদিকে একবিন্দু থাকে বা যেদিকে ৪ বিন্দু থাকে ঠিক তাহার বিপরীতদিকে ৩ বিন্দু থাকে। অধুনা পাশ্চাত্যদেশে জুয়াখেলা ব্যতীত সাধারণতঃ অক্ষের ব্যবহার হয় না। তবে ব্যাক্গামন (backgammon) বা লুডো প্রভৃতি খেলায় ঐরূপ অক্ষের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন খেলায় বিভিন্নসংখ্যক অক্ষ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। একটী হইতে পাঁচটী পর্য্যন্ত অক্ষ লইয়া ক্রীড়া দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রেটবৃটেন ও আমেরিকায় সাধারণতঃ দুই বা তিনটী

অক্ষ লইয়া ক্রীড়া হইয়া থাকে। অক্ষগুলি টেবিল বা অন্য কোন সমতল মসৃণ ফলকের উপর হস্ত বা অক্ষাধার হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। প্রাচীনকালে গ্রীস, রোম ও প্রাচ্যভূখণ্ডে সাধারণতঃ অক্ষাধারের ব্যবহার হইত। কাষ্ঠ, চর্ম্ম, স্ফটিক, ধাতু, কাগজ প্রভৃতি নানা উপাদানে অক্ষাধার নির্ম্মিত হইত।

অতি প্রাচীনকাল হইতে অদ্যাবধি অক্ষের আকৃতির বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। মিশরের সমাধিসমূহে কিংবা গ্রীস ও প্রাচ্য ভূখণ্ডে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের খননাদির ফলে যে সকল অক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমুদয় অক্ষের আকার সর্ব্বত্রই এক। রোমের সমাধিসমূহের মধ্য হইতে যে সমস্ত দীর্ঘাকৃতি অক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা টালি (tali) বা Knucklebone নামক ক্রীড়ায় ব্যবহৃত এক প্রকার অক্ষ। ফ্রান্সে পরবর্ত্তী যুগে শিশুদিগকে গণিত শিক্ষা দিবার জন্য অষ্ট পলবিশিষ্ট এক প্রকার অক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। টীটোটাম্ বা ভ্রাম্যমাণ অক্ষ আধুনিক অনেক ক্রীড়ায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। একটী অক্ষের ভিতর দিয়া একটা ধাতুশলাকা দুই পাশে কিঞ্চিৎ বহির্গত হইয়া থাকে। সেই শলাকার একদিক ধরিয়া পাক দিলে অক্ষটী অন্যদিকের শলাকার অগ্রভাগের উপর ঘুরিতে থাকে। প্রাচীনকালে চীন ও জাপানে এইরূপ অক্ষ লইয়া ক্রীড়া হইত। সাধারণতঃ তিনটী অক্ষ লইয়াই তিনবার দান ফেলা হয়। যদি প্রথম নিক্ষেপে কোন অক্ষে ছয় বা পাঁচ পড়ে তাহা হইলে সেই অক্ষটা বা অক্ষগুলিকে সরাইয়া রাখিয়া অবশিষ্ট অক্ষ লইয়া দান ফেলিতে হয়। মূল উদ্দেশ্য তিন ছয় (=১৮) বা তাহার কাছাকাছি কোন দান ফেলিলে বাজী জিত হয় এবং সর্ব্বাপেক্ষা কম দান পড়িলে হার হয়। আমেরিকার নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের ভিতরে ক্র্যাপ্ বা ক্র্যাপ্-শুটিং (Crap or Crap-shooting) বলিয়া একপ্রকার খেলার প্রচলন আছে, ইহা ফ্রান্সে প্রচলিত হ্যাজার্ড (Hazard) ক্রীড়া হইতে উদ্ভূত। ইহাতে দুইটী অক্ষ ব্যবহৃত হয়। আর এক প্রকার অক্ষক্রীড়া আছে, তাহাতে অক্ষের পাঁচদিকে যথাক্রমে তাসের ন্যায় টেক্কা, সাহেব, বিবি, গোলাম ও দশ অঙ্কিত থাকে, ষষ্ঠদিকে কিছুই থাকে না; এইরূপ পাঁচটি অক্ষ লইয়া দান ফেলা হইয়া থাকে। এই ক্রীড়ার নাম poker dice। ধূর্ত্তগণ অনেক সময় ধাতুগর্ভ অক্ষ ব্যবহার করিয়া অপরকে বঞ্চনা করিয়া থাকে। মহাভারতের শকুনি ঐরূপ ধাতুগর্ভ অক্ষ লইয়া যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিয়াছিল। আধুনিক-যুগে ক্রীড়ার সুবিধার জন্য অক্ষের ধারগুলি একটু বৃত্তাকার করিয়া দেওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে বহুবার ক্রীড়া করায় স্বতঃই অক্ষের ধার ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

[পাশা, বিভীতক, দ্যূত, চৌপড়, চন্দেলমন্দেল ও আকর্ষ শব্দ দ্র°]

[ঋগ্বেদ, ১.৪১.৯, ৭.৮৬.৬, ৮.৮১.১, ৯.১০৬.৩, ১০.৩৪.১-১২ ; অথর্ববেদ, ৫.৩১.৬, ৬.৭০.১ ; শতপথব্রাহ্মণ, ৫.৩.১.১১, ৫.৪.৪.৬ ; তৈত্তিরীয়-সংহিতা ১.৮.৬.১২, ৪.৩.৩.১-২ ; বাজসনেয়ী-সংহিতা ১০.২৮, ৩০.১৮ ; মৈত্রায়ণী-সংহিতা, ১.৬.১১, ৪.৪.৬ ; মনুসংহিতা ৯ম অধ্যায় ; ব্রহ্মপুরাণ ; মহাভারত, সভা, বন ও বিরাটপর্ব্ব ; কামসূত্র, প্রথম অধিকরণ, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় ; আইন্-ই-অকবরী ; art 'Dice'--Encyclopaedia Britannica, 11th to 14th editions ; Vedic Index by Macdonnell & Keith.]

অক্ষক্ষেত্র—[জ্যোতিষে] ১২ অঙ্গুল শঙ্কু কোটি, পলভা ভুজ, পলকর্ণ কর্ণ ইহা একটী সমকোণী ত্রিভুজ। এইরূপ লম্বজ্যা অর্থাৎ অক্ষাংশের কোটিজ্যা কোটি, অক্ষজ্যা ভুজ, ত্রিজ্যা কর্ণ এই ত্রিভুজদ্বয় জ্যামিতি ষষ্ঠাধ্যায় চতুর্থ প্রতিজ্ঞানুসারে সজাতীয় ত্রিভুজ। এইরূপে পরস্পর সজাতীয় ও সমানুপাতীয় আটটী ত্রিভুজ অক্ষক্ষেত্র নামে কথিত হয়। অক্ষাংশের সহিত এই ৮টী ক্ষেত্রের সম্বন্ধ আছে বলিয়া ইহাদের নাম অক্ষক্ষেত্র। এই ৮টী যথা :— ১ লম্বজ্যা কোটি, অক্ষজ্যা ভুজ, ত্রিজ্যা কর্ণ। ২ পলভা ভুজ, ১২ অঙ্গুল শঙ্কু কোটি, পলকর্ণ কর্ণ। ৩ উন্মণ্ডলে ক্রান্তিজ্যা কোটি, অহোরাত্রবৃত্তে কুজ্যা ভুজ, ক্ষিতিজবৃত্তে অগ্রা কর্ণ। ৪ সমশঙ্কু কোটি, অগ্রা ভুজ, অহোরাত্রবৃত্তে তদ্ধৃতি কর্ণ। ৫ কুজ্যোন তদ্ধৃতি কোটি, ক্রান্তিজ্যা ভুজ, সমশঙ্কু কর্ণ। ৬ অগ্রার আদিখণ্ড কোটি, উন্মণ্ডলশঙ্কু ভুজ, ক্রান্তিজ্যা কর্ণ। ৭ উন্মণ্ডলশঙ্কু কোটি, অগ্রাগ্রখণ্ড ভুজ, কুজ্যা কর্ণ। ৮ শঙ্কু কোটি, শঙ্কুতল ভুজ, ছেদ বা ইষ্টহৃতি কর্ণ। এই ৮টী অক্ষক্ষেত্রের যে কোন দুইটী ভুজ থাকিলে তাহা হইতে অনুপাত করিয়া তৃতীয় ভুজ জানা যাইতে পারে। এইরূপে ৬৩ প্রকারে প্রতি ভুজ আনয়নের উপায় ভাস্করাচার্য্য সিদ্ধান্ত-শিরোমণি ত্রিপ্রশ্নাধিকারে বলিয়াছেন।

অক্ষগ্রামী—বাঙ্গলাদেশের বাৎস্যগোত্রীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের একটি গাঁই।

অক্ষচন্দ্র—বঙ্গদেশের চন্দ্রবংশীয় একজন রাজা। তিব্বতীয় তারনাথের মতে, ইনি হরিচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং ইঁহার পুত্রের নাম জয়চন্দ্র।

[Indian Antiquary, Vol. IV, 1875, p. 363.]

অক্ষচরণ—[অক্ষপাদ দ্র°]

অক্ষজ—বিষ্ণু (হেম°)।

অক্ষণতল—(=তণ্ডুলকণা) দক্ষিণ-ভারতের বৈদ্যের গোত্র-বিশেষের নাম।

অক্ষত,—যব। ২ আতপ তণ্ডুল। ৩ খই। [খই দ্র°] ৪ শিব

অক্ষত,, অক্ষিত—[বৈদ্যক] অথর্ববেদের একস্থলে (৭.৭৬.৪) যায়াস্ত-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া ক্ষতের প্রতিষেধক অক্ষিত ও সুক্ষত কিংবা কৌশিকসূত্রের মতে অক্ষত ও সুক্ষত বা সায়ণের মতে অক্ষিতা ও সুক্ষিতার কথা জানিতে পারা যায়। ব্লুমফিল্ড সাহেব বলেন, এই দুই শব্দে কাটিয়া না গিয়া ও কাটিয়া গিয়া ক্ষত হওয়া বুঝিতে হইবে। (Journal of the American Oriental Society, 13, cxii etc.) পূর্ব্বে তিনি অর্ব্বুদ ও বিস্ফোটক ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। হুইট্‌নী সাহেব এই দুই শব্দে যায়াস্তের দুই শ্রেণীকে বুঝায় বলিয়াছেন। (Translation of the Atharva-Veda, p. 442)

অক্ষতশ্রম—স্কন্দপুরাণ মাহেশ্বরখণ্ড-মতে এক ঋষি। ইনি মহাদেবের বিবাহে উপস্থিত ছিলেন।

অক্ষতা—[বৈদ্যক] কর্কটশৃঙ্গী, কাঁকড়াশৃঙ্গী। [কাঁকড়াশৃঙ্গী দ্র]

অক্ষথয্য—দক্ষিণ-ভারতের গোল্লাদের এক গোত্রের নাম। ইহারা হরিদ্রাদিদ্বারা রঞ্জিত অন্ন গ্রহণ করে না।

[E. Thurston—Castes and Tribes of Southern India, Vol. I, p. 21.]

অক্ষধর—বিষ্ণুর চক্র। ২ চক্রের কীলক। ৩ চক্রধারকমাত্র। ৪ [বৈদ্যক] শাখোট বৃক্ষ Trophis Aspera। [সেওড়া দ্র]

অক্ষধূর্ত্ত—[বৈদ্যক] শাখোট বৃক্ষ। [সেওড়া দ্র]

অক্ষপটল,, অক্ষিপটল—ছানি, চক্ষুরোগবিশেষ। চক্ষুর স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় পুত্তলিকার উপর (lenticular crystaline lens) কিংবা তাহার আবরকের উপর (capsular capsule) কিংবা এই দুইটীরই উপরে (capsule lenticular) একখানি আবরণ পড়ে, তাহাতে দৃষ্টিশক্তি রুদ্ধ হইয়া যায়। এই আবরণ সিরস্ (serous) রসে পূর্ণ।

ছানি নানা প্রকার। তন্মধ্যে কঠিন ও কোমল ছানি সচরাচর দেখা যায়। কঠিন ছানি (suffusio dura) দেখিতে কটা। ইহা বৃদ্ধলোকের হইয়া থাকে। কোমল ছানি (suflusio mollis) কিঞ্চিৎ নীলের আভাযুক্ত এবং ইহার আকারও অপেক্ষাকৃত বড়। গর্ভ হইতেই কোন কোন শিশুর চক্ষে ছানি পড়িয়া থাকে। মস্তকে ও চক্ষুতে আঘাত লাগিয়া অনেকের ছানিরোগ জন্মিয়াছে। কোন কোন বালকের চক্ষে শাদা দুধের মত ছানি পড়ে। শয়ন করিলে, মস্তক ঘুরাইলে ফিরাইলে, ঐ ছানি এদিক্ ওদিক্ চলিয়া বেড়ায়।

ছানির কারণ এক প্রকার নয়। দৈহিক দুর্ব্বলতা; প্রস্রাবের পীড়া; চক্ষু ও মস্তকে আঘাত; বালকদের তড়কারোগ; কৌলিক দেহস্বভাব অর্থাৎ পিতার ছানিরোগ থাকিলে পুত্রদেরও প্রায় ছানিরোগ হইয়া থাকে। তীব্র আলোকের প্রতি চাহিলে অনেক স্থলে ছানি জন্মে। অত্যন্ত সূক্ষ্ম কাজে সর্ব্বদা দৃষ্টি চালনা করিলেও ছানিরোগ হয়। ভেককে চিনি, লবণ ও সুরা কিছুদিন খাইতে দিলে তাহার দুটী চক্ষেই ছানি পড়ে। ছানির এই কয়েক প্রকার চিকিৎসা চলিত আছে—

এলোপ্যাথী—ছানির প্রকৃত চিকিৎসা আজও আবিষ্কৃত হয় নাই। এলোপ্যাথী ডাক্তারেরা প্রথমে সুপথ্যের ব্যবস্থা করেন—দুগ্ধ, ডিম্ব, মাংস, কড্‌লিভার তৈল ও মল্ট ইত্যাদি। সেবনের ঔষধ—সিরাপ্ অব্ ফেরি আওডিড্ ১০ বিন্দু মাত্রায় অর্দ্ধছটাক জলের সঙ্গে প্রত্যহ দুইবার সেবন করিবে। কিংবা আওডিড্ অব্ পটাস দুই রতি, ব্রোমাইড্ অব্ পটাস দুই রতি, কলম্বোর ফান্ট অর্দ্ধ ছটাক, একত্র মিশ্রিত করিয়া এইরূপ এক এক মাত্রা প্রত্যহ দুইবার সেবন করিতে হইবে। চক্ষের ভিতর প্রয়োগ করিবার জন্য, কেহ অর্দ্ধ ছটাক গোলাব-জলের সঙ্গে ৫ কি ১০ বিন্দু টিঞ্চার আওডিন মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ ১০ বিন্দু ঐ ঔষধ চক্ষের ভিতর প্রয়োগ করিতে ব্যবস্থা দেন। কেহ কেহ অর্দ্ধছটাক পরিষ্কার জলের সঙ্গে অর্দ্ধরতি এট্রোপিয়া মিশ্রিত করিয়া তাহার দুই এক বিন্দু প্রত্যহ কিংবা চারি পাঁচ দিন অন্তর চক্ষের ভিতর দিতে বলেন। ইহার দ্বারা কনীনিকা অর্থাৎ চক্ষের তারা প্রসারিত হয়; সেজন্য ছানিযুক্ত চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায়। এট্রোপিয়া বিষ বেলেডোনার বীর্য্যে প্রস্তুত। অতএব ইহা সেবন করা নিষিদ্ধ।

অস্ত্রপ্রয়োগ—যতক্ষণ দুইটী চক্ষের মধ্যে এক চক্ষে দৃষ্টি থাকিবে, সে পর্য্যন্ত ছানিতে অস্ত্র প্রয়োগ করিবে না। কারণ এক চক্ষের ছানি তুলাইতে গিয়া দুইটী চক্ষুই নষ্ট হইতে পারে। ছানিতে অস্ত্র করাইলে তাহার ফল নিশ্চিত নহে।

অস্ত্রপ্রয়োগ দুই প্রকার। এক, ছানির নিম্নে পাতলা চর্ম্মে ছিদ্র করিয়া ছানির রস ভিতরে ডুবাইয়া দেওয়া। অন্যটী—ছানির আবরণ অস্ত্রদ্বারা উঠাইয়া আনা। প্রথম উপায়টীতে বিপদ্ অনেক। ছানির রস ভিতরে ডুবাইয়া দিলে হয়ত ভয়ঙ্কর প্রদাহ উপস্থিত হইতে পারে। তজ্জন্য এখনকার কোন বিজ্ঞ চিকিৎসক সে প্রকার চিকিৎসা করেন না। আমাদের দেশের মালেরা এই উপায়টীই জানে, তাহারা ছানির রস চক্ষের ভিতর ডুবাইতে পারে,—উঠাইয়া আনিতে পারে না। অথচ সকল মালই কৃত্রিম একটী পর্দ্দা আনিয়া রোগীকে ভুলায়। তাহারা অস্ত্রপ্রয়োগের পর

গৃহস্থকে সেইটী দেখাইয়া বলে যে,—ছানি উত্তম তুলিয়া আনা হইয়াছে। ছানির রস খড়ির মত পরিপক্ক হইলে তবে অস্ত্রপ্রয়োগ করিবে। একবার অস্ত্রাঘাত করিলে যদি কোন ফলোদয় না হয়, তবে আরোগ্যের আশা নিশ্চিত ফুরাইল। কাহারও কাহারও ছানি বিনা চিকিৎসায় আপনি কমিয়া যায়, কিছুদিন পরে আবার বৃদ্ধি হইতে থাকে।

হোমিওপ্যাথী—প্রদাহের পর অর্থাৎ চক্ষু উঠিয়া তাহার পর ছানি পড়িলে বেলেডোনা ১২ ডাইলিউসন, ১ বিন্দু মাত্রায় জলের সঙ্গে প্রত্যহ দুইবার সেবন করিবে। সালফর ৩০ ডাঃ, ফস্ফরাস্ ৩০ ডাঃ, ক্যানাবিস্ ১২ ডাঃ, ক্যালকেরিয়া ১২ ডাঃ, কোনায়ম ১২ ডাঃ, য়ুফ্রেসিয়া ৬ ডাঃ, সিলিসিয়া ১২ ডাঃ, প্রভৃতি ঔষধ সেবনে উপকার দর্শে।

বৈদ্যক—চক্ষের ভিতর লাগাইবার জন্য চন্দ্রোদয়া বর্ত্তিকা। হরিতকী, বচ, কুড়, পিপুল, মরিচ, বহেড়ার মজ্জা, শঙ্খনাভি, মনছাল, এই সকল দ্রব্য ছাগদুগ্ধে পিসিয়া বাতি প্রস্তুত করিবে। প্রত্যহ প্রস্তরের উপর ইহা ছাগদুগ্ধে ঘসিয়া লাগাইতে হয়। চন্দ্রপ্রভাবর্ত্তি, চন্দনাদ্যাবর্ত্তি, নয়নসুখাবর্ত্তিতেও কখন কখন উপকার হয়।

অক্ষপটল,, অক্ষপটলাধিকৃত, অক্ষপটলিক—প্রাচীনকালে হিন্দুরাজসভাস্থ উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী। বিচারবিভাগের সমস্ত কাগজপত্র এই ব্যক্তির তত্ত্বাধীন থাকিত। গুপ্তরাজগণের সময়ে উৎকীর্ণ ও তৎপরবর্ত্তী বহু শিলালিপি ও তাম্রশাসনে, এমন কি কহ্লণের রাজতরঙ্গিণীতেও (৫.৩৯৭) এই শব্দের উল্লেখ আছে।

অক্ষপাদ,—ঋষি গৌতমের নামান্তর। গৌতমের 'অক্ষপাদ' নাম সম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা চলিয়া আসিতেছে। আখ্যায়িকাটী এই—বেদব্যাস গৌতম-প্রণীত ন্যায়-সূত্রের নিন্দা করেন। তাহা শুনিয়া গৌতম প্রতিজ্ঞা করেন, তিনি বেদব্যাসের মুখদর্শন করিবেন না। বেদব্যাস গৌতমকে অনেক করিয়া সান্ত্বনা দেন, কিন্তু গৌতমের প্রতিজ্ঞা অন্যথা হইবার নয়। কাজেই গৌতমের চরণে দৃষ্টিশক্তি প্রকাশিত হইল, তদ্দ্বারা তিনি বেদব্যাসের মুখ দেখিতেন।

অক্ষপাদ ও গৌতম যে অভিন্ন তাহা 'গৌতমীয় পিতৃমেধসূত্রের' অনন্তযজ্বার টীকা হইতে বুঝিতে পারা যায়। (Burnell's Catalogue, pp. 57; Hall pp. 20.) অক্ষপাদ দর্শনের কোন কোন স্থানে বেদবাদ অপেক্ষা যুক্তিবাদ বলবান্। পরাশর-উপপুরাণে ইহারই সমর্থনকল্পে লিখিত হইয়াছে :—

"অক্ষপাদপ্রণীতে চ কাণাদে সাংখ্যযোগয়োঃ।
ত্যাজ্যঃ শ্রুতিবিরুদ্ধাংশঃ শ্রুত্যেকশরণৈর্নৃভিঃ।
জৈমিনীয়ে চ বৈয়াসে বিরুদ্ধাংশো ন কশ্চন।
শ্রুত্যা বেদার্থবিজ্ঞানে শ্রুতিপারং গতৌ হি তৌ।"

চীনবাসীদের মহাটীকা নামক গ্রন্থে (১১২২) অক্ষপাদের উল্লেখ আছে। তাহাতে পাওয়া যায়, ভারতবর্ষে 'শক-মক' নামে এক ব্রাহ্মণ প্রথমে ন্যায়শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। 'শক-মক' নামটী ভুল হইয়া থাকিবে, ইহা 'মক-শক' হইবে। কেননা—'মক' শব্দের অর্থ চক্ষু ও 'শক' শব্দের অর্থ পাদ। সুতরাং অর্থের দিক্ দিয়া অক্ষপাদই দাঁড়াইতেছে। জাপানী বিবরণ হইতে জানা যায় যে, অক্ষপাদই বৌদ্ধ ন্যায়শাস্ত্রের আদি রচয়িতা এবং বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে তিনি ন্যায়শাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পর বুদ্ধ স্বয়ং, তাঁহার পর র‍্যুজু, মিরক (মৈত্রেয়), মুচক (অসঙ্গ), সেইশ (বসুবন্ধু) এবং অবশেষে মহাদিঙ্‌নাগ ও তাঁহার শিষ্য শঙ্করস্বামী। চৈনিকগণ বলেন, ইনি 'নবযুক্তি' ও 'চতুর্দ্দশ হেত্বাভাস' এই দুইটি মাত্র রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দুদিগের মতে পঞ্চ অধ্যায়ে বিভক্ত ৫২৮ সংখ্যক সমগ্র ন্যায়সূত্রাবলী গৌতমের রচিত। কিন্তু সমগ্র সূত্রসমষ্টির মধ্যে নবযুক্তি বা চতুর্দ্দশ হেত্বাভাসের অনুরূপ কিছুই পাওয়া যায় না। দিঙ্‌নাগ ইহা অক্ষপাদের রচিত বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নবযুক্তির বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে ইহা ত্র্যবয়বী ন্যায়বাক্যের পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

ন্যায়সূত্রের যে সংস্করণ আমরা এখন দেখিতে পাই, তাহা পরবর্ত্তী যুগে রচিত। অক্ষপাদ যে ইহার রচয়িতা নহেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বুদ্ধ হইতে বসুবন্ধু পর্য্যন্ত সমস্ত বৌদ্ধ নৈয়ায়িকই তাঁহাদিগের "প্রমার" জ্ঞানের নিমিত্ত অক্ষপাদের নিকট ঋণী। অক্ষপাদের শিষ্যগণ যোগী বা যৌগ নামে খ্যাত। জাপানী বৌদ্ধদিগের মধ্যে প্রবাদ আছে যে, মিরক বা মৈত্রেয় অক্ষপাদের ন্যায়-পদ্ধতির মধ্যে যোগপদ্ধতি অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন।

আধুনিক ন্যায়দর্শন প্রকৃতপক্ষে ন্যায়বৈশেষিকদর্শন। অধুনাতন নৈয়ায়িকগণের রচনা নৈয়ায়িক আবরণে বৈশেষিকদর্শন। আধুনিক নৈয়ায়িকগণের 'দুঃখবাদ' তাঁহাদের উপর বৈশেষিকদর্শনের প্রভাববশতঃ হইয়াছে। শ্রীহর্ষ ভ্রমক্রমে গৌতমকে দুঃখবাদী বলিয়াছেন। বিজয়নগরের

মাধবাচার্য্য তাঁহার রচিত 'সংক্ষেপ শঙ্করবিজয়' (১৬.৬৮-৬৯) গ্রন্থে শঙ্করের সহিত নৈয়ায়িকের বিচার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন :—

"তত্রাপি নৈয়ায়িক আত্তগর্বঃ কণাদপক্ষাচ্চরণাক্ষপক্ষে।
মুক্তের্বিশেষং বদ সর্ব্ববিচ্চেন্ নোচেৎ প্রতিজ্ঞাং ত্যজ সর্ব্ববিত্ত্বে ॥
অত্যন্তনাশে গুণসঙ্গতের্যা স্থিতির্নভোবৎ কণভক্ষপক্ষে।
মুক্তিস্তদীয়ে চরণাক্ষপক্ষে সানন্দ সংবিৎ সহিতা বিমুক্তিঃ ॥"

অর্থাৎ নৈয়ায়িক সাহঙ্কারে (শঙ্করকে) বলিলেন 'যদি তুমি সর্ব্বজ্ঞ হও তাহা হইলে বল কণাদ ও অক্ষপাদের মুক্তিবাদে কি পার্থক্য! যদি তাহা না পার তাহা হইলে সর্ব্বজ্ঞতার অহঙ্কার পরিত্যাগ কর।' শঙ্কর বলিলেন—'যে অবস্থায় সমস্ত গুণাবলীর সহিত সর্ব্ববিধ সম্পর্ক নাশ হইয়া আত্মা শূন্যবৎ অবস্থান করে, তাহাই কণাদের মতে মুক্তি; কিন্তু অক্ষপাদের মতে মোক্ষের অবস্থায় সুখানুভূতির লোপ হয় না।'

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে অক্ষপাদ মোটেই দুঃখবাদী ছিলেন না।

[ন্যায়শাস্ত্র, গৌতম, দর্শন, কণাদ দ্রঃ]

নিম্নে অক্ষপাদদর্শনমতাবলম্বীদিগের ও তাঁহাদের গ্রন্থের ধারাবাহিক কালক্রমানুসারী তালিকা প্রদত্ত হইল।

লেখক	গ্রন্থ
১। অক্ষপাদ (গৌতম)	ন্যায়সূত্র
বাৎস্যায়ন (৩০০ খৃঃ পূঃ ?)	ন্যায়সূত্রভাষ্য
উদ্যোতকর (৬৩৫ খৃঃ অঃ)	ন্যায়সূত্রভাষ্যবার্তিক
বাচস্পতি মিশ্র (৮৪২)	ন্যায়বার্তিকতাৎপর্য্যটীকা
উদয়ন (৯৮৪)	ন্যায়বার্তিক (টীকা- ন্যায়বার্তিকতাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি)
বর্দ্ধমান (১২২৫)	পরিশুদ্ধিটীকা (ন্যায়- নিবন্ধপ্রকাশ)
পদ্মনাভ	ন্যায়নিবন্ধপ্রকাশটীকা (বর্দ্ধমানেন্দু)
শঙ্করমিশ্র (১৪২৫)	ন্যায়নিবন্ধপ্রকাশ (ন্যায়তাৎপর্য্যমণ্ডল)
মিত্রমিশ্র (১৫৮০)	ন্যায়সূত্রভাষ্যটীকা (ন্যায়দীপ)
বিশ্বনাথ (১৬৩৪)	ন্যায়সূত্রভাষ্যটীকা
জয়ন্ত (৮৮০)	গৌতমসূত্রবৃত্তি (ন্যায়মঞ্জরী)
জয়রাম	ন্যায়সিদ্ধান্তমালা
রাধামোহন	ন্যায়সূত্রবিবরণ
মহাদেব ভট্ট (১৫৩০)	ন্যায়সূত্রবৃত্তি (মিতভাষিণী)
মুকুন্দদাস	ন্যায়সূত্রবৃত্তি
চন্দ্রনারায়ণ	ঐ
বিশ্বনাথ (১৬৩৪)	ঐ
নাগেশ (১৭১৪)	ন্যায়সূত্রবৃত্তি
২। বাচস্পতি মিশ্র (৮৪২)	ন্যায়সূচীনিবন্ধ, ন্যায়সূত্রোদ্ধার
৩। জয়ন্ত (৮৮০)	ন্যায়কলিকা
৪। ভাসর্বজ্ঞ (৯২৫)	ন্যায়সার
জয়সিংহ	ন্যায়সারটীকা (ন্যায়তাৎপর্য্যদীপিকা)
বাসুদেব কাশ্মীরিক	ন্যায়সারটীকা (পদপঞ্জিকা)
৫। উদয়ন (৯৮৪)	ন্যায়কুসুমাঞ্জলি
বর্দ্ধমান (১২২৫)	ন্যায়কুসুমাঞ্জলিটীকা (প্রকাশ)
রুচিদত্ত (১২১৫)	ন্যায়কুসুমাঞ্জলিটীকা (মকরন্দ)
বরদরাজ (১৪০০)	ন্যায়কুসুমাঞ্জলিটীকা
বামধ্বজ	ঐ
গুণানন্দ	ঐ (বিবেক)
গোপীনাথ মৌনী	ঐ (বিকাশ)
জয়রাম	ঐ (বিবরণ)
চন্দ্রনারায়ণ	ঐ
উদয়ন (৯৮৪)	আত্মতত্ত্ববিবেক
বর্দ্ধমান (১২২৫)	আত্মতত্ত্ববিবেকটীকা
মথুরানাথ (১৫৮০)	ঐ
হরিদাস মিশ্র (১৫৯০)	ঐ
৬। শ্রীকণ্ঠ (১০০০)	ন্যায়ালঙ্কার
৭। বরদাচার্য্য (১০৫০)	তার্কিকরক্ষা
নৃসিংহ ঠক্কুর	তার্কিকরক্ষাটীকা (প্রকাশিকা)
বিনায়ক ভট্ট	ঐ (ন্যায়কৌমুদী)
জ্ঞানপূর্ণ	ঐ
মল্লিনাথ (১৩৫০)	ঐ (নিষ্কণ্টক)
৮। বাসুদেব কাশ্মীরিক	ন্যায়ভূষণ
৯। অভয়তিলক (১৩৫০)	ন্যায়বৃত্তি
১০। গঙ্গেশোপাধ্যায় (১১৭৫)	তত্ত্বচিন্তামণি
বাসুদেব সার্ব্বভৌম (১৪৭৫)	তত্ত্বচিন্তামণিটীকা
উদয়দেব মিশ্র (১২৭৫)	তত্ত্বচিন্তামণিটীকা (তত্ত্বালোক)
হরিদাস মিশ্র (১৫৯০)	তত্ত্বালোকটীকা
হনুমান্	তত্ত্বচিন্তামণিটীকা (হনুমদীয়া)
পক্ষেশ্বর	তত্ত্বচিন্তামণিটীকা
বর্দ্ধমান (১২২৫)	তত্ত্বচিন্তামণিটীকা
তর্কচূড়ামণি	তত্ত্বচিন্তামণিটীকা (প্রকাশ)
রঘুনাথ (১৩০০)	তত্ত্বচিন্তামণিটীকা (তত্ত্বদীধিতি)
জগদীশ (১৫৯০)	তত্ত্বদীধিতিটিপ্পনী (জাগদীশী)
শঙ্করমিশ্র (১৬২৫)	তত্ত্বদীধিতিটিপ্পনী জাগদীশীটীকা

মথুরানাথ (১৫৮০)	তত্ত্বদীধিতিটীকা (মথুরানাথী)
মথুরানাথ	তত্ত্বদীধিতিটীকা (তত্ত্বালোকরহস্য)
ভবানন্দ (১৬০০)	তত্ত্বদীধিতিটীকা (ভবানন্দী)
শঙ্করমিশ্র	তত্ত্বদীধিতিটীকা (ময়ূখ)
গদাধর (১৬৫০)	তত্ত্বদীধিতিটীকা (গদাধরী)
রঘুনাথ শাস্ত্রী (১৮৬০)	গদাধরীটীকা (ন্যায়রত্ন)
১১। কেশব মিশ্র (১২৫০)	তর্কভাষা
.. ..	তর্কভাষাটীকা (ন্যায়প্রদীপ)
চিন্নভট্ট (১৩৫০)	তর্কভাষাটীকা (চিন্নভট্টি)
বাঙ্কটাচার্য্য	চিন্নভট্টটীকা
রামলিঙ্গ (১৪৬০)	তর্কভাষাটীকা
গোবর্দ্ধন (১৫৭০)	তর্কভাষাটীকা (তর্কভাষা-প্রকাশ)
মুরারি (১৬১০)	তর্কভাষাটীকা
শুভবিজয় (১৬১০)	তর্কভাষাটীকা (তর্কভাষাবিবরণ)
বিশ্বনাথ (১৬৩৪)	তর্কভাষাটীকা (ন্যায়বিলাস)
গৌরীকান্ত (১৬৫০)	তর্কভাষাটীকা (ভাবার্থ-দীপিকা)
মাধবদেব (১৬৫৫)	তর্কভাষাটীকা
সিদ্ধচন্দ্র (১৭৪০)	তর্কভাষাটীকা
মাধবভট্ট (১৭৭০)	তর্কভাষাটীকা
গণেশদীক্ষিত (১৭৮০)	তর্কভাষাটীকা (তত্ত্ব-প্রবোধিনী)
বাগীশ	তর্কভাষাটীকা (প্রসাদিনী)
কৌণ্ডিন্যদীক্ষিত	তর্কভাষাটীকা (প্রকাশিকা)
বলভদ্র	তর্কভাষাটীকা (প্রকাশিকা)
গুড়ু ভট্ট	তর্কভাষাটীকা
গোপীনাথ মৌনী	তর্কভাষাটীকা (উজ্জ্বলা)
ভাস্কর	তর্কভাষাটীকা (দর্পণা)
গোপীনাথ ঠক্কুর	তর্কভাষাটীকা (ভাব-প্রকাশিকা)
চৈতন্যভট্ট	তর্কভাষাটীকা (প্রকাশ)
নাগেশ (১৭১৪)	তর্কভাষাটীকা (যোগাবলি)
দিনকর	তর্কভাষাটীকা (কৌমুদী)
গঙ্গাধরভট্ট	তর্কভাষাটীকা
নারায়ণ	তর্কভাষাটীকা
১২। রঘুনাথ ভট্ট (১৩০০)	পদার্থখণ্ডন (পদার্থতত্ত্ব-নিরূপণ)
১৩। জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য (১৩০০)	ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী
যাদব	ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীটীকা (ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীসার)
শ্রীকণ্ঠ (১৫৩৫)	ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীটীকা (তর্কপ্রকাশ)
লৌগাক্ষিভাস্কর (১৬২৫)	ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীটীকা
বাসুদেব	ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীটীকা (ন্যায়রত্নাবলী)
কৃষ্ণবাগীশ	ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীটীকা
ত্রিলোচনদেব	ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীটীকা
শশধর	ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীটীকা (ন্যায়সিদ্ধান্তদীপ)
শেষানন্ত	ন্যায়সিদ্ধান্তদীপটীকা (প্রভা)
১৪। জীবরাজ (১৪৫০)	তর্ককারিকা, তর্কমঞ্জরী
১৫। বাসুদেব সার্ব্বভৌম (১৪৭৫)	সার্ব্বভৌমনিরুক্তি
১৬। গণেশদাস (১৫৭০)	ষোড়শপদার্থী
১৭। ভগীরথমেধ (১৫৭০)	দ্রব্যপ্রকাশিকা
১৮। মিত্রমিশ্র (১৫৮০)	পদার্থচন্দ্রিকা
১৯। জগদীশ (১৫৯০)	তর্কামৃত
২০। লৌগাক্ষিভাস্কর (১৬২৫)	পদার্থমালা
২১। মাধবদেব (১৬৫৫)	ন্যায়সার
২২। শশধর	ন্যায়সিদ্ধান্তদীপ
২৩। শ্রীনিবাস	ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী
২৪। অনন্ত	পদমঞ্জরী
২৫। চূড়ামণি	ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী
শ্রীকৃষ্ণ (১৭৮০)	ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীটীকা (ভাবদীপিকা)

অক্ষপাদ, —ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে (২৩.২১৬) লিখিত আছে—ভগবান রুদ্র প্রজাপতি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'বারাহকল্পের সপ্তবিংশতি দ্বাপরে যখন তপোধন জাতুকর্ণ্য ব্যাস হইবেন, তখন আমিও দ্বিজবর সোমশর্ম্মা নামে বিখ্যাত হইব। তখন অক্ষপাদ, কণাদ, উলূক ও বৎস নামে চারিজন তপোধন পুত্র উৎপন্ন হইবে। এই পুত্রগণ যোগাত্মা, মহাত্মা, বিমল ও বিশুদ্ধবুদ্ধি হইয়া মাহেশ্বরযোগ অবলম্বনে রুদ্রলোকে প্রয়াণ করিবে।' লিঙ্গপুরাণ (২৪.১২০-১২৪)-মতে, বারাহকল্পের সপ্তবিংশ দ্বাপরে প্রভাসতীর্থে সোমশর্ম্মা নামে যোগাচার্য্য শিবাবতার আবির্ভূত হ'ন। অক্ষপাদ তাঁহার চারিজন শিষ্যের অন্যতম।

অক্ষপাদ, —ন্যায়দর্শনের অনুবর্ত্তী দার্শনিক।

অক্ষপাদেশ্বর, —কাশীধামের প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ (স্কন্দপু°, কাশীখণ্ড)।

অক্ষপীড়া—[বৈত্তক] যবতিক্তা লতা। [যবতিক্তা দ্র°]

অক্ষভাগ—অক্ষাংশ। [অক্ষাংশ দ্র°]

অক্ষভার—[স্থপতিবিজ্ঞানে] রথের নিম্নাংশ (মানসার ৪২.৫২-৫৩)।

অক্ষমা—এক রাজকুমার। ইনি সিংহলরাজ বৃহদ্রথের কন্যা পদ্মার স্বয়ংবরসভায় আগত রাজকুমারদের মধ্যে অন্যতম।

অক্ষমালা, —বশিষ্ঠের পত্নী। ইনি প্রথমে শূদ্রকন্যা ছিলেন; কিন্তু মহর্ষির সংসর্গে তিনি বিলক্ষণ গুণবতী হইয়া উঠেন। মনুসংহিতায় একটা উদাহরণ আছে—

"যাদৃগ্‌গুণেন ভর্ত্রা স্ত্রীসংযুজ্যেত যথাবিধি।
তাদৃগ্‌গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা।
অক্ষমালা বশিষ্ঠেন সংযুক্তাঽধমযোনিজা।
শারঙ্গীমন্দপালেন জগামা ভ্যর্হণীয়তাম্।" (৯.২২,২৩)

যেমন নদীর জল সুস্বাদু হইলেও সমুদ্রে পড়িয়া তাহা লবণাক্ত হয়, তদ্রূপ স্ত্রীলোক যেমন পুরুষকে বিবাহ করেন, তাঁহার গুণও তাদৃশ হইয়া থাকে। অক্ষমালা শূদ্রকন্যা, কিন্তু বশিষ্ঠকে বিবাহ করিয়া তিনি পূজনীয়া হইয়াছিলেন, এবং শারঙ্গী মন্দপাল ঋষিকে বিবাহ করিয়া সম্মান লাভ করেন।

বশিষ্ঠের আরও অনেক স্ত্রী ছিলেন। তন্মধ্যে অরুন্ধতী ও উর্জ্জা প্রধান। উর্জ্জা সপ্তর্ষিগণের মাতা। শক্তি প্রভৃতি অন্যান্য সন্তান অপর স্ত্রীর গর্ভে জন্মিয়াছিলেন। (ভাগবত ৪.১.৩২-৩৩ ; বিষ্ণুপু° ১.১০.১৩)।

অক্ষমালা, —জপের জন্য ব্যবহৃত মালা। রুদ্রাক্ষ ও কমলাক্ষ-ভেদে দুই প্রকার। ব্রহ্মা, সরস্বতী, শিব প্রভৃতি দেবদেবীর হস্তে এই মালা দেখিতে পাওয়া যায়।

কাচ, স্ফটিক, স্বর্ণ প্রভৃতির গুটিকা বা মালা অতি প্রাচীনকাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কতবার ভগবানের নাম করা হইল বা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা হইল, তাহা স্মরণ রাখিবার জন্য ধর্ম্মানুষ্ঠানেও এগুলি ব্যবহৃত হইত। জগতের অধিকাংশ স্থানে কোন না কোনরূপ এই শ্রেণীর মালা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অক্ষমালা কতদিন হইতে ভারতবর্ষে চলিয়া আসিতেছে, তাহার যথার্থ সংবাদ ইতিহাস দিতে পারে না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায়, স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতে অক্ষমালার—রুদ্রাক্ষ বা কমলাক্ষমালার ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে।

এসিয়া মহাদেশেই বোধ হয় ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য এই শ্রেণীর মালার ব্যবহার প্রথম হইয়াছিল; তবে এ কথা সাহস করিয়া বলিতে পারা যায় না যে, একদেশে ইহার প্রথম প্রচলন হইয়া দেশান্তরে ইহার বিস্তৃতি ঘটিয়াছে।[১] কারণ, স্মরণ রাখিবার এরূপ সহজ উপায় তো আর কিছু নাই; সকল দেশেই ইহা উদ্ভাবিত হইতে পারে। দক্ষিণ আমেরিকায় পেরুবাসীরা স্মরণ রাখিবার জন্য বিন্দু বা গ্রন্থির মালা ব্যবহার করে। এদিকে ইহারা এতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছে যে, সরকারি কাগজ-পত্রের হিসাব পর্য্যন্ত ইহার সাহায্যে রাখিয়া থাকে। এই লিখন-পদ্ধতিকে গ্রন্থি-লেখ (Knot-writing) বলা যায়। বিভিন্ন রকমের গ্রন্থি বিভিন্ন ভাবের দ্যোতক। বিভিন্ন সূত্রেরও বিভিন্ন অর্থ আছে। কথিত আছে, য়ুয়াং-চিং-চের (Yung-ching-che) সময় চীনদেশে ছোট ছোট রজ্জুতে বিভিন্ন রকমের গ্রন্থির সাহায্যে লিখন-কার্য্য চলিত। গ্রন্থিগুলির আকৃতি ও দূরত্ব অনুসারে বিভিন্ন প্রকার অর্থ বুঝাইত। চীনদেশের পদ্ধতি দক্ষিণ আমেরিকার পেরুবাসীদের মতই। জাপানের বৌদ্ধদিগের সিন্‌গোন্ শ্রেণীর লোকেরা একরূপ গ্রন্থি ব্যবহার করিত। তাহাতে দুইটী গ্রন্থির একত্র সমাবেশ থাকিত এবং তাহা মূলগ্রন্থি হইতে নিম্নদেশে ঝুলিত। প্রাচীন চীনা ভাষায় 'মালুস' বুঝাইতে এইরূপ গ্রন্থি ব্যবহৃত হইত; কারণ বুদ্ধদেবের নানাগুণের প্রকাশ ইহার দ্বারাই তাহারা করিত।

ব্যাবহারিক বিষয়েও স্মরণ রাখিবার জন্য অনেক দেশে গ্রন্থির প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। গায়নার ইণ্ডিয়ান্-দিগের ভিতর যখন 'পাইবারী' (Paiwari) ভোজের অনুষ্ঠান চলিত, তখন নিমন্ত্রণকারী গ্রন্থিযুক্ত মালা রচনা করিয়া প্রত্যেক দলের কর্ত্তাকে একটী মালা দিতেন এবং তিনিও প্রত্যহ এক একটী গ্রন্থি খুলিয়া কবে যে ভোজের আয়োজন হইবে তাহা স্মরণ করিয়া রাখিতেন। এরূপ গ্রন্থিবিশিষ্ট মালা ভোজের দিনের স্মারকচিহ্ন। মধ্যপূর্ব্ব আফ্রিকার ওয়াগোগো জাতি স্ত্রীলোকদের গর্ভ এইরূপ গ্রন্থিদ্বারা মনে করিয়া রাখে। ভারতবর্ষেও স্মরণার্থ রুমালের, কোঁচার বা জামা বা পায়জামার খুঁটে গ্রন্থি বাঁধিবার নিয়ম প্রচলিত আছে। এখনও মিশরে প্রাচীন-পন্থী গ্রীসদেশীয় গির্জ্জায় স্মরণার্থ মালার ব্যবহার দেখা যায়। ['মালা' শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্র°]

সাধারণতঃ হিন্দুরা অক্ষ—রুদ্রাক্ষ বা কমলাক্ষ বা তুলসীর মালা ব্যবহার করিয়া থাকেন। সংস্কৃতে এরূপ মালাকে জপমালা, অক্ষমালা বা স্মরণী নামে অভিহিত করা হয়। ইষ্টদেবের উদ্দেশে কতবার জপ করা হইল, তাহা স্মরণ রাখিবার জন্যই এইরূপ ব্যবস্থার প্রথম প্রচলন হয়। হিন্দুরা যে এইরূপ প্রাত্যহিক জপের প্রচলন করিয়াছিলেন কেবল কতবার জপ করা হইল তাহা স্মরণ রাখিবার জন্য তাহা নয়, কারণ

তাঁহারা করণীয় সংখ্যা অপেক্ষা বহুবার ধরিয়া এরূপভাবে জপ করিয়া থাকেন। প্রকৃত প্রস্তাবে চিন্তাশক্তির প্রসারতা বৃদ্ধি করিবার জন্য সাধু-সন্ন্যাসীরা এইরূপ জপ করিয়া থাকেন।

হিন্দুদিগের মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর জন্য বিভিন্ন রকমের অক্ষমালা ব্যবহৃত হইবার প্রথা প্রচলিত আছে। সাধারণতঃ শৈবেরা রুদ্রাক্ষ ব্যবহার করেন, শাক্তেরা কমলাক্ষ ও বৈষ্ণবেরা তুলসীর মালা ব্যবহার করেন। আবার হিন্দুউপাসকদিগের ভিতর বিভিন্ন উপাস্য দেবতা হইলেও হিন্দুরা ধর্ম্মবিষয়ে এরূপ উদারতা দেখান যে, বিভিন্নরূপ অক্ষ বা তুলসীর মালা ইহারা ধারণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। অক্ষের সংখ্যাও ধর্ম্মমতের পার্থক্যহেতু দেখিতে পাওয়া যায়। রুদ্রাক্ষ ও কমলাক্ষের ব্যবহারের পৃথক্ পৃথক্ উদ্দেশ্য আছে। শৈবেরা ৩২টী বা ৬৪টী অক্ষ, বৈষ্ণবেরা ১০৮টী অক্ষ ব্যবহার করেন। প্রত্যেক মালার শেষে একটী পৃথক্ অক্ষ থাকে; গণনার ভিতর এটীকে ধরা হয় না। ইহাকে 'সাক্ষী' অক্ষ বলা হয়। এটী যেন দ্রষ্টা—মালা ঠিক মত চলিতেছে কিনা দেখিতেছেন। অনেক সাধু সন্ন্যাসীর মালায় আবার শত সহস্র অক্ষও দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শৈবেরা রুদ্রাক্ষ ব্যবহার করিয়া থাকেন। একমুখী রুদ্রাক্ষের মালার গুণ অসীম। একমুখী রুদ্রাক্ষ যাঁহারা হস্তে বা গলদেশে ধারণ করেন, তাঁহাদের উপর ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি পড়ে ও তাঁহারা দেবতার নিকট হইতে নানারূপ অনুগ্রহলাভে সমর্থ হ'ন। এরূপ রুদ্রাক্ষ ধারণকারী যদি কোন মতে হস্ত হইতে রুদ্রাক্ষটী খুলিয়া না ফেলেন, তাহা হইলে প্রায়শঃ তাঁহার রুদ্রাক্ষটী চুরি যায়; সুতরাং যে ভাগ্যবান্ পুরুষ এইরূপ রুদ্রাক্ষ কোনগতিকে সংগ্রহ করিতে পারেন, তিনি উহা স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া পরম শ্রদ্ধার সহিত রক্ষা করিয়া থাকেন। অনেকের বিশ্বাস, এরূপ রুদ্রাক্ষ গৃহে থাকিলে গৃহের মঙ্গল হয়। আসল একমুখী রুদ্রাক্ষ কেবলমাত্র সিদ্ধযোগীদের নিকট হইতে পাওয়া যায়। ইহা পাইতে হইলে তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে হয়। অর্থের বিনিময়েই যে সকল সময় ইহা পাওয়া যায় তাহা নহে, কারণ সিদ্ধ সন্ন্যাসীরা কামিনী-কাঞ্চনবিরাগী, ইঁহাদের সেবা যত্ন করিয়া অনেকে এরূপ রুদ্রাক্ষ পাইয়া থাকেন, আবার কেহ কেহ ইঁহাদের অহৈতুক প্রীতিবশেও পাইয়া থাকেন। কুমারব্রতাবলম্বী যোগীরা একাদশমুখী রুদ্রাক্ষ এবং বিবাহিত যোগীরা দুইমুখী রুদ্রাক্ষ ব্যবহার করেন। বলিশ্রেষ্ঠ হনুমানজীর সেবকেরা সাধারণতঃ পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষ ব্যবহার করেন।

অমসৃণ রুদ্রাক্ষবীজ ব্যবহার হইতে মনে হয় শৈবদের কঠোর তপশ্চর্য্যার ইহা প্রতীক মাত্র। শৈব কিংবদন্তী হইতে জানিতে পারা যায় রুদ্রাক্ষের উৎপত্তি রুদ্র বা মহাদেবের আঁখিজল হইতে হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে একসময়ে দেবাদিদেব মহাদেব ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া পড়িলে তাঁহার চক্ষু দিয়া জল নির্গত হইয়া রুদ্রাক্ষের সৃষ্টি হয়। কাহারও কাহারও মতে আবার জানিতে পারা যায়, দুঃখে বা আনন্দের আতিশয্যে মহাদেবের চক্ষু হইতে জল নির্গত হইয়া রুদ্রাক্ষের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহার আঁখিজল দানা বাঁধিয়া রুদ্রাক্ষের রূপ ধারণ করিয়াছে। পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষ দেবতার পঞ্চ বিভিন্নভাবের দ্যোতক।

বাঙ্গলাদেশের অনেক সন্ন্যাসী রুদ্রাক্ষের মালাকে ভাগ করিয়া অঙ্গে অলঙ্কারের ন্যায় ধারণ করে। ২৭টী অক্ষের মালা তাঁহারা কনুইএ, কব্জিতে ৫টী করিয়া ও কর্ণে ৩টী করিয়া অক্ষের দুল ধারণ করে।

কাহারও মতে হিন্দুরা যখন বাসনা চরিতার্থ করিতে চান তখন রুদ্রাক্ষ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

অক্ষমালা ও যাদুমন্ত্র

অনেক সময় অক্ষমালা ও যাদুমন্ত্রের পার্থক্য বড় একটা দেখা যায় না। প্রকৃতপক্ষে অক্ষমালাও অনেক সময় যাদুমন্ত্রের মত কাজ করিয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। দক্ষিণ-মির্জ্জাপুরে একটী আখড়ায় একটী পবিত্র বাদ্যযন্ত্র আছে ইহাকে 'নাগদমন' বলা হয়, কারণ সর্পদিগকে দমন করিবার ইহার মত শক্তি আর কোন কিছুরই নাই। সাপের হাড়ের মালা প্রস্তুত করিয়াই এই বাদ্যযন্ত্রের সহিত সংযুক্ত করা থাকে। একটী মালা সংযুক্ত থাকিলে তেমন ফল লাভ হয় না, এইরূপ দুইটী মালা বাদ্যযন্ত্রের সহিত সংযুক্ত থাকিলে তবে সাফল্য লাভ করা যায়। সাধারণলোকেরা এই বাদ্যযন্ত্রকে অনেক সময় পূজা করিয়া থাকে এবং ইহার সহিত যে সকল হাড়ের টুকরা থাকে, সেগুলির একখণ্ড বা কয়েকখণ্ড মণিবন্ধে বাঁধিয়া রাখিলে অনেক রোগী রোগমুক্ত হইয়া যায়; এরূপ বিশ্বাস অনেকের আছে। সাপুড়েরা ভারতের সর্ব্বত্র যে তুবড়ী বাজাইয়া সাপ খেলাইয়া থাকে, উহার গাত্রে এই হাড়ের মালা বা অক্ষমালা জড়াইয়া রাখে। ইহার গুণে সাপেরা সাপুড়িয়াদিগের বশে থাকিয়া নির্বীর্য্য হইয়া পড়ে। মুসলমান ফকিরেরা সাপের মেরুদণ্ড হইতে টুকরা টুকরা করিয়া মালা প্রস্তুত করিয়া অঙ্গে ধারণ করেন, আবার কখনও কখনও উষ্ণীষে লাগাইয়া থাকেন। এইরূপ এক টুকরা হাড় লইয়া বাতগ্রস্ত ব্যক্তিকে ধারণ করাইলে

বাত আরাম হইয়া যায়। মার্কণ্ডেয়পুরাণ, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর, রুদ্রযামল, বিশ্বকর্ম্মশিল্প, বৃহৎসংহিতা, মন্ত্রমহার্ণব, শিল্পরত্ন, অংশুমৎভেদাগম, সুপ্রভেদাগম, শ্রীতত্ত্বনিধি, শিবতত্ত্বরত্নাকর, রূপমণ্ডন, কুমারতন্ত্র, পূর্ব্বকারণাগম প্রভৃতি গ্রন্থানুসারে যে দেবদেবীর যে অঙ্গে অক্ষমালা ভূষিত, নিম্নে তাহা লিখিত হইল—

চতুর্ভুজা বা অষ্টভুজা দুর্গাদেবীর একটী বামহস্তে; চতুর্ভুজা মহাকালীর একহস্তে; অষ্টাদশভুজা ভদ্রকালীর একটী বামহস্তে; দ্বিভুজা মঙ্গলা, গৌরী, উমা, পার্ব্বতী, রম্ভা, ও তোতলার একহস্তে; চতুর্ভুজা ত্রিপুরাবাসিনী, দ্বিভুজা রতি, চতুর্ভুজা কৃষ্ণা, ভদ্রা ও বালা, দ্বিভুজা সরস্বতী, ব্রাহ্মী ও মাহেশ্বরীর এক বামহস্তে; অষ্টভুজ চন্দ্রশেখর, চতুর্ভুজ আলিঙ্গন-চন্দ্রশেখর, চতুর্ভুজ পাশুপতশিব, চতুর্ভুজ উমা-মহেশ্বর, চতুর্ভুজ কামান্তক মহাদেব, ষোড়শভুজ গজান্তক মহাদেব, ব্রহ্মশিরশ্ছেদক চতুর্ভুজ ভৈরব এবং দ্বাত্রিংশভুজ অঘোর শিবমূর্ত্তির বামদিকে একহস্তে; যোগদক্ষিণ, জ্ঞানদক্ষিণ ও ব্যাখ্যানদক্ষিণ চতুর্ভুজ শিবমূর্ত্তির দক্ষিণহস্তে; কঙ্কাল, অর্দ্ধনারীশ্বর, হরিহর ও কল্যাণসুন্দর শিবের বাম-হস্তে; চতুর্ভুজ ঈশান, দশভুজ মহেশ ও ষড়্ভুজ অঘোর মূর্ত্তির একটী দক্ষিণহস্তে; চতুর্ভুজ চণ্ডেশ্বর শিবের এক দক্ষিণ-ভুজে; চতুর্ভুজ ব্রহ্মার কোথাও দক্ষিণ কোথাও বা বামদিকের একটী ভুজে; ষোড়শভুজ অজ, একপাদ ও অহির্বুধ্নের বামদিকের একটী ভুজে; বিরূপাক্ষ ও রেবন্তের দক্ষিণ-দিকের একহস্তে; চতুর্ভুজ সুব্রহ্মণ্য মূর্ত্তির কোনটীর বামভুজে কোনটীর বা দক্ষিণভুজে; তারকারি, ব্রহ্মশাস্তা, বল্লীকল্যাণ-সুন্দর মূর্ত্তির বামভুজে; চতুর্ভুজা সাবিত্রীর এক দক্ষিণভুজে; ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি দিক্‌পাল চতুর্ভুজ হইলে একটী বামহস্তে; চতুর্ভুজ অষ্টবসুর মধ্যে ১ম ধরের পশ্চাৎ দক্ষিণভুজে, ২য় ধ্রুবের সম্মুখ দক্ষিণহস্তে, ৫ম অনিলের পশ্চাৎ দক্ষিণভুজে ও ৬ষ্ঠ অনলের সম্মুখ দক্ষিণভুজে। দ্বিভুজ নাগদেবতা (অষ্টনাগ) প্রত্যেকের দক্ষিণহস্তে এবং সকল প্রকার গণপতি মূর্ত্তির একহস্তে অক্ষমালা দেখা যায়। [Elements of Hindu Iconography, Vol. I, part i মূর্ত্তির রূপ দ্রষ্টব্য]

[E. B. Tylor—Researches into the Early History of Mankind, 1865, pp. 154-158; A. Y. Gognet—Origins des lois, des arts, et des Sciences, Paris, 1758, iii, 332; J. A. M. de Moyria de Maillac, Hist. ge'nde la Chine, Paris 1777-85, i, 4; Journal of Asiatic Society of Japan, ix, 1881, p. 177; E. F. in Thuru, Among the Indians of Guiana, London, 1883, p. 319f; H. Cole. Jai xxxii, 1902, p. 323; R. C. Temple—P. N. Q. ii, 1884-1885, p. 571 & iii, 608; Monier-Williams- Modern India and the Indians, p. 108-110; W. Crooke-Things Indian, London, 1906, p. 108-9; G Rao—Elements of Hindu Iconography.]

অক্ষমালা,—তীর্থবিশেষ (তাপীখণ্ড)।

অক্ষমালাপ্রতিষ্ঠা—একখানি গ্রন্থের নাম।

অক্ষমালী—শিবের নাম (মহাভা°, শান্তি°; ব্রহ্মাণ্ডপু° ৩০.২০৬)।

অক্ষয়—পর্ব্বতবিশেষ (হরিব°—২.৯৮.১৫)। ২ বার্হস্পত্য ষষ্টি সংবৎসরের ২০শ বর্ষ।

অক্ষয়কুমার ঘোষ—একজন প্রসিদ্ধ বাঙ্গ-কবিতা-রচয়িতা। বাসস্থান ছিল বর্দ্ধমান জেলায়; জাতিতে ছিলেন গোপ। ইনি উৎকলবাসী কায়স্থ-কবি সুন্দরদাসের ‘কবির’দলের বাঁধনদার ছিলেন। ইনি ইঁহার গুরু সুন্দর-দাসের মত সুন্দর বাঙ্গলা লিখিতে পারিতেন। সংস্কৃত-সাহিত্যেও ইঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইঁহার পুত্র নটবর ঘোষ ২৪পরগণার মধ্যে একজন বিশিষ্ট ‘কবিওয়ালা’ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

অক্ষয়কুমার দত্ত—বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত নবদ্বীপের দুই ক্রোশ উত্তর চুপীগ্রামে পীতাম্বর দত্তের ঔরসে ও দয়াময়ীর গর্ভে সন ১২২৭ সালের ১লা শ্রাবণ শনিবার বঙ্গজ কায়স্থকুলে অক্ষয়কুমার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রপিতামহ রাজবল্লভ দত্ত পূর্ব্বদেশ হইতে চুপীগ্রামে আসিয়া বসতিস্থাপন করিয়াছিলেন। পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁহার ‘হাতেখড়ি’ হইয়াছিল, কিন্তু গ্রামে কোন গুরু মহাশয় না থাকায় বিদ্যারম্ভ হয় নাই। ৭ম বর্ষ হইতে ১০ম বর্ষ পর্য্যন্ত গ্রাম্য পাঠশালায় বাঙ্গলা লেখাপড়া ও বাড়ীতে সামান্য ফার্শী শিখিয়া অক্ষয়কুমার কলিকাতার খিদিরপুরে পিতার নিকট আসেন। কলিকাতায় আসিয়া বালক অক্ষয়কুমার ইংরেজী শিখিবার জন্য ব্যগ্র হ’ন। তাঁহার পিতৃব্যপুত্র হরমোহন দত্ত ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। অক্ষয়কুমার প্রথমে তাঁহার নিকট ইংরেজী শিক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে সময়াভাবে তিনি জয়কৃষ্ণ সরকার বা ‘জয় মাষ্টারের’ নিকট অক্ষয়কুমারের ইংরেজী শিখিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার অধ্যাপনায় পরিতৃপ্ত না হইয়া তাঁহাকে কোন ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন। এই সময়ে খিদিরপুরে খৃষ্টান মিশনারীদের একটী অবৈতনিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। অক্ষয়কুমার স্বেচ্ছায় সেই স্কুলে ভর্ত্তি হ’ন। ১৬ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতৃব্যের আজ্ঞানু-সারে কলিকাতায় গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েণ্টাল

সেমিনারীতে পঞ্চম শ্রেণীতে তাঁহাকে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। এই সময়ে কলিকাতায় আসিয়া অক্ষয়কুমার তাঁহার পিসতুতো-ভাই রামধন বসুর বাসায় থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতে লাগিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অসামান্য পরিশ্রমের ফলে মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হ'ন। পর বৎসর কাশীধামে তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটিলে, তাঁহারই উপর সংসারপ্রতিপালনের ভার পড়িল। এদিকে বিদ্যালয়েও এক বৎসরের মাহিনা অনাদায় পড়িয়া রহিয়াছে; সুতরাং নানা প্রতিবন্ধকতাহেতু অক্ষয়কুমার স্কুল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু স্বাবলম্বী অক্ষয়কুমার জ্ঞান-পিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য বন্ধুবান্ধবদের নিকট হইতে বহু পুস্তক

অক্ষয়কুমার দত্ত

কর্জ্জ লইয়া পাঠ করিয়া আপনার জ্ঞান-ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে লাগিলেন। ১৯ বৎসর বয়সে তিনি কিছুকালের জন্য জনৈক সংস্কৃত অধ্যাপকের নিকট সংস্কৃত ভাষার আলোচনা করিয়াছিলেন।

এই সময় কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত অক্ষয়কুমারের পরিচয় হয়। তাঁহারই উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া অক্ষয়-কুমার প্রথমে পদ্য পরে গদ্য লিখিতে আরম্ভ করেন। 'প্রভাকরেই' তাঁহার সর্ব্বপ্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অক্ষয়কুমারকে অত্যধিক স্নেহ করিতেন, আবার রচনার গাম্ভীর্য্য, চিন্তাশীলতা ও পারিপাট্য দেখিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধাও করিতেন। তিনিই অক্ষয়কুমারকে মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুরের সহিত পরিচিত করিয়া দেন। ১২৪৭ সালে (১৭৬২ শকে) 'তত্ত্ববোধিনী' পাঠশালা স্থাপিত হয়—অক্ষয়কুমার মাত্র ৮৲ টাকা বেতনে এই পাঠশালায় ভূগোল ও পদার্থবিদ্যার শিক্ষক নিযুক্ত হ'ন। এই সময়ে তাঁহার প্রথম পুস্তক (ভূগোল) রচিত হয়। পরে তাঁহার বেতন বৃদ্ধি হইয়া চৌদ্দ টাকা ধার্য্য হয়।

১২৫০ সালে এই পাঠশালা কলিকাতা হইতে বাঁশ-বেড়িয়ায় স্থানান্তরিত হইলে, অক্ষয়কুমার শিক্ষকতাকার্য্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হ'ন। ঈশ্বরচন্দ্র অক্ষয়কুমারকে টাকীর চৌধুরীবাবুদেরও সহিত পরিচয় করিয়া দেন। এই সময় হইতে তাঁহাদের বরাহনগরের বাটীতে 'নীতি-তরঙ্গিণী' নামক সভায় মাসে মাসে তিনি তাঁহার জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করিতেন।

ইহার পর অক্ষয়কুমার 'তত্ত্ববোধিনী' সভার সহকারী-সম্পাদক নিযুক্ত হ'ন। দুই বৎসর পরে ১২৫২ সালে তিনি উক্ত পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। দশ বৎসরকাল ধরিয়া তিনি এই পত্রিকার সম্পাদনকার্য্য সুচারুরূপে পরিচালনা করিয়া-ছিলেন। বিবিধ বিষয়ের সরল প্রবন্ধমালায় তিনি পত্রিকার গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় পদার্থবিদ্যা, দর্শন, প্রাণিবিদ্যা, ধর্ম্মনীতি, ও মনস্তত্ত্ববিষয়ক জটিল সমস্যাগুলি তিনি ভাষান্তরিত করিয়া বঙ্গবাসীর জ্ঞান-ভাণ্ডার বর্দ্ধিত করিবার সুযোগ করিয়া দেন। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধেও তিনি বহু প্রবন্ধ লিখিয়া যা'ন। এই সময়ে তাঁহার বেতন ছিল মাত্র ষাট টাকা।

তাঁহার জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা এত অধিক ছিল যে, তিনি ছাত্রদের সহিত একত্রে মেডিকেল কলেজে ১ম বর্ষে রসায়ন ও ২য় বর্ষে উদ্ভিদ্-বিদ্যা বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। তাহার পর তিনি জর্মন ভাষা ও ভূতত্ত্ববিদ্যার অনুশীলন করেন।

১২৬২ সালে কলিকাতায় নর্ম্মাল স্কুল স্থাপিত হইলে মহানুভব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় অক্ষয়কুমার ১৫০৲ টাকা বেতনে তাহার প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হ'ন। কাজেই তাঁহাকে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদন-কার্য্য পরিত্যাগ করিতে হয়। অবশ্য তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সাংসারিক অস্বচ্ছলতার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাঁহাকে এ কার্য্য করিতে হইয়াছিল; কিন্তু 'তত্ত্ববোধিনীর' প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিতে তিনি কোন দিনই বিরত ছিলেন না। সুচিন্তিত প্রবন্ধাদি নিয়মিতভাবেই বাহির হইতে লাগিল। মাদকসেবনের অপকারিতা সম্বন্ধে তিনি বহু জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এই বৎসর আষাঢ় মাসে একদিন অক্ষয়কুমার ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় বসিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। ইহাই তাঁহার উৎকট শিরোরোগের সূত্রপাত। এই সময় তিনি অধিকক্ষণ ধরিয়া কোন

গভীর বিষয়ে চিন্তা করিতে পারিতেন না। এরূপ অবস্থাতেও তিনি 'ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়' দুইভাগ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ ৩১ বৎসরকাল তাঁহাকে এই ভীষণ রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল।

শেষ বয়সে তিনি হুগলীর 'মোহন উদ্যান' নামক বাগানবাটীতে নির্জ্জনে বাস করিতে থাকেন। এই বাটী তিনি তাঁহার ইচ্ছামত সুসজ্জিত করিয়াছিলেন ও উদ্যানে নানাবিধ তরুলতাগুল্ম বসাইয়াছিলেন। এইখানেই অক্ষয়কুমার ১২৯৩ সালের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার রাত্রি ৩টা ১৫ মিনিটের সময় ৬৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন।

আজীবন দুঃখ ও অভাব-অভিযোগের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল বলিয়া তিনি অপরের দুঃখ বুঝিতেন এবং নানাভাবে বিপন্নের দুঃখ ও অভাব মোচনে তৎপর ছিলেন। তিনি নিরামিষাশী ছিলেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মমত পোষণ করিতেন।

নিম্নে আমরা তাঁহার পুস্তকাবলীর একটী ধারাবাহিক তালিকা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

'ভূগোল' (১২৪৭) ; 'বিদ্যাদর্শন' মাসিক-পত্রিকা (১২৪৯), মাত্র ৬ মাসকাল প্রকাশিত হইয়াছিল; 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা-সহ-সম্পাদক (১২৫০) ; ঐ সম্পাদক (১২৫২-১২৬২) ; 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার', ১ম ভাগ, (১২৫৮, মাঘ) ; 'চারুপাঠ', ১ম ভাগ, (১২৫৮, শ্রাবণ) ; 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধবিচার', ২য় ভাগ, (১২৫৯) ; 'চারুপাঠ', ২য় ভাগ, (১২৬১) ; 'পদার্থবিদ্যা' (১২৬৩) ; 'চারুপাঠ' ৩য় ভাগ, (১২৭০) ; 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়', ১ম ভাগ, (১২৭৭) ; 'ধর্ম্মনীতি' (১২৮৩, মাঘ) ; 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়', ২য় ভাগ, (১২৮৯, চৈত্র)।

অক্ষয়কুমার বড়াল—বঙ্গের একজন প্রসিদ্ধ কবি। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার চোরবাগানপল্লীস্থ শ্রীনাথ রায়ের গলিতে সুবর্ণবণিকবংশে অক্ষয়কুমার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কালীচরণ বড়াল। ইঁহাদের আদি নিবাস ফরাসডাঙ্গা, চন্দননগর। ইঁহারা তিনপুরুষ ধরিয়া কলিকাতায় বাস করেন। কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট-ট্রাষ্ট-কর্ত্তৃক অক্ষয়কুমারের পৈতৃক ভিটা গৃহীত হইয়াছে।

বাল্যে অক্ষয়কুমার হেয়ার-স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। কিন্তু তাঁহার বিদ্যালয়ের শিক্ষা অধিকদূর অগ্রসর হইতে পায় নাই। জ্ঞান-পিপাসা তাঁহার এতদূর বলবতী ছিল যে, সারাজীবন তিনি অধ্যয়ন-রত ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি কোন নূতন পুস্তকের সন্ধান পাইলেই তাহা সংগ্রহ করিয়া পাঠ না করিয়া ছাড়িতেন না। পঠদ্দশায় তিনি কবিগুরু বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর বাটীতে যাতায়াত করিতেন। বিহারীলালের প্রদর্শিত পথে যখন রবীন্দ্রনাথ, প্রিয়নাথ সেন, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি সে যুগের নবীন কবিরা আসিয়া পথিক হইয়াছিলেন, অক্ষয়কুমারও তাঁহাদের দলে যোগ দিয়া নব্যবঙ্গের কাব্যালোকে নব-প্রভাতের কাকলিধ্বনি করিয়াছিলেন।
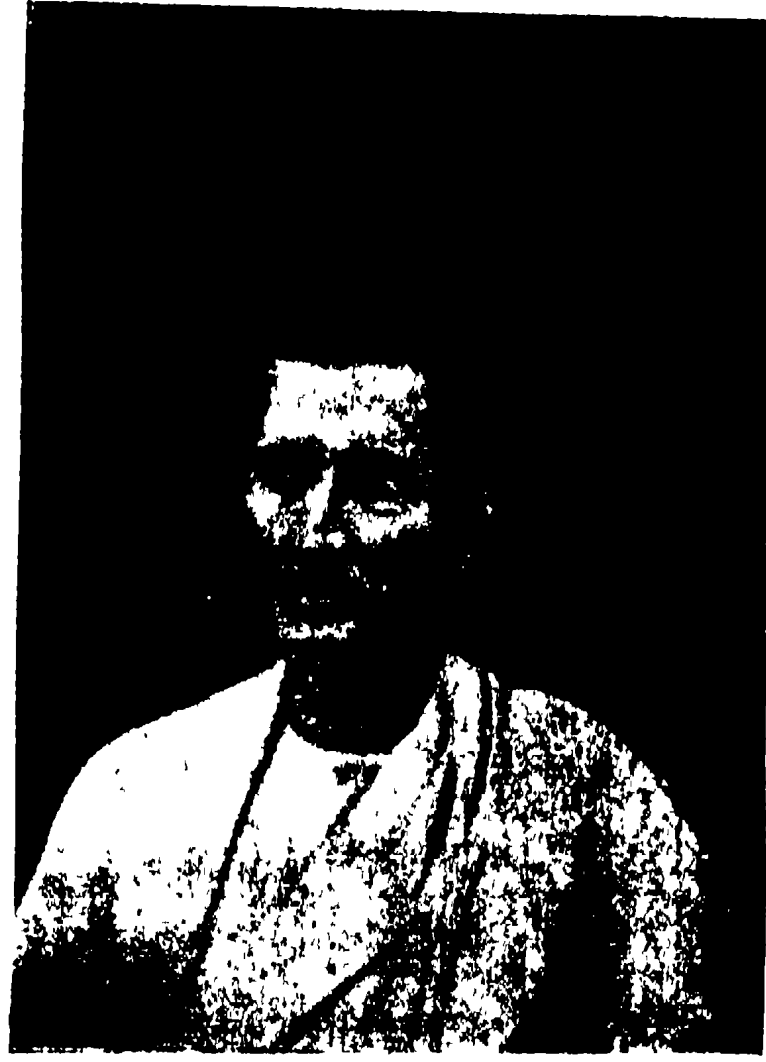
অক্ষয়কুমার বড়াল

বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া তিনি কলিকাতার 'দিল্লী এণ্ড লণ্ডন ব্যাঙ্কে' হিসাব-বিভাগে কর্ম্মচারিরূপে নিযুক্ত হ'ন। বহুদিন এস্থলে কার্য্য করিবার পর ব্যাঙ্কের কর্ম্মাধ্যক্ষের সহিত মনোমালিন্য ঘটায় তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। পরে তিনি 'North British Life Insurance Company'র অফিসে প্রধান কর্ম্মচারীর পদ পাইয়া তথায় মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়াছিলেন।

সন ১২৮৯ সালে সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত "বঙ্গদর্শনে" অক্ষয়কুমারের 'রজনীর মৃত্যু' নামক সুদীর্ঘ প্রথম কবিতা এবং ১২৯০ সালের চৈত্র মাসে তাঁহার প্রথম খণ্ডকাব্য 'প্রদীপ' প্রকাশিত হয়। 'প্রদীপ' পাঠ করিয়া বাঙ্গলার শিক্ষিত-সমাজ ইঁহার কবিত্বের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ১২৯২ সালের আশ্বিন মাসে 'কনকাঞ্জলি' নামক দ্বিতীয় কাব্য ও ১২৯৪ সালে তাঁহার তৃতীয় কাব্য-গ্রন্থ 'ভুল' প্রকাশিত হয়। ১৩১৩ সালে তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইলে তিনি ব্যথিতচিত্তে

লোকান্তরিত পত্নীর উদ্দেশে 'এষা' নামে একখানি অতি উপাদেয় কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৩১৭ সালে অক্ষয়কুমারের শেষ কাব্য-গ্রন্থ 'শঙ্খ' প্রকাশিত হয়। ১৩১১ সালের বৈশাখ মাসে তিনি শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত "সাহিত্য"পত্রিকায় ওমার খৈয়ামের অনুকরণে ২৭টী কবিতা-স্তবকে 'পান্থ' নামক কবিতা প্রকাশ করেন। ১৩১৮ সালে উহার আরও ২৪টী স্তবক প্রকাশিত হয়। বঙ্গ-সাহিত্যে এই অনুবাদের যে একটা বিশিষ্ট স্থান আছে, তাহা কাব্যরসিকমাত্রেই স্বীকার করেন। চণ্ডীদাসের জীবনের ঘটনাবলী লইয়া তিনি একখানি নাটক রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাহার চারি অঙ্কের অধিক তিনি লিখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার সর্ব্বশেষ-রচিত কবিতা 'স্বজাতি-সম্ভাষণ' সুবর্ণ-বণিক সম্মিলনীর ১৩২৫ সালের অধিবেশনে চুঁচুড়ায় পঠিত ও "সুবর্ণ-বণিক সমাচারে" প্রকাশিত হয়।

অক্ষয়কুমারের কবিতা যে বাঙ্গালী পাঠকের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহার কারণ তিনি বাঙ্গালীর চিত্তের সুখদুঃখের কাহিনী ভাবের অনুভূতি দিয়া অনাড়ম্বর সরলভাষায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অঙ্কিত চিত্র বাঙ্গালীর প্রাণে একটা স্থায়ী দাগ রাখিয়া যায়। 'কনকাঞ্জলি' ভিন্ন তাঁহার অন্যান্য কাব্যের একাধিক সংস্করণ হইতে পাঠক-সমাজে তাঁহার কাব্যের আদরের পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে 'কনকাঞ্জলি' সম্বন্ধে একটা কথা বলা আবশ্যক। সুকবি মানকুমারী-রচিত 'কনকাঞ্জলি' নামে আর একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ থাকায় অক্ষয়কুমার প্রথম সংস্করণের সমস্ত পুস্তক শেষ হইয়া গেলেও ২য় সংস্করণ প্রকাশ করেন নাই। 'কনকাঞ্জলি'খানি কবির বড় আদরের কাব্য ছিল। অক্ষয়-কুমারের প্রত্যেক কাব্যেই কবির একখানি করিয়া ফটো আছে। এ ফটোর বৈশিষ্ট্য হইতেছে, যে বয়সে কাব্যখানি প্রকাশিত হইয়াছে, সেই বয়সেরই চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

বেশভূষা বা চালচলনে অক্ষয়কুমারের সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের পরিচয় সম্যক পাওয়া না গেলেও তাঁহার প্রকাশিত কাব্যের কাগজ, মলাট ও মুদ্রণের দিক দিয়া তাঁহার সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের পরিচয় বেশ পাওয়া যায়। অক্ষয়কুমারের শব্দানুভূতি এত সূক্ষ্ম ছিল যে, যতক্ষণ না প্রকৃত শব্দটী বসাইতে পারিতেন, ততক্ষণ তিনি ঐ শব্দের অন্বেষণে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ভাবিতেন। শব্দসমষ্টিগত সৌন্দর্য্যসৃষ্টি দ্বারা তিনি সাহিত্যে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। ১৩২৬ সালের শ্রাবণ মাসে অক্ষয়কুমার অবিনশ্বর যশঃ রাখিয়া ইহধাম পরিত্যাগ করেন।

অক্ষয়কুমারের রচনায় কবিগুরু বিহারীলালের প্রভাব যথেষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে; এমন কি, অক্ষয়কুমারের পরিণত বয়সের কবিতায় ও শব্দে, ছন্দে ও ঝঙ্কারে 'সারদা-মঙ্গলের' প্রতিধ্বনি নানাস্থানে পরিস্ফুট হইয়াছে। গীতি-কবিতায় যখন সকলে নিত্য নূতন রাগরাগিণীর বিচিত্র সুর বাজাইতে-ছিলেন, তখন অক্ষয়কুমার তাঁহার সেই গুরুমন্ত্রের মতন পরিচিত সুরের সাধনা লইয়াই তন্ময় ছিলেন। অতীতের সেই সুরে গ্রথিত অক্ষয়কুমারের রচনায় এমন এক মধুর রস ও সরল শ্রী আছে যাহা অন্যত্র সুদুর্লভ। শব্দকুশলী কবি ভাবকে প্রকাশ করিবার জন্য উপযুক্ত চলিত ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের সাহায্য লইয়াছেন, কখনও সৃষ্টিছাড়া নূতন শব্দের প্রচলন করেন নাই, বা বৈচিত্র্য আনয়ন করিবার জন্য গম্ভীর ভাবকে কখনও চপলছন্দের সাহায্যে প্রকাশ করেন নাই।

অক্ষয়কুমারের কাব্যসমূহের মধ্যে 'এষাই' সর্ব্বপ্রধান। বহু সমালোচকের মতে ইহা টেনিসনের বন্ধু-বিয়োগে রচিত 'In Memoriam' অপেক্ষাও কাব্যাংশে শ্রেষ্ঠ। তুলনায় সমালোচনা না করিয়াও একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারা যায়, 'এষা' বাঙ্গালীর গার্হস্থ্যজীবনের একখানি সুন্দর আলেখ্য। প্রকৃতি-বর্ণনা এবং প্রণয় ও শোকবিষয়ক কবিতা রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

অক্ষয়কুমারের হৃদয় সহানুভূতিতে পূর্ণ ছিল। শতকার্য্য ফেলিয়াও তিনি অপরের কোন উপকার করিতে পারিলে আপনাকে ধন্য মনে করিতেন। তাঁহার বন্ধুপ্রীতি ছিল অসাধারণ। কবি-বন্ধুদের রচনা অল্প পরিবর্তন কিংবা কবিতার কয়েক চরণ একস্থান হইতে অন্য স্থানে বসাইয়া কবিত্বের সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া দিতে তাঁহার অনন্যসাধারণ ক্ষমতা ছিল।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—বঙ্গের একজন সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক। ১২৬৮ সালের ১লা মাঘ শুক্রবার অপরাহ্নে নদীয়া জেলার সিমলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মথুরানাথ মৈত্রেয়, মাতার নাম সৌদামিনী দেবী। ইঁহারা বারেন্দ্রশ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ।* ইঁহার মাতামহ রাজসাহীর বৈদ্যনাথ বাগচী মহাশয় সংস্কৃত ও পার্শীভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার প্রপিতামহ গোপীকৃষ্ণ চট্টগ্রামে ওকালতী করিতেন। ইঁহার পুত্র উমাকান্ত কোন বিষয়কর্ম্ম করিতেন না। তিনি তিনটী বিবাহ করেন। মথুরানাথ তাঁহার প্রথম

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকাণ্ডে অক্ষয়কুমারের রচিত নিজের পারিবারিক ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে।

পক্ষের সন্তান। ইঁহারা রাজসাহীর অন্তর্গত গুড়নই গ্রামের প্রসিদ্ধ মৈত্রেয়বংশ। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ কামদেব মৈত্রেয় ফরিদপুর জেলার নিকটবর্ত্তী মেঘনা গ্রামের জমিদারবংশে বিবাহ করিয়া পৈত্রিক ভিটা ছাড়িয়া আসেন। ফরিদপুর জেলায় রুক্মিণী গ্রামে কামদেবের বংশধরগণ বাস করিতে আরম্ভ করেন। নীলকরদিগের দৌরাত্ম্যে রুক্মিণী গ্রাম হইতে তাঁহার পিতামহী পুত্র-কন্যা লইয়া তাঁহার পিত্রালয় কুমারখালি গ্রামে পলাইয়া আসেন। কুমারখালির হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল হরিনাথ) ও অক্ষয়কুমারের পিতা মথুরানাথ বাল্য-বন্ধু ছিলেন ও একযোগে কুমারখালির বহু উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন।
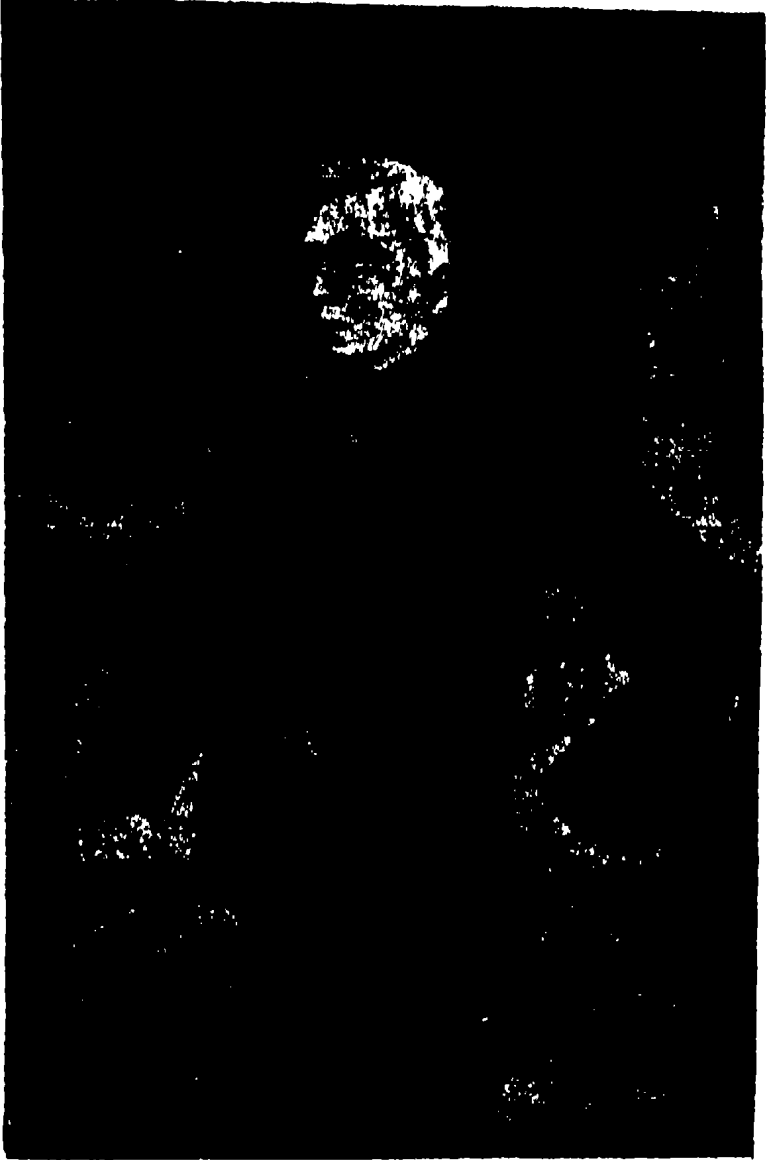
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

এই সময়ে মথুরানাথ কুমারখালি ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন। হরিনাথ ও মথুরানাথের বন্ধুবান্ধবদের তখন আদর্শ সাহিত্যগুরু ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। হরিনাথই তাঁহাদের গুরুদেবের নাম স্মরণে বালকের নাম রাখিয়াছিলেন 'অক্ষয়কুমার' এবং উত্তরকালে তিনিই অক্ষয়কুমারের সাহিত্যগুরু ছিলেন। কাঙ্গালের সাহিত্যিক ছাত্রদের ভিতর তিনজন যশস্বী হইয়াছিলেন। 'ফিকির', 'ফকির', ও 'মুসাফির'। এই 'ফিকির'ই হইতেছেন অক্ষয়কুমার; 'ফকির' ছিলেন শ্রদ্ধাস্পদ শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব। দুইজনেই এখন স্বর্গগত। জীবিত আছেন 'মুসাফির' জলধর সেন। এই তিনজনেই হরিনাথের বঙ্গবিদ্যালয়ে একসঙ্গে বিদ্যারম্ভ করেন এবং তিনজনেই তাঁহারই নিকট বিদ্যা ও রচনাশিক্ষায় উপদেশ পাইয়াছিলেন।

মথুরানাথ ওকালতী পরীক্ষা দিবার জন্য রাজসাহী গমন করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে বৎসর পরীক্ষা গৃহীত হয় নাই। পরে তিনি সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া রাজসাহীবাসী হ'ন। বালক অক্ষয়কুমার দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কখন কুমারখালিতে, কখনও বা রাজসাহীতে থাকিতেন।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে বোয়ালিয়া গবর্ণমেণ্ট-স্কুলে অক্ষয়কুমারের ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ হয়। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সংস্কৃত শিক্ষার সূত্রপাত হয়। তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের নিকট, পণ্ডিত শিবচন্দ্রের পিতা চন্দ্রকুমার তর্কবাগীশের নিকট, রামকুমার বিদ্যারত্নের (স্বামী রামানন্দ ভারতী) নিকট এবং বিজয়-কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে অক্ষয়কুমার প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া রাজসাহী বিভাগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম হ'ন এবং গবর্ণমেণ্ট হইতে পনর টাকা বৃত্তি পা'ন। পরে ঐ কলেজ হইতে এফ-এ পরীক্ষায় রাজসাহী বিভাগে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া কুড়ি টাকা বৃত্তি পা'ন। এই সময় পাবনা জেলার অন্তর্গত তাঁতিবন্দনিবাসী প্রসিদ্ধ জমিদার স্বর্গীয় অন্নদাগোবিন্দ চৌধুরীর তৃতীয়া কন্যা হৃদ্‌কমল দেবীর সহিত অক্ষয়কুমারের বিবাহ হয়। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঐ কলেজেই রসায়ন ও বিজ্ঞান-শাস্ত্রে এম-এ পরীক্ষা দিবার জন্য পাঠ সমাপ্ত করেন; কিন্তু এই সময় অধ্যয়নশ্রমে অসুস্থ হইয়া পড়ায় তাঁহার পিতা তাঁহাকে এম-এ পরীক্ষা হইতে নিরস্ত করেন ও ওকালতী পরীক্ষা দিবার জন্য পাঠার্থ রাজসাহীতে লইয়া যা'ন। রাজসাহী হইতে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ওকালতী আরম্ভ করেন।

সাহিত্য-সাধনা-সম্বন্ধে অক্ষয়কুমারের নিজ লিখিত বিবরণ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে:—

'শৈশবে যে পাঠানুরাগ ও বঙ্গসাহিত্যানুরাগ লাভ করিয়াছিলাম, তাহা ক্রমে বাল্যকাল হইতেই বিকশিত হইয়াছে। প্রথমে আমি কবিতা লিখি; বক্তিয়ার খিলজির বঙ্গ-বিজয়ের প্রচলিত বিবরণ যে সর্ব্বথা কাল্পনিক, এই ধারণায় বঙ্গ-বিজয় নামে আমি প্রথম কাব্য লিখি। ঐ গ্রন্থ বর্ত্তমান নাই। গৃহদাহে অপ্রকাশিত বাল্য-রচনা পুড়িয়া গিয়াছে। বাল্যকালের অনেকগুলি রচনা রাজসাহীর 'হিন্দুরঞ্জিকা' ও কুমারখালির 'গ্রামবার্ত্তায়' প্রকাশিত হইয়াছিল। লর্ড

এখনও কত লোক অনুসন্ধান করিতেছেন ; কিন্তু একে পথ দুর্গম তাহাতে ঐ সকল স্থানের লোক নিতান্ত অসভ্য, সে কারণ ভ্রমণকারীদের অভীষ্টসিদ্ধি হইতেছে না।

মধ্য আফ্রিকার অনেক স্থানের ভূমি বেশ উর্ব্বরা। সেখানে নানা প্রকার ফসল ও বৃক্ষাদি জন্মে! কোঙ্গো, জাম্বিজি, নাইজার, শ্বেতনদ এবং চাদ, শির্ব্বা, ভিক্টোরিয়া নিয়াঞ্জা, আলবার্ট নিয়াঞ্জা, তাঙ্গানিকা, নিয়াসা প্রভৃতি হ্রদের ধারে বিস্তর লোকের বাস আছে।

বোর্ণোয়ের পশ্চিমে হৌসা দেশ। তথায় প্রচুর শস্য, কার্পাস এবং নীল উৎপন্ন হয়। চাদহ্রদের পশ্চিমে এবং দক্ষিণে বোর্ণো দেশ। এখানকার রাজার অসীম ক্ষমতা। বির্ণি ইহার পুরাতন রাজধানী। এখন নগরের আর কিছুই নাই, সকলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে এই রাজধানীতে অন্যূন ২০০,০০০ লোকের বাস ছিল। এই রাজ্যের কতক অংশ বালুকাপূর্ণ, বাকি বেশ উর্ব্বরা ভূমি ; সেখানে অপর্য্যাপ্ত শস্যাদি জন্মে। ওয়াদী একটী বৃহৎ রাজ্য। এই রাজ্যের ভিতরে ফিত্রে হ্রদ আছে। সেনেয়ারের পশ্চিমে দার্ফর। বর্ষাকালে এখানকার ক্ষেতে ফসল হয় ; কিন্তু অন্য ঋতুতে মাটী অতিশয় নীরস হইয়া যায়, তাই সে সময়ে শস্যাদি কিছুই জন্মে না। মধ্য আফ্রিকার রাজারা স্বেচ্ছাচারী। কিন্তু স্বেচ্ছাচারী হইলেও প্রজাদের সঙ্গে কাহার অসদ্ভাব নাই।

সেনিগাল এবং নাইজার নদের উপর দিকে অসংখ্য লোকের বাস। তাহারা প্রায় সকলেই হাফসী। কিন্তু হাফসী বলিয়া তাহারা অন্য অন্য স্থানের লোকের মত নয়, ইহাদের আচার ব্যবহার অনেকটা ভাল। তিম্বক্টু একটী প্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থান। বার্ব্বারি, গিনি এবং সেনিগাম্বিয়ার লোকেরা এক একবারে চারি পাঁচ শত উটের উপরে পণ্য দ্রব্য বোঝাই করিয়া এই খানে বাণিজ্য করিতে আসে। নাইজার নদের নিম্নভাগে এবং যাপরী, বৌসা, যারিবা এবং নিফি প্রদেশের ভূমি বিলক্ষণ উর্ব্বরা। ঐ সকল রাজ্যে বিস্তর লোকের বাস আছে এবং তাহাদের দিন নির্ব্বাহেব যোগ্য যথেষ্ট কাজও জুটে, কাহাকে নিষ্কর্ম্মা হইয়া কষ্টে কাল কাটাইতে হয় না। নিফির নিম্নে সমুদ্রকূলের দিকে প্রায় সকলি জলাভূমি। তথায় অতিশয় বন্যা হয় এবং জল বায়ুও স্বাস্থ্যকর নহে। এখানকার প্রায় সকল লোকেই ব্যবসায়ী। নাইজার নদের মুখ হইতে দেড় শত ক্রোশ উপরে চাদ নামে আর একটী নদ আসিয়া ইহার সঙ্গে মিশিয়াছে। চাদ নদের ধারে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য আছে। এই সকল স্থানে আড্ডা করিবার জন্য ইংরাজেরা অনেক চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু এপর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

আবসিনিয়া এবং সুদনের দক্ষিণে যে সকল স্থান আছে, তাহাদের বিবরণ এখনও ভাল রূপ জানিতে পারা যায় নাই। লিভিণ্টন প্রভৃতি ভ্রমণকারীরা দেখিয়া আসিয়াছেন, মধ্য আফ্রিকা সাগরগর্ভ হইতে প্রায় ৩৫৩৩ ফিট উচ্চ। এই উন্নত ভূ-প্রদেশের মধ্যস্থলে এবং বিষুব রেখার উত্তর দক্ষিণে অনেকগুলি হ্রদ আছে। তাহাদের মধ্যে তাঙ্গানিকা, ভিক্টোরিয়া নিয়াঞ্জা এবং আলবার্ট নিয়াঞ্জাই প্রধান। এখানে বাকালাহারী, মাকোলোলো ও মাতেবেলি প্রভৃতি জাতিরা বাস করে।

আফ্রিকার পূর্ব্বদিকে এই কয়েকটী প্রদেশ ও নগর আছে,—

প্রদেশ	নগর
সৌমালী বা আদেল	জেইলা, বার্ব্বেরা।
আজান	বাদ।
জাঙ্গুইবার বা জাঞ্জিবার	জাঞ্জিবার বা শাঙ্গানী, মোম্বাজ, মাগাদোক্সো, কুইলোয়া।
মোজাম্বিক	মোজাম্বিক, কুইলিমেন।
সোফালা	সোফালা, মানিকা, জিম্বাও, সেনা।

জাম্বিজি বা লিয়াম্বাই, মাফুমা এবং সোফালা, এই কয়েকটী এখানকার নদনদী।

বাবেলমান্দেব প্রণালী এবং গোয়ার্দ্দিফুই অন্তরীপের মধ্যে আদেল রাজ্য। ইহা সোমৌলিদের দেশ। এখানে প্রচুর গন্ধবোল এবং কুন্দুরু পাওয়া যায়। সমুদ্রের ধারের দিকে আজান দেশ বালুকাপূর্ণ এবং পর্ব্বতময় ; সেখানে তৃণ লতা বৃক্ষাদি কিছুই নাই। কিন্তু ইহার ভিতর দিকের ভূমি উর্ব্বরা। স্বর্ণ, গজদন্ত, অম্বর প্রভৃতি অনেক দ্রব্য আজানে পাওয়া যায়। জাঙ্গুইবারের নিম্ন জলাভূমি জঙ্গলে পরিপূর্ণ। সেই বনে অসংখ্য অসংখ্য হাতী দল বাঁধিয়া চরিয়া বেড়ায়। মোজাম্বিকের ভূমি বেশ উর্ব্বরা। এখানকার জাম্বেজি নদীতে যথেষ্ট সোনা পাওয়া যায়। এই নদীর কূলে সেনা এবং তেতি নগরে পর্ত্তুগিজদের কেল্লা আছে। ইহার মধ্য

প্রদেশে অনেকগুলি সামান্য রাজা আছেন। মানিকা এবং সোফালা রাজ্যে প্রচুর সোনা মিলে। পূর্ব্বে পর্ত্তুগিজেরা আফ্রিকার এই অঞ্চলের একাধীশ্বর ছিলেন। পরে হাফসি ও আরবেরা তাঁহাদিগকে দূরীভূত করিয়া দেয়। এখন সোফালা এবং মোজাম্বিকের কূল ভিন্ন আর কিছুই তাঁহাদের অধিকারে নাই।

পশ্চিম আফ্রিকায় এই সকল প্রদেশ ও নগর আছে,—

প্রদেশ	নগর
সেনিগাম্বিয়া	বাথর্ষ্ট, ফোর্ট সেণ্ট ল্যুস।
উপর গিনির অন্তর্গত—	
সিরা লিওন	ফ্রিটৌন।
লাইবেরিয়া এবং	
গ্রেণ কোষ্ট	মনোভিয়া।
আইভোরি কোষ্ট	লাহৌ।
গোল্ড কোষ্ট	কেপ কোষ্ট কাসল, এল মিনা।
স্লেভ কোষ্ট	হোয়াইদা, বাদাগ্রি।
আশান্তি	কুমাসি।
দাহোমি	আবোমি, আর্দ্রাহা।
বেনিন	বেনিন, ওয়ারি।
পুরাতন কালেবার	বোঙ্গো বা পুরাতন কালেবার।
বাএফ্রা	বাএফ্রা।
নিম্ন গিনির অন্তর্গত—	
লোয়াঙ্গো	লোয়াঙ্গো।
কোঙ্গো	সেণ্ট সাল ভেদর।
আঙ্গোলা	সেণ্ট পল বা লোয়ান্দা।
বেঙ্গোএলা	সেণ্ট ফেলিপ দি বেঙ্গোওলা।

সেনিগাল, গাম্বিয়া, রাইও গ্রান্দি, নাইজার বা কোরা, আগোবে, জেইর বা কোঙ্গো, কোয়াঞ্জা, এই কয়েকটী এখানকার নদ নদী।

সেনিগাম্বিয়াতে সেনিগাল, গাম্বিয়া এবং রাওগ্রান্দি নদী আছে। ইহাদের কূলে স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী বসিয়া যেন হাসিতেছেন। ফসলের সময়ে চারি দিকের ক্ষেত মেঘের মত সবুজ বর্ণ হইয়া উঠে। ধান্য, ভুটা, নীল, কার্পাস এবং চুপড়ী আলু এখানকার প্রধান ফসল। নারিকেল, তাল, তেঁতুল, আম, বট, নেম্বু, কমলা প্রভৃতি মনোহর বৃক্ষও বসুমতীর কোল শোভা করিয়া আছে। নবনীত বৃক্ষ এ প্রদেশের আর একটী আওলাত। এখানকার বাওবার গাছের গুঁড়ীও বিলক্ষণ স্থূল হয়। অসভ্য লোকেরা ঐ গুঁড়ী কুদিয়া তাহার ভিতরে মৃতদেহ রাখে।

গোরিলা বানর, চিম্পাঞ্জি বানর, হাতী, জলহস্তী, কুম্ভীর, গণ্ডার, সিংহ, নানা প্রকার ব্যাঘ্র, শৃগাল, জেব্রা, নানা প্রকার হরিণ, এবং বড় বড় বোড়া ও অন্য অন্য সাপ এই অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার জঙ্গলে অনেক প্রকার সুন্দর সুন্দর পক্ষীও আছে।

প্রথমে আমেরিকার ইউনাইটেডষ্টেটস লাইবিরিয়া সংস্থাপিত করেন। পরে ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে এই স্থান স্বাধীন হয়। সেণ্ট ল্যুস এবং ফোর্ট গোরিতে ফরাসিসদের আড্ডা আছে। আফ্রিকার পশ্চিম দিকে আশান্তি এবং দেহোমিই প্রধান স্বাধীন রাজ্য। পূর্ব্বে এখানে দাসব্যবসায়ের অতিশয় চলন ছিল। এই কুপ্রথা নিবারণ করিবার নিমিত্ত আজও ইংরাজেরা সিরালিন এবং গোল্ড কোষ্টে বসতি করিয়া আছেন। কিন্তু অনেকে বলিয়া থাকেন যে, এত সাবধানতাতেও এখনও নাকি দাসব্যবসায় সম্পূর্ণরূপে রহিত হয় নাই।

আফ্রিকার দক্ষিণ দিকে এই সকল প্রদেশ ও নগর আছে,—

প্রদেশ	নগর
কেপ কলোনি	কেপ টৌন, গ্রেহাম টৌন।
পশ্চিম গ্রিকোয়ালাণ্ড	ক্লিপড্রিপ্ত।
নেতাল	পিতরমেরিৎস বর্গ, দি-উর্ব্বন।
কাফ্রেরিয়া বা	
কাফেরভূমি	বতরওয়ার্থ, বণ্টিং।
বসুতুভূমি	... ...
অরেঞ্জনদ স্বাধীনরাজ্য	ব্লুএমফণ্টিন।
ট্রান্সভেয়াল প্রজাতন্ত্র	পতশ্চেফস্ত্রম।
জুলুভূমি	... ..
হতেন্তত জাতির দেশ	ওন্দোঙ্গা, বেথানী, জেরুসেলাম।
বেচুয়ানাদের দেশ	কুরুমান বা নব লাত্তাকু।

অরেঞ্জ বা গারিপ, বফেলো, ওলিফাণ্ট, বৃহৎ মৎস্য, বৃহৎ কি এবং তুগেলা এখানকার নদ নদী।

কেপ কলোনি এবং নেতাল এবং ইহাদের অধীনস্থ স্থান গুলি ইংরাজদের অধিকার ভুক্ত। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৯০০ মাইল, বিস্তার ১০০ হইতে ৪০০ মাইল, সমস্ত ভূমির পরিমাণ প্রায় ২১৭,০০০ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা অনুমান ৮৫৬,০০০; তাহার মধ্যে অর্দ্ধেকেরও কম ইউরোপীয় বাকি হতেন্তত, কাফ্রি ও অন্য অন্য

জাতি। ১৬৫০ খৃঃ অব্দে দিনামারা উত্তমাশা অন্তরীপের চারি দিকে উপনিবেশ করিয়াছিলেন। তাহার পর ১৮০৬ সাল হইতে ইহা ইংরাজদের অধিকারভুক্ত হইয়াছে। ১৮৪৫ সালে ইংরাজেরা নেতালে উপনিবেশ স্থাপন করেন। গ্রিকোয়ালাণ্ডও ইংরাজদের অধিকারে আছে। এই স্থানে বহুমূল্য হীরক পাওয়া যায়।

নেতাল এবং কেপ কলোনির মধ্যে কাফেরদের দেশ। এখানে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী আছে। কাফেররা কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। তাহারা অতিশয় উগ্র, সাহসী ও সবল। ইহারা পরাধীন নহে।

অরেঞ্জনদ এবং বেঙ্গোএলার মধ্যে হতেন্ততদের দেশ। আফ্রিকার অন্য অন্য জাতির মধ্যে ইহারা অতিশয় অসভ্য। ইহাদের চাস নাই, কেবল পশুপালন করে ও সকলে মৃগয়া করিয়া বেড়ায়। ইহাদের ঘরও সামান্য কুটীর বৈ আর কিছুই নহে।

ইংরাজ অধিকারের উত্তরে বেচুয়ানাদের দেশ। ইহারাও অসভ্য; কেবল পশুপালন করে এবং কৃষিকর্ম্ম করিয়া থাকে। এই জাতি কাফ্রিদের চেয়ে অধিক পরিশ্রমী; কিন্তু ইহাদের সাহস ও বিক্রম অনেক কম।

আফ্রিকার দ্বীপসমূহের বিবরণ—মেদিরা দ্বীপপুঞ্জ পর্ত্তুগিজদের অধিকার ভুক্ত। ইহাদের মধ্যে মেদিরা দ্বীপই প্রধান। নগরের নাম ফুঞ্চাল। এই দ্বীপে মেদিরা নামে উৎকৃষ্ট মদ প্রস্তুত হয়। এখানে কেনারী নামক ক্ষুদ্র পক্ষী পাওয়া যায়।

কেনারী দ্বীপপুঞ্জ—এই পুঞ্জের মধ্যে সাতটী বড় বড় এবং আর কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। লাঞ্জাবোত, ফার্ত্তেভেঞ্চুরা, গ্রান, কেনারিয়া, তেনিরিফি, গোমারা, পামা এবং হিরো বা ফিরো এই সাতটী প্রধান। এই দ্বীপ পুঞ্জ আফ্রিকার উত্তর পশ্চিম দিকে আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রে অবস্থিত। এ গুলি স্পেনের অধিকার ভুক্ত। এখানকার নগরের নাম সেন্তা ক্রুজ। তেনিরিফ শেখর প্রায় ১২,১৯৮ ফিট উচ্চ। প্রায় ৭৫ ক্রোশ দূর হইতে নাবিকেরা এই পর্ব্বতের চূড়া দেখিতে পায়। এখানেও এক প্রকার উৎকৃষ্ট মদ প্রস্তুত হয় এবং কেনারী নামক ক্ষুদ্র পক্ষী এই দ্বীপে জন্মে।

কেপ ভার্দ দ্বীপপুঞ্জ—ইহাদের মধ্যে সেণ্ট জেগো, সেণ্ট আণ্টোনিও এবং সেণ্ট নিকোলাস এই তিনটী প্রধান। ইহার মধ্যে ফোগো একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ। এই দ্বীপে একটী আগ্নেয় গিরি আছে, উহা ৯১৭৫ ফিট উচ্চ। কার্পাস, কাফি এবং সমুদ্র লবণ এখানকার প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। এই দ্বীপপুঞ্জও পর্ত্তুগিজদের অধিকারে আছে।

সেণ্টহেলেনা—এই দ্বীপ দক্ষিণ আটলাণ্টিক সমুদ্রে নিগ্রো অন্তরীপের ঠিক পশ্চিমে আছে। ইহার পরিধি প্রায় ২৮ মাইল। এখানকার প্রধান নগরের নাম জেমস টৌন। এই দ্বীপের মধ্যস্থলে দায়ানা নামে একটী পর্ব্বত আছে, উহা অন্যূন ২৬৯৩ ফিট উচ্চ। ১৮১৫ খৃঃ অব্দে ইংরাজেরা ফরাসিস সম্রাট নেপোলিয়ান বোনেপার্টকে এই দ্বীপে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আসেন্সন নামে এখানকার আর একটী দ্বীপ ইংরাজদের অধিকারে আছে। ইহা সেণ্ট হেলেনার উত্তরপশ্চিম দিকে অবস্থিত। নাবিকেরা জলপথে যাতায়াতের সময়ে বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত এইখানে জাহাজ ভিড়াইয়া থাকে। এখানকার নগরের নাম জর্জ্জ টৌন।

আফ্রিকার মধ্যে মাদেগাস্কার সকলের চেয়ে বড় দ্বীপ। ইহা ভারতসমুদ্রে আছে। ইহার প্রধান নগরের নাম তানানারিভো। এই দ্বীপ বহুকাল হইতে স্বাধীন ছিল। খৃষ্ট সপ্তদশ শতাব্দিতে, ইহার উত্তর পশ্চিম ধার হইতে শাকলাব নামে এক জাতি আসিয়া সমস্ত পশ্চিম ভাগ অধিকার করিয়া লইলেন। অষ্টাদশ শতাব্দির প্রথমে হবা জাতি শাকলাবদিগকে দূরীভূত করিয়া দেন। পরে ইংরাজদের সাহায্যে ইহাঁরাই এখন মাদাগাস্কারের রাজা। ১৮১৬ সালে এখানে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচলিত করিবার নিমিত্ত পাদরিরা বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরিশেষে ১৮২০ সালে প্রথম রাদাম রাজা দাস বিক্রয়ের প্রথা রহিত করেন। এই সময়ে ইংরাজ পাদরিরা মাদাগাস্কারে অনেক গুলি বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়া প্রজাদিগকে বিদ্যা শিখাইতে লাগিলেন। পূর্ব্বে এখানকার লোক লিখিতে পড়িতে জানিত না, এখন অনেকেই লেখা পড়া শিখিয়াছে। পাদরিরা অনেককে খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিতও করিয়াছেন। ১৮২৮ সালে রাজা রাদামের মৃত্যু হয়। তাঁহার রাণী রণবল মঞ্জক মাদাস্কারের অধীশ্বরী হইলেন। তিনি সিংহাসনে বসিয়াই ইউরোপীয়দিগকে রাজ্য হইতে দূরীভূত করিয়া দিলেন এবং প্রজাদের মধ্যে যাহারা খৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাদিগকে বিনষ্ট করিলেন। তাহার পর পূর্ব্বের পৌত্তলিক মত আবার প্রচলিত হইল। ১৮৬১ সালে

রাণী পরলোক গমন করেন। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় রাদম রাজা হইয়া পুনর্ব্বার পাদরিদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। ১৮৬৩ সালে এই রাজার প্রাণ বিনষ্ট করা হয়। সে কারণ তাঁহার মহিষী দ্বিতীয় রাণবালোনা রাণী হইলেন। তিনি রাজ্যেশ্বরী হইয়াই তাঁহার প্রধান মন্ত্রীকে এবং রাজকুলের আরও অনেক গুলি লোককে লইয়া খৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। এখন মাদাগাস্কারের প্রায় সিকি ভাগ প্রজা খৃষ্টান হইয়াছে, বাকি সকলেই পৌত্তলিক। ১৮৭৯ সালে সমস্ত ক্রীতদাসদিগকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। ইংরাজেরা, ফরাসিসরা এবং আমেরিকানরা এখানে বাণিজ্য করিতে পারেন। এখন মাদাগাস্কারে ঔষধালয়, চিকিৎসালয়, এবং ৯০০ নয় শত বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ঐ সকল বিদ্যালয়ে প্রায় ৫০,০০০ ছাত্র বিদ্যাশিক্ষা করিয়া থাকে।

মরিশস—ইহার অপর নাম ফরাসিস দ্বীপ (Isle of France)। আমাদের দেশে সাধারণ লোকে ইহাকেই মরীচবন বলিয়া থাকে। ভারতবর্ষ হইতে ঐ মরীচবনে কুলী প্রেরিত হয়। ১৫০৫ খৃঃ অব্দে ডন পেদ্রো মাস্কারেগ্নহাস নামক জনৈক পর্ত্তুগিজ এই দ্বীপ আবিস্কার করেন। তাহার পর ১৫৯৮ সালে ভান লেক নামে এক জন দিনামা ইহা দেখিয়া যান্। দেনমার্কের তদানীন্তন রাজকুমার মরিসের নাম হইতে এই দ্বীপের 'মরিশস' নাম রাখা হইয়াছে। ১৬৩৪ খৃষ্ট অব্দে দিনামারা তথায় একটী আড্ডা স্থাপন করেন; কিন্তু কিছু দিন পরে তাঁহারা এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া যান্। ১৭২১ সালে ফরাসিসরা এখানে উপনিবেশ করিয়াছিলেন। পরিশেষে ১৮১০ সালে ইংরাজ সেনাপতি আবাক্রম্বি সাহেব ইহা ফরাসিসদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইলেন।

এই দ্বীপের প্রধান নগরের নাম পোর্ট লুস। এখানে কয়েকটী আগ্নেয়গিরি আছে। চিনি এবং বেত এখানকার প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। পূর্ব্বে এই দ্বীপে দোদো নামক পক্ষীর বাস ছিল। এখন ঐ পক্ষীজাতি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

সুয়েজযোজক ও খাল—পূর্ব্বে আফ্রিকা ও আসিয়া এই যোজক দ্বারা একত্র মিলিত হইয়া ছিল। যাতায়াতের সুবিধার জন্য এখন ঐ যোজক কাটিয়া খাল করা হইয়াছে। সুয়েজের উত্তর দিকে ভূমধ্য সাগর এবং দক্ষিণে লোহিত সমুদ্র। খাল কাটিবার পূর্ব্বে আফ্রিকার দক্ষিণে উত্তমাশা অন্তরীপ বেড়িয়া প্রায় তিন মাসে ভারতবর্ষ হইতে জাহাজাদি ইংলণ্ডে পৌছিত। এখন বোম্বাই হইতে ডাকের ষ্টিমার কম বেশী ২২। ২৩ দিনে ইংলণ্ডে পৌছে। অনেকে এই রূপ অনুমান করেন যে, বাইবলের লিখিত উর্ব্বরা গোশেন ভূমি এখনকার এই সুয়েজযোজকে ছিল।

সুয়েজখাল আজ নূতন কাটা হয় নাই। বাণিজ্যের সুবিধার নিমিত্ত প্রাচীনকালেও কোন কোন রাজা এইখানে খাল কাটাইয়াছিলেন। হিরোদোতস কহেন যে, খৃষ্ট জন্মের ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে ফেরোয়া নেকো সুয়েজখাল কাটাইতে লোক নিযুক্ত করেন, কিন্তু তিনি ইহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। আরিস্ততল, স্ত্রাবো এবং প্লিনি প্রভৃতির সে মত নয়। তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে, সিসস্ত্রিস প্রথমে এই কাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। কাহার মতে, পারস্যরাজ দেরায়সের দ্বারা এই কার্য্য সর্ব্ব প্রথমে সম্পন্ন হয়। আবার অন্য লোকের মুখে তলেমিরও নাম শুনিতে পাওয়া যায়। কিছুকাল পরে বালি পড়িয়া ঐ খাল বুজিয়া আসে। সেজন্য খৃঃ ২য় অব্দে ত্রেজান উহার মুখ খুলাইয়া দেন। তাহার পর আবার বালি পড়িয়া সমস্ত নালা বুজিয়া যায়। খৃষ্ট সপ্তম শতাব্দিতে আরব দেশের কালিফ ওমারের সেনাপতি আমরো মিশর জয় করেন। তাঁহার সময়ে সুয়েজখাল পুনর্ব্বার খুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ৭৬৭ খৃ অব্দে ইহা পুনর্ব্বার বুজিয়া যায়।

এই গেল পূর্ব্বকালের কথা। ইদানীং নেপোলিয়ান বোনাপার্ট মিশর আক্রমণের সময়ে ভূমধ্যসাগর এবং লোহিত সমুদ্রের গভীরতা মাপাইয়াছিলেন। ১৮৪৭ সালে ফরাসিসদের পক্ষ হইতে মোশিয়েঁ তালাবত, ইংলণ্ডের পক্ষ হইতে রবার্ট ষ্টেফেন্সন এবং অষ্ট্রীয়ার পক্ষ হইতে সিগ্নর নিগ্রেলি এখানকার অবস্থা বিশেষ রূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখেন। ১৮৫৩ সালে সুয়েজের অবস্থা আরও একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। ষ্টেফেন্সন সাহেব ভাবিলেন, এখানে খাল খনন করা এককালে অসম্ভব। তিনি অনেক বিবেচনার পর স্থির করেন যে, সুয়েজ হইতে কেইরো পর্য্যন্ত রেলপথ করিলে অধিক সুবিধার কথা। তদনুসারে ১৮৫৮ সালে তথায় একটী রেলপথ খোলা হয়। ১৮৫৪ সালে মোশিয়েঁ দি লেসেপ্স সুয়েজখালের একটী নূতন প্রণালী আবিস্কার করিলেন। ১৮৬০ সালে খাল খনন করিবার কাজ আরম্ভ করা হইল, ১৮৬৯ সালের নবেম্বর মাসে উহা

সমাপ্ত হইয়া যায়। প্রথম দিন খাল দিয়া জাহাজ চালাইবার সময়ে (১৬ নবেম্বর ১৮৬৯), বিস্তর ইংরাজ, মিশরের খেদিব, ফরাসিস সম্রাজ্ঞী, অষ্ট্রীয়ার সম্রাট্, প্রুশিয়ার সম্রাট্ প্রভৃতি অনেকে তথায় উপস্থিত ছিলেন।

সুয়েজ খাল ১০০ মাইল দীর্ঘ, তাহার মধ্যে ২৫ মাইল হ্রদের ভিতর দিয়া গিয়াছে। এই খাল প্রথমে ভূমধ্য সাগরের কূলে সৈদ বন্দর হইতে মেঞ্জালে হ্রদের ভিতর দিয়া আবু বাল্লা হ্রদে আসিয়াছে। আবু বাল্লার পর তেম্‌সা হ্রদ, তাহার পর অচ্ছোদ হ্রদ (Fresh water Lake)। অচ্ছোদ হ্রদ হইতে ইহা লোহিত সমুদ্রে আসিয়া মিশিয়াছে। এই খালের উপর দিক ২৬২ ফিট প্রশস্ত, নিম্নতল ১৪৪ ফিট প্রশস্ত ; ইহা প্রায় ২৩ ফিট গভীর। সমস্ত কার্য্য শেষ করিতে প্রায় ১১৬,২৭০,০০০ টাকা ব্যয় পড়িয়াছিল। বোম্বাই হইতে উত্তমাশা অন্তরীপ বেড়িয়া ইংলণ্ডে যাইবার পথ প্রায় ৫৬১০ ক্রোশ দূর। কিন্তু সুয়েজ খাল দিয়া গেলে ৩১৬৬ ক্রোশের অধিক হয় না। খাল দিয়া যে সকল জাহাজ যাতায়াত করে তাহাদের প্রত্যেক টনে ১০ শিলিং করিয়া শুল্ক আদায় করা হয়। প্রত্যেক মানুষের করও ১০ শিলিং। ১৮৭৩ সালে ৯,১১০,৩২০ টাকা আদায় হইয়াছিল। ১৮৮৩ সালে ২৪,২১৮,৩৫০ টাকা আদায় হয়। সমস্ত আদায়ের মধ্যে অর্দ্ধেকেরও অধিক লাভ হইয়াছিল।

অতি প্রাচীনকালে গ্রীক এবং রোমকেরা আফ্রিকার উত্তরাংশের বিষয় জ্ঞাত ছিলেন। খৃষ্ট পঞ্চদশ শতাব্দিতে হেনরী নামক জনৈক নাবিক নন অন্তরীপে আসিয়াছিলেন। তাহার পর বার্থলোমিউ দায়েজ এবং ভাস্কোদিগামা উত্তমাশা অন্তরীপ দেখিয়া যান্। ষোড়শ শতাব্দিতে লিও আফ্রিকেনস বার্ব্বারি এবং শাহারা হইতে আবসিনিয়াতে গিয়াছিলন। রায়ুল্‌ফ নামক জনৈক জার্ম্মান উত্তর আফ্রিকায় পর্য্যটন করেন। ১৫৭০ সালে পর্ত্তুগিজেরা মনোমোতাপায় আসিয়াছিলেন। তৎকালে ইহা মোজাম্বিকের কূলে একটী প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। শপ্তদশ শতাব্দিতে জব্সন এবং টমসন নামে দুই জন ইংরাজ আফ্রিকায় বাণিজ্য করিতে আসেন। ১৮০২-৫ সালে লিচেনষ্টিন উত্তমাশা অন্তরীপের উত্তর অঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া বেচুয়ানা জাতির বিবরণ প্রকাশ করেন। মঙ্গোপার্কের ভ্রমণ বৃত্তান্ত বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহার পুস্তকে তিম্বক্তু এবং বসার বিবরণ লিখিত আছে। অতঃপর বর্কহার্ট, আউদনি, ক্লাপার্ত্তন, দেনহাম, লান্দার প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি আফ্রিকার নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন ; কিন্তু ইহার মধ্যস্থলের ঠিক অবস্থা আজও প্রকাশিত হয় নাই।

অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের বণিকেরা মিশর, ইথিওপিয়া, আবসিনিয়া, ফিনিসিয়া, রোম প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য করিতে আসিতেন। বাণিজ্য করিতে আসিয়া তাঁহারা নাগপূজা, বৃষের পূজা প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবীর সেবা এবং আচারব্যবহার প্রচার করিয়া যান্। আবসিনিয়ার একটী স্থান আজও 'নাগ' বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে এবং এক স্থানে সম্প্রতি একটী 'বৃষের' প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। মিশর প্রভৃতি স্থানের লোকেরা হিন্দুবণিক্‌দের দেখিয়া তাঁহাদের বিস্তর অনুকরণ করিয়াছিলেন।

আফ্রিদি। পঞ্জাবের অন্তর্গত উত্তর-সিন্ধুর পেশোয়ার এবং জেলালাবাদের মধ্যে খাইবার গিরি সঙ্কটের কাছে এই অসভ্যজাতি বাস করে। ইহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ; আফ্রিদি, শিনোয়ারি এবং ওরাক-জাই। তন্মধ্যে আফ্রিদি সম্প্রদায়ের সংখ্যাই অধিক। শিনোয়ারিরা কতকটা ব্যবসায় বাণিজ্য করে। ওরাক-জাইরাও অসভ্য। তাহারা নিকটবর্ত্তী স্থানে লুঠ করিয়া বেড়ায় ; তবে আফ্রিদিদের মত ইহাদের সমাজবন্ধন নিতান্ত বিশৃঙ্খল নহে। ইহারা অনেকটা নিয়মের বশীভূত হইয়া চলে। খাইবার পথের পূর্ব্বদিকে পেশোয়ারের কাছে আফ্রিদিদের বাস। এই জাতি সম্পূর্ণ রূপে স্বাধীন। ইহাদের মধ্যে একজন করিয়া সর্দ্দার আছেন, কিন্তু প্রজারা তাঁহার বাধ্য নহে। রাজকার্য্য সম্বন্ধে সকল প্রজাই আপন আপন মত প্রকাশ করে। তদ্ভিন্ন তাহাদের নিজের মধ্যে পরস্পর বিবাদ ঘটিলে সর্দ্দার তাহা নিবারণ করিয়া রাখিতে পারেন না।

ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমাপ্রদেশে অনেক দূর পর্য্যন্ত ইহাদের অধিকার বিস্তীর্ণ হইয়া আছে। কাবুল নদ এবং খাইবার পথের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বত পর্য্যন্ত পেশোয়ার উপত্যকায় তাহাদের অধিকারের পশ্চিম সীমা। পরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক বেড়িয়া পেশোয়ারের দক্ষিণ সীমার পাশ দিয়া কুতুকভূমি পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ। ইহাদের অধিকারের দক্ষিণে কোহাত। পেশোয়ার এবং কোহাতের মধ্যবর্ত্তী আফ্রিদিদের পর্ব্বতে দুইটী পথ আছে ; তাহার একটী পথের নাম কোহাত গলি এবং আর একটীর নাম জেওয়াকি পথ। ইংরাজ অধিকারের

দিকে ইহাদের রাজ্যের সীমা প্রায় ৪০ ক্রোশ দীর্ঘ। ইহাদের অধিকারস্থ পর্ব্বতগুলি অতিশয় উচ্চ এবং দুরারোহ। কামান প্রভৃতি তুলিয়া সেখানে যুদ্ধ করা মানুষের সাধ্য নয়। আফ্রিদি জাতি অতিশয় উগ্র এবং অসমসাহসী। ইহারা মধ্যে মধ্যে ব্যবসায়ীদের উপর এবং ইংরাজ অধিকারের ভিতরে বিস্তর উপদ্রব করে।

খাইবার পথের আফ্রিদিরা অনেকটা বাধ্য। কখন কখন ইংরাজদের সঙ্গে তাহারা হৃদ্যতাও দেখাইয়াছে। কিন্তু কোহাত গলি এবং জেওয়াকি পথের আফ্রিদি-দের সঙ্গেই ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছে। এই সকল পথ রক্ষা করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতে তাহারা অনেক রাজার কাছে কিছু কিছু টাকা পাইয়া আসিতেছে। গজনীর সম্রাটেরা, মোঙ্গল সম্রাটেরা, দুরাণী, শিখ, ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট প্রভৃতি সকলেই ইহাদের সঙ্গে এক একটা বন্দবস্ত করিয়াছেন। কিন্তু উহারা স্বভাবতঃ অসভ্য, সে কারণ কাহার সঙ্গে সদ্ভাব রাখিয়া চলিতে পারে নাই। চুরু ও তিরাহের ওরাক-জাইদের জনৈক মালেক, নাদির-শাহা এবং তাঁহার সৈন্যসামন্তকে পথ দেখাইয়া পেশোয়ারে আনিয়াছিলেন। চুরুতে খাঁ বাহাদুর নামে জনৈক প্রসিদ্ধ আফ্রিদি ছিলেন। শাহা-সুজা তাঁহার একটী কন্যাকে বিবাহ করেন এবং ভারত-বর্ষ হইতে পলাইয়া তিনি ঐ সর্দ্দারের বাটীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন।

জেওয়াকি পথের আফ্রিদিরা সকলের চেয়ে অধিক ভয়ঙ্কর। তাহারা পেশোয়ার এবং কোহাত বিভাগে বিস্তর অত্যাচার করিয়াছে এবং সিন্ধুনদের নৌকা প্রভৃতি লুঠ করিয়া থাকে।

আবড়তাবড়। আবল-তাবল (দেশজ) যে বাক্যের কোন অর্থ নাই। নিরর্থক বাক্য।

আবদার (দেশজ) ছেলের বাহেনা। আখুটী।

আবদ্ধ (ক্লী) আ সম্যক্ বদ্ধম্ আ-বন্ধ-ভাবে ক্ত। দৃঢ়বন্ধন। আধারে-ক্ত। প্রেম। স্নেহ। (ত্রি) কর্ম্মণি-ক্ত। বদ্ধ। প্রাপ্ত। প্রতিরুদ্ধ। ভূষণ। (আবদ্ধো দৃঢ়বন্ধে স্যাৎ প্রেমা-লঙ্কারয়োর্দ্বয়োঃ। মেদিনী)। বাহ০ করণে ক্ত যোক্ত্র। লাঙ্গলের যুতি দড়ী।

আবন্ধ (পুং) আ-বন্ধ-ঘঞ্। দৃঢ়বন্ধন। করণে ঘঞ্ যোক্ত্র। লাঙ্গলের যুতি দড়ী। আ সম্যক্ বধ্যতেঽত্র আধারে ঘঞ্। প্রেম। স্নেহ। (আবন্ধো ভূষণে প্রেম্নি বন্ধে। হেম)। (ক্লী) আ-বন্ধ-ল্যুট্। আবন্ধন। আবন্ধ শব্দের অর্থ।

আবর। বোধ হয়, এটী প্রকৃত অবর শব্দ। যাহারা শ্রেষ্ঠ নহে অর্থাৎ অসভ্য। কিন্তু আসামীতে বর শব্দে রাজ-স্বকে বুঝায়, অতএব যাহারা স্বাধীন; কাহাকে রাজস্ব দেয় না, তাহাদিগকেই অবর বলা যায়। এই শব্দ সচ-রাচর 'আবর' এই রূপ উচ্চারিত হয়। চলিত বাঙ্গালায় আবর বলিলে আমরা নির্ব্বোধ বুঝিয়া থাকি।

আসাম বিভাগের অন্তর্গত লক্ষ্মীমপুরের উত্তরে আবর পর্ব্বত আছে। ইহার পূর্ব্বদিকে মিশমী পর্ব্বত; পশ্চিম দিকে মিধি পর্ব্বত; উত্তর দিকে তিব্বৎ দেশ। এই পর্ব্বতে আবর নামে এক প্রকার অসভ্য জাতি বাস করে। ডাল্টন সাহেবের মতে, আবর, মিশমী এবং মিধি, এই তিন জাতি এক আদিপুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু এই অনুমান ঠিক কি না, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা কঠিন। ইহাদের ভাষা বিভিন্ন; আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম সকলি পৃথক্; তবে এক জাতি কিসে?

দিবং নদের কূলে এবং দিব্রুগড়ের ঠিক উত্তরে দিবং ও দির্জ্জমো নদের মধ্যে অনেক আবর আছে। তাহারা আপনাদিগকে পাদম কহে। ইহাদের মুখের ছাঁদ মোগলদের মত; গায়ের বর্ণ মেটে মেটে; সক-লেই প্রায় দীর্ঘাকার; তাহাদের স্বর গম্ভীর; কিন্তু কথা গুলি বেশ মিষ্ট ও ধীর।

আবরদের মতে পৃথিবীর সকল মানুষ এক আদি-পুরুষ হইতে জন্ম লইয়াছে। তাহারা বলে, প্রথমে এক জন স্ত্রী ও একটী মাত্র পুরুষ ছিল। তাহাদের দুইটী পুত্র সন্তান জন্মে। জ্যেষ্ঠ পুত্র মৃগয়া করিতে বিলক্ষণ পটু হইয়া উঠিল। কনিষ্ঠ চতুর ও শিল্পী হইল। মাতা এই ছোট ছেলেটীকে অধিক ভাল বাসিতেন। কি জনি কি মনে হইল, তিনি তাহাকে সঙ্গে লইয়া পশ্চিমদিক পানে চলিয়া গেলেন। অস্ত্র শস্ত্র, চাসের আসবাব এবং ঘর গৃহস্থালীর দ্রব্যাদি কিছুই ফেলিয়া গেলেন না। এখন পশ্চিমদিকের সমস্ত লোক সেই কনিষ্ঠ পুত্রের বংশধর। তাহার মাতা সঙ্গে যে সকল দ্রব্যাদি আনিয়াছিলেন তাহার নমুনা দেখাইয়া সকলকে শিল্প কাজ শিখাইয়া দেন, তাই এখন অন্য অন্য দেশের লোক বিদ্বান্ ও শিল্পী হইয়াছে। কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্রকে জননী অন্য কিছুই দিয়া যান্ নাই; কেবল একখানি দা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাই দেখিয়া এখনকার আবরেরা দা গড়িতে শিখিয়াছে। আর কতকগুলি শাদা কাল বীজ

দিয়াছিলেন; সেই বীজ পাইয়া আজ পর্য্যন্ত ইহাদের কৃষি-কর্ম্ম চলিতেছে। এতদ্ভিন্ন তিনি নাউয়ের বাদ্যযন্ত্র গড়িতে শিখাইয়া দিয়াছিলেন। নমুনা দেখিতে না পাইয়া আবরেরা আজি কালি শিল্প কাজ করিতে জানে না।

আবরেরা পাহাড়ের গায়ে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। এক একটী ঘর কমবেশী বত্রিশ হাত লম্বা এবং বার হাত প্রশস্ত। সম্মুখে ছোট দাওয়া। ঘরের এক দিকে পাহাড়; আর তিন দিক তক্তা দিয়া ঘেরা। ঘরের কপাট তক্তায় নির্ম্মিত। মেজে হইতে প্রায় দুই হাত উচ্চে বাঁশের মাচা। সেই মাচানের উপরে শুইতে বসিতে হয়। ইহারা কাঠ দিয়া উপরের কাঠাম করে। ঘাস ও বনকদলীর পাতা দিয়া চাল ছায়। ছাঁইচ মাটী পর্য্যন্ত ঠেকিয়া থাকে, তাই ঝড়ে ঘর উড়াইয়া দিতে পারে না। গৃহাদি নির্ম্মাণ করিবার সময়ে গ্রামের সমস্ত লোক আসিয়া কাজ করে, কিন্তু সে জন্য কাহাকে মজুরী দিতে হয় না। গৃহস্থদের এক একটী কুটীরে স্ত্রী পুরুষ এবং তাহাদের অবিবাহিতা বালিকারা একত্র বাস করে। কিন্তু বালক কিম্বা অবিবাহিত যুবাপুরুষেরা সেখানে এক সঙ্গে থাকিতে পায় না। তাহাদের বাস করিবার পৃথক্ স্থান আছে; আবরদের ভাষায় তাহাকে মোরং কহে। মোরং ঘর প্রায় ১০২ হাত লম্বা। তাহাতে ষোল সতরটী করিয়া আগুন রাখিবার স্থান থাকে। আমাদের দেশে যেমন বার-ইয়ারীর চণ্ডী-মণ্ডপ এবং সভ্য জাতির যেরূপ টাউন-হল্, আবরদের মোরং ঘরও কতকটা সেই রকম। উহা সাধারণের সম্পত্তি। প্রতিদিন তথায় গ্রামস্থ লোকের সভা হয় এবং রাত্রিকালে সমস্ত বালক ও অবিবাহিত যুবা ব্যক্তিরা সেখানে শুইয়া থাকে।

এখন কোন কোন স্থানের আবরদের পোষাক অন্য রূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু সে পরিবর্ত্তন সকল স্থানে হয় নাই। সচরাচর ইহারা উজদল গাছের ছালের কৌপীন ধড়া করিয়া পরে। কৌপীনের পশ্চাদ্ দিকে শৃগালের লেজের মত প্রায় এক হাত লম্বা ঝালর ঝুলিতে থাকে। বসিবার সময়ে উহা পাতিয়া আসন করা চলে; শয়ন করিবার সময়ে উহাতে বালিশ হয়। ভাল করিয়া সাজিতে হইলে তাহার পোষাক অন্য রকম। সে সময়ে ইহারা হাত-কাটা রঙ্গীন ফতুয়া গায়ে দেয়। ফতুয়ার উপরে মোটা কার্পেটের মত পশমী জ্যাকেট পরে। কিন্তু রাজকার্য্যের সময়ে অস্ত্র শস্ত্র ধরিয়া যখন ইহারা পোষাক পরিয়া দাঁড়ায়, তখন সেদিক্ পানে চাহিলে মহাপ্রাণী শিহরিয়া উঠে। মাথায় বিকটাকার শিরস্ত্রাণ। ইহার ভিতরের সাজ ঠিক আমাদের দেশের চুবড়ীর মত বেত জড়াইয়া বোনা। তাহার উপরিভাগ ভাল্লুকের চর্ম্মদিয়া ঢাকা। মধ্যে মধ্যে শূকরের দাঁত, চমর-গোরুর লেজ এবং পাখীর বড় বড় ঠোঁট বসান। হাতে বল্লাম, ছোরা, সোজা তলবার এবং তীরধনুক। ইহাদের স্ত্রী পুরুষ সকলেই ঘোড়া চড়িতে পারে।

স্ত্রীলোকেরা সচরাচর দুইখানি কাপড় পরে। এক-খানি কাপড় কোমরে বেড় দেওয়া। পাছে খসিয়া যায়, সে জন্য বেত দিয়া আঁটা থাকে। এই কাপড় খানিতে হাঁটু পর্য্যন্ত ঢাকা পড়ে। অন্য কাপড়খানি বুকের উপরে বেড় দিয়া জড়ান। কিন্তু কাপড় না হইলে চলে না এমন কিছু কথা নয়। ব্যবহার চলিয়া আসিয়াছে, আমরা তাই লজ্জা করি, নতুবা আবরদের যুবতীরা স্বচ্ছন্দে বিবস্ত্র হইয়া নৃত্য করে, তাহাতে কাহারও লজ্জা নাই। মান্দ্রাজী স্ত্রীলোকের মত ইহাদেরও কানে বড় বড় ছিদ্র; তাহাতে বেতের কুণ্ডল ঝুলান। কেহ কেহ ছিদ্রের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ পাশা পরে, কেহ বা হাড় লাগাইয়া রাখে। গলায় নানা বর্ণের হালি হালি মালা, কোমর পর্য্যন্ত পড়িয়া দুলিতে থাকে। পায়ে বিচিত্র বেতের মল। কাঁকালিতে বেতের কোমর-পাটা; তাহার সঙ্গে ছোট ছোট ঘণ্টী লাগান,—চলিবার সময়ে ঝমর ঝমর করিয়া বাজিয়া উঠে। আবরদের স্ত্রীপুরুষের চুল ছোট করিয়া কাটা।

আবরেরা এক পরমেশ্বরের অস্তিত্ব মানে। তিনিই সৃষ্টি কর্ত্তা ও সকলের প্রধান। কিন্তু তাঁহার অধীনে অনেক গুলি সামান্য সামান্য বনদেবতা আছেন। আমরা যেমন বরুণকে জলের দেবতা, লক্ষ্মীকে সৌভাগ্যের দেবতা, সরস্বতীকে বিদ্যার দেবতা বলিয়া মানি; আবরদিগেরও বনদেবতার হাতে সেই রূপ ভিন্ন ভিন্ন কাজ দেওয়া আছে। ইহারা পরকাল মানে। মানুষ মরিয়া গেলে যম তাহাদের পাপপুণ্যের বিচার করেন। বিচার হইলে ইহ জন্মে যে যেমন কাজ করে মৃত্যুর পর তাহার ভাগ্যে সেই রূপ সুখ দুঃখ ঘটে। পীড়া হইলে কেহ ঔষধ খায় না। রোগে ঔষধ খাওয়া মিথ্যা। মানুষকে ভূতে পাইলেই পীড়া জন্মে। অতএব ভূতের কাছে পূজা ও বলি দিলে ভূত ছাড়িয়া যায়, কাজেই তখন আর পীড়া থাকে না। রিগম নামে

একটী পর্ব্বত আছে। ভূতেরা না কি সেই খানেই থাকিতে অধিক ভাল বাসে। আবরেরা বলে যে, রিগম পর্ব্বতে কোন মানুষ গেলে তাহাকে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না।

ইহাদের মধ্যে বিচক্ষণ লোকেরাই পুরোহিত; পুত্র পৌত্রাদিক্রমে কেহ পুরোহিত হইতে পায় না। আবরেরা পুরোহিতদিগকে দেবতার কহে। দেবতারদের গুণ এই যে, তাহারা পাখীর নাড়ীভুঁড়ী এবং শূকরের যকৃৎ দেখিয়া মনের কথা গুণিয়া বলিতে পারে। শূকরের মেটিলির নাম মিথন। কাহার মৃত্যু কিম্বা পীড়া হইলে পুরোহিতেরা দেবতাদিগকে মিথন উৎসর্গ করিয়া দেয়। তাহার পর রুগ্ন এবং বৃদ্ধ লোকেরা সেই প্রসাদ খায়। মোরং গৃহে যে সকল লোক বাস করে তাহারাও দেবতাদের প্রসাদ খাইতে পায়। নিমন্ত্রণ করিয়া পরস্পর পরস্পরকে মাংস খাওয়াইলে পর যে কথা স্থির করা হয়, কিছুতেই তাহার অন্যথা ঘটে না। এই রূপ প্রতিজ্ঞার নাম সেংমুং।

ইহাদের বিবাহের নিয়ম অতি সহজ। কোন কোন স্থলে বরকর্ত্তা এবং কন্যাকর্ত্তা বিবাহ স্থির করিয়া দেন। কিন্তু এ নিয়ম সকলের পক্ষে নহে। ইহাদের মধ্যে বাল্য বিবাহ নাই, সে কারণ যুবক যুবতীরা আপনারাই কন্যা পাত্র পছন্দ করিয়া লয়। দুই জনের মনে মনে মিলিয়া গেলে বর, কন্যা ও তাহার পিতার কাছে ভেট পাঠাইতে থাকে। আবরদের উপাদেয় সামগ্রী মেটো-ইন্দুর, এবং কাঠবিড়ালী। বর মধ্যে মধ্যে তাহাই পাঠাইয়া ভালবাসার পরিচয় দেয়। বিবাহের অধিক আড়ম্বর নাই; আপ্ত বন্ধু স্বজনকে ভোজ দিলেই ইহা-দের বিবাহ হইয়া যায়।

বিবাহের পর গ্রামস্থ লোকেরা নব দম্পতীর জন্য একটী পৃথক্ ঘর বাঁধিয়া দেয়, সেই খানে তাহারা সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করে। ইহাদের মতে, বিবাহে অর্থ গ্রহণ করিলে চির দিনের নিমিত্ত কুলে কলঙ্ক পড়ে। পাদম কুলে তেমন কুপ্রবৃত্তি কাহার ঘটিলে, চন্দ্র সূর্য্য আর আলোক দিবেন না, লোকের সমস্ত কাজ বন্ধ হইয়া যাইবে। দেবতাদের কাছে পূজা ও বলি না দিলে সে পাপের শাস্তি নাই।

ইহাদের মধ্যে বহুবিবাহের প্রথা অতি বিরল; এমন কি, একেবারে নাই বলিলেও চলে। ইচ্ছা করিলে কেহ কাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না, সে কারণ স্ত্রী পুরুষে বেশ সদ্ভাব থাকে। চাস ও অন্য অন্য কাজে কি স্ত্রীলোক, কি পুরুষ, সকলেই সমান শ্রম করে।

আবরদের শিল্প কর্ম্ম কিছুই নাই বলিলে হয়। তাহারা কার্পাসের ও গাছের আঁশে এক প্রকার স্থূল কাপড় বুনিতে জানে। পরিবার নিমিত্ত অন্য অন্য কাপড় তাহারা তিব্বৎ হইতে এবং চলিকাতাদের কাছে ক্রয় করিয়া লয়। তামাকু খাইবার ধাতুর নল, ধাতুর পাত্র, অস্ত্র শস্ত্র এবং নানা প্রকার মালা তাহারা তিব্বৎ ও চীন দেশ হইতে ক্রয় করিয়া আনে। চাস করিবার নিমিত্ত ইহাদের লাঙ্গল প্রভৃতি কিছুই নাই। দা এবং বাঁশের বাঁকা কাঠী দ্বারা তাহারা মাটীতে অল্প গর্ত্ত করিয়া বীজ বুনিয়া দেয়। কিন্তু সেখানকার ভূমি বেশ উর্ব্বরা, তাই অল্প যত্নেই প্রচুর ফসল জন্মে। ধান, ভুটা, কার্পাস, তামাকু, লঙ্কা, আদা, ইক্ষু, নানা প্রকার কন্দ, আফিম এবং লাউ ও কুমড়া তাহাদের চাসের প্রধান দ্রব্য। নদীর উপর দিয়া পারাপারের জন্য ইহারা এক প্রকার ঝোলা সেতু প্রস্তুত করে। ঐ সেতু, বাঁশ, বেত ও কাঠ দিয়া নির্ম্মিত। পাহাড়ের স্থানে স্থানে পানীয় জলের অতিশয় কষ্ট। এক স্থান হইতে অন্যত্র জল লইয়া যাইতে না পারিলে কাজ চলে না। সে কারণ তাহারা নির্ঝরের মুখে বাঁশের নল বসাইয়া দেয়। তাহার পর সেই নলের মুখে অন্য নল যোড়া দিয়া গ্রামের ভিতরে জল আনে। কিন্তু রন্ধন ও পান করা ভিন্ন কাহার জলের খরচ অধিক নাই। সম্বৎসরের মধ্যে কেহ একবারও স্নান করে কি না সন্দেহ। তাহাদের বিশ্বাস, গায়ে ময়লা পড়িলে সর্দ্দি লাগে না; তাই সাধ করিয়া সকলে দেহ অপরিষ্কার রাখে।

শীত কাল আসিলে ইহারা কাঠবিষ, মৃগনাভি, হাতীর দাঁত, মৃগমদ হরিণের চর্ম্ম প্রভৃতি দ্রব্য পাহাড়ের নিম্নে বিক্রয় করিতে আনে। আবরেরা বলে যে, তাহাদের উপরের পাহাড়ে বর নামে আর এক প্রকার জাতি আছে। কিন্তু সে খানে কোন মানুষ গেলে ফিরিয়া আসিতে হয় না।

আবরেরা আপনাদের স্বজাতির ভিতরে সকলকেই সমান জ্ঞান করে,—ইহাদের মধ্যে ছোট বড় নাই। কিন্তু সুবিধা পাইলে ইহারা অন্য জাতিকে লইয়া গিয়া দাস করিয়া রাখে। গ্রামে কোন্ দিন কি করিতে হইবে তাহা স্থির করিবার নিমিত্ত মোরং গৃহে প্রতিদিন

সভা বসে। সভায় গ্রামস্থ পুরুষেরা মিলিত হয়। যাহা কিছু পদমর্য্যাদা সে কেবল এই সময়ে। প্রাচীন লোকদের নাম গাম্। তাঁহারা ঘরের মধ্যস্থলে আগুনের কাছে বসেন। তাহার পর একজন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। আবরেরা তাঁহাকে বকপাং কহে। লোইতেম নামে আর এক ব্যক্তি মন্তব্য বিষয় সকলকে শুনাইতে থাকেন। জুলোং নামে অন্য এক ব্যক্তি যুদ্ধ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা করেন। জুলুক আর এক ব্যক্তি মোক্তারের স্বরূপ। এই রূপ সভ্য লইয়া সকল বিষয়ের মীমাংসা করা হয়। গ্রামস্থ অন্য লোকও সেখানে উপস্থিত থাকে, তাহারাও আবশ্যক হইলে আপন আপন মত প্রকাশ করে।

অপরাধ করিলে ইহারা স্বজাতির কায়িক দণ্ড কিম্বা প্রাণ দণ্ড করে না। জরিমানাই ইহাদের এক মাত্র শাস্তি। কিন্তু দাস কিম্বা অন্য কোন জাতি বিশেষ অপরাধ করিলে আবরেরা তাহার প্রাণ দণ্ড করে। জরিমানায় যে সম্পত্তি আদায় হয় তাহা সাধারণের উপকারার্থ মোরং ঘরে গচ্ছিত থাকে। আবরদের বিপদের মধ্যে, সময়ে সময়ে তাহাদের বালক বালিকা হারাইয়া যায় এবং ঘরে আগুন লাগে। অনেকের বিশ্বাস এই যে, চলিকাতারা সুবিধা পাইলে ইহাদের সন্তানাদি চুরী করিয়া আনে। কিন্তু আবরেরা নিজে সে কথা স্বীকার করে না। তাহারা বলে যে, গাছে ভূত আছে; সেই ভূতেরা ছেলে দেখিলে লুকাইয়া রাখে। সে কারণ কাহারও ছেলে হারাইলে সকলে মিলিয়া বনের গাছ কাটে। পল্লীর কোন লোকের বিপদ্ ঘটিলে গৃহস্থ তৎক্ষণাৎ আসিয়া মোরং ঘরে সংবাদ দেয়। সংবাদ পাইবা মাত্র সকলেই তাহার প্রতিকার করিবার জন্য ছুটিয়া যায়। আবরদের এই গুণ আছে বলিয়া তাহাদের মধ্যে দরিদ্র নাই, অনাথ নিরাশ্রয় নাই,—সকলেই সুখে স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করে। [এই জাতির চিত্র ও পরিচ্ছদ নাগা শব্দে দেখ]। আবরেরা গোমাংস ভিন্ন প্রায় আর সকল দ্রব্যই খায়। যাহারা গোমাংস খায়, তাহাদিগকে ইহারা ঘৃণা করে। ইহাদের প্রধান পল্লীর নাম মেম্বু। এই পল্লীর চারি দিকে বাঁশ গাছ, কাঁটাল গাছ এবং রবার গাছ বেষ্টন করিয়া আছে। পূর্ব্বে ইহারা আসামে আসিয়া অতিশয় উপদ্রব করিত। তাহার পর ইহাদিগকে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য ১২৬২ সাল হইতে গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে কিছু কিছু কাপড়, কোদাল এবং অন্য অন্য দ্রব্য দিয়া থাকেন। ১৮৮০ সালে দিবং নদের পশ্চিম ধার হইতে তাহারা পূর্ব্ব ধারে উঠিয়া আসিবার সঙ্কল্প করে। ইহাতে মিশমীদের সঙ্গে বিরোধ ঘটিতে পারিত। সে কারণ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তক ফৌজ ও পুলিশ পাঠাইয়া তাহাদিগকে ক্ষান্ত করেন। ১৮৮২ সাল হইতে আবরেরা শান্তভাবে আপন পল্লীতে বাস করিয়া আসিতেছে।

আবর্হ (পুং) আবৃহ্যতে উৎপাট্যতে আ-বর্হ-ঘঞ্। উৎপাটন। উপড়াইয়া ফেলা। হিংসা। (ক্লী) আ-বর্হ-ল্যুট্ আবর্হণ। আবর্হ শব্দের অর্থ।

আবর্হিন্। আবর্হোঽস্ত্যস্য ইনি। উৎপাটন যুক্ত। যাহা উপড়াইয়া ফেলা হইতেছে। *। মূলমস্যাবর্হি। পা ৪। ৪।৮৮। আবর্হ আবর্হণং তদস্যাস্তি আবর্হি। সিং কৌ০।

আবলুশ (Diaspyros Ebenum. ইংরাজি এবনি Ebony) হিন্দীতে ইহাকে আবনুসও কহে। এই গাছ লঙ্কায় এবং দক্ষিণ ভারতবর্ষে জন্মে। বাঙ্গালার কোন কোন স্থানেও কচিৎ ইহা দেখা যায়। ইহার কাঠ কাল বা কটা বর্ণ। ইহাতে অনেক প্রকার গড়ন হয়।

আবাদ (যাবনিক) চাস। ক্ষেত চসিয়া তাহাতে শস্য কিম্বা বৃক্ষাদি রোপণ করা। 'এমন মানব-জমিন্ পতিত রাখ্লি আবাদ কর্লে ফল্‌তো সোনা'। সমুদ্রের নিকটে বাদাবন প্রভৃতি যে সকল স্থানের জঙ্গল কাটিয়া এবং বাঁধ দিয়া চাস করা হয়, এখন চলিত বাঙ্গালায় তাহাকেও আবাদ কহে।

আবাধ (পুং) আ-বাধ-ঘঞ্। পীড়া।*। আবাধে চ। পা ৮। ৯। ১০। (আবাধে পীড়ায়াম্। সিং কৌ০)। (ত্রি) নাস্তি বাধা যস্য। বহুব্রী। গোস্ত্রিয়োরুপসর্জ্জনস্যেতি হ্রস্বঃ। পীড়াশূন্য। বিষম ত্রিভুজ ক্ষেত্রের মধ্যস্থিত লম্বরেখার উভয় পার্শ্বস্থ ভূমি।

আবাধা (স্ত্রী) আ-বাধ-ভাবে (গুরোশ্চহলঃ। পা ৩। ৩। ১০৩) ইতি অ নিত্য স্ত্রীত্বাৎ টাপ্। পীড়া। আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক এই তিন প্রকার তাপ।

আবি (পুং) এই শব্দ অন্তঃস্থ বকারেও লিখিত হয়। আবি অন্ধক দৈত্যের পুত্র। মহাদেব অন্ধক দৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন, সে জন্য আবির মনে অত্যন্ত ক্রোধ জন্মে। পিতার শত্রুকে কি রূপে বিনষ্ট করিবে, তজ্জন্য তাহার চিন্তা হইয়া পড়িল। পরিশেষে তপস্যায় ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিয়া সে এই বর লইল যে, তাহার নিজরূপের অন্যথা না ঘটিলে তাহার যেন মৃত্যু হয় না।

মহাদেব উমাকে বিবাহ করিয়া যখন মন্দর পর্ব্বতে বাস করেন, সে সময়ে পার্ব্বতী কাল ছিলেন। শিব এক দিন পরিহাস করিয়া উমাকে কৃষ্ণবর্ণা বলিয়া ডাকেন। পার্ব্বতীর তাহাতে বড় লজ্জা হইল। তিনি গৌরবর্ণা হইবার জন্য হিমালয়ের উপকণ্ঠস্থ অরণ্যে প্রবেশ করেন। যাইবার সময়ে নন্দীকে এই কথা বলিয়া গেলেন—'দেখ, যত দিন না ফিরিয়া আসি অন্য নারী যেন এখানে আসিতে না পায়'।

পার্ব্বতী চলিয়া গেলেন। আবি দৈত্য বহুকাল হইতে সুযোগ খুঁজিতেছিল। এত দিনে অবসর পাইয়া সে ভুজঙ্গবেশে মহাদেবের ঘরে প্রবেশ করিল। দ্বারে দ্বারবান্ নন্দী; ভুজঙ্গ শিবের অঙ্গভূষণ, তাই সে কিছুই বলিল না। ঘরের মধ্যে আবি উমার মূর্ত্তি ধরিয়া মহাদেবকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু ব্রহ্মা বর দিয়াছিলেন যে, আবি নিজ মূর্ত্তি ছাড়িয়া অন্য মূর্ত্তি ধরিলে তাহার মৃত্যু হইবে, সে কারণ মহাদেব এখন অনায়াসে তাহার প্রাণবধ করিলেন। (পদ্ম পু০)।

আবিয়ার। ইনি দাক্ষিণাত্য প্রদেশের একজন বিদ্যাবতী মহিলা ছিলেন। ভূতত্ত্ব এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। অনেকে এই রূপ বিশ্বাস করেন যে, তিনি ব্রহ্মার পত্নী, শাপভ্রষ্টা হইয়া পৃথিবীতে জন্ম লইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত নীতি শাস্ত্র তামিল বিদ্যালয়ে পঠিত হয়।

আবিল (ত্রি) আ-বিল ভেদনে-ক। অস্বচ্ছ। ঘোলা। কলুষ। কলুষতাযুক্ত। (মদিরমাবিলামপি। নৈষধ ১। ৩। আবিলাং কলুষাম্। মল্লি০)। চলিত কথায় বিষ্ঠাদি পরিপূর্ণ স্থানকে আবিল কহে। (ত্রি) ভেদক।

আবিলকন্দ (পুং) আবিলো ভূমেবাভেদকঃ কন্দো মূলমস্য। বহুব্রী। মালাকন্দ লতা বিশেষ।

আবু (ইহা সংস্কৃত অর্ব্বুদ শব্দের অপভ্রংশ)। রাজপুতানার অন্তর্গত শিরোহি রাজ্যের মধ্যে অরবল্লী পর্ব্বতের একটী শৃঙ্গ। কিন্তু ঠিক বুঝিয়া দেখিলে অরবল্লী পর্ব্বতের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। চারি দিকে মরুভূমি, তাহার মধ্যস্থলে এই শৃঙ্গ প্রায় ৫০০০ ফিট উচ্চ হইয়া আবের মত ফুলিয়া উঠিয়াছে। তাই ইহাকে অর্ব্বুদ বলা যায়। কেহ কেহ বলেন, অর শব্দে পাহাড়কে বুঝায় এবং বুধ ধাতুর অর্থ জ্ঞান। এই পর্ব্বতে জ্ঞানের উদয় হয় তজ্জন্য ইহার নাম অর্ব্বুদ হইয়াছে। দিশা হইতে আবু প্রায় বাইশ ক্রোশ দূর। ইহার প্রধান চূড়ার নাম গুরুশেখর। পূর্ব্বে এখানে মহান্তেরা বাস করিতেন। রামকুণ্ড শেখর, আমোদদেবীর শেখর, রুকা পাহাড়, দেবলী পাহাড়, বিমলী পাহাড়, অচলগড়, নাগর তালাও—এই কয়েকটী ইহার মধ্যে আরও উচ্চ শেখর আছে। ইহার তলদেশ প্রায় সাড়ে ছয় ক্রোশ দীর্ঘ, পাঁচক্রোশ প্রশস্ত এবং পরিধি প্রায় পঁচিশ ক্রোশ। চারিদিক নিবিড় জঙ্গলে ঘেরা। শৃঙ্গের উপরে আরোহণ করা অতিশয় কষ্টকর। উত্তর এবং পশ্চিম দিক অত্যন্ত গড়েন। দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিকে উচ্চ নীচ স্থানের মধ্যে প্রশস্ত উপত্যকা। এই উপত্যকা আছে, তাই সুবিধা; পূর্ব্বদিকে রুক্মিণীকৃষ্ণ হইতে পাথর কাটিয়া পথ করা হইয়াছে। ঐ পথ প্রায় পাঁচ ক্রোশ হইবে। সেই পথ দিয়া মানুষ ও গোরুর গাড়ী উঠিতে নামিতে পারে। উপরিভাগে প্রায় তিন ক্রোশ দীর্ঘ এবং এক ক্রোশ প্রশস্ত সমতল ভূমি আছে। বন গোলাপ, শেঁউতীলতা, নানা জাতি গাছ,—বর্ষার জল পাইলে সবুজবর্ণ হইয়া উঠে। বিচিত্রবর্ণ কালিকা ঝাঁপ, দুর্গা ঝাঁপ চল চল করে। চারিদিকে পাহাড়ের গা দিয়া নির্ঝরের জল ঝর্ ঝর্ করিয়া পড়িতে থাকে। ধারে ধারে গো মেষ ছাগল মহিষ চরিয়া বেড়ায়। উপরে মনোহর নকী-তালাও। এই রূপ জনপ্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায় যে, মাহিক অসুর ব্রহ্মার বরে অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে। দেবতারা তাহার ভয়ে লুকাইবার জন্য নখ দিয়া একটী গর্ত্ত খুঁড়িয়াছিলেন। সেই গর্ত্ত এই নখী তালাও। ইহা নখ দিয়া খনন করা হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম 'নখী' হইয়াছে। ইহা প্রায় আট শত হাত লম্বা, বিশ পচিশ হাত গভীর। জলের উপরে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। দ্বীপগুলি মনোহর তরু ও লতাবনে সুশোভিত। পশ্চিমদিকে ইহার উপর দিয়া এখন একটী বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বে এখানে কেহ মাছ ধরিত না, জলচর পক্ষীও কেহ মারিতে পারিত না। কিন্তু এখন সে নিয়ম উঠিয়া গিয়াছে।

আবু পর্ব্বতের নিকটে অসভ্য জাতির বাস। বোধ হয়, তাহারা ভিলদের একটী শাখা। ইহাদের নাম লোক। লোক জাতিরা সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাহারা কাহাকে কর দেয় না। ইহাদের কেহ রাজা নাই; কেবল এক এক জন নামে সর্দ্দার আছে, তাহার উপাধি রায়ত। লোকেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর বাঁধিয়া তাহাতে বাস করে, তীর ধনুক লইয়া মৃগয়া করিয়া বেড়ায় এবং পশু-

পালন ও চাস করিয়া থাকে।

আবু শৃঙ্গের জলবায়ু বেশ স্বাস্থ্যকর। গ্রীষ্ম পড়িলে সমুদ্র হইতে মন্দ মন্দ শীতল বাতাস বহে, সে সময়ে রুগ্ন-শরীরে যেন নবজীবনের আবির্ভাব হয়। শীতকালেও এখানে বাস করিলে শরীর সুস্থ থাকে। কিন্তু ডাক্তার কুক কহেন যে, উপদংশ, বাতরোগ, ফুস্‌ফুসের পীড়া কিম্বা অন্য কোন যান্ত্রিক ব্যাধি থাকিলে এখানে বাস করা কর্ত্তব্য নহে।

গভর্ণর-জেনারেলের রাজপুতানার এজেণ্ট, গ্রীষ্মকাল পড়িলে এইখানে আসিয়া বাস করেন। রাজপুতানা ষ্টেট্-রেলওয়ের আবু-পথ-ষ্টেশন দিয়া পর্ব্বতে যাইবার উত্তম রাস্তা করা হইয়াছে। ষ্টেশনের চারি দিক উচ্চ উচ্চ পাথরে ঘেরা; কোন খানি ঝুলিতেছে, কোন খানি বিশাল শরীর পাতিয়া পড়িয়া আছে; আবার কোন খানি যেন নব বধূর মত ঘোমটা টানিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ইংরাজেরা এই খানিকে নন্ বলিয়া ডাকেন। গির্জ্জা, বারিক, বিদ্যালয়, হাসপাতাল,—আর কত বলিব?—সভ্য ইংরাজ আসিয়া বাস করিলে যাহা চাই, এখানে সে সকলি আছে।

আবুপর্ব্বত শিরোহির শেঠদের সম্পত্তি। এখানকার রাজস্ব দেবালয়ের কার্য্যেই ব্যয় করা হয়। এখানে শেঠদের নিযুক্ত এক জন থামদার, এক জন নায়েব এবং দুই জন থানাদার থাকেন। অন্য অন্য লোকের মধ্যে কয়েকজন মুসলমান দোকান করিয়া আছে। চামার এবং ভিলেরা কুলির কাজ করে। লোকজাতিরা এখানে চাস করিয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে প্রায় ৪,৫০০ লোক তথায় বাস করে। কিন্তু অন্য অন্য সময়ে ৩,৫০০ তিন হাজার পাঁচ শত লোকের অধিক হইবে না।

আবুশৃঙ্গ হিন্দুদিগের বহুকালের একটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। বোধ হয়, মার্কণ্ডেয়পুরাণে, পদ্মপুরাণে এবং ভাগবতে এই পর্ব্বতেরই কথা উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এইখানে নাকি বশিষ্ঠমুনির আশ্রম ছিল। আজও তাঁহার নামে একটী মন্দির চলিয়া আসিতেছে। মন্দিরের পাথরে এই রূপ বিবরণ ক্ষোদিত আছে যে, বশিষ্ঠ মুনি হিমালয়ে তপস্যা করিতেছিলেন। বহুকাল কঠোর তপস্যার পর তিনি সিদ্ধ হন্। সেখান হইতে প্রস্থান করিবার সময়ে তিনি ব্রহ্মার অনুমতি লইয়া হিমালয়ের একটী শৃঙ্গ উপড়াইয়া আনেন। তাহাই এই আবু পর্ব্বত। বাস্তপালের মন্দিরেও লেখা আছে যে, অর্ব্বুদ শেখর গৌরীপতির শ্বশুরের পুত্র এবং শশিভৃৎ গঙ্গাধরের শ্যালক। কাজেই ইহাতেও অর্ব্বুদকে হিমালয়ের একটী অংশ বলিয়া উল্লেখ করা হইল।

অর্ব্বুদ পর্ব্বতে অগ্নিকুল রাজপুত বংশের উৎপত্তি হয়। এই বংশের অপর নাম পরমার। পর শব্দে শত্রুকে বুঝায় এবং মার শব্দের অর্থ যে বিনষ্ট করে। পূর্ব্বে দৈত্যেরা বেদ ধ্বংস করিতেছিল। দৈত্যদিগকে বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত বশিষ্ঠ মুনি যজ্ঞ আরম্ভ করেন। সেই যজ্ঞকুণ্ড হইতে একজন মহাবীর উৎপন্ন হন্। তিনি দৈত্যদিগকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম পরমার হইয়াছে।

বোধ হয় বৌদ্ধ এবং জৈনদিগকেই বেদদ্বেষক দৈত্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পরমার বংশের রাজপুতেরা তাঁহাদিগকে দমন করিয়া থাকিবেন। এখানকার মন্দিরাদিতে যে সকল বিবরণ লেখা আছে তাহাতে একটী কৌতুক দেখা যায়। জৈনেরাও অনেক স্থলে শিব ও ভগবতীর নাম স্মরণ করিয়া মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। তাই বোধ হয়, সে সময়ে হিন্দু ধর্ম্মের সঙ্গে জৈন মতের সামঞ্জস্য হইয়া গিয়াছিল। এখানে অনেক শিবমন্দির এবং বিষ্ণুমন্দিরও ছিল; কিন্তু এখন তাহাদের মধ্যে অনেক গুলিই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে এখানকার অচলেশ্বর শিব মন্দিরে অঘোরপন্থীরা বাস করিতেন।

এখানে সর্ব্ব সমেত পাঁচটী মন্দির আছে। তাহার মধ্যে একটী মন্দির ঋষভনাথের। তিনি জৈনদের চব্বিশ জন তির্থঙ্করের মধ্যে প্রথম। এই দেবালয়ে তিনি চতুর্মূর্ত্তিতে মিলিত হইয়া আছেন। ঋষভনাথের মন্দির তেতলা; পূর্ব্ব পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ,—এই চারি দিকে চারিটী দ্বার। মন্দিরের পশ্চিম দিকে দুইটী মণ্ডপ আছে; আর তিন দিকে কেবল এক একটী করিয়া মণ্ডপ। প্রত্যেক মণ্ডপে আটটী করিয়া থাম। ঋষভনাথের উত্তরে আর একটী বড় মন্দিরে বাপ্পাশাহের মণ্ডপ। আবার দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে আদীশ্বর এবং গোরক্ষলাঞ্ছনের মন্দির।

ঋষভনাথের পশ্চিমে আদিনাথের মন্দিব, উত্তর দিকে নেমীনাথের। এই দুইটী মন্দির পরিষ্কার শ্বেত পাথরে নির্ম্মিত। স্তম্ভে, খিলানে এবং মণ্ডপের ভিতরের খোদাই কাজ অতি পরিপাটি। ১০৮৮ সম্বতে (১০৩১ খৃঃ অব্দে) বিমল শাহ নামে জনৈক শেঠ

আদিনাথের মন্দিরটী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাহার পর ১৩৭৯ সম্বতে, জ্যৈষ্ঠ মাসে, শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে সোমবারে উহার মেরামত করানো হয়।

আদিনাথের মন্দিরের চারি দিক ৫৫টী প্রকোষ্ঠে বেষ্টিত। তাহার প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে এক এক জন তীর্থঙ্করের পাষাণময়ী মূর্ত্তি,—পায়ের উপরে পা রাখিয়া যোগাসনে বসিয়া আছে। উত্তর পশ্চিম দিকের একটী প্রকোষ্ঠে অম্বাজির প্রতিমূর্ত্তি।

দ্বারের সম্মুখে নয়টী শ্বেত পাথরের হাতী,—যে অঙ্গ যেমন হইলে নকল বলিয়া চিনিতে পারা যায় না, সেই সেই অঙ্গে তাহার মত সকলি আছে,—নাই কেবল ভিতরে জীবন, আর বাহিরে চলৎ শক্তি। হাতী গুলির উপরে রত্নভূষিত হাওদা; সম্মুখে মাহুত, মাহুতের পশ্চাতে বিমল শাহ শেঠ। তাহার পর দ্বারে বিমল শাহ, দেবতাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত হাতী হইতে নামিয়াছেন। জগতে তেমন জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি আর কোথাও নাই।

১২৮৭ এবং ১২৯৩ সম্বতে বাস্তুপাল এবং তেজোপাল নেমীনাথের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহাঁরা দুই সহোদর। অনাহিলপত্তনে ইহাঁদের বাস স্থান ছিল। গুজরাটের রাজা বীর ধবলের সময়ে তাঁহারা প্রধান মন্ত্রী ছিলেন।

পূর্ব্বে আবু পর্ব্বতে আট শত আটটী শিব লিঙ্গ এবং অন্য অন্য দেব দেবীর মূর্ত্তি ছিল। কখন কোন মহাত্মা এখানকার মন্দির নিৰ্ম্মাণ করাইয়াছিলেন; কখন কোন মহাত্মা ঐ সকল মন্দিরের সংস্কার করাইয়াছিলেন, এই সমস্ত বিবরণ প্রস্তরে ক্ষোদিত আছে। কিন্তু অনেক দিন হইল, তাই সকল অক্ষর পড়িতে পারা যায় না।

এই সকল দেবালয় নির্ম্মাণ করাইতে যে, কত টাকা ব্যয় হইয়াছিল তাহা নিশ্চিত করা কঠিন। আবুপর্ব্বতের চারিদিকে প্রায় দেড়শত ক্রোশের মধ্যে কোথাও শ্বেতপাথর মিলে না। অতএব অনেক দূর হইতে উটের পিঠে বোঝাই করিয়া ঐ সকল পাথর আনিতে হইয়াছিল। তাহার পর পাহাড়ের উপরে তুলিতেও অল্প খরচ পড়ে নাই। এদিকে আবার দেবালয়গুলির থাম, খিলান এবং ক্ষোদাই কাজে কত কাল লাগিয়াছিল বলা যায় না।

আবুপর্ব্বতে জৈন রাজাদের নগর ছিল না। নগর থাকিলে এখন তাহার কিছু না কিছু চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যাইত। কিন্তু এই শৃঙ্গের দক্ষিণে চন্দ্রাবতী নামে একটী বড় সহরের কিছু কিছু চিহ্ন আজও পড়িয়া আছে। গুজরাট রাজের মন্ত্রী ও পরমারেরা এই নগর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এখন এই নগরের ভগ্নাবশেষ দিন পরিষ্কার হইয়া যাইতেছে। আহ্মদাবাদের সুলতান, গির্ণারের ঠাকুরেরা এবং শিরোহির শেঠেরা উহার প্রায় সমস্ত প্রস্তরাদি উঠাইয়া লইয়া গিয়াছেন।

এখানে শ্বেত পাথরের দুইটী খনি আছে। কিন্তু উহার পাথর অতিশয় কঠিন ও উজ্জ্বল, সে কারণ তাহার উপরে কাজ করিতে গেলে ভাঙ্গিয়া যায়। জৈন মন্দির গড়িবার সময়ে কোথা হইতে পাথর আনা হইয়াছিল, বলা যায় না। এখানে গম, যব, ভুট্টা, ধান, দাউল, আলু এবং অন্য অন্য অনেক প্রকার ফসল জন্মে। সিমলা, নাইনীতাল প্রভৃতি পাহাড়ী মধুর মত এখানকারও মধু উৎকৃষ্ট। বন্য পশুর মধ্যে বড় বাঘ এবং শিয়াগোষ কচিৎ কখন পাহাড়ের উপরে উঠে। কিন্তু চিতা বাঘ, ভাল্লুক, শজারু এবং শশক প্রায় সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে শৃগাল এবং খেঁকশিয়ালী নাই। সাম্বর হরিণ দল বাঁধিয়া চরিতে চরিতে পাহাড়ের উপরে আসে; কিন্তু চিতল হরিণ নীচে বালির উপরে চরিয়া বেড়ায়। আবু পর্ব্বতে তাদৃশ সর্প ভয় নাই; কচিৎ কেহ কখন গোখ্‌রা সাপ দেখিতে পায়।

আবুপর্ব্বতের মন্দিরগুলি কখন কোন রাজা বা ধনাঢ্য ব্যক্তি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন; কখন কোন মহাত্মা তাহাদের সংস্কার করাইয়াছিলেন; মন্দিরের প্রস্তরখণ্ডে তাহার সমস্ত বিবরণ ক্ষোদিত আছে। স্থানে স্থানে সেই সকল মহাত্মাদের বংশ বিবরণ; তাঁহাদের মন্ত্রিগণের ও কারিকরদিগেরও নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে তাহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। যাঁহাদের এ বিষয়ে কৌতূহল আছে, তাঁহারা আশিয়াটিক রিসার্চের ১৬ খণ্ডের ২৮৪ পৃষ্ঠা হইতে ৩৩০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পাঠ করিবেন। এখানে কেবল কতকগুলি প্রসিদ্ধ লোকের নাম লিখিয়া দেওয়া হইতেছে।

পত্তনের অর্থাৎ গুজরাটের রাজপরিবারের—মূলরাজ, চামুণ্ড ১০১১ খৃঃ অব্দে, বল্লভ, দুর্লভ ১০২৩ খৃঃ অব্দে, ভীম, কলদেব, সিদ্ধরাজ ১০৯৪ খৃঃ অব্দে, কুমারপাল ১১৭৪ খৃঃ অব্দে, অজয়পাল, মূল, ভীম ১২০৯ খৃঃ অব্দে। (সারঙ্গদেব ১২৯৪ খৃঃ অব্দে)।

অনাহিল্ল পরিবার—অর্ণ, লবণপ্রসাদ, বীরধবল খৃঃ ১২৩১ অব্দে।

প্রগাত পরিবার—চন্দপ, সোম, অশ্বরাজ; (লূনিগ, মল্ল, তেজঃপাল এবং বাস্তপাল ১২৩১ হইতে ১২৩৭ খৃঃ অব্দে); জৈত্র সিংহ, লাবণ্য সিংহ।

চন্দ্রাবতীর পরমার বংশ—ধূম, ধুন্ধুক, ধ্রুব। রামদেব; যশোধবল ১১৭৪ খৃঃ অব্দে; ধারাবর্ষ এবং প্রহ্লাদন ১২০০ খৃঃ অব্দে, সোম, কৃষ্ণদেব ১২৩১ খৃঃ অব্দে। (বিশাল দেব ১২৯৪ খৃঃ অব্দে)।

চন্দ্রাবতীর চৌহান রাজবংশ—তেজ সিংহ ১৩৩১ খৃঃ অব্দে; কান্হর দেব, সামন্ত সিংহ ১৩৩৯ খৃঃ অব্দে।

চন্দ্রাবতীর রাণা—মোকল ১৪৫০ খৃঃ অব্দে, কুম্ভকর্ণ।

মেদ পরিবার গুহিল—বপ্পক, গুহিল, ভোজ, কলাভোজ, ভর্ত্তৃকট, সমহায়িক, ক্ষুম্মান, অল্লাত, নরবাহন, শক্তিবর্ম্মা, শুচিবর্ম্মা, নরবর্ম্মা, কীর্ত্তিবর্ম্মা, বৈরি সিংহ, বিজয় সিংহ, অরি সিংহ, বিক্রম সিংহ, সামন্ত সিংহ, ১২০৯ খৃঃ অব্দে, কুমার সিংহ, মথন সিংহ, পদ্ম সিংহ, জৈত্র সিংহ, তেজঃ সিংহ, সমর সিংহ ১২৮৯ খৃঃ অব্দে।

শাকম্ভরী চৌহান বাংশ্য—সিন্ধুপুত্র, লক্ষ্মণ, মাণিক্য, অধিরাজ, মহীন্দু, সিন্ধুরাজ, কুলবর্দ্ধন, প্রভুরাম, ধুন্ধন চৌহান, সমর সিংহ, উদয় সিংহ, মানব সিংহ, প্রতাপ সিংহ, দশবথ, লাবণ্যকর্ণ এবং লুধন ১৩২১ খৃঃ অব্দে।

আবুত্ত (পুং) আপনম্ আপ্-ক্বিপ্ আপে প্রাপ্ত্যে উত্তাম্যতি উদ্-তম-ড। (আবুত্তোহব্যুৎপন্ন ইতি রঘুনাথঃ)। (আ সম্যক্ বুধ্যতে আবুত্তো নাম্নীতিতঃ মনীষাদিরিতি ভরতঃ)। নাট্যোক্তিতে যাহাকে ভগিনীপতি বলা যায়। (নির্ব্বিঘ্নঃ সোমপীতী আবুত্তো মে ভগবানৃষ্যশৃঙ্গঃ আর্য্যা চ শান্তা? উত্তর চরিত)। অন্তঃস্থ বকারেরও প্রয়োগ অনেক স্থলে দেখা যায়।

আবুল-ফজল। ইনি সম্রাট্ অকবরের প্রিয় মন্ত্রী। ইঁহার পিতার নাম মুবারিক। ইসলাম-শাহের রাজত্ব কালে ১৪ ই জানুয়ারি ১৫৫১ খৃঃ অব্দে (ষষ্ঠ মহরম ৯৫৮) আগ্রা নগরে তাঁহার জন্ম হয়। হিজিরা ১০১১ সালে (১২ আগষ্ট ১৬০২ খৃঃ অব্দে) রাজা বীরসিংহ তাঁহার প্রাণ বিনষ্ট করেন।

সংসারে গুণেরই গৌরব; গুণ না থাকিলে কাহার আদর হয় না। বিদ্যা, বুদ্ধি, ধৈর্য্য, সদ্বিবেচনা, ন্যায়-পরতা—আবুল-ফজলের এত গুলি গুণ ছিল, তাই তিনি অকবরের সভায় আদর পাইয়াছিলেন। এত গুণ না থাকিলে জগতে আজি তাঁহাকে কে চিনিত?

কিন্তু এই সকল গুণ ফজেলের শুধু নিজের নয়; তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা ইহার বীজ পুতিয়া গিয়াছিলেন। মুবারিকের হৃদয়ে তাহার অঙ্কুর গজায়; অঙ্কুর হইতে চারিদিকে পল্লব দল ছড়াইয়া পড়ে; শেষে আবুল-ফজলের হৃদয়ে তাহার ফুল ফুটে, সেই ফুলের সৌরভে জগৎকে মাতাইয়া তুলে।

আবুল-ফজলের পূর্ব্বপুরুষেরা আরব দেশের লোক। তাঁহার বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম শেখ মুসা। তিনি রেল গ্রামে বাস করিতেন। এই পল্লী সিন্ধু প্রদেশের মধ্যে। তাঁহার পৌত্র শেখ খাজির ভারতবর্ষে উঠিয়া আসেন। ভারতবর্ষে আসিলেন বটে, কিন্তু সেবার তিনি এখানে অধিককাল থাকিলেন না। শীঘ্রই হিজাজে গিয়া তাঁহার স্বজাতি আরবদের সঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন। তাহার পর আজমীরের কাছে নাগরে আবার চলিয়া আসেন। এখানে তাঁহার আর অন্য কাজ ছিল না; সৎসঙ্গ, সাধুলোকের সঙ্গে ঈশ্বর আলোচনা, ইহাই লইয়া তিনি কাল কাটাইতেন।

জগতে যাহা চাই, খাজিরের সে সকল সুখই আছে। কিন্তু কঠিন মনঃকষ্ট এই,—তাঁহার সন্তান হইয়া বাঁচে না। অনেক গুলি ছেলে জন্মিল, জন্মিয়া সকল গুলিই মরিয়া গেল। শেষে মুবারিক হইলেন। বাঁচে, আল্লাদের কথা; না বাঁচে, ঈশ্বরের ইচ্ছা,—তাহাতে মানুষের হাত কি? খাজির এই ভাবিয়া ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করিয়া থাকিলেন।

মুবারিক বাঁচিলেন। আবুল-ফজল যে গুণে জগতে পূজিত, তাঁহার পিতার বালক কালেই সেই সকল গুণের অঙ্কুর দেখা দিল। চারি বৎসরের অধিক বয়স নয়; ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলাইবার সময়; কিন্তু মুবারিক তাহা করিতেন না। শৈশব কালেই তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় অনেক রকমে প্রকাশ পাইল। তিনি শেখ আতনের কাছে মন দিয়া লেখা পড়া করিতে লাগিলেন।

সাধুজনের প্রাতঃবাক্যে সন্তানটী বাঁচিল, তবে ঘর-গৃহস্থালী করা চাই। কিন্তু নাগরে তাঁহার স্বজাতি কেহই নাই। সেকারণ তিনি কয়েকজন জ্ঞাতি কুটম্ব আনিয়া কাছে বাস করাইবার জন্য সিন্ধুদেশে গেলেন। রাস্তা দুর্গম, কেবল মরুভূমি; খাজির পীড়িত হইয়া পড়িলেন। শেষে পথের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

এই সময়ে নাগরে দারুণ দুর্ভিক্ষ। অসংখ্য অসংখ্য লোক অন্নাভাবে মরিয়া গেল। খাজিরেরও পরিবারের মধ্যে আর সকলের মৃত্যু হইল; কেবল মুবারিক ও তাঁহার মাতা জীবিত থাকিলেন।

মুবারিক অতিশয় মাতৃভক্ত; জননীকে ছাড়িয়া তিনি কোথাও থাকিতে পারিতেন না। কিন্তু পড়া শুনাও না করিলে নয়, সে কারণ নাগরের কাছে তখন যে সকল বিদ্বান্ লোক ছিলেন, তাঁহাদের নিকটে তিনি বিদ্যাধ্যয়ন করিতেন। ফকির খাওজা অহরার তাঁহার প্রধান উপদেষ্টা। ইঁহার কাছে তিনি নানা শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করেন।

কিছু দিন পরে তাঁহার মাতার মৃত্যু হইল। সেই সময়ে মালদেওয়ে গোলযোগ উপস্থিত হয়। মুবারিক নাগর হইতে গুজরাটের অন্তর্গত আহ্মদাবাদে উঠিয়া আসিলেন। এখানে শেখ আবুল-ফজল, শেখ উমর এবং শেখ উসফের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ হৃদ্যতা জন্মে। পরিশেষে হিজিরা ৯৫০ সালে তিনি আহ্মদাবাদ হইতে আগ্রার পরপারে রামবাগের কাছে আসিয়া বাস করিলেন।

তৎকালে মীর রফ্যুদ্দিনের বড় প্রতিপত্তি। রামবাগের নিকটে তাঁহার বাসস্থান ছিল; অনেক ছাত্র ও শিষ্য সেইখানে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিত। উপযুক্ত গুরু পাইয়া মুবারিকও তাঁহার কাছে পড়িতে আরম্ভ করিলেন। এইখানে শেখ আবুল ফৈজী এবং তাহার কনিষ্ঠ আবুল ফজলের জন্ম হয়। ফৈজীর চেয়ে আবুল-ফজল চারি বৎসরের ছোট। মুবারিক আপনার সন্তানদিগকে যত্নপূর্ব্বক বিদ্যাশিক্ষা দিতে লাগিলেন।

কিছু দিন পরে ভারতবর্ষের নানা স্থানে মাধিদের হঙ্গামা উপস্থিত হয়। মুবারিক এক ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানিতেন; কিন্তু মুসলমান ধর্ম্মে তাঁহার ভালরূপ শ্রদ্ধা ছিল না। তাই লোকে তাঁহাকে নাস্তিক বলিত, কেহ কেহ তাঁহাকে হিন্দু বলিয়া জানিত। মাধির হঙ্গামা হইলে মুবারিক তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। কিন্তু এরূপ যোগ দিবার ঠিক অভিসন্ধি কি, তাহার কিছু প্রকাশ নাই। মাধিরা একে সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে, মুবারিক আবার তাঁহাদের পক্ষে দাঁড়াইলেন, কাজেই অকবরের সভাসদগণের অতিশয় ক্রোধ জন্মিল। সম্রাটও তাঁহাকে ধরিয়া আনিবার নিমিত্ত হুকুম দিলেন। মুবারিক দেখিলেন, বিষম কুচক্র; আগ্রায় থাকিলে প্রাণ বাঁচাইবার উপায় নাই, তজ্জন্য তিনি গোপনে পলাইয়া গেলেন।

কিন্তু তাঁহার এ কষ্ট অধিক দিন ছিল না। অকবরের ধাত্রীপুত্র খাঁ-ই-আজম মির্জ্জা কোকা সম্রাটের মনের মলিনতা দূর করিয়া দিয়াছিলেন। তখন ফৈজীর বয়স বিশ বৎসর; কিন্তু তাঁহার মধুর কবিতায় সে সময়ের সকল লোকেরই মন ভুলিয়া গিয়াছিল। তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও কবিত্বগুণে ক্রমে তিনি অকবরের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন।

এই সময়ে আবুল-ফজল দিবারাত্র নির্জ্জনে অধ্যয়ন করিতেন। পনর বৎসর বয়সেই তাঁহার অগাধ শাস্ত্রজ্ঞান জন্মিয়াছিল। একটী গল্প আছে,—যখন পঞ্চদশ বৎসরের বালক, তৎকালে একখানি ইস্পাহানী পুস্তক তাঁহার হাতে পড়ে। পুস্তকখানির লম্বালম্বি অর্দ্ধাংশ আগুনে পুড়িয়া গিয়াছিল; সুতরাং প্রত্যেক ছত্রের অর্দ্ধেক ছিল, আর বাকি অর্দ্ধেক ছিল না। আবুল-ফজল পূর্ব্বে সে পুস্তক আর কখন দেখেন নাই। কিন্তু যে যে অংশ পুড়িয়া গিয়াছে, তাহা লিখিয়া দেওয়া চাই। সে জন্য তিনি পুস্তকের দগ্ধদিক ছাটিয়া ফেলিয়া সমস্ত পাতায় নূতন কাগজ যোড়া দিলেন। তাহার পর প্রত্যেক ছত্রের আধখানির অর্থের সঙ্গে মিল রাখিয়া অবশিষ্ট ছত্র পূরণ করিয়া ফেলিলেন। কিছু দিন পরে একখানি সমগ্র পুস্তক তাঁহার হাতে আসিয়া পড়িল। তিনি দুই খানিতে মেলন করিয়া দেখেন যে, অনেক স্থানে নূতন শব্দ সন্নিবেশিত হইয়াছে, অনেক স্থানের পাঠও সম্পূর্ণ নূতন হইয়াছে, কিন্তু মোটামুটি সমস্ত পুস্তকখানির ভাবের ব্যতিক্রম কোথাও ঘটে নাই। ইহা দেখিয়া তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা চমৎকৃত হইলেন।

ফৈজী আপনার কনিষ্ঠের পরিচয় দিয়া সম্রাটের সঙ্গে আলাপ করিয়া দিলেন। প্রথম দিনেই আবুল-ফজলের প্রতি তাঁহার কৃপাদৃষ্টি পড়িয়াছিল। এই সময়ে অকবর বাঙ্গালা এবং বিহার জয় করিবার নিমিত্ত উদ্যোগ করিতেছিলেন; যুদ্ধ সজ্জা হইল; বিহার অভিমুখে সৈন্য সামন্ত ছুটিল। সঙ্গে স্বয়ং অকবর এবং তাঁহার প্রিয় সদস্য কবি ফৈজী। আবুল-ফজল সঙ্গে গেলেন না, আগ্রাতেই থাকিলেন। কিন্তু বিহারে ফজলকে দেখিতে না পাইয়া সম্রাট ফৈজীর কাছে কয়েকবার তাঁহার তত্ত্ব লইয়াছিলেন। ফৈজী সেই সকল কথা আপনার কনিষ্ঠের কাছে লিখিয়া পাঠান্।

বাঙ্গালার যুদ্ধ দু-দিনের কাজ। অকবর জয়ী হইলেন। জয়ী হইয়া তিনি জয়-পতাকা উড়াইতে উড়াইতে শীঘ্রই ফতেপুর সিক্রীতে ফিরিয়া আসিলেন। যে সময়ে যাহা ভাল দেখায় সময় বুঝিয়া তাহার মত নজর দেওয়া চাই। আবুল-ফজল কোরাণের বিজয় পরিচ্ছেদের টীকা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। সম্রাট্ বাঙ্গালা ও বিহার জয় করিয়া আসিলে তাঁহার কছে সেই টীকা-পুস্তক উপহার দিলেন।

তখন মখদুম-উল্-মল্ক এবং শেখ আবদুন্নবী প্রধান সভাসদ। ইহাঁরা দুই জনেই সুন্নী। তাঁহারা ধর্ম্মের দোহাই দিয়া শিয়া সম্প্রদায়ের উপর এবং হিন্দুদের প্রতি সর্ব্বদাই অত্যাচার করিতেন। সেই সকল কথা অকবরের কানে উঠিল। আবুল-ফজল দেখিলেন, রাজ্যের উন্নতি এবং সমাজ সংস্কার করিতে হইলে তাহার এই সুযোগ। ইহাতে লোকের মঙ্গল এবং তাঁহার নিজের প্রতিপত্তি। তিনি অকবরের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এই প্রস্তাব করিলেন যে, সম্রাট্ রাজ্যের সকল বিষয়ের কর্ত্তা। যাহা কিছু নূতন আইন করিতে হয়, সে সকল সম্রাট্ নিজে করিবেন। প্রজারা সেই নিয়মানুসারে চলিলে তাহাদের ইহ জন্মের সুখ এবং পরকালের সদ্গতি।

সভায় বাদানুবাদ পড়িয়া গেল,—সকলেই বিরোধী। চারি দিক্ হইতে আপত্তি উঠিল। আবুল-ফজল নাস্তিক কি হিন্দু, তাহার ঠিক নাই। যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহা কোরাণের বিপরীত মত। কিন্তু বাদানুবাদ করা বিফল, সুন্নী পক্ষরা অবশেষে নিরস্ত হইল। মুবারিক স্বহস্তে প্রতিজ্ঞা পত্রখানি লিখিয়া নাম স্বাক্ষরিত করিলেন। যাঁহারা বিরোধী ছিলেন, সে সকল লোককেও স্বাক্ষর করিতে হইল।

এই নূতন নিয়মের উদ্দেশ্য মহৎ। শেষে ইহার দ্বারা বেশ ভাল ফল হইয়া দাঁড়াইল। মুবারিক জানিতেন, ঈশ্বরের চক্ষে হিন্দু মুসলমান সকলেই সমান। কিন্তু কোরাণের সে মত নয়। যে কোরাণ মানে না, সে কাফের। মুবারিক, কোরাণের সকল কথা মানিতেন না, তাই লোকে জানিত তিনি নাস্তিক। আবুল-ফজল বালককাল হইতে পিতার কাছে যে পাঠ পাইয়াছিলেন, অকবরের কানে তিনি সেই মন্ত্র পড়িয়া দিলেন। ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা অনেক। তাহাদের জাতি বিভিন্ন, ধর্ম্ম বিভিন্ন; বিভিন্ন বিশ্বাস। সকল কাজে কোরাণ দেখিয়া চলিতে হইলে প্রজাদের কল্যাণ নাই। চিরকাল অন্ধ বিশ্বাসে চলিলে মানুষের উন্নতি হয় না। কোরাণের যেখানে ভ্রম আছে, সে স্থল পরিত্যাগ করা আবশ্যক। যাহাতে ভ্রম নাই, এমন বিষয় কোরাণে না থাকিলেও গ্রহণ করা উচিত। আবুল-ফজলের চির জীবনের এই মূল মন্ত্র। এই মূল মন্ত্রে তিনি অকবরকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। সম্রাট্ নূতন নিয়ম প্রচলিত করিলে তাহার ফল এই দাঁড়াইল,—পূর্ব্বে হিন্দু ও অন্য অন্য সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার হইতেছিল, সে সকলের নিবারণ হইয়া গেল। সকল ধর্ম্মের এবং সকল সম্প্রদায়ের যোগী সন্ন্যাসীরা আসিয়া সভায় আদর পাইতে লাগিলেন। এ দিকে দুষ্ট লোকদেরও ক্ষমতা দিন দিন কমিয়া আসিল।

এই সময়ে অকবরের সভা ফতেপুর সিক্রিতে। ফৈজী এবং আবুল-ফজল সেইখানেই থাকিতেন। সর্ব্ব প্রথমে ফৈজী, কুমার মুরাদকে পড়াইবার নিমিত্ত শিক্ষক নিযুক্ত হন্। দুই বৎসর পরে আগ্রা, কাল্পি এবং কালিঞ্জরের সদর্ হইয়াছিলেন। ১৫৮৫ সালে আবুল-ফজল এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের মন্সব হইলেন। পর বৎসরে তাঁহাকে দিল্লির দেওয়ান করা হইল।

১৫৮৯ সালের শেষে আবুল-ফজলের মাতার মৃত্যু হয়। এই সময়ে অকবরের প্রতিষ্ঠিত নূতন ধর্ম্ম চলিত হইয়া আসিয়াছে। সম্রাটকে কেহ কিছু বলিতে সাহস করিতেন না, কিন্তু সভাসদদের মধ্যে আবুল-ফজলের সকলেই শত্রু। নিজে সলিমও সুযোগ পাইলে শত্রুতা করিতে ছাড়িতেন না। এক দিন সলিম হঠাৎ আবুল-ফজলের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হন্। আবুল-ফজল কোরাণের যে টীকা করিয়াছিলেন, চল্লিশজন লেখক বসিয়া তাহার নকল করিতেছেন। সলিম সমস্ত কাগজ পত্র সমেত সেই লেখকদিগকে সম্রাটের কাছে ডাকিয়া আনিলেন। তাহার পর কাগজ পত্র গুলি সম্মুখে ধরিয়া দিয়া বলিলেন,—'আবুল ফজলের শঠতা দেখুন; তিনি আমাকে পড়াইবার সময়ে কোরাণ এক রূপ বুঝাইয়া দেন, আবার বাটীতে বসিয়া যে টীকা লিখিতেছেন তাহা ঠিক বিপরীত'। এই কথায় আবুল-ফজলের সঙ্গে সম্রাটের দিন কতক একটু মনের অস্বরস ছিল।

অকবর, আবুল-ফজল প্রভৃতি তখনকার প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ লোকদিগকে ভাল ভাল সংস্কৃত এবং হিন্দী পুস্তক গুলি পারস্য ভাষায় অনুবাদ করিতে নিযুক্ত

করিয়াছিলেন। ফৈজী লীলাবতীর গণিত শাস্ত্র অনুবাদ করিতে লাগিলেন। কালীয় দমন এবং মহাভারতের কিয়দংশের ভার আবুল-ফজল লইলেন। ১৫৯২ সালে তিনি দুই-হাজারীর মন্সব হন্। এই সময়ে খন্দেশের রাজা আলি খাঁ আপনার কন্যাকে সলিমের কাছে পাঠাইয়া দেন। সম্রাট্ দেখিলেন, শীঘ্র তাঁহার সম্মান রাখা আবশ্যক। সে কারণ তিনি খন্দেশে এবং দক্ষিণে বর্হান-উল-মল্কের কাছে দূতস্বরূপ ফৈজীকে পাঠাইয়া দিলেন।

১৫৯৩ খৃঃ অব্দে ৪ঠা সেপ্টেম্বর মুবারিকের মৃত্যু হয়। দুই বৎসর না যাইতে ফৈজীও পরলোক গমন করেন। জ্ঞানীলোক সকলি বুঝেন, বুঝিয়াও শোকের সময়ে মনকে স্থির রাখিতে পারেন না। আবুল-ফজল পরম জ্ঞানী, তবু পিতার ও ভ্রাতার শোকে তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছিল।

আবুল-ফজল শীঘ্রই আড়াই হাজারীর মন্সব হইলেন। এই সময়ে দক্ষিণে অত্যন্ত গোলযোগ। সুলতান মুরাদ তথায় শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কিন্তু তিনি রাজকার্য্য কিছুই দেখিতেন না, দিবারাত্র মদ খাইয়া পড়িয়া থাকিতেন। অতিরিক্ত সুরাপান করিয়া তাঁহার শরীরও ভগ্ন হইয়া আসিয়াছিল। তাই আবুল-ফজলকে সম্রাট্ বলিয়া দিয়াছিলেন যে, ফিরিয়া আসিবার সময়ে তিনি যেন মুরাদকে সঙ্গে করিয়া আনেন।

এ সময়ে দক্ষিণে যুদ্ধ চলিতেছিল। যে সকল কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই শঠ। বিপক্ষের কাছে ঘুস লইয়া সমস্ত কাজ নষ্ট করিয়া দিতেছিলেন। আবুল-ফজল আসিলে বাহাদুর খাঁ তাঁহার কাছে উৎকোচ পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু আবুল-ফজল উৎকোচ লইবার লোক নহেন। তিনি সগর্ব্বে বাহাদুর খাঁর দ্রব্যাদি ফেরত পাঠাইলেন।

মুরাদের শিশু সন্তান মির্জ্জা রস্তম এই সময়ে ইলিচপুরে মরিয়া যায়। তিনি পুত্রশোক ভুলিবার নিমিত্ত দিবারাত্র মদ খাইতে লাগিলেন। শেষে মদাত্যয় রোগ উপস্থিত হইল। কিন্তু আবুল-ফজল আসিয়াছেন শুনিয়া সেই অবস্থাতেই তিনি আহ্মদনগরে যাইবার জন্য সাজিলেন। পথে অবস্থা আরও মন্দ হইয়া পড়িল। ইলিচপুর ছাড়াইয়া নরনালহ; তাহার পর শাহপুর, নিকটে দক্ষিণ পূর্ণানদী। সেইখানে শরীর রাখিয়া মুরাদের প্রাণবায়ু উড়িয়া গেল।

আবুল-ফজল পৌঁছিয়া দেখেন চারিদিকে গোলযোগ। সেনাপতিরা তাঁহাকে ফিরিয়া আসিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আবুল-ফজল কাহারও কথা শুনিলেন না। পূর্ব্বে যে সকল স্থান জয় করা হইয়াছিল, সেই সকল স্থানে লোক পাঠাইয়া শান্তি স্থাপন করিলেন। বৈতালা, তানটুম এবং সতনন্দা তাঁহার হস্তগত হইল।

কিন্তু ইহাতেও দক্ষিণের গোলযোগ মিটিল না, বরং আরও জটিল হইয়া দাঁড়াইল। বাহাদুর খাঁ কুমার দানিয়ালের কাছে আসিয়া বশ্যতা স্বীকার করিতে অস্বীকৃত হইলেন। খন্দেশেও যুদ্ধ বাঁধিল। সম্রাট্ অকবর তখন উজ্জয়িনীতে। তাঁহার ইচ্ছা যে নিজে গিয়া অসুরেশগড় আক্রমণ করেন। অসুরগড়, বাহাদুর খাঁর কেল্লা। এ দিকে তিনি আহ্মদনগর আক্রমণ করিবার নিমিত্ত কুমার দানীয়ালকে নিযুক্ত করিলেন। আবুল-ফজল আপনার সৈন্যদিগকে মির্জ্জা শাহরুখ, মির মুর্ত্তজা এবং খাওয়া আবুল হোসনের কাছে রাখিয়া সম্রাটের নিকটে চলিয়া গেলেন। এই সময়ে তিনি চারি হাজারীর মন্সব হন্। অকবর এবং আবুল-ফজল উভয়ে মিলিয়া অসুরগড় জয় করিয়া লইলেন। তাহার পর আবুল-ফজল, বাজু মান্না এবং আলি-শাহের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া নাসিক, জালনহপুর এবং তাহার নিকটবর্ত্তী অন্য অন্য স্থান জয় করেন।

ইদানীং দুষ্ট লোকের কুমন্ত্রণায় সলিমের (জাহাঙ্গিরের) অনেকটা ভাবান্তর ঘটিয়াছিল। মধ্যে তিনি একবার বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। অকবর তখন অসুরগড়ের যুদ্ধে ব্যস্ত। তিনি আগ্রায় ফিরিয়া আসিয়া সলিমকে নিরস্ত করিলেন। দিন কতক সদ্ভাব চলিল। কিন্তু সে সদ্ভাব কেবল দু-দিনের জন্য। সলিম এবার আলাহাবাদে গিয়া আপনিই রাজা হইলেন এবং অকবরকে রাগাইবার নিমিত্ত তাঁহার নিজের নামে মুদ্রা চালাইয়া সম্রাটের কাছে পাঠাইতে লাগিলেন। অকবর দেখিলেন বিপদের বন্ধু আবুল-ফজল। আর যে সকল লোক আছে, তাহারা ভিতরে ভিতরে সলিমের দিকে। নিজের স্বার্থসাধনের নিমিত্ত তাহারা সলিমের দুরভিসন্ধিতে বাতাস দিয়া থাকে। সে কারণ তিনি আবুল-ফজলকে শীঘ্র আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন।

দক্ষিণে লোক চলিয়া গেল। সলিম সমস্ত সন্ধান

পাইলেন। তিনি ভাবিলেন, আবুল-ফজলকে বিনষ্ট করিতে পারিলে তাঁহার আর কোন আশঙ্কা থাকে না। পিতার কাছে প্রতিপন্ন হইতেও তাঁহাকে কোন কষ্ট পাইতে হইবে না। ফজলের প্রাণ নষ্ট করিবার এই সুযোগ। বীর সিংহ তখন উণ্ডচার রাজা। তাঁহার সঙ্গে অকবরের সদ্ভাব ছিল না। আবুল-ফজলকে মারিয়া ফেলিবার নিমিত্ত সলিম, রাজা বীর সিংহকে নিযুক্ত করিলেন। দক্ষিণ দেশ হইতে আসিতে হইলে উণ্ডচা রাজ্যের ভিতর দিয়া আসিবার সম্ভাবনা। বীর সিংহ চারি দিকে লোক রাখিলেন।

আবুল-ফজল দক্ষিণে আপনার পুত্র আবদুররহমনের হাতে সমস্ত সৈন্যের ভার দিয়া আগ্রা যাত্রা করিলেন। সঙ্গে কেবল জন কতক প্রহরী। তিনি উজ্জয়িনী পর্য্যন্ত আসিলেন, পথে কোথাও বিপদের আশঙ্কা দেখিলেন না। কিন্তু উজ্জয়িনীর লোকেরা সলিমের দুরভিসন্ধির একটু আভাস পাইয়াছিল। তাহারা আবুল-ফজলকে সতর্ক করিয়া দিল। আবুল-ফজলের অনুচরেরাও তাঁহাকে ঘাটী চান্দা দিয়া আনিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা পাইল; কিন্তু তিনি কাহারও পরামর্শ শুনিলেন না। আবুল-ফজল নরোয়ারের পথে আসিতে লাগিলেন। শেষে আর অধিক দূর নয়, সরাই-বার হইতে অর্দ্ধ-ক্রোশ পরেই কাল স্বরূপ বীর সিংহের লোকেরা আসিয়া সম্মুখে পড়িল। গদাই খাঁ নামক আবুল-ফজলের জনৈক বিশ্বাসী চাকর যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিল। তখন তিন ক্রোশ দূরে অন্‌ত্রী নামক একটী স্থানে সম্রাটের তিন হাজার তুরুকসোয়ার ছিল। আবুল ফজল মনে করিলে অনায়াসে সেই খানে পলাইতে পারিতেন। কিন্তু সংগ্রামে বিমুখ হওয়া কাপুরুষের কাজ; সে জন্য তিনি বীরোচিত দর্প করিয়া যুদ্ধে মাতিলেন। শত্রুরা চারি দিকে আসিয়া ঘিরিল। আর কোন দিকে পলাইবার পথ নাই, শেষে এক জন তুরুক-সোয়ার বর্শা দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল বিঁধিয়া ফেলিল। আবুল-ফজল ধূলায় লুটাইয়া পড়িলেন। বীর সিংহ আসিয়া তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করেন। পরে সেই মস্তক আলাহাবাদে সলিমের কাছে প্রেরিত হয়। সলিম, মনের ঘৃণা দেখাইবার নিমিত্ত অনেক দিন পর্য্যন্ত সেই মাথা একটী কদর্য্য স্থানে ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন।

সম্রাট এক দুই করিয়া দিন গণিতেছেন, আবুল-ফজল আসিবেন। কিন্তু আবুল ফজল আসিলেন না, আগ্রায় তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পৌঁছিল। আর সকলেই শুনিল, অকবর জানিলেন না,—তাঁহাকে এ সংবাদ শুনায় কে? তৈমুর বংশের এই রীতি ছিল, রাজপুত্র প্রভৃতি কাহার মৃত্যু হইলে তাঁহার উকিল হাতে কাল রুমাল বাঁধিয়া সম্রাটের কাছে উপস্থিত হইতেন। আবুল ফজলের মৃত্যুর সংবাদ দিবার জন্য তাঁহার উকিল হাতে রুমাল বাঁধিয়া অকবরের সম্মুখে গেলেন। উকিলকে দেখিয়া সম্রাটের প্রাণ উড়িয়া গেল। শেষে শুনিলেন যে, সলিমই আবুল-ফজলের মৃত্যুর কারণ। অকবর মনোদুঃখে বলিলেন,—'সলিমের যদি রাজ্য পাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল, সে আমার প্রাণ বিনষ্ট করিল না কেন? আবুল-ফজল বাঁচিয়া থাকিলে আমি সুখী হইতাম'।

বীর সিংহকে বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত সম্রাট, পাত্র-সিংহ এবং রাজ সিংহকে নিযুক্ত করিলেন। কয়েকবারের যুদ্ধে বীর সিংহ পরাস্ত হন্। শেষে তিনি জঙ্গলের ভিতরে পলাইয়া যান্। রাজ সিংহ পুনর্ব্বার তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। কিন্তু কিছু কাল পরেই অকবরের মৃত্যু হয়। সে কারণ বীর সিংহের আর আশঙ্কা থাকিল না। জাহাঙ্গীর সম্রাট হইলে তিনি উণ্ডচা পুরস্কার পাইয়াছিলেন এবং তিন হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের মন্সব হন্।

পুস্তক—আবুল-ফজল তৎকালের এক জন প্রসিদ্ধ লেখক ছিলেন। তাঁহার প্রণীত অনেক গুলি পুস্তক আছে। (১) অকবর নামা, এই পুস্তকের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ আইন-ই-অকবরী। ইহাতে সম্রাট অকবরের সময়ের সমস্ত বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। (২) মুক্তুবাতী আল্লামী; ইহার অপর নাম ইন্সাই আবুল-ফজল। আবুল-ফজল, রাজা এবং তখনকার সর্দ্দার প্রভৃতিকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, ইহাতে সেই গুলি সঙ্কলিত হইয়াছে। (৩) আইয়ার-ই-দানিশ। এতদ্ভিন্ন, রিসালহ-ই-মুনাজাত অর্থাৎ উপাসনা-গ্রন্থ; জামি-উল্লুঘাত, অর্থাৎ অভিধান; এবং কশ্কোল অর্থাৎ ভিক্ষাপাত্র আবুল-ফজলের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

আবুল-ফজলের রচনা মধুর, গম্ভীর এবং সতেজঃ। বোখারার রাজা আবদুল্লা একবার বলিয়াছিলেন যে, সম্রাট অকবরের তীরের চেয়ে আবুল-ফজলের লেখা দেখিলে তাঁহার অধিক ভয় হয়।

চরিত্র—আবুল-ফজলের চরিত্র বিশুদ্ধ ছিল। তিনি শত্রুর প্রতিও কখন রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করেন নাই

শেখ আবদুন্নবী এবং মখদুম-উল-মল্ক মুবারিকের বিস্তর অপমান করিয়াছিলেন। কিছু কাল পরে সম্রাট্ ঐ দুই ব্যক্তিকে কৌশলে দূরীভূত করিবার নিমিত্ত মক্কায় পাঠাইয়া দেন। আবুল-ফজল ঐ বৃত্তান্ত আকবরনামায় লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার লেখার একটী ছত্রেও বিদ্বেষের কথা নাই।

আবুল-ফজল সত্যেরই আদর করিতেন। তাই কোরাণের সকল কথায় তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না। সে কারণ কেহ কেহ তাঁহাকে হিন্দু বলিত, আবার অনেকে তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়া জানিত। তাঁহার চিত্ত অতিশয় উন্নত ছিল। তিনি সকল লোকেরই সঙ্গে প্রণয় রাখিয়া চলিতেন। বাটীর দাস দাসী প্রভৃতি সকলেরই উপর তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহ ছিল। কর্ত্তব্য কর্ম্মে ত্রুটি দেখিলেও কখন কাহাকে ভর্ৎসনা করেন নাই। তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ে সকলকেই বেতন চুকাইয়া দিতেন। কাহাকে কার্য্যে অপটু দেখিলেও তবু ছাড়াইয়া দিতেন না। তাঁহার এই ধারণা ছিল, কোন কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করিয়া কাজের সময়ে তাহাকে যদি অকর্ম্মণ্য বোধ হয়, তথাপি সে লোককে কর্ম্মচ্যুত করিতে নাই। কর্ম্মচ্যুত করিলে তাহাতে প্রভুরই কলঙ্ক। লোকে জানে তাঁহার মানুষ চিনিবার ক্ষমতা নাই, তিনিই পূর্ব্বে না বুঝিয়া অকর্ম্মণ্য লোক নিযুক্ত করেন। আবুল ফজলের পক্ষে সে কলঙ্কের মার্জ্জনা নাই।

আহারশক্তি—আবুল-ফজলের অসম্ভব আহারশক্তি ছিল। তিনি প্রতি দিন বাইশ সের দ্রব্য ভোজন করিতেন। ভোজনের সময়ে তাঁহার পুত্র আবদুর রহমন কাছে বসিয়া থাকিতেন। আবুল-ফজল যে পাত্রের দ্রব্য দুই বার লইয়া খাইতেন, আবদুররহমন বুঝিতেন তাহাই সুস্বাদু হইয়াছে। পর দিন তিনি সেই দ্রব্য পাক করিবার জন্য পাচককে অনুমতি করিতেন। যে দ্রব্য সুস্বাদু লাগিত না, আবুল-ফজল কথায় কিছুই বলিতেন না, কেবল চাকিয়া দেখিবার নিমিত্ত সেই পাত্রটী তাঁহার সন্তানের কাছে ধরিয়া দিতেন। আবদুররহমন একবার নিজে চাকিয়া পাচকে চাকিতে বলিতেন। পাচক চাকিয়া দেখিয়া তেমন সামগ্রী আর কখন রাঁধিত না।

আবুল-ফজলের পুত্রের নাম আবদুররহমন, পৌত্রের নাম বিশোতান। আবুল-ফজলের মৃত্যুর এগার বৎসর পরে আবদুররহমনের মৃত্যু হয়।

আবুল-ফৈজী। ইনি সম্রাট্ অকবরের সময়ের এক জন প্রসিদ্ধ কবি। আবুল-ফজল শব্দে ইঁহার বৃত্তান্ত দেখ।

আব্দ (ত্রি) অব্দে মেঘে ভবং তস্যেদম্ ইতি বা অণ্। মেঘজাত। যাহা মেঘে জন্মায়। মেঘসম্বন্ধীয়। এখানে অন্তঃস্থ বকার হইলে বর্ষজাত, বৎসর সম্বন্ধীয়। এই রূপ অর্থ বুঝায়। [অব্দ শব্দ দেখ]।

আভগ (পুং) আ সম্যক্ ভগং মাহাত্ম্যং যস্য। বহুব্রী। অতিশয় মাহাত্ম্যযুক্ত দেবতা। মাহাত্ম্যযুক্ত।

আভণ্ডন (ক্লী) আ-ভণ্ড-ল্যুট্। নিরূপণ।

আভয়জাত্য (পুং স্ত্রী) অভয়জাতস্যাপত্যং (গর্গাদিভ্যো যঞ্। পা ৪। ১। ১০৫) ইতি যঞ্। অভয়জাতের পুত্র বা কন্যারূপ অপত্য। (স্ত্রী) ঙীপ্। যলোপঃ আভয়জাতী। ততঃ অভয়জাত্যস্যাপত্যং (কণ্বাদিভ্যো গোত্রে। পা ৪। ১। ১১১) ইতি অণ্ য লোপঃ। অভয়জাতঃ। অভয়জাত্যের পুত্র বা কন্যা রূপ অপত্য। (স্ত্রী) ঙীপ্ আভয়জাতী।

আভরণ (ক্লী) আভ্রিয়স্তে অঙ্গেষু আভ্রিয়স্তে শোভার্থম্ আ-ভৃ-কর্ম্মণি ল্যুট্। ভূষণ। অলঙ্কার। আভরণ চারি প্রকার,—আবেধ্য, যেমন কুণ্ডলাদি। বন্ধনীয়, যেমন কুসুমাদি। ক্ষেপ্য, যেমন নূপুরাদি। আরোপ্য, যেমন হারাদি। ভাবে ল্যুট্ (ক্লী)। সম্যক্ পোষণ।

আভরিত (ত্রি) আভরঃ আভরণং জাতোঽস্য তারকাদিং ইতচ্। আ-ভৃ-বাহুং ইতচ্ ইট্ চ। পূরিত। অলঙ্কৃত।

আভর্ম্মন্ (ক্লী) আ-ভৃ-(সর্ব্বধাতুভ্যো মনিন্। উণ্ ৪। ১৪৪) ইতি মনিন্। গর্ভাদির সম্যক্ ভরণ। পোষণ।

আভা (স্ত্রী) আ-ভা-(আতশ্চোপসর্গে। পা ৩। ৩। ১০৬) ইতি অঙ্ টাপ্। দীপ্তি। শোভা। কান্তি। উপমান। ববুল। বাত রোগ বিশেষ।

আভাতি (স্ত্রী) আ-ভা-ক্তিন্। প্রতিবিম্ব। তুল্যরূপে দীপ্তি পায় বলিয়া আভাতি শব্দে প্রতিবিম্বকে বুঝায়।

আভাষণ (ক্লী) আ-ভাষ-ভাবে ল্যুট্। পরস্পর কথোপকথন। আলাপ। সম্বোধন। (স্যাদাভাষণমালাপঃ। অমর)।

আভাষ্য (ত্রি) আ-ভাষ-ণ্যৎ। আমন্ত্রণীয়। সম্বোধনীয়। আলাপ্য। (অব্য) ল্যপ্। সম্বোধন করিয়া। বলিয়া।

আভাস (পুং) আভাসতে আ-ভাস-অচ্। উপাধির তুল্যতা হেতু প্রতিবিম্ব। দুষ্ট হেতু প্রভৃতি। ভাবে ঘঞ্। তুল্য প্রকাশ। আভাসতে হনেন আ-ভাস-ণিচ্-করণে অচ্ ণিচ্ লোপঃ। গ্রন্থাবতারণের নিমিত্ত গ্রন্থের অভিপ্রায় বর্ণনরূপ ব্যাখ্যান বিশেষ। চলিত কথায় ইঙ্গিত

বা সামান্য অভিপ্রায়কেও বুঝায়; যেমন—এই কথার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া গিয়াছে।

আভাসুর (ত্রি) আ-ভাস (ভঞ্জ ভাস ভিদো ঘুরচ্। পা ৩। ২। ১৬১) ইতি ঘুরচ্। সম্যগ্‌দীপ্তিশীল।

আভাস্বর (ত্রি) আ-ভাস-(স্থেশভাসপিসকসো বরচ্। পা ৩। ২। ১৭৫) ইতি বরচ্। সম্যগ্‌দীপ্তিশীল। (পুং) চৌষট্টি পরিমিত গণদেব বিশেষ। দ্বাদশ পরিমিত গণদেব বিশেষ।

আভিচরণিক (ত্রি) অভিচরণং প্রয়োজনমস্য ঠঞ্। অথর্ব্ব বেদাদিপ্রোক্ত শত্রু প্রভৃতি মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণাদি অভিচার সাধন মন্ত্রাদি। মারণাদি সাধন বিধান বিশেষ। অভিচার প্রয়োজনার্থে ঠঞ্। (ত্রি) আভিচারিক ঐ অর্থ।

আভিজন (ত্রি) আভিজনাদাগতম্ অভিজনস্যেদং বা অভিজন-অণ্। বংশ পরম্পরাগত। বংশসম্বন্ধীয়, যেমন, গাঁই পদবী ইত্যাদি।

আভিজাত্য (ক্লী) অভিজাতস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। কৌলীন্য। পাণ্ডিত্য। সৌন্দর্য্য।

আভিজিত (ত্রি) অভিজিতি নক্ষত্রে জাতম্ অণ্। অভিজিৎনক্ষত্রে জাত। অণ্ প্রত্যয়স্য বা লুক্ অভিজিৎ।

আভিজিত্য (ত্রি) অভিজিতি ভবম্ অণ্ ততঃ স্বার্থে ঘঞ্। অভিজিৎ নক্ষত্রে জাত।

আভিধা (স্ত্রী) অভিধৈব স্বার্থে হণ্। অভিধা শব্দের অর্থ। শব্দবৃত্তি বিশেষ। কথন।

আভিধাতক (ক্লী) অভিধাং তকতি সহতে-অচ্। শব্দ। শব্দ ভিন্ন অন্য কিছুতেই অভিধা (অর্থ) সহ্য করে না তজ্জন্য আভিধাতক শব্দে শব্দকে বুঝায়।

আভিধানিক (ত্রি) অভিধানাদাগতং-ঠক্। অভিধান সম্বন্ধীয়।

আভিধানীয়ক (ক্লী) অভিধানীয়স্য ভাবঃ (যোপধগুরূপোত্তমাদ্ বুঞ্। পা ৫। ১। ১৩২) ইতি বুঞ্। কথনীয়ত্ব।

আভিপ্লবিক (ত্রি) অভিপ্লবে বিহিতং ঠক্। অভিপ্লব বিহিত সূক্ত সামাদি সামবেদ বিশেষ। অভিপ্লবায় হিতং ঠক্। (পুং) গবাময়ন যাগের অন্তর্গত ষড়হবিশেষ।

আভিমানিক (ত্রি) অভিমানে নির্বৃত্তং ঠক্। সাংখ্যমতসিদ্ধ অভিমান হেতু উৎপাদিত উভয় ইন্দ্রিয়। শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্র।

আভিমুখ্য (ক্লী) অভিমুখস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। অভিমুখত্ব। সম্মুখত্ব। প্রসন্নতা। আনুকূল্যের জন্য সম্মুখীন হওয়া।

আভিরূপক (ক্লী) অভিরূপস্য ভাবঃ। (দ্বন্দ্বমনোজ্ঞাদিভ্যশ্চ। পা ৫। ১। ১৩৩) ইতি বুঞ্। সৌন্দর্য্য।

আভিরূপ্য (ক্লী) অভিরূপস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। সৌন্দর্য্য। উৎকর্ষ। পাণ্ডিত্য।

আভিষিক্ত (ত্রি) অভিষিক্তমভিষেকঃ তেন নির্বৃত্তং (সঙ্কলাদিভ্যশ্চ। পা ৪। ২। ৭৫) ইতি অঞ্। অভিষেক নিষ্পন্ন।

আভিষেচনিক (ত্রি) অভিষেচনং রাজ্যাভিষেকঃ সামান্যাভিষেকো বা প্রয়োজনমস্য ঠঞ্। রাজাভিষেকের উপযুক্ত দ্রব্য বিশেষ। যে যে দ্রব্য দ্বারা রাজার অভিষেক করিতে বিধি আছে। রাজাদি অভিষেকের দ্রব্য মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ৪০ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকে নিম্ন লিখিত রূপ কথিত হইয়াছে। মৃত্তিকা, সুবর্ণ, বিবিধ রত্ন, নানা উপকরণযুক্ত আভিষেচনিক ভাণ্ড, স্বর্ণময় তাম্রময় এবং রজতময় ত্রিকোণাকার পৃথিবী। পূর্ণকুম্ভ, পুষ্প, খৈ, ঘৃত, দুগ্ধ; শমীর পিপ্পলের পলাশের সমিৎ, মধুযুক্ত ঘৃত, যজ্ঞডুম্বুরের স্রুব, স্বর্ণভূষিত শঙ্খ।

(স্ত্রী) ঙীপ্ আভিষেচনিকী। অভিষেচনমধিকৃত্য কৃতো-গ্রন্থঃ ঠক্। রাজাভিষেকের অধিকারে লিখিত মহাভারতের অন্তর্গত পর্ব্ব বিশেষ। অভিষেচনং স্নানং প্রয়োজনমস্য ঠঞ্। স্নানার্থ বিধান। বিহিত স্নানের দ্রব্য ও মন্ত্রাদি। কর্ম্মান্তে যজমানের অভিষেকের নিমিত্ত বৈদিক ও তান্ত্রিক মন্ত্র। তত্তৎকার্য্যে অধিকার সিদ্ধির জন্য বৈদিক, তান্ত্রিক ও পৌরাণিক মন্ত্র। তত্তৎদ্রব্য বিশেষ। তাহার বিধান। রুদ্রাভিষেক দ্রব্য। তাহার বিধান। বেদাভিষেকাদিসাধন দ্রব্য।

আভিহারিক (ত্রি) আভিমুখ্যেন হারঃ অভিহারঃ স প্রয়োজনমস্য তত্র সাধু বা ঠঞ্। অভিহারের উপযুক্ত দ্রব্য। উপঢৌকনের দ্রব্য। ভেটের দ্রব্য।

আভীক (ক্লী) অভীকেন দৃষ্টং সাম-অণ্। অভীক নামক ঋষির দৃষ্ট সাম বিশেষ।

আভীক্ষ্ণ্য (ক্লী) অভীক্ষ্ণমিত্যব্যয়ং তস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। সর্ব্বদা। সাতত্য। পৌনঃপুন্য। অবিচ্ছেদে এক রূপ ক্রিয়া করা। *। নিত্য বীপ্সয়োঃ। পা ৮। ১। ৪। এই সূত্রে-(আভীক্ষ্ণ্যে বীপ্সায়াঞ্চ দ্যোত্যে। সিং কৌং)। । *। আভিক্ষ্ণ্যে নমুল্। পা ৩। ৪। ২২।

আভীর (পুং) আ সম্যক্ ভিয়ং ভীতি রাতি দধাতি রা-ক। গোপ। সঙ্কীর্ণ জাতি বিশেষ। বিষ্ণুপুরাণাদিতে

লিখিত হইয়াছে যে ইহারা ম্লেচ্ছজাতি। সিন্ধুনদের কূলবর্ত্তী আভীররা কৃষ্ণের রমণীদিগকে হরণ করিয়া লইয়াছিল। আভীর শব্দের অপভ্রংশে 'আহীর' এই প্রকার রূপ হইয়াছে। এখন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গোয়ালাদের মধ্যে প্রায় সকলেই আভীর জাতীয়। শকদিগের পূর্ব্বে আভীর জাতি সিন্ধু প্রদেশে দশ পুরুষ রাজত্ব করিয়াছিল।

আভীরপল্লি(ল্লী) (স্ত্রী) ৬-তৎ। কৃদিকারন্তাত্বাদ্বা ঙীপ্। গোপ প্রধান গ্রাম। ঘোষ। যে গ্রামে বহুগোপের গৃহ আছে। (ঘোষ আভীরপল্লী স্যাৎ। অমর)।

আভীরী (স্ত্রী) আভীরস্য পত্নী আভীর জাতির্বা স্ত্রী ঙীপ্। গোপ জাতির স্ত্রী। গোপী। মহাশূদ্রী। (আভীরী তু মহাশূদ্রী। অমর)।

আভীল (ক্লী) আ সম্যক্ ভিয়ং লাতি গৃহ্লাতি আভী-লা-ক। কষ্ট। কৃচ্ছ্র। দুঃখ। ভয়ানক। তদস্যাস্তি অর্শ-আদি° অচ্। (ত্রি) কষ্টযুক্ত।

(স্যাৎ কষ্টং কৃচ্ছ্র মাভীলং ত্রিম্বেষাং ভেদ্যগামি যৎ। অমর)
(কামিনীত্রিবলীবন্ধে তস্যা এব চ লক্ষণে।
আভীলং ত্রিষু কষ্টে না নাভিগণ্ডেঽপি দৃশ্যতে ॥ ব্যাড়ি)

আভীশব (ক্লী) অভীশুনা দৃষ্টং সাম অণ্। সাম বিশেষ। আভীশু যে সাম দেখিয়াছেন।

আভু (ত্রি) আ সমন্তাদ্ ভবতি আ-ভূ-ডু। বিভু। ব্যাপক। আ-ভূ-ক্বিপ্। 'আভূ' এই প্রকার দীর্ঘ উকারান্তও হয়।

আভুগ্ন (ত্রি) আ ভুজ-কর্ত্তরি কর্ম্মণি বা ক্তঃ তকারস্য নকারঃ। আকুঞ্চিত। অল্প বক্র। চারিধারে ভগ্ন। (আভু-গ্নেন বিবর্ত্তিতা বলিমতা মধ্যেন কম্রস্তনী। শকু°)

আভূতি (স্ত্রী) আ-ভূ-ক্তিন্। ব্যাপ্তি।

আভেরী (স্ত্রী) রাগিণী বিশেষ। ইহাকে সচরাচর আভীরী-কল্যাণ বা আহীরীকল্যাণ কহে। কল্যাণ, গুজ্জরী, শ্যাম ও দেশকার যোগে ইহার উৎপত্তি। স্বরগ্রাম যথা—স ঋ গ ম প ধ নি।

আভোগ (পুং) আ-ভুজ-আধারে ঘঞ্। পরিপূর্ণতা। (আভোগঃ পরিপূর্ণতা। অমর)। বরুণের ছত্র। যত্ন। আভোগঃ পরিপূর্ণতা বরুণ ছত্র যত্নয়োঃ। বিশ্ব হেম)। (অয়মাভোগস্তপোবনস্য। শকু)। সঙ্গীতাদির শেষে কবির নাম কথন। ভণিতা। (যত্রৈব কবিনাম স্যাৎ স আভোগ ইতীরিতঃ। সঙ্গীতদামোদর)। কিন্তু আজি কালি গানের জিলকে আভোগ কহে। সম্যক্ সুখাদির অনুভব।

আভোগয় (ত্রি) আভোগং যাতি আভোগ-যা-ক। আপূর্ণ।

আভোগি (ত্রি) আভোগং বিষয়স্য সম্যক্ সুখানুভবং করোতি আভোগ-কৃত্যর্থে-ণিচ্ (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪। ১১৭) ইতি ইন্। বিষয়াভোগকারী। সম্যক্ সুখানুভবকর্ত্তা।

আভোগিন্ (ত্রি) আভোগোঽস্ত্যস্য ইনি। পরিপূর্ণ। যত্নবান্। সম্যক্ সুখাদিযুক্ত। (স্ত্রী) ঙীপ্। আভোগিনী।

আভ্যন্তর (ত্রি) অভ্যন্তরে ভবম্ অণ্। মধ্যবর্ত্তী।

আভ্যবহারিক (ত্রি) অভ্যবহারায় হিতং ঠক্। ভোজ-নীয় অন্নাদি। ভোক্ষ্য, ভোজ্য, ভোজনীয়, অভ্যবহার্য্য, আভ্যবহারিক ইত্যাদি শব্দের অর্থে কোন প্রভেদ আছে কি না সে বিষয়ে মতান্তর দেখা যায়। পাণিনি সূত্র করিয়াছেন যে, ভোজ্যং ভক্ষ্যে। ৭। ৩। ৬৯। কাত্যায়ন বলেন যে, এ স্থলে 'ভক্ষ্য' শব্দ না দিয়া অভ্যবহার্য্য শব্দ দিলে ভাল হইত (ভোজ্যমভ্যবহার্য্যমিতি বক্তব্যম্)। তাঁহার এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই,—'ভক্ষ' বলিলে কঠিন দ্রব্য খাওয়াকে বুঝায়। তরলদ্রব্য খাইলে তাহাকে ভক্ষ বলা যায় না। কিন্তু, ভোজ্য এবং অভ্যবহার্য্য বলিলে সকল প্রকার দ্রব্য খাওয়াকে বুঝায়। কিন্তু পতঞ্জলি তাহা স্বীকার না করিয়া কাত্যায়নের দোষ দিয়াছেন। ইহাপি যথা স্যাৎ। ভোজ্যঃ সূপঃ। ভোজ্যা যবাগূরিতি। কিং পুনঃ কারণং ন সিধ্যতি? ভক্ষিরয়ং খরবিশদে বর্ত্ততে, তেন দ্রবে ন প্রাপ্নোতি। নাবশ্যং ভক্ষিঃ খরবিশদে বর্ত্ততে, কিং তর্হ্যন্যত্রাপি বর্ত্ততে? তদ্যথা অব্‌ভক্ষো বায়ুভক্ষ ইতি।

আভ্যাগারিক (ত্রি) আগারস্য অভি অভ্যাগারং (অব্যয়ী) তস্মিন্ (তৎস্থকুটুম্বভরণে) ব্যাপৃতঃ ঠক্। কুটুম্বভরণে ব্যাপৃত। (উপাধ্যাভ্যাগারিকৌ তু কুটুম্বব্যাপৃতে নরি। হে°)

আভ্যাদায়িক (ক্লী) আভিমুখ্যেনাদায়ঃ আদানং যস্য তস্মিন্ হিতং ঠক্। পিতার কিম্বা মাতার কুল হইতে প্রাপ্ত স্ত্রীধন বিশেষ।

আভ্যাসিক (ত্রি) অভ্যাসে নিকটে ভবং ঠক্। নিকটে স্থিত। অভ্যাসাৎ আম্রেড়িতোচ্চরণাদাগতং ঠক্। অভ্যাস প্রাপ্ত। পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ জাত দৃঢ় সংস্কারাদি।

আভ্যুদয়িক (ক্লী) অভ্যুদয়ঃ পুত্রজননাদিঃ স প্রয়োজনং যস্য ঠক্। বৃদ্ধি নিমিত্তক শ্রাদ্ধ বিশেষ। মাঙ্গলিক। অন্নপ্রাশন ও বিবাহের পূর্ব্বে যে নান্দী শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহা সুখসৌভাগ্য বৃদ্ধির জন্য, সে কারণ ইহাকে আভ্যু-দয়িক শ্রাদ্ধ কহে। (অন্নদদাত্যাভ্যুদয়িকেষু। সি°

কৌ০। পা ৫। ৪। ৪২ সূত্রে)। [নান্দী শব্দ দেখ]।

আভ্রিক (ত্রি) অভ্র্যা খনতি ঠক্। কাষ্ঠ কুদ্দাল দ্বারা যে খনন করে। অভ্রাৎ মেঘাৎ আগতং ঠক্। জল প্রভৃতি।

আভ্র্য (ত্রি) অভ্রে আকাশে ভবম্ অভ্রস্যাপত্যং বা (কুর্ব্বাদিভ্যো ণ্যঃ) ইতি ণ্য। আকাশজাত। (পুং স্ত্রী) অভ্রের পুত্র বা কন্যারূপ অপত্য।

আম্ (অব্য) অম গত্যাদৌ ণিচ্ বাহু০ হ্রস্বাভাবঃ ক্বিপ্ ণিচ্ লোপঃ। অঙ্গীকার। স্বীকার। নিশ্চয়। জ্ঞান। স্মৃতি। প্রতিবচন। প্রতিবচন আঁ্যা বা আঁ এই শব্দটী আং ইহার অপভ্রংশ।

আম (ত্রি) আ ঈষৎ অম্যতে পচ্যতে আ-অম-ঘঞ্। অপক্ব। কাঁচা। যাহা সিদ্ধ করা নহে। (আমোঽপক্বে তু বাচ্যবৎ। বিশ্ব০)। অর্থাৎ অপক্ব অর্থ বুঝাইলে আম শব্দ যে লিঙ্গের বিশেষণ হইবে, উহারও সেই লিঙ্গ হইয়া থাকে; সুতরাং ইহা ত্রিলিঙ্গ।

জ্বর প্রভৃতি রোগের তরুণাবস্থা বুঝাইতে হইলে আম শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—স্বেদ্যমামজ্বরম্। মাঘ ২। ৫৪। আমজ্বরম্ অপক্বজ্বরম্। মল্লি০। ফোড়া না পাকিলে সে অবস্থাতেও সুশ্রুতে আম শব্দের প্রয়োগ আছে।

(ক্লী) ধান ভানিয়া তুষরহিত হইলে যে চাউল হয় তাহাকে আম কহে। যথা বশিষ্ঠ—

শস্যং ক্ষেত্রগতং প্রাহুঃ সতুষং ধান্যমুচ্যতে।
আমং বিতুষমিত্যুক্তং স্বিন্নমন্নমুদাহৃতম্।

ক্ষেতে ফসল থাকিলে তাহার নাম শস্য। বিচালি ঝাড়িয়া মাড়িয়া তুষযুক্ত যে শস্য পাওয়া যায় তাহাকে ধান্য কহে। ধান্য তুষরহিত করিলে তাহার নাম আম। আম পাক করিলে তাহাকে অন্ন বলা যায়।

শূদ্রজাতি যদি দুগ্ধ কিম্বা তণ্ডুলাদি পাক না করিয়া দেয়, তবে পাত্রান্তর করিয়া ব্রাহ্মণেরা তাহা গ্রহণ করিতে পারেন।

শূদ্রের আমান্ন পক্বান্নের সমান, এবং পক্বান্ন উচ্ছিষ্টের তুল্য; সে কারণ পূজাপার্ব্বণে আমান্ন দিয়া শূদ্র জাতির ক্রিয়া করিতে হয়। প্রচেতাঃ বলেন যে, আপৎকালে অগ্নির অভাবে তীর্থস্থানে দ্বিজাতিরা আমান্ন দিয়া শ্রাদ্ধ করিতে পারেন। চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণেও আমান্ন দিয়া শ্রাদ্ধাদি করিবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু শূদ্রেরা সকল সময়েই আমান্ন দিয়া ক্রিয়া করিবে।

বাঙ্গালার অনেক স্থানে চলিত কথায় 'আম্র' শব্দের অপভ্রংশে আম শব্দের ব্যবহার আছে। 'নানা জাতি বৃক্ষ তাহে শোভিছে প্রচুর। আম জাম নারিকেল বাদাম খর্জ্জুর।'

যাবনিক আম শব্দে খাস বা নিজের এই রূপ অর্থ বুঝায়। সম্পূর্ণ। যেমন—আম হুকুম।

(পুং) অম্যতে পীড্যতেঽনেন অম-করণে ঘঞ্। রোগমাত্র। ছয় প্রকার অজীর্ণরোগের মধ্যে রোগবিশেষ।

আমগন্ধি (ত্রি) আমস্যাপক্বস্য গন্ধ ইব গন্ধো যস্য। (উপমানাচ্চ। পা ৫। ৪। ১৩৭) ইতি ইৎ স০। চিতাধূমাদির গন্ধ। অপক্ব মাংসাদির গন্ধবিশিষ্ট। মতান্তরে আমগন্ধি শব্দ ক্লীবলিঙ্গও হয়।

আমচূর (আম্রচূর্ণ শব্দের অপভ্রংশ)। কচি আম ছাড়াইয়া তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড রৌদ্রে শুষ্ক করিলে তাহাকে আমচূর কহে। ইহার অপর নাম আমসী।

আমজ্বর (পুং) আমোঽপক্বঃ জ্বরঃ। কর্ম্মধা০। নব জ্বর। যে জ্বরের তরুণ অবস্থা গত হয় নাই।

আমড়া (ইহা সংস্কৃত আম্রাতক শব্দের অপভ্রংশ)। এক প্রকার বৃক্ষ ও তাহার ফল (Spondias mangifera)। এই গাছ বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন সিকিম, ব্রহ্মদেশ এবং দক্ষিণ ভারতবর্ষেও ইহা জন্মে; কিন্তু মধ্য ভারতবর্ষে এ গাছ নাই। এই গাছ বড় হয়, কিন্তু আম্রবৃক্ষের মত নয়।

সচরাচর দুই প্রকার আমড়া দেখা যায়। তাহার এক প্রকারের নাম 'দেশী' এবং অন্য প্রকারের নাম 'বিলাতী'? দেশী আমড়ার পাতা অপেক্ষাকৃত বড়, দেখিতে কতকটা জেওল গাছের মত। কিন্তু জেওল পাতার চেয়ে অনেক পুরু। ইহার ফল ছোট, আঁটী বড়, শাঁস অত্যন্ত কম,—কেবল আঁটীর উপরে যেন ছাল ঢাকা আছে। দেশী আমড়া সম্বন্ধে এই রূপ একটী উদ্ভট গাথা শুনিতে পাওয়া যায়,—যে খানে সে খানে যাই, তোমারে দেখিতে পাই, পান্ত ভাতে মেখে খাই, খেজুরের বড় ভাই, আঁটী আর চামড়া—আ আরে অমড়া!

দেশী আমড়া পাকিলে তাহা হইতে আম্রের মত একটু একটু গন্ধ পাওয়া যায় এবং খাইতে অল্প মধুর লাগে।

বিলাতী আমড়া যব দ্বীপ হইতে আনা হইয়াছে। ইহার ফল বড়; পাতা সরু; সুপক্ব ফল খাইতে মিষ্ট। আমড়ার মুকুল ফুটিয়া যাইবার পূর্ব্বে

পাকা কুলের সঙ্গে অম্ল-ব্যঞ্জন পাক করিলে খাইতে মুখরোচক হয়। কচি আমড়ারও ব্যঞ্জন হইয়া থাকে।

জেওল আটার মত আমড়া গাছ হইতে আটা বাহির হয়, তাহার পর গাছ মরিয়া যায়। বিলাতী আমড়ার গাছে সে রূপ আটা হইতে দেখা যায় না। আমড়ার কাঠ হাল্কী ও কোমল। উহাতে কোন প্রকার গড়ন হয় না। ইহা জ্বালান কাঠেরও উপযোগী নহে।

সম্বৎসরের পর চৈত্র বৈশাখ মাসে আমড়া পরিপক্ব হয়। গাছে পাকা ফল থাকিতে থাকিতে সমস্ত পাতা ঝরিয়া যায়, সেই সময়ে মুকুল বাহির হইতে থাকে। কোন কোন গাছে বৎসরের মধ্যে দুইবার ফল ধরে। কিন্তু বিলাতী আমড়াই দোফলা দেখা যায়।

আমড়ার এই কয়েকটী সংস্কৃত পর্য্যায় আছে—আম্রাতক, পীতন, কপীতন, বর্ষপাকী, পীতনক, কপিচূড়া, অভ্রবাটিক, ভৃঙ্গীফল, রসাঢ্য, তনুক্ষীর, কপিপ্রিয়, অম্বরাতক, অম্বরীয়, কপিচূড়, আম্রাবর্ত্ত।

বৈদ্যশাস্ত্রের মতে ইহার কাঁচা ফল কষায়, অম্ল এবং হৃদয় ও কণ্ঠের হর্ষণকারী। পাকা ফল মধুরাম্ল ও স্নিগ্ধ; ইহাতে পিত্ত ও কফ নষ্ট হয়। কিন্তু ইহা গুরু এবং সর্ব্বদা খাইলে ইহাতে তৃপ্তি, বল, অজীর্ণ এবং বিষ্টম্ভ বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, সর্ব্বদা আমড়া খাইলে জ্বর, কুষ্ঠ, কাসরোগ এবং গ্রন্থীর বাত রোগ জন্মে। সুতরাং ইহা কুপথ্য। কোন স্থান কাটিয়া গেলে কচি আমড়ার পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে রক্ত বন্ধ হয়। কান কামড়াইলে কর্ণের ভিতরে আমড়া পাতার রস দিলে কখন কখন উপকার দর্শে। সামান্য রক্তামাশয় রোগে আমড়াছালের ক্বাথ সেবন করাইলে পীড়ার উপশম হয়। পিত্তজনিত অজীর্ণ রোগে পাকা আমড়ার শাঁস সেবন করিলে ক্ষুধাবৃদ্ধি হইয়া থাকে। আমড়ার আঁটীতে ও ডালে গাছ হয়। উদ্ভিদ্ বেত্তারা বলেন যে, দেশী ও বিলাতী আমড়া একই গাছ। কেবল স্থান বিশেষে মৃত্তিকা ও জলবায়ুর গুণে বিলাতী আমড়ার রূপান্তর ঘটিয়াছে। আমড়া গাছের গোড়া খুঁড়িয়া বিশেষ যত্ন করিলে শীঘ্র পোকা লাগে ও গাছ মরিয়া যায়।

আমদা। [আময়দা শব্দ দেখ]।

আমদানী (যাবনিক) অন্য স্থান হইতে ব্যবসায় দ্রব্য আর এক স্থানে আনা।

আমনস্য (ক্লী) অপ্রশস্তং মনো যস্য স অমনস্তস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। দুঃখ। যাতনা। পীড়া। কষ্ট।

আমন্ত্র (পুং) আমাদজীর্ণাৎ ত্রায়তে আম-ত্রৈ-ক পৃং মুমাগমঃ। এরণ্ড বৃক্ষ। ভ্যারাণ্ডা গাছ। এরণ্ড ফলের তৈল খাইলে অজীর্ণ মল নিঃসরণ হইয়া যায়, তজ্জন্য উহার ঐ নাম হইয়াছে। আমণ্ড এই প্রকার রূপও দেখিতে পাওয়া যায়। আ-মন্ত্র-অচ্। আমন্ত্রণ শব্দের অর্থ।

আমন্ত্রণ (ক্লী) আ-অদন্ত চুরা° মন্ত্র-ণিচ্-ল্যুট্ ণিচ্ লোপঃ। অভিনন্দন। সম্বোধন। কামচারানুজ্ঞা রূপ ক্রিয়া ভেদে প্রবর্ত্তন ব্যাপার। (বিধিনিমন্ত্রণামন্ত্রণাধীষ্ট সম্প্রশ্ন প্রার্থনেষু লিঙ্। পা ৩। ৩। ১৬১। আমন্ত্রণং কামচারানুজ্ঞা। সি° কৌ° উক্ত সূত্রে)।

আমন্ত্রিত (ত্রি) আ-অদন্ত চুরা° মন্ত্র ণিচ্-ক্ত ইট্ ণিচ্ লোপঃ। আবশ্যক কর্ম্মে নিয়োজিত। (ক্লী) ব্যাকরণ পরিভাষিত সম্বোধনার্থক প্রথমা বিভক্তি। *। সামন্ত্রিতম্। পা ২। ৩। ৪৮। (সম্বোধনে যা প্রথমা সামন্ত্রিতসংজ্ঞা স্যাৎ। সি° কৌ° উক্ত সূত্রে)। *। আমন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্যমানবৎ। পা ৮। ১। ৭২। (ত্রি) নিমন্ত্রিত।

আমন্ত্র্য (ত্রি) আ-অদন্ত চুরা° মন্ত্র-ণিচ্-যৎ ণিচ্ লোপঃ। আমন্ত্রণীয়। সম্বোধনীয়। আবশ্যক কার্য্যে নিযোজ্য। (অব্য) ল্যপ্ ণিচ্ লোপঃ। সম্বোধন করিয়া।

আমন্দ (পুং) আমং রোগং দ্যতি খণ্ডয়তি আম-দো ড বাহু° মুম্। বাসুদেব।

আমন্দা (স্ত্রী) আমন্দম্ ঈষৎ মন্দং করোতি আ-মন্দ-কৃতার্থে ণিচ্ অচ্ ণিচ্-লোপঃ টাপ্। খট্টা বিশেষ। নেয়ালের খাট।

আমন্দ্র (পুং) আ ঈষৎ মন্দ্রঃ। প্রাদি° স°। ঈষদ্ গম্ভীর শব্দ। (ত্রি) ঈষদ্ গম্ভীর শব্দযুক্ত।

আমপাক (পুং) আমস্য অজীর্ণবিশেষস্য পাকঃ। বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত শোফ (গোদ) রোগাদির অঙ্গ আমের পাক বিশেষ।

আমপাত্র (ক্লী) কর্ম্মধা। অপক্ব পাত্র। কাঁচা মাটীর পাত্র।

আমমোক্তার (যাবনিক)। নিজের যে মোক্তারের উপরে বিশেষ কাজ করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়।

আময় (পুং) আমীয়তে সম্যক্ বধ্যতেঽনেন আ-মীঞ্-হিংসায়াং (এরজিতি) ইতি করণে ঽচ্। রোগ। ব্যাধি। গদ। পীড়া। (রোগব্যাধিগদাময়াঃ। অমর)।

আময়দা (যাবনিক)। ইহার স্থানে আমরা সর্ব্বদা আমদা শব্দ ব্যবহার করি। প্রচুর, অপরিমিত। চলিত

কথায় 'আকড়ে' অর্থেও ইহার প্রয়োগ হয়; যেমন—ইহা আমদা পাইয়াছ বটে?

আময়াবিন্ (ত্রি) আময়োঽস্ত্যস্য বিনি দীর্ঘশ্চ। রোগযুক্ত। (আময়স্যোপসংখ্যানং দীর্ঘশ্চ। বার্ত্তিক, পা ৫। ২। ১২১ সূত্রে)।

আমরক্ত (ক্লী) আমমপক্বং রক্তম্। কর্ম্মধা০। রোগ বিশেষ। অতিসার বিশেষ।

আমরণান্তিক (ত্রি) আমরণান্তং মরণরূপসীমাপর্য্যন্তং ব্যাপ্নোতি ঠক্। মরণকাল পর্য্যন্ত ব্যাপক।

আমরস। পাকস্থলীর রস বিশেষ। কোন দ্রব্য খাইলে প্রথমে এই রস দ্বারা পরিপাক আরম্ভ হয়। পাকস্থলীর ভিতর দিকে যে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি আছে, তাহা অত্যন্ত পাতলা। উহার গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিস্তর গ্রন্থী আছে। ঐ সকল গ্রন্থীর মুখ উপর দিকে। ইহাদের কতক গুলি গ্রন্থী সরল, আবার কতক গুলির গঠন অপেক্ষাকৃত জটিল। ইহাদের বোজা-মুখের দিক্ শাখা প্রশাখায় বিভক্ত। জটিল গ্রন্থী গুলির নাম পেপ্‌টিক গ্রন্থী (peptic glands)। কোন দ্রব্য ভোজন করিলে ঐ সকল গ্রন্থী হইতে এক প্রকার রস বাহির হয়, তাহাকেই আমরস কহে (gastric juice)।

ক্ষুধার সময়ে পাকস্থলীর গ্রন্থী গুলি দেখিতে পিঙ্গলবর্ণ; উপরদিক্ অতি সামান্য রূপ সরস। উহাদের সূক্ষ্ম শিরা কুঞ্চিত হইয়া থাকে। সে অবস্থায় তাহাদের ভিতর দিয়া যৎসামান্য রক্ত যাতায়াত করে।

তাহার পর কোন দ্রব্য খাইলে পাকস্থলী উত্তেজিত হইয়া উঠে। তখন সরু সরু শিরাগুলি প্রসারিত হয়। শিরা প্রসারিত হইলে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে অধিক রক্ত আসিয়া পড়ে; কাজেই উহা দেখিতে লালবর্ণ হয়। সেই সময়ে গ্রন্থী গুলির মুখে বিন্দু বিন্দু রস জমিয়া ক্রমে তাহা বাহির হইয়া আসে। ইহাই আমরস।

আমরস জলের মত। উহাতে কয়েক প্রকার ক্ষার পদার্থ আছে। তদ্ভিন্ন হাইড্রোসাএনিক এসিড থাকে বলিয়া উহা অম্ল। ইহার প্রধান একটী উপাদানের নাম পেপ্‌সিন্ (pepsin)।

খাদ্য দ্রব্য প্রথমে উদরস্থ হইলে পাকস্থলী কুঞ্চিত হয়। সেই সময়ে ভুক্ত দ্রব্য ঘুরিয়া বেড়ায়; কাজেই তাহার সঙ্গে আমরস উত্তমরূপে মিশ্রিত হইতে থাকে। এই রূপে পুনঃপুনঃ ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমরসের সঙ্গে মিশ্রিত হইলে ভুক্ত দ্রব্য শেষে পিণ্ডাকার হইয়া আসে। উহার নাম কাইম (chyme)। ইহার কতকটা অংশ দ্বাদশাঙ্গুল অন্ত্রের ভিতরে প্রবেশ করে; এবং অনেকটা রস বহির্বাহ ক্রিয়া দ্বারা রক্তের সঙ্গে মিশিয়া যায়।

আমরুত। পেয়ারাকে হিন্দীতে আমরুত কহে। বাঙ্গালার অনেক স্থানেও এই শব্দ চলিত হইয়াছে।

আমরুল। (অম্ললোণিকা শব্দের অপভ্রংশ)। (Oxalis carniculata)। ক্ষুদ্র বৃক্ষ বিশেষ। চাঙ্গেরী, চুক্রিকা, দন্তশঠা, অম্বষ্ঠা এই কয়েকটী ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়। ইহার রস অম্ল। ইহাতে কফ, বায়ু ও গ্রহণী রোগ নষ্ট হয়, এবং অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। অনেকে বলেন যে, আমরুলের রসে ধুতুরার নেসা যায়।

কাপড়ে লৌহ প্রভৃতি কষায় দ্রব্যের দাগ লাগিলে তাহাতে আমরুল রস মর্দন করিলে ঐ দাগ উঠিয়া যায়।

আমর্দ্দ (পুং) আ-মৃদ-ঘঞ্। বলহেতু নিষ্পীড়ন। (ক্লী) আ-মৃদ-ভাবে ল্যুট্। আমর্দ্দন। বলহেতু নিষ্পীড়ন।

আমর্দ্দিন্ (ত্রি) আ-মৃদ-ণিনি। বলহেতু নিষ্পীড়নকর্ত্তা। আ-মৃদ ণিচ্-ণিনি ণিচ্‌লোপঃ। যিনি অন্যদ্বারা মর্দ্দন করান।

আমর্শ (পুং) আ-মৃশ স্পর্শে-ঘঞ্। সম্যক্ স্পর্শ। (ক্লী) আ-মৃশ-ল্যুট্। আমর্শন। সম্যক্ স্পর্শ করা।

আমর্ষ (পুং) মৃষ ক্ষান্তৌ-ঘঞ্। নঞ্-তৎ। (অন্যেষামপি দৃশ্যতে। পা ৬। ৩। ১৩৭) ইতি দীর্ঘঃ। অক্ষমা। কোপ। অসহন।

আমল (যাবনিক)। অধিকার কাল।

আমলক (ত্রি) আ-মল-(বহুলমন্যত্রাপি। উণ্ ২। ৩৭) ইতি কুন্। আমলকী গাছ। [আমলকী শব্দ দেখ]। (ক্লী) আমলক্যাঃ ফলং (ফলে লুক্। পা ৪। ৩। ১৬৩) ইতি প্রত্যয়স্য ঙীপশ্চ লুকি ক্লীবত্বম্ ইতি ভেদ। (আমলক্যাঃ ফলং। আমলকম্। সি০ কৌ০)।

আমলকী (স্ত্রী) অমলাৎ কাৎ অশ্রুজলাৎ জাতম্ আমলকঃ ততঃ স্ত্রীলিঙ্গে গৌরাদি০ ঙীষ্। (ধ্যাতা আমলকী নাম্না জাতা কাদমলাৎ যতঃ। ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ)। আমলা নামক গাছ ও ফল। (Phyllanthus Emblica)। ইহার এই কয়েকটী সংস্কৃত পর্য্যায় দেখা যায়; তিষ্যফলা, অমৃতা, বয়স্থা, কায়স্থা, শ্রীফলা, ধাত্রিকা, শিবা, শান্তা, ধাত্রী, অমৃতফলা, বৃষ্যা, বৃত্তফলা, রোচনী, কর্ষফলা, তিষ্যা।

হিন্দীতে ইহাকে দৌলা, আমলা, আঁওলা, অম্লিকা, অওরা কহে। ইহার বাঙ্গালা নাম আম্‌লা এবং

আমলকী। কোন কোন স্থানে আঁওলাও কহে।

এই গাছ ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই জন্মে। ব্রহ্ম দেশেও ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। গাছ বড়; বাবলা পাতার মত ইহার পাতা সরু। ফল গোল. দেখিতে কুলের মত। ফাল্গুন চৈত্র মাসে ইহা পরিপক্ক হয়।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে আমলকী বৃক্ষের উৎপত্তি বিষয়ে এই রূপ লিখিত হইয়াছে,—কোন পুণ্য দিনে ভগবতী এবং লক্ষ্মী প্রভাসতীর্থে গিয়াছিলেন। ভগবতী লক্ষ্মীকে বলিলেন—'দেবি! আজি স্বকল্পিত কোন নূতন দ্রব্য দিয়া হরির পূজা করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে'। লক্ষ্মী কহিলেন,—'দেবি! শিবকেও নূতন দ্রব্য দিয়া পূজা করিতে আমারও ইচ্ছা হইতেছে'। তখন তাঁহাদের চক্ষু হইতে অমল অশ্রুজল ভূমিতে পতিত হয়। তাহা হইতে মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষের একাদশী তিথিতে আমলকী বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়াছে। দেবতা এবং ঋষিগণ এই বৃক্ষ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। ইহা তুলসী ও বিল্ব বৃক্ষের তুল্য। ইহার পত্রে শিবের ও বিষ্ণুর পূজা হয়।

আমলকী বৃক্ষকে নমস্কার করিবার মন্ত্র যথা—

নমাম্যামলকীং দেবীং পত্রমালাদ্যলঙ্কৃতাম্।

শিববিষ্ণুপ্রিয়াং দিব্যাং শ্রীমতীং সুন্দরপ্রভাম্।

কাঁচা আমলকী কষায়; চর্ব্বণ করিলে মুখ সুস্বাদু হয়। বিরেচক, অম্লনাশক, চক্ষুর ও চর্ম্মের রোগ নিবারক; ইহাতে শুক্র বৃদ্ধি হয়; এবং ইহাতে কফ, বায়ু ও পিত্ত নষ্ট করে। শুষ্ক আমলকী ধারক; রক্তস্রাব রোগে ইহাতে উপকার হয়। উদরাময়, রক্তামাশয় এবং অম্লরোগে সকল প্রকার আমলকীই প্রশস্ত। স্কর্ভি রোগে ইহার দ্বারা অনেকে উপকার পাইয়াছেন। আমলকীর রস শীতল, মৃদুবিরেচক ও মূত্রকর। চক্ষু উঠিলে ইহার রসে উপকার করে। শুষ্ক আলকীর ক্বাথ ক্ষত স্থানে লাগাইলে অধিক রস নিঃসরণ হয় না। এবং ঘা পরিষ্কার হইয়া ক্রমে শুকাইয়া আসে। পরিপক্ক আমলকী সিদ্ধ করিয়া পরে তাহা গাঢ় চিনির রসে ফেলিলে মোরব্বা প্রস্তুত হয়।

আমলা। ইহা আমলকী শব্দের অপভ্রংশ। [আমলকী শব্দ দেখ]।

আমবাত (পুং) আমোঽপাকহেতুকো বাতঃ। শাক০ তৎ। বাতরোগ বিশেষ। (Lumbago)। বিরুদ্ধ ভোজন অর্থাৎ যে যে দ্রব্য এক সঙ্গে ভোজন করিলে বিপরীত গুণ করে; যেমন, মৎস্য মাংসের সঙ্গে দুগ্ধপান। ভোজনের পরেই ব্যায়াম করা; আলস্য, স্নিগ্ধ অন্ন খাইয়া ব্যায়াম করা, এই গুলি আমবাত রোগের কারণ। অজীর্ণ রোগে ক্রমে দুষ্ট আমরস সঞ্চিত হয়, পরে সেই আমরস হইতে মস্তকের ও গাত্রের পীড়া জন্মে। উপদংশ, শীতল বায়ু সেবন এবং আর্দ্রস্থানে বাসও ইহার প্রধান কারণ।

এই রোগে প্রথমে পৃষ্ঠবংশের নিম্নে কোমরের ভিতরে বেদনা আরম্ভ হয়। ইহার সঙ্গে ক্রমে শরীরের অন্য অন্য গ্রন্থীও ফুলিতে পারে। প্রথমে বেদনা অতি অল্প হয়। তাহার পর ক্রমে ত্রিক অস্থির ভিতরে সূচের মত বিঁধিতে থাকে। কোমর আড়ষ্ট হইয়া পড়ে। রোগী শয্যায় পাশ ফিরিয়া শুইতে কিম্বা উঠিয়া বসিতে পারে না। ইহার সঙ্গে জ্বর, পিপাসা, নিদ্রাভাব প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। প্রায় দেড় মাসের কমে ইহার উপশম হয় না।

এলোপ্যাথী মতে, বেদনা স্থানে তাপিন তৈল দ্বারা অঙ্গার কিম্বা বালির স্বেদ, বেলেডোনার পলস্তা প্রয়োগ এবং পিচকারী দ্বারা কোমরের ভিতরে মর্ফিয়া দিলে কিছু কিছু উপকার করে। মর্ফিয়া, আফিম, আইওডিড্ অব্ পটাশ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে। বেদনা স্থান সর্ব্বদা তুলা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে।

বৈদ্যশাস্ত্র মতে, আমবাত রোগে লঙ্ঘন, স্বেদ, তিক্ত, আগ্নেয় ও কটুদ্রব্য, বস্তিক্রিয়া, বিরেচন এবং স্নেহ পান ব্যবস্থা করিবে। বালির পুঁটুলি তপ্ত করিয়া স্বেদ দিলে উপকার হয়। পাকাঠী, কুর্ত্তি কলায়, তিল, যব, লাল ভেরাণ্ডার মূল, মসিনা, পুনর্নবা, শণবীজ এই সকল দ্রব্য কুটিয়া দুইটী পুঁটুলী বাঁধিবে। পরে হাঁড়ীর মুখে বহু ছিদ্রযুক্ত সরা ঢাকা দিয়া তাহার ভিতরে কাঁজি সিদ্ধ করিবে এবং সরার উপরে পুঁটুলী দুইটী রাখিয়া দিবে। ঐ পুঁটুলী উষ্ণ হইলে তদ্দ্বারা বেদনা স্থানে স্বেদ করিবে। ইহার নাম সঙ্কর স্বেদ।

রাস্নাদি দশমূল, রাস্নাপঞ্চক প্রভৃতির পাচন, আমগজ সিংহ মোদক, রসোন পিণ্ড, বৃহদ্‌যোগরাজ গুগ্‌গুল প্রভৃতি ঔষধে উপকার হয়।

পীতপর্ণিকা (আর্টিকেরিয়া) নামক ব্যাধিকেও চলিত কথায় আমবাত কহে। ইহাতে গায়ের স্থানে স্থানে রক্তবর্ণ, অল্প উচ্চ এবং দাগ্‌ড়া দাগ্‌ড়া কণ্ডু বাহির হয়। সেই সময়ে সর্ব্বাঙ্গ অতিশয় চুলকাইতে থাকে।

কোন কোন স্থলে এই পীড়া অল্প ক্ষণ কিম্বা দুই

তিন দিন থাকে। কিন্তু পুরাতন আমবাত রোগ এক বৎসর পর্য্যন্ত থাকিতে পারে।

কোঁড়ক, সসা, অধিক অম্ল,অতিশয় উগ্রদ্রব্য,কুষ্মাণ্ড, শোল মাচ এবং অন্য অন্য মন্দ সামগ্রী খাইলে এই রোগ জন্মে। পিত্তাধিক্য, পাক যন্ত্রে অধিক অম্ল সঞ্চয়, কিম্বা কোন কারণে উদরে উগ্রতা জন্মিলে এই পীড়া হয়। পুরাতন বাত রোগ, রুগ্ন দেহ, পুরাতন ব্যাধি প্রভৃতি স্থলেও ইহা জন্মিতে দেখা যায়।

আদা, জোয়ান এবং পুরাতন গুড় একত্র মিশ্রিত করিয়া খাইলে সামান্য আমবাত নিবারণ হয়। কেহ কেহ গোমূত্র এবং নিম পাতা বাটিয়া গায়ে মাখে। কণ্ডু বাহির হইলে অনেকে পয়সা এবং গোরুর ছাঁদন দড়ী দিয়া গা চুলকায়। কিন্তু পাকস্থলীতে কিম্বা অন্ত্রে যদ্যপি ক্রিয়াবিকারের জন্য এই রোগ ঘটে তাহা হইলে ইপিক্যাক চূর্ণ ১৫ কিম্বা ২০ গ্রেণ সেবন করাইয়া প্রথমে বমন করাইবে। পরে পডো-পিলন সিকি গ্রেণ, রেওচিনি চূর্ণ ৩ গ্রেণ, শুঁঠ চূর্ণ ২ গ্রেণ এবং সোডা বাইকার্ব্ব ২ গ্রেণ একত্র মিশ্রিত করিয়া একটী পুরিয়া করিবে। পরে এই রূপ পুরিয়া প্রত্যহ একটী করিয়া সেবন করাইবে। উদরে উত্তেজনা না থাকিলে লাইকর আর্সেনিক ৩ বিন্দু, আদার রসের সঙ্গে প্রত্যহ দুই বার খাওয়াইবে। আনুসঙ্গিক অন্য পীড়া থাকিলে তাহার উপযুক্ত চিকিৎসা করা আবশ্যক। মদ্য, কাফি, চা, অধিক অম্ল, অধিক মিষ্ট, কাঁচাফল এবং কুপথ্য ব্যবহার করিবে না। উদরে অম্ল থাকিলে তাহার প্রতিকার করিবে।

আমশূল (পুং) আমজনিত উদর বেদনা।

আমশ্রাদ্ধ (ক্লী) আমান্নেন শ্রাদ্ধম্। শাক০ ৩-তৎ। আমান্ন দ্বারা শ্রাদ্ধ।

আপদ্যনগ্নৌ তীর্থে চ চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে তথা ।
আমশ্রাদ্ধং দ্বিজৈঃ কার্য্যং শূদ্রেণ চ সদৈব তু। (প্রচেতাঃ)।

আপৎকালে, অগ্নির অভাবে এবং চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণে দ্বিজেরা আমশ্রাদ্ধ করিবেন। শূদ্রদের সকল সময়েই আমশ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। নিরগ্নি আমশ্রাদ্ধে চাউল প্রক্ষালন করিবে না। কিন্তু বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে, সংক্রান্তিতে এবং গ্রহণের সময়ে চাউল প্রক্ষালন করিয়া শ্রাদ্ধ করিতে হয়।

আমসত্ত্ব। পাকা আম্রের রস পাতলা করিয়া রৌদ্রে শুকাইলে তাহাকে আমসত্ত্ব কহে। কাঁটালের রস শুষ্ক করিলে তাহা জমাট বাঁধে না। সে কারণ অকর্ম্মণ্য বা অসম্ভব স্থলে চলিত কথায় বিদ্রূপ করিয়া কাঁটালের আমসত্ত্ব, এই রূপ বাক্য ব্যবহার করা যায়।—
না জান পরম তত্ত্ব, কাঁটালের আমসত্ত্ব, মেয়ে হয়ে ধেনু কি চরায় রে ? (আজু গোঁসাই)।

আমসী। ইহা আম্রশুষ্ক শব্দের অপভ্রংশ।

আমহার্ষ্ট (আরল্)। ইনি লর্ড হেষ্টিংসের পরে ভারত-বর্ষের গভর্ণর জেনারেল হইয়া আসিয়াছিলেন। লর্ড হেষ্টিংস ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া গেলে আরল্ আম-হার্ষ্টের এদেশে আসিতে কিছু বিলম্ব হয়। অল্প দিনের জন্য হইলেও এত বড় বৃহৎ রাজ্যের কর্ত্তা না থাকা দোষের কথা। তাই সে সময়ের কাউন্সেলের প্রধান সভ্য আদম সাহেব গভর্ণর জেনারেলের কাজ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দু-দিনের নিমিত্ত এই বিশাল সাম্রা-জ্যের কর্ত্তৃত্ব পাইয়া তিনি একটা কলঙ্ক রাখিয়া গিয়া-ছেন। তৎকালে মুদ্রা যন্ত্রের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। বকিমহাম নামে জনৈক কৃতবিদ্য ব্যক্তি একখানি সংবাদপত্র প্রচার করেন। সম্পাদক স্পষ্টবাদী; ন্যায়ের মর্য্যাদা রাখিয়া তিনি গভর্ণমেণ্টের দোষগুণ খুলিয়া লিখিতেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট ভাল হইলে সকল সময়ে গভর্ণমেণ্টের সমস্ত কর্ম্মচারী বিচক্ষণ না হইতে পারেন। তাই সংবাদপত্রের স্পষ্টকথা তাঁহাকে কটু লাগিতে লাগিল। ১৮২৩ সালে আদম সাহেব মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধী-নতা লোপ করিবার নিমিত্ত একটী আইন বিধিবদ্ধ করেন। এদিকে বকিমহাম সাহেবকেও ভারতবর্ষ হইতে দূরীভূত করিয়া দেওয়া হইল।

ইহার পর আদম সাহেবকে আর অধিক দিন গভর্ণর জেনারেলের কাজ করিতে হয় নাই। আরল আমহার্ষ্ট এ দেশে পৌঁছিলেন। ইঁহার সময়ে কোম্পা-নির ভরতপুর লাভ হয়। ১৮২৬ সালে ব্রহ্মদেশে প্রথম যুদ্ধ বাধে। ইহাও তৎকালের একটী প্রসিদ্ধ ঘটনা। এই যুদ্ধে ইংরাজদের প্রায় তের কোটি টাকা ব্যয় হইয়া-ছিল। কিন্তু তের কোটি টাকা ব্যয় করিয়া ব্রহ্মদেশের অনেকগুলি প্রসিদ্ধ স্থান হস্তগত হইয়া পড়ে। মার্ত্তা-বান উপকূল, আসাম, মণিপুর, আরাকান প্রভৃতি স্থান গুলি ইংরাজেরা পাইয়াছিলেন। ১৮২৮ সালে লর্ড আমহার্ষ্ট পদত্যাগ করিয়া বিলাতে প্রত্যাগমন করেন।

আমহীয় (ত্রি) আমহায় সম্যক্ পূজায়ৈ হিতং ছ। সম্যক্ রূপে পূজা করিবার মন্ত্র বিশেষ। (আগমন সাধন মন্ত্র)।

আমহীয়ব (ক্লী) অমহীয়ুনা ঋষিণা দৃষ্টং সাম-অণ্। সাম বিশেষ।

আমা (আম শব্দ হইতে হইয়াছে)। কাঁচা পোড়া ইট। যে ইষ্টক ভাল পোড়ে নাই।

আমাদ্ (ত্রি) আমমত্তি আম-(অদোঽনন্নে। পা ৩। ২। ৬৮) ইতি বিট্। যে কাঁচা মাংসাদি খায়।

আমাতিসার। আমাতীসার (পুং) আমকৃতোঽতি (তী) সারঃ। শাক০ তৎ। আমকৃত ষষ্ঠ অতিসার রোগ বিশেষ। [অতিসার শব্দ দেখ]।

আমাত্য (পুং) অমাত্য এব স্বার্থে-অণ্। মন্ত্রী। সহায়।

আমানৎ (যাবনিক)। গচ্ছিত রাখা। জমা দেওয়া।

আমানী (দেশজ) কাঁজী।

আমানস্য (ক্লী) অপ্রশস্তং মানসমস্য অমানসস্তস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। দুঃখ।

আমাবস্য (ত্রি) অমাবস্যায়াং ভবঃ (সন্ধিবেলাদ্যৃতু-নক্ষত্রেভ্যোঽণ্। পা ৪ ; ৩। ১৬) ইতি অণ্। অমাবস্যা-জাত। (আমাবস্যং দ্বিতীয়ং যদন্বাহার্য্যং বিদুর্ব্বুধাঃ। স্মৃতি)

আমাশয় (পুং) আমস্য অপক্বান্নস্য আশয়ঃ। ৬-তৎ। দেহের মধ্যস্থিত নাভির উর্দ্ধে ভুক্ত অপক অন্নাদির স্থান। সুশ্রুতের মতে, দেহের মধ্যে সাতটী আশয় আছে। যথা বাতাশয়, পিত্তাশয়, শ্লেষ্মাশয়, রক্তাশয়, আমাশয়, পক্বাশয়, মূত্রাশয়। স্ত্রীলোকের ইহার অতি-রিক্ত এটী গর্ভাশয় আছে। [আমরস শব্দ দেখ]।

আমি (সর্ব্বনাম) বাঙ্গালার উত্তম পুরুষ, এক বচনের রূপ। ইহার বহুবচন আমরা। এই শব্দ সংস্কৃত অহম্ শব্দের অপভ্রংশ। কিন্তু প্রাকৃত অম্মি, মার্হাটী 'আম্হী' এবং উড়িয়া 'অম্হে' এই দুই শব্দের সঙ্গে বাঙ্গালার 'আমি' এই সর্ব্বনাম রূপের অনেকটা সাদৃশ্য দেখাযায়। বাঙ্গালার ইতর লোকেরা 'আমি' শব্দের স্থানে 'মুঁই' এই রূপ শব্দ ব্যবহার করে। ইহা হিন্দী 'মৈঁ' শব্দের অপভ্রংশ। ভারতবর্ষের কোন কোন ভাষায় এই সর্ব্ব-নামের কি প্রকার রূপ হয়, নিম্নে তাহা দর্শিত হইতেছে,—

	প্রথমা ১ বচন।	প্রথমা বহুবচন।
সংস্কৃত	অহম্	বয়ম্
প্রাকৃত	অহম্,হমুঁ,হঞি,হইঁ,মঞি	অম্হে
বাঙ্গালা	আমি, মুঁই (গ্রাম্য)	আমরা,মোঁরা(গ্রাম্য)
হিন্দী	হোঁ, হুঁ, মৈঁ	হম্
পঞ্জাবী	হউঁ	অসীঁ
সৈন্ধবী	আঁউ	অসীঁ
গুজরাটী	হুঁ	অমে
মহারাষ্ট্রী	মী	আম্হী
উড়িয়া	মু	অম্হে, অম্হেমানে
নেপালী	ম	হামী

বিদ্যাপতি ব্রজবুলীতে আমি শব্দের স্থানে হম্ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন ;—'জনম অবধি হম্ রূপ নিহা-রিনু নয়ন না তিরপিত ভেল'। কিন্তু বাঙ্গালা কবিতায় 'আমার' শব্দ স্থানে মোর এই রূপ প্রয়োগ দেখা যায়। বিদ্যাপতি কোথাও মঝু কোথাও বা মোর এই রূপ পদ ব্যবহার করিয়াছেন,—হাত হাত হম, বাত শিখা-য়নু, বাত না রাখলি মোর।

হোঁ, হউঁ, হুঁ, হু—এই সমস্ত শব্দগুলিই সংস্কৃত অহম্ শব্দের অপভ্রংশ। সৌরসেনী অহমঁ শব্দও সংস্কৃত অহম্ শব্দ হইতে হইয়াছে। পঞ্জাবী হউঁ শব্দ, সৌরসেনী অহমঁ শব্দের রূপান্তর। পুনশ্চ, হউঁ হইতে পুরাতন হিন্দী হোঁ হইয়া থাকিবে। চাঁদ কবি হোঁ শব্দ ব্যব-হার করিয়া গিয়াছেন,—'তৌ হোঁ ছণ্ডৌ দেহ'। আমি তবে এই দেহ পরিত্যাগ করি।

সংস্কৃত 'ময়া' এই তৃতীয়ান্ত রূপের অপভ্রংশে প্রথমে মই কিম্বা মঈ এই প্রকার রূপ হইয়া থাকিবে। পরে 'মই' এই শব্দ হইতে এখনকার চলিত হিন্দী 'মৈঁ' এই প্রকার রূপ হইবার সম্ভাবনা। আজি পর্য্যন্ত হিন্দীতে এই রূপ কথিত হয়,—মৈঁ নে দেখা। ইহা সংস্কৃত—ময়া দৃষ্টম্—ঠিক এই রূপ বাক্যের ভাব। অর্থাৎ, আমা কর্ত্তৃক দেখা হইয়াছে। 'মৈঁ' শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝিলে এখানে 'নে' এই বিভক্তি সংস্কৃতের তৃতীয়া (টা-এন) বিভক্তি হইতে হইয়া থাকিবে, এই রূপ অনুমান হয়। যেমন—ঈশ্বরেণ, ঈশ্বর নে। লোকেন, আদমি নে। চাঁদ কবি সকর্ম্মক ক্রিয়ার পূর্ব্বে মৈঁ এই সর্ব্বনাম রূপ ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন—'মৈঁ সুণ্যৌ সাহি বিন অঁখি কীন'। আমি শুনিয়াছি যে, সাহ তাঁহার চক্ষু তুলিয়া লইয়াছিলেন।

বিক্রমোর্ব্বশীর চতুর্থ অঙ্কে দেখা যায়,—এ মঞি পুহবি ভমন্তে জই পিঅ পেখিহিমি। (অহং পৃথিবীং ভ্রমন্ যদি প্রিয়াং প্রেক্ষিষ্যে)। কোন কোন পুস্তকে 'মঞি' এই শব্দের স্থানে হঞি এবং হইঁ এই রূপ পাঠা-ন্তর আছে। অতএব বাঙ্গালার মুঁই এবং হিন্দী মৈঁ এই দুই শব্দ প্রাকৃত 'মঞি' শব্দ হইতে হইয়া থাকিবে। বিদ্যাপতি 'আমি' এই সর্ব্বনামের স্থানে 'মুঞি' শব্দও

ব্যবহার করিয়াছেন,—'মুঞি পাপিনী, যদি জানতহু রে, পিরীতি পরিণামে'। চণ্ডাচার্য্য লিখিয়াছেন—মই ভৌ।৩১। ভি বিভক্তিতে অস্মদ্ শব্দের 'মই' এই প্রকারও রূপ হইবে।

সংস্কৃত মহ্যম্ (আমাকে) এই পদ হইতে হিন্দী মুঝ, মুজ ইত্যাদি শব্দ হইয়াছে। হিন্দীর কর্ম্মপদেও নে এই বিভক্তির যোগ দেখা যায়। যথা তুলসীদাস—'মুজনে তজবা একলী কঠণ করো ছো মঁন'। তুমি আমাকে একাকী রাখিবার কঠিন মন করিতেছ।

সংস্কৃত 'ময়ি' এই সপ্তমী পদের স্থানে হিন্দীর ষষ্ঠী পদ 'মঝু' হইয়া থাকিবে। যথা বিদ্যাপতি—'আজি মঝু শুভদিন ভেলা'। আজি আমার শুভ দিন হইল। 'মো' শব্দও ষষ্ঠীস্থানে ব্যবহার হয়। যথা চাঁদকবি,—'ভট্টজাতি, কবিয়ন নৃপতি। নাথ! নাম মো চন্দ'। আমি ভাটজাতি, কবিদিগের নৃপতি। নাথ! আমার নাম চন্দ। উড়ে ভাষার দ্বিতীয়ায় 'মোতে', 'মতে' এই প্রকার 'তে' বিভক্তি দেখা যায়। আমরা বাঙ্গালার সপ্তমীতে 'তে' বিভক্তি ব্যবহার করি। যেমন—আমাতে।

এখানে সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় অস্মদ্ শব্দের কি প্রকার রূপ হয়, তাহা দর্শিত হইতেছে। ঐ সকল রূপ ক্রমান্বয়ে তুলনা করিলে প্রাকৃত হইতে ভারতবর্ষের অন্য অন্য চলিত ভাষায় কি প্রকারে অস্মদ্ শব্দের রূপের পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা বুঝা যাইবে।

১ বচন	সংস্কৃত	পালি	আর্ষ	প্রাকৃত
১ মা	অহম্	অহং	অহং	অহং অহয়ং
				অম্মি
				অম্হি
২ য়া	মাম্ মা	মং	মাং	মং
		মমং		মমং মিমং
৩ য়া	ময়া	ময়া	মএ	মএ মই
			মে	মে মি
				মমএ
৫ মী	মৎ	ময়া	মইত্তো	মইত্তো মমত্তো
				মনাদো মহাত্তো
				মহাদো মজ্ঝত্তো
				মজ্ঝাদো
৬ ষ্ঠী	মে	মে মম	মে মম	মে মম
	মম	মমং	মহ মজ্ঝ	মহ মহং
		ময়্হং		মজ্ঝ মজ্ঝং
		অম্হং		অম্হ অম্হং
৭ মী	ময়ি	ময়ি	ময়ি	মই মমম্মি
				মহম্মি
				মজ্ঝম্মি
				অম্হম্মি

বহু০	সংস্কৃত	পালি	আর্ষ	প্রাকৃত
১ মা	বয়ং	ময়ং	বয়ং	বয়ং
		অম্হে	অম্হে	অম্হে অম্হো
				অম্হ
২ য়া	অস্মান্	অম্হে	অম্হে	অম্হে অম্হো
		অম্হাকং		অম্হ
	নঃ	নো	নো	ণে
৩ য়া	অস্মাভিঃ	অম্হেভি	অম্হেহি	অম্হেহি
		অম্হেহি	অম্হেহিং	অম্হেহিং
				অম্হাহি,
				আম্হাহিং
৫ মী	অস্মৎ	অম্হেভি	অম্হেহিন্তো	অম্হেহিন্তো
		অম্হেহি	অম্হহিন্তো	অম্হেস্নুন্তো
				অম্হাহিন্তো অম্হাস্নুন্তো
				মমাহিন্তো মমাস্নুন্তো
৬ ষ্ঠী	নঃ	নো	নো	ণো ণে
	অস্মাকং	অস্মাকং	অম্হাণং	অম্হাণং
		অম্হাকং	অম্হাণ	অম্হাণ
			অম্হাহং	অম্হাহঁ
			অম্হাহ	মমণং
				মমাণ
				মজ্ঝাণং
				মজ্ঝাণ
	অম্হং		অম্হং	অম্হং অম্হ
৭ মী	অস্মাসু	অম্হেসু	অম্হেসু	অম্হেসু অম্হসু
			অম্হেসুং	মমেসু মমসু
				মহেসু মহসু
				মজ্ঝেসু মজ্ঝসু
				অম্হাসু অম্হাসুং

আমিক্ষা (স্ত্রী) আমিহ্যতে সম্যক্ সিচ্যতে আ-মিহ-মিষ বা কর্ম্মণি-সক্ টাপ্। জ্বাল দেওয়া তপ্ত দুগ্ধে দধি দিলে যে ছানা হয়। (আমিক্ষা সা শৃতোষ্ণে যা ক্ষীরে স্যাদ্দধি যোগতঃ। অমর)। আমীক্ষা এই রূপ দীর্ঘ ঈকারও দেখা যায়।

আমিক্ষীয় (ক্লী) আমিক্ষায়ৈ হিতং (বিভাষা হবিরপূপাদিভ্যঃ। পা ৫।১।৪) ইতি ছ। আমিক্ষার উপকরণ দধি। দুগ্ধে যাহা মিশাইলে ছানা হয়। (ক্লী) আমিক্ষায়ৈ হিতং খ আমিক্ষীণ। দধি।

জ্যেষ্ঠ পুত্র। জহাঙ্গীর ও শাহজহানের রাজত্বকালে ঠট্টের শাসনকর্ত্তা হন। ১৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে একশত বর্ষের অধিক বয়সে ইহাঁর মৃত্যু হয়। প্রথমে ইহার নাম মীর খাঁ ছিল। সম্রাট্ শাহজহানকে এক লক্ষ টাকা উপহার দেওয়ায় আমীর খাঁ উপাধি লাভ করেন।

আমীর খাঁ। অপর নাম মীর মীরান্। একজন অতি সম্ভ্রান্ত লোক। আলমগীর পাদশাহের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। ১৬৯৮ খৃঃ ২৮এ এপ্রিলে ইহাঁর মৃত্যু হয়। সম্রাট্ ইহাঁর পুত্র উম্দৎ-উল্-মুল্ককে 'নবাব আমীর খাঁ' উপাধি দেন। তৎকৃত পারস্য ভাষায় কবিতা ও রেখ্তা চলিত আছে।

আমীর খাঁ। পিণ্ডারীদিগের প্রসিদ্ধ সেনানায়ক। তোঙ্কের বর্ত্তমান নবাবের পূর্ব্বপুরুষ। প্রথমে ইনি যশোবন্ত রাও হোল্‌কারের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে যশোবন্ত একপ্রকার উন্মাদ হন, সেই সময়ে আমীর খাঁ উচ্চ আশায় মত্ত হইয়া পিণ্ডারীদের সেনানায়ক হইয়া উঠেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ৪০,০০০ অশ্বারোহী ও ২৪,০০০ পিণ্ডারী সঙ্গে লইয়া রাজপুতানা হইতে যাত্রা করেন। এই সময় নাগপুরের উপর ইহাঁর লোভ পড়ে। নাগপুরের রাজার নিকট হোলকারের গচ্ছিত মণিরত্নাদি আছে, এইরূপ ছল করিয়া নাগপুর অবরোধ করিলেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে আমীর খাঁ সিন্ধিয়া, হোলকার ও পেশোবার সঙ্গে মিলিত হইয়া ইংরাজদের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করেন। এই সময় ইনি রাজপুতানার নানাস্থলে লুটতরাজ করিতে থাকেন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট অনেক চেষ্টা করিয়াও আমীরের কিছু করিতে পারেন নাই। তৎপরে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের শেষে ইংরাজেরা ইহাঁর সহিত সন্ধি করিতে সম্মত হন। লর্ড হেষ্টিংস্ বলিয়া পাঠান যে, হোলকারের দেওয়া প্রদেশ সকল আমীর খাঁ ভোগদখল করিতে পারিবেন, আর বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার তোপগুলি ক্রয় করিয়া লইবেন। প্রথমে আমীর খাঁ সম্মত হইলেন না, হেষ্টিংসকে জানাইলেন যে, ভবিষ্যতে তিনি যাহা ভাল বিবেচনা করিবেন, তাহাই করিবেন। সর্ ডেভিড্ অক্টর্লনির সঙ্গে আলাপ হইল। তাঁহারই যত্নে সন্ধিকার্য্য নিষ্পত্তি হয়। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে আমীর খাঁর মৃত্যু হয়।

আমীর খাঁ। প্রথমে ইহাঁর নাম মীর্ খাঁ ছিল, সম্রাট্ আলম্গীর ইহাঁকে আমীর করিয়া দেন। আলম্গীরের রাজত্বের প্রথম বৎসরেই ইনি শাহজহানাবাদ দুর্গের কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হন। এগার বৎসরের পরে কাবুলের সুবাদার হইয়াছিলেন।

আমীর খাঁ আলিশাহ। কাশ্মীররাজ শিকন্দরের পুত্র। ১৪১৬ খৃষ্টাব্দে শিকন্দর তিনটী পুত্র রাখিয়া প্রাণত্যাগ করেন। এই তিনটীর মধ্যে আমীর খাঁ জ্যেষ্ঠ। পিতার আদেশ মত আমীর খাঁ নাবালক অবস্থায় সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহাঁর অপর নাম আলিশাহ। কিছুদিন রাজত্বের পর আলিশাহ দেশ ভ্রমণে যাত্রা করেন। শাহী খাঁ ও মুহম্মদ খাঁ নামক দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতার উপর রাজ্যের ভার দিয়া যান। এই অবসরে শাহী খাঁ ভ্রাতার রাজ্য আত্মসাৎ করিলেন। [জোনরাজকৃত রাজতরঙ্গিণী ৬১০-৭০০ দেখ।]

আমীর তৈমুর জগৎবিখ্যাত মোগলবীর। ১৩৩৬ খৃঃ অব্দে ৯ই এপ্রেল, প্রাচীন মোগলনিয়াস্থ কুশনগরে জন্মগ্রহণ করেন। বিখ্যাত পারস্যবিজেতা চঙ্গেজ্ খাঁর বংশে এই মহাবীরের জন্ম। তৈমুরের পিতার নাম আমীর তুরাঘাই, মাতার নাম তকীনা খাতুন্। চঙ্গেজ্ খাঁর জ্ঞাতি করাবার নবিআন হইতে তৈমুর ছয় পুরুষ নিম্নে।

তৈমুরের জন্মকালে চঘ্‌তৈ রাজবংশ বড়ই হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময় কতকগুলি মোগলবংশীয় প্রধান ব্যক্তি এক একটী নগরের রাজা হইয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে তৈমুরের খুড়া হাজী বরলস্ কুশনগরে রাজত্ব করিতেন। এইখানে তৈমুর জীবনের প্রথম চব্বিশ বৎসর শান্তভাবে অতিবাহিত করেন। এই সময় তিনি শিকার করিতে ও ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে বড় ভাল বাসিতেন। ১৩৬০ খৃঃ অব্দে কালমকেরা তুর্কাস্থান অধিকার করিতে চেষ্টা পায়। এবং তথাকার স্বাধীন রাজাদিগকে বশীভূত করিতে চেষ্টা পায়। তৈমুরের খুড়া বিজেতার ভয়ে পলাইয়া যান; কিন্তু বীরবর তৈমুর পশ্চাৎপদ হইলেন না। এত দিন যে বীর্য্য লুকান ছিল, সময় পাইয়া জাগিয়া উঠিল। জন্মভূমিকে অপরের করে অর্পণ করিতে তাঁহার প্রাণে সহিল না। কতকগুলি মাত্র সৈন্য সঙ্গে লইয়া প্রবল বিপক্ষের সম্মুখীন হইলেন। আক্রমণকারী কালমক্‌রাজ তৈমুরের সাহস, বল এবং বীরোচিত সম্বোধনে চমৎকৃত হইলেন; তাঁহাকে কুশনগরের শাসনভার দিলেন। ১৩৬৫ খৃষ্টাব্দে বাল্‌খের অধিপতি আমীর হোসেন বিপক্ষের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া কতকগুলি সৈন্য সংগ্রহ করেন, তাহাতে তৈমুরও যোগ দেন। উভয় বীরের যত্নে তুর্কীস্থান কালমকদের হস্ত হইতে মুক্ত হইল। উভয়ে মিলিয়া তুর্কীস্থানের রাজা হইলেন। তৈমুর হোসেনের ভগ্নীকে বিবাহ করিলেন।

কিছুদিন না যাইতে যাইতে উভয় বীরে মনোবিবাদ

ঘটিল, তখন তৈমুর আমীর হোসেনকে পরাজিত ও বিনষ্ট করিয়া সমগ্র তুর্কীস্থানের একা অধীশ্বর হইলেন। (১০ই এপ্রেল, ১৩৭০ খৃঃ।)

তৎপরে তিনি কান্দাহার, পারস্য ও বগ্দাদ জয় করিলেন। ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়া সিন্ধুনদ পার হইয়া ভারতবর্ষে আসিলেন। পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা মোবারক খাঁ প্রথমে তৈমুরের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করেন, কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টা বৃথা হইল। তিনি যুদ্ধে বিমুখ হইয়া পলাইতে বাধ্য হইলেন।

এই সময় তৈমুরের পৌত্র পীর মুহম্মদ ভারতের পশ্চিম প্রদেশ সকল আক্রমণ করিতেছিলেন। কালবিলম্ব না করিয়া পৌত্রের বল দৃঢ় করিবার জন্য, তিনি ৩০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। ইতিপূর্ব্বে রাজপুতানাস্থ ভাৎনের নগরের রাজা পীর মুহম্মদের হস্ত হইতে মুলতান রক্ষা করিবার জন্য অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। তৈমুর নিজে দলবল সহ তথায় আসিয়া রাজাকে পরাস্ত ও ভাৎনের অধিকার করিলেন। স্বদেশহিতৈষী শত শত নগরবাসী তৈমুরের করাল কবলে পতিত হইল। তৎপরে তৈমুর পাণিপথ দিয়া দিল্লী আক্রমণে অগ্রসর হইলেন।

এই সময় দিল্লীনগরের বড়ই শোচনীয় অবস্থা। দিল্লীর সম্রাট্ বলহীন, তাহাতে আবার রাজ্যে বিপ্লব উপস্থিত। দিল্লীর সম্রাট্ মহ্মুদ উজীরের সঙ্গে ৫০০ মাত্র সৈন্য লইয়া তৈমুরের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিলেন। এই সময় তৈমুরের তাঁবুতে অসংখ্য হিন্দু ও মুসলমান্ বন্দী ছিল। দিল্লীর সম্রাট্ তৈমুরকে পরাস্ত করিয়া তাহাদের উদ্ধার করিবে, এই ভাবিয়া তাহারা আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিল। তৈমুর ভাবিলেন, বন্দিগণ হইতে তাহার বিলক্ষণ অনিষ্টের সম্ভাবনা। তখন অবিলম্বে তাহাদের প্রাণবধের আজ্ঞা করিলেন। প্রায় লক্ষাধিক হিন্দু মুসলমান, কি যুবা, কি প্রৌঢ়, কি বৃদ্ধ, অসহায় নিরুপায় অবস্থায় শত্রুর তীক্ষ্ণ কৃপাণে ছিন্নমস্তক হইল। হায়! সেই দিন রক্তের নদী বহিল। কেবল এই রাক্ষসিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তৈমুর ক্ষান্ত হইলেন না। ১৩৯৯ খৃষ্টাব্দে ১৩ই জানুয়ারী ফিরোজাবাদ ক্ষেত্রে সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন। ১৪ই, দুর্ভেদ্যব্যূহ রচনা করিয়া দিল্লীর সম্রাটের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সম্রাট্ মহ্মুদ পরাস্ত হইলেন, দিল্লীতে পলাইয়া আসিয়া আত্মরক্ষা করিবার জন্য গুপ্তভাবে গুজরাট যাত্রা করিলেন। সেই দিবস তৈমুর দিল্লীনগরে প্রবেশ করিলেন না। পরদিন শুক্রবার শুভদিন, তিনি দিল্লীতে আসিয়া ভারতবর্ষের সম্রাট্ বলিয়া আপনাকে ঘোষণা করিলেন। ১৫ দিন মাত্র তিনি দিল্লীতে ছিলেন। এই পনর দিনে, দিল্লী যেন মহাশ্মশান হইয়া উঠিল। সতীর সতীত্ব নষ্ট, অত্যাচার, ব্যভিচার এবং শত শত অসহায় নগরবাসীর প্রাণ তৈমুরের মদমত্ত সৈন্য কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইল। পনর দিন পরে, তৈমুর স্বদেশে যাইবার জন্য দিল্লীনগর পরিত্যাগ করিলেন। পথে মিরাট ও লাহোর জয় করেন। স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার সময় সৈয়দ খিজর্ খাঁ নামক এক ব্যক্তিকে লাহোরের রাজপ্রতিনিধি করিয়া গেলেন।

রত্নপ্রসূ আসিয়াখণ্ডের অধীশ্বর হইয়া প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এই সময় তুর্কসম্রাট্ বাই-অজিদ্ কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল অবরোধ করেন; তৈমুর গ্রীক্‌সম্রাটের অনুরোধে তুর্কসম্রাট্‌কে কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল ত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। তুর্ক-সম্রাট্ তৈমুরের আদেশ অগ্রাহ্য করেন। তখন তিনি নূতন শত্রুকে দমন করিবার জন্য সসৈন্যে ফ্রায়গিয়ায় উপনীত হইলেন। সেখানে তিন দিবস যুদ্ধের পর তুর্কসম্রাট্ পরাস্ত এবং বন্দী হন। তাঁহাকে লৌহপিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া নগরে নগরে সর্ব্বসমক্ষে লইয়া বেড়ান হইল।

এই সময় ইজিপ্ত এবং কৈয়রোর রত্নভাণ্ডার তৈমুরের অধিকার ভুক্ত হইল। তখন সমরকন্দে তাঁহার বিপুল সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। এইখানে কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলের অধিপতি মান্যুএল পলিওলোগস্ এবং কাষ্টাইল-রাজ ৩য় হেনরি রাজদূত পাঠাইয়া তাঁহার সম্মান রক্ষা করিলেন। ১৪০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি চীনরাজ্য জয় করিবার আয়োজন করেন, কিন্তু এই বৎসরে ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল না।

তিনি ৩৬ বৎসর রাজত্ব করেন। ৭১ বৎসর জীবিত ছিলেন। সমরকন্দে তাঁহার কবর হয়।

তাঁহার চারি পুত্র, জহাঙ্গীর্ মির্জ্জা, উমর শেখ মির্জ্জা, মীরান্ শাহব, শাহ্‌রুখ্ মির্জ্জা। মৃত্যুকালে তৈমুর জহাঙ্গীর মির্জ্জার পুত্র পীর মুহম্মদকে তাঁহার বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর করিয়া যান। কিন্তু তাঁহার আদেশ কেহ পালন করেন নাই। তাঁহার অপর পৌত্র সুলতান্ খলীল বলপ্রয়োগপূর্ব্বক সমরকন্দ অধিকার করেন। পীর মহম্মদকেও পিতামহসম্ব বেশী দিন ভোগ করিতে হইল না। পিতামহের মৃত্যুর ছয় মাস পরে তিনি গুপ্তভাবে নিহত হইলেন।

চরিত্র—তৈমুর যেমন মহাবীর, বীর্য্যশালী ও যুদ্ধনীতিপটু, তেমনি ধূর্ত্ত, শীঘ্রগামী ও অন্য রাজা অপেক্ষা দ্রুতগতি

পুত্রিকামুষ্যকুলিকেতি চ। পা ৬।৩।২১ বার্তিক। আমুষ্যায়ণ আমুষ্যপুত্রিকা ও আমুষ্যকুলিকা এই তিন প্রয়োগে ষষ্ঠী বিভক্তির লুক্ হয় না।) অমুষ্যপুত্র। প্রখ্যাতবপ্তৃক। 'অমুষ্যায়ণো অমুষ্যপুত্র প্রখ্যাতবপ্তৃকঃ।' হেমচন্দ্র ৩।১৬৬)

আমেষ্ম্য (ত্রি) সম্পূর্ণ পরিমেয়। ("আমেস্তস্য রজসো যদভ্র আঁ অপো বৃণানা বিতনোতি।" ঋক্ ৫।৪৮।১। *। 'আমেস্তস্য সমস্তাম্মাত্তব্যস্য' সায়ন॥)

আমেরিকা, একটী মহাদ্বীপ। উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ এই তিন ভাগে বিভক্ত। সচরাচর উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই ভাগ করা হইয়া থাকে।

উত্তর আমেরিকার উত্তরে উত্তর মহাসাগর, পূর্ব্বে আটলান্টিক মহাসাগর, পশ্চিমে ও দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগর। উত্তর দিক্ হইতে দক্ষিণ দিক্ পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্যে ৪,৬০০ মাইল, পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত প্রস্থে ৩,১২০ মাইল। ইহার ভূমিপরিমাণ প্রায় ৮৩,১৯,১১১ বর্গমাইল।

উত্তর আমেরিকার এই কয়েকটা বিভাগ আছে।

বিভাগের নাম।		পরিমাণ (বর্গমাইল।)
১। গ্রীন্‌লণ্ড ...	...	৩,৮০,০০০।
২। ফরাসী অধিকার ...	...	১১৩।
৩। রুষ অধিকৃত আমেরিকা	...	৩,৯৪,০০০।
৪। নিউ-বৃটেন	...	১৪,৮০,০০০।
৫। পশ্চিম-কানেডা	...	১,৪৭,৮৩২।
৬। পূর্ব্ব-কানেডা	...	২,০১,৯৮৯।
৭। নিউ ব্রন্স্‌উইক	বৃটিশ আমেরিকা ...	২৭,৭০০।
৮। নোভাস্কোসিয়া	...	১৮,৭৪৬।
৯। প্রিন্স এডওয়ার্ড দ্বীপ	...	২,১৩৪।
১০। নিউফৌণ্ডলণ্ড	...	৫৭,১০০।
১১। বৃটীশ কলম্বিয়া	...	২,১৩,৫০০।
১২। ইউনাইটেড-ষ্টেটস্ (আমেরিকা)		৩৩,০৬,৮৩৪।
১৩। মেক্সিকোর মিশ্ররাজ্য	...	১০,৩৮,৮৬৫।

ইহার প্রধান দ্বীপ—গ্রীন্‌লণ্ড, সোথাম্‌টন্, কম্বর্লণ্ড, কক্‌বরন, ভিক্টোরিয়া, বঙ্ক্‌স্‌লণ্ড, প্যারিপুঞ্জ, এই কয়টী উত্তর মহাসাগরে। সিংক, প্রিন্স-অব্‌-ওয়েল্‌স্, কুইন্ সর্লট, বস্কুবর, এইগুলি বৃটীশ আমেরিকার পশ্চিমে। বর্মুদস্, কেপবৃটন, প্রিন্সএডওয়ার্ড, নিউফৌণ্ডলণ্ড ও ওয়েষ্ট-ইণ্ডিয়ান্ দ্বীপপুঞ্জ।

উপসাগর—কালিফোর্ণিয়া, মেক্সিকো, কেম্পিচি, হণ্ডুরাস্, হডসন, বফিন, সেণ্টলরেন্স, চিসাপিক্, কারিবসাগর।

প্রণালী—বেরিং, হডসন, ডেভিস্।

অন্তরীপ—প্রিন্স-অব্‌-ওয়েল্‌স্, সেণ্টলিউকস্, সেবল; রে, চারল্‌স্, চুড্‌লেঙ্, ফেরারওয়েল, রেস্।

উপদ্বীপ—কালিফোর্ণিয়া, আলিয়াস্কা, লেব্রেডর, ফ্লোরিদা, নোভাস্কেসিয়া, ইউকেটন।

পর্ব্বত—রকী গিরিশ্রেণী (উচ্চশৃঙ্গ ব্রাউনগিরি,) আলিঘানি গিরিশ্রেণী, মেক্সিকোর গিরিশ্রেণী (উচ্চশৃঙ্গ পোপোকাটিপেটল ১৭,৭৮৩ ফিট্), কালিফোর্ণিয়ার গিরিশ্রেণী, সেণ্টইলিয়স, ফেরার-ওয়েদর।

নদ-নদী—গ্রেটফিস্, মেকিঞ্জি, ওয়েগন, রিও-কোলোরডো, মিসিসিপি, জেমস্, সেণ্টলরেন্স।

হ্রদ—গ্রেটবেয়ার, গ্রেটস্লেভ, অথাবেস্কা, উইনিপেগ, সুপিরিয়ার, হিউরন, অন্টেরিও, ইরাই, মিচিগান, নিকারাগুয়া, চপলা।

উত্তর-আমেরিকা বড় শীতপ্রধান স্থান, ইহার অনেক স্থানে এত অধিক শীত যে, কেহ বাস করিতে পারে না, গমাদি কোন শস্যও জন্মায় না। এই সকল স্থানে কেবল শিকারীরা বন্য জন্তুর চর্ম্মের জন্য আসিয়া থাকে। সুবিধামত স্থান ধরিতে গেলে রিওব্রেভেডেল নর্টি হইতে কালিফোর্ণিয়ার উপদ্বীপের নিম্নস্থান পর্য্যন্ত।

শীতপ্রধান জায়গা হইলেও ইংরাজদের হাতে পড়িয়া উত্তর-আমেরিকার পূর্ব্ব দুরবস্থা ঘুচিয়া গেছে, এখন অনেক স্থান সমৃদ্ধিশালী সভ্যতার বাসভূমি।

দেশ ও তাহাদের রাজধানী ও নগর।

দেনিশ আমেরিকা—১ লিক্‌টেন কেলস্, জুলিয়েনসহাব।

ফরাসী অধিকার—২ সেণ্টপায়র।

রুষ " —৩ উত্তর আর্কেঞ্জল।

বৃটীশ আমেরিকা—৪ ইয়র্ক ফ্যাক্টরী ৫ টোরেণ্টো, হামিলটন, ৬ কুইবেক, ওটোয়া, ৭ ফ্রেডরিক্টন, সেণ্টজন, ৮ হালিফাক্স, ৯ সার্লেটন, ১০ সেণ্টজনস্, ১১ নিউওয়েষ্টমিনিষ্টর।

ইউনাইটেড্-ষ্টেটস্—১২ ওয়াসিংটন, বোষ্টন, নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া বল্টিমোর, রিচমণ্ড, চারলষ্টন, নিউ অর্লিন্স, সেণ্ট লুই, সিন্‌সিনাটি, পিটস্‌বর্গ, চিকাগো।

মেক্সিকো—১৩ মেক্সিকো ভেরাক্রুজ্, পিউব্লা, মেরিডা।

ওটোয়া নগরে চুম্বকপাথরের খনি আছে। টোরেণ্টোর বিশ্ববিদ্যালয় ও কুইবেক বাণিজ্যের স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। ওয়াসিংটনে রাজ্যের প্রধান কর্ত্তা থাকেন। এখানে জাতীয় সমিতি হইয়া থাকে। নিউইয়র্কে বাণিজ্য-ব্যবসা অধিক, এখানে নানাশাস্ত্রীয় ও নানা ভাষা শিখিবার বিশ্ববিদ্যালয় আছে। চিকাগোতে শস্যের আমদানী রপ্তানী হইয়া থাকে।

মধ্য-আমেরিকায় এই কএকটী দেশ আছে।

দেশের নাম	পরিমাণ	রাজধানী।
সান্সালভেডর	৯,৫০০	কজুতেপেক্।
নিকারাগুয়া	৪৪,০০০	গ্রাণাডা।
হণ্ডুরাস	৫৩,০০০	কোমাগাগুয়া।
গোয়াটিমালা	৫৯,০০০	নিউগোয়াটিমালা।
কষ্টারিকা	২৫,০০০	সন্জোশে।
মস্কিটো		ব্লুফিল্ডস্।
বৃটীশ হণ্ডুরাস		বিলিজ।

মধ্য-আমেরিকা উত্তর আমেরিকার সহিত একত্র ধর্ত্তা হইয়া থাকে। কেহ কেহ স্বতন্ত্র করিয়া লন।

দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরসীমা কারিব সাগর ও আটলাণ্টিক মহাসাগর; দক্ষিণ ও পূর্ব্বে দক্ষিণ মহাসাগর; পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর। উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্যে ৪,৫০০ মাইল, পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিক্ পর্য্যন্ত প্রস্থে ৩,০০০ মাইল, ভূমি-পরিমাণ প্রায় ৭৯,৮০,০০০ বর্গমাইল।

দেশ	শাসনপ্রণালী	পরিমাণ	রাজধানী।
১ বেনেজিউলা	সাধারণতন্ত্র	৪,১৬,৬০০	কারাকাস্।
২ বলিবিয়া	ঐ	৩,৭৪,৪৮০	চুকুইশাকা।
৩ ইকোয়েডর	ঐ	৩,২৫,০০০	কিটো।
৪ পেরু	ঐ	৫,৮০,০০০	লিমা।
৫ চিলি	ঐ	১,৭০,০০০	সাণ্টিয়াগো।
৬ কলম্বিয়া বৃটীশ		১,২০,০০০	বগোটা।
৭ পেটাগনিয়া		৩,৮০,০০০	পাণ্টাএরিনস্।
৮ বুয়েন আয়ার	সাধারণতন্ত্র	৬০,০০০	বুয়েন আয়ার।
৯ উরুগুয়া	ঐ	১২,০০০	মণ্টিভিডিও।
১০ পারাগুয়া	ঐ	৭৪,০০০	আসন্ সন্।
১১ লাপ্লাটা		৯,২৭,০০০	পেরাণা।
১২ ব্রজিল		২,৩০,০০০	রাইয়োজেনিরো
১৩ গুয়েনা (বৃটীশ)		৭৬,০০০	জর্জটাউন।
১৪ ঐ (ওলন্দাজ অধিকার)		৩৪,৫০০	পারামারিবো
১৫ ঐ (ফরাসী)		২১,৫০০	কেয়েন।
১৬ ফকলণ্ড দ্বীপপুঞ্জ		১৩,০০০	পোর্টলুই।

প্রধান সাগর ও উপসাগর—ভেরিয়ান্, পানামা, মারেকাইবো, গোয়াকুইল।

প্রণালী—মাগিলান।

প্রধান অন্তরীপ—হরণ, সেণ্টরোক।

দ্বীপ—ট্রিনিডাড, গালাপাগো, চিলো, জুয়ান ফর্ণান্ডেজ, চিলো, ওয়েলিংটন, ষ্টেটণ, অবোয়া, জর্জিয়া, মরুদ্বীপ, টেয়াডেলফিউগো, ফকলণ্ড, মর্যাক্সো।

পর্ব্বত—আণ্ডিস্ (ইহার উচ্চশৃঙ্গ একোন্কাগুয়া), পারিম।

আগ্নেয়গিরি—কোটাপাক্সি।

হ্রদ—মারেকাইবো, টিটিকাকা, সিল্বেয়ো, গুয়ানকেক।

নদী—অরিনকো, এসেকুইবো, মাগডেলানা, কলরোডো, লাপ্লাটা, পারাগুয়া, ফ্রান্সিস্কো, টোকাণ্টিন, আমেজন।

যোজক—পানামা। এই যোজক দ্বারা আমেরিকা উত্তর ও দক্ষিণ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

ওয়েষ্ট-ইণ্ডিয়া আমেরিকার একটী বিভাগ, এখানে অনেকগুলি দেশ ও নগর আছে।

দেশের নাম	বর্গমাইল পরিমাণ	রাজধানী
হায়েটি	১১,০০০	হায়েটি।
ডোমিনিকা	১৮,০০০	সান ডোমিনিগো।
কিউবা	৪২,৩৮৩	হাভানা।
পোর্টোরিকা	৩,৮৬৫	সানজুয়ান।
জামেকা	৫,৪৬৮	স্পানিস্ টাউন।
ট্রিনিডাড	২,০০০	মিউরটা।
উইণ্ডওয়ার্ড দ্বীপপুঞ্জ		ব্রিজটাউন।
বার্বাডো	১৬৬	"
সেণ্টভিন্সেণ্ট	১৩১	কিংস্টন।
টোবাগো	১৮৭	স্কারবরো।
সেণ্টলুসিয়া	২২৫	কাষ্ট্রীস্।
আণ্টিগুয়া	১৫৮	সেণ্টজন্স্।
মণ্টসেরাট্	৪৯	"
সেণ্ট-ক্রিষ্টোপার, আঙ্গুইলা	১০৩	বাসেটির।
নেভিস্	৩০	চার্লস্টাউন।
ভার্জীন দ্বীপপুঞ্জ	১৩৭	
ডোমিনিকা	২৯১	রোসু।
বাহামা দ্বীপপুঞ্জ	৫,৪২২	নসু।

দেশের নাম	অধিকার	বর্গমাইল পরিমাণ	রাজধানী
গোয়াডেলুপ	ফরাসী	৫০৪	বাসেটের।
মার্টিনিক	ফরাসী	৩৩২	পোর্টরয়াল।
সেণ্টমার্টিন উত্তর	ফরাসী	২১	
সেণ্টমার্টিন দক্ষিণ	ওলন্দাজ	১১	
কিউরেসোয়া	ওলন্দাজ	৫৮০	উইলেমষ্টড।
সাণ্টাক্রুজ্	ডিনেমার	৮১	ক্রিশ্চেনষ্টড।
সেণ্টটমাস্	ডিনেমার	৩৭	
সেণ্টজন্	ডিনেমার	৭২	

সেন্টবার্থেলমিউ (সুইস্)	২৫	লা সেরেনেজ্।
তুর্ক দ্বীপপুঞ্জ	৪০০	
বামুর্ডা দ্বীপ	৪১	হামিল্টন।

ওয়েষ্ট-ইণ্ডিয়া দ্বীপের ভূমি-পরিমাণ—প্রায় ৯১,৯১০ বর্গ মাইল।

আমেরিকার আদিম নিবাসী—দেখিতে তাম্রবর্ণ। এই জাতি আমেরিকার প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। দেখিতে কিছু খাট। ইহাদের ঠোঁট ও গাল কিছু বড় ও মোটা; চুল দেখিতে কাল ও লম্বা। কেহ কেহ মনে করেন, ইহারা মোগল জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের আদিম-নিবাস দক্ষিণ আসিয়া ছিল, বেরিংপ্রণালী পার হইয়া আমেরিকায় আইসে। আমেরিকা যখন স্পেনবাসীদের চক্ষে পড়িল, তখন ইহারা কেবল শিকার করিয়া বেড়াইত। যখন কলম্বস্ বহু কষ্টের পর ভারতবর্ষ মনে করিয়া আমেরিকায় পদার্পণ করেন, তখন তিনি এই জাতিকে দেখিতে পান। কলম্বস্ দেখেন ইহারা সকলেই উলঙ্গ, ইহাদের কেশরাশি পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে; কাহারও দাড়ী নাই, সকলের দেহ সুচিক্কণ। মুখশ্রী সমান, দেখিতে মন্দ নয়, হাবভাব নম্র অথচ ভয়যুক্ত। শরীর ঢেঙ্গা নয়, গড়ন সুন্দর। ইহাদের কোমল বদন ও দেহের কোন কোন অংশ চিত্র-বিচিত্র করে, তাহাতে আবার যখন সূর্য্যের কিরণ পড়ে বড়ই সুন্দর দেখায়। বস্তুতঃ ইহারা যেন প্রকৃতির সুকুমার শিশু, ভাল-মন্দ কাহাকে বলে জানে না। সদাই প্রফুল্ল, আবার আপনাপনিই কিছু সশঙ্কিত। ইহাদের লৌহাস্ত্র কিছুই ছিল না, কি প্রকারে লৌহাস্ত্র প্রস্তুত করিতে হয় তাহাও জানিত না। বেতের আগায় মাছের কাঁটা বিঁধিয়া তীর করিত; কাঠ পোড়াইয়া মুখের দিক্ ধারাল করিয়া লইত, তাহাই ইহাদের তরবার। ইউরোপীয়েরা ইহাদের রেড ইণ্ডিয়ান বলিয়া থাকেন। ইহারা সকলেই সূর্য্যোপাসক। প্রথমে যখন কলম্বস্ আমেরিকার কূলে উত্তীর্ণ হন, এই অসভ্যবাসিগণ কলম্বস্ ও তৎসঙ্গীদিগকে সূর্য্যালোক-প্রেরিত দেবদূত ভাবিয়া তাহাদের ভয় ও ভক্তি করিয়াছিল। তৎকালে আমেরিকার স্থানে স্থানে ইহাদের এক একজন রাজাও ছিল। ইহারা যদিও উলঙ্গপ্রায় থাকিত, কিন্তু ইহাদের গায়ে সোণাও শোভা পাইত। এখন সভ্যজাতির সহবাসে ইহারাও ক্রমে সভ্য হইয়া উঠিতেছে।

উত্তর আমেরিকায় ইণ্ডিয়ান, আজ্‌তেক ও এস্কুইমস্ এই তিন ভাগে প্রাচীন জাতি বিভক্ত হইয়াছে।

আজ্‌তেক অতি প্রাচীন জাতি, যদিও ইহাদের কোন প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় না। কিন্তু এইরূপ প্রবাদ আছে, ১৩ শত বর্ষ পূর্ব্বে তোল্‌তেক নামক এক সুসভ্য জাতি উত্তরাঞ্চল হইতে আনাহুয়াকে আসিয়া বাস করে। (আনাহুয়াকের বর্ত্তমান নাম মেক্সিকো।) তাহাদের নির্ম্মিত বিচিত্র অট্টালিকাদির ধ্বংসাবশেষ আজও স্থানে স্থানে পড়িয়া আছে। মহামারী, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি নানা কারণে তাহারা ঐ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যায়। খৃষ্টের দ্বাদশ শতাব্দীতে চিচেমেক্ নামে এক জাতি আসিয়া অনাহুয়াকে রাজ্য স্থাপন করে। ১৩ বর্ষ পরে আকলহুয়ান জাতি আসিয়া চিচেমেক্‌দের তথা হইতে তাড়াইয়া দেয়।

তৎপরে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে আজ্‌তেক জাতি আসিয়া আপনাদের রাজ্য বিস্তার করে। ইহারা আমেরিকার সকল অধিবাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শৌর্য্য, বীর্য্য ও সভ্যতা গুণে, চৌদ্দ শতাব্দীতে ইহারা প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। তৎকালে অঙ্কবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, শিল্প, রাজনীতি ও যুদ্ধ-বিগ্রহাদিতে ইহারাই আমেরিকার মধ্যে প্রধান ছিল। ব্যবহারের জন্য বস্ত্র, অলঙ্কার, ধাতুময় অস্ত্রাদি ও বড় বড় অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিত। ইহাদের উপাস্য দেবতা তেজ্‌কাতল-পোকা, আজ্‌তেক্‌রা বলে, ঐ দেবতা পৃথিবীর আত্মার স্বরূপ ও সৃষ্টিকর্ত্তা, মনোহর দিব্যপুরুষ জ্ঞানে তাঁহার ধ্যান করিতে হয়। ইহাদের মধ্যে নরবলি প্রথা প্রচলিত ছিল। ঐ দেবতার পূজা উপলক্ষে বিপক্ষপক্ষীয় এক সুলক্ষণ পুরুষকে ধরিয়া আনিয়া ঐ দেবতার সমক্ষে বলি দিত। বলিদানের সময় মহাসমারোহ। চারিজন স্থিরযৌবনা মনোহরা সুন্দরী যুবতী তেজ্‌কাত্‌ল-পোকার সেবায় নিযুক্ত থাকিত। সুবিজ্ঞ লোকেরা নৈবেদ্য, গন্ধদ্রব্যাদি লইয়া আসিত। পাঁচজন লোক বধ্য ব্যক্তির হাত পা ধরিয়া থাকিত, ষষ্ঠ ব্যক্তি লাল কাপড় পরিয়া এক পাথরের ছুরি লইয়া কামারের কাজ করিত। এই ছুরিকা দ্বারা হৃৎপদ্ম ছিন্ন হইয়া প্রাণ-বায়ু বাহির হইতে না হইতে, ঐ হৃৎপদ্ম সূর্য্যদেবকে দর্শন করাইয়া দেবতার সম্মুখে দেওয়া হইত। তাহার পর যে লোক যুদ্ধ হইতে এই নিহত ব্যক্তিকে ধরিয়া আনিয়াছিল, সে এই নরমাংসে ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করাইয়া স্ত্রীপুত্র পরিজনসহ মহাসমারোহে ভোজন করিত। কথিত আছে ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে, 'হুইট্‌জিলো পোটক্লি' দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠার সময়ে ৭২,৩৪৪ জন ব্যক্তিকে পূর্ব্বোক্তরূপে এককালে বলি দেওয়া হইয়াছিল। তেজ্‌কাতল-পোকার অধীনে আরও কতকগুলি দেবদেবী আছেন, আজ্‌তেকেরা তাঁহাদেরও পূজা করে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন সহরে আজ্‌তেক্‌বংশীয় একটী ১৭ বর্ষের বালক ও ১১ বর্ষের বালিকাকে লইয়া যাওয়া হয়।

তাহাদের দেখিতে কিছু খর্ব্ব। যে ব্যক্তি ইহাদের লইয়া যায়, সে বলে, ইক্সিমাগা নামক প্রাচীন নগরের লোকেরা ঐ বালক-বালিকাকে দেবতার ন্যায় পূজা করিত। কেহ কেহ বলেন, ইহারা অস্বাভাবিক জাতি।

এস্কুইমক্স বা এস্কিমস্ জাতি উত্তর আমেরিকার প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়। অনেকে বলেন, এই জাতি মোগল-জাতি হইতে উৎপন্ন। আবার কেহ কেহ বলেন, আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের সহিত অনেক সাদৃশ্য থাকায় ইহারাও ঐ জাতীয়। ল্যাথাম সাহেবের মতে এই একমাত্র জাতি উভয় মহাদ্বীপেই দেখা যায়। এস্কিমস্ শব্দের অর্থ আমিষাশী, ইহারা বোধ হয় কাঁচা মাংস ভক্ষণ করিত বলিয়া এই নাম হইয়া থাকিবে। আপনাদিগকে ইহারা ইনুইট অর্থাৎ লোক বলে। দশম শতাব্দীর স্কন্দনাভগণ ইহাদের ক্রেলিঙ্গার অর্থাৎ ধূর্ত্ত বলিত। এই জাতির যুবকদের ছোট ছোট দাড়ি হয়, গোঁফ দেখা যায় না। প্রাচীন লোকের গালভরা বড় বড় দাড়ি আর কটা গোঁফ দেখা যায়, ইণ্ডিয়ানদের একপ হয় না, তাহাদের দাড়ি গোঁফ নাই, জন্মিবামাত্র মূলোৎপাটন করিয়া ফেলে, সেজন্য ইণ্ডিয়ানদের দেখিতে মেয়েলী মেয়েলী। এস্কিমস্ জাতি পাঁচ সাড়ে পাঁচ ফিট্ পর্য্যন্ত বড় হয়। ইহাদের পুরুষেরা শিকার করিয়া বেড়ায়, মেয়েরা ঘরকন্না করে। মাংস খাওয়া সম্বন্ধে ইহাদের প্রায় বাছ-বিচার নাই। অনেকস্থলে রন্ধন না করিয়াই কাঁচা অবস্থায় উদরসাৎ করে। যে জন্তু খায়, অগ্রে তাহার নির্গত রক্ত চুমুক দেয়। রক্ত প্রায় টাট্‌কা টাট্‌কা পান করে। ইহারা বড় অপরিষ্কার ও উগ্র। মৃগ, পশু, পক্ষী ও মৎস্যের চর্ম্ম লইয়া আচ্ছাদন প্রস্তুত করে, উহাই স্ত্রী-পুরুষের গায়ের কাপড়। ইহাদের অনেক কুসংস্কার আছে। দুইটী দেবতা ইহাদের উপাস্য। ১৭২১ খৃষ্টাব্দে হান্‌এগেড্ নামক এক ব্যক্তি গ্রীনলণ্ডে গিয়া এই জাতির অনেককে খ্রীষ্টান করিয়া আসেন। ইহারা নিহত পশুর সদ্য রক্ত তৈল ও চর্ব্বির সঙ্গে মিশাইয়া এক প্রকার অন্নার প্রস্তুত করে, তাহাই ইহাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

এখন উত্তর আমেরিকায় নানা সভ্যজাতির বাস হইয়া পড়িয়াছে। ইউনাইটেড-ষ্টেট্‌সের সভ্য ইংরাজগণ পৃথিবীর মধ্যে এখন নানা বিষয়ে উচ্চ আসন লাভ করিয়াছে। পূর্ব্বে ইহারা ইংলণ্ড রাজ্যের অধিকারে ছিল, মধ্যে ইংলণ্ডবাসী ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ করিয়া ইহারা স্বাধীন হইয়াছে। ইহাদের দেশে রাজা নাই, রাজ্যের মধ্যে একজন বিজ্ঞ লোককে সকলে নির্ব্বাচন করিয়া রাজ্যের প্রধান পদ প্রদান করেন। এই প্রধান ব্যক্তিকে অধিবাসীর মত লইয়া কাজ করিতে হয়।

[ইউনাইটেড-ষ্টেট্‌সের জাতি প্রভৃতির বিবরণ Historical and Statistical Information respecting the History, Condition, and Prospects of the Indian Tribes of the United States, by H. R. Schooloraff LL. D. Philadelphia 1, 2, 3rd pt. দেখ।]

দক্ষিণ আমেরিকা—অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষের সহিত সংস্রব ছিল। এখানকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে রাম-সীতার উৎসব প্রচলিত আছে। [Asiatic Researches, Vol. XI.] এই স্থান অনেকে হিন্দুশাস্ত্রোক্ত পাতাল বলিয়া মনে করেন। দক্ষিণ আমেরিকার পেরু দেশ বহুকাল পূর্ব্বেও সমৃদ্ধিশালী ছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সেই সময়কে ইঙ্ক-পূর্ব্বকাল বলিয়া থাকেন। ইঙ্ক-পূর্ব্ব জাতিগণ সভ্যতায়, ভাষায় ও ধর্ম্মাচরণে দক্ষিণ আমেরিকার অপর জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল। তাহাদের শিল্প ও ভাস্করবিদ্যার পরিচয় প্রাচীন মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ হইতে পাওয়া যায়। ঐ সকল ভগ্ন মন্দির পেরুদেশের স্থানে স্থানে এখনও পড়িয়া আছে। টিটিকাকা হ্রদের তীরে টিয়া-হুনাকুর ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। ইহার দরজা একখানা পাথরে গাঁথা, এক একখানা উচ্চে ১০ ফিট্, বিস্তারে ১৩ ফিট্। ইহার একখান পাথরে পড়া থাম উচ্চে প্রায় ২২ ফিট্। মন্দিরের চারিদিকে খোদাই করা দেবমূর্ত্তি, এক একটী মূর্ত্তি লম্বে প্রায় ৩০ ফিট্। টিয়া-হুনাকুর ইতিহাস কিছুই পাওয়া যায় না, কোন সময়ে টিয়া-হুনাকুর নাম দেওয়া হইল, তাহা আজও স্থির হয় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন, ইঙ্কগণ টিয়া-হুনাকু এই নাম দিয়া থাকিবে। এই জায়গা সাগর হইতে ১২,৯৩০ ফিট্ উচ্চে। এখানে বায়ু প্রবল নয়। বোধ হয় ইঙ্ক-পূর্ব্বগণ এখানে রাজধানী করিয়াছিল। লিমা নগর হইতে প্রায় সাড়ে বার ক্রোশ দূরে পচাকমাক নামে একটী প্রাচীন নগর আছে, এখানকার বড় বড় মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিলে জানা যায়, ইঙ্ক-পূর্ব্বজাতি আস্তিক ছিল। 'পচা' পৃথিবী, 'কমাক' করা; অর্থাৎ পৃথিবী নির্ম্মাণকারী পরমেশ্বর তাহাদের উপাস্য দেবতা। পচাকমাকের মন্দিরে কোনরূপ মূর্ত্তি নাই, এজন্য অনেকে অনুমান করেন, তাহারা নিরাকার ও অব্যক্ত ঈশ্বরের পূজা করিত।

ইঙ্কদের উৎপত্তি-সম্বন্ধে কিছু নিশ্চয় বলা যায় না। ইণ্ডিয়ানরা বলে, মঙ্কো নামক প্রথম ইঙ্ক টিটিকাকা হ্রদের তীরে আগমন করেন, তাঁহার স্ত্রী মামা ওক্লো সেই সঙ্গে ছিলেন।

মঙ্কো পরিচয় দেন, তিনি ইন্তির (সূর্য্যের) আদেশে অসভ্য-জাতির পরিত্রাণের জন্ত আসিলেন। তাঁহার হাতে এক-গাছি সোণার ছড়ি ছিল। এই ছড়ি মাটিতে আঘাত করিলেই, পৃথিবী ফাঁক হইত; তিনি অন্তর্হিত হইতেন। মঙ্কো তখনকার অসভ্যদিগকে চাষ করিতে শিখাইলেন এবং বিশুদ্ধ ধর্ম্ম ও সমাজনীতি প্রচার করিলেন। মামা ওক্লো মেয়েদের শেলাই ও বোনা কাজ শিখাইলেন। তখন কুজ্‌কো নগর স্থাপন হইল। মঙ্কো প্রথম *ইঙ্ক হইলেন। তিনি কেবল শাসনকর্ত্তা এমন নহে, সকলের পিতা-স্বরূপ প্রধান পুরোহিত হইলেন। সকলে তাঁহার সুনিয়মে বদ্ধ হইল, অসভ্য সভ্য হইয়া উঠিল। মঙ্কো সূর্য্যের নিকট চলিয়া গেলেন। এই ঘটনা ১০৬২ খৃষ্টাব্দে হয়। মঙ্কো চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন।

এই সময় হইতে পেরুবাসীরা ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করিতে লাগিল। উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নিকটস্থ জাতিদিগের রাজ্যের উপর হাত পড়িল।

তুপক ইঙ্ক যুপনকুই (১১শ ইঙ্ক) বহুদূর অবধি রাজ্য-বিস্তার করেন। ১৪৫৪ খৃষ্টাব্দে তিনি চিলি রাজ্য অতিক্রম করিয়া মৌল নদী পর্য্যন্ত পেরুরাজ্যের দক্ষিণ সীমা স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র হয়না কপক্‌ আমেজন নদী পার হইয়া কুইটো রাজ্য অধিকার করেন। ১৪৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজপদ লাভ করেন।

আমেরিকার অবিষ্কার—খৃষ্টের দশম শতাব্দীতে স্কন্দ-নাভগণ মেসাচুসেট্‌স্‌ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করেন। কেহ কেহ বলেন ১১৭০ খৃষ্টাব্দে ওয়েল্‌স্‌ যুবরাজ মাডক পশ্চিম দিক্‌ ভ্রমণ করিতে যান। সাতদিনের পর তাঁহার জাহাজ ভার্জি-নিয়ার উপকূলে আসিয়া পৌঁছে।

১৪৯২ খৃষ্টাব্দে ৩রা আগষ্ট শুক্রবার কলম্বস্‌ ভারতবর্ষে আসিবার জন্ত যাত্রা করেন। নানাস্থান অতিক্রম করিয়া, নানা বিপদে পড়িয়া শেষে আমেরিকার উপকূলে আসিয়া পৌঁছিলেন। ১১ই অক্টোবর প্রথমে তিনি আমেরিকায় পদার্পণ করেন। তাঁহার প্রথম আবিষ্কার বাহামা। তিনি স্বর্ণের লোভে আমেরিকার অনেক স্থান ঘুরিয়া বেড়ান এবং সেই সেই স্থান আবিষ্কার করেন। তিনি স্পেন দেশ হইতে ৪ বার আমেরিকায় আসেন, এই চারিবারে হিস্‌পানিওয়ালা, কিউবা, জামেকা, হণ্ডুরাসের দক্ষিণ হইতে ভেরাগুয়ার উপকূল পর্য্যন্ত মধ্য আমেরিকা এবং ওরিনকো হইতে মারগরিটো অবধি দক্ষিণ আমেরিকা আবিষ্কার করেন। দক্ষিণ আমরিকা আসিবার সময় তাঁহার সঙ্গে আমেরিগো ভেস্‌পুচি ছিলেন। ভেস্‌পুচির পোতচালন বিষয়ে সন্তুষ্ট হইয়া কলম্বস্‌ তাহার নামানুসারে নূতন মহাদ্বীপের নাম আমেরিকা রাখিলেন।

কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের ১৫ বৎসর পরে পোন্‌স্‌ ডি লিওন নামে এক ব্যক্তি ফ্লোরিডা আবিষ্কার করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডরাজ সপ্তম হেন্‌রী ভিনিস্‌ নিবাসী গিয়োবন্নী কেবট ও তৎপুত্রকে আটলাণ্টিক আবিষ্কারের জন্য নিযুক্ত করেন, ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা নিউফৌণ্ডলণ্ড্‌ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে মাগেলন পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে আমেরিকার একটী প্রণালীতে আসিয়া উপস্থিত হন, তিনি এখানে প্রথম আসিয়াছিলেন বলিয়া উহার নাম মাগেলন প্রণালী হইল। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে স্কুটেন নামে একজন ওলন্দাজ কেপহরন্‌ আবিষ্কার করেন। ছয় বৎসর পরে লেমেয়ার ষ্টেটেন ও টৈয়াডেল্‌ ফিউগোর মধ্য দিয়া যাইবার সময় একটি হ্রদে গিয়া পড়েন, তাঁহার নামা-নুসারে ঐ হ্রদের নাম লেমেয়ার হয়। ইহার কিছুকাল পরে মাগেলনের কতকগুলি সঙ্গী ইউরোপে ফিরিয়া যান। তাহাদের মধ্যে ভেস্কাজনো ছিলেন। ফরাসীরাজ ১ম ফ্রান্সিস্‌ তাঁহাকে ইউনাইটেড্‌ ষ্টেটসের সীমান্ত আটলাণ্টিকের উপকূলের পথ আবিষ্কার করিতে পাঠান। দশবৎসর পরে উক্ত রাজার আদেশে পুনরায় জ্যাক্‌স্‌ কার্টার জলভ্রমণে বাহির হন। তিনি সেণ্টলরেন্স্‌ নামক উপসাগর ও হ্রদ খুঁজিয়া পান। ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে ড্রেক্‌সাহেব কালিফোর্ণিয়ার উত্তর ভাগ আবিষ্কার করেন। ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা সর্ব্বপ্রথম মিসিসিপিতে অবতরণ করেন। ১৭৭৯ ও ১৭৯৩ মধ্যে আলেক্‌জান্দর মেকেঞ্জি এখনকার বৃটীশ কলম্বিয়ার মধ্য দিয়া মেকিঞ্জি নদীতে আসিয়া পড়েন, তথা হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত আবিষ্কার করেন। এ ছাড়া ডেভিস্‌, বেফিন, লাঙ্কেষ্টার, হডসন্‌ প্রভৃতি ইংরাজগণ অনেক স্থান আবিষ্কার করেন। এখনও সকল স্থান আবিষ্কার হয় নাই, অনুসন্ধান চলিতেছে।

উপনিবেশ—ইউরোপীয়দের মধ্যে স্পেনবাসিগণ সর্ব্ব-প্রথমে আমেরিকায় উপনিবেশ করেন। এই উপনিবেশ স্থাপন করিতে তাহাদিগকে আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে অনেক বার যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। তন্মধ্যে মেক্সিকো ও পেরুর সমরই প্রধান। ১৫২৪ খৃষ্টাব্দে মেক্সিকো

* ইঙ্ক পেরুভীয় শব্দ ইহার প্রকৃত অর্থ সূর্য্য। তখনকার রাজাকে বুঝাইত।

স্পেনের অধিকারে আসে। ১৭৬৭ খৃঃ, স্পেনের হইয়া ফ্রান্সিস্কানরা আপার ক্যালিফোর্নিয়া অধিকার করেন। ১৮১৯ খৃঃ, ৪২০ অক্ষান্তর পর্য্যন্ত স্পেনের অধিকারভুক্ত হয়। পর্টুগালবাসীরা উপনিবেশ স্থাপনে তত যত্নবান্ ছিল না আসিয়াখণ্ডের উপরই তাহাদের লক্ষ্য ছিল। ১৫০০ খৃঃ, ব্রাজিল আবিষ্কার হইল, তাহার ত্রিশ বৎসর পরে পর্ত্তুগীজেরা এখানে উপনিবেশ স্থাপন করে। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে পর্টুগালের সঙ্গে ব্রজিলও স্পেনের অধিকারভুক্ত হয়। কিছুকাল পরে ব্রাগেঞ্জার সামন্তগণ ফরাসীরাজের আক্রোশে পড়েন, তাঁহারা এই স্থানে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। পঞ্চাশ বৎসর পরে ব্রজিল দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে একটী প্রবল স্বাধীন রাজ্য হইয়া উঠিল।

ফরাসীরা সেণ্ট্‌লরেন্স ও মিসিসিপের উপকূল সকল অধিকার করেন, তাঁহাদের উপনিবেশ স্থাপনের বড় ইচ্ছা ছিল না, ইংরাজদের সঙ্গে যুদ্ধ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। ফরাসী-অধিকার মধ্যে শাসনকর্ত্তাই সর্ব্বেসর্ব্বা, রাজ-নীতির চক্র নানা ভাবে ঘুরিতেছে। কাহারও তাহার উপর হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স ইংলণ্ডকে কানাড়া ছাড়িয়া দেন।

ইংরাজেরা উপনিবেশ স্থাপন করিতে সকল জাতি অপেক্ষা তৎপর। কিন্তু তাহারাই সর্ব্বশেষে আমেরিকায় আসিয়া-ছিলেন। ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে নিউ ফৌণ্ডলণ্ড্ ও ভার্জিনিয়াতে সর্ব্বপ্রথম ইংরাজ উপনিবেশ স্থাপিত হয়।

১৬২০ খৃষ্টাব্দে পিউরিটানরা মেসাচুসেট্‌স্ অধিকার করেন। ১৬৩৪ হইতে ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দ মধ্যে নিউ হামসায়র ও কনেক্‌টিকটে ইংরাজেরা আসিয়া বাস করিতে থাকেন। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা নিউইয়র্ক, নিউজার্শি ও ডেলাবর ওলন্দাজদের নিকট হইতে কাড়িয়া লন। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে সাউথ্ কেরোলিনায় ইংরাজরাজ্য স্থাপিত হয়। ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে জর্জিয়া ইংরাজের অধিকারে আসিল।

আমেরিকার ইংরাজগণ সকলেই স্বাধীনতা প্রয়াসী। তাহারা ইংলণ্ডের অধিকারে থাকিতে চাহিল না। এখন ইউনাইটেড ষ্টেটসের ইংরাজেরা সর্ব্বপ্রকারে স্বাধীন, তাহারা বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের শাসনে নাই।

উদ্ভিদ্ ও জন্তু,—আমেরিকার উদ্ভিদ্ ও মৎস্যাদি পুরাতন মহাদ্বীপ হইতে ভিন্ন। এখানে নানা জাতীয় বৃক্ষ জন্মে, তন্মধ্যে দেবদারু, ওক্, উইলো প্রভৃতি গাছই অধিক। চূড়াস্রজাতীয় এক প্রকার গাছ জন্মে, এই গাছ হিমালয় পাহাড়েও দেখা যায়। ধান, যব, রাই, গম প্রভৃতি শস্য জন্মে। এখানে জনার অধিক পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে শণ ও তিসি হয়। ৩৯° অক্ষান্তর মধ্যে তামাকের চাষ বেশী। ৩৭° অক্ষান্তরে তুলা জন্মে। নীলের চাষও হয়, বঙ্গদেশের মত অধিক জন্মে না। এখানে কলাগাছ অধিক বড় হয়, এখানকার লোকেরা কলা খাইতে ভালবাসে। আলু প্রচুর জন্মিয়া থাকে। মানিওক নামে এক প্রকার লতা আছে, তাহার শিকড় শুকাইয়া গুঁড়া করিলে ময়দার মত হয়, আমেরিকান্‌রা তাহার রুটি করিয়া খায়। চিলি দেশে আরারুট জন্মে। স্থানে স্থানে একজাতীয় নারিকেল, ইক্ষু বাদাম ও মুর্গা পাওয়া যায়।

এখন ইউরোপীয় সভ্যজাতির উৎসাহে আমেরিকায় নানা-জাতীয় ফল-ফুলের গাছ জন্মাইতেছে।

জন্তু নানাপ্রকার। তন্মধ্যে হরিণ, মহিষ (বাইসন), মেষ, বিবর, খরগোশ, কাঠবিড়াল, ছুঁচা, ইন্দুর বাদুড়, শজারু, ভল্লুক, খেঁকশিয়াল প্রায়ই দেখা যায়। এখানকার মাংসাশী জন্তু বড় ভয়ানক, নেকড়ে বাঘ ও জাগুয়ার নামক বাঘই অধিক। এখানকার হাতী, গণ্ডার সিন্ধুঘোটক পুরাতন মহাদ্বীপের মত। চিলি ও পেরুদেশে লামা ও আল্‌পাকা পাওয়া যায়। উত্তর আমেরিকায় অপোজম দেখা যায়।

আমেরিকার উষ্ণপ্রধান দেশে বানর থাকে, তাহারা অনেকটা আসিয়ার বানরের মত।

এখানে বড় বড় বাজপাখী ঈগল, চিল, পেঁচা, দাঁড়-কাক, কাক, চাতক বাঁশপাতা, চড়াই, নানা জাতীয় পায়রা প্রভৃতি খেচর পক্ষী আছে। হাঁস রাজহাঁস, পাতি-হাঁস প্রভৃতি জলচর পক্ষী পাওয়া যায়। আমেরিকার টুকন্ পক্ষী প্রসিদ্ধ।

এখানকার সাপের বিষ অধিক, উহা নানাজাতীয়। কচ্ছপ অনেক প্রকার।

নদীতে ছোট হইতে বড় বড় নানা প্রকার মাছ বেড়ায়। নিউফৌণ্ডলণ্ডের ধারে তিমি মাছ ধরা হইয়া থাকে।

মৌমাছিতে বড় বড় চাক্ বাঁধে, তাহাতে প্রচুর মধু হইয়া থাকে। এখানে নানাজাতীয় পিপীলিকা, তন্মধ্যে 'সাদা পিপড়া'ই অধিক।

আমোক্ষণ (ক্লী) আ-মোক্ষ ভাবে ল্যুট্। (পা ৩।৩। ১১৫। ধারণ।) পরিধান। (কেয়ূরামোক্ষণস্য চ। রামা ২। ২৩। ৩৯। ০। 'অঙ্গদধারণস্য' ইতি তট্টীকায় রামানুজ।)

আমোচন (ক্লী) আ-মুচ্-ল্যুট্। (পা ৩।৩। ১১৫।) পরিধান। সংযোগ।

আমোদ (পুং) আ-মুদ্-ঘঞ্। ১ প্রমোদ। আহ্লাদ। প্রীতি। (প্রমদোমুৎপ্রীত্যামোদাঃ। হেম ২।২৩৭।) ২ গন্ধ। (আমোদো গন্ধহর্ষয়োঃ। মেদিনী।)

আমোদন (ক্লী) আ-মুদ্ ল্যুট্। আমোদকরণ। প্রহর্ষজনন।

আমোদা, কৈমুর গিরিশিখরস্থ একটী গ্রাম। বাহুরিবন্দের সাড়ে তিন ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে। এখানে গোণ্ডদিগের রাজত্ব। এখানে স্বামী মরিলে পত্নী তাহার সহগামী হইয়া থাকে। সতীর বড় আদর, তাহাদের স্মরণার্থ সতী-স্তম্ভ স্থাপিত হয়। ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে গোণ্ডরাজ প্রেমনারায়ণের রাজত্বকালে একজন সহমৃতা হইয়াছিল, তাহার স্মরণস্তম্ভে তাহার পরিচয় সমস্ত খোদা আছে। [Cun, Arch, Reports IX. 39.]

আমোদিন্ (ত্রি) আমোদ-ইনি। হর্ষযুক্ত। গন্ধযুক্ত। (পুং) সুগন্ধি (আমোদী মুখবাসনঃ, ইষ্টগন্ধঃ সুগন্ধিশ্চ। হেম ৬।২৭।)

আমোষ (পুং) আ-মুষ্-ভাবে ঘঞ্। অপহরণ। ("যথা বিভ্যদামোষমভীষাদেবমেব যোহস্ম স্বর্গে লোকো জিতো ভবতি" শতপথব্রা ১২।৫।২।৮।)

আম্নাত (ত্রি) আ-ম্না-ক্ত। সুন্দর অভ্যস্ত। সম্যগধীত বেদাদি। কথিত। (ক্লী) আ-ম্না ভাবে ক্ত। সম্যগভ্যাস। ("যাজ্ঞিকৈর্যথাসমাম্নাতম্" অথর্ব্ব-প্রাতিশাখ্য ৪।১০৩।)

আম্নাতিন্ (ত্রি) আম্নাতমনেন (ইষ্টাদিভ্যশ্চ। পা। ৫। ২।৮৮) ইতি ইনি। কৃতবেদাভ্যাস। যিনি বেদ অভ্যাস করিয়াছেন।

আম্নান (ক্লী) আ-ম্না-ল্যুট্। বেদাদি পাঠ। বেদাদির অভ্যাস। ("শতৌদনাখ্যং কর্ম্ম কৃত্বা সাধয়েদিতি যাজ্ঞিকাম্নানম্"। *। 'আম্নানম্ পঠনম্।' অথর্ব্ব প্রা-ভাষ্যে ৪।১০১।)

আম্নায় (পুং) আম্নায়তে সম্যগভ্যস্ততে আ-ম্না কর্ম্মণি ঘঞ্। বেদ। শ্রাত। (শ্রুতিঃস্ত্রী বেদ আম্নায়স্ত্রয়ী। অমর ১।৬।৭ আম্নায়স্ত ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাং। জৈং সূং।) (আম্নায়ে স্মৃতিতন্ত্রে চ লোকাচারে চ সূরিভিঃ। ইত্যাদি। রঘুনন্দনতত্ত্বধৃতপুরাণ। *। আগম প্রধান তর্কশাস্ত্র। ইতি মনুভাষ্যে মেধাতিথি ৮।৮০॥) ভাবে ঘঞ্। ৩ সম্যগভ্যাস। সম্যক্ পাঠ। ৪ সম্প্রদায়। (অথাম্নায়ঃ সম্প্রদায়ঃ, অমর ৩।২।৭।) ৫ উপদেশ। (আম্নায়ো নিগমেঽপি চ উপদেশে মেদিনী) ৬ কুল। ৭ কুলক্রম। ৮ শিক্ষাদান। ৯ তন্ত্রশাস্ত্র। তন্ত্রে মহাদেব স্বয়ং বলিয়াছেন—

"মম পঞ্চমুখেভ্যশ্চ পঞ্চাম্নায়া বিনির্গতাঃ।
পূর্ব্বশ্চ পশ্চিমশ্চৈব দক্ষিণশ্চোত্তরস্তথা।
ঊর্দ্ধাম্নায়শ্চ পঞ্চৈতে মোক্ষমার্গাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

আম্ব (পুং) ধান্যবিশেষ। ("সত্যায়াম্বানাং চরুং বরুণায় ধর্ম্মপতয়ে" তৈত্তিরীয় সং ১।৮।১০।১।*। 'আম্বাঃ ধান্যবিশেষাঃ' সায়ন।) মান্দ্রাজে সাম্ব, নাগপুরে আম্বর (মোহর), বাঙ্গলায় আমন্ ধান বলে। এই ধান শীতকালে জন্মে। কৃষকেরা বৈশাখ মাসে ক্ষেতে লাঙ্গল দিয়া মাটি নরম করিয়া রাখে। বর্ষা আসিলে আমনের বীজ বপন করে। ঐ ক্ষেত তিনবার করিয়া চাষ দেয়। ভাল আমনের বীজের শিষ একটু বড় হইলে উহা অপর ক্ষেতে লইয়া ব'নে। বুনিবার আগে অপর ক্ষেতটী জলে পূর্ণ হয়, সেই সময় কৃষকেরা পুনঃপুনঃ মাটিতে লাঙ্গল দিতে থাকে। এই সময় ক্ষেত কাদায় বজ্‌বজে হয়। তখন শিষ উঠা ধান লইয়া এক হাত দেড় হাত অন্তর বসাইয়া দেয়। বেশী নামাল জমিতে বুনলে বর্ষার জলে অনেক নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। আমন্ ধান বাঙ্গালায় প্রচুর জন্মে, ইহা বঙ্গবাসীর জীবনস্বরূপ।

আমন্ ধানের এই কয়েক প্রকার সংস্কৃত পর্য্যায়—শালি, মধুর, রুচ্য, ব্রীহিশ্রেষ্ঠ, নৃপপ্রিয়, ধান্যোত্তম, কৈদার, সুকুমারক, রক্তশালি, কলম, পাণ্ডুক, শকুনাহৃত, সুগন্ধক, কর্দ্দমক, মহাশালি, দূষক, পুষ্পাণ্ডক, পুণ্ডরীকা, মহিষ-মস্তক, দীর্ঘশূক, কাঞ্চনক, হায়ন, লোধ্রপুষ্পক, কলামক, পুণ্ড্র, লোহিত, গরুড়, শকনীহৃত, সুগন্ধিক, পূর্ণচন্দ্র, প্রমাদক, শীতভীরু, কাঞ্চন, পাণ্ডুগৌর, শারিবা, রোধ্রপুষ্প, দীর্ঘলতা, মহাদূষক।

[রাজনির্ঘণ্ট, ভাবপ্রকাশ ও মদনবিনোদনিঘণ্টু।]

বৈদ্যশাস্ত্রের মতে এই ধান্যের গুণ—মধুর, স্নিগ্ধ, বলকারক মলের কাঠিন্য ও অল্পতা-কারক, কষায়, লঘুপাকী, রুচিকর, কণ্ঠ-স্বরপরিষ্কারক, শুক্র ও পুষ্টিকর, অল্পবায়ু ও কফকর, শীত, পিত্তনাশক ও মূত্রকর।

ক্ষেতে বীজ ছড়াইয়া দিবার পর চারা গজায়। এই চারা নাড়িয়া না পুঁতিলে যে ধান হয়, সে ধানের গুণ অল্প, কিন্তু যদি ঐ চারা তুলিয়া অপর স্থানে বুনা যায়, আর তাহাতে যে ফসল হয়, তাহা নূতন অবস্থায় শুক্রবর্দ্ধক এবং পুরাতন হইলে পরিপাক লঘু ও উপকারী। বৈদ্য-শাস্ত্র মতে, উহা মধুর, কষায়, শুক্রবৃদ্ধিকর, বলকারক, পিত্ত-নাশক, কফকর, গুরু ও ঠাণ্ডা। ইহাতে অধিক মল জন্মিতে পারে না। যে ক্ষেত চাষ দেওয়া হয় নাই, তাহাতে ধান জন্মিলে তাহার গুণ—অল্প তিক্ত, মধুর, কষায়, পিত্ত ও কফনাশক, বায়ু ও অগ্নিবর্দ্ধক।

চষা ক্ষেতের আমন ধান বলকর, মেধাজনক, গুরু, কফ ও শুক্রবর্দ্ধক, কষায়; ইহাতে মলের অল্পতা,

বায়ু ও পিত্ত নষ্ট করে। ক্ষেত পুড়িয়া গেলে যে আমন হয়, তাহা কষায়, লঘু, রুক্ষ, মল ও মূত্রকর; কফনাশক।

রক্তশালিকে এ দেশে দাদখানি ও মগধে দাউদখানি বলে। বৈদ্যশাস্ত্রের মতে ইহার গুণ—বলকর, ত্রিদোষ-নাশক, চক্ষুর পক্ষে উপকারী, মূত্র ও অগ্নিবর্দ্ধক এবং পুষ্টিকর। ইহাতে বর্ণ ও স্বর পরিষ্কার করে; পিপাসা, জ্বর, বিষ, ব্রণ, শ্বাস কাশ ও দাহ দূর হয়। [মদনবিনোদ-নিঘণ্টু ১০। ৭-৯ শ্লোঃ।]

এখন আমন্ ধান প্রায় পৃথিবীর সকল স্থানেই জন্মায়! ভারতবর্ষ ছাড়া, জাপান, চীন, সিংহল, ভারতমহাসাগরের দ্বীপসমূহ, ব্রহ্ম, শ্যাম, লোহিতসাগরের পার্শ্বস্থ স্থান, ইজিপ্ট, মাদাগস্কর, আফ্রিকার পূর্ব্ব দেশসকল, ইউরোপের দক্ষিণ, আমেরিকার ব্রেজিল, উরুগুয়া, পারাণা প্রভৃতি স্থানে আমনের চাষ হয়।

নেপালের আমন্ ঠিক্ বঙ্গদেশের মতন নয়, আকারে কিছু প্রভেদ দেখা যায়।

আমেরিকায় এখন উৎকৃষ্ট আমন্ জন্মাইতেছে। সকল স্থান অপেক্ষা বাঙ্গালা প্রদেশে অধিক আমন্ জন্মায়। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আমেরিকা হইতে ধান আনাইয়া মান্দ্রাজ প্রদেশের স্থানে স্থানে চাষ করাইতেছেন। হিমালয় প্রদেশের আমন্ এখন অযোধ্যা ও বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে চাষ হইতেছে।

আমন্ ধান নানাপ্রকার, তন্মধ্যে বাঙ্গালায় এইগুলি প্রধান—পেশোয়ারী, দাদখানি, আকুল্যা, করিমশাল, সুন্দর-শাল, চৈৎমল্লিক, গোবরামণি, কালাদেমা, কুমড়াজোল, মাটিচাউল, খেজুরছুরি, ধলসার, বয়ার বাঁট, দুধে বৌটা, ঝাঞ্জা, কামিনী, হোগলা, মরীচশাল, গন্ধমালতী, গন্ধবেণা, রাণীশাল, রামশাল, টিপুরামশাল, মেঘী, নৌলতা, তালমউর, গোপালভোগ, বনসুর, মহীপাল, পিপড়াশাল, কার্ত্তিকরাঙ্গী, বাঁশমতী, বেণাফুল, পরমান্নশালি, রাঁধনীপাগল, চন্দ্রহার, সীতাভোগ, রাজভোজ, হীরা, কালাঙ্গী, জুরিয়া, কালাপাণি, বনঘোঁটা, বোলদার, সাদাবোলদার, আমনলতা, পান্তারশি, মোরো, দ্বিকলা, পুদী, কালাফুল, লালকলসী, মুক্তাহার, ধোলা, বীরপালা, উত্তরমেঘী, দরমেঘী, পেনেটী, লোকমায়া, কৌয়া, শেকি বাজাল, কামিনীসরু, কামিনী বাজাল, চেনা-কানাই, গন্ধতুলসী, লতামুগ, দুর্গাভোগ, পোলদার, হেলেঞ্চা, মেঁকি, চাঁপা, হেলেগড়, ক্ষীরকোণ, তালমুগুর, হনুমান্ জটা, হাতিকানী, গড়িমরি, ঝাঁটিনাজর, কোম্, নোনা, কটকসরু, শালিগ্রাম, লাল কলমা, লক্ষ্মীবিলাস, সরুনাগরা, বালিদাব, কণকচুর, শীতলজীরা, সরুনটী, লতামন, সরুধলী, কাঁটারাঙ্গী, চিনাখানি, সিলেট, কান্দলা, তাওয়ারমণি, বালাম, পাটনাই, বাঁশফুলি, খাসকন্দ, ধূনাখোরা, জগন্নাথভোগ, কুসুমশাল, রাধাভোগ, গঙ্গাপাল, রামগৌর, খেজুরকাঁদি, দানাগৌর, মধুমাধব, চিনিশকর, খুদিখাস, বোথা, বারি, বন্‌কিন্, পর্ব্বতগিরি, চামরমণি, রোয়া কালা, আঙ্কুনি, সীতা, বাঁকতুলসী, চন্দ্রচৈত্রী, রায়গঞ্জ, বালাম, কমলভোগ, নিকড়াশাল, ধিকুখালি, বাকুই, মুরি ঠিক্‌দেশী, পারাঙ্গী, আমতানি, মাণিক কলমা, সুখদাস, কাঙ্গুই, মালকাঙ্গুই, কালু, কার্ত্তিকজাল, কালাজহরা, কালীজীরা, কেন্দুয়া, কেতক, কেশমুক্ত, কেওফুল, কুস্তিয়া গৈর, কুঞ্চ, গাউনপাট, খাটকোমরা, কুচিনারি, খোয়েমুগ্রী, গঙ্গাজলী, গর্চা, গোয়েমী, ঘরভাঙ্গা, ঘিভোজ, চাপরাশ, চেনাগাই, ছত্রভোগ, ছত্রমালা, ছোটমুন্সী, ছোট মস্তেশ, জামুরা, ঝিঙ্গাশাল, কালীকলমা দুধকলম, দুধলুচি, নালকোষ, নালভোগ, নারিকেলজীরা, নীলকানাই, নেংপাশা, পাখিরাজ, পাকুড়কানি, পাতিরাজ, পারিজাত, ফুলকুমারী, বাঁদরজাতা, বাঁশপাতি, নীলকানন, বেগুনক্ষীর, বেতি, বানরী, বৃন্দী, ভ্যাদা, ভাগলস্কর, ভোল-কুনাউর, মোষে সীতাভোগ, মোষে মুনার, মস্তেশ্বর, মালতী, মুনার চিকন, মেনি, রতন, রঙ্গেরগুরা, রাজপাল, রাজভোগ, রাজশাল, রসেন্দা, রুচি, রূপেশ্বর, লকুমা, লতামুনার, লক্ষ্মী-কাজল, লাম্, লালমাণিক, লোচুরা, লেচরা, শুমগ্রাসতা, শ্যামমুনার, স্বর্ণলতা, শণমুক্তা, সীতাভোগ, হিজলী, হিঙ্গুটি, লক্ষ্মীদিঘা, হুগলী, হলদী, আচড়া, কলমবিষ, কলুভোগ, খোলপাত, খাটখেমরা, কল্লি, খইয়ান, গঙ্গুগালি, গন্ধকস্তুর, গুয়ারেখী, গুয়াচুরি, চাউভোগ, ছোটো মস্তেশ্বর, ডিঙ্গামাণিক, নালভোগ, নেংপাশা, পক্ষীরাজ, বলেশ্বর, বাহরী, বুড়া-মস্তেশ্বর, বেগুনবীচি, বৌরি, মণ্ডল, রাজদা, রাজমোহন, সুগালতা, শকুড়ী খোয়া, সরুণাকানি, হল্‌দকোট, হিংলি, কাশ্মীরিজলী, পাণিপৎ, তিলকাফুর, মোনা, ক্ষীরশাপুৎ, হারলম্ফ, ফুলগুঞ্জিয়া, কালীমুগী, শঙ্করমুগী, বন্ধ্যামুগী, পাথ্‌রা মুগী, পক্ষীরাজ, লহাডাগা, মতিচুর, খুমান্, শূগপাণি, বেউর-কাল, ডালকুচ, কৈ জোর, শ্যাম্‌বাশ, জগদল, পাণিশাল, সূর্য্যমণি, কংসহার, হলিদা কোল, বিলার কলম, বংশী, গঙ্গলগরিয়া, পক্ষী, উঙ্গামারি, নাগজুম, পাণিয়া মাগুরা, কাঠঃ ডোল, হর্ণামগুরি, রাজমৌর, কৈজাকোর, গর্পা, ধল-গোরিয়া, দোবরশাল, দুগ্ধসার, সুখবসু, তুলসী গুঞ্জিয়া, জমির মাল, দোবরী চাঙ্গা, রাজবোকা, বনগজাতীর কাহি, জস্তা, সিরংটী, জেওয়া, বনমতি, মতিয়া, জিরুলী, সোণালী, আঁকরী, ফিরমলি, আম্বর মোহোর, রামকেল, চিনিকপুর,

মধুমালতী, বৈশুমবিবি, মুনিপালঙ্গ, বাদ্শাভোগ, দেওয়ানভোগ, ব্রাহ্মণনাকী, বনুলা, বেণিভোগ, চন্দনশাল, আকন্দশালী, আমনকালো, কালজিরা।

আম্ব (দেশজ,= প্রাকৃত অম্ব।) ১ আম্র। আঁব। আমগাছ ও তাহার ফলকে বুঝায়।

২ সম্প্রদায়বিশেষ। ছোট নাগপুরের আহীর, কোর্বা, কিশন মুণ্ডা সম্প্রদায়কে "আম্ব" বলা হইয়া থাকে।

আম্বতা, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের শাহারণপুর প্রদেশস্থ একটী নগর। পূর্ব্বে মোগলসৈন্যের আড্ডা ছিল। এখানে শাহ-আবুল মাস্‌লির সুন্দর সমাধি-মন্দির আছে। এখানকার পীরজাদারা নিষ্কর জমি ভোগ করিয়া থাকেন। এখানে বড় বড় ইটের বাড়ী আছে। এই নগর অক্ষাংশ ২৯° ৫১´ ১৫´´ উঃ, ও দেশান্তর ৭৭° ২২´ ৩৫´´ পূঃ মধ্যে।

আম্বরীষপুত্রক (পুং) অম্বরীষপুত্র-চতুরর্থ্যাং (গোত্রোক্ষ ইত্যাদি। পা। ৪।১।৩৯। ইতি বুঞ্। অম্বরীষের পুত্র।

আম্বরী তামাক, (অম্বুরী তমাক।) তামাকের সঙ্গে অপর গন্ধদ্রব্যাদি মিশাইলে আম্বরীতামাক হয়। বঙ্গদেশে গুড় মিশাইয়া কাটা তামাক কোন পাত্র মধ্যে পুরিয়া মাটির ভিতর পুতিয়া রাখে। বহুদিন পরে তাহা তুলিয়া লইলে ভাল আম্বরীতামাক হয়। তাহা কলিকায় সাজিয়া খাইতে হয়।

আম্বল (দেশজ, অম্লশব্দের অপভ্রংশ।) টক্।

আম্বষ্ঠ (পুং) অম্বষ্ঠস্যাপত্যং (শিবাদিভ্যোঽণ্। পা। ৪।১।১১২।) ইতি অণ্। অম্বষ্ঠের পুত্র বা কন্যারূপ অপত্য।

আম্বহলুদ, (আঁব্‌হলদি। আম্‌হলদী। আমহলুদ।) এক প্রকার গাছ (Curcuma Zedoaria)। এই গাছ চট্ট-গ্রাম, বাঙ্গালার পূর্ব্বাঞ্চল, কোচীন, কাঙ্গ্‌রা প্রভৃতি স্থানে জন্মে। বাঙ্গালার কোন কোন স্থানে ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ইহাকে কচুর বলা হয়।

সংস্কৃত ভাষায় ইহার এই কয়েকটী পর্য্যায়—কর্চ্চূর, দ্রাবিড়, কর্শ্য, দুর্লভ, গন্ধমূলক, বেধমুখ্য, গন্ধসার, জটাল, কল্পক, শটী।

বাঙ্গালা দেশে দোলযাত্রার সময় যে আবীর এত ছড়াছড়ি হয়, তাহা এই গাছের মূলকাণ্ড হইতে হইয়া থাকে। প্রথমে ইহার মোটা মূলকাণ্ড লইয়া শুকাইতে হয়, ভালরূপ শুকাইলে এমতি করিয়া গুঁড়া করিবে। পরে কিছুকাল জলে ভিজাইয়া রাখিবে, যখন দেখিবে যে জলের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, তখন পুনরায় শুকাইতে দিবে। শুকাইলে বকম কাঠের কাথ মিশাইবে। তৎপরে ইহার বর্ণ রাঙ্গা হইবে। ইহার আবীর উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের আবীরের মত হয়।

[আবীর দেখ।]

বোম্বাই বাজারে ইহার মূল আম্-হলদি নামে বিক্রয় হয়।

মূলের গুণ—সুগন্ধ, তেজস্কর ও বায়ুনাশক। হঠাৎ আঘাত লাগিলে কিংবা অধিক পরিশ্রমে শরীরের কোন গ্রন্থি ফুলিলে ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। দেশীয় কোন কোন চিকিৎসক পাকস্থলীর গোলমাল ঘটিলে, কখন কখন ব্যবহার করেন।

বৈদ্যশাস্ত্রের মতে ইহার গুণ কটু, তিক্ত, উষ্ণ, সুগন্ধ, কটুপাক, দীপক, রুচিকর, কুষ্ঠ, অর্শ, ব্রণ, শ্বাস, কাস, ক্রিমি, গুল্ম, বায়ু ও কফনাশক। [মদনাবিনোদনিঘণ্টু ৩৫৭।] কেহ বলেন, ইহা গলগণ্ডের পক্ষে উপকারী। মুখ খারাপ হইলে কেহ কেহ ইহার মূলকাণ্ড চিবাইয়া থাকেন। দেশীয় সুগন্ধির মধ্যে ইহার মূল ব্যবহৃত হয়।

ঐনস্লি প্রভৃতি কয়েকজন ডাক্তার এই গাছের অপর নাম নির্ব্বিষা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বৈদ্যশাস্ত্রের মতে নির্ব্বিষা স্বতন্ত্রজাতীয়। নির্ব্বিষার সঙ্গে এই গাছের কোন সংস্রব নাই। [নির্ব্বিষা দেখ।]

আম্বাৎ, (আমাৎ, আমাথ্, আমাঠ্)। বেহারপ্রদেশের একজাতীয় চাষী। আমাৎ জাতি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, ঘরবাইৎ ও বাহীওৎ। ঘরবাইৎরা অনেক দিনের প্রাচীন, ইহাদের মধ্যে কতকগুলি ডি (শ্রেণী) আছে,—নয়বার, নয়হন, পটেওয়ার, পরব্‌ওয়ার, ইত্যাদি। বাহীওতের ভিতর খবাস্, ঘীবিহার, সাধার ইত্যাদি উপাধি চলিত আছে। পাট্‌না, ত্রিহুত, দ্বারবঙ্গ, মজঃফরপুর, সারন্, চম্পারণ, মুঙ্গের, ভাগলপুর, রাজসাহী, দিনাজপুর, সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি স্থানে আমাৎ দেখা যায়। তাহারা প্রায় বড় লোকের চাকর।

আমাতের মধ্যে বাল্যবিবাহের প্রথা আছে। ইহারা শৈশব অবস্থায় পুত্র-কন্যার বিবাহ দিতে পারিলে আপনাকে মানী মনে করে। যাহাদের পয়সার বেশী অনাটন, তাহাদের পুত্রকন্যা কেবল পড়িয়া থাকে। বহুবিবাহ প্রথাও প্রচলিত আছে। স্ত্রীলোকের স্বামী মারিলে পতির জ্যেষ্ঠ সহোদর ছাড়া, অপর দেবরের সঙ্গে পুনর্ব্বার বিবাহ হয়। ইহাদের মধ্যে সতীর বড় আদর। ইহারা প্রায় সকলেই শাক্ত। কালীর নিকট পাঁঠা বলি দেয়। ইহাদের পাঁচটী উপাস্য দেবতা, ভবানী, গোঁসাইয়া, সোখা, বান্দী ও পেকুরাম। ভবানী দেবীকে পাণ, সুপারী, পরমান্ন ও কলা দিয়া পূজা করে। গোঁসাইয়ার কাছে শূকরের ছানা বলি হয়। তাহারা পিঠা দিয়া সোখার পূজা দেয়। বান্দীর

পূজা মিষ্টান্ন দ্বারা সম্পন্ন হয়। পেকুরাম আমাৎ জাতির সর্ব্বপ্রাচীন দেবতা, বহুদিন হইতে ইহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এই দেবতার পূজা করিয়া আসিতেছে। আশ্বিন মাসে আমাতেরা পিতৃপুরুষের উদ্দেশে তর্পণ করে। ব্রাহ্মণেরা ইহাদের জল গ্রহণ করিয়া থাকেন।

আম্বাদ, (অম্বাদ)। হায়দরাবাদের অন্তর্গত একটী তালুক। পরিমাণ ৮৬০ বর্গ মাইল। এই তালুকে ২৪১টী গ্রাম আছে। মাহাট্টাগণ ইংরাজের অধীনতা স্বীকার করিলে আম্বাদ প্রদেশ বৃটীশ অধিকারভুক্ত হয়। কিছুকাল পরে নিজামের রাজ্যভুক্ত হইল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে, আম্বাদ একটী স্বতন্ত্র জেলা হয়, ইহার অন্তর্গত এই কয়েকটী তালুক—পথরী, পুরস্তানী, জলনাপুর, নরসি, পৈঠন ও আম্বাদ। চারি বৎসর পরে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিল। আরঙ্গাবাদে জেলার প্রধান কাছারী উঠিয়া যায়, আম্বাদ তাহার তালুক হইল। ইহার প্রধান নগর আম্বাদ। এখানে কৃষকদের বাসই অধিক।

আম্বাদা, (আঁবাদা। আমাদা।) এক প্রকার গাছ। (Curcuma Amada)। বাঙ্গালায় ও ভারিতবর্ষের পাহাড়ে জন্মে। বর্ষার মাঝামাঝি এই গাছে ফুল হয়। এই গাছের মূলে হলুদের চেয়ে মোটা মোটা কাণ্ড হয়। উহার গন্ধ কচি আমের মত, এইজন্ত আমরা আমাদা বলি। হলুদের মত জন্মে বলিয়া হিন্দুস্থানীরা আম্‌হলদী বলিয়া থাকে।

সংস্কৃত ভাষায় ইহার এই কয়েকটী পর্য্যায়—কর্পূরহরিদ্রা, দার্ব্বী, ভেদা, আম্রগন্ধা, সুরভী-দারু, দারু, কর্পূরা, পদ্মপত্রা, সুরভী, সুরনায়িকা, আম্রগন্ধি, হরিদ্রা। বৈদ্যশাস্ত্রের মতে আমাদার গুণ—মধুর, তিক্ত ও পিত্তনাশক। ইহা বড় ঠাণ্ডা। ইহাতে সকল প্রকার চুলকণা নষ্ট হয়। (ভাবপ্রকাশ।) পেট গরম হইলে ডাক্তারেরা বিশ গ্রেণ হইতে দুই ড্রাম পর্য্যন্ত আমাদার রস ব্যবহার করেন। স্পিরিট ও ডিমের শ্বেতলালার সঙ্গে আমাদার রস মিশাইয়া প্রয়োগ করিলে পুরাতন বাতাদি ভাল হয়।

বাঙ্গালায় আমাদার আম্বল ও চাট্‌নি খাইয়া থাকে।

আম্বেল, পেশোয়ার প্রদেশের উত্তর-পূর্ব্বে একটী গিরিপথ। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে এখানে ওহাবী মুসলমানদের সঙ্গে ইংরাজদের যুদ্ধ হয়।

আম্বিকেয় (পুং) অম্বিকায়া অপত্যং (শুভ্রাদিভ্যশ্চ। পা। ৪।১।১২৩) ইতি ঢক্। ধৃতরাষ্ট্র। অকালে বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যু হইলে সত্যবতীর আদেশে ব্যাসদেব অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের উৎপাদন করেন। [এই ব্যাপার মহাভারতের আদিপর্ব্বে ১০৬ অধ্যায়ে বিবৃত আছে।] অম্বিকায়া দুর্গায়া অপত্যং। ২ কার্ত্তিকেয়।

৩ পর্ব্বতবিশেষ। শাকদ্বীপের মধ্যে। এই পর্ব্বতে হিরণ্যাক্ষ বধ হয়। ইহার বর্ষের নাম মৈনাক। (মৎস্যপু: ১২২ অঃ—১৬,২৫ শ্লোঃ।)

আম্ভসিক (পুং) অম্ভসা বর্ত্ততে ঠক্। মৎস্য।

আম্ভি (ত্রি) অম্ভসো জাতাদি (বাহ্বাদিভ্যশ্চ। ৪।১।৯৭। ইতি ইঞ্ সলোপশ্চ।) জলজাতাদি। যাহা জলে জন্মে।

আম্র (পুং) অম-গত্যাদিষু (অমিতম্যোর্দীর্ঘশ্চ। উণ্। ২।১৬। ইতি রন্ দীর্ঘশ্চ।) স্বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ। চূত। আম্র। (আম্রশ্চূতোরসালোঽসৌ। অমর।) (ক্লী) আম্রস্য ফলং অণ্। (ফলে লুক্। পা। ৪।৩।১৬৩ ইতি অণো লুক্) আম্রফল।

বৈদ্যশাস্ত্রের মতে কচি আম্রের (বোল) গুণ বায়ু, রক্ত ও পিত্তকারী, কষায়, অম্ল, সুগন্ধি। ইহাতে কফ ও আমাশয় নষ্ট হয়। আধ পাকা আধ কাঁচা আমের গুণ পিত্তকারী। পাকা আমে বর্ণ, রুচি, মাংস, শুক্র ও বল হয়। পিত্ত ও বায়ু নষ্ট করে; ইহা স্বাদু, তুষ্টিকর, অধিক ধাতুকর, হৃদ্য, গুরু, তৃপ্তি ও কান্তিজনক, তৃষ্ণা ও শ্রম দূরকারী। মধু দিয়া আম্র খাইলে ক্ষয়রোগ, প্লীহা, বাত ও শ্লেষ্মা নিবারিত হয়। আমের পাতা রুচিকারী, কফ ও পিত্তনাশক। ফুল রুচি ও অগ্নিবৃদ্ধিকর। আমের খোসা কষায়, অম্ল, ভেদক, কফ ও বাতনাশক। চোষা আমের গুণ বড় রুচিকর, বলবীর্য্যকারী, লঘু, শীতল, সারক, বাতপিত্তনাশক। ইহা শীঘ্র পরিপাক হয়।

ছেঁকা আমের গুণ—গুরু, রুচিকর, হৃদ্য, তৃপ্তিজনক, কফকর, বাতপিত্তনাশকারী। খণ্ড আমের গুণ—গুরু, পুষ্টিকর, রোচক, মধুর, বলকারী, শীঘ্র পাক হয় না।

আমের কসি কষায়, অম্ল, ভেদক, কফবাতনাশক। অধিক আম খাইলে মন্দাগ্নি, রক্তাময়, চক্ষুরোগ ও বিষমজ্বর হয়।

[অম্র শব্দে অন্য বিবরণ দেখ।]

আম্রগন্ধক (পুং) আম্রস্যেব গন্ধো যস্য বহুব্রী। ইতি কপ্। ১ সমষ্টিল বৃক্ষ। শাকবিশেষ। ২ আমাদা।

আম্রগন্ধা, } (স্ত্রী) মূলকাণ্ড প্রসিদ্ধ বৃক্ষবিশেষ।
আম্রগন্ধি } আম্বাদা। আমাদা।

আম্রগুপ্ত (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিবিশেষ।

আম্রতৈল, আমতেল। কাঁচা আম খণ্ড খণ্ড করিয়া অথবা আস্ত চিরিয়া লঙ্কা বাটা, সরিষার গুঁড়া এবং লবণাদি মসলা পুরিয়া সরিষার তৈলে ফেলিয়া রাখিবে। ঐ তৈল মাখে

মাঝে রৌদ্রে দিবে। কিছুদিন পরে আমগুলি লবণসংযোগে তৈল মধ্যে পরিপাক হইবে। পরিপাক হইলে আমতৈল প্রস্তুত হয়। আমতৈল বড় উপাদেয় ও মুখ-রুচিকর।

বৈদ্যশাস্ত্রমতে আঁবতেলের গুণ—মধুর, অম্ল পিত্তকর, কফ ও বাতহর, রুক্ষ, সুগন্ধি ও উপকারী। [মদনবিনোদ-নিঘণ্ট, ৮।৪৮।]

আম্রপালী, একজন বৌদ্ধরমণী। বুদ্ধদেব যখন বৈশালীতে ছিলেন, ইনি তাঁহার বিশ্রামের জন্য একটী বাগান উপহার দেন। আম্রপালী বুদ্ধের স্মরণার্থ একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ফা-হিয়ান ও হিয়োনসিয়াং তাহার ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া যান। [Hardy's Manual of Buddhism গ্রন্থে বিস্তারিত জীবনী দেখ।]

আম্রপেশী (স্ত্রি) আম্রস্য পেশীব। শুষ্ক আম্রকোষ। আমশী। বৈদ্যশাস্ত্রের মতে আমশীর গুণ—অম্ল, কষায়, উষ্ণ, ভেদক, কফ ও বাতনাশক।

আম্রময় (ত্রি) আম্রস্য বিকারঃ অবয়বো বা বৃদ্ধিত্বাৎ ময়ট্। আম্রবিকার। আমসত্ব। আম্রের অবয়ব। [আম্রাতক দেখ।]

আম্ররসাকৃতি (স্ত্রী) আম্রস্যেবাকৃতিঃ স্বাদো যস্য বহুব্রী। পীতাখ্য রসালাবিশেষ।

আম্রবন (ক্লী) আম্রস্য বনং ৬তৎ। (প্রনিরন্তঃশরেক্ষু-প্লক্ষাম্রকার্য্যখদিরপীযূক্ষাভ্যোঽসংজ্ঞায়ামপি। পা। ৮।৪।৫। ইতি নিত্যং ণত্বং।) আম্রবৃক্ষসমূহাত্মক বন। আমগাছের বন।

আম্রাত (পুং) আম্রং আম্ররসং অততি আম্র অত-পচাদ্যচ্। আমড়া বৃক্ষ। (ক্লী) আম্রাতস্য ফলং অণ্। (ফলে লুক্। পা ৪।৩।১৬৩। ইতি লুক্।) আমড়া ফল।

আম্রাতক (পুং) আম্রইব অততি আম্র-অত-ণ্বুল্। আমড়া বৃক্ষ। (অথ দ্বৌ পীতনকপীতনৌ, আম্রাতকে। অমর ২।৪।২৭।) আম্রাতকস্য ফলং অণ্ (ফলে লুক্। পা ৪।৩।১৬৩।) আমড়া ফল। [আমড়া দেখ।] আম্রেণ তৎফলরসেন তকতে প্রকাশতে তদ্রসং মংতে বা আম্র আ-তক-পচাদ্যচ্। আমসত্ব।

"আম্রস্য সহকারস্য পটে বিস্তারিতো রসঃ।
ঘর্ম্ম শুষ্কো মুহুর্দত্ত আম্রাতক ইতি স্মৃতঃ॥" ভাবপ্রকাশ।

সদ্যগন্ধযুক্ত আমের রস বারম্বার ছেঁকিয়া দরমায় বা পাত্রে দিয়া রৌদ্রে শুকাইলে আম্রাতক হয়। [আমসত্ব দেখ।]

আম্রাতকেশ্বর (পুং) আম্রাতক ইব ঈশ্বরলিঙ্গমত্র। শাকং বহুব্রী। তীর্থস্থানবিশেষ। নর্ম্মদার উত্তরকূলে। এখানে মহাদেবের লিঙ্গ আছে। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, এই তীর্থে স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফল হয়। (মৎস্য-পু ১৭০ অঃ ৫ শ্লোঃ।)

আম্রাবতী (স্ত্রী) আম্র আম্ররসোঽস্ত্যস্যাং মতুপ্ মস্য বঃ (শরাদীনাঞ্চ। পা। ৬।৩।১২০। ইতি দীর্ঘঃ) নদীবিশেষ। আম্রাবতী নদীর জলের আস্বাদ প্রায় আমের রসের ন্যায়, তজ্জন্য ঐ নদীর নাম আম্রাবতী হইয়াছে।

আম্রাবর্ত্ত (পুং) আম্র আম্রবৃক্ষ ইব আম্রস্য গাবর্ত্ততে আম্র আ-বৃত-পচাদ্যচ্। আম্রাতক বৃক্ষ। আমড়া গাছ।

(ক্লী) আমড়া ফল। [ফলে লুকের সূত্র আম্রাতক শব্দে দেখ।] আম্রেণ আমরসেন আবর্ত্ত্যতে নিষ্পাদ্যতে। আম্র আ-বৃত-ণিচ্ কর্ম্মণি ঘঞ্। আমসত্ব।

"আম্রাবর্ত্তস্তৃষাচ্ছর্দ্দিবাতপিত্তহরঃ সরঃ।
রুচ্যঃ সূর্য্যাংশুভিঃ পাকাৎ লঘুশ্চ পরিকীর্ত্তিতঃ॥" ভাং প্রং।

দুগ্ধের সরের আকার আম্রাবর্ত্ত তৃষ্ণা, ছর্দ্দি, বাত ও পিত্তনাশক এবং রুচিকারী। রৌদ্রে পক্ব করিলে আমসত্ব হয়, ইহা পাকে লঘু।

আম্রিমন্ (ক্লী) অম্লরসোঽস্যাস্য—প্রজ্ঞাদিত্বাদণ্ দৃঢ়াদিগণে আম্র ইতি পাঠসামর্থ্যাৎ রলয়োরভেদস্বেন লস্য রত্ব তত আম্রস্য ভাবঃ। (বর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ ষ্যঞ্চ। পা। ৫।১।১২৩। ইতি ইমনিচ্) অম্লত্ব। বা ষ্যঞ্ (ক্লী) আম্র্য। অম্লত্ব। [উক্ত সূত্রস্থ দৃঢ়াদিগণে আম্র শব্দ দেখ।]

আম্রেড়িত (ত্রি) আ-ম্রেড় উন্মাদে ক্ত-ইট্। আম্র পুনঃ পুনঃ সকৃদুচ্চারণে। (যথা, এতদেব তদা বাক্যমাম্রেড়য়তি বাসবঃ। ইতি হরিবংশে।)

দুই তিনবার কথন। বারংবার উচ্চারণ (আম্রেড়িতং দ্বিস্ত্রিরুক্তং। অমর ১।৬।১২। আম্রেড়িতং ভর্ৎসনে। পা ৮।২।৯৫।)

আম্লকুচি, আমলকুচি। এক প্রকার গাছ। (Cæsalpinia digyna) হিমালয়ের পূর্ব্বাঞ্চলে, ভারতবর্ষের নানা স্থানে, পূর্ব্ব ও পশ্চিম উপদ্বীপসমূহে ও সিংহলে জন্মে। ইহার বীজে তৈল হয়, তাহা দীপে জ্বলে। ইহার শিকড়ের গুণ কষায়। কাস ও কফরোগসমূহে প্রয়োগ করা যায়।

আম্লবেতস (পুং) আম্লো অম্লরসযুক্তো বেতসঃ শাকং তৎ। অম্লবেতস বৃক্ষ। অম্লবেত গাছ। স্বার্থে সংজ্ঞায়াং বা কন্। আম্লবেতসক। তিন্তিড়া বৃক্ষ। তেঁতুল গাছ।

আম্লা (ক্লী) আ-সম্যক্ অম্লো রসো যস্যাঃ। তিন্তিড়ী বৃক্ষ। তেঁতুল গাছ।

আম্লিকা (ত্রি) আম্ল মনোজ্ঞাদিত্বাভাবে বুঞ্। অম্লরস

অম্লোদ্‌গার। তিন্তিড়ী বৃক্ষ। তেঁতুলগাছ। (তিন্তিড়ী ত্বাম্লিকা চিঞ্চা তিন্তিড়ীকা কপিপ্রিয়া।' বাচস্পতি। [আন্তিরূপ্রকশব্দে মনোজ্ঞাদিগণের সূত্র দেখ।]

আয় (পুং) আ-ইণ্‌ অচ্‌ বা অয় ঘঞ্‌। ১ লাভ। প্রাপ্তি। ২ ধনাগম। ৩ জ্যোতিষোক্ত লগ্নাবধি এবং রাশি অবধি একাদশ স্থান। ৪ বানভাণ্ডারপালক। অন্তঃপুররক্ষক। কর্ম্মণি অচ্‌ ঘঞ্‌। জমিদারী হইতে স্বামিপ্রাপ্ত লভ্য ধনাদি (কৃতরক্ষঃ সমোত্থায় পশ্যেদায়ব্যয়ৌ স্বয়ম্‌। যাজ্ঞবল্ক্য ১। ৩২৭। *।' তদস্মিন্‌ বৃদ্ধ্যায় লাভো শুল্কোপদাদীয়তে। পা ৪।১।৪৭। (গ্রামেষু স্বামিগ্রাহ্যো ভাগ আয়ঃ। সিং কৌং উক্ত সূত্রে।)

বেদে এই শব্দে 'আগমন' বুঝায়। (যথা, "আয়ে বামস্য সংগথে রয়ীণাম্‌।" ঋক্‌ ২।৩৮।১০ ; *। 'আয়ে আগমনে' সায়ণ।)

বাঙ্গালায় ইহা ক্রিয়াপদ,—সমান বা নীচ পদস্থ ব্যক্তিকে সম্বোধন করিবার সময় ব্যবহার হয়। তখন ইহার অর্থ 'আগমন কর' এইরূপ বুঝায়।

আয়ঃশূলিক (ত্রিং) অয়ঃ শূলেনার্থান্‌ অন্বিচ্ছতি। অয়ঃশূল-ঠক্‌। তীক্ষ্ণ কর্ম্ম দ্বারা অর্থকর। কড়া কথায় যিনি কার্য্যসিদ্ধি করেন। সাহসিক। *। অয়ঃ শূলদণ্ডাজিনাভ্যাং ঠক্‌ঠঞৌ। পা ৫।২।৭৬। অন্বিচ্ছা বুঝাইতে অয়ঃ-শূল এবং দণ্ডাজিন শব্দের উত্তর ঠক্‌ এবং ঠঞ্‌ প্রত্যয় হয়। আয়ঃশূলিকঃ যো মৃদুনোপায়েনান্বেষ্টব্যানর্থান্‌ রভসেনান্বিচ্ছতি। মহাভাষ্য। *। তীক্ষ্ণ উপায়োঽয়ঃশূলং তেনান্বিচ্ছতি আয়ঃশূলিকঃ সাহসিকঃ। সিং কৌং উক্ত সূত্রে।)

আয়জি [বৈ] (ত্রি) আভিমুখ্যেন ইজ্যতে আ-যজ ঔণাদিক ই প্রত্যয়ঃ। আঽইব্য। নিরুক্ত ৯।৩৬। সর্ব্বতো যজ্ঞসাধন। (আয়জী বাজসাতমা। ঋক্‌ ১।২৮।৭।)

আয়জিষ্ঠ [বৈ] (ত্রি) দেবতার সম্মুখ হইয়া যাগের বিষয়ীভূত। ("হোতৃণামস্যায়জিষ্ঠঃ। ঋক্‌ ১০।২।১। আয়জিষ্ঠ আভিমুখ্যেন দেবানাং যষ্টৃতমঃ। সায়ণ।)

আয়ত (ত্রি) আ-যম-ক্ত অনুনাসিক লোপঃ। ১ বিস্তৃত। দীর্ঘ। আ-যম-কর্ম্মণি ক্ত। ২ আকৃষ্ট। আকর্ষণযুক্ত। ৩ দৃঢ়। ৪ নিয়মিত।

আয়তচ্ছদা (স্ত্রী) আয়তো দীর্ঘচ্ছদঃ পত্রং যস্যাঃ বহুব্রী। কদলী। কলাগাছ।

আয়তন (ক্লী) আয়তন্তেঽত্র ধর্ম্মার্থং সাধবোঽত্র আ-যত আধারে ল্যুট্‌। দেবাদির বন্ধনস্থান। (পুণ্যেষ্বায়তনেষু চ। স্মৃতি।) আশ্রয়। বিশ্রামস্থান। যজ্ঞস্থান।

বেদে, দুই প্রকার আয়তন, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ। শরৎ, অনুষ্টুপ্‌, একবিংশতি স্তোম, এবং বৈরাজসাম, এই গুলি পৃথিবীর আয়তন। হেমন্ত, পংক্তি ত্রিণবস্তোম ও শাক্বরসাম এই গুলি অন্তরীক্ষায়তন। নৈয়ায়িকের মতে ১ অবচ্ছেদক, ২ প্রতিমা। ব্রহ্ম ও ভোট দেশের বৌদ্ধমতে, ষড়েন্দ্রিয় স্থান ; যথা—১ চক্ষু, ২ কর্ণ, ৩ নাসিকা, ৪ জিহ্বা, ৫ সমস্ত শরীর, ৬ মন। ভারতবর্ষের প্রাচীন বৌদ্ধগণ বারটী আয়তন প্রকাশ করিয়াছেন। বোধচিত্তবিবরণে লিখিত আছে—

"অর্থানুপার্জ্জ্য বহুশো দ্বাদশায়তনানি বৈ।
পরিতঃ পূজনীয়ানি কিমন্যৈরিহ পূজিতৈঃ॥
জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব তথা কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ।
মনো বুদ্ধিরিতি প্রোক্তং দ্বাদশায়তনং বুধৈঃ॥"

পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই বারটী আয়তন।

"দুঃখং সংসারিণঃ স্কন্ধাস্তে চ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
বিজ্ঞানং বেদনাসংজ্ঞা সংস্কারো রূপমেব চ॥
পঞ্চেন্দ্রিয়াণি শব্দাদ্যা বিষয়াঃ পঞ্চমানসম্‌।
ধর্ম্মায়তনমেতানি দ্বাদশায়তনানি তু॥"

(বিবেকবিলাস।)

আয়তস্তূ (ত্রি) আয়তং স্তৌতি আয়ত স্তু (কিব্‌ বচিপ্রচ্ছ্যায়তস্তুকটপ্রুজুশ্রীণাং দীর্ঘোঽসম্প্রসারণঞ্চ। বার্ত্তিক। পা। ৩।২।১৭৮।) আয়তস্তাবক। যিনি বিস্তৃতরূপে স্তব করেন।

আয়তি (স্ত্রি) আ-যা-ডতি। ১ উত্তরকাল। আগামিকাল। ২ আগমন। ৩ প্রভাব। কোষদণ্ডজ তেজ। ৪ ফলদান কাল। ৫ আয়াস। বিস্তার। ৬ সংযম। ৭ সঙ্গম। (আয়তিস্ত্রিয়াং দৈর্ঘ্যে প্রভাবাগামিকালয়োঃ। মেদিনী।) ৮ প্রাপণ। ৯ মেরুকন্যাভেদ। (বিষ্ণু-পু ১।১০।৩।)

আয়তী [বৈ] (স্ত্রী) আ যতী প্রযত্নে (ইন্‌ সর্ব্বধাতুভ্যঃ। উণ্‌ ৪।১১৮।) ইতি ইন্‌। বাহু। (নিঘণ্টু ২।৪।১।)

আয়তীগব (অব্য) আয়ন্তি গাবোঽত্র (তিষ্ঠদ্গুপ্রভৃতীনি চ। পা। ২।১।১৭। তিষ্ঠদ্গু প্রং অব্যয়ী।) গোষ্ঠ হইতে গরুর আগমনকাল।

আয়তীসম (অব্য) আয়ন্তি সমা অত্র তিষ্ঠদ্গু প্রং। অব্যয়ী।) বৎসের আগমনকাল। [আয়তীগব শব্দে সূত্র দেখ।]

আয়ত্ত (ত্রি) আ-যত-ক্ত। অধীন। বশীভূত। কৃতযত্ন। (অধীনো নিঘ্ন আয়ত্তোঽস্বচ্ছন্দো গৃহ্যকোঽপ্যসৌ। অমর ৩।১।১৬।)

আয়ত্তি (স্ত্রী) আ-যত ক্তিন্। ১ স্নেহ। ২ বশিত্ব। ৩ সামর্থ্য। ৪ প্রভাব। ৫ সীমা। ৬ শয়ন। ৭ উপায়। ৮ ইচ্ছা। (আয়ত্তিস্তু স্ত্রিয়াং স্নেহে বশিত্বে বাসরে বলে। মেদিনী।)

আয়থাতথ্য (ক্লী) ন যথাতথং তস্য ভাবঃ নঞ্‌ তৎ। ষ্যঞ্‌ বা পূর্ব্বপদবৃদ্ধিঃ। অনৌচিত্য। যাহার যেরূপ হওয়া উচিত সেরূপ না হওয়া। উত্তরপদ বৃদ্ধিপক্ষে অযাথাতথ্য এইরূপ প্রয়োগ হইবে তাহারও ঐ অর্থ।

আয়ন (ক্লী) অয়নমেব স্বার্থে অণ্, আ-অয়নং প্রাদিসং বা। সম্যক্ আগমন। "আয়নে তে পরায়ণে দূর্ব্বা রোহন্তু পুষ্পিণীঃ" ঋক্ ১০। ১৪২। ৮। 'আয়নে আগমনে।' সায়ন।) (ত্রি) অয়নস্যেদং অণ্। গ্রহগণের দক্ষিণায়ন বা উত্তরায়ণসম্বন্ধি গমন প্রভৃতি। জ্যোতিষপ্রসিদ্ধ আয়নবলনাদি কর্ম্ম।

আয়ন-বলনা, ক্রান্তিমণ্ডলের সাময়িক পরিবৃত্ত-বলনা। বলনা দুই প্রকার, আক্ষবলনা অর্থাৎ অক্ষসম্বন্ধীয় এবং আয়ন-বলনা অর্থাৎ অয়নসম্বন্ধীয়। গ্রহণগণনায় এই দুই প্রকার বলনা নির্ণয় করা আবশ্যক। নতজ্যাকে অক্ষজ্যা দ্বারা গুণ করিয়া গুণফলকে ত্রিজ্যা দ্বারা হরণ করিলে যে অঙ্ক লব্ধ হয়, তাহাই আক্ষবলনাজ্যা। এই জ্যা সম্বন্ধীয় চাপভাগ নির্ণয় হইলেই আক্ষবলনাংশ নির্ণয় হয়, অর্থাৎ সেই চাপভাগই আক্ষবলনাংশ। এই প্রকারে যে কোন জ্যোতিষ্কের গ্রহণ গণনা আবশ্যক তাহার স্থান নির্ণীত হয় এবং যে যে স্থান নির্ণীত হয়, তাহাতে ত্রিনরাশি অর্থাৎ ৯০ অংশ যোগ করিয়া যে ক্রান্তি গণিয়া লইতে হয়, তাহাই আয়ন-বলনা। (সূর্য্যসিদ্ধান্ত ৪। ২০-২৫ শ্লোক) [বলনা শব্দে বিস্তারিত বিবরণ দেখ।] পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদেরা বলেন যে, জ্যোতিষ্কগণের ক্রান্তি গণনা করিয়া তাহাদিগের সমানুক্রমণিকা প্রস্তুত করা অপেক্ষা তাহাদের লম্ব অনুসারে গণনা করিলে সুবিধা হয়, কারণ তাহাতে উত্তর ও দক্ষিণ ভেদের প্রয়োজন হয় না; আয়ন-বলনা গণনায় ক্রান্তিগণনার প্রয়োজন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

আয়্‌না (আরব্য = অয়্‌না।) আরসী।

আয়মন (ক্লী) আ-যম-ল্যুট্। বিস্তার। দৈর্ঘ্য। ণিচ্‌ ল্যুট্। নিয়মন। নিয়ম করান। দৃঢ় সঙ্কুচিত বস্তুকে আকর্ষণ করিয়া দীর্ঘীকরণ। বিস্তার করান (“যথা দৃঢ়স্য ধনুষ আয়মনম্।” ছান্দো-উ ১। ৩। ৫।)

আয়র্লণ্ড। ইউরোপের একটী দ্বীপ। ইহার উত্তরে, দক্ষিণে ও পশ্চিমে আটলাণ্টিক মহাসাগর। পূর্ব্বে নর্থ চানাল, আইরিস্ সাগর ও সেণ্টজর্জ্জচানাল, ইহাতে চারিটী প্রদেশ, ও বত্রিশটী জেলা আছে। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত আয়র্লণ্ডকে পুরাণোক্ত 'স্বর্ণপ্রস্থ' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এখানে স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনি ছিল। [As. Researches, Vol. VIII. p. 205. দেখ।] ইহার পূর্ব্বনাম আএরিন, হাইবার্ণিয়া, যুবর্ণ ইত্যাদি। ইহার প্রধান নগর ডবলিন।

আয়ল্লক (পুং) আ-যা-শতৃ আয়ৎ তং আয়ন্তং আগচ্ছন্তং লাতি গৃহ্লাতি আয়ৎ লা-ক ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্। উৎকণ্ঠা। (ঔৎসুক্যং রণরণকোৎকণ্ঠে আয়ল্লকারতী। হেম ২। ২২৮।)

আয়স (ত্রি) অয়সো বিকারঃ অণ্। লৌহময় (“অযচ্ছয়া বাহ্বোর্ব্বজ্রমায়সমধারয়ো।” ঋক্ ১। ৫২। ৮। *। আয়সঃ অয়োময় কবচযুক্তদেহঃ। সায়ন।)
(স্ত্রী) ঙীপ্। আয়সী। অঙ্গরক্ষণী। জালিকা। (জালিকা অঙ্গরক্ষণী। জালপ্রায়াহয়সী। হেম ৩। ৪৩৩।) অয় এব স্বার্থে অণ্। লৌহ। লোহা।

আয়বস। রাজাবিশেষ। (“ত্রয়ো রাজ্ঞ আযবসস্য জিষ্ণোঃ।” ঋক্ ১। ১২২। ১৫ *। আযবসস্য নর্কতঃ প্রাপ্তায়স্য এতন্নাম্নো রাজ্ঞঃ। সায়ন।)

আয়স্কার (পুং) অয়স্কার এব স্বার্থে অণ্। লৌহকার। কামার।

আয়স্ত (ত্রি) আ-যস্-ক্ত। ১ ক্ষিপ্ত। ২ ক্লেশিত। ৩ প্রাতিহত। ৪ তাক্ষীকৃত। ৫ আয়াসযুক্ত। ৬ ক্রুদ্ধ। (আয়স্তঃ ক্লেশিতে তেজিতে হতে। ক্রুদ্ধে ক্ষিপ্তেহপি। হেম।)

আয়স্থান (ক্লী) ৬-তৎ। লাভস্থান। রাজার শুল্কগ্রহণ স্থান। মণি প্রভৃতির আকর স্থান।

আয়স্থূণ (পুং স্ত্রী) আয়সময়ী স্থূণা লোহপ্রতিমা গৃহস্তম্ভো বা যস্য স আয়স্থূণঃ। তস্যাপত্যং (শিবাদিভ্যোহণ। পা। ৪। ১। ১১২। ইত্যণ্।) অয়স্থূণাপুত্র বা কন্যারূপ অপত্য। (“আয়স্থূণায়ান্তেবাসিন উক্তোবাচাপি” ইত্যাদি। বৃ-আরণ্যক ৬। ৩। ১৭)। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ আয়স্থূণী।

আয়স্যৎ (ত্রি) আ দিবা যসু যত্নে শতৃ। যত্নবিশিষ্ট। (“অযায়স্যন্ কষায়াক্ষঃ।” ভট্টি। ৫। ৮৩।)

আয়া (পর্ত্তুগীজ) দাসী। ধাত্রী। পর্ত্তুগীজদের আগমনের পর হইতে ভারতবর্ষে এই শব্দ চলিত হয়।

আয়া, (সংস্কৃত আর্য্য শব্দের অপভ্রংশ।) কাহারও মতে ইহা আর্য্যা শব্দের আর্ষপ্রাকৃতের রূপ। *। চণ্ডাচার্য্যের মতে আর্য্যা ও আয়া আত্মার এই উভয়রূপই সিদ্ধ হয়। আত্মীয়া। পিতামহী।

আয়াকোট, মলবার প্রদেশের একটী নগর। এই নগর অতি প্রাচীন। এইখানে সেণ্ট টমাস অবতরণ করেন। অক্ষা° ১০° ৩৬′ ১৫″ উঃ, দেশা° ৭৬° ৩১′ ১৫″ পূঃ।

আয়াতি (পুং) আ-যা-ক্তিচ্। হরিবংশোক্ত নহুষরাজার চতুর্থ পুত্র। প্রসিদ্ধ যযাতির সহোদর। অ-যা-ভাবে ক্তিন্।) আগমন। *স্থানান্তর গমন।

আয়ান (ক্লী) আ-যা-ল্যুট্। ১ আগমন। ("অশ্বিনাবামায়ানে বাজিনীবসূ।" ঋক্ ৮। ২২। ১৮। •।- আয়ানে গৃহং প্রতি আগমনে। সায়ন।) ২ স্বভাব। যাহার যে স্বভাব তাহা আজীবন থাকে, তজ্জন্য স্বভাবের নাম আয়ান হইয়াছে। (অবা) যান পর্য্যন্ত, গমন পর্য্যন্ত। বাহন পর্য্যন্ত।

আয়ান ঘোষ, শ্রীরাধার স্বামী।

আয়াপন্থী, সম্প্রদায় বিশেষ। কোন্ ব্যক্তি এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক, তাহার কিছু বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণ হইতে অতি নীচ জাতি পর্য্যন্ত এই সম্প্রদায়ভুক্ত দেখা যায়। আয়াপন্থীরা আয়ামাতার পূজা করে। পূর্ব্বে কেবল রাজপুতনার অসভ্য জাতিরাই আয়ামাতার পূজা করিত। কত দিন পূর্ব্ব হইতে যে আয়ামাতার পূজা চলিয়া আসিতেছে, তাহাও ঠিক জানা যায় না। খ্রীষ্টের যোড়শ শতাব্দীতে এই সম্প্রদায় বড় প্রবল হইয়াছিল। রাজস্থানে লিখিত আছে, ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে রাণা উদয় সিংহ একজন আয়াপন্থী ব্রাহ্মণের কন্যার প্রতি অনুরক্ত হন। ব্রাহ্মণ শুনিলেন তাহার কন্যা নষ্ট হইয়াছে। তখন তিনি কন্যার মৃত্যুর জন্য একটী যজ্ঞকুণ্ড কাটিয়া আয়ামাতার হোম করিতে বসিলেন এবং কন্যার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া নিজ গাত্র-মাংসের সহিত আয়ামাতার নিকট আহুতি দিলেন। তখন উদয় সিংহকে এই বলিয়া অভিশাপ করিলেন, যেন তিন প্রহর, তিন দিন ও তিন বৎসরের মধ্যে তাহাকে প্রতিফল ভোগ করিতে হয়। পরে ব্রাহ্মণ জলন্ত অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অভিশাপ বিফল হইল না, নির্দ্ধারিত সময়ে উদয়সিংহের মৃত্যু হইল। (Tod's Rajasthan, Vol. II. p. 31.)। আয়াপন্থী ব্রাহ্মণেরা মদ্যমাংসাদি গ্রহণ করেন।

আয়াপানা, এক প্রকার গাছ। (Eupotoriumayapana)। আমেরিকা হইতে এই গাছ ভারতবর্ষে আনীত হয়। ইহার শুষ্ক পাতা ও ডাঁটা ঔষধে লাগে। ইহার গুণ—ঘর্ম্মজনক ও বলকর। মরিচ সহরে ইহা চা পাতার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। আমেরিকায় পুরাতন জ্বরে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে।

আয়াম। (পুং) আ-যম-ঘঞ্। দৈর্ঘ্য। পরিমাণ বিশেষ। (দৈর্ঘ্যমায়াম আরোহঃ। অমর ২। ৬। ১১৪। •। ষট্-চতুর্দ্দ্বাঙ্গুলায়ামবিস্তারোন্নাতশালিনী। শার.তি.। হ্রস্ব এবং দীর্ঘ মহত্ত্বের অন্তর্ভূত বলিয়া সাংখ্যবাদীরা অণু ও মহৎ এই দুইরূপ পরিমাণ কহেন। বৈশেষিকেরা চারি প্রকার পরিমাণ স্বীকার করেন। যথা—স্থূল, অণু, হ্রস্ব ও দীর্ঘ। এটী অণু মহদাদির ন্যায় গুণ ও গুণী এ উভয় বাচী নহে, কিন্তু কেবল গুণমাত্রবাচী। (যম চায়াম। পা ২। ১। ১৬।) আ-যম-ণিচ্ অচ্। নিয়ম। প্রাণায়াম। (প্রাণায়ামত্রয়ং কৃত্বা কল্যমুখায় বৈ দ্বিজঃ। শব্দ।)

আয়াস। (পুং) আ-যস-ঘঞ্। অতিযত্ন।

"আয়াসশতলব্ধস্য প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সঃ।
একৈব গতিরর্থস্য দানমন্যা বিপত্তয়ঃ॥" (স্মৃতি)

আয়াসক (ত্রি) আ-যস-ণ্বুল্। আয়াসযুক্ত। যত্নবান্। আ-যস-ণিচ্ ণ্বুল্। আয়াসজনক।

আয়াসিন্ (ত্রি) আয়স্তি-আ-যস্-ণিনি। আয়াসযুক্ত।

আয়িন্ (ত্রি) আয়োঽস্ত্যস্য ইনি। লাভযুক্ত। মতুপ্ মস্য বঃ। আয়বান্। লাভাবশিষ্ট। ইন্-ণিনি। গমনকর্ত্তা। (স্ত্রী) ঙীপ্ আয়িনী। লাভযুক্ত স্ত্রী। গন্ত্রী।

আয়ী (গ্রাম্য) পিতামহী।

আয়ু (ত্রি) এতি গচ্ছতি ইণ্-গতৌ ছন্দসীণঃ। (উণ্ ১। ২। ইতি উণ্।) গমনশীল। জীবনকাল। (আয়ু জীবিত-কালো বা। অমর।) [বৈ] (পুং) ১ মনুষ্য। (নিঘঃ ২। ৩। ১৭॥) ২ অন্ন। (নিঘঃ ২। ৭। ২০॥) ৩ অনুহ্রাদপুত্র। (হরিবংশ ৩। ৭।) ৩ মণ্ডূকরাজ। (ভারত বন ১৯২। ৩৮।) ৪ কৃষ্ণের একজন পুত্র। (ভাগবত ১০। ৬১। ১৭।) ৫ উর্ব্বশী ও পুরূরবার পুত্র। ইঁহার পুত্র নহুষরাজ। (রাম ৭। ৫৬ অঃ।) (বহুল বচনাদ্ভাষায়ামপি প্রযুজ্যতে। জটা আয়ুরস্যেতি সমাসে জটায়ুঃ পক্ষিরাজঃ। ইতি উজ্জ্বলদত্ত)। [আয়ুস্ শব্দ দেখ।]

আয়ুক্ত (ত্রি) আ-যুজ্ কর্ম্মণি ক্ত। সম্যগ্ ব্যাপারিত। (আযুক্তকুশলাভ্যাঞ্চাসেবায়াং। পা। ২। ৩। ৪০। আযুক্তঃ ব্যাপারিতঃ। সিং কৌং উক্ত সূত্রে)। ঈষদ্‌যুক্ত। (আসেবায়াং কিং? আযুক্তো গৌঃ শকটে ঈষদ্‌যুক্তঃ। সিং কৌং উক্ত সূত্রে।) (ক্লী) আ-যুজ-ভাবে-ক্ত। সম্যগ্ নিয়োজন। সুন্দর ভাবে নিযুক্ত। আযুক্তমনেন ইষ্টাদিং ইনি। আযুক্তিন্। সম্যক্ নিয়োগকর্ত্তা।

আয়ুধ (ক্লী) আযুধ্যতেঽনেন। আযুধ করণে ঘঞর্থে ক। শস্ত্রমাত্র। প্রহরণ, হস্তমুক্ত ও যন্ত্রমুক্ত, এই তিন প্রকার আয়ুধ; তাহার মধ্যে যাহা হস্তে থাকে অথচ তাহা দ্বারা প্রহার করা যায় তাহার নাম প্রহরণ, যথা খড়্গ, তরবারি প্রভৃতি। যাহা হস্ত হইতে শত্রু উদ্দেশে নিক্ষেপ করা যায়, তাহার নাম হস্তমুক্ত, যেমন চক্র, বল্লম প্রভৃতি। যাহা ধনুঃ প্রভৃতি হইতে পরিত্যক্ত হয় তাহার নাম যন্ত্রমুক্ত, যেমন বাণ, বাটুল প্রভৃতি।

আয়ুধের ন্যায় প্রহরণের কার্য্যসাধক বস্তুকেও আয়ুধ কহে। যেমন নখায়ুধ, দণ্ডায়ুধ ইত্যাদি। (নখতুণ্ডায়ুধঃ খগঃ। ভট্টি। ৫। ১০৫।)

অতি পূর্ব্বকাল হইতে আর্য্যজাতি আয়ুধ ধারণ করিতেন, তাহার প্রমাণ আমরা ঋগ্বেদ হইতে প্রাপ্ত হই। ঋগ্বেদের ১। ৩৯। ২ ঋকে লিখিত আছে।

"স্থিরা বঃ সন্ত্বায়ুধা পরাণুদে বীলূ উত প্রতিস্কভে।"

অর্থাৎ আমাদের আয়ুধ সকল শত্রুদের অপনোদনার্থ দৃঢ় হউক। শত্রুদিগের প্রতিরোধার্থ কঠিন হউক।

তৎকালে ঋষিগণ যজ্ঞরক্ষার্থ আয়ুধ ধারণ করিতেন। অথর্ব্ব-বেদে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। (ঋষীণামস্ত্যায়ুধম্। অথর্ব্ব ৬। ১৩৩। ২।)

বৈদিক সময়ে সূর্ম্মী, ইষু ও ধনু এই কয়েকটী আয়ুধ প্রচলিত ছিল। (কৃষ্ণযজুঃ ১। ৫। ৬। ৭, ঐতরেয় ব্রা ৭। ১৯।) সূর্ম্মী লৌহনির্ম্মিত। ইহার অভ্যন্তরে ছিদ্র থাকে। ইহা অনেকটা বর্ত্তমান ছোট ছোট কামানের মত। একটী নিক্ষেপ করিলে শত লোক বিনষ্ট হয়।

অথর্ব্ববেদের সময়ে সীসকের গুলি পুরিয়া অস্ত্র নিক্ষেপ করা হইত;—

"সীসায়াধ্যাহ বরুণঃ সীসায়াগ্নিরুপাবতি।
সীসং ম ইন্দ্রঃ প্রাযচ্ছৎ তদঙ্গ যাতু চাতনম্।
যদি নো গাং হংসি যদ্যশ্বং যদি পুরুষম্।
তং ত্বা সীসেন বিধ্যামো যথা নোঽসো অবীরহা॥"

(অথর্ব্ব ১। ১৬। ২, ৪।)

রামায়ণ, মহাভারত ও তৎপরবর্ত্তী সময়ে ভারতবর্ষের আর্য্যেরা নানাপ্রকার আয়ুধ নির্ম্মাণ করিতেন। তন্মধ্যে এই কয়েকটী নাম পাওয়া যায়—শক্তি, তোমর, নালিক, ক্ষেপণ, ভিন্দিপাল, লগুড়, পাশ, চক্র, গদা, মুদ্গর, পিনাক, দন্তকণ্টক, ভুষণ্ডী, পরশু, গোশীর্ষ, লবিত্র, স্থূণ, অসি, প্রাস, সীর মুষল, পট্টিশ, পরিঘ, ময়ূখী, শতঘ্নী, দণ্ড, দণ্ডচক্র, ধর্ম্মচক্র, কালচক্র, ঐন্দ্রচক্র, শূল, ব্রহ্মশির, মোদকী, বরুণ-পাশ, বায়ু অস্ত্র, ক্রৌঞ্চাস্ত্র, শোষণ, বর্ষণ, নন্দন, গান্ধর্ব্ব, অবিদ্যা, বিদ্যা, হয়শির, গারুড়াস্ত্র, নাগাস্ত্র, বিলাপন, সন্তাপন, প্রশমন, প্রস্বাপন, জৃম্ভণ, নারচ, বজ্র, তুলাগুড়া, ইলী, খড্গা-পুত্রিকা, লবিত্র, আস্তর, কুম্ভ, মৌষ্টিক ইত্যাদি। [প্রত্যেক শব্দে তত্তদ্বিবরণ দেখ।]

আয়ুধধর্ম্মিনা (স্ত্রী) আয়ুধস্যেব ধর্ম্মোঽস্ত্যস্যা ইনি ঙীপ্। জয়ন্তী বৃক্ষ। যন্তীগাছ। জয়ন্তীবৃক্ষ রোগনাশনে আয়ুধস্বরূপ, তজ্জন্য তাহার ঐ নাম হইয়াছে।

আয়ুধন্যাস (পুং) আয়ুধানাং ন্যাসঃ। শ্রীপূজার অঙ্গন্যাস বিশেষ। সেই ন্যাসে তত্তৎ স্থানে তত্তৎ মন্ত্র দ্বারা হস্তক্ষেপ করিতে হয় বলিয়া উহার নাম আয়ুধন্যাস হইয়াছে। [তন্ত্রসারের শ্রীবিদ্যাপূজা প্রকাশে ইহার বিবরণ দেখ।]

আয়ুধাগার (ক্লী) ৬তৎ। রাজার অস্ত্র রাখিবার গৃহ। (ত্রি) আয়ুধাগারে নিযুক্তঃ (আগারান্তাট্‌ঠন্। পা। ৪। ৪। ৭০) ইতি ঠন্। আয়ুধাগারিক। রাজার অস্ত্রাগারে নিযুক্ত ব্যক্তি। মৎস্য-পুরাণে লিখিত আছে—যে ব্যক্তি, কোন্ অস্ত্র কিরূপে রাখিতে হয় এবং কোন্ অস্ত্র কি জাতীয় ইহার তত্ত্ব জানে এবং সর্ব্বদা সতর্ক থাকে ও কার্য্যদক্ষ হয়, তাহাকে রাজার আয়ুধাগারে নিযুক্ত করা যাইতে পারে।

আয়ুধিক (পুং) আয়ুধেন তদ্ব্যবহারেণ জীবতি ঠন্। শস্ত্রাজীব। যে শস্ত্র ব্যবহার দ্বারা জীবিত থাকে। পক্ষে (আয়ুধাচ্ছ চ। পা ৪। ৪। ১৪) ইতি ছ আয়ুধীয়। ঐ অর্থ। আয়ুধজীব প্রভৃতি শব্দও ঐ অর্থে ব্যবহৃত হয়। (শস্ত্রাজীবে কাণ্ডপৃষ্ঠায়ুধী-য়ায়ুধিকাঃ সমাঃ। অমর ২। ৮। ৬৭।)

আয়ুধিন্ (পুং) আয়ুধমস্ত্যস্য ইনি। শস্ত্রধারী।

আয়ুর্দা [বৈ]। আয়ুর্দাতা। (আয়ুর্দা আয়ুষো দাতা। ইতি বেদদীপে মহীধর ৩। ১৭।)

আয়ুর্দায় (পুং) আয়ুষো দায়ঃ দানং ৬তৎ। বলবিশেষে স্থিত ও যোগাদিদ্বারা রব্যাদি কর্ত্তৃক আয়ুর্দান আয়ুর্গণন। (আয়ু-র্দায়ে স্মৃতং প্রাজ্ঞৈর্নক্ষত্রং ষষ্টিনাড়িকং। স্মৃতি।)

আয়ুর্দ্রব্য (ক্লী) আয়ুঃ সাধনং দ্রব্যং শাকং তৎ। ঔষধ। ঘৃত। ঘৃত খাইলে আয়ুর্বৃদ্ধি হয়, সে জন্য চার্ব্বাক বলেন "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" ঋণ করিয়াও ঘৃত পান করিবে।

আয়ুর্যুধ্ [বৈ] (ত্রি) আজীবন যুদ্ধ কর।
("যে পথাং পথিরক্ষস ঐল বৃদা আয়ুর্যুধঃ।" বাজসনেয় সং ১৬। ৬০। আয়ুষা জীবনেন যুধ্যন্তে তে যাবজ্জীবযুদ্ধকরাঃ যদ্বা আয়ুর্জীবনং পণীকৃত্য যুধ্যন্তি তে আয়ুর্যুধঃ। মহীধর।)

আয়ুর্যোগ (পুং) উচিতস্যায়ুষো জ্ঞাপকো যোগঃ শাকতৎ। জ্যোতিষোক্ত গ্রহযোগবিশেষ। যে সকল গ্রহের যোগে উচিত আয়ুঃ হয়।

আয়ুর্ব্বৃদ্ধি (স্ত্রী) আয়ুষো বৃদ্ধিঃ ৬তৎ। দ্রব্য বিশেষের সেবন দ্বারা আয়ুর বৃদ্ধি। সর্ব্বদর্শনে আয়ুর্বৃদ্ধিকর কতকগুলি বস্তু লিখিত হইয়াছে। যথা—

"অভ্রকং তব বীজন্তু মম বীজন্তু পারদঃ।
অনয়োর্ম্মেলনং দেবি! মৃত্যুদারিদ্র্যনাশনং।"

(দুর্গার প্রতি শিববাক্য)

হে দেবি! অভ্র তোমার বীজ, পারদ (পারা) আমার বীজ এই, উভয়ের মিলন হইলে মৃত্যুকে এবং দারিদ্র্যকে বিনাশ করে। প্রাণায়ামেও সর্ব্ব-ব্যাধিক্ষয় ও পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। পূর্ব্বভুক্ত বস্তু জীর্ণ হইলে যদি ভোজন করা যায় এবং মল-মূত্রাদির বেগ ধারণ না করা যায়, তবে পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। সুশ্রুতমতে ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা ও সাহস পরিত্যাগ, সন্তোমাংস, অন্ন ভক্ষণ এবং রসায়ন সেবন, দুগ্ধ ঘৃত ও উষ্ণজল পান এগুলিও আয়ুর্বৃদ্ধিকর।

আয়ুর্ব্বেদ (পুং) আয়ুর্বিন্দতে জ্ঞায়তে লভ্যতে বা অনেন বিদ্ করণে ঘঞ্। চিকিৎসাশাস্ত্র।

আয়ুঃ সুখময় করিবার জন্য উহার হিতকর কি, অনিষ্টকর বা কি, পরিমাণ কত এবং স্বরূপই বা কিরূপ, এই সকল দুর্জ্ঞেয় বিষয় যে শাস্ত্র দ্বারা শিক্ষা করা যায়, তাহাই আয়ুর্ব্বেদ। মহর্ষি সুশ্রুতের মতে "আয়ুরস্মিন্ বিদ্যতে অনেন বা আয়ুর্বিন্দতীত্যায়ুর্ব্বেদঃ।" যাহাতে বা যাহার দ্বারা আয়ুঃ লাভ করা যায়, কিংবা যাহার দ্বারা আয়ুকে জানা যায়, তাহাকে আয়ুর্ব্বেদ বলে। ভাবমিশ্র লিখিয়াছেন—

"অনেন পুরুষো যস্মাদায়ুর্বিন্দতি বেত্তি বা।
তস্মান্মুনিবরৈরেষ আয়ুর্ব্বেদ ইতি স্মৃতঃ॥"

প্রয়োজন।—রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রোগ নিবারণ এবং সুস্থ ব্যক্তির স্বাস্থ্যরক্ষা আয়ুর্ব্বেদের প্রয়োজন।

আয়ুর্ব্বেদ কোন্ বেদের অন্তর্গত অথবা কোন্ বেদের উপাঙ্গ এ সম্বন্ধে কিছু মতভেদ আছে। যথা—

"সর্ব্বেষামেব বেদানামুপবেদা ভবন্তি। ঋগ্বেদস্যায়ুর্ব্বেদ উপবেদঃ। * * অথর্ব্ববেদস্য শস্ত্রশাস্ত্রাণি।" [চরণব্যূহ।]

সকল বেদের এক একটী উপবেদ আছে। ঋগ্বেদের উপবেদ আয়ুর্ব্বেদ। * * অথর্ব্ববেদের উপবেদ শস্ত্রশাস্ত্র অর্থাৎ শল্যতন্ত্র।

"ইহ খল্বায়ুর্ব্বেদো নাম যদুপাঙ্গমথর্ব্ববেদস্য।"

[সুশ্রুত সূত্রস্থান ১ অঃ]

সুশ্রুত বলেন, আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদের একটী উপাঙ্গ। কোন কোন পুরাণে দেখা যায়, ব্রহ্মা ঋক, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ববেদের সার লইয়া আয়ুর্ব্বেদ রচনা করিয়াছিলেন। মূল কথা, আয়ুর্ব্বেদের বীজ সকল বেদেই আছে। তাহার মধ্যে ঋগ্বেদে কিছু অধিক। কিন্তু বৈদ্যকগণ অথর্ব্ববেদেই অধিক নির্ভর করিয়া থাকেন। ইহার কারণ কি? মহর্ষি চরক লিখিয়াছেন—

"তত্র চেৎ প্রষ্টারঃ স্যুশ্চতুর্ণামৃক্‌সামযজুরথর্ব্ববেদানাং কঃ বেদমুপদিশন্ত্যায়ুর্ব্বেদবিদঃ? তত্র ভিষজা পৃষ্টেনৈবং চতুর্ণাং ঋক্‌সামযজুরথর্ব্ববেদানামাত্মনোহথর্ব্ববেদে ভক্তিরাদেশ্যা। বেদোহ্যাথর্ব্বণঃ। স্বস্ত্যয়ন-বলি-মঙ্গল-হোম প্রায়শ্চিত্তোপবাস-মন্ত্রাদি-পরিগ্রহাচ্চিকিৎসাং প্রাহ।"

[চরকে সূত্রস্থান ৩০ অঃ।]

যদি কেহ এরূপ প্রশ্ন করেন, আয়ুর্ব্বেদবেত্তারা ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব এই চারিবেদের মধ্যে কোন্ বেদ অবলম্বন করিয়া উপদেশ করিয়া থাকেন? তাহা হইলে চিকিৎসক ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব, এই চার বেদের মধ্যে অথর্ব্ববেদে আপনার ভক্তি থাকা ব্যক্ত করিবেন। যে হেতু অথর্ব্ব প্রোক্ত বেদে স্বস্ত্যয়ন, বলি, মঙ্গল, হোম, নিয়ম, প্রায়শ্চিত্ত, উপবাস ও মন্ত্রাদি স্বীকার করিয়া চিকিৎসাতত্ত্ব উপদেশ করেন।

সুশ্রুতে লিখিত আছে, প্রথমে ব্রহ্মা সহস্র অধ্যায় ও লক্ষ শ্লোকাত্মক আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশ করেন। তাঁহার নিকট প্রজাপতি, প্রজাপতির নিকট অশ্বিনীকুমারদ্বয়, তাঁহাদের নিকট ইন্দ্রদেব, ইন্দ্রের কাছে ধন্বন্তরি, তৎপরে সুশ্রুত আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন। লোকের মঙ্গলের জন্য ধন্বন্তরির কাছে শুনিয়া সুশ্রুতমুনি আয়ুর্ব্বেদ রচনা করিলেন। ব্রহ্মা আয়ুর্ব্বেদকে আট ভাগে বিভক্ত করেন। ("আয়ুর্ব্বেদ-স্তথাষ্টাঙ্গো দেহবাংস্তত্র ভারত।" মহাভা সভা ১১।১৩।) যথা, ১ শল্যতন্ত্র, ২ শালাক্যতন্ত্র, ৩ কায়চিকিৎসাতন্ত্র, ৪ ভূতবিদ্যাতন্ত্র, ৫ কৌমারভৃত্যতন্ত্র, ৬ অগদতন্ত্র, ৭ রসায়নতন্ত্র ও ৮ বাজীকরণতন্ত্র।

১। শল্যতন্ত্রে নানাপ্রকার তৃণ, কাষ্ঠ, পাষাণ, পাংশু, স্বর্ণাদি ধাতু, ছোট ছোট ইষ্টকাদি, অস্থি, কেশ, নখ ইত্যাদি শরীরে ঢুকিয়া এবং পূয় প্রস্রাব আদি বদ্ধ হইয়া পীড়াদায়ক হয়, তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য যন্ত্র, ক্ষার ও অগ্নি প্রস্তুত ও প্রয়োগ করিবার উপদেশ এবং নানা প্রকার রোগনির্ণয় করিবার উপায় আছে।

২। শালাক্যতন্ত্রে স্কন্ধসন্ধির উপরিস্থ রোগ সকলের অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, মুখ নাসিকা, জিহ্বা, দন্ত, ওষ্ঠ, অধর, গণ্ড, তালু ও আলজিহ্বা প্রভৃতি স্থানে যে সকল ব্যাধি হয়, তাহাদের বিনাশের উপায় লিখিত আছে।

৩। কায়চিকিৎসাতন্ত্রে জ্বর, অতিসার, রক্তপিত্ত, শোষ, উন্মাদ, অপস্মার, কুষ্ঠ, মেহ, প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গব্যাপী রোগের শান্তির উপায় আছে।

৪। ভূতবিদ্যাতন্ত্রে দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, পিতৃলোক পিশাচ, নাগ ও গ্রহাদি দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিদিগের আরোগ্যের উপায়স্বরূপ শান্তিকর্ম্ম ও বলিদানাদির বিষয় আছে।

৫। কৌমারভৃত্যে বালকের প্রতিপালন, ধাত্রীর দুগ্ধের দোষ-সংশোধন; স্তন্যদোষ ও গ্রহদোষ হইতে উৎপন্ন রোগের চিকিৎসা লিখিত আছে।

৬। অগদতন্ত্রে সর্প, কীট, লূতা, বৃশ্চিক, মূষিকাদি-দংশনজনিত বিষ, এ ছাড়া অপরাপর বিষের লক্ষণ এবং সেই সকল বিষস্পর্শ করিবার অথবা দ্রব্যসংযোগে ভক্ষণ করিয়া প্রাণিগণ নষ্ট হইলে তাহার উপকারের উপায় লিখিত আছে।

৭। রসায়নতন্ত্রে যুবার ন্যায় বলিষ্ঠ হইবার উপায়, পরমায়ু, মেধা, বল ইত্যাদি বৃদ্ধি এবং দেহ রোগমুক্ত করিবার উপায় বর্ণিত আছে।

৮। বাজীকরণতন্ত্রে অল্প অথবা শুষ্ক শুক্রের বৃদ্ধি করিবার নিয়ম, বিকৃত শুক্রকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনিবার উপায়, ক্ষয়প্রাপ্ত শুক্রের উৎপত্তি, ক্ষীণ শরীরে বলবৃদ্ধি করিবার উপায় এবং মনকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখিবার বিধান লিখিত হইয়াছে।

এই অষ্টাঙ্গের মধ্যে এখনকার দেহতত্ত্ব (Physiology), শারীরবিজ্ঞান (Anatomy) শস্ত্রবিদ্যা (Surgery), ভৈষজ্য ও দ্রব্যগুণতত্ত্ব (Materia Medica), চিকিৎসাতত্ত্ব (Practice of Medicine), রোগনিদান (Pathology), ও ধাত্রীবিদ্যা (Midwifery), প্রভৃতি বিষয় লিখিত আছে। এ ছাড়া এখনকার সদৃশ-চিকিৎসা-প্রণালী (Homeopathy), বিরোধি-চিকিৎসাপ্রণালী (Allopathy), ও জল-চিকিৎসাপ্রণালী (Hydropathy), প্রভৃতির বিধানও পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদের চিকিৎসাতত্ত্ব বৈদিক কাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

শারীরবিজ্ঞান ও অস্ত্রচিকিৎসা আয়ুর্ব্বেদের প্রথম অঙ্গের অন্তর্গত। যজুর্ব্বেদে অস্ত্রচিকিৎসার আভাস পাওয়া যায়। "হৃদয়াগ্রাগ্রেঽবদ্যতাৎ জিহ্বায়া অথ বক্ষসঃ" ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা যজ্ঞার্থ নিহত পশুর হৃদয়, জিহ্বা, বক্ষঃ, যকৃৎ, বৃক্ক (কে,) বামহস্ত, দুই পার্শ্ব, শ্রোণি, গুদনাল-মধ্যভাগ, বপা ও বসা প্রভৃতি অস্ত্রবিশেষের দ্বারা বাহির করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবার বিধি আছে। শস্ত্রবিদ্যা না জানা থাকিলে এই সকল কার্য্য কখনই সম্পন্ন হইতে পারে না। যজুর আরণ্যকে শারীরতত্ত্বের বিলক্ষণ আভাস রহিয়াছে।

"যথা বৃক্ষো বনস্পতিস্তথৈব পুরুষোঽমৃষা।
তস্য লোমানি পর্ণানি ত্বগস্যোৎপাটিকা বহিঃ।
ত্বচ এবাস্য রুধিরং প্রস্যন্দি ত্বচ উৎপটঃ।
তস্মাৎ তদা তৃণাৎ প্রৈতি রসো বৃক্ষাদিবাহতাৎ।
মাংসান্যস্য শকরাণি কিনাটং স্নাব তৎ স্থিরম্।
অস্থীন্যন্তরতো দারূণি মজ্জা মজ্জোপমাকৃতা।
যৎ বৃক্ষো বৃক্ণো রোহতি মূলান্নবতরং পুনঃ॥"

আবার অন্যস্থলে শিরাপ্রশিরা নামাদি লেখা আছে,—"য এষোঽন্তর্হৃদয়ে লোহিতপিণ্ডঃ। অথৈনয়োরেতৎ প্রাবরণম্। যদেতদন্তর্হৃদয়ে জালকমিব। অথৈনয়োরেষা সৃতিঃ সঞ্চরণীয়েষা। হৃদয়াদূর্দ্ধনাড়ী উচ্চরতি যথা কেশঃ সহস্রধা। * *। ভিন্ন এবেতাস্য হিতা নাম নাড্যোঽন্তর্হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিতাঃ।" [৬ অধ্যায় দেখ।] এ ছাড়া অথর্ব্ববেদীয় গর্ভ ও শারীরোপনিষদে শারীরবিজ্ঞান বিশেষ করিয়া কথিত হইয়াছে। [যজুর্ব্বেদীয় বৃহদারণ্যকে ১ অধ্যায় ও ৬ অঃ দেখ।] উদ্ভিদ্বিদ্যাও আয়ুর্ব্বেদের অন্তর্গত। উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব জানা না থাকিলে ঔষধের গুণাগুণ স্থির করা যায় না। প্রাচীন বৈদিক ঋষিগণ ওষধির বিষয় অবগত ছিলেন। ঋগ্বেদে লিখিত আছে—

"সুক্ষেত্রাকৃণ্বন্ননয়ন্ত সিন্ধূন্ধন্বাতিষ্ঠন্নোষধীর্নিম্নমাপঃ।"

(তাঁহারা) ক্ষেত্র সকল শস্যসম্পন্ন ও নদী সকল প্রেরণ করেন। জলবিহীন স্থানে ওষধি সকল এবং নিম্নস্থান জলময় হয়। (ঋক্‌সংহিতা ৪।৩৩।৭।) পুনরায়—"মধুমতীরোষধীর্দ্যাব আপো" অর্থাৎ ওষধি সকল, দ্যুলোকসমূহ ও জলসমূহ মধুযুক্ত হউক। (ঋক্ ৪।৫৭।৩।) এ ছাড়া "যা ওষধিঃ পূর্ব্বজাতা দেবেভ্যস্ত্রিযুগং পুরা। মনৈনু বভ্রূণামহং শতং ধামানি সপ্ত চ॥" ইত্যাদি বাজসনেয়-সংহিতার বচন দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। [দেহতত্ত্ব, শারীরবিজ্ঞান, শস্ত্রবিদ্যা, চিকিৎসাতত্ত্ব, রোগনিদান, ধাত্রী-বিদ্যা প্রভৃতি শব্দে বিস্তারিত বিবরণ দেখ।] মহাভারতে রোগহর, বিষহর, শল্যহর ও কৃত্যাহর এই কয় প্রকার আয়ুর্ব্বেদবিৎ চিকিৎসকের নাম পাওয়া যায়।

অশ্বায়ুর্ব্বেদ, গজায়ুর্ব্বেদ ও বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ নামে, আয়ুর্ব্বেদের কয়েকটী বিভাগ আছে। [অগ্নিপুরাণে ২৮১-২৯১ অঃ উক্ত আয়ুর্ব্বেদের বিবরণ লিখিত হইয়াছে।] মধুসূদন সরস্বতী কামশাস্ত্রকেও আয়ুর্ব্বেদের অন্তর্গত করিয়াছেন। (তৎকৃত প্রস্থানভেদ গ্রন্থ দেখ।) আয়ুর্ব্বেদের চিকিৎসাপ্রণালী গ্রীক, পারসিক ও আরব্য প্রভৃতি জাতির চিকিৎসাশাস্ত্র হইবার পূর্ব্বে গঠিত হয়। বহুকাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথমে উহার মূলোদ্ঘাটিত হয়, তৎপরে অপর জাতি সাদরে উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

উয়ুন উল্ অম্বা ফিতুল কাতুল অৎবা নামক গ্রন্থে

লিখিত আছে, অষ্টম শতাব্দীতে ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা বগদাদের রাজসভায় উপস্থিত হইয়া জ্যোতিষ ও আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দিতেন। সরক্, সর্সদ্ ও বেদান নামক তিনখানি আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ ভারতবর্ষ হইতে আরবদেশে নীত হয়। উক্ত তিনখানি গ্রন্থ চরক, সুশ্রুত ও নিদান নামের অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, ইহা দ্বারা স্পষ্ট জানা যাইতেছে, পাশ্চাত্য জাতিগণ ভারতবর্ষীয় আর্য্যদের নিকট হইতে আয়ুর্ব্বেদ প্রাপ্ত হয়। [Asiatic Res. Vol. XII. দেখ।]

আয়ুর্ব্বেদময় (পুং) আয়ুর্ব্বেদেন প্রচুরঃ আয়ুর্ব্বেদ প্রাচুর্য্যে ময়ট্। ধন্বন্তরি। ধন্বন্তরি প্রচুর আয়ুর্ব্বেদ জানিতেন, তজ্জন্য তাঁহার আয়ুর্ব্বেদময় এই নাম হইয়াছে।

আয়ুর্বেদিন্ (ত্রি) আয়ুর্বেদো বেত্তত্বয়াস্ত্যস্য ইনি। আয়ুর্বেদাভিজ্ঞ। চিকিৎসাশাস্ত্রবেত্তা। বৈদ্য।

আয়ুষজ্ (ত্রি) আয়ুনা সজতে আয়ু সঞ্জ-কিপ্ ষত্বং। আয়ুঃসম্বন্ধ।

আয়ুষ্ক (ত্রি) আয়ুষা কায়তি আয়ুষ-কৈ-ক। আয়ু দ্বারা প্রকাশমান। প্রশস্ত-আয়ুঃ।

আয়ুষ্কাম (ত্রি) আয়ুঃ কাময়তে আয়ুস্ কম্ ণিঙ্ অণ্ আয়ুরভিলাষুক। যিনি আয়ু ইচ্ছা করেন।

আয়ুষ্কৃৎ (ত্রি) আয়ুঃ করোতি—আয়ুস্-কৃ-কিপ্ তুক্ ষত্বং। আয়ুর্বৃদ্ধিকর। যদ্দ্বারা আয়ুর্বৃদ্ধি হয়। অত্র পারদাদি। [আয়ুর্বৃদ্ধি শব্দ দেখ] আয়ুষ্কর প্রভৃতি শব্দও ঐ অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

আয়ুষ্টোম (পুং) আয়ুঃসাধনং স্তোমঃ শাকং তৎ ষত্বং। আয়ুঃসাধন ঋক্‌সমুদায়াত্মক স্তোমবিশেষ। সেই স্তোমযুক্ত অতিরাত্রবিশেষ।

আয়ুষ্মৎ (ত্রি) প্রশস্তমায়ুরস্ত্যস্য আয়ুস্ মতুপ্ ষত্বং। প্রশস্তায়ুক। দীর্ঘজীবী। (পুং) বিষ্কুম্ভ হইতে তৃতীয় যোগবিশেষ। যথা, বিষ্কুম্ভ, প্রীতি, আয়ুষ্মান্ ইত্যাদি। (জ্যোতিষ)। আয়ুরিতি শব্দোঽস্ত্যস্য মতুপ্। আয়ুস্‌শব্দযুক্ত মন্ত্রবিশেষ। আয়ুষ্মৎ শব্দ ভবদাদি গণে পঠিত হইয়াছে, তজ্জন্য তাহা পরে থাকিলে প্রথমার্থেও তসিলাদি হইয়া থাকে; যথা তত আয়ুষ্মান্। তত্রায়ুষ্মান্ ইত্যাদি।

আয়ুষ্য (ত্রি) আয়ুঃ প্রয়োজনমস্য (স্বর্গাদিভ্যো যৎ। মহাভাষ্য।) ইতি যৎ। আয়ুঃসাধন আয়ুর্বৃদ্ধি শব্দোক্ত অত্র-পারদাদি দ্রব্য। প্রাণায়ামাদি কর্ম্ম। (পুত্রে জাতেঽরণিং মথিত্বা তস্মিন্নায়ুষ্য হোমান্ জুহোতি শ্রুতি)

আয়ুষ্যসূক্ত (ক্লী) কর্ম্মধা। (আয়ুষ্মানিতি শাস্ত্যর্থং জপ্য। তত্র সমাহিতঃ।) এই ছন্দোগপরিশিষ্টোক্ত আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধাদিতে পাঠ্য সূক্তবিশেষ।

আয়ুস্ (ক্লী) এতি গচ্ছতি অহরহঃ ইণ-গতৌ (এতেণিচ্চ। উণ্। ২।১১৯। ইত্যুসি নিপাতঃ ণিঃ।) জীবিতকাল। অথায়ুজীবিতাবধৌ। উণ-কো°। অ.যুর্জীবনং ইতি উজ্জ্বলদত্ত। পুরুষাদি ত্রি আদি আয়ুস্ শব্দের উত্তর নিপাতনে সমাসান্ত অচ্ প্রত্যয় হইয়া পুরুষায়ুষ, দ্ব্যায়ুষ, ত্র্যায়ুষ ইত্যাদি প্রয়োগ সিদ্ধ হয়। তাহার অচতুরেত্যাদি। পা। ৫।৪.৭৭ সূত্র অক্ষিভ্রুব শব্দে দেখ। মনুষ্যায়ুষ প্রভৃতি প্রয়োগ বাহুলক সমাসান্ত অচ্ প্রত্যয়সিদ্ধ।

"অরোগাঃ সর্ব্বসিদ্ধার্থাশ্চতুর্ব্বর্ষশতায়ুষঃ।
কৃতে ত্রেতাদিষু হ্যেষামায়ুর্হ্রসতি পাদশঃ॥" (মনু ১।৮৩)

সত্যযুগের লোকেরা নীরোগ ছিলেন এবং তাঁহাদের সকল কার্য্যই সিদ্ধ হইত ও তাঁহাদের পরমায়ু চারিশত বৎসর হইত, ত্রেতাদি যুগে পাদক্রমে পরমায়ু হ্রাস হইবে অর্থাৎ ত্রেতাযুগের লোকের তিন শত বৎসর, দ্বাপরযুগের লোকের দুই শত বৎসর, কলিযুগের লোকের একশত বৎসর পরমায়ু হইবে। পুরাণান্তরে সত্যাদি যুগে লক্ষ বৎসর প্রভৃতি যে পরমায়ুর কথা লেখা আছে, তাহা মনুবিরোধ হেতু অগ্রাহ্য।

প্রাণী প্রত্যহ ২১৬০০ শ্বাস ও উচ্ছ্বাসরূপ প্রাণক্রিয়া সমাধা করে। ৩৬০ দিন দ্বারা ঐ সংখ্যাকে গুণ করিলে ৭৭৭৬০০০ হয়, উহা এক বৎসরের। শ্রুত্যাদিতে পুরুষের স্বাভাবিক পরমায়ু একশত বৎসর নিরূপিত হইয়াছে, অতএব শত দ্বারা এই ৭৭৭৬০০০ গুণ করিলে ৭৭৭৬০০০০০ হয়, কাজেই মনুষ্যের জীবনকালে ৭৭৭৬০০০০০ সংখ্যক প্রাণক্রিয়া হইতে পারে। প্রাণায়ামাদি দ্বারা প্রাণবায়ুকে রুদ্ধ করিলে প্রাণক্রিয়ার অনুৎপত্তি হেতু, যতবার প্রাণক্রিয়া হইতে পারিত, সেই পরিমাণে পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। পূর্ব্বোক্ত প্রাণক্রিয়া সুস্থ ব্যক্তির পক্ষেই নিরূপিত হইয়াছে। রোগাদি উপসর্গে এবং শীঘ্র দৌড়াদৌড়ি হেতু অধিক প্রাণক্রিয়া সমাধা হয়, সেই হেতু পরমায়ুরও ক্ষয় হয়। পুরুষের একশত বৎসর পরমায়ুই স্বাভাবিক, কর্ম্ম ও কুপথ্যাদিবশত তাহার ন্যূনও হইয়া থাকে।

বেদাদিতেও মানুষের পরমায়ু শত বৎসর লিখিত হইয়াছে,—

"সমিধা যস্ত আহুতিং নিশিতিং মর্ত্ত্যো নশৎ।
বয়াবন্তং স পুষ্যতি ক্ষয়মগ্নে শতায়ুষং॥
(ঋক্‌সংহিতা ৬।২।৫।)

অর্থ—হে অগ্নি! যে মর্ত্ত্য সমিধ্ কাষ্ঠ দ্বারা তোমায় (মন্ত্র

সংস্কৃত) আহুতি পরিপুষ্ট করে, সে পুত্রপৌত্রাদি-সম্পন্ন গৃহে শত বৎসর আয়ুভোগ করে।

আয়েষা, মুসলমান-ধর্ম্মপ্রচারক মুহম্মদের তৃতীয়া পত্নী। আবুবকরের কন্যা। সাত বৎসর বয়সের সময় মুহম্মদের সঙ্গে বিবাহ হয়। মুসলমানগণ আয়েষাকে বড় ভক্তি করিয়া থাকেন। হিজরা ৫৮ শকে ইঁহার মৃত্যু হয়।

আয়োগ (পুং) আযুজ্যন্তে সর্ব্বত্র মঙ্গলাদৌ আ-যুজ্‌ ঘঞ্‌। ১ গন্ধমাল্যোপহার। ২ ব্যাপার। ৩ রোধ। (আয়োগে। গন্ধমাল্যোপহারে ব্যাপৃতিরোধয়োঃ। হেম।)

আয়োগব (পুং স্ত্রী) আয়োগং অপ্রশস্ত যোগং বাতি গচ্ছতি অযোগ-বা-ক ততঃ অয়োগব এব স্বার্থে অণ্‌। বৈশ্যাগর্ভে শূদ্রের ঔরসে জাত জাতিবিশেষ। (শূদ্রাদায়োগবঃ। ইতি মনু। ১০।১২।) ইহারা ছুতোরের কার্য্য করিতে করিতে এক্ষণে ছুতোর নামে বিখ্যাত হইয়াছে। (তক্ষত্বায়োগবস্য চ। মনু। ১০।৪৮) ইহারা পুত্র কার্য্যকরণে অক্ষম (১০।১৬।) (স্ত্রী) জাতিত্বাৎ ঙীপ্‌ আয়োগবী।

আয়োজন (ক্লী) আ সম্যক্‌ যুজ্যতে কর্ম্ম যেন আ-যুজ-ল্যুট্‌। উদ্যোগ। আহরণ। নৈয়ায়িক মতে, ১ কর্ম্ম, ২ ব্যাখ্যান।

আয়োজিত (ত্রি) আ-যুজ-ণিচ্‌ ক্ত লোপঃ। আয়োজনমস্য জাতং তারকাদিত্বাদিতচ্‌ বা। যাহার আয়োজন করা হইয়াছে। সম্যক্‌ সম্পাদিত।

আয়োদ (পুং) আয়োদস্যাপত্যং বাহুং অণ্‌। ধৌম্য মুনি।

আয়োধন (ক্লী) আ সম্যক্‌ যুধ্যন্তি যোদ্ধারোঽস্মিন্‌ আ-যুধ-আধারে-ল্যুট্‌। রণক্ষেত্র। যুদ্ধস্থান। ভাবে ল্যুট্‌। যোধন। যুদ্ধক্রিয়া। (যুদ্ধমায়োধনং জন্যং প্রধনং প্রবিদারণং। অমর ২।৮।১০৩।)

আর (পুং) আ-সম্যক্‌ ঋ গচ্ছতি কালবশাৎ আ-ঋ-কর্ত্তরি ঘঞ্‌ ১ মঙ্গলগ্রহ। গ্রীকদের জ্যোতিঃশাস্ত্রেও মঙ্গলগ্রহের নাম আরস্‌। ২ শনিগ্রহ। ৩ মধুরাম্লফলবৃক্ষ। ৪ প্রান্তভাগ। (ক্লী) ৫ মুণ্ডলোহ। ৬ পিত্তল। অরাচক্রমিব স্বার্থে বা অণ্‌। ৭ কোণ। (পুং) ভাবে ঘঞ্‌। ৮ গমন। আ-অভি-ব্যাপ্তৌ অর্য্যতে গম্যতে যত্র, আ-ঋ-আধারে ঘঞ্‌; ৯ দূর। (আরঃ ক্ষিতিসুতেঽর্কজে। বিশ্ব) আরো রীতিঃ শনির্ভৌমঃ। হেম ২।৩৯৫।) রীতিঃ পিত্তলং।)

আর (দেশজ, হিন্দী=অউর্‌) ১ আবার।

> "ঐছে ফোর রস না পায়ব আর।
> ইথে লাগি রোই গলয়ে জলধার॥"
>
> বিদ্যাপতি।

২ এবং। যেমন, সে আর আমি।

> "লক্ষ্মী বাণী আদি করি, আর যত সহচরী,
> ল'য়ে শরজন্মা লম্বোদর॥"
>
> কবিকঙ্কণ।

আরক (আরবী=আরক্‌) মূল অর্থ—ঘর্ম্ম। ঘাম। ২ চোয়ান দ্রব্য। বকযন্ত্রের সাহায্যে কোন ফল চোঁয়াইয়া লইলে আরক হয়। বাঙ্গালা দেশে নেবুর আরক, এলাচের আরক, জামের আরক প্রভৃতি নানা প্রকার আরক হয়।

৩। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত মদ্যবিশেষ। এই মদ সাধারণতঃ নারিকেলজল, তালরস, খেজুররস ও ধান চোঁয়াইয়া প্রস্তুত হয়। মুসলমান, নিকৃষ্ট জাতি ও জাহাজের খালাসীরা এই মাদক ব্যবহার করে।

[মদ দেখ।]

৪। পল্লীগ্রামের নীচ লোকেরা ঔষধকে আরক বলিয়া থাকে।

আরকূট (পুং ক্লী) আরস্য পিত্তলস্য কূট ইব। পিত্তলাভরণ। পিত্তলের অলঙ্কার। আরময়ঃ কূটোঽস্য। পিত্তল (রীতিঃ স্ত্রিয়ামারকূটো। ন স্ত্রিয়াং অমর। ২।৯।৯৭।)

আরক্ত (পুং) আ-ঈষৎ-রক্তঃ প্রাদিসং। ঈষদ্‌ রক্ত। ঈষদ্‌ রক্তবর্ণ। সম্যক্‌ রক্তবর্ণ। ঈষদ্‌ রক্তবর্ণযুক্ত। (ত্রি) সম্যক্‌ অনুরক্ত। (ক্লী) ভাবে ক্ত। অনুরাগ।

আরক্ষ (পুং) আ-সম্যক্‌ রক্ষতি আ-রক্ষ-অচ্‌ হস্তীর মস্তকস্থ কুম্ভের অধঃস্থল। হস্তীর মস্তকের চর্ম্ম। সন্ধি। (ত্রি) রক্ষক। (পুং) ভাবে ঘঞ্‌। রক্ষোক্রিয়া। (স্ত্রী) ভাবে অ-টাপ্‌ আরক্ষা। সম্যক্‌ রক্ষা। (আরক্ষো রক্ষকে হস্তিকুম্ভাধশ্চ। হেম° অনে° ৩।৭২৯।) আ-সম্যক্‌ রক্ষ্যতে আ-রক্ষ-কর্ম্মণি ঘঞ্‌। রক্ষণীয়। রাখিবার যোগ্য। (আরক্ষো রক্ষণীয়ে স্যাচ্ছীর্ষমর্ম্মণি দন্তিনাম্‌। বিশ্ব।)

আরগ্বধ (পুং) আ-রুগে শঙ্কায়াং ক্বিপ্‌, আরগং রোগভয়ং হন্তি আরক্‌-হন্‌ অচ্‌ বধাদেশশ্চ। রাজবৃক্ষ। সোঁদাল গাছ। (Cassia Fistula)।

এই গাছ হিমালয় প্রদেশে ও ভারতবর্ষের অনেক স্থানে জন্মে। চৌদ্দ হাত হইতে পঁচিশ হাত পর্যান্ত বড় হয়। চৈত্র-বৈশাখ মাসে এই গাছে নূতন পাতা ও ফুল ধরে। শীতকালে বড় বড় শুঁটী হয়।

বাঙ্গালায় ইহাকে সোঁদালী, সোঁদাল, সোণালী ও বাঁদরলাটী এবং হিন্দীতে আমলতাস বলে। সংস্কৃত ভাষায় ইহার এই কয়েকটী পর্য্যায়—রাজবৃক্ষ, সম্পাক, চতুরঙ্গুল, আরেবত, ব্যাধিঘাত, কৃতমাল, সুবর্ণক, মহান, রোচন,

দীর্ঘফল, নৃপদ্রুম, হিমপুষ্প, রাজতরু, কণ্ডুঘ্ন, জ্বরান্তক, অরুজ, স্বর্ণপুষ্প, স্বর্ণদ্রু, কুষ্ঠসূদন, কর্ণাভরণক, মহারাজদ্রুম, কর্ণিকার, স্বর্ণাঙ্গ, প্রগ্রহ।

বৈদ্যশাস্ত্রের মতে, ইহার গুণ গুরু, স্বাদু, শীতল, জ্বর, হৃদ্রোগ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, মেহ, কফ, বিষ্টম্ভ, বাত, রক্ত, উদাবর্ত্ত, পিত্ত ও শূলনাশক। ইহার ফলের গুণ—মধুর, শুক্রবর্দ্ধক, বাত ও পিত্তহারী। ক্ষত, ক্ষীণ, বাল ও বৃদ্ধাবস্থায় বলাধানের নিমিত্ত ব্যবহার করিবে।

বৈদ্যেরা আরগ্বধ তৈল প্রস্তুত করিয়া থাকেন, ইহা ধবল-কুষ্ঠের পক্ষে বিশেষ উপকারী। বৈদ্যকোক্ত আরগ্বধ-পাচন শূল, কফ ও বাতযুক্ত জ্বরে ব্যবহৃত হয়।

এই গাছের ছাল ফট্‌কিরির সঙ্গে ধুইলে এক প্রকার ফিকা লাল রঙ্ বাহির হয়। ইহাতে তসর, রেসম ও পসম ছোবান যায়, কিন্তু ছোবান হইলে ফিকা হলদের মত রঙ্ হয়। আরগ্বধের ছাল চামড়া টানিয়া পরিষ্কার করিবার কালে বিশেষ কাজে লাগে।

ইহার মূল ও পাতায় জোলাপের কাজ করে। সাঁওতালেরা ইহার ফুল খায়। ইহার কাঠ বড় মজবুত। কিন্তু এই কাঠে তেমন চেটালো তক্তা পাওয়া যায় না। দক্ষিণ দেশে এই কাঠে গরুর গাড়ী, টম্‌টম্ ও চাষের যন্ত্রাদি তৈয়ারী হয়।

তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে ইংলণ্ডেও ইহা ঔষধস্বরূপ চলিত ছিল; এখন আর তেমন প্রয়োগ দেখা যায় না।

আরঙ্গ (অরঙ্গ) মধ্যপ্রদেশস্থ রায়পুরের একটী নগর। মহানদীর তীরে অবস্থিত। এখানে সৎনামী, কবীরপন্থী, হিন্দু, মুসলমান ও অসভ্য জাতির বাস। আগে এখানে জেলার তহশীল হইত। পূর্ব্বকালে এই নগরে হৈহয়বংশী রাজপুতদের রাজত্ব ছিল। এখন তাহাদের নির্ম্মিত আম্রবৃক্ষ-বেষ্টিত বড় বড় অট্টালিকা, মন্দির ও পুষ্করিণী ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। এখানে ধাতুনির্ম্মিত পাত্রাদির ব্যবসা হয়।

আরজ্ (আরব্য) আবেদন।

আরজ্‌বেগ (পারস্য) যে ব্যক্তি আদালতে আরজী দাখিল করেন।

আরজা (পারস্য) সস্তা।

আরজী (আরব্য) জ্ঞাপনপত্র। বিচারপতির নিকট আবেদনপত্র।

আরট (ত্রি) আ-সম্যক্ রটতি শব্দায়তে আ-রট্-অচ্। সম্যক্ শব্দকর্ত্তা। (পুং) নট। মাংস। ইতি হেম° শেষ। (স্ত্রী) গৌরাদি ঙীষ্। আরটী। নটী। শব্দকর্ত্রী। [পা ৪।১।৪১। সূত্রস্থ গৌরাদিগণে আরট শব্দ দেখ।]

আরট্ট (পুং) আ-রট্ট-টচ্। যযাতিবংশীয় সেতুপুত্র। ইহার পুত্রের নাম গান্ধার। (মৎস্য-পু°।)

২। দেশবিশেষ। পঞ্জাব দেশ।

মহাভারতে লিখিত আছে —

"পঞ্চনদ্যো বহন্ত্যেতা যত্র পীলুবনান্যত।
শতদ্রুশ্চ বিপাশা চ তৃতীয়েরাবতী তথা॥
চন্দ্রভাগা বিতস্তা চ সিন্ধুঃ ষষ্ঠা বহির্গিরেঃ।
আরট্টা নাম তে দেশা নষ্টধর্ম্মা ন তান্ ব্রজেৎ॥"
(কর্ণপর্ব্ব ৪৫ অঃ।)

হিমালয়ের বাহিরে যে স্থানে পীলুবন বিদ্যমান আছে, শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা নদী প্রবাহিত হইতেছে, সেই আরট্ট দেশ নিতান্ত ধর্ম্মহীন, তথায় গমন করা অবিধেয়।

"আরট্ট দেশের আচার-ব্যবহার নিতান্ত জঘন্য। এখানকার লোকেরা মৃন্ময় পাত্রে উষ্ট্র, গর্দ্দভ ও মেষের দুগ্ধ ও তজ্জাত দধি প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া থাকে। তাহাদের কোন প্রকার অন্নগ্রহণে বাছ-বিচার নাই।

"পূর্ব্বে আরট্টদেশীয় দস্যুরা এক পতিব্রতা রমণীকে অপহরণ করিয়া বলপূর্ব্বক তাহার সতীত্ব নষ্ট করে, তাহাতে সেই নারী এই বলিয়া অভিশাপ দেয় যে, তোমরা অধর্ম্মাচরণপূর্ব্বক আমার সতীত্ব নষ্ট করিলে, এইজন্য তোমাদের কুলকামিনীগণ সকলেই ব্যভিচারিণী হইবে। আর তোমরা কখনই এই ঘোরতর পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে না। এই নিমিত্তই আরট্টদিগের পুত্রেরা ধনাধিকারী না হইয়া ভাগিনেয়গণই ধনাধিকারী হইয়া থাকে।

এই দেশের লোকের নাম বাহীক। তাহারা প্রায় সকলেই তস্কর, কামুক ও মদ্যপায়ী; পরবস্তু উপভোগই তাহাদের ধর্ম্ম। তাহারা সকলেই সংস্কারহীন। এই দেশের স্ত্রীলোকের মনঃশিলার ন্যায় উজ্জ্বল অপাঙ্গদেশ, ললাট, কপোল ও চিকুরে অঞ্জনচিহ্ন এবং গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও অশ্বতরের শব্দতুল্য মৃদঙ্গাদি লইয়া কেলিপ্রসঙ্গ। সকলে গৌড়ী সুরাপান ও কম্বলাজিন ধারণ করে। তাহারা মদ্যপানে বিভোর হইয়া উলঙ্গভাবে নগরের বাহিরে গিয়া অপর পুরুষের কামনা করে।"
(কর্ণ পর্ব্ব ৪৫-৪৬ অঃ।)

[বাহ্লীক শব্দে অন্যান্য বিবরণ দেখ।]

গ্রীসদেশীয় প্রাচীন ভূগোলবেত্তারা ইহার নাম আড্রৈষ্টি (Adraistæ), সুদ্রুকি (Sudrakæ), আরেষ্টী (Arestæ), প্রভৃতি নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

বাহীকদের সময় আরট্টদেশের রাজধানী তক্ষশীল ছিল;

আরট্টজ (পুং স্ত্রী) আরট্টে দেশে জায়তে আরট্ট-জন-ড। ঘোটক। (ত্রি) আরট্টদেশোদ্ভব, আরট্টদেশোৎপন্ন।

আরঠ, বাঙ্গালার সপ্তশতী ব্রাহ্মণদের একটী গাঁই।

আরড়া, বাঙ্গালার একটী প্রাচীন নগর। এইখানে বাঁকুড়া-রায়ের সময় কবিকঙ্কণ আপনার চণ্ডী রচনা করেন।

"আরড়া ব্রাহ্মণ-ভূমি, ব্রাহ্মণ যাহার স্বামী,
নরপতি ব্যাসের সমান।"

কবিকঙ্কণ।

আরণ [বৈ] (ক্লী) আঙ্ পূর্ব্বাদর্ত্তেল্যুট্। অন্ধকূপাদি। ("অন্তকং জসমানমারণে।" ঋক্ ১।১১৭।৬। 'আরণ-মন্ধকূপাদি তত্রাসুরৈঃ।' সায়ণ।)

আরণি (পুং) আ-ঋ-(অর্ত্তিসৃধৃধমাশ্ববিতৃভ্যোঽনিঃ। উণ্ ২।১০৩)। ইতি অনি। জলের স্বয়ং ভ্রমণ। আবর্ত্ত। জলের ঘুরণ। ঘুন্ন। ঘূর্ণি-জল।

আরণেয় (পুং) অরণ্যাং ভবঃ অরণী ঢক্। শুকদেব।

[অরণীসুত শব্দ দেখ।]

অরণিময়ণিহরণমধিকৃত্য কৃতোগ্রন্থঃ ঢক্। ২ মহাভারতের বনপর্ব্বের অন্তর্গত অরণিহরণের অধিকারে ব্যাসকৃত অবান্তর পর্ব্ববিশেষ। বনপর্ব্বের ৩১১ অধ্যায় হইতে ৩১৪ অধ্যায় পর্য্যন্ত আরণেয় পর্ব্ব বর্ণিত আছে। অরণ্যা ইদং স্বার্থে বা ঢক্।

আরণ্য (ত্রি) অরণ্যে ভবঃ ণ। বনজাত পশু প্রভৃতি। পৈঠীনসি বনজ পশু সপ্ত প্রকার নির্দ্দেশ করেন। যথা—মহিষ, বানর, ভালুক, সাপ, রুরু, পৃষত, মৃগ। এতদ্ভিন্ন অন্যও অনেকরূপ পশু আছে। ২ অকৃষ্টপচ্য ধান্যবিশেষ। কর্ষণ বা রোপণাদি ভিন্ন যে ধান বনে আপনি হইয়া আপনিই পাকে। অমরকোষে উহার পর্য্যায়—তৃণধান্য বা নীবার। চলিত ভাষায় উহাকে উড়িধান বলে। ৩ জ্যোতিষোক্ত মকর রাশির প্রথম অর্দ্ধ-দিবসীয় সিংহরাশি। ৪ মেষ এবং ৫ বৃষরাশি। (পুং) ৬ অরণ্যজাত গোময়। সিং কৌং। (পা। ৪। ২। ১২৯। সূত্র।) অরণ্যং অরণ্যবাসমধিকৃত্য কৃতোগ্রন্থঃ অণ্। ৭ যুধিষ্ঠিরাদির বনবাসাধিকারে ব্যাসকৃত ভারতান্তর্গত পর্ব্ববিশেষ। বনপর্ব্ব। ৮ রামের বনবাস অধিকারে বাল্মীকিকৃত আরণ্য-কাণ্ড।

আরণ্যক (ত্রি) অরণ্যে ভবঃ (অরণ্যান্মনুষ্যে। পা ৪। ২। ১২৯ ইতি বুঞ্। পথ্যধ্যায়-ন্যায়-বিহার-মনুষ্য-হস্তিষ্বতি বক্তব্যং বার্ত্তিক উক্ত সূত্রে। পথ, অধ্যায়, বিহার, মনুষ্য, হস্তী, এই সকল অর্থেই বুঞ্ হইবে, অন্য অর্থে অরণ্য শব্দের উত্তর ণ প্রত্যয় হইবে। গোময় অর্থে বিকল্পে বুঞ্ হয়, পক্ষে ণ হয়। বা গোময়েষু। বার্ত্তিক উক্ত সূত্রে।) ১ বনজাত। ২ অরণ্যে গেয়।

(ক্লী) বেদের অংশবিশেষ। সংসার ছাড়িয়া অরণ্যে গিয়া অভ্যাস করিতে হয়, এইজন্য ইহার নাম আরণ্যক হইয়াছে। বেদের প্রত্যেক ব্রাহ্মণের এক একটী স্বতন্ত্র আরণ্যক আছে। যেমন ঐতরেয়ব্রাহ্মণের ঐতরেয় আরণ্যক; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের তৈত্তিরীয় আরণ্যক; শতপথ ব্রাহ্মণের বৃহদারণ্যক; কৌষীতকীব্রাহ্মণের কৌষীতকী আরণ্যক ইত্যাদি। আরণ্যক উপনিষদের মূল। উপনিষদে যে ব্রহ্মতত্ত্ব বিশেষ করিয়া বর্ণিত হইয়াছে, আরণ্যকে তাহার মূলসূত্র পাওয়া যায়। বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলে মানব কি প্রকার আচারসম্পন্ন হইবেন, কিরূপ পথ অবলম্বন করিলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবেন, আর ব্রহ্ম কি? এই সমস্ত বিষয় আরণ্যকে বর্ণিত হইয়াছে। এক এক বেদের সংহিতা শেষ করিয়া সেই সেই বেদের আরণ্যক পড়িতে হয়। মনু লিখিয়াছেন—"বেদমধীত্য বাপ্যস্মমারণ্যকমধীত্য চ।"

বেদের শেষ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া আরণ্যক অধ্যয়ন করে। (৪। ১২৩।)

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন,—

"জ্ঞেয়ং চারণ্যকমহং যদাদিত্যাদবাপ্তবান্।
যোগশাস্ত্রঞ্চ মৎপ্রোক্তং জ্ঞেয়ং যোগমভীপ্সতা॥"

যোগ করিতে অভিলাষী ব্যক্তিকে আরণ্যক (যাহা আমি আদিত্যের নিকট হইতে পাইয়াছি) এবং মৎপ্রোক্ত যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইবে।

২ ভারতান্তর্গত বনপর্ব্ব। ৩ রামায়ণের অন্তর্গত আরণ্যকাণ্ড।

আরণ্যকুক্কুট (পুং স্ত্রী) অরণ্যে ভবঃ। আরণ্যশ্চাসৌ কুক্কুটশ্চেতি কর্ম্মধা০। বনকুক্কুট। বনকুকড়া। বনকুকড়ার মাংস স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, গুরু, বাতপিত্ত-ক্ষয়-বমী ও বিষমজ্বরনাশক। (স্ত্রী) জাতিত্বাৎ ঙীপ্। আরণ্যকুক্কুটী।

আরণ্যগান, আরণ্যং বনগেয়ং গানং শাকং তৎ। সামবেদাত্মক গানগ্রন্থবিশেষ। সামগান চারি প্রকার, গেয়গান, আরণ্য-গান, উহগান ও উহ্যগান। ছন্দোগব্রহ্মচারিগণ কয়েক বৎসরে ঐ সমস্ত গান অভ্যাস করিতেন। অভ্যাসকালীন তাঁহাদিগকে ভিন্ন অবস্থায় থাকিতে হইত। অরণ্যে থাকিয়া এক বৎসরের মধ্যে তাঁহাদিগকে আরণ্যগান অভ্যাস করিতে হয়। এইজন্যই উহার নাম আরণ্যগান। আরণ্যগান প্রথমত তিন পর্ব্বে বিভক্ত। যথা—অর্কপর্ব্ব, দ্বন্দ্বপর্ব্ব ও ব্রতপর্ব্ব। অর্ক পর্ব্বে দুইটী প্রপাঠক, দ্বন্দ্বপর্ব্বে একটী

এবং ১তপর্ব্বে তিনটী। সর্ব্বসুদ্ধ আরণ্যগানে ছয়টী প্রপাঠক আছে। প্রত্যেক প্রপাঠক দুইভাগে বিভক্ত এবং প্রত্যেক ভাগে ১০টী হইতে ৩০টী পর্য্যন্ত গান দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য গানের ন্যায় আরণ্যগানের গানগুলিও ঋকমূলক। কিন্তু কয়েকটী গানের ঋক্ পাওয়া যায় না এবং সায়ণাচার্য্য ঐ সকল গানের ব্যাখ্যাও করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। কেহ কেহ আরণ্যগানকে গেয়গানের অন্যভাগ বলিয়া মনে করেন, কিন্তু এ কথা সম্প্রদায়সিদ্ধ নহে।

আরণ্যপশু (পুং) কর্ম্মধা। স্মৃত্যুক্ত মহিষাদি সাত প্রকার পশু। [আরণ্য শব্দে বিবৃতি দেখ।]

আরণ্যমুদ্গা (পুং) বনমুদ্গা। বনমুগ। আরণ্যমুদ্গাস্তে-বাকারে পর্ণেহস্মাত্ অশ আদি অচ্ টাপ্। আরণ্যমুদ্গা, মুগানী। মুদ্গপর্ণী। (রাজনিং।) [মুগ দেখ।]

আরণ্যরাশি (পুং) নিং কর্ম্মধা। আরণ্য শব্দোক্ত প্রথমাদ্ধ দিবসীয় মকর ও সিংহরাশি। মেষ এবং বৃষরাশি।

আরণ্যক-সংহিতা বা আরণ্যক আর্চ্চিক। ছন্দআর্চ্চিকের ষষ্ঠ প্রপাঠকের নাম আরণ্যসংহিতা। উহা অরণ্যে অধ্যয়ন করিতে হয়।

আরতি (স্ত্রী) আ-রম-ক্তিন্। উপরাম। নিবৃত্তি (আরত্যবরতিবিরতয় উপরামে। অমর ৩।২।৩৬।) ২ নীরাজন। আরাত্রিক। চলিত কথায় আরতি বলে।

দেবতাপ্রতিমা সমীপে ব্রাহ্মণগণ পূজান্তে বহুপ্রকারে আরতি করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে পঞ্চাঙ্গ-আরতি প্রায়ই সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। পঞ্চাঙ্গ আরতি এইরূপ—প্রথমে দীপমালা দ্বারা, দ্বিতীয়তঃ বারিপূর্ণ শঙ্খ দ্বারা, তৃতীয়তঃ ধৌতবস্ত্র দ্বারা, চতুর্থতঃ আম্র অথবা বিল্বাদি পত্র দ্বারা এবং পঞ্চমতঃ প্রণিপাত দ্বারা আরতি করাকেই পঞ্চাঙ্গ-আরতি কহে। কোন কোন স্থলে দীপমালায় আরতির পর প্রজ্জ্বলিত কর্পূর দ্বারা আরতি করিতেও দেখা যায়। কোথাও বা কোন বিষয়ের ন্যূনতাও দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ কর্ম্মকর্ত্তার উৎসাহের হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারেই আরতির ন্যূনাধিক্য দৃষ্ট হয়।

যে দীপমালা দ্বারা আরতি করা যায়, সাধারণতঃ পঞ্চ বর্ত্তিকাবিশিষ্ট থাকায় তাহাকে পঞ্চপ্রদীপ বলে। কোন কোন স্থলে সপ্তপ্রদীপ বা তাহাতে অধিক প্রদীপ দ্বারা অথবা কেবলমাত্র একটী শিখাবিশিষ্ট প্রদীপ দ্বারাও আরতি করিতে দেখা যায়। ঘৃত, কর্পূর, অগুরুচন্দন প্রভৃতি উত্তম উত্তম দ্রব্য দ্বারা দীপের বর্ত্তিকা নির্ম্মাণ করাই প্রশস্ত। তৈল দ্বারা আরতি করিলে তাহা নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়। আরতি করিবার সময় প্রতিমার পদতলে চারিবার, নাভিদেশে দুইবার, মুখমণ্ডলে একবার এবং সমস্ত অঙ্গে সপ্তবার করিয়া দীপমালাদির ভ্রমণ করাইতে হয়। আরতিকালে ঘণ্টা, শঙ্খ ও বাদ্যাদির ধ্বনি হইতে থাকে। এই সময় সাধারণের মনে অভিনব উৎসাহ ও ভক্তিভাবের আবির্ভাব হওয়া একরূপ অনির্বচনীয় আনন্দ উদয় হইয়া থাকে।

বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত রমণীগণের বরণপ্রথাও এই আরতির প্রতিচ্ছায়া বলিয়া বোধ হয়। অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি সমস্ত মাঙ্গলিক কার্য্যেই বরণের প্রথা দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রতিমা বিসর্জ্জনের পূর্ব্বে স্ত্রীগণ একত্র মিলিত হইয়া প্রদীপ ও তণ্ডুলাদি গ্রহণকরতঃ নানাবিধ বাদ্যাদি উৎসবের সহিত যেরূপে বরণ করিয়া থাকেন, তাহা দেখিলে ব্রাহ্মণকৃত আরতির অনুকরণ বলিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থানে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় অতি সমারোহে আরতিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। তৎকালে সমুজ্জ্বল দীপমালা সকল গঙ্গাবক্ষে প্রতিফলিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। সেই দৃশ্য দর্শকবৃন্দের অতিশয় মনোহর ও আনন্দজনক হইয়া থাকে।

আরথ (পুং) ঈষদ্রথঃ প্রাদিসং। একটী অশ্ব দ্বারা গমন-সাধন রথ। একা। বগী প্রভৃতি।

আরদ্র (হরিদ্রা শব্দের অপভ্রংশ) হলুদ।

"আরদ্র মাখিয়া কেবা, সারদ্র বনাইল বে,
ঐছন দেখি পীতাম্বর।" চণ্ডীদাস।

আরব্ধ (ত্রি) আরভ-ক্ত। সংসিদ্ধ। তিকাদিং। ফিঞ্। সেতুপুর। (বিষ্ণুপুঃ।) মৎস্যপুরাণে ইহার নাম আরট্ট ও ব্রহ্মাণ্ডে আরব্ধ লিখিত হইয়াছে। [আরট্ট দেখ।]

(পুং স্ত্রী) আরব্ধাপত্য। আরব্ধের পুত্র বা কন্যারূপ অপত্য। [পা। ৪।১।১৫৪। সূত্রবৃত্তিকাদিগণে আরব্ধ শব্দ দেখ।]

আরনাল (ক্লী) আর্চ্চিং আঙ্ অচ্, আরঃ নল গন্ধে বঞ্, নালঃ আরো দূরগামী নালো গন্ধো যস্য বহুব্রী। কাঞ্জিক। কাঁজি। [কাঁজি দেখ।] স্বার্থে কন্ আরনালক।

(আরনালকসৌবীরকুল্মাষাভিষুতানি চ।
অবন্তিসোমধন্যাম্লকুঞ্জলানি চ কাঞ্জিকে। অমর)

আরন্দ, আরন্ধ (দেশজ) অরন্ধন। ভাদ্রসংক্রান্তিতে বঙ্গবাসীরা রাঁধেন না, পূর্ব্বদিনের অন্ন এই দিন খান। [অরন্ধন দেখ।]

আরব্ধ (ত্রি) আ-রভ ক্ত। কৃতারম্ভণ। যাহার আরম্ভ করা হইয়াছে। (ক্লী) ভাবে-ক্ত। আরম্ভ।

(ব্রতযজ্ঞবিবাহেষু শ্রাদ্ধে হোমেঽর্চ্চনে জপে।
আরব্ধে সূতকং নস্যাদনারব্ধে তু সূতকং॥ তিথিতত্ত্বে বিষ্ণু)
(আরব্ধ পরিসমাপ্তিক্রিয়াকালো বর্ত্তমানঃ। দুর্গা।)

আরভট (পুং) শূর। বীর। [আরভটী দেখ।]

আরভটী (স্ত্রী) আরভ্যতে ইনয়া আ-রভ-অট-ঙীপ্। অর্থ-বিশেষযুক্ত নাট্য-রচনা বিশেষ। মায়া, ইন্দ্রজাল, যুদ্ধ, ক্রোধ, উদ্ভ্রান্তি, বধ, বন্ধন, নানাপ্রকার ছলনা, প্রবঞ্চনা, দম্ভ, মিথ্যাবাক্য ইত্যাদি যুক্ত বৃত্তিকে আরভটী বৃত্তি বলে। পরিত্যাগ, অধঃপতন, বস্তু উত্থাপন ও সংফেট এই চারিটী আরভটী বৃত্তির অঙ্গ। ২ সংগীতে ঔদ্ভটোক্ত শব্দালঙ্কার রূপ বৃত্তিবিশেষ।

আরভ্য (ত্রি) আরভ্যতে আ-রভ কর্ম্মণি যৎ। আরম্ভণীয়। আরম্ভ করিবার যোগ্য। (অব্য) ল্যপ্। আরম্ভ করিয়া। (আরভ্য কুতপে শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদারৌহিণং বুধঃ। স্মৃতি।) ২ বৌদ্ধশাস্ত্রমতে, সম্বন্ধীয়।

আরমণ (স্ত্রী) আ-রম ভাবে ল্যুট্। আরাম। বিশ্রাম। আরম্যতেঽনেন করণে ল্যুট্। আরাতি-সাধন।

আরম্বণ (ক্লী) আ-লবি ল্যুট্, বেদে লস্য রত্বং। আলম্বন।

আরম্ভ (পুং) আ-রভ ঘঞ্ (রভেরশব্লিটোঃ। পা। ৭। ১। ৬৩ ইতি নুম্।) উদ্যম। ত্বরা। স্বার্থে বা পরার্থে। গৃহাদি সম্পাদন-ব্যাপার। ১ উপক্রম। প্রথম কৃতি। ২ প্রথম কার্য্য। ৩ প্রস্তাবনা। ৪ বধ। ৫ দর্প। (আরম্ভস্তু বধদর্পয়োঃ, ত্বরায়ামুদ্যমে চ। হেম।) ক্রিয়াসমূহাত্মক পাকাদি ক্রিয়ায় প্রথম উপক্রমের নাম আরম্ভ। শ্রৌত বা স্মার্ত্ত কার্য্য আরম্ভ হইলে পরে যদি অশৌচ হয়, তবে সে কার্য্যের বাধা হয় না। যজ্ঞের আরম্ভে সাধুভবান আস্তাং ইত্যাদি বাক্য দ্বারা বরণ। ব্রত এবং জপের আরম্ভ সঙ্কল্প। বিবাহাদি সংস্কারকার্য্যে নান্দীশ্রাদ্ধ আরম্ভ। সাগ্নিক শ্রাদ্ধ পাকারম্ভই আরম্ভ। নিরগ্নির শ্রাদ্ধে শ্রাদ্ধভোক্তা ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণই আরম্ভ। *। দ্রব্যান্তরের সহিত দ্রব্যের, গুণান্তরের সহিত গুণের উৎপাদনে বৈশেষিকোক্ত ব্যাপারবিশেষ। আরভ্যতে কর্ম্মণি ঘঞ্। আরভ্যমান। যাহা আরম্ভ করা হইয়াছে—বা হইতেছে। (প্রক্রমঃ স্যাদুপক্রমঃ। স্যাদভ্যাদানমুদ্ঘাত আরম্ভঃ। অমর। ৩। ২। ২৬।)

আরম্ভক (ত্রি) আরভতে আ-রভ-ণ্বুল্ নুম্। আরম্ভকারক। যিনি আরম্ভ করেন। বৈশেষিকমতসিদ্ধ দ্ব্যণুকাদিজনক অবয়বসকলের বিজাতীয় সংযোগ [নুমের সূত্র আরম্ভ শব্দে দেখ।]

আরম্ভণ (ক্লী) আ-রভ-ল্যুট্,—নুম্। আরম্ভ শব্দের অর্থ। কর্ম্মণি ল্যুট্। আরভ্যমান। যাহা আরম্ভ করা যায়। আর-ম্ভণং প্রয়োজনমস্য অনুপ্রবচনাদিং অণ (ত্রি) আরম্ভ প্রয়োজন পদার্থ। (পা। ৫। ১। ১১১ সূত্রের অনুপ্রবচনাদি-গণে আরম্ভণ শব্দ দেখ।) আরভ্যতেঽনেন করণে ল্যুট্। উপাদান কারণ।

আরম্ভণীয় (ত্রি) আ-রভ-শক্যার্থে অনীয়র নুম্। যাহা আরম্ভ করার যোগ্য। যাহা আরম্ভ করিতে শক্তি আছে। আরম্ভ করিবার শক্য প্রয়োজনাদিযুক্ত পদার্থ।

আরম্ভবাদ (পুং) আরম্ভস্য বাদঃ পরীক্ষাপূর্ব্বক কথাবিশেষঃ। বৈশেষিকাদির অভিমত পরমাণু হইতেই জগদুৎপত্তিবাদ। বৈশেষিকদের মতসিদ্ধ পরমাণু হইতে যে জগদুৎপত্তি হয়, তদ্বিষয়ক বাক্য। সেই বাক্য যথা, (দ্রব্যাণি দ্রব্যান্তরমারভন্তে গুণাশ্চ গুণান্তরং। বৈঃ সূঃ।) দ্রব্য সকল দ্রব্যান্তরকে আরম্ভ করে। নীল, পীত ইত্যাদি গুণ সকল অন্য গুণকে আরম্ভ করে। তাঁহাদের মতে কপাল, দণ্ড, চক্র, সলিল এবং সূত্র যেমন ঘটের কারণ—তদ্রূপ আত্মাকাশ ও পরমাণু ব্রহ্মাণ্ডের কারণ। আর ঘটের যেমন উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, তদ্রূপ ব্রহ্মাণ্ডেরও উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। পৃথিবী, জল, অগ্নি বায়ু এই সকলের কর্ম্মসংযোজিত পরমাণু সকল দ্ব্যণুকাদি ক্রমে এই মহৎ ব্রহ্মাণ্ডকে আরম্ভ করে। শঙ্করাচার্য্য স্বীয় ভাষ্যে সেই মত উত্থাপন করিয়া ব্রহ্মকারণবাদীর ভিন্ন মতকে দূষিয়াছেন।

আরব, আসিয়াখণ্ডের পশ্চিমস্থ একটী দেশ। উহার উত্তর সীমা সিরিয়া ও ইউফ্রেতিস, পূর্ব্বে পারস্য-উপসাগর ও আরবসাগর, দক্ষিণে আরবসাগর ও বাবেলমন্দেব-প্রণালী, পশ্চিমে লোহিতসাগর। এই দেশ অক্ষা ১২° এবং ৩৪° উঃ, দেশা ৩২° এবং ৫৯° পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

নামের উৎপত্তি।—কিহ 'অরব' শব্দ হইতে আরব নাম হইয়াছে—উহার অর্থ 'অস্ত যাওয়া'; —অর্থাৎ যে জাতি বা দেশ সূর্য্যাস্তের দিকে অবস্থিত। কেহ কেহ হিব্রু অরাবা অর্থাৎ 'মরুভূমি' হইতে এই নামের উৎপত্তি নির্দেশ করেন। গ্রীকরা অরব শব্দ আরবজাতিতে ব্যবহার করিতেন।

প্রাচীন ভূগোলবেত্তারা আরবের সীমা কিছু অধিক নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। প্লিনির মতে মেসোপোটেমিয়ার কতকাংশ, আর্মেনিয়ার সামান্য পর্য্যন্ত আরবদেশ। (Hist. Nat. 5. 24) জেনোফন ইউফ্রেতিসের উপকূলের বালুকাময় স্থান এবং করেস্কেস নদীর দক্ষিণতীর পর্য্যন্ত আরবের অংশ নির্দ্দেশ করেন। প্রাচীন পাশ্চাত্য ভূগোলবেত্তাদের মতে আরবদেশ ৫টী প্রদেশে বিভক্ত,—১ যিমেন, ২ হিজাজ,

৩ তিহামা, ৪ নেজদ্ ও ৫ যেমামা। আরবদেশে অনেকগুলি স্বাধীন রাজ্য আছে, তাহার মধ্যে এইগুলি প্রধান—

১। যেমন প্রদেশ—লোহিত-সাগরের উপকূলে এবং হিজাজ, নেজদ্ ও হজ্রামৌতের সীমানা পর্য্যন্ত। ইহার মধ্যে সানা, মোখা জেবিদ্, বাইট-এল-ফকী, হোদেদা, লোহেয়া, এই কয়টী নগর।

২। আদেন—ইহার মধ্যে প্রসিদ্ধ আদেন বন্দর।

৩। কৌকেবান্ রাজ্য।

৪। যেলীদ্ এল-কোবাইল।

৫। আবু আরিষ—লোহিত সাগরের ধারে। জেজান নামে ইহার নগর আছে।

৬। খৌলান্।

৭। সাহান্—এখানে বেদুইনরা বাস করে।

৮। নেজরান্—এ প্রদেশটী বেশ উর্ব্বরা, এখানকার উট ও ঘোড়া বিখ্যাত।

৯। ওমান্—এ প্রদেশটী মস্কটের সুলতানের অধিকার-ভুক্ত। এখানে যব, গম, জনার, আঙ্গুর, কড়াই ও খেজুর জন্মায়, দস্তা ও তামার খনি আছে। এখানকার রোস্তক নগরে ইমামের বাড়ী ছিল।

১০। হিজাজ—এই প্রদেশ মুসলমানদের পুণ্যভূমি। মক্কা ও মেদিনা এই প্রদেশের অন্তর্গত। মুহম্মদের মৃত্যুর পর হইতে এই স্থান কন্‌ষ্টান্টিনোপলার পতির অধিকারে ছিল। তিনি এই পুণ্যস্থান রক্ষা করিবার জন্য একজন করিয়া রক্ষক নিযুক্ত করিতেন। তৎপরে ওহাবীরা প্রবল হইয়া উঠিলে, সেই সময় এখানকার সেরিফ স্বাধীন হইতে চেষ্টা পায়। সেই সময় তুরস্কের পাশার সঙ্গে মক্কার প্রধান সেরিফের বিবাদ হয়। সেরিফ পাশার জিড্ডানগরস্থ দুর্গধ্বংস করেন এবং বিষপ্রয়োগ দ্বারা পাশার প্রাণ বিনষ্ট করিলেন। ওহাবীরা সেরিফের বিপক্ষ হইলেন এবং শীঘ্রই তাঁহাকে নিপাত করিলেন। এই সময় ইজিপ্টের শাসনকর্ত্তা মুহম্মদ আলি প্রধান হইলেন, তিনি ওহাবীরের পরাস্ত করিয়া হিজাজ দখল করেন। কিছু দিন হিজাজ ইজিপ্টের রক্ষণা-বেক্ষণে ছিল। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ইজিপ্ট ও তুরস্কের যুদ্ধে হিজাজ তুরস্কের সুলতানের হাতে আসিল। এই প্রদেশের প্রধান নগর মক্কা, মেদিনা, জিড্ডা।

[মক্কা শব্দে অপরাপর বিবরণ দেখ।]

১১। সিনাই পাহাড়ের মরুস্থল—আরবের উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এই স্থানে দুই একটী নগর ভিন্ন অপর সকল স্থান প্রায় মরু ও পার্ব্বতীয়। এই প্রদেশ স্বাধীন বেদুইন্‌দিগের অধিকৃত। সুয়েজ, টোর প্রভৃতি বন্দর এই রাজ্যের অন্তর্গত। সিনাই পাহাড়ে বেলেপাথর, অধিক উচ্চস্থানে কোথাও কোথাও মূল্যবান্ মণিপাথর পাওয়া যায়। উচ্চ অধিত্যকার উপর জেবেল মুসা, ইহারই কাছে বাইবেলোক্ত প্রাচীন সিনাইগিরি। এখানে সেণ্ট ক্যাথেরিণের মনোহর আশ্রম আছে। জেবেল মুসার স্বচ্ছ সলিলে প্রস্রবণ আছে। দেখিলেই চক্ষু জুড়ায়। এখানে পেয়ারা, খেজুর, দাড়িম প্রভৃতি সুখাদ্য ফল জন্মে।

আকাবা উপসাগরের ধারে জেবেল সেরা নামক আর একটী প্রদেশ। ওয়াদিমুসা তাহার রাজধানী। কেহ কেহ এই নগরকে ন্যাবাথিয়দের রাজধানী প্রাচীন পেটা নগর বলিয়া উল্লেখ করেন। সিনাই গিরিমালার উত্তরে একটী বিস্তীর্ণ মরুস্থল, ইহার নাম টিয়া-বাণী ইস্রায়েল অর্থাৎ ইস্রায়েল সন্তানদের মরুভূমি।

১২। নেজদ্—এই প্রদেশ উত্তরে সিরীয় মরুভূমি, দক্ষিণে যেমেন হইতে হজ্রামৌৎ পর্য্যন্ত, পূর্ব্বে ইরাক্ আরবী, পশ্চিমে হিজাজ হইতে লাসার সীমা পর্য্যন্ত সমুদয় ভূখণ্ড। আরবের মধ্যে এই প্রদেশ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এখানে বেদুইন জাতির বাস। এখানকার আবহাওয়া বড় গরম, কিন্তু মধ্যে মধ্যে বিশুদ্ধ শীতল সমীরণ বহিয়া অধিবাসীদিগকে সুখ প্রদান করে। এই রাজ্য ধর্ম্মোন্মত্ত ওহাবীরের অধিকারে। ইহার প্রধান নগর ডেরাইয়া। এখানে আড়াই হাজারের উপর বসত-বাটী আছে। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ইব্রাহিম পাশা এই নগর অবরোধ করেন, সেই সময় এখানে বড় বড় বাইশটী মঠ ও ত্রিশটী বিদ্যালয় ছিল। এই নগর বেশ উর্ব্বরা। যব, গম প্রভৃতি শস্য এবং খেজুর, দাড়িম পিচ, আঙ্গুর, তরমুজ ও খরমুজ প্রভৃতি ফল জন্মে।

১৩। লাসা বা হজার এই প্রদেশটী পারস্যোপসাগরের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত। এখানে অধিকাংশই বেদুইন্‌দিগের বাস। ইহার প্রধান নগর লাসা। এখানকার লোকেরা সমুদ্র হইতে মুক্তা আহরণ এবং পিণ্ডী খেজুরের ব্যবসা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে।

১৪। হজ্রামৌৎ—এই প্রদেশের দক্ষিণ-পূর্ব্বে ভারত-মহাসাগর, উত্তর-পূর্ব্বে ওমান, উত্তরে নেজদ্, পশ্চিমে যেমেন। এই স্থান লবাণের ব্যবসার জন্য বিখ্যাত। ইহার কতকাংশে বেদুইন্‌দের বাস। অধিকাংশই মস্কটের ইমামের অধিকারভুক্ত। ইহার প্রধান বন্দর দফর ও কেশিন্। সকোট্রা দ্বীপও এই রাজ্যের অধিকারে। এই স্থান অগুরু-চন্দনের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ।

আরবের কোন নদী নাবাল নয়, যে কয়েকটী ক্ষুদ্র নদী আছে, তাহার অধিকাংশই গ্রীষ্মকালে শুকাইয়া যায়। কোন কোন প্রদেশে বৎসরের মধ্যে একবারও বৃষ্টি হয় না।

পৃথিবীর মধ্যে আরবদেশ অত্যন্ত উষ্ণপ্রধান। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যেরূপ লু চলে, তদপেক্ষা অধিক উত্তপ্ত অগ্নিবৎ সেমোম্ বা সমিএল্ নামক ঝটিকা বায়ু, গ্রীষ্মকালে এখানকার প্রান্তভাগে বহিয়া থাকে। ইহার সম্মুখীন হইলেই তৎক্ষণাৎ প্রাণ নষ্ট হয়, অল্প সময় মধ্যেই মৃত দেহ স্ফীত ও পচিয়া উঠে। এই ঝটিকা বাতাস বহিবার সময় গন্ধকবৎ গন্ধ আসে। যে দিক্ হইতে আসিতেছে, সেই দিকের লোহিতাভা দেখিয়া আরবেরা পূর্ব্ব হইতে সাবধান হয়। সেই সময় তাহারা ভূমিতে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়ে; উষ্ট্র প্রভৃতি পশুজাতিরাও মস্তক অবনত করিয়া রক্ষা পায়। এপ্রকার বায়ু ভূমি হইতে কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে বহে, সুতরাং এরূপ উপায়ে পথিকেরা পরিত্রাণ পায়। সচরাচর মধ্যে মধ্যে থাকিয়া তিন দিন পর্য্যন্ত এই বায়ু বহে।

উক্ত প্রদেশগুলি ছাড়া পারস্যোপসাগরের কয়েকটী দ্বীপও আরবজাতির অধিকারে। ঐ দ্বীপগুলির প্রত্যেকটী আবার স্বাধীন, ইহাদের মধ্যে আওয়াল, হরমুজ, করেক প্রভৃতি কয়েকটীই প্রসিদ্ধ। মুক্তা-আহরণ, নৌকাচালন ও মৎস্য ধরিয়া বেড়ানই এ সকল স্থানের অধিবাসীদের প্রধান জীবনোপায়। খেজুর, এক প্রকার কন্দুর রুটী ও সাগরের মাছ এখানকার লোকের একমাত্র খাদ্য।

আরবের উৎপন্ন দ্রব্য।—এই দেশের ঘৃতকুমারী (মুসব্বর), একপ্রকার কুন্দুরু বা গুগ্‌গুল ও বোল প্রভৃতি সৌগন্ধ নির্য্যাস পাওয়া যায় বলিয়া বহুপ্রাচীনকালাবধি আরব সর্ব্বত্র বিখ্যাত। এখানে অকীক পাথর, মরকত, বৈদূর্য্য, ইন্দ্রনীল প্রভৃতি মণিমাণিক্য পাওয়া যায়। মোখায় যে কাফি পাওয়া যায়, উহা পৃথিবীর অপর সকল দেশের কাফি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বট, খেজুর, নারিকেল, তাল, কলা, বাদাম, খুবানি, সেব (Apple) নাষ্পাতি, বিহিদানা (Pyrus Communis), পেপিয়া, তেঁতুল, কমলানেবু, আরবি-বাবুল ও বাল্‌সাম্ জন্মে। যবাস গাছ হইতে তুরঞ্জবীন নামে একপ্রকার রস বহির্গত হয়, উহা আরবজাতির বড় উপাদেয়। এখানে স্থানে স্থানে গম, যব, জনার, কড়াই, মসূরি ও তামাকের চাস হয়। ভাল তুলা জন্মে। এখানকার সোনামুখী বড় উপকারী। জেবিদ প্রদেশে নীল হয়। এ ছাড়া এরণ্ড, সোঁদাল, ইক্ষু, জায়ফল, তিল, লবান, পাণ, নানাপ্রকার খরবুজ, শাক ও ভৈষজ্য তরুলতাদিও দেখা যায়। স্থানে স্থানে দস্তা ও লোহা পাওয়া যায়। জন্তুর মধ্যে—উট্ আরবজাতির পরম বন্ধু। বাল্যকাল হইতে আরবজাতি যেমন ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও কষ্টসহিষ্ণু, তাহাদের উটও সেইরূপ। এই পশু ১৫।১৬ দিন অনাহারে জলমাত্র পান না করিয়া হাঁটিতে পারে। আরবজাতি এই পশুর দুগ্ধ গোদুগ্ধের মত পান করে।

আরবের ঘোড়া সর্ব্বপ্রসিদ্ধ। এখানকার গাধা বড় তেজী, সৈনিক পুরুষে এই গাধায় চড়িয়া যুদ্ধ করে। স্থানে স্থানে বলদ, মৃগনাভ-হরিণ, হরিণ, পাহাড়ে-ছাগল, নেকড়া-বাঘ, হায়েনা, সিংহ প্রভৃতি জন্তু বেড়ায়। যেমেন ও আদেন প্রদেশের মধ্যে দলে দলে লাঙ্গূলহীন বাঁদর বেড়াইতে দেখা যায়। ইগল, বাজ, চিল প্রভৃতি নানাপ্রকার পক্ষীও আছে।

আরবদেশের লোকতত্ত্ব—আরবের লোক, সেমিতিক জাতি হইতে উৎপন্ন। ইহাদের প্রাচীন ইতিহাস বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। প্রাচীন আরবজাতির সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যের সংস্রব ছিল। প্রাচীন ইতিহাসলেখক হেরোদোতস্ লিখিয়াছেন, পারস্যসম্রাট্ দেরায়স্ হৈস্তস্পিস্ আসিয়াখণ্ডের পশ্চিমস্থ সমস্তদেশীয় লোকদিগকে আপনার অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আরব সেই সময়েও স্বাধীন ছিল। যখন কম্বাইসিস্ ইজিপ্ট জয় করিতে আসেন, তখন তিনি আরবজাতির সাহায্য লইয়াছিলেন। আলেকসান্দর আরবদেশ অধিকার করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার ইচ্ছা সফল হয় নাই। ডিওদোরাস্ লিখিয়াছেন, এই জাতি প্রবল পরাক্রান্ত, মরুভূমি ইহাদের জন্মভূমি, মরুতে কোথায় জল পাওয়া যায়, ইহারাই কেবল জানে। রোমকেরা অনেকবার আরব আক্রমণ করিতে আসে, কিন্তু আহার্য্যদ্রব্যের অভাবে, তাহাদের ফিরিয়া যাইতে হয়। আগস্তসের রাজত্বকালে, ইবিয়ান্-গলাস্ নামে এক ব্যক্তি আরব অধিকার করিতে আসেন, সেই সময় ওবোদাস নামে একজন আরব তাঁহার সাহায্য করেন; কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের অভাবে তাঁহাকেও আরব ছাড়িতে হয়।

আরবজাতির প্রাচীন ইতিহাস যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা পূর্ব্বতন অধিপতিদের কেবল নামমাত্র আমরা অবগত হই। কে কোন্ সময়ে কতদিন রাজত্ব করিয়াছিল, তাহার কিছু উল্লেখ নাই। সেমিতিক জাতীয় জোক্তনের পৌত্র শেম প্রথমে আরবে আসিয়াছিলেন, তৎপরে ঐ জাতীয় ইব্রাহিম নামে আর এক ব্যক্তি আসিয়া আরবে বাস করিতে থাকেন।

প্রসিদ্ধ মুসলমান-ইতিহাসলেখক আবুলফরাজ আরব

জাতিকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন; একটী প্রাচীন, আর একটী বর্ত্তমান। প্রাচীন আরবের মধ্যে এই কয়েকটী শাখার নাম পাওয়া যায়; আদ, থমুদ, তস্‌ম, জাদিস্‌, জোর্হাম, আমলেক্‌। এ সকল জাতির যৎসামান্য প্রবাদ ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া যায় না। আদ্‌ জাতীয় শেদাদ্‌ নামে এক ব্যক্তি ইরম নগর ও তথায় উদ্যান স্থাপন করেন।

বর্ত্তমান আরবজাতি দুই দলে বিভক্ত, একদল খাঁটী আর একদল প্রাকৃত। প্রথম দল খাতন (বা জোক্তন) হইতে এবং দ্বিতীয় দল ইব্রাহিমের পুত্র ইস্‌মাইলের বংশ হইতে উৎপন্ন। খাতনবংশীয় আরবগণ আরবের দক্ষিণাঞ্চলে, এবং ইস্‌মাইলের বংশধরগণ হিজাজে থাকে।

খাতনের পুত্রের নাম য়ারব। কেহ কেহ বলেন, এই য়ারব হইতে আরব দেশের নাম হইয়াছে। তৎপুত্র যাশাব। আবদুল সাম যাশাবের পুত্র। তিনি আবার হিম্যার ও কাল্লানের পিতা। খাতনবংশের মধ্যে হিম্যার সর্ব্বপ্রথমে রাজা হন। তিনি থামুদ জাতিকে যেমেন হইতে তাড়াইয়া রাজমুকুট গ্রহণ করেন। পঞ্চাশ বৎসর রাজত্বের পর হিম্যারের মৃত্যু হয়। কেহ বলেন, তৎপুত্র ওয়াথেল তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। কাহারও মতে, তাহার মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতা কাল্লান সিংহাসনে আরোহণ করেন। অনেক পুরুষ অতীত হইলে, আক্রান নামে এক ব্যক্তি যেমেনে রাজা হন। তিনি একটী মহাকার্য্য করিয়া দেশের উপকার করিয়া যান। ইতিপূর্ব্বে হিম্যার শস্য উৎপাদনের জন্য খাল কাটিয়া সাগর হইতে জল আনাইয়াছিলেন। এই খালের জলে যেমেনের বিশেষ উপকার হইত, কিন্তু মধ্যে মধ্যে পার্ব্বতীয় প্রবল বাতাসে ঐ জল সমস্ত যেমেন প্লাবিত করিয়া দেশের বড় অনিষ্ট করিত। এই ক্লেশ নিবারণ করিবার জন্য আক্রান মারেবের মধ্যে দুইটী পাহাড় হইতে একটা বৃহৎ জাঙ্গাল বাঁধাইয়া দেন। খৃষ্টের তৃতীয় শতাব্দীতে এই বৃহৎ জাঙ্গালটী ভাঙ্গিয়া যায়, তাহাতে যেমেন প্রদেশ জলপ্লাবিত হয়। আমুরেবন আমের ওরফে মোসাকিয়া এই সময় শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তিনি ভাবি-বিপদ্‌ জানিতে পারিয়া ইতিপূর্ব্বে যেমেন-প্রদেশস্থ সমস্ত পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছিলেন, এখন তিনি আক্‌ প্রদেশে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। আমুর মৃত্যু হইলে তাহার বংশধরেরা নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়েন। আমুপুত্র জেফ্‌নার পরিবারবর্গ সিরীয়ায় গেলেন এবং দামাস্কাসের দক্ষিণপূর্ব্বে বসনী রাজ্য স্থাপন করিলেন। কালক্রমে এই বংশের সকলে খৃষ্টান-ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। আমুর অপর পুত্র তালব হইতে আউস্‌ ও খস্‌রোজ নামে দুইটী দল উৎপন্ন হয়, তাহারা যাত্রেব (মেদিনা) গিয়া বাস করিলেন। আমুর পৌত্র রেবিয়া মক্কায় চলিয়া আসেন, তাঁহার সন্তানসন্ততি খোজা নামে বিখ্যাত হইল। মক্কার কাবা অতি প্রাচীন কাল হইতে আরবজাতির অতি পবিত্র তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ। খোজাবংশীয় আমরু বেন লোহেয়া বেকর ও যেমেন হইতে আগত অপরাপর দলস্থ লোকদিগের সাহায্যে কাবা দখল করেন। বেকরের দল দেখিল, অপরিচিত বিদেশীয় আসিয়া কাবা অধিকার করিল, তখন তাহাদের হিংসা হইল। তাহারা কোরাইসের ইস্‌মাইলদের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে বদ্ধ হইয়া খোজাদের নিকট হইতে কাবার কর্ত্তৃত্বভার কাড়িয়া লইল। ৪৬৩ খৃষ্টাব্দে কাবা কোরাইস্‌ জাতির অধিকারে আসিল। [মক্কা শব্দে অপর বিবরণ দেখ।]

কোরাইস্‌-রাজ কোসাইয়ের পৌত্র হাসেন। তিনি বড় দয়ালু ছিলেন। একবার দুর্ভিক্ষ হয়, তাহাতে তিনি আপনার সঞ্চিত রত্ন সকল অকাতরে বিতরণ করেন। তাঁহার পুত্র আবদুল মোত্তালেব। আবদুল মোত্তালেবের সময়, অব্রাহা নামক একজন ইথিওপীয় আর একজন খৃষ্টান কতকগুলি সৈন্য লইয়া কাবা ধ্বংস করিতে আসে, আবদুল মোত্তালেব তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া কাবাতীর্থ রক্ষা করেন। এই সময় আর একটা অদ্ভুত ঘটনা হয়,—অব্রাহার সৈন্যগণ মক্কায় প্রবেশ করিলেন বটে, কিন্তু অব্রাহা যে হাতীতে চড়িয়া আসিয়াছিলেন, সে হাতীটা কিন্তু কোন মতে নগরে প্রবেশ করিল না। ঠিক্‌ এই সময় হাসেনের পৌত্র আব্‌দুল্লার এক পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইল, তাহারই নাম জগদ্‌-বিখ্যাত মহম্মদ্‌। (৫৭১ খৃঃ অঃ)। [মহম্মদ্‌ শব্দ দেখ।]

পুরাতত্ত্ব।—মহম্মদের জন্মাইবার পূর্ব্বে আরবীয়গণ নক্ষত্রের উপাসনা করিত। পূর্ব্বে তাহারা বিস্তীর্ণ মাঠে মাঠে পশ্বাদি চরাইয়া বেড়াইত। অনন্ত সুনীল আকাশ তাহাদের মাথার উপর শোভা পাইত, নক্ষত্রের কিরণমালা তাহাদের আমোদ প্রদান করিত। সূর্য্য, চন্দ্র, প্রভৃতি গ্রহগণ প্রতিদিন নব নব ভাবে উদয় হইয়া তাহাদের মনে ভয়, ভক্তি ও প্রেমের আভা বিতরণ করিত; সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহারা গ্রহগণকে পূজা করিতে শিখিল। তাহাদের মধ্যে হিম্যার জাতি প্রধানতঃ সূর্য্যের, কেনানা-জাতি চন্দ্রের, তাই-জাতি অগস্ত্যের, মিসাম জাতি বুধের উপাসনা করিত। যেমেন প্রদেশের সবানগরে শুক্রের একটী মন্দির ছিল। প্রবাদ আছে, পূর্ব্বে মক্কার মন্দিরে শনির পূজা হইত। কোরাণেও তিনটী দেবীর নাম পাওয়া যায়, অল্লাট, আল-উজ্জা, মেনাট্‌।

নাখ্‌লা নগরে অল্লাট দেবীর মন্দির ছিল, থাকেফ জাতি তাঁহার পূজা করিত; মোগেরা ঐ মন্দির ধ্বংস করে। কোরায়েস্‌ ও কেনানা জাতি আলউজ্জা দেবীর বৃক্ষমূর্ত্তি পূজা করিত। হুদসাএল ও খোজাদের উপাস্য দেবী মেনাৎ। আশফ্‌ দেব ও নৈলা দেবীকেও কোরায়েস্‌রা অর্চনা করিত। পারস্যোপসাগরস্থ দ্বীপের তেমিম্‌ নামক আরবজাতি সূর্য্যোপাসনা করিত, তাহারা প্রাচীন পারসিকদিগের কাছে সূর্য্যপূজা শিক্ষা করে। ভূত, প্রেত, পিশাচ, অপ্সরী, কিন্নরী প্রভৃতির জ্ঞানও প্রাচীন আরবজাতির ছিল। প্রাচীন আরবেরা সামুদ্রিক, ইন্দ্রজাল, ফলিতজ্যোতিষ ও ভৌতিক বিদ্যার বড় আদর করিত। নক্ষত্রাদির গতি জানিবার জন্য তাহাদের মানযন্ত্রাদি ছিল। কন্যা সন্তানের উপর তাহারা বড় বিমুখ। শুনা যায়, কাহারও কন্যা জন্মিলে জীবন্ত অবস্থায় তাহাকে পুতিয়া ফেলিত। [প্রাচীন আরবের অপরাপর বিবরণ Journal of the Bombay-branch of the Royal Asiatic Society, Vol. XII, দেখ।]

প্রাচীন আরবের সহিত ভারতবাসী ও অপরাপর জাতির বাণিজ্য চলিত। [J. A. S. Bengal, VII. 519.] রামায়ণাদিতে লোহিত সাগরের উল্লেখেও জানা যায়।

খৃষ্টের সপ্তম শতাব্দীতে, আরবের উত্তরাংশ গ্রীক্‌ সম্রাটের অধিকারে, ইফ্রেতিস্‌ নদীর তটস্থ স্থান পারস্যের অধিকারে এবং দক্ষিণ অংশ ইথিওপিকদিগের অধিকারে, এ ছাড়া অপর সকল স্থান স্বাধীন ছিল।

৫৭১ খৃষ্টাব্দে (কাহারও মতে ৫৭০) মহম্মদ জন্মগ্রহণ করিলেন। তাহার চল্লিশবৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি আপনার ধর্ম্মমত ব্যক্ত করেন। এই ধর্ম্ম প্রচার করিতে বারবৎসর কাটিয়া গেল, মক্কায় ঘোর বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিল। মহম্মদের বিপক্ষগণ তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করিল। মহম্মদ মক্কা হইতে যাত্রেব পলাইয়া গেলেন। তখন হইতে যাত্রেব মেদিনা বা মেদিনাৎ-অল্‌ নবী (অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বক্তার নগর) নামে বিখ্যাত হইল। সেই পলায়নের দিন হইতে মহম্মদ শিষ্যগণ হিজিরা শাকের গণনা আরম্ভ করিল। আবার মক্কা অধিকৃত হইল, আরবেরা প্রচার করিতে লাগিল 'আল্লা বই ঈশ্বর নাই, মহম্মদ তাহাদের পয়গম্বর।' মহম্মদ আরবগণকে জগতে মহম্মদীয় ধর্ম্ম প্রচার করিতে আদেশ করিলেন। তখন আরবেরা বাহুবলে অস্ত্রের সাহায্যে চারিদিকে নব ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিল, আরবের পূর্ব্বমত ও আচার ব্যবহার এককালে সময়স্রোতে ভাসিয়া গেল, কিছুদিন পরে তাহার অস্তিত্বমাত্র রহিল না।

এই সময় পারস্যদেশ হীনতেজঃ হইয়া পড়িয়াছিল। জরথুস্ত্রের মত এত শিথিল হইয়াছিল যে, নব নব ধর্ম্মমত তাহার উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে লাগিল। এই সময় মহম্মদীয় মত পারস্যদেশে প্রচার হইল। পারস্য হইতে আরব-জাতির সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। সপ্তম শতাব্দীতে আব্বাস নবধর্ম্মের প্রধান রক্ষক হইলেন। খলিফা মোয়াবিয়ার স্পেনদেশে পলাইয়া গিয়া কর্দোভাতে ওমাএদ খলিফা রাজ্য স্থাপন করিলেন। ক্রিট্‌, কর্শিকা, সার্দ্দিনিয়া ও সিসিলী দ্বীপ আরবজাতির অধীনস্থ হইল।

আব্বাস্‌বংশীয় রাজগণ বগ্‌দাদে রাজধানী স্থাপন করিলেন। এই বংশে অনেকগুলি বিদ্যোৎসাহী রাজা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে খলিফা মান্‌সুর, হারুণ-অল্‌ রসীদ্‌ ও মামুন প্রসিদ্ধ। এই সকল খলিফার সময় নানাদেশীয় বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ বগ্‌দাদের রাজসভায় উপস্থিত থাকিতেন। তাহা-দের মধ্যে ভারতবর্ষীয় শাস্ত্রবিদ্‌ পণ্ডিতগণেরও নাম পাওয়া যায়। উয়ন-অল্‌ অম্বা ফিতল কাতুল্‌ অৎবা নামক গ্রন্থে দেখা যায়,—ঐ সকল নৃপতিগণের সভায় বগ্‌দাদে ভারতবর্ষীয় গণিত, জ্যোতিষ ও চিকিৎসা শাস্ত্র প্রভৃতি পঠিত হইত।

আরবজাতি বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়া-ছিল। পারস্য, সিরীয়া, মৌরিতনিয়া ও স্পেনদেশ জয়ের পর তাহারা নানা দেশে যাইয়া ব্যবসা বাণিজ্য করিতে লাগিল। খৃষ্টের অষ্টমশতাব্দীতে তাহারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। এই সময় কতকগুলি হিন্দু নরপতি ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ইতিহাসলেখক গিবন সাহেব লিখিয়াছেন, আরবজাতি দ্বারাই রোমক-সাম্রাজ্যের অধঃপতন হয়। কেহ কেহ বলেন, একাদশ শতাব্দীতে আরবেরাই সর্ব্বপ্রথমে আমেরিকা আবিষ্কার করে।

আরবের ভিতর বেদুইন নামে এক জাতি বাস করে। কাহারও মতে তাহারা আরবের আদিম অধিবাসী। দস্যুবৃত্তি তাহাদের ধর্ম্ম। সকলেই যোদ্ধা, আবার সকলেই মেষপালক। মরুভূমি তাহাদের বাসস্থান। পূর্ব্বে তাহারা আরবের প্রাচীন ধর্ম্মাবলম্বী ছিল; মহম্মদের ধর্ম্মপ্রচারের পর অনেকেই ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে। এখন এই জাতি কাল্‌দিয়া, মেসো-পোটেমিয়া, সিরীয়া, বার্ব্বারী, নিউবিয়া এবং সুদনের উত্তরাংশেও বাস করিতেছে। বেদুইন জাতি ধনজন ও সুখ-সম্ভোগ অপেক্ষা স্বাধীনতাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে। ইহাদের মধ্যে নানা দল আছে। কেহ কেহ সাবেক আচার ব্যবহারে চলিতে ভালবাসে, কেহ আবার এখানকার রীতিনীতি অনুযায়ী

চলে। সাবেক প্রথা যাহাদের আছে, তাহাদের মধ্যে এক একজন কর্ত্তা থাকে। এই কর্ত্তাকে শেখ বলে। শেখ আপনার পরিবার ও দাসদাসীর মধ্যে স্বয়ং রাজা। বিপদ্ আপদ্ ঘটিলে অপর শেখরে সাহায্য লয়। কোন প্রবল শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে, নানা দলের শেখ একত্র মিলিত হইয়া বিপক্ষের সম্মুখীন হয়। শেখেরা প্রত্যহ ঘোড়ায় চড়িয়া কর্ম্মচারিগণের কার্য্যাদি দেখিয়া বেড়ায়, তাহারা শিকার করিতে ভালবাসে। বেদুইন্‌রা দূর হইতে কাহাকে
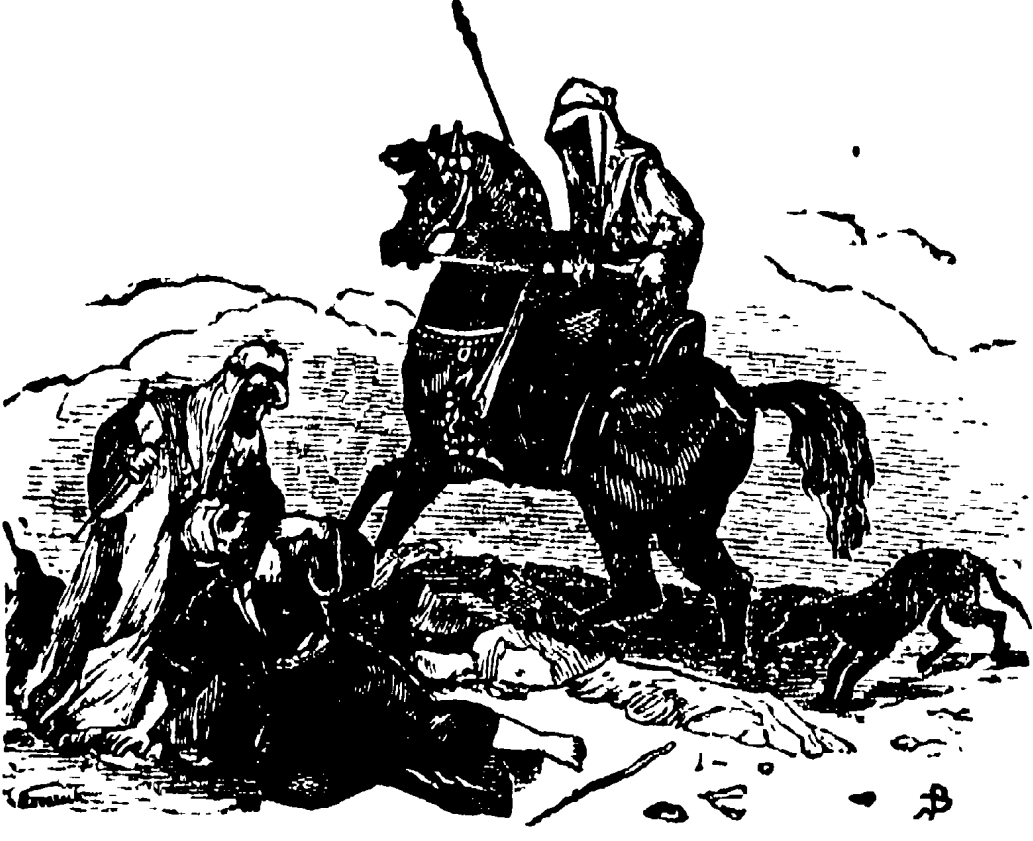
আসিতে দেখিলে তাহার কাছে যায়। প্রথমে তাহার কাছে কি আছে, উলঙ্গ হইয়া সেই সমস্ত ছাড়িয়া দিতে বলে। যদি সে দিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে জোর করিয়া তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লয়, কিন্তু প্রাণে কাহাকেও বিনষ্ট করে না। এমনও দেখা যায়, যে কোন পথিক মরুভূমিতে আসিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে; কোথায় যাইবে যে তাহার পথ জানে না। এমন স্থলে এই বেদুইন জাতি বড় উদারতার কার্য্য করে। দস্যু হইয়াও ভ্রান্ত পথিকের পথ বলিয়া দেয়, আহারাদি দিয়া পথিকের প্রাণরক্ষা করে, কোন স্থলে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেও কাতর হয় না। বেদুইন্ জাতি তাঁবুতে বাস করে, কালরঙের আচ্ছাদন গায়ে দেয়। ইহাদের বড় বড় তাঁবুতে দুই তিনটী করিয়া কাম্‌রা থাকে, তাহার এক একটীতে স্ত্রী পুরুষ ও পালিত উষ্ট্র মেষাদি বাস করিতে পায়। ইহারা খড়ের মাদুরে শয়ন করে। ইহাদের আহারাদি অতি নিকৃষ্ট। মরুস্থানের বড় বড় শেখেরা কেবল পীলু (ভাত) খায়।

আরবের ভাষাকে আমরা আরব্যভাষা বলি।

[আরব্য দেখ।]

আরব (পুং) আ-রু-ঋদোরপ্) ইতি অপ্। ঘঞ্ বা। সম্যক্ শব্দ। (শব্দে নিনাদ ইত্যারবারাবসংরাববিরাবাঃ। অমর।*। বিভাষাঙি রুপ্লুবোঃ। পা। ৩। ৩। ৫০। রু এবং প্লু ধাতুর উত্তর বিকল্পে ঘঞ্ হয়। আরাবঃ। অরবঃ। সিং কৌঃ উক্ত সূত্রে।)

আরব্য। আরবদেশের ভাষা। এই ভাষা সেমিতিক ভাষা হইতে উৎপন্ন। মহম্মদ কোরাণশাস্ত্র এই ভাষায় প্রচার করেন। এই ভাষার লিখনপ্রণালী হিব্রুভাষা হইতে গৃহীত। জ্ঞানী মুসলমান্ মাত্রে এই ভাষার বড় আদর করেন। এখন ইহা আরব, সিরীয়া, ইজিপ্ট ও উত্তর আফ্রিকার চলিত ভাষা হইয়া পড়িয়াছে। এ ছাড়া সমস্ত তুরস্ক, পারস্ত এবং ভারতবর্ষের মুসলমান কর্তৃক ধর্ম্মভাষা বলিয়া গৃহীত হয়। এই ভাষায় ভাল ভাল মুসলমান শাস্ত্র রচিত হইয়াছে। এ ভাষার অনেক কথা ইউরোপীয় সাহিত্যভাণ্ডারে মাতৃভাষার ন্যায় গৃহীত হইয়াছে। এখন বঙ্গভাষার মধ্যেও অনেক আরব্য কথা চলিত হইয়া গিয়াছে।

আরস, (আড়স্)। একপ্রকার গাছ। (Solanum verbascifolium)। বাঙ্গালায় ইহাকে নোনাভাঁটীও বলিয়া থাকে। এই গাছ ব্যাকুড় জাতীয়। আসিয়া, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার কোন কোন স্থানে জন্মে। বাঙ্গালাদেশের অনেক স্থানে এই গাছ দেখা যায়। ইহার সাদা সাদা ফুল হয়, ফল ছোট ছোট। ইহা খাইতে কটু।

আরসী, (দেশজ) আয়না। আর্শী।

আরসুলা, কীটবিশেষ। তেলাপোকা। (Periplaneta Orientalis)। এই পোকা দিনের বেলায় কোণে ঘোঁজে লুকাইয়া থাকে, রাত্রিকালে বাহির হয়। আরসুলা ফড়িংজাতীয়। ইহাদের সমস্ত শরীর বাহ্যত্বক্ দ্বারা আচ্ছাদিত। এই বাহ্যত্বক্ পুরু ও বড় কঠিন, কেবল গাঁটের কাছে নরম। বুকের পাতলা হাড়ে কতকগুলি খাঁজ থাকে। পুরুষজাতীয় আরসুলার মাঝখানে নবম খাঁজটী জোড়া থাকে। স্ত্রীজাতির সপ্তম খাঁজটী এড়ো ভাবে পিছনদিকে উঠে। পিঠের দিকে সপ্তম খাঁজের সঙ্গে যোনি, উহা বুকের সপ্তম খাঁজের পাৎলা হাড়ের দ্বারা গুপ্ত ভাবে আছে। স্ত্রীজাতি বাদামী আকারের কোষে তাহাদের ডিম রাখে। ছোট ছোট আরসুলার ডানা উঠে না, তাহাদের যৌবনকালে স্ত্রীসঙ্গমের অবস্থায় ডানা উঠে। স্ত্রীজাতি আরসুলার বড় হইলেও ডানা দেখা যায় না। ভারতবর্ষে আরসুলা বড় অনিষ্টকর। বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে আরসুলার উৎপাত। ইহারা সকল প্রকার জন্তু ও উদ্ভিদ্ চুষিয়া খায়। আমেরিকায় একপ্রকার আরসুলা হয়, তাহা এই দেশের আরসুলা অপেক্ষা অনেক বড়। আমেরিকা হইতে আগত ব্যক্তির মুখে শুনা যায় যে, এই জাতীয় (Periplaneta Americana) আরসুলা রাত্রিকালে

বন হইতে ডাকিতে থাকে, সেই শব্দে নিকটস্থ কোন গৃহি-লোকের নিদ্রা যাওয়া ভার হইয়া উঠে। আরসুলা মারিবার সহজ উপায়—যেখানে আরসুলা থাকে, সেই সেই স্থানে চাপখড়ি ছড়াইয়া দেওয়া কিংবা দুই তিন ফোঁটা ক্লোরো-ফর্ম্ ঢালিয়া দিলেও আরসুলা বিনষ্ট হয়। শুনা যায়, চীনেরা নাকি আরসুলা খাইয়া থাকে।

হাঁপানি কাসে আরসুলা কলার ভিতর পুরিয়া রোগীকে খাইতে দিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

আরসুলার সংস্কৃত নাম—তৈলপায়িকা, তৈলচৌরিকা, তৈলাম্বুকা, খলাধারা, পরোষ্ণী।

আরস্য (ক্লী) ন রস নঞ্-তৎ। অরসস্ত ভাবঃ অচতুরাদিং ষ্যঞ্। রসভিন্নত্ব। নাস্তি রসো যস্ত। বহং তু স্বতলৌ ন ষ্যঞ্। অরসত্ব। অরসতা।

আরা (স্ত্রী) আ-ঋ-অচ্ টাপ্। চর্ম্মভেদক অস্ত্রবিশেষ। টেকো। (আরা চর্ম্মপ্রভেদিকা। অমর ২।১০।৩৫।) প্রতোদ। অশ্বাদির তাড়নদণ্ড। পাঁচুনি।

আরা, বাঙ্গালা প্রদেশের অন্তর্গত শাহাবাদ জেলার একটী নগর। এখানে হিন্দু, মুসলমান্, খৃষ্টান প্রভৃতি বহুলোকের বাস। এখানে একটী রেলওয়ে ষ্টেসন আছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাই বিদ্রোহের সময় এইস্থান প্রসিদ্ধ হয়। [Kaye's Sepoy War দেখ।] ইহার তিন ক্রোশ পশ্চিমে হিয়োন্ সিয়াং-উক্ত মো-হো-স-লো (মহাসার) গ্রাম। অনেকদিন পূর্ব্ব হইতে এখানে ব্রাহ্মণ জাতির বাস।

আরাগ্র (ক্লী) আরায়া অগ্রং ৬-তৎ। টেকোর অগ্রভাগ। পাঁচুনির অগ্রভাগ। অর্দ্ধচন্দ্রাকার ক্ষুরপ্রাদি অস্ত্রের মুখ।

আরাজ্ঞী (স্ত্রী) সম্যক্ রাজতে আ-রাজ-কনিন্ ঙীপ্। দেশবিশেষ। (ধূমাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।১২৭। ইতি বুঞ্)। অরাজক। অরাষ্ট্রকদেশ। গ্রীক-ইতিহাসবেত্তৃগণ ইহার নাম আরেষ্টী (Arestæ), আড্রেষ্টি (Adraistæ) ইত্যাদি নাম উল্লেখ করিয়াছেন। [আরট্ট দেখ।] (ত্রি) তদ্দেশজাত।

আরাৎ (অব্য) আ-রা বাহুং আতি। দূর। সমীপ। (আরাদ্দূরসমীপয়োঃ। অমর ৩।৩।২৪১।)

আরাতি (পুং) অ-রা-ক্তিচ্। শত্রু। (পরারাতিপ্রত্যর্থি-পরপন্থিনঃ। অমর। অরাতিরারাতিমথো। দ্বিরূকো৽।)

আরাতিয় (ত্রি) আরাদ্ভবঃ জাতঃ আগতো বা (বৃদ্ধাচ্ছঃ। পা ৪।২।১১৪।) ইতি ছ আরাচ্ছব্দবর্জ্জনাৎ নাব্যয়স্য টিলোপঃ। নিকটে বা দূরে ভব, নিকটে বা দূরে জাত, নিকটে বা দূর হইতে আগত।

আরাত্রিক (ক্লী) আ রাত্রি রাত্রেঃ পূর্ব্বসীমা (আঙ্ মর্য্যাদা-ভিবিধ্যোঃ। পা২।১।১৩।) ইতি মর্য্যাদার্থেঽব্যয়ীভাবঃ। তত্র নির্ব্বৃত্তং ঠঞ্। নীরাজন কর্ম্ম। আরতি। [আরতি দেখ।]

আরাকান (বা রখেন।) ব্রটীশ ব্রহ্মের উত্তরবিভাগ। এই প্রদেশ চারিভাগে বিভক্ত, আকায়াব, উত্তর আরাকান বা আরাকান পর্ব্বত ভূভাগ, কয়েথ-প্যু, সান্দোবয়।

ব্রহ্মেরা বলে, গৌতমবুদ্ধের জন্মের বহুপূর্ব্বে আরাকান-রাজ্য কাশীরাজের করদ ছিল, তখনকার রাজধানীর নাম রামাবতী। যখন সেকবদী (?) কাশীর রাজা ছিলেন, তিনি আপনার চতুর্থ পুত্র কন্মাইন্‌কে মণিপুর হইতে চীন সীমান্ত পর্য্যন্ত প্রদান করেন। কন্মাইন্ কতকগুলি আদিম অধিবাসীকে সঙ্গে লইয়া যোমা পাহাড় ও সাগরের মধ্যে বাসস্থান স্থির করিলেন। এই প্রবাদের দ্বারা জানা যায়, বুদ্ধদেব জন্মাইবার পূর্ব্বেও ভারতবর্ষের সহিত আরাকানের সংস্রব ছিল। ৮০০ খৃষ্টাব্দে জাহাজে করিয়া মুসলমানেরা এই দেশে আসে। এই সময় রামাবতী আরাকানের রাজধানী ছিল। এই নগরের বর্ত্তমান নাম সান্দোবয়। খৃষ্টের নবম শতাব্দীতে আরাকানরাজ বঙ্গদেশ জয় করিতে আসেন, তিনি চট্টগ্রামে একটী বৃহৎ স্তম্ভ স্থাপন করিয়া যান। দশম শতাব্দীর শেষভাগে প্রোমরাজ ম্রোহৌঙ্গ নগরে রাজধানী পরিবর্ত্তন করেন। এই সময়ের পর, ব্রহ্ম, শান্, তৈলঙ্গ, পায়ু প্রভৃতি জাতিরা অনেকবার আরাকান আক্রমণ করে। এই সময়ে ইরাবতীর উপকূলস্থ স্থান হইতে আরাকান পৃথক্ হইল। বুদ্ধগয়ায় দ্বাদশশতাব্দীর এক-খানি খোদিত অনুশাসনপত্র পাওয়া যায়, তাহা ব্রহ্মভাষায় লিখিত, তাহাতে আরাকানরাজের আধিপত্যের কথা লেখা আছে। ১১৩৩ ও ১১৫৩ খৃষ্টাব্দ মধ্যে গবালয় নামে একজন রাজা হন। বঙ্গ, পেগু, শ্যাম প্রভৃতি দেশের রাজগণ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি ম্রোহৌঙ্গ নগরে মহতী নামে একটী সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করান। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা এই সুন্দর মন্দিরটী ধ্বংস করেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আরাকানরাজ সুবর্ণগ্রামের বাঙ্গালী রাজার নিকট হইতে কর আদায় করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে গৃহবিবাদ হওয়ায় আবার রাজা মধ্যস্থ হইলেন, সেই সঙ্গে আরাকানও তাঁহার শাসনে আসিল। কিছু দিন পরে আরাকান স্বাধীন হয়, ম্রোহৌঙ্গ তাহার রাজধানী হইল। যোড়শ শতাব্দীতে ব্রহ্ম ও পর্ত্তুগীজদের উৎপাতে আরাকান ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল, এই সময় নরহাত

উচ্চ পাথরের প্রাচীর দিয়া রাজধানী ঘেরা হইল। অনুমান ১৫৭০• খৃষ্টাব্দে আরাকানীরা চট্টগ্রাম জয় করে, সেই সময়ে আরাকানের রাজপুত্র চট্টগ্রামের শাসনকর্তা হন। এই সময় পর্ত্তুগীজ দস্যুদের সঙ্গে আরাকানীরা মিলিত হয়। পর্ত্তুগীজেরা আরাকানে আসিয়া বাস, আর সেই স্থানের স্ত্রীলোকদিগকে বিবাহ করিল এবং উভয় জাতি একত্র হইয়া মোগলসম্রাটের অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু বেশী দিন মিল রহিল না পর্ত্তুগীজেরা আপনাদের জাতীয় দস্যুধর্ম্ম ভুলিতে পারে নাই; তাহারা মধ্যে মধ্যে আরাকানীদের উপর অত্যাচার করিতে লাগিল, আরাকানের রাজা তাহাদের উপর বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে আরাকান হইতে তাড়াইয়া দিলেন। তখন পর্ত্তুগীজেরা সান্দ্বীপে আসিয়া আশ্রয় লইল এবং তথাকার মুসলমানদিগকে বিনষ্ট করিয়া সেই স্থান অধিকার করিল। সেবাষ্টিয়ান্ গঞ্জালো নামে একজন নীচজাতীয় পর্ত্তুগীজ তাহাদের দলপতি হইল। এই সময় আরাকানের একজন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা সান্দ্বীপে পলাইয়া যান। গঞ্জালো তাহার সঙ্গে মিলিত হইয়া মোগলদের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে আসে। শেষে আরাকানী রাজাকে বিনষ্ট করিয়া আপনাকে একজন স্বাধীন রাজপুত্র বলিয়া পরিচয় দেয়। গোয়ার পর্ত্তুগীজ শাসনকর্ত্তার সঙ্গে যোগ দিয়া গঞ্জালো আরাকান আক্রমণ করিতে গেল। উভয়ের দর্প চূর্ণ হইল। আরাকানের অধিপতি সান্ দ্বীপ অধিকার করিলেন। এই স্থান হইতে আসিয়া আরাকানরাজ মধ্যে মধ্যে বঙ্গদেশ লুঠ করিতেন, বাঙ্গালীকে আরাকানে লইয়া গিয়া চাকর করিয়া রাখিতেন। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে শাহসুজা অরঙ্গজিব কর্তৃক পরাস্ত হইলে এই দেশে পলাইয়া আসেন। আরাকানের রাজা তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিলেন; শেষে তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন। শাহসুজা এই প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন। তাহাতে আরাকানরাজ বড় চটিয়া গেলেন; তিনি শাহসুজাকে ডুবাইয়া মারিলেন এবং তাঁহার পুত্রগণকে নিকৃষ্টভাবে হত্যা করিলেন। শাহসুজার কন্যা মান বাঁচাইবার জন্য আত্মঘাতী হইলেন। শায়েস্তা খাঁ অরঙ্গজিবের আজ্ঞায় প্রথমে পর্ত্তুগীজদের সঙ্গে মিলিত হইয়া আরাকানের রাজাকে সমুচিত শাস্তি দিতে যান। চট্টগ্রামে পর্ত্তুগীজদের ডাকাতী ধরা পড়ে। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশের রাজগণ প্রাচীন আরাকান্ রাজ্য ধ্বংস করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই সময় আরাকানীরা চট্টগ্রাম ও তন্নিকটস্থ স্থানে পলাইয়া আসিয়া বাস করিতে থাকে। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড আমহার্ষ্ট ব্রহ্মের সঙ্গে যুদ্ধঘোষণা করেন। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে আরাকান বৃটীশ রাজ্যের সামিল হইল। এই সময় আরাকান চারিভাগে বিভক্ত হয়, আকায়াব, অন্, রামরী ও সান্দোবয়।

১। আকায়াব—অক্ষা ২০° ও ২১° ২৪´ উঃ মধ্যে, এবং দেশা ৯২°১৪´ ও ৯৪° পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার কতকাংশ সাগরের দিকে, কতকাংশ পাহাড়ের দিকে। ভূমির পরিমাণ প্রায় ৬৬২ বর্গমাইল। আরাকানের মধ্যে আকায়াবই প্রধান রাজ্য। ইহার প্রধান নগর আকায়াব। এই নগর কুলদন নদীর মোহানার কাছে। পূর্ব্বে ইহা একটী সামান্য গ্রাম ছিল, এখানে মগেরা মাছ ধরিয়া বেড়াইত। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মযুদ্ধের পর হইতে, এই নগর সমৃদ্ধিশালী হয়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে লোকসংখ্যা ৩৩,৯৯৮ গণিত হয়।

২। উত্তর আরাকান বা আরাকান গিরিভূভাগ—অক্ষা ২০°৪৪´ ও ২২° ২৯´ উঃ এবং দেশা ৯২° ৪৪´ ও ৯৩° ৫২´ পূঃ মধ্যে। উত্তর আরাকানের দক্ষিণে আকায়াব, পশ্চিমে চট্টগ্রাম, উত্তর ও পূর্ব্বে মণিপুর হইতে স্বাধীন ব্রহ্ম পর্য্যন্ত জঙ্গল প্রদেশ। ভূমিপরিমাণ প্রায় ১০১৫ বর্গমাইল। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে লোকসংখ্যা ১৪,৪৯৯। উত্তর আরাকানের লোকেরা বলে যে, তাহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, কিন্তু তাহারা উপদেবতার পূজাও করিয়া থাকে। এখানে প্রধানত এই কয় জাতির বাস—১ র্খেং বা চৌথা ২ সান্দু, ৩ কামী বা কে-ময়ি, ৪ আন্ বা কৌংসো, ৫ চীন, ৬ চউ বা কুকী, ৭ মরো। চৌংথা ব্রহ্মজাতীয়, ইহাদের ভাষা অনেকটা আরাকানীর মত, ইহাদের সাতটী শাখা আছে। সান্দুজাতি নীলগিরির উত্তরপূর্ব্বদেশে বাস করে, ইহাদের ভাষা একাক্ষরী। ইহারা বহুবিবাহ করে, শবদাহ-প্রথা ইহাদের মধ্যে চলিত আছে। কামীরা পার্ব্বতীয়, তৌংমেং নামে ইহাদের এক একজন দলপতি থাকে। [কুকী ও চীন শব্দে অপর জাতির বিবরণ দেখ।] পূর্ব্বে আকায়াবের সীমান্ত মরো, চীন এবং সাধারণতঃ চৌংথা জাতির লোকহিসাবে কর দিতে হইত; অবিবাহিত ব্যক্তি ছাড়া, বিবাহিত পুরুষের দুই টাকা ও মৃতপত্নীকের এক টাকা লাগিত। শীঘ্রই এ নিয়ম পরিবর্ত্তিত হয়, তাহাতে প্রত্যেক গৃহস্থের প্রতি এক টাকা করিয়া কর ধার্য্য হইল। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে পার্ব্বতীয় জাতির সঙ্গে ব্যবসা চালাইবার জন্য এখানকার মৌকৃতৌজ নগরে একটী হাট স্থাপিত হয়।

৩। সান্দোবয় প্রদেশ ১৮° ও ১৯° উঃ অক্ষান্তর মধ্যে। এখানে কৃষিকার্য্যের দিন দিন উন্নতি দেখা যাইতেছে। ইহার নিকটে কয়োকৃপ্যু নগর। ইহার রাজধানী সান্দোবয়।

রামরী, চেবুবা ও কয়েকটী ক্ষুদ্র দ্বীপ লইয়া রামরী প্রদেশ। ইহার প্রধান নগর কয়োকৃপ্যু। এই প্রদেশে ছোট ছোট আগ্নেয়গিরি আছে।

লোকতত্ত্ব।—আরাকানীরা ব্রহ্মজাতীয়; কিন্তু ইহাদের আচার ব্যবহার ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র। ইহাদের মুখের চেহারা আর্য্য ও মোগল উভয় জাতির ন্যায়। ইহারা ভারতবাসীর রীতি নীতি অনুযায়ী চলিতে ভালবাসে। এখানে হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই দেখা যায়। হিন্দুর মধ্যে কতকগুলি মণিপুরী ব্রাহ্মণ আছেন, পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশের রাজা কয়েকজন গণক আনাইয়া ছিলেন, ঐ মণিপুরী ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের সন্তান। এ ছাড়া কতকগুলি ডোম আছে। এখানকার বারআনা লোকে কৃষিকার্য্য করে। এ দেশে ধান, ধনিয়া ও সরিষা প্রচুর জন্মে। শণ, নীল ও তামাকের চাস হয়। এখানে কলাগাছ, ইক্ষু, নারিকেল ও পাণ বেশ পাওয়া যায়। এখান হইতে বার্ষিক ৩০,০২,২৩০ টাকার অধিক কর আদায় হয়। [The Gaz. British Burma ; Journal of the Lond. Geogr. So. Vol, I ; G. Hughes, Hill Tracts of Arakan প্রভৃতি গ্রন্থে বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

আরাণা (মলয়=অরুণ) এক জাতীয় মাছ। (Saurida tumbil). এই মাছ দেখিতে হলদে। ইহার পিঠের দিক্ কটা, লেজের কাছে কতকটা সাদা। ইহা এক ফুট্ প্রায় বড় হয়। লোহিতসাগরে, ভারতসমুদ্রে, মলয়, চীন ও জাপানে এই মাছ থাকে। এই মাছের তার খাইতে পানস।

আরাধন (ক্লী) আ-রাধ-ল্যুট্। ১ সাধন। ২ প্রাপ্তি। ৩ তোষণ। ৪ পচন, পাক। (আরাধনঞ্চ পচনে প্রাপ্তৌ সন্তোষণেঽপি চ। (মেদিনী)।

আরাধনা (স্ত্রী) আ-রাধ-ণিচ-যুচ্ টাপ্। সেবা। (শুশ্রূষারাধনোপাস্তি। ইত্যাদি। হেম। ৩।১৬১।)

আরাধনীয় (ত্রি) আরাধয়িতুং শক্যং। আ-রাধ-ণিচ্ শক্যার্থে অনীয়র্, ণিচ্ লোপঃ। আরাধন করিবার যোগ্য।

আরাধয় (পুং) আ-রাধ-ণিচ্—বাহুং শ। আরাধনকারক। (গুণবচনব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্ম্মণি চ। পা। ৫।১।১২৪। ইতি ষ্যঞ্ (ক্লী) আরাধয্য। আরাধনকর্তৃত্ব। আ—রাধ-ণিচ্ লোট্ মধ্যমপুরুষের এক বচনের রূপ (আরাধয় সপত্নীকঃ। রঘু ১। ৮১।)

আরাধয়িতৃ (ত্রি) আ রাধ-ণিচ্-তৃচ্। পরিচারক। সেবক।

আরাধিত (ত্রি) আ-রাধ-ণিচ্ ও ইট্, ণিচ্লোপঃ। সেবিত। (আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং ? উদ্ভট)

আরাপ। বেহারের সাতমুলিয়া মঘয়া নামক নীচজাতির একটী শাখা।

আরাম (পুং) আরম্যতেঽত্র আ-রম-ঘঞ্। উপবন। কৃত্রিম বন। ফুল বাগান।

(আরামঃ স্যাদুপবনং কৃত্রিমং বনমেব যৎ। অমর।) বৃত্তরত্নাকরোক্ত পনরটী রগণযুক্ত দণ্ডক বৃত্তবিশেষ।

(যদিহ নযুগলং ততঃ সপ্ত রেফাস্তদা চণ্ডবৃষ্টিপ্রয়াতো
১ ভবেদ্দণ্ডকঃ।
প্রতিচরণবিবৃদ্ধিরেফাঃ স্যুরর্ণা ২ র্ণব ৩ ব্যাল ৪ জীমূত-
৫ লীলাকরো ৬ দ্দাম ৭ শঙ্খা ৮ দয়ঃ।)

যদি প্রথমে দুইটী নগণ ও তৎপরে সাতটী রগণ থাকে, তবে সেই দণ্ডকের নাম চণ্ডবৃষ্টিপ্রয়াত।

যদি প্রথমে দুইটী নগণ ও তৎপরে ক্রমে আট হইতে রগণ বৃদ্ধি হয়, তবে তাহার নাম নিম্নলিখিত ক্রমে অর্ণ আদি হয়।

অর্থাৎ দুইটী নগণের পরে যদি আটটী রগণ থাকে, তবে সেটী অর্ণ, নয়টী রগণ থাকিলে সেটী অর্ণব, দশটী রগণ থাকিলে সেটী ব্যাল, এগারটী রগণ থাকিলে সেটী জীমূত, বারটী রগণ থাকিলে সেটী লীলাকর, তেরটী রগণ থাকিলে সেটী উদ্দাম, চৌদ্দটী রগণ থাকিলে সেটী শঙ্খ। আদি পদ দ্বারা তৎপরে পনর হইতে যতগুলি রগণ বৃদ্ধি হইবে, তাহাদের ক্রমে নিম্নলিখিত নামগুলি হইবে, আর প্রথম লক্ষণে "নযুগলং" আছে বলিয়া সর্ব্বত্রই প্রথমে দুইটী নগণের আবশ্যক। যথা—

১৫র আরাম, ১৬র সংগ্রাম, ১৭র সুরামবৈকুণ্ঠ, ১৮র সার, ১৯র কাসার, ২০র বিসার, ২১র সংহার, ২২র নীহার, ২৩র মন্দর, ২৪র কেদার, ২৫র আসার, ২৬র সৎকার, ২৭র সংস্কার, ২৮র মাকন্দ, ২৯র গোবিন্দ, ৩০র সানন্দ, ৩১র সন্দোহ, ৩২র আনন্দ। (পিঙ্গলোদ্ধৃত টীকা)

আ-রম-ভাবে ঘঞ্। অরাতি। উপরাম। চলিত কথায় আরামকে বিশ্রাম বলে। এই আরাম পারস্যশব্দজ।

আরাম শাহ্, দিল্লীর একজন বাদশা। সুলতান কুতব উদ্দীন আইবকের পুত্র। ১২১০ খৃষ্টাব্দে ইনি পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। সেই সময়কার বদাউনের শাসনকর্তা আলতমাস আরামকে রাজচ্যুত করিয়া নিজে দিল্লীর সম্রাট্ হইলেন।

আরাবলী, (অরবল্লী)। রাজপুতনা হইতে আজমীর মৈরবার পর্য্যন্ত বিস্তৃত গিরিশ্রেণী। এই গিরিমালা অক্ষা° ২৫° ও ২৬°৩০´ উঃ এবং দেশা ৭৩°২০´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উচ্চশেখর আবু। [আবু দেখ।] এই স্থানে পার্ব্বতীয় মীনা বা মেবজাতির বাস, উহারা এখানকার আদিম অধিবাসী। এই পাহাড়ে রাজপুত-জাতির সহিত দিল্লীর বাদশাহের অনেকবার যুদ্ধ হয়। ইহার অধিকাংশ স্থান মরু ও জঙ্গলময়, কেবল স্তূপাকারে বালি ও পাথর। এখানে মূল্যবান্ চুনি, পান্না প্রভৃতি পাথর, সুর্ম্মা ও টিন পাওয়া যায়।

আরামশীতলা (স্ত্রী) আরামে উদ্যানে শীতলা ৭-তৎ। সুগন্ধি পত্রযুক্ত বৃক্ষবিশেষ। (রাজনি°)

আরামিক (ত্রি) আরামে উদ্যানরক্ষণে নিযুক্তঃ ঠক্। উদ্যানপাল। মালী।

আরারাট, আর্ম্মেনিয়ার পার্ব্বতীয় ভূভাগ। প্রাচীন আর্ম্মাণীরা ইহাকে 'ঐরাট' (আর্য্যাট) অর্থাৎ আর্য্যদিগের ক্ষেত্র বলিত। ইহার কতকাংশ তুরস্ক ও কতকাংশ রুষের অধিকারে। প্রাচীন বাইবেলের মতে এই প্রদেশেই আরারাট গিরিমালা। জলপ্লাবনের পর এখানে নোয়ার পোত লাগাইয়াছিল। (Genesis viii.) আর্ম্মাণীরা বলে, আরারাটের মাসিস্ সেউসর (বা পোতশৃঙ্গ) নামক গিরিতে পোত লাগিয়াছিল। তুরস্কেরা এই শৃঙ্গকে আগ্রিদাঘ বা (আর্ত্তগিরি) এবং পারস্যেরা কুহি-নূঃ অর্থাৎ নোয়ার পর্ব্বত বলেন। ঐ শৃঙ্গটী আগ্নেয়গিরির মত। সমুদ্র হইতে উচ্চে প্রায় ১৭ ১৭,২৬০ ফিট্; অক্ষা ৩৯° ৪২´ উঃ এবং দেশা ৪৪°৩৫´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এখানকার লোকের বিশ্বাস, নোয়ার সেই পোতখানি এখনও গিরিশৃঙ্গের উপরে আছে; পূর্ব্বে বন ছিল, এখন সব পাষাণ হইয়া গিয়াছে। আর্ম্মাণীরা বলে, এখানকার এরিবান নামক স্থানে নোয়া দ্রাক্ষলতা পুতিয়াছিলেন, এবং নখজোবন (অর্থাৎ অবতরণস্থান) নামক নগরে নোয়া পোত হইতে নামিয়া আসিয়া প্রথমে বাস করেন। পাশ্চাত্যেরা আমাদের মনুর সহিত নোয়ার ঐক্যতাস্থাপন করেন। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রোক্ত মনু এস্থানে অবতরণ করেন নাই। তিনি হিমালয়ের নিকটস্থ নৌ-বন্ধন নামক স্থানে প্রথমে অবতরণ করেন। [মনু ও নৌবন্ধন শব্দে বিস্তারিত বিবরণ দেখ।]

আরারুট, (ইংরাজী Arrow root শব্দের অপভ্রংশ।) এক প্রকার (Maranta arundinacea) গাছের শিকড়। ইহার কাটা কাটা পাতা, লাল সাদা ও হলুদ প্রভৃতি নানা রঙের ফুল হয়। ইহার মূলাকার কাণ্ড ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কেহ কেহ এদেশে লাল সর্ব্বজয়াকে আরারুটের জাতীয় গাছ বলিয়া থাকেন। আরারুট গাছ পূর্ব্বে কেবল আমেরিকায় জন্মাইত। তথা হইতে প্রথমে সিংহলে আনীত হয়। [Dictionnaire du commercé, Paris, 1889.]

এদেশে তিখুরের (Curcuma angu-tifolia) গাছ হইতে আরারুট হয়। উহা এই প্রকার উপায়ে প্রস্তুত হইয়া থাকে—প্রথমে শিকড় ভাল করিয়া ধুইয়া মিহি করিয়া বাটিবে, তাহার পর একটু বেশী জল মিশাইবে, জল মিশাইলে পর খিরকিচ্ আদি ভাসিয়া উঠিবে, পরে খিরকিচ্ আদি ছাঁকিয়া লইয়া অপর পাত্রে রাখিবে। এইরূপ দুই তিন বার জল দিয়া বিশুদ্ধ করিবে। তখন ইহার রঙ্ দুধের মত হইবে। পরে ঐ বিশুদ্ধ অংশ রৌদ্রে ভাল করিয়া শুকাইতে দিবে। শুকাইলে ভাল ময়দার মত গুড়া হয়। তাহাই টিনের বাক্সে পুরিয়া এদেশে বিক্রীত হইয়া থাকে। আরারুট ছোট ছোট ছেলের পক্ষে উপকারী। ইহার গুণ শীতল, বলকারক, ক্ষুধাবর্দ্ধক ও বড় লঘু। এদেশে গরম জলে আরারুট মিশাইয়া রোগীদের খাইতে দেয়। আরারুটের রুটীও প্রস্তুত হয়,—উহা অজীর্ণ বা উদরাময় রোগীর পক্ষে হিতকর। [তিখুর দেখ।] কোচীন, কনাড়া, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি স্থানে আরারুটের ব্যবসা হইয়া থাকে।

আরাল, (ত্রি) ঈষদরালং প্রাদি-সং। অল্পকুটিল। অল্প-বক্র। আরালমস্য জাতং তারকাদি ইতচ্। আরালিত। ঈষৎ কুটিলিত; অল্প বক্রীভূত।

আরালিক, (ত্রি) অরালং কুটিলং চরতি ঠক্। পাচক কুটিল আচরণকর্ত্তা। ধনলোভে শত্রু-প্রেরিত পাচক বিষাদি মিশাইয়া পাক করিয়া দেয়, কাজেই সে কুটিল আচরণকারী হইল, তজ্জন্য তাহার নাম আরালিক হইয়াছে। (ভক্ষকারঃ সূপকারঃ সূদারালিকবল্লবাঃ। হেম ৩৩৮৭।) [পাচকদেখ।]

আরাবিন্, (ত্রি) আরৌতি আ-রু-ণিনি। সম্যক্ শব্দকারক। উচ্চৈঃশব্দকারক। (স্ত্রী) ঙীপ্। আরাবিনী।

আরিত্রিক, (ত্রি) অরিত্রং নৌকাদণ্ডঃ (দাঁড়) তত্র ভবাদি (কাশ্যাদিভ্যষ্ঠঞ্‌ঞিঠৌ। পা। ৪।২।১১৬। ইতি ঠঞ্ ঞিঠ্ বা। অরিত্রভবাদি। নৌকার দাঁড়ে বাহা হয়। (স্ত্রী) ঠঞি। ঙীষ্। আরিত্রিকী। (স্ত্রী) ঞিঠি টাপ্। আরিত্রিকা।

আরিন্দম, সনক্ষত্র রাজার পিতা। (ব্রহ্ম-ব্রাঃ ৭।৩৪)।

আরিন্দা (পারস্য) করবাহক। যে ব্যক্তি রাজকোষে টাকা আদায় করিয়া জমা দেয়।

আরিন্দমিক (ত্রি) অরিন্দমে ভবাদি কাশ্যাং ষ্ঠঞ্ ক্রিঠ্ বা। অরিন্দমে ভবাদি। যিনি শত্রুদমন করেন, তাহাতে যাহা হয় (স্ত্রী) ক্রিঠি টাপ্। [ষ্ঠঞ্ ও ক্রিঠ্ হইবার সূত্র আরাত্রিক শব্দে দেখ।]

আরিশ্মীয় (ত্রি) রিশতি রিশ-হিংসে (সর্ব্বধাতুভ্যো মনিন্। উণ্। ৪। ১৪৪) ইতি মনিন্। নঞ্-তৎ অরিশ্মঃ তস্য সন্নিকৃষ্ট-দেশাদি কৃশাদিং ছন্। অরিশ্মের নিকটস্থ দেশাদি।

আরীহণক (ত্রি) অরীহণেন নির্বৃত্তং অরীহণাদিং বুঞ্। শত্রুঘাতকসম্পন্ন। যিনি শত্রু হনন করেন তাঁহার নিষ্পন্ন। [পা। ৪।২।৮০। সূত্রস্থ গণে অরীহণ এইরূপে দীর্ঘ ঈকার আছে তাহা দেখ।]

আরু (পুং) ঋ-উণ্। ১ বৃক্ষবিশেষ। এদেশে জারুল বলে। (Lagerstromia regina) এই গাছ বঙ্গদেশের উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলস্থ পাহাড়ে, জয়ন্তী গিরিতে, দক্ষিণ দেশের কোইম্বাতুর, কানাড়া, সুন্দা এবং সিংহল, পেগু ও তেনে-সেরিস প্রভৃতি স্থানে জন্মে। এই গাছ অধিক বড়। বাঙ্গালায় ইহার কাঠে তক্তা হয়। সিংহলে ইহা পিপা ও বরগাদির কার্য্যে লাগে। বোম্বাই-প্রদেশের জঙ্গলে ভাল ভাল জারুল কাঠ হয়, তাহার তক্তায় নৌকার তলা তৈয়ারী হইয়া থাকে। এখন বঙ্গদেশে এই কাঠে নানা জিনিষ প্রস্তুত হইতেছে। শ্রীহট্ট, কাছাড় এবং চট্টগ্রামের জারুল কাঠ সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং মূল্যবান্। ২ কর্কট। ৩ শূকর। দংষ্ট্রী (আরুঃ পুংসি তরোর্ভেদে তথা কর্কটদংষ্ট্রিণোঃ। মেদিনী।) ৪ আলু। [আলু দেখ।]

আরুজ (ত্রি) অরুজতি আ-রুজ-ক। সম্যক্‌পীড়ক। ("বিদ্মা হি ত্বা ধনঞ্জয়মিন্দ্র দৃহ্‌ড়ে। চিদারুজং।" ঋক্ অভিমুখে যে হনন করে। ৮।৪৫।১৩। আরুজং আভিমুখ্যেন ভঙ্‌ক্তারং সায়ণ।) (পুং) রাবণপক্ষীয় রাক্ষসবিশেষ। (মহাভা-বন।)

আরুজত্নু [বৈ] (ত্রি) রুজো ভঙ্গে ইত্যৌণাদিকঃ কত্নুচ্ প্রত্যয়ঃ কিত্বাদ্‌গুণাভাবঃ। ভঞ্জক। ভেদকারী। ("বীড়ু চিদারুজত্নুভিঃ।" ঋক্ ১।৬।৫। 'আরুজত্নুভিঃ ভঞ্জদ্ভিঃ।' সায়ণ।)

আরুণক (ত্রি) অরুণদেশে ভবাদি (ধূমাদিভ্যশ্চ। পা। ৪।২।১২৭।) ইতি বুঞ্। অরুণদেশভবাদি।

আরুণডাঙ্গী (অরুণডঙ্গী)। মান্দ্রাজপ্রদেশস্থ তঞ্জোরের একটী ভূভাগ। পূর্ব্বে এখানে চোলরাজদিগের রাজত্ব ছিল। ১৫. শতাব্দীতে পাণ্ড্যরাজের সেনাপতি সেতুপতি এই স্থান অধিকার করেন। ১৭ শতাব্দীতে তঞ্জোররাজ্যের সামীল হয়। ১৮ শতাব্দীতে এই স্থানে রামনদের একজন কিলা-বনের শাসনে আসিল। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে, আবার তঞ্জোরের রাজা দখল করেন।

আরুণি (পুং) অরুণস্যাপত্যং (অত ইঞ্। পা। ৪।১।৯৫।) ইতি ইঞ্। উদ্দালক গৌতম মুনি। বৈশম্পায়নের শিষ্য-বিশেষ। আলম্ব, লম্ব, কমল, রুচাভ, আরুণি, তাণ্ড, শ্যামায়ন, কঠ, কলাপী এই নয় জন বৈশম্পায়নের ছাত্র ছিলেন। ২ অরুণ উপবেশীর পুত্র, শ্বেতকেতুর পিতা। [শতপথ ও ঐত০ ব্রাহ্মণ ৮।৭ দেখ।]। ঔদ্দালকি। [কঠ-উপ]। ৩ প্রজাপতির পুত্র, সুপর্ণেয়। [তৈ. আরণ্যক ১০।৭৯ দেখ।] ১৫ দ্বাপরের ব্যাস। (দেবীভাগবত ১।৩।২৯।) তেনাধীতং গিনি। ব্রাহ্মণে তস্য লুক্। আরুণি। ১ সামবেদ ব্রাহ্মণবিশেষ। ২ আয়োদধৌম্য শিষ্য মুনিবিশেষ। *। অরুণ সম্বন্ধী। অরুণস্যাপত্যং ইঞ্। সূর্য্যতনয়। (অরুণসুতশব্দে উক্ত যম শনি প্রভৃতি।) অরুণস্যায়ং অনুজাতত্বাৎ ইঞ্। অরুণের অনুজ। বিনতার পুত্র বিশেষ [হরিবংশের ২২৬ অধ্যায়] (পুং স্ত্রী) অরুণস্য গরুড়াগ্রজস্যাপত্যং ইঞ্। গরুড়াগ্রজের পুত্র বা কন্যারূপ অপত্য। (স্ত্রী) ঙীপ্। আরুণী।

আরুণিন্ (পুং) বহু বং। আরুণিনা বৈশম্পায়নান্তেবাসি-না প্রোক্তমধীয়তে গিনি। বৈশম্পায়নের শিষ্য আরুণি-প্রোক্ত গ্রন্থের অধ্যয়নকারী ছাত্রসকল।

আরুণী [বৈ] (স্ত্রী) অরুণবর্ণা। (বড়বা)।*। ("যদারুণীষু তবিষীরযুগ্ধ্বম্।" ঋক্ ১।৬৪।৭। 'আরুণীষু অরুণবর্ণাসু বড়বাসু।' সায়ণ।)

আরুণেয় (পুং) আরুণেরুদ্দালকস্যাপত্যং ঢক্। উদ্দালক-পুত্র শ্বেতকেতু।

আরুণ্য (ক্লী) রাগ। (ভাগবতে শ্রীধর ১০।২১।১৭।)

আরুত (ক্লী) আ-রু-ভাবে ক্ত। আরাব। সম্যক্ শব্দ। (ত্রি) আ-রু-কর্ত্তরি ক্ত আরাবযুক্ত। শব্দযুক্ত।

আরুদ্ধ (ত্রি) আরুধ্যতেস্ম। আ-রুধ কর্ম্মণি ক্ত। প্রতি-রুদ্ধ। নিরুদ্ধ। বদ্ধ। বাদী যাহার গতিরোধ করিয়াছে তাদৃশ প্রতিবাদী।

আরুরুক্ষু (ত্রি) আরোঢ়ুমিচ্ছুঃ। আ-রুহ-সন্-উ। আরোহণ করিতে ইচ্ছুক।

আরুষী (স্ত্রী) মনুর কন্যাবিশেষ। ইনি চ্যবনের পত্নী ছিলেন। চ্যবনের উৎপাদিত পুত্র ঔর্ব্ব ইঁহার উরুদেশ ভেদ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। (মহাভারত আদি ৬৬ অঃ।)

আরুষায় (ত্রি) অরুষঃ সন্নিকৃষ্ট দেশাদি কৃশাদিং ছণ্, অরুষ, সন্নিকৃষ্ট দেশাদি। অরুষের নিকটের স্থানাদি। (পা। ৪।২।৮০ সূত্রস্থ কৃশাদিগণে অরুষ শব্দ দেখ।)

আরুষ্কর (ক্লী) ভল্লাতক। ভেলাফল। [ভেলা দেখ।]

আরুহ (ত্রি) আরোহতি আ-রুহ-ক। আরোহণকর্ত্তা। যিনি সোপানাদিতে আরোহণ করেন।

আরু (পুং) ঋচ্ছতি ঋ (পিংকশিপস্তর্ত্তেঃ। উণ্।১।৮৭। ইতি উ ণিচ্চ।) পিঙ্গলবর্ণ। (ত্রি) পিঙ্গলবর্ণযুক্ত। (আরুঃ পিঙ্গলঃ উজ্জ্বলদন্ত।)

আরূঢ় (ত্রি) আ-রুহ-কর্ত্তরি ক্ত। আরোহণকর্ত্তা। (প্রফুল্ল কমলারূঢ়াং। জগদ্ধাত্রীধ্যান) উৎপন্ন। কর্ম্মণি ক্ত। যাহাতে আরোহণ করা হইয়াছে। (ক্লী) ভাবে—ক্ত। আরোহণ।

আরূঢ়ি (স্ত্রী) আ-রুহ-ক্তিন্। আরোহণ।

আরে (অব্য) [বৈ]। দূরে। (নিঘণ্টু ৩।২৭।৭৪। যথা, "আরে অাম দুরিতস্ত ভূরে।" ঋক্ ১।৩৯।৮।) বাঙ্গালায় এই শব্দ কোন ব্যক্তিকে ক্রুদ্ধ বা হেয় ভাবে সম্বোধন করিবার কালে ব্যবহৃত হয়।

আরেঅঘ [বৈ] (ত্রি) নিষ্পাপ। ('আরে দূরে অঘং-পাপং যস্য তাদৃশী'। ঋগ্ভাষ্যে সায়ণ ৬।১।১২।)

আরেক (পুং) আ-রিচ্-ঘঞ্। সন্দেহ। (সন্দেহ-দ্বাপরা-রেকাবিচিকিৎসা তু সংশয়ঃ। হেম ৬।১১।)

আরেচিত (ত্রি) আ-রিচ্-ণিচ্-ক্ত ইট্ ণিচ্ লোপঃ। ঈষৎ আকুঞ্চিত। সন্দেহযুক্ত।

আরেবত (পুং) আ সম্যক্ রেবয়তি অধো গময়তি মলং আ-রেব-ণিচ্-অতচ্। সোঁদাল গাছ।

(আরেবতব্যাধিঘাতকৃতমামসুবর্ণকাঃ। অমর)

আরোক [বৈ] (পুং) শিখা।

আরোগ্য (ক্লী) অরোগস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। রোগশূন্যত্ব।

"ব্রাহ্মণং কুশলং পৃচ্ছেৎ ক্ষত্রবন্ধুমনাময়ম্।
বৈশ্যং ক্ষেমং সমাগম্য শূদ্রমারোগ্যমেব চ॥"

পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে ব্রাহ্মণের কুশল, ক্ষত্রিয়ের অনাময়, বৈশ্যের ক্ষেম অর্থাৎ ধন ধান্য নিরাপদ্ এবং শূদ্রের আরোগ্য জিজ্ঞাসা করিতে হয়। (মনু ২।১২৭।)

আরোগ্যব্রত (ক্লী) আরোগ্যার্থং ব্রতং শাকং তৎ। ব্রত-বিশেষ। বরাহপুরাণোক্ত মাঘমাসের শুক্লসপ্তমীতে আরম্ভ করিয়া একবৎসর পর্য্যন্ত প্রতি শুক্লসপ্তমীতে কর্ত্তব্য সূর্য্য-ব্রত। এই ব্রতের নিয়ম ষষ্ঠীতে সংযম করিয়া সপ্তমীর দিনে উপবাস এবং তৎপরে যথাবিধি ভোজনের আবশ্যক।

আরোগ্যশালা (স্ত্রী) আরোগ্যার্থা শালা শাকং তৎ। চিকিৎসার নিমিত্ত রাজাদির কৃত গৃহবিশেষ। বৈদ্যকশাস্ত্রে লিখিত আছে—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই সকলেরই সাধন আরোগ্য, অতএব আরোগ্য দান করিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গদানেরই ফল হয়। তাহা করিবার ক্রম—চিকিৎসাগৃহে মহৌষধ এবং তাহার উত্তম উপকরণ সামগ্রী সকল থাকা আবশ্যক। তাহাতে নিম্নলিখিত-রূপ বিজ্ঞ চিকিৎসক ও রোগীদের আহারীয়, বহু অন্ন, সরস ব্যঞ্জন এবং দুগ্ধাদি রাখিতে হয়। বৈদ্যের লক্ষণ—শাস্ত্রজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, ঔষধসকলের বলবীর্য্যদর্শী, ওষধি এবং মূল সকলের যথার্থ গুণজ্ঞ, তাহাদের আহরণ-কালবিৎ। শালি (ধান্য), মাংস এবং ঔষধের বল, বীর্য্য ও ঐ সকল বস্তু কতকালে পরিপাক পায়, তাহা ও হতবীর্য্য হইলে উহাদের পরিত্যাগের কারণ এবং রোগীর প্রিয়ম্বদ ব্যক্তিই প্রকৃত বৈদ্য ও তাদৃশ ব্যক্তিকে চিকিৎসাগৃহে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। এত-দ্দর্শনে বোধ হয়, পূর্ব্বেও হিন্দু রাজাদের অধিকারসময়ে দাতব্য ঔষধালয় ছিল ও তাহাতে রাজনিযুক্ত প্রবীণ চিকিৎসকও থাকিত। এখন এদেশে আরোগ্যশালাকে হাঁসপাতাল (Hospital) বলে, ইউরোপে খৃষ্টের ৪র্থ শতাব্দীতে সর্ব্ব-প্রথমে আরোগ্যশালা স্থাপিত হয়। তথায় এখন যে সব আরোগ্যশালা আছে, তাহার মধ্যে সেণ্ট বার্থলমিউর হাঁস-পাতাল সর্ব্বপ্রাচীন। (উহা ১১২২ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়।)

আরোগ্যস্নান (ক্লী) আরোগ্যে রোগরাহিত্যে সতি তন্নিমিত্তকং স্নানং শাকং তৎ। রোগ সারিলে যে স্নান করা যায়।

আরোচন [বৈ] (ত্রি) অরুণী। (নিরুক্ত ১২।৭।)

আরোধন (ক্লী) আ-রুধ-ভাবে ল্যুট্। অবরোধন। নিরোধ। রুদ্ধ করিয়া রাখা। (ত্রি) ল্যুট্। আরোধক। আবরক ("মধ্য আরোধনে দিবঃ।" ঋক্ ১।১০৫।১১। 'আরোধনে সর্ব্বস্যাবরকে।' সায়ণ।) আরুধ্যতে কর্ম্মণি ল্যুট্। আরোধনীয়। যাহাকে রোধ করিতে হইবে। করণে ল্যুট্। আরোধন-সাধন গৃহ বা দড়ি প্রভৃতি।

আরোপ (পুং) আ-রুহ-ণিচ্ (রুহঃ পোঽন্যতরস্যাং। পা। ৭।৩।৪৩। ইতি হস্য প ল্যুট্ ণিচ্ লোপঃ। অন্য পদার্থে অন্য ধর্ম্মের অবভাসরূপ মিথ্যাজ্ঞান। যে ধর্ম্ম যেখানে নাই, সেখানে বুদ্ধিমাত্র দ্বারা সেই ধর্ম্মের আরোপ করা হয় বলিয়া সেই বুদ্ধির নামই আরোপজ্ঞান। যেমন শুক্তিতে রজতজ্ঞান। (অতদ্বতি তৎপ্রকারকজ্ঞানমারোপঃ। নৈয়ায়িক) বৈদান্তিকেরা উহাকে অধ্যাস কহেন।

আরোপ আহার্য্য ও অনাহার্য্যভেদে দুই রূপ। যেখানে বাধ নিশ্চয় থাকিতেও আরোপ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহারই নাম আহার্য্য, সেটী যেমন পূর্ব্বোক্ত শুক্তিতে রজতজ্ঞানাদি প্রত্যক্ষ হয়, তদ্রূপ শব্দেও আহার্য্য হইয়া থাকে। যেমন "চন্দ্রমুখ" এখানে মুখ চন্দ্র নহে ইহা নিশ্চয়ই আছে, তাহা থাকিতেও চন্দ্ররূপে মুখের বোধ হয় বলিয়া সেই জ্ঞানকে আহার্য্যজ্ঞান কহে। পরোক্ষজ্ঞানের নামই অনাহার্য্য ও নিশ্চয়।

বৈদান্তিকেরা বস্তুতে অবস্তুর ভ্রম আরোপ করাকে অধ্যারোপ বলেন। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম। [অধ্যারোপ দেখ।]

আরোপক (পুং) আ-রুহ-ণিচ্-প—ণ্বুল ণিচ্লোপঃ। বৃক্ষাদির আরোপণকর্ত্তা যিনি গাছ প্রভৃতি পোঁতেন। [হ স্থানে প হইবার সূত্র আরোপ শব্দে দেখ]

আরোপণ (ক্লী) আ-রুহ-ণিচ্ প ল্যুট্ ণিচ্লোপঃ। আরোপ শব্দের অর্থ। আরোহণ। সম্পাদন।

আরোপিত (ত্রি) আ-রুহ-ণিচ্-প-ক্ত-ইট্ ণিচ্লোপঃ। যাহাকে আরোহণ করান হইয়াছে।

আরোপণীয় (ত্রি) আ-রুহ-ণিচ্-প-অনীয়র্ ণিচ্লোপঃ। আরোহণ করাইবার যোগ্য। আরোপ্য।

আরোপ্য (ত্রি) আ-রুহ-ণিচ্-প কর্ম্মণি যৎ ণিচ্লোপঃ। আরোপণীয়। যাহাকে আরোহণ করান হইবে। যেমন মুখচন্দ্র এখানে চন্দ্রত্বই আরোপ্য। অধ্যাসের বিষয়।

আরোহ (পুং) আ-রুহ-ঘঞ্। আক্রমণ। নীচস্থল হইতে উর্দ্ধস্থানে গমন। অঙ্কুরাদির প্রাদুর্ভাব। হস্তীর বা ঘোড়ার উপরে উঠা। দীর্ঘত্ব। উচ্চত্ব। নিতম্ব। মান। (আরোহো দৈর্ঘ্যমানয়োঃ। আরোহণে নিতম্বে চ, বিশ্ব।)

আরোহক (ত্রি) অ-রুহ-ণ্বুল। আরোহণকর্ত্তা।

আরোহণ (ক্লী) আ-রুহ-ল্যুট্। নীচস্থান হইতে উর্দ্ধস্থানে গমন। অঙ্কুরাদির প্রাদুর্ভাব। আরুহ্যতেঽনেন করণে ল্যুট্। সোপান। সিঁড়ি। অভিক্রম। (আরোহণং স্যাৎ ত্বভিক্রমঃ। হেম ৬। ১৪৬। সমারোহ।) (আরোহণং স্যাৎ সোপানে সমারোহে প্ররোহণে। মেদিনী।)

আরোহণীয় (ত্রি) আরুহ্যতে আ-রুহ-কর্ম্মণি অনীয়র্। আরোহণের যোগ্য (ঘোটকাদি)। যাহাতে উঠিতে হইবে। আরোহণং প্রয়োজনমস্য (অনুপ্রবচনাদিভ্যশ্ছঃ। পা। ৫। ১। ১১১) ইতি ছ। আরোহণ-সাধন পদার্থ।

আরোহবৎ (ত্রি) আরোহঃ প্রশস্তনিতম্বস্থানমস্ত্যস্য মতুপ্ মস্য ব পক্ষে ইনি। প্রশস্তনিতম্বযুক্ত। যাহার ভাল নিতম্ব আছে (স্ত্রী) ঙীপ্। আরোহবতী। আরোহিণী।

আরোহিন্ (ত্রি) আরোহতি আ-রুহ-ণিনি। আরোহণকর্ত্তা। নীচস্থান হইতে উর্দ্ধস্থানে গমনকারী। (স্ত্রী) ঙীপ্। আরোহিণী। গ্রহদিগের নক্ষত্রের দশাবিশেষ। জ্যোতিষে গ্রহবিশেষের আরোহিণী দশার ফল এইরূপ লিখিত আছে।

সূর্য্যের আরোহিণী দশা হইলে নরের মহত্ব, সুখ, পরোপকারিত্ব, স্ত্রী, পুত্র, ভূমি, গো, অশ্ব, হস্তী ও কৃষিকার্য্য হইয়া থাকে।

চন্দ্রের আরোহণী দশায় স্ত্রী, পুত্র, ধন, বস্ত্র, সুখ, কান্তি, রাজ্য, সুখভোগ, দেবার্চ্চন, ব্রাহ্মণতৃপ্তি এই সকল জন্মাইয়া দেয়।

কুজের আরোহিণী দশায় সুখ, রাজপূজা, প্রধানত্ব ধৈর্য্য মনোভিলাষ, সৌভাগ্য মত গোরু, হস্তী ও অশ্ব লাভ।

বুধের আরোহিণী দশায় যজ্ঞোৎসব, গো, বৃষ, অশ্বসমূহ, ভূষণ, বস্ত্র, পান, বাণিজ্য, ভূমি, অর্থ ও পরোপকার এই সকলের লাভ হয়।

বৃহস্পতির আরোহিণী দশায় মহত্ব, অর্থ, ভূমি, গানক্রিয়া, স্ত্রী, পুত্র, রাজপূজা, স্ববীর্য্যহেতু ও যশঃ প্রতাপ বৃদ্ধি হয়।

শুক্রের আরোহণী দশায় প্রতাপ, বস্ত্র, অলঙ্কার, কান্তি, পূজা, প্রবৃত্তিসিদ্ধি, স্বজনের সহিত বিরোধ মাতৃবিনাশ, পরস্ত্রীসঙ্গ এই সকল হয়।

শনির আরোহিণী দশায় (বিপাক অবস্থায়) নৃপলব্ধ ভাগ্য, বাণিজ্যলাভ, কৃষি, ভূমিলাভ, গোরু ও ঘোড়া লাভ, স্ত্রী ও পুত্র লাভ হয়।

আরোহী। উদ্ভিদের জাতিভেদ। যে সকল উদ্ভিদ্ আপনার ভার বহন করিতে অসমর্থ। এই জাতীয় গাছ কখন কখন আপনাপনি ডাঁটায় ডাঁটায় জড়িত থাকে,
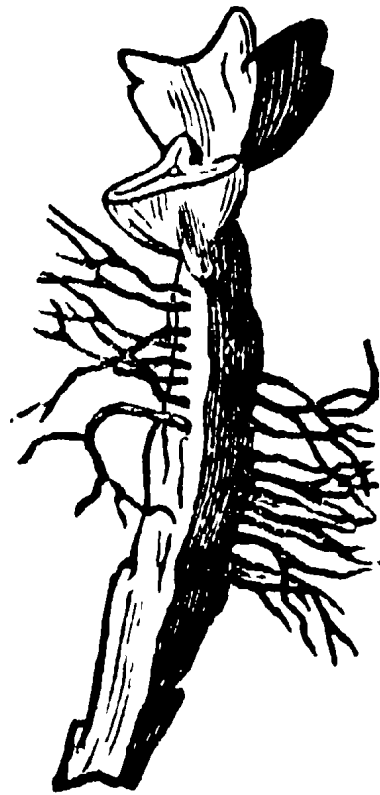
যেমন গুলঞ্চ, মোয়াল প্রভৃতি। কোন্ কোনটী কেবল মূলোৎপাদন করে, ঐ মূল কেবল কাণ্ডকে জড়াইয়া রাখে। যেমন ১ চিত্রটী। কখন কখন কাণ্ড নিজের পাতার আগা দিয়া অপর বস্তুকে জড়াইয়া উঠে যেমন উলট-চণ্ডাল বা ঈশে-লাঙ্গুল। [২ চিত্র দেখ।] অপর বস্ত অবলম্বন করিবার জন্য এই জাতীয় গাছের কাণ্ড হইতে সুতার মত আকৃড়ি উৎপন্ন হয়, এই আকৃড়ি কলিকা বা পত্রের রূপান্তরমাত্র।

আর্ক (ত্রি) অর্ক অভিব্যাপ্য। (ভাঃ শ্রীধর ১০।১৪।৪০।)

আর্কট। মান্দ্রাজপ্রদেশের একটী জেলা। আর্কট দুই ভাগে বিভক্ত, উত্তর আর্কট ও দক্ষিণ আর্কট। উত্তর আর্কটের উত্তরে কুদ্দপা ও নেলোর, পূর্ব্বে চেঙ্গলবৎ, দক্ষিণে সামেল ও দক্ষিণ আর্কট, পশ্চিমে মহীশূর রাজ্য। এই জেলায় নয়টী তালুক ও পাঁচটী বড় বড় জমিদারী আছে। ইহার রাজস্ব আদায় প্রায় চারিলক্ষ টাকা। অক্ষা ১২° ২০′ ও ১৩° ৫৫′ উঃ এবং দেশা ৭৪° ১৫′ ও ৮০°৪′ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভুমিপরিমাণ প্রায় ৭২৫৬ বর্গমাইল।

এই জেলার উত্তর ও পশ্চিমাংশ পার্ব্বতীয়। ইহার উত্তরপূর্ব্বে নগরী গিরিশ্রেণী ও দক্ষিণপশ্চিমে জবাদি গিরিশ্রেণী চলিয়া গিয়াছে। এখানকার প্রধান নদী পালার। পালার নদীর আবার দুইটী শাখা আছে। আম্বর ও গুদিয়তম্। পূর্ব্বদিকে দুইটী নদী বহিতেছে, তাহাদের নাম নারায়ণ বন ও কোটালমার।

এখানকার প্রায় ১৮০০ বর্গ মাইল স্থান জঙ্গলে পরিপূর্ণ। তথাপি এখানে প্রায় বিশ লক্ষ লোকের বাস। ধাতুর মধ্যে লোহা ও তামা অধিক পাওয়া যায়, কোন কোন স্থানে সোণাও অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়। পাহাড়ে চুণ ও ভাল পাথর দেখা যায়। এখানকার রক্তচন্দনের গাছ বিখ্যাত, উহার কাঠে বরগা ও গরুর গাড়ী প্রভৃতি তৈয়ারী হইয়া থাকে। জন্তুর মধ্যে হাতী, মহিষ, বাঘ, ভালুক, হায়েনা, হরিণ, সজারু প্রভৃতি পাওয়া যায়।

পুরাতত্ত্ব।—উত্তর আর্কট প্রাচীন দ্রাবিড়রাজ্যের কিয়-দংশ। পূর্ব্বকালে এখানে করম্ব রাজাদের বাস ছিল। তাহাদের মধ্যে কোমণ্ডু করম্বপ্রভু পল্লববংশের প্রথম রাজা। কাঞ্চীপুর পল্লববংশের রাজধানী ছিল। সপ্তম শতাব্দী অবধি পল্লববংশের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ থাকে। তৎপরে কোঙ্গ ও চোল-রাজারা প্রবল হইল। তাহাদের আক্রমণে পল্লববংশ অবনত ও ক্রমে লয়প্রাপ্ত হইল। [চোল শব্দে বিবরণ দেখ।] সপ্তদশশতাব্দীতে শিবজী প্রবল হইলে মাহারাট্টারা এই স্থান অধিকার করে। ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে অরঙ্গজিবের সেনাপতি জুলফকার খাঁ গিঞ্জী অধিকার করেন, তিনি দাউদ খাঁকে আর্কটের শাসনকর্ত্তা করিলেন। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে সাদৎউল্ল খাঁ কর্ণাটিকের নবাব হন। তিনি আর্কটে আপনার রাজধানী স্থাপন করেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে উত্তর আর্কটের কতকাংশ ইংরাজেরা দখল করেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে পালার নদীর তীরবর্ত্তী উত্তর আর্কটের সমুদায় স্থান বৃটীশ-অধিকারভুক্ত হইল। এই জেলার প্রধান নগর—আর্কট, বোল্লার ও চন্দ্রগিরি। আর্কটনগর অতি প্রাচীন কাল হইতে বিখ্যাত। পাশ্চাত্যপণ্ডিত টলেমি এই নগরের নামোল্লেখ করিয়াছেন। এই নগর অক্ষা ১২°৫৫′ ২৩″ উঃ এবং দেশা ৭৯° ২৪′৪৪″ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। পূর্ব্বে ইহা কর্ণাটিকের রাজধানী ছিল। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে দোস্ত আলি এইখানে নিহত হন। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে, এই-খানে ইংরাজ ও মুসলমানে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের দিন মনে করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে;—প্রবল ঝড়, অবিশ্রান্ত বৃষ্টি, ঘন ঘন বজ্রপাত, তাহার উপর পাঁচ সাত দিন যুদ্ধ। এই দারুণ সময়ে ইংরাজ-অধিনেতা ক্লাইব অল্পমাত্র সৈন্য সঙ্গে লইয়া—আর্কট অধিকার করিলেন। [ক্লাইব শব্দে বিস্তারিত বিবরণ দেখ।] ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে ফরাসী সেনাধ্যক্ষ লালী এই নগর অবরোধ করেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল কুট আক্রমণ করিলেন, সাত দিন অবরোধের পর এই নগর তাহার হস্তগত হয়। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে হায়দর আলী দখল করেন। ১৮০১ খৃঃ অঃ পুনরায় ইংরাজদের হাতে পড়িল।

বাণিজ্য—উত্তর আর্কটে লবণ, লৌহ, কাপড় ও তুলার আমদানী হয় এবং চাউল ও ইক্ষুর রপ্তানী হইয়া থাকে। এখানকার বাল্লাজাপেতের গালিচা, বন্দিবাসের মাদুর, ত্রিপতির পিত্তলের ও কাঠের কাজ, পুঙ্গনুরের লোহার জিনিষ, গুদিয়তমের পাত্রাদি এবং কালহস্তীর কাচের ঝাড় বিখ্যাত।

আর্কট, দক্ষিণ। ইহার উত্তরে চঙ্গলপৎ ও উত্তর আর্কট; পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগরে, দক্ষিণে ত্রিচীনোপলী ও তঞ্জোর, পশ্চিমে সালেম। অক্ষা° ১১°১১′ ও ১২° ২৫′ ৩০″ উঃ, এবং দেশা° ৭৮° ৪১′ ৩০″ ও ৮০° ৩′ ১৫″ পূঃ মধ্যে অব-স্থিত। ভূমির পরিমাণ প্রায় ৪৮৭৩ বর্গমাইল। রাজস্ব আদায় প্রায় বাহান্ন লক্ষ টাকা।

দক্ষিণ আর্কট তেমন পার্ব্বতীয় নয়। এখানকার ত্রিনমলয় গিরির প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় সুন্দর। এখানে

কোলরুণ, বেল্লার ও পরাবনার নামে তিনটি নদী প্রবাহিত হইতেছে। গরুড়, পুণ্যা প্রভৃতি দুই তিনটী ছোট ছোট নদীও আছে।

জন্তুর মধ্যে হাতী, বাঘ, হায়েনা, ভল্লুক, শজারু, শাবর ও নানাপ্রকার হরিণ এবং বন্য কুকুর দেখা যায়। পাখীর মধ্যে ময়ূর ও জলচর পাখীই ভাল। এখানে কস্তুরী পাওয়া যায়। এখানকার মাছ নানাপ্রকার।

কৃষি।—এখানে চীনাবাদ, কঙ্গু, মড়ক, ছোলা, কড়াই, তামাক, ইক্ষু, তাল, নারিকেল, নীল প্রভৃতি জন্মে। সাম্ব ও কার নামক ধানের চাষই বেশী।

দক্ষিণ আর্কটের এই কয়েকটী প্রধান নগর—চিলম্বরম্, কুদ্দলোর, পানিরুটী, পোর্টো নবো, তিণ্ডিবনম্, তিরুবন্নমলয়, বলবাহুর, বিল্লুপুরম্ এবং বৃদ্ধাচলম্। এই জেলা পূর্ব্বে চোল-রাজাদের অধিকারে ছিল। তাঁহাদের নিকট হইতে মাহারাট্টারা কাড়িয়া লয়। ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা এইখানে প্রথমে আসে। ১৬৮২ খৃ: অব্দে কুদ্দলোর নগরে সেই সময়কার রাজার অনুমতিক্রমে ইংরাজেরা আপনাদের একটী আড্ডা স্থাপন করে। ১৬৮৬ খৃ: অব্দে হরজী রাজা ইংরাজদের একখানি অনুশাসন পত্র দান করেন। তাঁহার আদেশ অনুসারে কুদ্দলোর, কো-নিমির ও পোর্টো নবো এই তিন জায়গায় ইংরাজদের থাকিবার স্থান নিরূপিত হয়। ১৭৫০ খৃ: অব্দে নবাব মহম্মদ আলি চিন্নমাণিক নামক স্থান ইংরাজদিগকে জায়গিরির স্বরূপ প্রদান করেন। ১৭৫৮ খৃ: অব্দে ফরাসীরা সেণ্ট ডেভিড্ ও কুদ্দলোর আক্রমণ করেন। দুই বৎসর পরে, বন্দীবাসের যুদ্ধের পর সর্ আয়র কুট্ কুদ্দলোর পুনর্ব্বার অধিকার করিলেন। ১৭৮২ খৃ: অব্দে টিপু সুলতান ও ফরাসীরা এই নগর পুনরায় দখল করেন। ১৮০১ খৃ: অব্দে ইহা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে পড়ে। সেই সময় হইতে দেশের অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ১৮১৬ খৃ: অব্দে ফরাসীদিগকে এখানকার পণ্ডিচেরী ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

১৬৯১ খৃ: অব্দে এখানে একটী সামান্য বিচারালয় স্থাপিত হয়। ১৮০২ খৃ: অব্দে বিরুদ্ধাচলে জেলার জজ আদালত খোলা হয়। এতদ্ভিন্ন ১৮৪৩ হইতে ১৮৭১ সালের মধ্যে এই জেলার নানাস্থানে সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য অনেকগুলি বিচারালয় স্থাপিত হইল।

এখানে অনেকগুলি প্রাচীন মন্দির আছে। পাঁচটী প্রধান শিবমন্দির, এবং আটটী প্রধান বিষ্ণুমন্দির।

বর্ষে বর্ষে মেলা হয়, সেই সময়, নানাদেশীয় লোক হেথায় আসিয়া থাকে;—তাহার মধ্যে চিদম্বর নগরের অরুদ্র দর্শন, বিরুদ্ধাচলের বার্ষিক সম্মিলন এবং ত্রিণমলয়ের কার্ত্তিকোৎসবই প্রধান।

আর্কলূষ (পুং) অর্কলূষস্য ঋষিভেদস্যাপত্যং (অনৃষ্যানন্তর্যে বিদাদিভ্যোঽঞ্। পা। ৪। ১। ১০৪।) ইতি অঞ্। অর্কলূষের পুত্র বা কন্যারূপ অপত্য (স্ত্রী) ঙীপ্ আর্কলূষী। অর্কলূষস্যাপত্যমিতি যূনি অপত্যে (হরিতাদিভ্যোঽঞঃ। পা। ৪। ১। ১০০।) ইতি ফক্। আর্কলূষায়ণ। অর্কলূষের যুবাপত্য।

আর্কলূষি (পুং স্ত্রী) অর্কলূষস্যাপত্যং বাহ্বাদেরাকৃতিগণত্বাৎ (বাহ্বাদিভ্যশ্চ। পা। ৪। ১। ৯৫।) ইঞ্। অর্কলূষ ঋষির অপত্য।

আর্কায়ণ (ত্রি) অর্কস্য গোত্রং হরিতাদিং অঞ্। অর্কের গোত্র। (ইহ গোত্রাধিকারেঽপি সামর্থ্যাদ্যূন্যয়ং। সিং কৌং। পা°। ৪। ১। ১০০। সূত্রে। (বিদাদিগণে অর্ক শব্দ নাই তাৎপর্য্যায়ক হর্য্যাশ্বশব্দ আছে) ততঃ। পা। ৪। ২। ৮০ সূত্রেণ কর্ণাদিং ফিঞ্। ত্রি) আর্কায়ণি। অর্কের নিকটস্থ দেশাদি। প্লিনি কথিত 'আরাকোটস্' (Arachotus) বলিয়া অনুমিত হয়। তাঁহার মতে রাণী সেমিরামিস্ এইখানে একটী নগর স্থাপন করেন। [Pliny. vi. 25.] [উক্ত সূত্রস্থ কর্ণাদিগণে অর্কশব্দ দেখ।] অর্কাস্যায়ণায় সূর্য্যামেকস্য প্রাপ্তয়ে হিতং অণ্। সূর্য্যালোকসাধন যজ্ঞাদি। * । পূর্ব্বপদাৎ সংজ্ঞায়ামগঃ। পা। ৮। ৪। ৩। পূর্ব্বপদে (ষ ঋ র) থাকিলে ইহার পরস্থিত নকার ণত্ব হয়, সংজ্ঞাবিষয়ে গকার ব্যবধান থাকিলে হয় না। বাচস্পতি 'পূর্ব্বপদাদিতি ণত্বং' এই লিখিয়াছেন; কিন্তু ঐ সূত্র সংজ্ঞাবিষয়ে, এজন্য (প্রাতিপদিকান্ত নুম্ বিভক্তিষু চ। পা। ৮। ৪। ১১। এই সূত্রদ্বারা ণত্ব হইবে। কারণ এই সূত্রেই—কাশিকাকার লিখিয়াছেন "যদা তু গর্গাণাং ভগোঃ গর্গভগঃ সোঽস্য অস্তি ইতি ইনিঃ গর্গভগিণীতি...নিত্যমেব ণত্বেন ভবিতব্যং।"

আর্কায়ন (পুং) যজ্ঞবিশেষ। ভগীরথ যোলবার এই যজ্ঞ করিয়াছিলেন। (মহাভারত অনুশাসন ১০৩ অ:)।

আর্কি (পুং) অর্কস্যাপত্যং ইঞ্। ১ সূর্য্যের পুত্র যম। ২ শনি। ৩ বৈবস্বত মনু। ৪ সুগ্রীব। ৫ কর্ণ।

আর্ক্ষ (ত্রি) ঋক্ষস্যেদং অণ্। নাক্ষত্রদিনাদি। নক্ষত্রসম্বন্ধি যাটিদণ্ড। ভল্লুক সম্বন্ধি স্থানাদি, লোমাদি।

আর্ক্ষোদ (পুং) ঋক্ষোদঃ পর্ব্বতোঽভিজনোঽস্য অণ্। (অভিজনশ্চ পা। ৪। ২। ৯০। সেইটী ইহার অভিজন এই অর্থে অণ্ প্রত্যয় হয়। যত্র স্বয়ং নিবসতি স নিবাসঃ। যত্র পূর্ব্বৈরুষিতং সোঽভিজন ইতি বিবেকঃ। সিং কৌং

উক্ত সূত্রে। ঋক্ষোদ পর্ব্বতে পিত্রাদিক্রমে বাসকারী দ্বিজ-বিশেষ।

আর্ক্ষ্য (ত্রি) ঋক্ষে ভবং (গর্গাদিভ্যো যঞ্। পা ৪। ১। ১০৫ ইতি যঞ্।) নক্ষত্রভব। যাহা নক্ষত্রে হয়। স্ত্রিয়াস্ত লোহিতাংক্ষঃ ষিত্বাং (ষিদ্গৌরাদিভ্যশ্চ। পা। ৪। ১। ৪১।) ইতি ঙীষ্।

আর্গড়া (আড়গড়া=হিন্দী অর্গড়া। অর্গল শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়।) ১ ঘোড়াগাড়ী ভাড়া বা বিক্রয়ার্থ স্থান। ২ একজাতীয় ব্যবসায়ী, ব্যক্তি, জন্তু বা দ্রব্য একত্র রাখিবার স্থান। ৩ (পূর্ণিয়া জেলায়) শূঙ্গী বদ্ধ করিয়া রাখিবার স্থান।

আর্গয়ণ, আর্গয়ন (ত্রি) ঋগয়নস্য কৃতো গ্রন্থঃ তত্র ভবং বা অণ্। ঋগয়ন ব্যাখানগ্রন্থ তজ্জাত।

আর্গল (স্ত্রী ক্লী) অর্গলমেব স্বার্থে অণ্। অর্গল শব্দের অর্থ। দ্বাররোধক কাষ্ঠবিশেষ। খিল। হুড়কা।

আর্গবধ (পুং) আরগ্বধ। সোঁদালগাছ।

আর্ঘা (স্ত্রী) আ-অর্ঘ-অচ্। পীতবর্ণ দীর্ঘমুখ ভ্রমরের ন্যায় মধুমক্ষিকা বিশেষ। (রাজ-নিং) মালবদেশে এই মৌমাছি দেখা যায়। [মৌমাছি দেখ।]

আর্ঘ্য (ক্লী) আর্ঘয়া নির্বৃত্তং যৎ। আর্ঘাখ্য মধুমক্ষিকা-নিষ্পাদিত মধু। মধুক বৃক্ষের নির্য্যাসরূপ মধু। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে, জরৎকারাশ্রমে মধুক বৃক্ষ হইতে যে শ্বেতবর্ণ নির্য্যাস (আটা) পাওয়া যায়, তাহার নাম আর্ঘ্য। আর্ঘা নামক মৌমাছির আর্ঘ্যই শ্রেষ্ঠ এবং তাহা সেবনে চক্ষুর্জ্যোতি কফ ও পিত্তের নাশ হয়। তাহার রস কষায় এবং কটু। পরিপাক হইলে তিক্ত এবং তাহা বল ও পুষ্টিকর।

আর্চ্চ (ত্রি) অর্চা অস্ত্যস্য (প্রজ্ঞাশ্রদ্ধার্চ্চাভ্যো ণঃ। পা ৫। ২। ১০১।) ইতি ণ অর্চ্চাযুক্ত। যাহার পূজা করা যায়।

আর্চ্চৎক (পুং) ঋচৎকের পুত্র। (শর)। ঋক্ ১। ১১৬। ২২।

আর্চ্চাভিন্ (পুং) বহুং বং ঋচাভেন বৈশম্পায়নস্য শিষ্য-বিশেষেণ প্রোক্তমধীতে পিনি। ঋচাভের শিষ্য যে গ্রন্থ করিয়াছেন তদধ্যেতা, তদধ্যয়নকারী।

আর্চ্চিক (ক্লী) ঋচি ভবং ঋচো ব্যাখ্যানো গ্রন্থো বা ঠঞ্। সামবেদীয় গ্রন্থ বিশেষ। সাম ঋক্-মূলক, এই জন্য সামের নাম আর্চ্চিক হইয়াছে।

আর্চ্চীক (ত্রি) ঋচীকে পর্ব্বতে ভবং অণ্। ঋচীক পর্ব্বতে জাত। স্বার্থে অণ্। ঋচীক পর্ব্বত। ঐ পর্ব্বত পুষ্কর-তীর্থের নিকটে। (মহাভারত বন ২৫ অঃ)

আর্জ্জব (ক্লী) ঋজোর্ভাবঃ অণ্। সারল্য। সরলতা। প্রতারণারাহিত্য। আর্জ্জব দৈহিক ও মানসিক এই দুই রূপ। দেহের যে অংশ বক্র নহে, তাহারই নাম সরল বা সোজা, এইরূপ ব্যবহার্য্য বস্তু যষ্টি প্রভৃতিতেও সারল্য ও বক্রত্ব থাকে। মানসিক সারল্য বাহ্য ও আন্তরিক, এই দুয়েই এক ভাব প্রকাশ বুঝিতে পারা যায়, কৌটিল্য করিয়া বাহিরে সারল্য প্রকাশ করিলে তাহাকে মানসিক সারল্য বলা যায় না। ঋজুরেব স্বার্থে অণ্। সরল।

আর্জ্জীক (পুং) ঋর্জীকস্যেদং অণ্। ঋর্জীক দেশ সম্বন্ধি। ("সুষোমে শর্য্যণাবত্যার্জীকে পস্ত্যাবতি।" ঋক্ ৮। ৭। ২৯। আর্জ্জীকে ঋর্জীকানামদেশাঃ তৎসম্বন্ধী। সায়ণ।)

আর্জ্জীকীয় (পুং) বেদোক্ত দেশবিশেষ। ("অয়ং তে শর্য্যণাবতি সুষোমায়ামধিপ্রিয়ঃ। আর্জীকীয়ে শৃণুহ্যা-মদিন্তমঃ।" ঋক্সংহিতা ১০। ৭৫। ৫। (আর্জ্জীকীয়ে এতন্নামকে দেশে।' সায়ণ।) (স্ত্রী) টাপ্। বেদোক্ত নদী-বিশেষ। (আর্জীকীয়ে শৃণুহ্যা সুষোময়া। ঋক্। 'আর্জীকীয়াং বিপাড়িত্যাহুঋর্জূকপ্রভবা ঋজুগামিনী বা। যাস্ক ৯। ২৬।) বিপাশা নদী। (*Hyphasis.*) ইহার বর্ত্তমান নাম বেয়া।

আর্জ্জুনায়ন (পুং স্ত্রী) অর্জ্জুনস্য গোত্রাপত্যং। (অশ্বাদিভ্যঃ ফঞ্। পা। ৪। ১। ১১০। ইতি ফঞ্।) অর্জ্জুনের গোত্রাপত্য। (স্ত্রী) টাপ্। তস্য বিষয়ো দেশঃ (রাজন্যাদিভ্যো বুঞ্। পা। ৪। ২। ৫৩। ইতি বুঞ্ আর্জ্জুনায়নক। আর্জ্জুনায়নের বিষয় বা দেশ। বরাহমিহির বৃহৎসংহিতায় পাঁচ ছয় বার আর্জ্জুনায়ন শব্দ দেশবিশেষ ও তদ্দেশবাসী লোকের নামে প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু এই দেশ কোথায় তাহার কিছু উল্লেখ করেন নাই। ল্যাসেন ও উইলফোর্ড—ভারত সাম্রাজ্যের উত্তরে এই দেশ মনে করেন। (Lassen, *Indische Alterthums.* ii. 953. Asiatic Res. viii. 340.)

আর্জ্জুনাবক (ত্রি) অর্জ্জুনাবদেশে ভবং (ধূমাদিভ্যশ্চ। পা। ৪। ২। ১২৭ ইতি বুঞ্। অর্জ্জুনাব নামক দেশভব। আর্জ্জুনাব দেশজাত।

আর্জ্জুনি (পুং) অর্জ্জুনস্যাপত্যং (বাহ্বাদিভ্যশ্চ। পা। ৪। ১। ৪৫। ইতি ইঞ্। অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যু। অর্জ্জু-নের ঔরসে দ্রৌপদীর গর্ভজাত শ্রুতকর্ম্মা।

(পাঞ্চাল্যপি তু পঞ্চভ্যঃ পতিভ্যঃ শুভলক্ষণা।
লেভে পঞ্চসুতান্ বীরান্ শ্রেষ্ঠান্ পঞ্চাচলানিব ॥ ৭৫
যুধিষ্ঠিরাৎ প্রতিবিন্ধ্যং সুতসোমং বৃকোদরাৎ।
অর্জ্জুনাচ্ছ্রুতকর্ম্মাণং শতানীকঞ্চ নাকুলিং ॥ ৭৬
সহদেবাচ্ছ্রুতসেনং) ভারত আদিপর্ব্ব ২২২ অঃ।

আর্জ্জুনেয় (পুং) অর্জ্জুন্যা গাভ্যা অপত্যং। অর্জ্জুনীর অপত্য। কৌৎস ঋষি। কুৎস ঋষির গাভী অর্জ্জুনী তাঁহাকে প্রতি-পালন করিয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাম কৌৎস ও আর্জ্জুনেয় হইয়াছে।

আর্ত্ত (ত্রি) আ-ঋ-ক্ত। পীড়িত। দুঃখিত। অসুস্থ। বিনাশী। (গেৰ্দ্ধোরনেধিনএওঙ্করোঃ। এই মুগ্ধবোধসূত্রের টীকায় দুর্গাদাস অপ্রাপ্তলিঙ্গেরই বিধান লিখিয়াছেন, কিন্তু আ এই উপসর্গের সহিত প্রাপ্ত লিঙ্গ ঋত এই পদের সন্ধি হইয়া চিরপ্রসিদ্ধ আর্ত্ত এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে। দুর্গাদাসের মতে অর্ত্ত হইয়া যায়, অতএব সে মত ভাল নয়।

আর্ত্তগল (পুং) আ-ঋ ভাবে ক্তঃ পীড়া, গলতি ক্ষরতি গল-অচ্। আর্ত্তং পীড়া গলো যস্মাৎ বহুব্রী। নীলঝিণ্টী॥ নীলঝাঁটী। (নীলাঝিণ্টীদ্বয়োর্বাণাদাসী চার্ত্তগলশ্চ সা অমর ২।৪।৭৪।)

আর্ত্তপর্ণি (পুং) ঋতপর্ণস্যাপত্যং ইঞ্। ঋতপর্ণরাজার পুত্র। [হরিবংশে ১৫।]

আর্ত্তভাগ (পুং স্ত্রী) ঋতভাগস্য ঋষের্গোত্রাপত্যং (আনুষ্যা-নন্তর্য্যে বিদাদিভ্যোঽঞ্। পা। ৪। ১।১০৪। ইত্যঞ্। ঋতভাগ ঋষির গোত্রাপত্য। (স্ত্রী) ঙীপ্। আর্ত্তভাগী।

আর্ত্তব (ত্রি) ঋতুরস্য প্রাপ্তঃ অণ্। ঋতুভব পুষ্পাদি। স্ত্রীর রজঃ। ঋতু। শোণিত। ঋতুমতী স্ত্রীর রক্ত। (আর্ত্তবস্তৃতুসম্ভূতে স্ত্রীরজঃ পুষ্পয়োরপি। বিশ্ব।) সুস্থ অবস্থায় যুবতী স্ত্রীর নিয়মিত সময়ে জরায়ু হইতে যে শোণিত নিঃসৃত হয়, তাহাকে আর্ত্তব বলে। ইংরাজীতে ইহার নাম ক্যাটমেনিয়া (Catamenia) বা মেন্‌সেস্ (Menses)। সচরাচর এদেশে বার বর্ষ হইতে আরম্ভ হইয়া পঞ্চাশ বর্ষ পর্য্যন্ত মাসে মাসে আর্ত্তব নির্গত হয়।*

ইংলণ্ডদেশের স্ত্রীলোকেরা ষোল বর্ষ হইতে ঋতুমতী হয়। প্রায় ৪৫।৫০ বর্ষ বয়স হইলে তাহাদের আর্ত্তব রুদ্ধ হয়। লাপ্লাণ্ড দেশে ২০।২৫ বর্ষ না হইলে স্ত্রীলোকের প্রায় আর্ত্তব নিঃসৃত হয় না; তাহাদের প্রায় ৬০ বর্ষ অবধি আর্ত্তব রীতিমত বাহির হয়। উপরোক্ত প্রমাণের দ্বারা জানা যাইতেছে—শীতপ্রধান দেশ অপেক্ষা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের স্ত্রীলোকেরা শীঘ্র শীঘ্র ঋতুমতী হয়।

* দ্বাদশাদ্বৎসরাদূর্দ্ধমাপঞ্চাশৎ সমং স্ত্রিয়ঃ।
মাসি মাসি ভগদ্বারা প্রকৃত্যৈবার্ত্তবং স্রবেৎ॥
ভাবপ্রকাশ।

কখন কখনও ছয় কি নয় বৎসর বয়সে স্ত্রীলোকের আর্ত্তব নিঃসৃত হইয়াছে, এমনও প্রমাণ পাওয়া যায়।

আর্ত্তব নিঃসৃত হইবার পূর্ব্বে অথবা সেই সঙ্গে এই কয়েক লক্ষণ প্রকাশ পায়—শরীরের অবসন্নতা, আয়াস, দৌর্ব্বল্য, চক্ষুর চারিদিকে বিবর্ণতা ও ঈষৎ কাল রেখা, পৃষ্ঠদেশ ও গ্রীবার বৃহৎ গ্রন্থিতে ব্যথা, কটি উরুদ্বয় ও বস্তির অধোভাগে যাতনা ও ভারবোধ, কাহারও সামান্য জ্বর বোধ হয়। শোণিত বাহির হইলে আর তত কষ্ট থাকে না। কেবল শরীর দুর্ব্বল ও মুখের ভাব কিছু মলিন থাকে। রজঃ নিঃসৃত হইবার সময় স্ত্রীলোকের শরীরে এক প্রকার গন্ধ পাওয়া যায়। কোন স্ত্রীর পুষ্প লক্ষণ প্রকাশের পর অল্প সাদা জলের মত তরল পদার্থ বাহির হয়। এরূপ অবস্থায় পুষ্টিকর আহার ও ঔষধ সেবন করাইলে স্বাভাবিক আর্ত্তব নিঃসৃত হইতে আরম্ভ হয়। এ সময়ে কাহারও স্তন মধ্যে বেদনা বোধ, কাহারও বা দুগ্ধসঞ্চার হয়। ঋতুমতী হইলে স্ত্রীলোকের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটে। এই সময় হইতে দেহ পুষ্ট ও লাবণ্যযুক্ত, গঠন সুগোল, স্তনদ্বয় বর্দ্ধিত ও নিতম্ব প্রসারিত হইতে থাকে। স্ত্রীস্বভাব লজ্জা ও বিনীত ভাব আসিয়া অধিকার করে। তখন তাহারা স্ত্রীজাতির কার্য্য ও আচরণে প্রবৃত্ত হয়।

দৈহিক ও আর্ত্তব শোণিতে অনেক প্রভেদ, আর্ত্তব শোণিতে রক্তের সূক্ষ্ম অংশ (Fibrine) থাকে, তাহা সামান্য রক্তের ন্যায় নিঃসৃত হইয়া জমে না বা গলিয়া যায় না।

অণ্ডাধারই আর্ত্তব নিঃসৃত করিবার প্রধান উদ্দীপক। অণ্ডাধারের অভাব হইলে স্ত্রীলোকের ঋতু হয় না। যদি অণ্ডাধার থাকে, তবে জরায়ুর অভাবেও ঋতুর সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। অণ্ডাধার হইতে অণ্ড বাহির বা বাহির হইবার মত হওয়া ঋতুর প্রধান কারণ। প্রত্যেক ঋতুকালে অণ্ডাধারের এক দুই বা অধিক কোষ (Graafian vesicles) ফাটিয়া তথা হইতে এক দুই বা তাহার অধিক অণ্ড বাহির হইয়া অণ্ডপ্রণালীর মধ্য দিয়া জরায়ুতে প্রবেশ করে, তথা হইতে আর্ত্তব সহ বাহির হয়। গ্রাফিয়েণ ভেসিকল্ হইতে বিনির্গত অণ্ড বাহির হইয়া গেলে চক্রদণ্ডবৎ পীতবর্ণ শুষ্ক স্থান পড়িয়া থাকে, তাহাকে কর্পোরা লিউটিয়া (Corpora Lutea) বলে। স্ত্রীলোকের মৃত্যুর পর অণ্ডাধারের সমুদয় কর্পোরা লিউটিয়া গণনা করিলে তাহার কয়টী সন্তান হইয়াছিল। বলা যায়। [অন্তঃসত্ত্বা দেখ।]

স্ত্রীলোকের ঋতুর সময়ে জরায়ুতে রক্তাধিক্য হয়, এইজন্য

উহার ধমনী ও শিরা রক্তে ফুলিয়া উঠে এবং জরায়ুর ক্লেদোৎপাদক ঝিল্লি (Mucus Membrane) অল্প রাঙা হইয়া উহার স্থানে স্থানে বিন্দু বিন্দু রক্ত উৎপন্ন হয়। পরে জরায়ুকোটর আর্ত্তবে প্লাবিত হইয়া যায়।

কোন স্ত্রীর গর্ভাবস্থায় ঋতু হইতে দেখা যায়, কেহ বা ঋতু হইবার আগে গর্ভবতী হয়, আবার কেহ সন্তানকে স্তন্যপান করাইবার সময়ই গর্ভবতী হয়, এ সব লক্ষণ অস্বাভাবিক ঋতুর অবস্থা।

গর্ভবতী স্ত্রীলোকের আর্ত্তববাহিনী নাড়ীর পথ গর্ভ কর্ত্তৃক রুদ্ধ হয়, এজন্য আর্ত্তব দৃষ্ট হয় না। তৎকালে আর্ত্তব অধোভাগে নিঃসৃত হইতে না পারিয়া ঊর্দ্ধদিকে গমন করে। আর্ত্তব আগ্নের। আর্ত্তবের আধিক্যে কন্যা জন্মে।

[সুশ্রুত শারীর ৩ অঃ।]

সুশ্রুতের মতে, যে আর্ত্তবের বর্ণ শশকের শোণিতের ন্যায় অথবা লাক্ষা রসের মত এবং তাহার দ্বারা বস্ত্র রঞ্জিত না হয়, সেই আর্ত্তব নির্দ্দোষ জানিবে।* ত্রিদোষ ও শোণিত এই চারিটী পৃথক্‌রূপে বা ইহাদের মধ্যে দুইটী বা সকলগুলি মিলিয়া আর্ত্তবকে দূষিত করে। আর্ত্তব দূষিত হইলেও সন্তান জন্মে না। আর্ত্তবের দোষ বর্ণের ও বেদনার দ্বারা জানা যায়। আর্ত্তবে পচা দুর্গন্ধ, গ্রন্থিসদৃশ দুর্গন্ধযুক্ত পূয় বা মলের মত হইলে তাহার দোষ ভাল হয় না, এ ছাড়া অন্য লক্ষণ হইলে চিকিৎসাসাধ্য জানিবে। আর্ত্তবের দোষে নানাপ্রকার পীড়া হয়।

ডেন্‌ম্যান. হামিল্টন, চার্চ্চিল প্রভৃতি পাশ্চাত্য চিকিৎসকের মতে, আর্ত্তব রোগ তিন প্রকার—

১ আর্ত্তবরোধ বা আর্ত্তবাভাব (Amenorrhœa), ২ আর্ত্তবক্লেশ (Dysmenorrhœa.), ৩ অসৃগ্দর বা অধিক শোণিতস্রাব (Menorrhagia)

১ আর্ত্তবরোধ†—কৌমারাবস্থা গত হইতে ঋতু না হওয়া। দুইটী অণ্ডাধার, অণ্ডাধারের উপরিস্থ গুটিসমূহ (Graafian vesicles) ও জরায়ুর অভাব বা পীড়া হইলে, জরায়ু মুখের নিম্ন বহির্ভাগ (Os Uteri) বন্ধ থাকিলে, যোনির অভাব বা উভয়পার্শ্ব মিলিত হইয়া গেলে, ভগদ্বার রুদ্ধ হইলে কিংবা সতীচ্ছদ (Hymen) অবিদ্ধ থাকিলে আর্ত্তবরোধ ঘটে।

* "শশাসৃক্‌প্রতিমং যচ্চ যদ্বা লাক্ষারসোপমম্।
তদার্ত্তবং প্রশংসন্তি যদ্বাসো ন বিরঞ্জয়েৎ॥"
সুশ্রুত শারীর ২ অঃ।

† মহর্ষি সুশ্রুতের মতে এই রোগের নাম আর্ত্তববিনাশ।

অণ্ডাধার ও জরায়ুর অভাব থাকিলে এই রোগ সারে না। কিন্তু যোনিদ্বার রুদ্ধ হইলে ঔষধ বা অস্ত্র চিকিৎসার দ্বারা মুক্ত করিয়া দিলে রোগ আরোগ্য হয়। পুনর্ব্বার রুদ্ধ না হওয়া জন্য মুক্ত স্থানে তৈলযুক্ত লিণ্ট, কাপড় বা স্পঞ্জ দিয়া চাপিয়া রাখিতে হয়। কাহারও জননেন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক অবস্থাসত্বেও আর্ত্তবরোধ হইতে দেখা যায়। তাহাদের মধ্যে কেহ অত্যন্ত হৃষ্টপুষ্ট, কেহ বা অত্যন্ত ক্ষীণ, কোমলাঙ্গী বা বিবর্ণ। ইহাদের ঋতুর সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, অথচ আর্ত্তব নিঃসৃত হয় না। কোন কোন স্থলে মাসান্তরে ঋতু শোণিতের পরিবর্ত্তে কতকটা শুক্লবর্ণ তরল পদার্থ নির্গত হয়।

রোগীর অবস্থা ও ঋতুর কালাকাল ভেদে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে চিকিৎসা করিবে। হৃষ্টপুষ্ট স্ত্রীলোককে বিরেচক ঔষধ দিবে ও আহার কমাইবে, পুষ্টিকর খাদ্যাদি আদৌ ব্যবহার করিতে দিবে না। ঋতুর ৪ দিন পূর্ব্ব হইতে সাত দিন গরম জলে নাভি পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রাখিবে। প্রত্যহ তিনবার ৫ গ্রেণ করিয়া পিল রিয়াই কো খাইতে দিবে। দুর্ব্বল রোগীকে পুষ্টিকর আহার দেওয়া আবশ্যক। এলোস্, গম যাড়, হিঙ্গু ও উলট কম্বলের শিকড়ের ছাল প্রত্যেক ১ গ্রেণ এবং আধ গ্রেণ সলফেট অব আয়রণ এক করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে, উহা দিনে তিনবার খাওয়াইবে।

২ আর্ত্তবক্লেশ—দুর্ব্বল অবস্থায় হঠাৎ কোন স্নায়ুসম্বন্ধীয় বা মানসিক পীড়া কি যাতনা হইলে এই রোগ জন্মে। অধিক বা নিয়মিত আর্ত্তব নিঃসৃত হইলেও তৎসঙ্গে জরায়ুতে ব্যথা হইয়া তাহা দুই তিনমাস বা তাহার অধিককাল থাকে। এই রোগ স্নায়ুসম্বন্ধীয় (Neuralgic), প্রদাহযুক্ত (Inflammatory), ও রোধক (Mechanical) ভেদে তিনপ্রকার। স্নায়ুসম্বন্ধীয় আর্ত্তবক্লেশ প্রায় ৩০ বৎসর বয়সের পর হইতে দেখা যায়। এই অবস্থায়—

ব্রোমাইড্ অব পটাসিয়ম্	...	১৫।২০ গ্রেণ।
ক্লোরোফর্ম্ম	...	১০।১২ ফোটা।

আধছটাক জলের সঙ্গে একেবারে খাওয়াইবে, ইহাতে ব্যথা নিবৃত্ত হয়। প্রদাহযুক্ত আর্ত্তব ক্লেশে প্রথমতঃ জ্বর ও শিরঃপীড়া, মুখমণ্ডল ও চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হয়, নাড়ী বেগবতী ও সবলা হইয়া উঠে। ঋতু হইবার পর যাতনা আরও বৃদ্ধি হয়। এই রোগমধ্যে রেচক ও ঋতু-নিঃসারক ঔষধ খাওয়ান প্রয়োজন। ঋতুর সঙ্গে পূর্ব্বমত যাতনা হইলে রক্তমোক্ষণাদির চিকিৎসা করিবে। কেহ কেহ এই রোগে জরায়ুর মুখের নিম্ন বহির্ভাগে জোঁক লাগাইয়া থাকেন।

কেহ টিঞ্চর একোনাইট ও টিঞ্চর বেলেডোনা প্রত্যেক পাঁচ ফোঁটা, ভাইনম্ এন্টিমণি ১০ ফোঁটা, জল আধ ছটাক একত্র দুই তিনঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করেন।

রোধক আর্ত্তবরোগ—জন্মাবধি হউক বা প্রদাহ রোগের পরেই হউক জরায়ু নিম্নমুখের (Cervin Uteri) কোটর অপ্রশস্ত হইলে জন্মে। এই রোগে জরায়ুর নিম্নমুখে একটা সরু বুজি প্রবেশ করাইবে। তাড়স হইলে দুই তিনদিন অন্তর বুজি দিবে। এই উপায়ে রোধকের শান্তি হয়।

অসৃগ্দর—ইহাতে শোণিতের ভিন্নপ্রকার লক্ষণ হয়, অঙ্গমর্দ্দ ও বেদনা জন্মে। এই রোগে অতিশয় শোণিত নির্গত হইলে দৌর্ব্বল্য, ভ্রম, মূর্চ্ছা, ঝাপ্সা দৃষ্টি, তৃষ্ণা, দাহ, প্রলাপ, পাণ্ডু, তন্দ্রা ও বায়ুজন্য অন্যান্য উপদ্রব জন্মে। এই রোগে ২৩ গ্রেণ মাত্রায় আর্কিমের বড়ি করিয়া খাওয়াইবে। ইহাতে উপকার না হইলে ৫ গ্রেণ আর্গট্ অব রাই, ৫ গ্রেণ সোহাগার সঙ্গে মিশাইয়া খাইতে দিবে। কোন কোন চিকিৎসক তলপেট ও যোনিদ্বারে শীতল জল বা বরফ লাগাইতে বলেন; কেহ সুগার অব লেড ও লডেনম্ জলে মিশাইয়া যোনিমধ্যে পিচকারি দিয়া থাকেন। যদি কোন মতে রক্ত না থামে, তবে যোনিমধ্যে স্পঞ্জের গুজি দিবে।

হোমিওপাথিক মতে—অল্পবয়স্কা যুবতীর ১ আর্ত্তবরোধ হইলে এবং মুখ লাল, মাথা ভার ও মাথা ব্যথা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে একোনাইট; মুখের বিবর্ণতা, অধিক তৃষ্ণা, আশঙ্কা প্রভৃতি অবস্থায় আর্সেনিক, ঋতুকালে নাসিকা হইতে রক্ত পড়িলে ব্রাইওনিয়া; পেট ফুলিলে ও দুর্ব্বল হইলে চায়না প্রভৃতি ব্যবহার করিবে।

২ আর্ত্তবক্লেশে,—কাল রক্তের মতন স্রাব হইলে আম্‌কার্ব, অল্প স্রাব হইলে এপিস্ মেল, দৃষ্টিবিভ্রম, মাথাঘোরা ও ব্যথার সহিত শোণিত স্রাব হইলে বেলেডোনা; রোগী চিৎকার করিয়া কাঁদিতেছে, শোণিত অল্প বা বন্ধ হইয়াছে এইরূপ অবস্থায় ক্যাক্টাস্ প্রভৃতি প্রয়োগ করা যায়।

৩ অসৃগ্দর রোগে—একোনাইট, বেলেডোনা, ব্রাইনোনিয়া প্রভৃতি সচরাচর প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। শোণিতস্রাব বন্ধ না হইয়া অধিকক্ষণ থাকিলে সলফর, বা প্লাটিনা; অল্প সময় মধ্যে অধিক স্রাব হইলে নক্সভোমিকা, ফস্‌ফরস্ প্রভৃতি প্রয়োগ করা যায়।

স্ত্রীলোকের অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইলে জরায়ুর সঙ্কোচনশক্তি প্রকাশ ও রক্ত বন্ধ করিবার জন্য এই সকল গাছগাছড়া ব্যবহার করা যায়—অশোকছাল, কাবাবচিনি, কেশরাদ্য, রক্তোৎপলের মূল, আয়াপাণ, কাঁটানটের মূল, দূর্ব্বা, দাড়িমফুল, আলতা, কাঁকড়াশাক, নন্দীবৃক্ষ, শিমুলফুল, অশ্বত্থছাল ও ফল, ত্রিসন্ধ্যা, ওড়ুপত্র, কুলেখাড়া, রক্তচন্দন, বকমকাঠ, পীত অগুরু, লক্ষণামূল, কুসুম ফুল, নাগদোনা মূল, বীরতরু, লজ্জালু, রাজযোগ, নাগপুষ্পী, উচ্ছে মূল, মুরমুরিয়া, আউকগাছ, রক্তকাঞ্চন ফুল, স্থলপদ্ম, বট, পাকুড়, কাঙ্গেরী, শালবৃক্ষ ও পাষাণভেদী।

আর্ত্তব নিঃসরণ করিবার জন্য এই গাছগাছড়া ব্যবহৃত হয়—ঈশেলাঙ্গুল, সোহাগা, মুসব্বর, বিট্‌কবল্লা, রেণুক, উলট্‌কম্বল, স্রাবিকা, ঋতুপর্ণী, গোরোচনা, নিশাদল, সিদ্ধি, শিশুগাছ ও দারুচিনির তৈল। [ঋতুমতী শব্দে অপর বিবরণ দেখ।]

আর্ত্তি, (স্ত্রী) আ-ঋ-ক্তিন্। পীড়া। মনোব্যথা। ধনুষ্কোটি। ধনুকের কোণ। (আর্ত্তিঃ পীড়াধনুষ্কোট্যোঃ। মেদিনী।) বিনাশ।

আর্ত্ত্রি আর্ত্ত্রী (স্ত্রী) আ-ঋ-বাহুং নি। কৃদিকারান্তাদ্বা ঙীপ্। গতিকর্ত্রী। যে স্ত্রীগমন করেন।

আর্ত্বিজ (ত্রি) ঋত্বিজ্ ইদং অণ্। ঋত্বিজসম্বন্ধী। পুরোহিতের কর্ত্তা।

আর্ত্বিজীন (পুং) ঋত্বিজং তৎকর্ম্ম অর্হতি (যজ্ঞর্ত্বিগ্‌ভ্যাং ঘখঞৌ। পা। ৫।১।৭১।) ইতি। খঞ্। স্বয়ং যজমান। ঋত্বিক্। পুরোহিত।

(যজ্ঞর্ত্বিগ্‌ভ্যাং তৎকর্ম্মার্হতীত্যুপসংখ্যানং। বার্ত্তিক উক্তসূত্রে। আর্ত্বিজীনঃ ঋত্বিক্। সিং কৌ উক্ত সূত্রে।)

আর্ত্বিজ্য (ক্লী) ঋত্বিজো ভাবঃ কর্ম্ম বা। ষ্যঞ্। ঋত্বিক্কর্ম্ম। যাজন।

আর্ত্বেয়ী (স্ত্রী) আর্ত্তবযুক্তা স্ত্রী। (অমর-টী০)।

আর্ত্ব্য (পুং) অথর্ব্ববেদোক্ত দিমূর্দ্ধা নামক অসুরের পিতা। (অথর্ব্বসং ৮।১০।২২।)

আর্থ (ত্রি) অর্থাদাগতং অণ্। অর্থহেতু প্রাপ্ত। বাক্যার্থের মর্য্যাদা দ্বারা প্রাপ্ত। (স্ত্রী) ঙাপ্। অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত অর্থসম্ভব ব্যঞ্জনা। উপমালঙ্কারবিশেষ।

(আর্থীতুল্যসমানাদ্যাস্তুল্যার্থে যত্র বা বতিঃ। সাহিত্যদং।) যেখানে তুল্য ও সমানাদি শব্দ বা তুল্যার্থে বতি প্রত্যয় থাকিবে তাহার নাম আর্থী উপমা। ভট্টমতে ভাবনাবিশেষ। ভাবয়িতার (চিন্তকের) ব্যাপার বিশেষের নাম ভাবনা। তাহা শ্রৌতি ও আর্থী।

আর্থিক (ত্রি) অর্থং গৃহ্নাতি ঠক্। অর্থগ্রাহক। এখানে অর্থ শব্দের অর্থ অভিধেয় (বাচ্য) প্রয়োজন। এবং ধন। অর্থাদাগতং ঠক্। অর্থহেতু আগত। বাক্যের মর্য্যাদা প্রাপ্ত।

আর্দলি, আর্দালী (ইংরাজী Orderly শব্দের অপভ্রংশ।) ১ পদাতিক সিপাই, যে প্রধান সৈনিক পুরুষের নিকটে উপস্থিত থাকিয়া আজ্ঞাবাহকতা করে। ২ কোন সম্রান্ত ব্যক্তির আগমন যে আপনার প্রভুর নিকটে গিয়া অগ্রে জানায়।

আর্দ্দ (ত্রি) আ-অর্দ-অচ্। সম্যক্ পীড়ক। (স্ত্রী) গৌরাদিং ঙীষ্। আর্দ্দী। অতিপীড়াদায়িকা স্ত্রী।

আর্দ্ধকংসিক, অর্দ্ধকংসিক (ত্রি) কংসঃ পরিমাণভেদঃ। অর্দ্ধশ্চাসৌ কংসশ্চেতি তেন ক্রীতং ঠক্। অত্র অর্দ্ধাৎ পরিমাণস্য পূর্ব্বপদস্য তু বা। পা। ৭।৩।২৬ ইতি উত্তরপদস্য বৃদ্ধেঃ প্রাপ্তাবপি (নাতঃ পরস্য। পা।৭।৩।২৭। অর্দ্ধাৎ পরস্য পরিমাণাকারস্য বৃদ্ধির্ণ পূর্ব্বপদস্য তু বা ক্রিদাদৌ ইতি নিষেধাদ্যোত্তরপদবৃদ্ধিঃ কিন্তু পূর্ব্বপদস্যেব বা বৃদ্ধিঃ। (কংসাট্টিঠন্। পা।৫।১।২৫। ইতি তু ন প্রবর্ত্ততে সমাসে তস্য নিষেধাৎ।) অর্দ্ধকংস পরিমিত বস্তু দ্বারা ক্রীত। এইরূপ (ত্রি) আ(অ)র্দ্ধপ্রস্থক। অর্দ্ধপ্রস্থক্রীত। আ-(অ)র্দ্ধকৌড়বিক। অর্দ্ধকুড়বক্রীত। আ(অ)র্দ্ধদ্রৌণিক। অর্দ্ধদ্রোণক্রীত। এই দুই স্থানে অদন্ত নহে বলিয়া পূর্ব্ব-সূত্রদ্বারা উত্তর পদের বৃদ্ধি হইয়াছে।

আর্দ্ধধাতুক (ক্লী) (আর্দ্ধধাতুকং শেষঃ।৩।৪।১১৪।) এই সূত্র পরিভাষিত—তিঙ্ এবং শিৎ (শ-ইৎ) ভিন্ন ধাতুর উত্তর বিহিত প্রত্যয় বিশেষ। যথা (আর্দ্ধধাতুকস্যেড্ বলাদেঃ। পা। ৭।২।৩৫। আর্দ্ধধাতুক বলাদি স্থানে ইড়াগম হয়।)

আর্দ্ধপুর (ক্লী) অর্দ্ধং পুরস্য একদেশি-তৎ। ততঃ স্বার্থে অণ্। পুরের সমানার্দ্ধ। প্রতিপূর্ব্বস্য তৎপুরুষে অংশ্বাদিং নান্তোদাত্তত্বা।

আর্দ্ধরাত্রিক (ত্রি) অর্দ্ধরাত্রে ভবং ঠঞ্। অর্দ্ধরাত্রভব। অর্দ্ধরাত্রে যাহা হয়। (পুং) জ্যোতিষশাস্ত্রের শাখাভেদ।

আর্দ্ধবাহনিক (ত্রি) অর্দ্ধবাহনেন জীবতি (বেতনাদিভ্যো। পা। ৪।৪।১২। ইতি ঠক্।) যিনি অর্দ্ধ বেতন দ্বারা জীবিত থাকেন।

আর্দ্ধিক (পুং স্ত্রী) অম্বষ্ঠ বর্ণ।

> বৈশ্যকন্যা-সমুৎপন্নো ব্রাহ্মণেন তু সংস্কৃতঃ।
> আর্দ্ধিকঃ স তু বিজ্ঞেয়ো ভোজ্যো বিপ্রৈর্ন সংশয়ঃ॥
> পরাশর।

(স্ত্রী) জাতিত্বাৎ ঙীপ্। আর্দ্ধিকী। (পুং) অর্দ্ধং ক্ষেত্রশস্যার্দ্ধমর্হতি ঠক্। ক্ষেত্রজাত শস্যের বেতনরূপে স্বামীর নিকটে অর্দ্ধগ্রহীত কৃষক বিশেষ। ভূমিকর্ষক। কুটুম্বিক।

> "আর্দ্ধিকং কুলমিত্রঞ্চ গোপালো দাসনাপিতৌ।
> এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ।"

যে কৃষিকার্য্য করে, যে পুরুষানুক্রমে আপন বংশের মিত্র, যে গোপালন করে, যে যাহার দাস ও যে ক্ষৌরকর্ম্ম করে, এই সকল শূদ্রের এবং যে আত্মসমর্পণ করিয়াছে তাহার অন্ন ভোজন করা যায়। (মনু।)

আর্দ্র (ত্রি) অর্দ্দ গতৌ। (অর্দ্দের্দীর্ঘশ্চ। উণ্।২।১৮। ইতি রক্ দীর্ঘশ্চ ধাতোঃ।) ক্লিন্ন। সরস। সজল বস্তু। ভিজা। তিমিত। স্তিমিত। সমুন্ন। উত্ত। (আর্দ্রং সার্দ্রং ক্লিন্নং তিমিতং স্তিমিতং সমুন্নমুত্তঞ্চ। অমর।৩।১।১০৫।) বৈদ্যক-শাস্ত্র মতে সরস ও নীরস ভেদে আর্দ্র দুই প্রকার। বাস্তুক (বেতো শাক), সরিষার শাক, নির্গুণ্ডী (সিন্দুক বৃক্ষ), এরণ্ড (ভ্যারেণ্ডা), আর্যক ধুস্তুরাদি এই সকল সরস আর্দ্র। বট, অশ্বত্থ, করীর প্রভৃতি নীরস আর্দ্র।*। কাঠিন্যশূন্য। আর্দ্রগুণযুক্ত। (স্ত্রী ক্লী) অশ্বিনী হইতে ষষ্ঠ নক্ষত্র।[আর্দ্রা দেখ।]

আর্দ্রক (ক্লী) অর্দ্দয়তি রোগান্ অর্দ-অন্তর্ভূতণ্যর্থে—রক্, দীর্ঘশ্চ সংজ্ঞায়াং কন্ আর্দ্রায়াং সরসভূমৌ জাতং বা বুন্ আর্দ্রয়তি জিহ্বাং আর্দ্র-কৃতার্থে ণিচ্ (বহুলমন্যত্রাপি। উণ্।২।৩৭। ইতি কুন্ বা।) আদা। শৃঙ্গবের। (আদ্রকং শৃঙ্গবেরং স্যাৎ। অমর ২।৯।৩৭। (লবণাদ্র ককেশরী। বৈদ্যকং।) মূলপ্রধান বৃক্ষ। (স্ত্রী) আর্দ্রিকা। আদা। [আদা দেখ।] (পুং) শুঙ্গবংশীয় বসুমিত্র রাজপুত্র। (বিষ্ণু পু ৪। ২৪।১০) পুরাণান্তরে অন্ধ্রক, অন্তক, ভদ্রক এইরূপ নাম গৃহীত হইয়াছে।

আর্দ্রপদী (স্ত্রী) আর্দ্রৌ পাদৌ যস্যাঃ (কুম্ভপদীষু চ। পা। ৫।৪।১৩৯। ইতি।) নিপাদস্যান্তলোপ ঙীপ্ পদাদেশশ্চ। আর্দ্রচরণা স্ত্রী। যে স্ত্রীর পা জলে ভিজা। [সূত্রস্থ কুম্ভ-পদ্যাদিগণে আর্দ্রপদী শব্দ দেখ।]

আর্দ্রমাষা (স্ত্রী) নিত্যকম্মধা। মাষাণী। মাষাপর্ণী (রাজ-নিং)

আর্দ্রম্, (অব্য) আ-অর্দ্র-বাং রমু। (মান্তত্বং নিপাতনাৎ। সিং কৌং পা।১।৪।৭৪ সাক্ষাদাদিগণপাঠাৎ নিং মান্তত্বং বা।) সরসত্ব। রসযুক্তত্ব। আর্দ্রকৃত্য। [সূত্রস্থ সাক্ষাদিগণে আর্দ্রং শব্দ দেখ।]

আর্দ্রশাক (ক্লী) আর্দ্রং শাকমস্য। আর্দ্রক। আদা।

আর্দ্রবৃক্ষ (পুং) কর্ম্মধা। সরসবৃক্ষ। ততঃ উৎকরাদি-চতুরর্থ্যাং ছ। (ত্রি) আর্দ্রবৃক্ষীয়।

আর্দ্রা, নক্ষত্রবিশেষ। নক্ষত্র চক্র ২৮ বা ২৭ নক্ষত্র-সমন্বিত। মূলা বা জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রকে প্রথম ধরিয়া উভয় মতে আর্দ্রা ষোড়শস্থানীয় হয়। এইরূপে ধনিষ্ঠা নক্ষত্র প্রথমস্থানীয় মতে, আর্দ্রস্থান একাদশ। মেষরাশিগত অশ্বিনী নক্ষত্রকে প্রথমস্থ স্থির করিয়া আর্দ্রা ষষ্ঠস্থানীয় হয়। ইহাই এক্ষণকার

প্রচলিত মত। এই স্থলান্তিষিক ধরিলে ইহার পতকীয় বিক্ষেপ Tabular Celestial latitude) উত্তর ১১ অংশ এবং স্ফুটবিক্ষেপ (True Celestial latitude) উত্তর ১০ অংশ ৫০ কলা। পতকীয় ধ্রুবক (Tabular Celestial longitude ৬৭ অংশ এবং স্ফুটধ্রুবক (True Celestial longitude) ৬৫ অংশ ৫ কলা। পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদের মধ্যে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ইউরোপীয় মতে ১৩৭ সংখ্যক *Tauri* তারা এতদ্ নক্ষত্রস্থানীয়। ২০০ বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপীয় পতকে ঐ নক্ষত্রের উক্ত যোগতারার ধ্রুবক ৮২ অংশ ৩৮ কলা ৪৪ বিকলা। সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে ঐ নক্ষত্রস্থানীয় আর্দ্রা নক্ষত্রের বিক্ষেপ ৯ অংশ এবং ধ্রুবক ৬৭ অংশ ২০ কলা। আর্য্য-সিদ্ধান্তমতে ধ্রুবক ৬৮ অংশ ২৩ কলা এবং বিক্ষেপ ১১ অংশ। সার্ব্বভৌম মতে ধ্রুবক ৬৫ অংশ ৮ কলা, বিক্ষেপ ১১ অংশ ৭ কলা। ইহাতে পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বেত্তাদিগের অনুমানে ইহার যোগতারা ১৩৭ *Tauri.*

আর্দ্রা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে এই কয়টী লক্ষণ প্রকাশ পায়—ক্ষুধা অধিক, কৃশশরীর, কলিপ্রিয়, ক্রোধযুক্ত, অশান্ত, শরণাগতের প্রতি নির্দ্দয়। (কোষ্ঠীপ্রদীপ)

আর্দ্রালুব্ধক (পুং) আর্দ্রা। কেতুগ্রহ। (কেতবঃ শিখিনঃ প্রোক্তাঃ আর্দ্রালুব্ধক উচ্যতে। হলায়ুধ।)

আর্ভব (পুং) ঋভূণা দৃষ্টং সাম ঋভুদেবতাস্ত বা অণ্। তৃতীয় সাবনে গেয় পঞ্চসূক্তাত্মক সপ্তসামাত্মক পবমান বিশেষ।

আর্ম্মেণিয়া, আসিয়ার পশ্চিমস্থ একটী দেশ। ইহার উত্তর সীমায় চোরক ও কুর নদী; পূর্ব্বে উর্ম্মিয়া হ্রদ, কুর ও আরক্সস্ (আরস্) নদী, দক্ষিণে তরাস্ পর্ব্বত, বীর মরদীন ও নিশিবিষ ভূভাগ, এবং পশ্চিমে কিজিল ইর্ম্মক নদী। ইউফ্রেতিস্ নদীর তীরস্থ কতকাংশ ও কাম্পিয় আর্ম্মেণিয়া ইহার সামিল। এই দেশের কতকাংশ রুষ ও কতকাংশ তুরস্কের অধিকারে।

অতি প্রাচীন কাল হইতে এই দেশ বিখ্যাত হইয়া আসিতেছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, এই দেশই আর্য্য-জাতির আদিম বাসস্থান। জর্ম্মণ জাতির পূর্ব্বপুরুষ এই দেশ হইতে ইউরোপে গিয়া বাস করে। ঐতিহাসিক হিরোদোতসের সময় এই দেশ আরও কিছু বড় ছিল। [Herodotus v 52. দেখ।] ষ্ট্রাবোর মতে এই দেশের উত্তরে অলবনী, ইবেরেশ, এবং পারখোত্রস্* ও ককেশস্ পর্ব্বত, পূর্ব্বে মহামদ্র (Great Madia ও আত্রপতিন (Atropatene), দক্ষিণে মেসোপোটেমিয়া ও তরাস্ (এলবর্জ) পর্ব্বত, পশ্চিমে ত্রিবেণী, পথ্যাদ্রি ও স্কিদিস্ পর্ব্বত।

য়িহুদিদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে আর্ম্মেণিয়ার নাম পাওয়া যায় না, তাহাতে তোগর্ম্ম নামে এই স্থানের নাম দৃষ্ট হয়। আর্ম্মেণিয়ার এই কয়েকটী প্রাচীন নাম আছে—হর্ম্মিণী অর্থাৎ মিন্নিথের পর্ব্বত, বর্ম্মি মন্নি অর্থাৎ অরমিন্নি, অর্ম্মেণা বা অর্ম্মণের দুর্গ। [Asiatic Res. viii. 360,]

আর্ম্মেণিয়ার ভূতত্ব দ্বারা ইহা আমাদের পুরাণশাস্ত্রোক্ত হিরণ্ময় নামক বর্ষের অন্তর্গত বলিয়া অনুমিত হয়।

জেনোফন এই দেশকে কর্দ্দুসদের বাসস্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ভৌগোলিকেরা এই দেশকে এই রূপে ভাগ করেন,—কৃষ্ণসাগরের দিক্, চোরকের সমতট, কুর ও আর্পের সমতট, পাম্বিণক্ষেত্র, আরজ্রুমক্ষেত্র, মুষক্ষেত্র, বিটলিশ উপত্যকা প্রদেশ, এধিন প্রদেশ, খর্পটক্ষেত্র মুরদ সমতট, মুষতাঘ হইতে তাইগ্রীস্নদীর তীর অবধি সমস্ত ভূভাগ, সাপনতাঘ, বয়জিদ্ ও আরিকার্ত্তক্ষেত্র।

কৃষ্ণসাগরের নিকটস্থ প্রদেশ।—তুরস্কের পাশার অধিকারে। ইহার অন্তর্গত ত্রিবিজন্দ প্রদেশ। ত্রিবিজন্দের পূর্ব্বে বিস্তীর্ণ উপকূল, উহা প্রায় ১৩০ মাইল। এখানকার পর্ব্বত-ভূভাগ সমুদ্র হইতে চারি পাঁচ হাজার ফিট্ উচ্চে। এখানে এক জাতীয় সুপারি, বিচ, আখরোট, কোকড়া, আরণ, বাইশী, শিলাগাছ (Boxwood) এবং দেবদারু জন্মে। অনেক স্থানই বন ও পর্ব্বতময়। এখানে লাজ-জাতির বাস। যমুরা, রিজা প্রভৃতি প্রদেশে লাজ জাতি থাকে। এখানে লাজিস্তান নামে পাহাড় আছে। রিজা প্রদেশ বেশ উর্ব্বরা, জল বায়ুও মন্দ নয়। এখানে ভাল পাতিনেবু ও কমলানেবু পাওয়া যায়। লাজিস্তান পাহাড়ে দস্তা ও তামা উৎপন্ন হয়। লাজিস্তানের পূর্ব্বে বাটুম সাগর, এই সাগরের ধারে বিস্তর অঞ্জীর, দাড়িম, আঙ্গুর ও নানা প্রকার নেবু জন্মে। বাটুমের পূর্ব্বে পেরেঙ্গগিরি। এই পাহাড়টী পুরাণোক্ত পতঙ্গগিরি† বলিয়া অনুমিত হয়। ইহারই কিছু দূরে বৈভ্রাট্ (জ্) বন ছিল, এখন উহা 'বৈবাট্' নগর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। পেরেঙ্গগিরির নিকট হইতে আরও কতকগুলি পাহাড় কৃষ্ণসাগর হইতে

* অধ্যাপক উইলসন্ ইহার সংস্কৃত নাম 'পারক্ষেত্র' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তৎকৃত [Ariana Antiqua, p. 147 দেখ

† ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৪২ অঃ।

কাস্পীয় হ্রদ পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দক্ষিণদিকে সাবনলী নামে একটী গিরি আছে, এটাকে পুরাণোক্ত সাবনস্থলী বলিয়া অনুমিত হয়।

চোরক নদী জোরক নামেও অভিহিত হয়। প্রাচীন নাম অকম্পসিস্। কেহ কেহ প্লিনি কথিত বথাস্ (Bathys) বলিয়া অনুমান করেন। [Pliny vi. c, 4] এই নদীর তীরে বৈবাট্, আৎবিন্ ও অজেরা নগর। এই নদী কৃষ্ণসাগরে পতিত হইয়াছে। অজেরা নগর কোলোবা ও পেরেঙ্গা পর্ব্বতের মাঝখানে। এখানে প্রায় আট মাস শীত থাকে। এখানকার লোকেরা দেখিতে সুশ্রী ও বলবান্। ইহারা জর্জ্জিয়া ভাষায় কথা কয়। পেরেঙ্গ পাহাড় হইতে অনেকগুলি ছোট ছোট নদী অজেরা দিয়া বহিয়া যাইতেছে। আর কতকগুলি ছোট ছোট পাহাড় সাবনলী গিরিতে আসিয়া মিশিয়াছে। বসন্তকালে এই সকল পাহাড়ে গোমেষাদি চরিতে থাকে।

কুর ও আর্পনদীর কূলস্থ স্থানের মধ্যে কর, আর্দাহন ও পস্কোভ নামক স্থানে লোকের বসতি আছে। এখানকার লোকেরা মাটির ভিতর ঘর করিয়া তাহাতে বাস করে। এই সকল ঘরে মানুষের এবং পালিত পশ্বাদির জন্য স্বতন্ত্র করিয়া দুইটী দ্বার থাকে। কর নামক স্থানে লোকের বাস অনেক এবং ফসলাদি বেশ উৎপন্ন হয়। শীতকালে এই সকল স্থানে বড় কষ্ট, একে প্রবল শীত, তাহার উপর বরফ পড়িলে, তাহা অধিক দিন ধরিয়া থাকে। করপ্রদেশের দুই একটী গ্রামে কেবল তুর্ক জাতির বাস দেখিতে পাওয়া যায়।

পাষিণক্ষেত্র—আর্ম্মেণিয়ার মধ্যপ্রদেশ। এখানকার আরজরুমের নিকটস্থ জমি সমুদ্র হইতে প্রায় সাত হাজার ফিট্ উচ্চে। আরজরুমের দক্ষিণদিকে বিনগোল গিরি। এই গিরির উত্তরদিক্ হইতে আরক্সস্ * নদী বাহির হইয়াছে। এই প্রদেশে প্রসিদ্ধ আরারাট পর্ব্বত। [আরারাট দেখ।]

সাবনলী গিরি উচ্চে প্রায় ৫৫০০ ফিট্। ইহার উত্তরদিক্ আরক্সস্ (আরস্) নদীর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। আশ্বিন কার্ত্তিক মাস হইতে এখানে বরফে ঢাকিয়া যায়। পাষিণক্ষেত্র সাবনলী গিরি হইতে দেবেনবয়িনী নদীকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। দেবেনবয়িনীর নিকট দিয়া আরজরুম ক্ষেত্রে চলিয়া গিয়াছে। এখানে গম ও যব প্রচুর উৎপন্ন হয়। এই বিস্তীর্ণ ময়দানের মধ্যে হসনকালা নামক স্থানই বিখ্যাত। এখানে সাতটী মঠ ও সাতটী প্রস্রবণ আছে।

আরজরুম ক্ষেত্র—দৈর্ঘ্যে ৪০ মাইল, এবং প্রস্থে প্রায় ২০ মাইল। এই স্থান বড় উর্ব্বরা, যে সকল শস্য জন্মে, তাহা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট। এখানে ভাল ভাল ঘোড়া, অশ্বতর ও গোমহিষ চরিয়া বেড়ায়। অনেক জায়গা আর্ম্মাণী জাতি ছাড়িয়া যাওয়ায় মরু হইয়া পড়িয়াছে। এখানকার অনেক গ্রামে এককালীন বসতি নাই, কুর্দ্দ জাতি এই সব স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। এই প্রদেশের প্রধান নগর আরজরুম †। এই নগরে পূর্ব্বে লক্ষাধিক লোকের বাস ছিল, এখন আর তত অধিক লোক নাই। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রুষেরা এই নগর অধিকার করেন। এখানে নানা প্রকার বাণিজ্য হয়। কন্স্তান্তিনোপল, আসিয়া-মাইনর, ত্রিবিজন্দ, পারস্য, আলেপো এবং দক্ষিণ ককেশশে যাইবার পথ এই স্থানে আসিয়া একত্র হইয়া মিশিয়াছে। আরজরুম্ প্রদেশের পশ্চিমে বিনগোল গিরি। এই পাহাড়ের নিম্নদেশে গুমগুম গ্রাম, উহা সমুদ্র হইতে প্রায় ৪৩৮ ফিট্ উচ্চে। ইহার কিছু দূরে চারবাহার নদী।

মুষক্ষেত্র—মুরদ হইতে তরাস, আবার তথা হইতে ইউফ্রেতিস্ নদীর তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মুষতাঘ বা মুষগিরি এই প্রদেশের পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তৃত হইয়া আছে। এই স্থান আরজরুমের ন্যায় তত শীতপ্রধান নয়, বরফের উপর দিয়া মালগাড়ী যাতায়াত করে। এখানকার উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ধান ও তামাক প্রধান। পর্ব্বতের দিকে দক্ষিণভাগে আঙ্গুর জন্মায়, উহাতে মদ্য প্রস্তুত হয়। মুষগিরিতে বিস্তর রেউচিনির গাছ হয়। পশুর মধ্যে এখানে ভাল জাতের ঘোড়া, গরু, মহিষ ও বহুতর মেষ দেখা যায়। এখানে অধিকাংশই আর্ম্মাণীর বাস। মধ্যে মধ্যে কুর্দ্দজাতির বসতি আছে। কুর্দ্দগণ তুরস্কের পাশাকে ইষ্টাক অর্থাৎ শীতকালের কর দিয়া থাকে। এই প্রদেশের দক্ষিণে মুষনগর, এ নগরটীর অবস্থা নিতান্ত হীন। এখানে পাঁচ সাত শত মুসলমান এবং প্রায় ততগুলি আর্ম্মাণীর বাস।

এই প্রদেশে মহিষে শকট টানে। গ্রীষ্ম ও হেমন্তের

---

* এই নদীকে কেহ কেহ পুরাণোক্ত অরুণোদ নদী বলিয়া মনে করেন।

† ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—বেদোক্ত 'রুমের স্থান' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। (Arian Witness ও ঋগ্বেদ ৮৷৪৷২ দেখ।)

সময় মুষক্ষেত্রে ঝাঁকে ঝাঁকে মশা বেড়ায়। মুষগিরির দক্ষিণপার্শ্বে খর্জ্জন নামে এক জাতীয় কুর্দ্দ বাস করে, তাহারা রাত্রিকালে পাহাড় হইতে আসিয়া আর্ম্মাণীদের গোমহিষাদি চুরি করিয়া লইয়া যাইত। এখন তাহারা এইরূপ করে কি না জানা যায় নাই।

মুষক্ষেত্রের দক্ষিণপূর্ব্ব সীমায় বিটলিশ প্রদেশ। ইহার দুই পার্শ্বে পর্ব্বত, মাঝখান দিয়া কতকগুলি নদী বহিয়া যাইতেছে। এখানকার বিটলিস্ নগরে অনেকগুলি বাজার আছে। আর্ম্মেণিয়া ও কুর্দ্দিস্তানের উৎপন্ন দ্রব্যাদি এইখানে আমদানী রপ্তানী হইয়া থাকে। এখানকার বাড়ীগুলি পাথরে তৈয়ারী। এখান হইতে মধু, মোম, পশম, গঁদ ও মাজুফলের বাণিজ্য হয়।

আরজরুম ক্ষেত্রের পশ্চিমে এবং করনদী হইতে কিছু দূরে বিস্তীর্ণ ভূভাগ পড়িয়া আছে—এই স্থানে তর্জন ও অর্জ্জিঙ্গন ক্ষেত্র। এখানে কতকগুলি তুর্ক ও আর্ম্মাণীর বাস, এখানকার লোকেরা কুর্দ্দ দস্যুদের ভয়ে সর্ব্বদাই সশঙ্কিত। ঐ দস্যুরা দুজিক পাহাড়ে বাস করে। মুসলমানেরা ইহাদিগকে 'কিজিলবাস' অর্থাৎ লাল মাথা বলিয়া থাকে। ইহারা সকলেই পৌত্তলিক। এক গোছা কাঠে ভাল কাপড় জড়াইয়া, তাহাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে। এই জাতির এক জন বড় লোক মরিলে, তাহার সহিত তাহার সঞ্চিত ধনাদিরও সমাধি হয়। ইহাদের আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি দর্শনে বোধ হয়, ইহারা পুরাণোক্ত কিরাত জাতির শাখা। [কিরাত দেখ।]

এই প্রদেশের পশ্চিমদিকে অর্জ্জিঙ্গন নগর, এই নগরে প্রায় তিন হাজার বাড়ী আছে। বাড়ীগুলি মাটীর উপরে নির্ম্মিত, এ ছাড়া অনেকগুলি বাগান আছে। এই সকল বাগানে আঙ্গুর, নেবু ও নানা প্রকার ফল হয়। এখানে গম অধিক পরিমাণে জন্মে।

এঘিন উপত্যকা প্রদেশ।—করসু (নদী) অর্জ্জিঙ্গন ক্ষেত্র দিয়া বামে দুজিকতাঘ ও দক্ষিণে অস্তিতরাস পর্ব্বত রাখিয়া কেউমের নদীতে আসিয়াছে—এই নদীর উপরের জায়গা এঘিন। এঘিন উপত্যকায় গিরিমালা প্রায় ৪০০০ ফিট্ উচ্চে উঠিয়াছে। এখানে গ্রীষ্মকালেও ঠাণ্ডা, শীতকালে তেমন বরফ জমে না। এখানে সাতুত গাছ অধিক, অধিবাসীরা তুত ফল খাইয়া থাকে, এই তুত চোঁয়াইয়া আবার মদ তৈয়ারী হয়। আঙ্গুর ও অপরাপর গাছও জন্মে। উপত্যকায় গলগণ্ড রোগের বড় প্রাদুর্ভাব।

মুরদের সমতট—খর্পুট ও মুষক্ষেত্রের মধ্যে। ইহার পূর্ব্বদিকে পেরেজ সু (নদী)। খর্পুটক্ষেত্রের পূর্ব্বদিকের পাহাড়গুলি মুরদ নদীর দিকে ঝুঁকিয়া আছে। মুরদ পার হইবার জন্য পলুর পশ্চাতে একটী প্রাচীন সেতু আছে, উহা সমুদ্র হইতে প্রায় ২৮১৯ ফিট্ উচ্চে। পলুনগর নদীর দক্ষিণধারে অবস্থিত। এখন মুসলমান ও আর্ম্মাণীর বাস। পলুর পার্শ্ব দিয়া কতকগুলি পাহাড় নিম্নাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে, এই পাহাড়ের নিকট কতকগুলি গ্রাম আছে, তাহাতে কেবল দ্রাক্ষালতার বন, তাহার কিছু দূরে ভাল ভাল চাষের ক্ষেত। ঐ সব ক্ষেতের উত্তরদিক্ ক্রমশঃ ঊর্দ্ধাভিমুখে উঠিয়াছে, এখানকার মেজিরা গ্রাম সমুদ্র হইতে প্রায় ৫২৪৫ ফিট্ উচ্চে। এ প্রদেশে তুরঞ্জবীন ও মাজু ফল অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। এখানকার গ্রামবাসীরা—গরু, বলদ, মহিষ, ভেড়া, ছাগল ও কেহ কেহ ঘোড়া রাখে। মুরদ নদী হইতে তথ্‌তা কোপ্রি সু নামে একটী উপনদী বাহির হইয়াছে, ইহার সঙ্গমস্থলের নিকট বোঘলন গ্রাম। এই গ্রামের ৫ ক্রোশ দূরে চাঙ্গেরী নামে একটী আশ্রম আছে, এখানে আর্ম্মাণীরা তীর্থ করিতে আসে।

খর্পুটক্ষেত্রের প্রাচীন নাম সোফেন। এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের মধ্যে মুনসুরতাঘ, গোলতাঘ, ও খর্পুটগিরি প্রভৃতি অনেকগুলি পর্ব্বত আছে। এখানে করসু ও মুরদ নদী বহিতেছে। উভয় নদীর সংযোগস্থানের নিম্ন দিয়া ইউফ্রেতিস্ নদী চলিয়াছে, তাহার উভয় পার্শ্বে নানা কন্দর ও পর্ব্বতমালায় আকীর্ণ। ইহার বামে খর্পুটগিরি, দক্ষিণে গোলতাঘ। এই সকল পাহাড়ে তরু, গুল্ম, লতা প্রভৃতি কিছুই নাই, স্থানে স্থানে কেবল লোহা, তাঁবা ও দস্তা পাওয়া যায়। খর্পুটগিরির কাছে একটী ছোট পাহাড় আছে, এখানকার মাটী খুব উর্ব্বরা। খর্পুটপ্রদেশ তুরুস্কসাম্রাজ্যের মধ্যে শস্যশালী ভূমি। এখানে নানাপ্রকার শস্য জন্মে, তন্মধ্যে অন্য স্থান অপেক্ষা দশ বার গুণ গম উৎপন্ন হয়। এইস্থানে গ্রীষ্মকালে অধিক গরম বোধ হয়। কুর্দ্দজাতি এখানে বড় উপদ্রব করিয়া থাকে, তাহারা সুবিধা পাইলে অধিবাসীদের সম্পত্তি লুট করিয়া পলায়ন করে।

মুষতাঘ ও তাইগ্রীস্ নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ—ইউফ্রেতিস্ নদীর পূর্ব্বদিক্ দিয়া বরাবর গিরিশ্রেণী চলিয়াছে, ঐ গিরিমালার নাম মুষতাঘ। উহা আবার মুরদ ও তাইগ্রীস্ নদীর মধ্য দিয়া বাণত্রুদের পশ্চিমদিকে নিমরুদতাঘে গিয়া মিশিয়াছে। এই পর্ব্বত দিয়া অনেকগুলি স্রোতস্বতী বহিতেছে। মুষক্ষেত্রের দক্ষিণদিকে তিনটী পাহাড় পরে

পরে সার দিয়া আছে, এই তিনটীর নাম কোষমতাব, অণ্ডোষ বা কণ্ডুসতাষ এবং দারকুষতাষ। দারকুষতাষ অত্যন্ত বন্ধুর। এই পাহাড়ে উঠা-নামা অতিশয় কষ্টজনক। খর্জ্জন পর্ব্বতের পথ আরও ভয়ঙ্কর, এখানে ভার লইয়া কোন পশু চলিতে পারে না। এই প্রদেশের কোলব-সু নদীর তটে কুর্দ্দদের দলপতির বাসস্থান আছে। এখানে আষাঢ় শ্রাবণমাসে জমিতে শস্য বপন করে। দরকুষগিরি হইতে সরুম নদী বাহির হইয়াছে, এই নদীর তটে উৎকৃষ্ট তরমুজ জন্মে। এখানকার মাটিতে কাদা হইলে, তাহা দেখিতে সাদা হয়। এখানে গ্রীষ্মকালে বাতাসের সঙ্গে লু চলে। সরুমনদীর পশ্চিমদিকে হজেরো, ইনিজে ও খিনি নামে তিনটী ভূভাগ। এগুলি পূর্ব্বে তুরুষ্কের বেগদিগের অধিকারে ছিল। মুষতাষের ভূভাগ সকলের দক্ষিণ দিয়া বরাবর তাইগ্রীস্ নদী চলিয়াছে। এই নদীর জল ভাল নয়, ইহার তীরবর্ত্তী ভূভাগের লোকের প্রায়ই শিরারোগ (Vena Medinensis) হয়। ইহার তীরে প্রাচীন স্তূপ ও দুর্গাদির ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে।

তাইগ্রীস্ নদীর উপরাংশে সুবেরেক ও দিয়র বেকুর নামে দুইটী প্রদেশ আছে। নিম্নভাগে বা তীরে জেবেল জুদি পাহাড়। মুসলমানেরা বলে, এইখানে নোয়ার জাহাজ লাগিয়াছিল। ইহার নিকটস্থ ভূভাগসমূহে কুর্দ্দজাতির বাস। এখানকার বুতান নামক পাহাড়ের নিকটস্থ প্রদেশ (আর্ম্মাণী কাথলিক) যাকুব সম্প্রদায়, নেস্তোর সম্প্রদায়ভুক্ত খৃষ্টান ও যেজেদীরা বাস করে। এখানে শস্য হইবার সময় কুর্দ্দজাতি দেখা দেয়, অপর সময়ে পাহাড়ে পাহাড়ে মেষপাল চরাইয়া বেড়ায়, সময়ে সময়ে ডাকাতি করিয়া থাকে। এসব স্থানে ইঁদারা হইতে জল পাওয়া যায়; পাহাড়ের কাছে কেবল ঝরণা আছে।

বাণহ্রদের উপকূল প্রদেশ—বিটলীশ নগর হইতে কর্কুতাষ, তথা হইতে মুষতাষ পর্য্যন্ত। এখানে অর্জরোম-তাষ মুষতাষের সঙ্গে মিলিত হইয়া বাণহ্রদের দক্ষিণদিক্ পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। এই প্রদেশের পূর্ব্বদিকে হ্রদের ধারে একটা স্বতন্ত্র ধাতুনিঃস্রাবের পাহাড় আছে। এটাকে কমেল তব্বান্ (অর্থাৎ উটের মত) বলে। পশ্চিমদিকে পাহাড়ের উপর বস্তন গ্রাম, ইহার উচ্চ ভূভাগে একটী কোট রহিয়াছে। এখানকার অঞ্জেল চৈ নদীর তীরে মাহ্মুদ বে নামে কুর্দ্দাধিপতির একটী দুর্ভেদ্য দুর্গ আছে। বাণহ্রদের পূর্ব্বপ্রদেশ পর্ব্বতময়।

বাণপ্রদেশের প্রধান নগর বাণ। এ নগরটী অতি প্রাচীন। প্রবাদ এইরূপ, রাণী সেমিরামিস্ এই নগর স্থাপন করেন। কীলরূপা শিল্পলিপির দ্বারাও তাহার কতকটা প্রমাণ পাওয়া যায়। এই নগরে কেলিকো বস্ত্রের আমদানী হয়। এখানকার গম পারস্যে রপ্তানি হইয়া থাকে।

বাণহ্রদের উত্তরতীরে সাপনতাষ নামে একটী নির্ব্বাপিত আগ্নেয়গিরি আছে। হ্রদ হইতে এই পর্ব্বতটী দেখিতে বড় সুন্দর। ইহার উচ্চ শৃঙ্গ কৃষ্ণসাগর হইতে প্রায় ১০,০০০ ফিট্ উচ্চে। এই পাহাড়ে উঠিলে আরারাটের উচ্চশৃঙ্গ দুটী বেশ দেখা যায়। এই পাহাড়ের গহ্বরে রাশি রাশি বরফ পড়িয়া থাকে।

কোষোতাষ ও আরারাটের মধ্যে আরিস্কেদ প্রদেশ। এখানকার জমি বেশ উর্ব্বরা ও জলবায়ু ভাল। এখানে প্রায় ত্রিশখানি গ্রাম আছে, তিনখানিতে কেবল আর্ম্মাণীর বাস। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এ সকল গ্রামে আর্ম্মাণীরা বাস করিত, কিন্তু এই বর্ষে রুষদের সঙ্গে যুদ্ধ হইলে তাহারা জর্জ্জিয়াতে গিয়া বাস করিতে থাকে। এই প্রদেশে উচ্-কিলিস নামে একটী প্রাচীন মঠ আছে। এখানকার প্রধান স্থানের নাম তোপরাকৃকালে।

ভূতত্ত্ব—আর্ম্মেনিয়ার সকল স্থান পরিদর্শন করিলে জানা যায় যে, পূর্ব্বে এখানে আগ্নেয়গিরি ছিল। কতকাংশ কেবল জলে পূর্ণ ছিল; সেই জলের অবশিষ্ট অংশ বাণ, উর্ম্মিয়া ও কাস্পীয় হ্রদ। এই দেশের অনেক স্থানেই চূর্ণস্তর আছে।

ইতিবৃত্ত—ইহার প্রাচীন নগরের নাম আর্ত্তক্সতা। কথিত আছে, পুরাকালে একজন হানিবল আর্ত্তক্সীয়স্ নামে আর্ম্মেনিয়ার রাজার সহিত এখানে আসিয়া আশ্রয় লয়। এখানকার পুরাতন গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ, কীলরূপা শিল্পলিপি ও প্রাচীন মন্দিরাদি দৃষ্টে জানা যায় যে, অতি পূর্ব্বকালে নানাজাতির লোক এই দেশে আসিয়া বাস করিত। ভারতবর্ষের হিন্দুরাও এদেশে আসিতেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে; সৈরীয়দেশের একজন পাদ্রী লিখিয়াছেন—একদল হিন্দু এইখানে প্রবাসে আসে। তাহারা দেমিতর ও কিসন্লি নামক দেবতার পূজা করিত, এছাড়া আরও কতকগুলি দেবমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিল, আষ্টিষট্ নগরে তাহারা দেবতার কাছে বলি দিত। [Journal of As. Soc. Bengal Vol. V. 331 দেখ।]

আর্ম্মাণীরা বলিয়া থাকে, তাহাদের আদিপুরুষ ও প্রথম রাজা হৈগ। তিনি তোগর্ম্মের পুত্র, আসীরীয়-রাজ বেলাসের অত্যাচারে নিজ জন্মভূমি সীনেয়ার পরিত্যাগ করিয়া এইস্থানে আসিয়া আশ্রয় লন। বেলাস্ হৈগের

অনুসরণ করিয়াছিলেন, হৈগের হস্তেই তাঁহার পরমায়ু শেষ হয়। (খৃষ্টের বাইশ শতাব্দী পূর্ব্বে এই ঘটনা ঘটে।)

তৎপরে তিনশত বৎসর গত হইল। হৈগের পাঁচপুরুষ একে একে রাজত্ব করিলেন, তৎপরে হৈগবংশীয় আরাম আর্ম্মেনিয়ার রাজা হইলেন। তিনি মিডিয়া, আসীরীয় ও কপ্পাডোনিয়া জয় করেন। ঐ সকল দেশের লোকেরা তাঁহাকে আবনিদিয়স্ বলিয়া ডাকিত। এই আরামের নামানুসারে এ দেশের নাম আর্ম্মেনিয়া হয়। আরামের পুত্র আরা রাণী সেমিরামিসের হস্তে নিহত হন। আরার মৃত্যুর পর এই দেশ আসীরীয়ার অধীন হইল। সার্দ্দনপলাসের সময় হইতে আর্ম্মেনিয়া পুনরায় স্বাধীন হয়। খৃঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দীতে হৈকক রাজা হন। তাঁহার পরে দিক্রাণ বা তিত্রনেশ রাজা হইলেন, তিনি মিডুসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় সাইরাশের (কয়রুষের) সাহায্য করেন। এখানকার লোকের বিশ্বাস, তিনিই তিগ্রণোকর্ত্ত নগর স্থাপন করেন।

খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে এদেশের রাজা বহয়্ দরায়ুসের সঙ্গে মিলিত হইয়া মাকিদনদিগের বিপক্ষে যুদ্ধ করেন, কিন্তু সেই যুদ্ধে তাঁহার ইহলীলা শেষ হয়। তৎপরে আর্ম্মেনিয়া অনেক দিন গ্রীকের অধীনতা স্বীকার করে। কিছু দিন পরে আর্ত্তক্সিয়স্ ও জরিআদ্রাস্ নামে দুইবার জন্মভূমিকে শত্রু কর হইতে মুক্ত করেন, এই সময় আর্ম্মেনিয়া দুই ভাগ হইয়া যায়। একটী ছোট আর্ম্মেনিয়া, আর একটী বড় আর্ম্মেনিয়া। উভয় স্থান ক্রমান্বয়ে ইউফ্রেতস্ নদীর পূর্ব্ব ও পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত ছিল। বড় আর্ম্মেনিয়া আর্ত্তক্সিয়সের বংশধরেরা পায়। ২৩২ খৃষ্টাব্দে অর্দেশার আর্ম্মেনিয়া আক্রমণ করেন। সেই সময় হইতে ঐ দেশ অনেক দিন পারস্যের অধিকারে ছিল।

২৭৬ খৃষ্টাব্দে আর্ম্মেনিয়ার অনেক লোক গ্রেগরি নামক এক জন খৃষ্টান কর্ত্তৃক খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ৬৩২ খৃষ্টাব্দে শাসনবংশের অবনতির সঙ্গে আর্ম্মেনিয়ার বড় দুরবস্থা হইয়াছিল। এই সময় গ্রীক্ ও মুসলমানদের পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে এই দেশের কতকাংশ গ্রীক ও কতকাংশ তুর্কের ভোগ দখলে আসে। ইহার পর বহুদিন আর্ম্মেনিয়া শান্তভাব ধারণ করিয়াছিল; ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে রুষ ও তুরুস্কের যুদ্ধে কতকাংশ রুষেরা অধিকার করিয়া লয়।

আর্ম্মেনিয়ার লোকদিগকে আর্ম্মাণী বলে। ইহারা অতিশয় বাণিজ্যপ্রিয়। বর্ত্তমান সময়ে এই জাতি ভারতবর্ষের নানা স্থানে, শিঙ্গাপুরে, আফগানিস্থানে, সিরায় ও ইজিপ্ট প্রভৃতি নানাদেশে বাস করিতেছে। ইহাদের ভাষা তুর্ক; তাহাতে ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যাই অধিক। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই ভাষার সহিত আর্য্যজাতির প্রাচীন ভাষার অনেক সাদৃশ্য আছে। এই ভাষায় সাইবেরিয়া ও এসিয়ার অপরাপর ভাষা মিশ্রিত। এই ভাষা বামদিক্ হইতে দক্ষিণদিকে লিখিত হইয়া থাকে। ইহার শব্দ-যোজনা গ্রীক ভাষার ন্যায়।

প্রাচীন আর্ম্মাণীরা আর্য্যজাতিসম্ভূত। তাহারা অপরাপর জাতির ন্যায় নানা প্রকার উপাসক ও সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। এক্ষণে অধিকাংশ আর্ম্মাণী খৃষ্টান।

আর্য্য (পুং) আর্য্যতে গম্যতে পূজ্য। ঋ-ণ্যৎ। মহাকুল। কুলীন। সভ্য। সজ্জন। সাধু। (মহাকুলকুলীনার্য্য-সভ্যসজ্জনসাধবঃ। অমর।) পূজ্য। শ্রেষ্ঠ। সঙ্গত। নাট্যোক্তিতে মান্য। উদারচরিত। শান্তচিত্ত। সৌবিদল্ল। রাজার অন্তঃপুর-রক্ষক। (আর্য্যঃ সাধুঃ সৌবিদল্লে। বিশ্ব।)

।*। বেদোক্ত প্রাচীন জাতিবিশেষ। বর্ত্তমান প্রায় সমস্ত সভ্য জাতির আদিপুরুষ।

এই জাতির উৎপত্তি, পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস ও সম্বন্ধনির্ণয় একান্ত প্রয়োজন, কারণ এই জাতির উপর সভ্যজগতের প্রাচীন ইতিবৃত্ত সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।

প্রথমে দেখা যাউক, অতি প্রাচীন কালে আর্য্য শব্দটী কিরূপে ব্যবহৃত হইত। জগতের আদিগ্রন্থ ঋগ্বেদসংহিতায় আর্য্য নামটী অনেকবার প্রয়োগ করা হইয়াছে,—তন্মধ্যে আবশ্যক বিবেচনায় কয়েক স্থান উদ্ধৃত করিলাম;—

১ বিজানীহ্যার্য্যান্যে চ দস্যবো
বর্হিষ্মতে রন্ধয়া শাসদব্রতান্। ঋক্ ১।৫১।৮।

২ বিদ্বান্ বজ্রিন্দস্যবে হেতিমস্যার্য্যং
সহো বর্দ্ধয়া দ্যুম্নমিন্দ্র। ১।১০৩।৩।

৩ অভি দস্যুং বকুরেণা ধমন্তোরু
জ্যোতিশ্চক্রথুরার্য্যায়। ১।১১৭।২১।

৪ ইন্দ্রঃ সমৎসু যজমানমার্য্যং। ১।১৩০।৮।

৫ হিরণ্যয়মুত ভোগং সসান হত্বী
দস্যূন্ প্রার্য্যং বর্ণমাবৎ। ৩।৩৪।৯।

১। হে ইন্দ্র! কাহারা আর্য্য, আর কাহারা দস্যু, তাহা জান। কুশ-যজ্ঞের হিংসাকারীদিগকে শাসন করিয়া বশীভূত কর। (অনুবাদ।)

২। হে বজ্রিন্! (আমাদের প্রার্থনা) জানিয়া দস্যুদের প্রতি অস্ত্র (নিক্ষেপ কর), হে ইন্দ্র। আর্য্যগণের সমর্থ ও ধন বৃদ্ধি কর।

৩। (হে অশ্বিদ্বয়!) বজ্রের দ্বারা দস্যুকে বধ করিয়া আর্য্যের প্রতি জ্যোতিঃপ্রকাশ কর।

৪। ইন্দ্র যুদ্ধের সময়ে আর্য্য যজমানকে রক্ষা করেন।

৫। (ইন্দ্র) হিরণ্ময় ধন দান করিয়াছেন; দস্যুদিগকে হত্যা করিয়া আর্য্যবর্ণকে রক্ষা করিয়াছেন।

৬ অহং ভূমিমদদামার্য্যায়াহং
বৃষ্টিং দাশুষে মর্ত্যায়। ৪।২৬।২।

৭ যয়া দাসান্যার্য্যাণি বৃত্রা করো
বজ্রিন্‌ৎসুতুকা নাহুষাণি। ৬।২২।১০।

৮ ত্বং তাঁ ইন্দ্রোভয়াঁ অমিত্রান্দাসা
বৃত্রাণ্যার্য্যা চ শূর। ৬।৩৩।৩।

যাস্ক তাঁহার নিরুক্তে 'আর্য্য ঈশ্বরপুত্রঃ' (নিরুক্ত ৬।২৬) আর্য্যশব্দের অর্থ ঈশ্বরপুত্র এইরূপ লিখিয়াছেন।

সায়ণাচার্য্য—পূর্ব্বোক্ত ঋক্‌গুলির ভাষ্য করিবার সময় আর্য্য শব্দের এইরূপ নানা অর্থ করিয়াছেন ;—

১ বিজ্ঞযজ্ঞানুষ্ঠাতা, ২ বিজ্ঞস্তোতা, ৩ বিজ্ঞ, ৪ অরণীয় বা সর্ব্বগন্তব্য, ৫ উত্তমবর্ণ, ত্রৈবর্ণিক, ৬ মনু, ৭ কর্ম্মযুক্ত, ৮ কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত শ্রেষ্ঠ। *

শুক্লযজুঃসংহিতায় (১৪। ৩০।) আর্য্য শব্দের ভাষ্যকালে মহীধর 'স্বামী ও বৈশ্য' † এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বেদের প্রয়োগ দ্বারা এবং যাস্কের অর্থ দ্বারা জানা যাইতেছে, আর্য্য শব্দ মানবকে বুঝাইত। এই মানবজাতি যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল, সায়ণের ভাষ্য দ্বারা তাহাই প্রমাণিত হইতেছে।

এখন স্থির হইল আর্য্য একটী মানবজাতি। কিন্তু আর্য্য নাম হইবার কারণ কি?—এখনকার পণ্ডিতগণের মতে ঋ-ণ্যৎ করিয়া আর্য্য শব্দ হয়। ঋ ধাতুর অর্থ গমন ও ব্যাপ্ত করা। অতএব আর্য্য শব্দের মূল অর্থ—সায়ণোক্ত 'অরণীয় বা গন্তব্য' হইতেছে। এই জাতি সর্ব্বত্র গমন করিত বলিয়া, আর্য্য এই নাম হইয়া থাকিবে। আর্য্য শব্দের আর একটী রূপ অর্য্য।—মহীধরের মতে আর্য্য অর্থাৎ বৈশ্য। এই মত ধরিলে এই জাতি বৈশ্য ছিল বা ব্যবসা করিতে সর্ব্বত্র যাইত বলিয়া আর্য্য নাম হয়।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অর্ ‡ ধাতু হইতে অর্য্য শব্দ সিদ্ধ করেন। অর্ ধাতুর অর্থ ভূমিকর্ষণ। লাটীন, গ্রীক্, এংলোস্যাক্‌সন্, ইংরেজী, রুষ, আয়রিশ, কর্ণিশ, ওয়েলস্, প্রাচীন নর্স, লিথুএনিক্ প্রভৃতি অনেক ইউরোপীয় ভাষায় হল বা কৃষিবাচক শব্দগুলি এই অর্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। তাঁহাদের মতে এই জাতি কৃষিকার্য্য করিতে বলিয়া আর্য্য নাম হইয়াছে। ইউরোপীয় উক্ত জাতিগুলিও এই আর্য্যজাতি হইতে সমুদ্ভূত।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে আসীরীয়ার শিল্পলিপির অরি শব্দ হলবাচক, এই শব্দটীও আর্য্যের প্রতিরূপ হইতে পারে।

অতএব পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত ধরিলে স্বীকার করিতে হয়, আর্য্য এই নাম প্রাচীন কৃষক জাতিকে বুঝাইত। আর্য্যেরা তবে কি কৃষক ছিলেন? হইতে পারে প্রাচীন জাতির মধ্যে কৃষিকার্য্যই প্রধান জীবনোপায় ছিল, তাই বলিয়া কি আর্য্যশব্দ কৃষিপদবাচ্য হইতে পারে? কি বৈদিক, কি লৌকিক উভয়বিধ প্রয়োগেই আর্য্যশব্দ শতবার লিখিত হইয়াছে, কিন্তু, কই আর্য্যশব্দ অথবা এই শব্দের মূল ঋ ধাতু হল বা ভূমিকর্ষণ অর্থে কোথাও প্রয়োগ দেখা যায় না। যেখানে আর্য্য শব্দের প্রয়োগ আছে, সেইখানেই 'শ্রেষ্ঠ' ও 'বিজ্ঞ' প্রভৃতি অর্থে বিশেষিত হইয়াছে। তাই বলি, সায়ণের 'অরণীয়' অর্থই আর্য্যশব্দের মূল অর্থ বলিয়া বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয়। বোধ হয় বৈদিক সময়ে এই জাতি নানাস্থানে গিয়া বাস করিতেছিল, সেই কারণে আর্য্য এই নাম হইয়া থাকিবে।

পারসীকদিগের অবস্তা নামক প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে ঐর্য্য* শব্দ শ্রদ্ধাস্পদ ও লোক সাধারণ এই দুই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। আর্ম্মাণী ভাষায়—অরি শব্দের অর্থ ইরাণি ও সাহসিক। অতএব যখন বেদ ব্যতীত এসিয়াখণ্ডের অপর প্রাচীন ভাষাতেও বিকৃতাকার প্রাপ্ত আর্য্যশব্দের অর্থ হল বা ভূমিকর্ষণ এই অর্থের কিছুমাত্র আভাস পাওয়া যাইতেছে না। তখন তাহাদের কথিত আর্য্যশব্দের মূল অথবা অর্ ধাতুর অর্থ হল বা ভূমিকর্ষণ এইরূপ ভাব গ্রহণ করা কতদূর সঙ্গত বুঝিতে পারিলাম না। আমরা সায়ণের মতকেই এস্থলে যুক্তিসঙ্গত বোধ করিয়া গ্রহণ করিলাম।

৬। আমি (ইন্দ্র) আর্য্যকে ভূমিদান করিয়াছি। আমি মর্ত্ত্যকে (হব্যদাতাকে) বৃষ্টি দান করিয়াছি।

৭। হে বজ্রিন্! তুমি যে ধন দ্বারা মানবশত্রু দাস ও আর্য্য সকলকে জয় করিয়াছ।

৮। হে ইন্দ্র! হে শূর! তুমি আর্য্য ও দাস উভয়বিধ শত্রুকে বধ করিয়াছ।

* ১ 'বিদুষোঽনুষ্ঠাতৄন্', ২ 'বিদ্বাংসঃ স্তোতারঃ', ৩ 'বিদুষে', ৪ 'অরণীয়ং সর্ব্বৈর্গন্তব্যম্', ৫ 'উত্তমং বর্ণং ত্রৈবর্ণিকম্', ৬ 'মনবে', ৭ 'কর্ম্মযুক্তানি', ৮ 'কর্ম্মানুষ্ঠাতৃত্বেন শ্রেষ্ঠানি।'—পূর্ব্বোক্ত ঋকের সংখ্যানুসারে ভাষ্য দেওয়া হইল।

† 'শূদ্রার্য্যৌ:—অর্য্যঃ স্বামিবৈশ্যয়োঃ' বেদদীপ।

‡ অর্ ধাতু সংস্কৃত ভাষায় নাই।

* কবশজী এদল্‌জী কাঙ্গা কৃত অবস্তাদের গুজরাটী অনুবাদের শেষে একখানি অভিধানে ঐর্য্য শব্দের আসল অর্থ অর্য্য ও আর্য্য গৃহীত হইয়াছে। (ঐ অভিধান ২ পৃষ্ঠা দেখ।) এই ঐর্য্য শব্দ হইতে ফার্শী ইরান্ শব্দ হইয়াছে।

ঋগ্বেদে লিখিত আছে, ইন্দ্র আর্য্যকে পৃথিবী দান করেন, (ঋক্ ৪।২৬।২) এবং দস্যুদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া অনেকবার তাঁহাদের রক্ষা করিয়াছিলেন। (ঋক্ ৩।৩৪।৯)। সেই সময় দাস বা দস্যুরাই আর্য্যজাতির প্রধান শত্রু ছিল। আর্য্যেরা যজ্ঞ করিত, দস্যুরা তাহার অনিষ্ট উৎপাদন করিত। (১।৫১।৮)।

ঋগ্বেদে (৩।৩৪।৯ ঋকে) আর্য্যবর্ণ এবং অপর অনেক স্থলেই আর্য্য ও দস্যু বা দাসের প্রসঙ্গ আছে। এতদ্দ্বারা জানা যায় যে, এই দুই জাতিই বৈদিককালে প্রবল ছিল। [দস্যু শব্দে দস্যু বা দাস জাতির বিবরণ দেখ।]

এখন স্থির হইল, আর্য্য একটী স্বতন্ত্র প্রাচীন জাতি।

আদিনিবাসনির্ণয়—এই প্রাচীন মহাজাতির আদিম বাসস্থান* কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সুকঠিন। যখন দেখা যাইতেছে, অনন্তকাল হইতে এই আর্য্য নাম চলিয়া আসিতেছে, তখন কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে, এই আদি সভ্যজাতির আদিম বাসস্থান কোথায়? প্রমাণিত হইয়াছে, ঋক্‌সংহিতা জগতের আদিগ্রন্থ, অতএব এই সংহিতায় আর্য্যজাতি প্রসঙ্গে যে যে দেশ, নগর, নদ, নদী ও পবিত্র স্থানের উল্লেখ থাকিবে, স্বীকার করিতে হইবে সেই সেই স্থানে প্রাচীন আর্য্যগণ বাস করিতেন। হয় ত অনেকে বলিতে পারেন, ঋক্‌সংহিতায় কেবল দেবাদির স্তুতি উক্ত হইয়াছে, তাহাতে আর্য্যগণ আপনাদের আদিম আবাসের কথা উত্থাপন করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই; তবে প্রসঙ্গক্রমে যে যে দেশের নাম কথিত হইয়াছে, হয় ত সেই সেই স্থানে আর্য্যজাতির বাস না হইতে পারে, কারণ সেই সেই স্থলে এমন কিছু উল্লেখ নাই, যে আর্য্যগণ সেই সেই দেশেই বাস করিতেন। এইরূপ আপত্তি অনেকেই করিয়া থাকেন। কিন্তু একটু তলাইয়া বুঝিলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, আর্য্যঋষিরা প্রীতি, সম্ভ্রম, ভয় ও ভক্তিভাবে যে যে দেশের উল্লেখ করিয়াছেন, সেই সেই স্থানে তাঁহাদের কিংবা তাঁহাদের পূর্ব্ব পিতৃগণের কোনরূপ সংস্রব ছিল, হয় ত তাঁহারা সেই সেই স্থানেই থাকিয়া যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন, কিংবা তাঁহারা সেই স্থান হইতে কোনরূপ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বোধ হইবে, সেই জন্য বেদে সেই সেই নাম উক্ত হইয়াছে। কারণ প্রাচীন জাতির মধ্যে দেখা যায়, যাহা দ্বারা তাহারা কিছুমাত্র উপকার পাইত, যাহাকে দেখিলে তাহাদের বিশেষ ভয় হইত, কিংবা যাহারা তাহাদের অতিশয় অনিষ্টকারী হইত, তাহাদের তুষ্টিবিধানের জন্য তাহারা দেবতা গুরু প্রভৃতি জ্ঞানে সেই সেই বস্তু বা ব্যক্তিকে সম্বোধন করিত। তাই ঋক্‌সংহিতায় সিন্ধু, সরস্বতী প্রভৃতি নদীও নানাভাবে সম্বোধিত হইয়াছে। সমস্ত ঋক্‌সংহিতা মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে এই কয়েকটী দেশ ও নদনদী প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়; যথা—অজ, আর্জীক, আর্জীকীয়, উদব্রজ, কীকট, কৃত্ব, গন্ধার, গুঙ্গু, যক্ষু, রুশম, শারদী ও শিগ্রু এইগুলি জনপদ।

অংশুমতী, অজ্রসী, অনিতভা, অশ্মন্বতী, অসিক্লী, আপয়া, আর্জীকীয়া, কুভা, কুলিশী, ক্রমু, গঙ্গা, গোমতী, গৌরী, জাহ্নবী, তৃষ্টামা, দৃষদ্বতী, পরুষ্ণী, মরুদ্বৃধা, মেহত্নু, বিপাট্, যমুনা, রসা, বিতস্তা, বীরপত্নী, শিফা, শুতুদ্রী, শর্য্যণাবতী, শ্বেতয়াবরী, শ্বেতী, সরযূ, সরস্বতী, সিন্ধু, সুবাস্তু, সুসোমা, সুসর্ত্তা, সীতা বা সীরা, হরিয়ূপীয়া বা যব্যাবতী এইগুলি নদী বা সরঃ।

যে সকল স্থানে আর্য্যেরা বাস করিতেন, তাহা স্বভাবতঃই শরৎ ও হিমপ্রধান।

নিম্নলিখিত ঋক্‌গুলি দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায়।

১ "পুষ্যেমে তনয়ং শতং হিমাঃ।" ঋক্ ১।৬৪।১৪।

হে মরুৎগণ! এরূপ তনয়কে আমরা শতহিম (বৎসর) পোষিত করি।

২ "তরেম তরসা শতং হিমাঃ" ৫।৫৪।১৫।

(এই স্তোত্রবলে) আমরা শত হেমন্ত (বৎসর) অতিবাহিত করিব।

৩ "মদেম শতহিমাঃ সুবীরাঃ" ৬।১০।৭,-১২।৬,-১৩।৬।

আমরা যেন শত হেমন্ত সুখভোগ করি।

৪ "তিস্রো যদগ্নে শরদস্ত্বামিচ্ছুচিং।" ১।৭২।৩।

হে অগ্নি! (মরুদ্গণ) তিন শরৎ (বৎসর) পূজা করিয়াছিলেন।

৫ "দদাশিম শরদ্ভির্মরুতো বয়ং।" ১।৮৬।৬।

মরুদ্গণের আশ্রয়ে তোমাদিগকে বহু শরৎ হব্য দান করিব।

৬ "চত্বারিংশ্যাং শরদ্যন্ববিন্দৎ।" ২।১২।১১।

চল্লিশ শরৎ অন্বেষণ করিয়া পাইয়াছিলেন।

৭ "বি যে দধুঃ শরদং মাসমাদহর্যজ্ঞমক্তুং চাদৃচং।" ৭।৬৬।১১। যাঁহারা শরৎ, মাস, দিন, যজ্ঞ, রাত্রি এবং ঋক্ সৃষ্টি করিয়াছেন।

৮ "পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতম্।" ৭।৬৬।১৬।

আমরা যেন শত শরৎ দেখিতে পাই, শত শরৎ* বাঁচিয়া থাকি।

উক্ত ঋক্‌গুলি ব্যতীত শরৎ ও হেমন্তের প্রসঙ্গ অনেক

* পূর্ব্বোক্ত হিম ও শরৎ শব্দ তৎকালে বর্ষবাচক ছিল।

স্থলেই আছে *। এখন দেখা যাউক, উপরোক্ত স্থানাদিতে কেবল হেমন্ত ও শরৎ ঋতুর প্রাধান্য থাকা সম্ভব কি না? এবং উক্ত স্থানগুলির মধ্যে কোন্ কোন্ স্থান সমধিক প্রাচীন বলিয়া আর্য্য ঋষিগণ নির্দ্দেশ করেন?

ঋক্‌সংহিতার প্রথম মণ্ডলে লিখিত হইয়াছে,—

"অমু প্রত্নস্যৌকসো হুবে তুবি প্রতিং নরং।
যং তে পূর্ব্বং পিতা হুবে।" ঋক্ ১।৩০।৯।

পুরাতন আবাস হইতে আমি সেই পুরুষকে আহ্বান করি। পিতা পূর্ব্বে যাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিলেন।— এই ঋকে জানা যাইতেছে, আর্য্য ঋষির পিতৃপুরুষগণের স্বতন্ত্র কোন পুরাতন আবাস ছিল। কিন্তু কোথায় সেই আবাস?

এই প্রথম মণ্ডলে প্রথমে সরস্বতী, তৎপরে সিন্ধু নদীর উল্লেখ আছে। এই দুইটীর সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখ দেখিয়া অনুমান হয়, এই দুইটীর মধ্যেই আর্য্যজাতির আদিম নিবাস থাকা বা প্রথম উপনিবেশ হওয়া সম্ভব।

সরস্বতী নদী কোথায়? এই নদীর নাম দেখিয়া বোধ হয় যেন এই নদীর সঙ্গে আদিম আর্য্যগণের বিশেষ সংস্রব ছিল।

সমস্ত ঋক্‌সংহিতায় সরস্বতী শব্দটী প্রায় ৭৫ বার আছে। তন্মধ্যে প্রায় ত্রিশবার নদীরূপে স্তুত হইয়াছে। তন্মধ্যে কয়েক স্থান উদ্ধৃত হইল। যথা—

১। "পাবকা নঃ সরস্বতী বাজেভির্ব্বাজিনীবতী।" ১।৩।১০।
"মহো অর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি।" ১।৩।১২।

(এই) সরস্বতী শোধয়িত্রী এবং অন্নদানযোগ্যা অন্নবতী।— সরস্বতী বহিয়া মহান্ জল উৎপাদিত করিয়াছেন।

২। "ইয়ং শুষ্মেভির্বিসখা ইবারুজৎসানু
গিরীণাং তবিষেভিরূর্ম্মিভিঃ।
পারাবতঘ্নীমবসে সুবৃক্তিভিঃ
সরস্বতী মা বিবাসেম ধীতিভিঃ।" ৬।৬১।২।

ইনি বিসখার ন্যায় নিজ বলে এবং মহান্ তরঙ্গাঘাতে গিরিসমূহের সানু সকল ভাঙ্গিতেছেন। আমরা রক্ষা পাইবার জন্য স্তুতি ও কর্ম্ম দ্বারা অতি দূরদেশে বিদ্যমানা পারাবারঘাতিনী সরস্বতীর সেবা করিতেছি।

৩। "উত নঃ প্রিয়া প্রিয়াসু সপ্তস্বসা সুজুষ্টা।
সরস্বতী স্তোম্যা ভূৎ।" ৬।৬১।১০।

আমাদের প্রিয়া সপ্তভগিনীযুক্তা (পুরাতন ঋষি কর্ত্তৃক) সেবিতা দেবী সরস্বতী যেন আমাদের স্তুতিযোগ্যা হন।

৪। "সরস্বত্যভি নো নেষি বস্যো মাপ স্ফরীঃ
পয়সা মা ন আ ধক্।
জুষস্ব নঃ সখ্যা বেশ্যা চ মা
ত্বৎ ক্ষেত্রাণ্যরণানি গন্ম।" ৬।৬১।১৪।

হে সরস্বতি! আমাদিগকে প্রশস্ত ধনে লইয়া যাও। আমরা যেন হীন হই না। তুমি (অধিক) জল দ্বারা আমাদিগকে উৎপীড়িত করিও না। তুমি আমাদের সখী ও বাসযোগ্য হও। তোমার (উপকূলস্থ) ক্ষেত্র হইতে আমরা যেন নিকৃষ্ট স্থানে না যাই।

৫। "একা চেতৎ সরস্বতী নদীনাং শুচির্যতী
গিরিভ্য আ সমুদ্রাৎ।" ৭।৯৫।২।

শুদ্ধা গিরি হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃতা একা সরস্বতী (প্রার্থনা) জানিয়াছিলেন।

৬। "বর্দ্ধ শুভ্রে স্তুবতে রাসি বাজান্।" ৭।৯৫।৬।

হে শুভ্রে! বর্দ্ধিত হও, যে স্তব করে তাহাকে (অন্ন দাও)।

উক্ত প্রয়োগগুলি পাঠে এই অনুমান হয় যে, এককালে সরস্বতী প্রবল তরঙ্গাকুল ছিল, এই নদী পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া সাগরে মিশিয়াছে,—সময়ে সময়ে এই নদীতে বোধ হয় জল থাকিত না, তখন ঋষিগণ জল বর্দ্ধিত হইবার জন্য দেবীভাবে তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিতেন। এই নদীর সাতটী ভগিনী অর্থাৎ সাতটী নদীর সহিত সংস্রব ছিল। কিন্তু এই সাতটী নদীর নাম একত্র কোন স্থলে প্রয়োগ নাই। ঋক্‌সংহিতায় (৮।৫৪।৪) সরস্বতী ও সপ্তসিন্ধুর উল্লেখ আছে, ঐ সপ্তসিন্ধুই বোধ হয় সরস্বতীর ভগিনীরূপে অভিহিত হইয়াছে। কোন্ কোন্ নদী লইয়া সপ্তসিন্ধু ধরা হইত, তাহারও কোন উল্লেখ নাই।

কোন কোন স্থানে (১) সরস্বতী, দৃষদ্বতী ও আপয়া (৩।২৩।৪), কোন স্থানে বা (২) সরস্বতী, সরযূ ও সিন্ধু (১০।৬৪।৯), কোন স্থলে সরস্বতী সপ্তধা (৬।৬১।১২) ও সপ্তথী (৭।৩৬।৬) অর্থাৎ সপ্তমস্থানীয়া; এইরূপ উল্লেখও পাওয়া যায়। তবে কি দৃষদ্বতী, আপয়া ও সরযূ নদীর সঙ্গেও সরস্বতীর সংস্রব ছিল? এ দেশে বহুদিন হইতে প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে, গঙ্গা, যমুনা ও

* ঋগ্বেদে দুইবার মাত্র গ্রীষ্ম ও বসন্তের উল্লেখ আছে। ঋক্ ১০।৯০।৬, ১০।১৬১।৪ দেখ। এই দুই ঋক্ ঋক্‌সংহিতার প্রাচীন অংশ নয়।

(১) "দৃষদ্বত্যাং মানুষ আপয়ায়াং সরস্বত্যাং রেবদগ্নে দিদীহি॥"
হে অগ্নি! তুমি দৃষদ্বতী, আপয়া ও সরস্বতীর (তীরস্থ) মানুষের ঘরে দীপ্ত হও।

(২) "সরস্বতী সরযুঃ সিন্ধুরূর্ম্মিভির্মহো মহীরবসা যন্তু বক্ষণীঃ।"
সরস্বতী, সরযূ ও সিন্ধু মহাতরঙ্গাকুলা বেগশীলা, এই নদীসকল রক্ষা করিতে আসুন।

সরস্বতী প্রয়াগের নিকট একত্র মিলিত ছিল, কিন্তু এখন সরস্বতী অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন। যে নদী অতি পূর্ব্বকালে বর্ত্তমান গঙ্গানদী অপেক্ষা সমধিক পুণ্যসলিলা ও পূজনীয়া ছিলেন, এখন সেই সরস্বতী নদীর অস্তিত্ব কোথায়? কালে পর্ব্বত সাগর হইয়া যায়, সাগর আবার বহুজনাকীর্ণ জনপদে পরিণত হয়। প্রতিনিয়ত স্বভাবের কত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, কে তাহা নির্ণয় করিতে সক্ষম? স্বাভাবিক নিয়মানুসারে আর্য্য ঋষির হৃদয়বিনোদিনী সরস্বতী নদীরও কি তাহাই ঘটিয়াছে! এখন কি সেই পুরাতন নদীর চিহ্নমাত্র বিদ্যমান নাই?

টলেমি স্বদীয় গ্রন্থে সুঅস্তিন্ (Suastene) নামে একটী দেশ ও নদীর উল্লেখ করিয়াছেন। এই দেশ ও নদী কাশ্মীর রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমে। এই নদী তৎকথিত কোফেস্ (*Kophes*), ইণ্ডস্ (*Indus*) ও গুরীয়স্ (*Guræus*) নদীর সঙ্গে মিশিয়াছে। নদী ও দেশের নিকটেই বর্স রাজ্য (*Varsa Regis*)

উক্ত কোফেস্ বেদোক্ত কুভা, ইণ্ডস্=সিন্ধু, গুরীয়স্= গৌরী, বর্স পুরাণোক্ত ঔরস বা ঔর্ব্বশ (৩) বলিয়া বোধ হয়।

কুভা ও সিন্ধু অতি প্রাচীনকাল হইতে আর্য্যঋষিদিগের পূজনীয়া ছিলেন, তাহা ঋক্‌সংহিতার অনেক স্থলেই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু গৌরী নদী সম্বন্ধে কিছু গোলযোগ দেখা যায়। এই কারণে এই নদী সম্বন্ধে বিশেষ মীমাংসা করা আবশ্যক। ঋক্‌সংহিতায় 'গৌরী' দুইবার উক্ত হইয়াছে,—

১ "গৌরীর্মিমায় সলিলানি তক্ষত্যেকপদী
দ্বিপদী সা চতুষ্পদী
অষ্টাপদী নবপদী বভূবুষী সহস্রাক্ষরা
পরমে ব্যোমন্।" ১। ১৬৪। ৪১।

গৌরী সলিল সৃষ্টি করিতেছেন। তিনি একপদী, দ্বিপদী, চতুষ্পদী, অষ্টাপদী, কখন বা নবপদী হন এবং কখন ব্যোমে সহস্রাক্ষর পরিমাণে শব্দ করেন।

এখানে সায়ণ 'গৌর' অর্থাৎ মেঘগর্জ্জনরূপ বাক্ বা শব্দ এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, কিন্তু একটু মনোযোগপূর্ব্বক এই ঋক্‌টী পাঠ করিলে, সহজেই একটী নদীর বর্ণনা বলিয়া অনুমিত হয়। 'ব্যোমে সহস্রাক্ষর পরিমিত শব্দ' নদীর কল-কল ধ্বনির বর্ণনা মাত্র। বিশেষতঃ ইহার পরের ঋকে 'সমুদ্র' শব্দের প্রয়োগ থাকায় গৌরী যে একটী নদী তাহা স্পষ্টই জানা যায়।

২ "মদচ্যুৎ ক্ষেতি সাদনে সিন্ধোরূর্ম্মা বিপশ্চিৎ।
সোমো গৌরী অধিশ্রিতঃ। ১।১২।৩।

মদস্রাবী সোম সিন্ধুতরঙ্গ স্থানে বাস করেন। বিদ্বান্ সোম গৌরী আশ্রয় করেন।—এখানেও সায়ণ 'গৌরী' অর্থাৎ মাধ্যমিক বাক্ এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু স্পষ্ট সিন্ধু তরঙ্গের উল্লেখ থাকায় গৌরী নদী না হইয়া কি হইতে পারে?

অথর্ব্ববেদাদিতে ও মহাভারতেও গৌরী নদীর উল্লেখ আছে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে কৈলাস পর্ব্বতের উত্তরে 'গৌর' পর্ব্বতের নাম পাওয়া যায়। গৌর পর্ব্বতের স্থান নির্ণয় করিলে স্পষ্টই অনুমান হয়, এই গৌরী নদী গৌর-গিরি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

এই গৌরীর* পূর্ব্বে সুঅস্তিন্ নদী। দুইটী নদী একত্র মিলিত হইয়া কাবুল (কুভা) নদীতে আসিয়া মিশিয়াছে। তথা হইতে সিন্ধু নদীতে আসিয়া একত্র হইয়া গিয়াছে। এই সুঅস্তিন্ কি সরস্বতী নদী? ঋক্‌সংহিতায় সরস্বতী, কুভা, গৌরী ও সিন্ধু এই চারিটী নদীরই উল্লেখ দেখা যায়। যখন সুঅস্তিন্ প্রভৃতি চারিটী নদীর পরস্পর সংস্রব পাওয়া যাইতেছে, বিশেষতঃ সিন্ধুনদীও যখন সুঅস্তিন্ দেশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, তখন কি অনুমান করা যায় না, সুঅস্তিন্ নদীই ঋক্‌সংহিতার প্রথম মণ্ডলোক্ত সরস্বতী নদী? প্রাচীন মানচিত্রে† দেখা যায়, এই নদী নানা পর্ব্বত ভেদ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ঋক্‌সংহিতায় সরস্বতীর পর্ব্বতভেদের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

সুঅস্তিন্ দেশও পর্ব্বতময়। পূর্ব্বে এই স্থান কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কাশ্মীররাজ্যের উত্তর বহুদিন হইতে শারদা দেশ বলিয়া বিখ্যাত। শারদা শব্দ সরস্বতীর নামান্তর। বোধ হয় পূর্ব্বকালে এই সুঅস্তিন্ দেশ কাশ্মীরের সমধিক উত্তর প্রদেশ অবধি বিস্তৃত ছিল। সুঅস্তিনদেশই সরস্বতী বা শারদাদেশ বলিয়া বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মে। বোধ হয়, এই দেশে সরস্বতী প্রবাহিত হইত বলিয়া পূর্ব্বকালে ইহার নাম সরস্বতী ছিল। কালস্রোতে গতস্মৃতি

(৩) মৎস্যপুরাণে (১২০। ৪০) ঔরস, মার্কণ্ডেয়ে (৫৭। ৪০) ঔষধ, বামনে (১৩। ৪১) ঔর্ব্বশ, এই দেশ ভারতবর্ষের উত্তরে এবং কাশ্মীরাদি দেশের সহিত বর্ণিত হইয়াছে।

* অধ্যাপক ল্যাসেনকৃত টলেমির মতানুযায়ী প্রাচীন ভারত (Das Alt Indien) নামক মানচিত্রে সুঅস্তিনের দক্ষিণে গোরীয়ইক (*Goryaia*, নামে একটী দেশেরও উল্লেখ আছে। উহা কি গৌরী দেশ?

† Lassen কৃত টলেমির প্রাচীন ভারত (Das Alt Indien, Lipzig, 1858) দেখ।

কোথায় অন্তর্ধান হইয়াছে! কিন্তু সরস্বতীর পরিবর্ত্তে কাশ্মীরের শারদা নাম এখনও লোপ হয় নাই।

[কাশ্মীর শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

এই সরস্বতীর উপকূলেই আর্য্যজাতির প্রথম উপনিবেশ অথবা বাস ছিল। এই নদীকেই তাহারা সর্ব্বপ্রথমে জানিয়াছিলেন, তাই বোধ হয়, ঋক্‌সংহিতার সর্ব্বপ্রাচীন অংশ প্রথম মণ্ডলে সরস্বতীর নাম প্রথম স্থান পাইয়াছে। বেদের ব্রাহ্মণ অংশে এই দেশকে উদীচী দেশ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

শাঙ্খায়ন-ব্রাহ্মণে লিখিত আছে—

“পথ্যাস্বস্তিরুদীচীং দিশং প্রাজানাৎ। বাগ্ বৈ পথ্যা স্বস্তিঃ। তস্মাদুদীচ্যাম্ দিশি প্রজ্ঞাততরা বাগুদ্যতে। উদঞ্চ উ এব যন্তি বাচং শিক্ষিতুম্। যো বা তত আগচ্ছতি তস্য বা শুশ্রূষন্তে ইতি স্মাহ। এষা হি বাচো দিক্ প্রজ্ঞাতা।” ৭। ৬।

পথ্যাস্বস্তি উত্তরদিক্ জানেন। পথ্যাস্বস্তিই বাক্। উত্তরদিকেই বাক্য প্রজ্ঞাত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। লোকেও উত্তরদিকে ভাষা শিখিতে যায়। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, যে লোক ঐ দিক্ হইতে আসিয়া থাকেন, সকলে ‘তিনি বলিতেছেন’ এই বলিয়া তাহার (উপদেশ) শুনিতে ইচ্ছা করেন। কারণ এই স্থান বাক্যের দিক্ বলিয়া খ্যাত।

ভাষ্যকার বিনায়কভট্ট লিখিয়াছেন—‘প্রজ্ঞাততরা বাগুদ্যতে কাশ্মীরে সরস্বতী কীর্ত্ত্যতে। বদরিকাশ্রমে বেদ-ঘোষঃ শ্রূয়তে। বাচং শিক্ষিতুম্ সরস্বতী প্রসাদার্থম্ উদঞ্চে।’

প্রজ্ঞাত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, কাশ্মীরে সরস্বতী (তাঁহার স্থানরূপে) কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন এবং বদরিকাশ্রমে বেদের ঘোষণা শুনা যায়। সরস্বতীর প্রসাদলাভের জন্য লোকে উত্তরদিকে ভাষা শিখিতে যায়।

অতএব দেখা যাইতেছে, বহুদিন হইতে লোকের বিশ্বাস যে কাশ্মীরই সরস্বতীর স্থান, কাশ্মীরই বেদোক্ত উদীচী প্রদেশ। এই স্থান হইতেই (বৈদিক সংস্কৃত) ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে।

পূর্ব্বে কাশ্মীরের আর একটী নাম ‘আর্য্যদেশ’ ছিল; তাহার প্রমাণ কহ্লণ কৃত রাজতরঙ্গিণীতে পাওয়া যায়। (৪) বেন্দিদাদের মতে, “ঐর্য্যন-বএজো দেশই সর্ব্বপ্রথম মানব-জাতির বাসযোগ্য ও প্রীতিপ্রদ স্থান। ইহারই বিপরীতে অঙ্গ্রো-মৈন্যুস্ একটী বৃহদাকার নাগের সৃষ্টি করেন।” নীলমতপুরাণেও দেখা যায়, মহর্ষি কশ্যপ পৃথিবী খনন করিয়া জল উৎপাদন করেন এবং সেই জলের ধারে কাশ্মীর রাজ্য প্রথমে স্থাপিত হয়। এখানে বিস্তর নাগজাতির বাস ছিল।* জন্দ্‌গ্রন্থের মতে, ঐর্য্যান-বএজো দেশে দশ মাস শীত ও দুই মাস গ্রীষ্ম। কাশ্মীরের সমধিক উত্তরাঞ্চলে প্রায় সকল সময়েই শীত থাকে। তাই বোধ হয়, আর্য্য ঋষি আর্ত্তস্বরে ডাকিয়াছেন—

“মিত্রাবরুণাবধৃষ্টং ছর্দির্যন্বাং বরূথ্যং সুদানু।”

হে মিত্র ও বরুণ! আমাদিগকে শীতাদির নিবারণ করিবার অনভিভূত আশ্রয় দান কর।

এই সকল নানা প্রমাণ দ্বারা অনুমান হয়, ঐর্যন-বএজো বা সরস্বতী প্রবাহিত দেশ কাশ্মীরের সমধিক উত্তরাঞ্চলেই থাকা সম্ভব। সেইখানে প্রাচীন পারসিক ও হিন্দুজাতির আদি পুরুষগণ বহুদিন একত্র বাস করিয়াছিলেন। প্রাচীন পারসিকগণও সেই স্থানকে হরকইতি† বা সরস্বতী বলিতেন।

যাহা হউক, ঋগ্বেদ ও অবস্তাশাস্ত্রের দ্বারা জানা যাইতেছে;—সরস্বতী (৫) আর্য্যজাতির একটী আদি দেশ

---

(৪) “আক্রান্তে দারদৈর্ভাট্টৈম্লেচ্ছৈরশুচিকর্ম্মভিঃ।
বিনষ্টধর্ম্মে দেশেঽস্মিন্ পুণ্যাচারপ্রবর্ত্তনম্॥
আর্য্যদেশান্ স সংস্থাপ্য বাতনোদ্দারণং তপঃ।” ১। ৩১৮।

* নীলমত ও রাজতরঙ্গিণী পাঠে জানা যায় যে প্রাচীন কাশ্মীররাজ্য পশ্চিমে গান্ধার এবং উত্তরে বাহ্লীক ও দারদরাজ্যের নিকট অবধি বিস্তৃত ছিল।

† পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে হরকইতি আলেক্‌সান্দরের সময়কার আরকোটস্ (Arachotus) নামক স্থান। অধ্যাপক ভাণ্ডারকর বলেন, আরকোতিস্ (Arachostia) বা আর্কোসিয়া (Archois) সরস্বতী না হইয়া ঋক্ষোদনামক নামক স্থান হওয়াই সম্ভব। [Ind. Antiquary, Vol. i. p. 22.]

অধ্যাপক হোগ পারসিকশাস্ত্রোক্ত হরকইতি কীলরূপা শিল্পলিপির ‘হরউবতি’ নামক স্থান বলিয়া উল্লেখ করেন। [Haug's Parsis, 1884, p. 229.]

অধ্যাপক উইল্‌সন ইহাকে কান্দাহারের নিকটস্থ বর্ত্তমান অর্ঘন্দাব নামক স্থান বলিয়া অনুমান করেন। [Ariana Antiqua, p. 156].

অবস্তা-অনুবাদক ব্লিকের মতে হরকুইতির সংস্কৃত নাম সরস্বতী। [Bleeck's Avesta, p. 7].

(৫) কানিংহাম সাহেবের মতে সুঅস্তিন্ নামক স্থানের বর্ত্তমান নাম স্বাৎ, (Svat) এবং নদীর নাম শুভবস্তু। এই প্রদেশের সংস্কৃত নাম উদ্যান। [Cunningham's Anc. Geo. India P. 81. দেখ।] অধ্যাপক ভাণ্ডারকরের মতে, স্বাৎ কাবুল নদীর শাখা, ইহাই পাণিনি (৪। ২। ২৭) কথিত সুবাস্তু। [Ind. Ant. I. p. 22].

স্বাৎ শব্দটী শ্বেতী অথবা সারস্বত শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়। ঋক্‌সংহিতায় লিখিত আছে—

“সরস্বতী সারস্বতেভির্ব্বাক্
তিস্রো দেবীর্বর্হিরেদং সদন্তু।” ৩। ৪। ৮।

কিন্তু, এই সুঅস্তিন্ বা বর্ত্তমান স্বাত্ প্রদেশে কি বেদোক্ত প্রাচীন ঋষিগণের পূর্ব্বপুরুষদিগের আদিম নিবাস ছিল ?

সারস্বতগণের সহিত সরস্বতী আগমন করুন। তিন জনে আগমন করিয়া এই কুশে উপবেশন করুন।

এখানে যদিও সরস্বতী অগ্নিরূপে ব্যবহৃত এবং সারস্বতগণ অগ্ন্যুপাসকরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, কিন্তু স্পষ্টই বোধ হয়, এই সরস্বতীর (অগ্নির) নামও সরস্বতী নদীর নাম হইতে গৃহীত হইয়াছে। যাঁহারা তাঁহার কূলে বসিয়া অগ্নির উপাসনা করিত, তাঁহারাই সারস্বত নামে আর্য্যঋষির নিকট পরিচিত হইয়াছিল। এই স্থানে হিন্দু ও পারসিক জাতির আদিপুরুষগণ বহুদিন একত্র থাকিয়া অগ্নির উপাসনা করিয়াছিলেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। এই মত স্বীকার করিলে উপরোক্ত পণ্ডিতগণের মতের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ কানিংহামের মতে * চীনপরিব্রাজক ফাহিয়ান্ ও হুঙ্গ্সুন্ যে 'উ-চঙ্গ্' স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই সংস্কৃত উদ্যান ও পালি উজ্জান। কিন্তু এই সংস্কৃত নাম কোথা হইতে আসিল ? কোন্ সংস্কৃত শাস্ত্রে ইহার প্রমাণ আছে ? তাহা তিনি কিংবা অপর কোন পাশ্চাত্যপণ্ডিত উল্লেখ করেন নাই। তাঁহারা শব্দশাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া, বোধ হয় এই নামটার সৃষ্টি করিয়াছেন, কারণ বেদাদি কিংবা অষ্টাদশ পুরাণে এই উদ্যান নামটী দৃষ্ট হইল না। পুরাণশাস্ত্রে ভারতবর্ষের উত্তরাংশ বর্ণনা স্থলে হিমালয়স্থ 'উজ্জিহান' নামক জনপদের নাম পাওয়া যায়—

'উজ্জিহানাস্তথা বৎস। ঘোষসংজ্ঞাস্তথা খশাঃ।"

মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৫৮। ৬।

এই উজ্জিহান চীন পরিব্রাজকোক্ত উ-চঙ্গ্ প্রদেশ বলিয়া বোধ হয়।

দ্বিতীয়তঃ—ভাণ্ডারকরের মত ধরিলে, এই দেশকে পাণিনিকথিত সুবাস্তু-প্রবাহিত সৌবাস্তব বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তাঁহার মতে সরস্বতী শতলজ (শতদ্রু) নদীর পূর্ব্বে। পাণিনির সময় এই স্থানের নাম সুবাস্তু ছিল, কিন্তু শতদ্রুর পূর্ব্বে যে সরস্বতী ছিল, তাহা এই সরস্বতী নয়। বরং

"হেমকূটস্য পৃষ্ঠে তু সর্পাণাং তৎ সরঃ স্মৃতম্।
সরস্বতী প্রভবতি তস্মাদ্‌জ্যোতিষ্মতী তু যা॥"

মৎস্যপুরাণ ১২০। ৬৪।

এই বচনের দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে,—হিমালয় হইতে সরস্বতী উৎপন্ন হইয়াছে। সুঅস্তিম্ নদীও হিমালয় হইতে উৎপন্ন। এতদ্ভিন্ন এই নদী কুভা (কাবুল), সিন্ধু প্রভৃতি বেদোক্ত নদীর সহিত মিশ্রিত হওয়ায় সরস্বতী † নামের দৃঢ়ত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। অতএব পুরাণোক্ত উজ্জিহানই শাখ্যায়ন-ব্রাহ্মণোক্ত উদীচীপ্রদেশ। অতিপূর্ব্বকালে এইখানে লোকে বেদ শিক্ষা করিতে যাইত। বেদ ঘোষণা শ্রুত হইত বলিয়া ইহার পার্শ্বস্থ স্থানের নাম 'ঘোষ' নামে (পৌরাণিক সময়েও) বিখ্যাত ছিল। এই সরস্বতী প্রবাহিত প্রদেশেই ঋক্‌সংহিতার প্রথমাংশ প্রচলিত হয়। স্বাত প্রদেশে সরস্বতী ও শ্বেতীনদীর সঙ্গম স্থলে স্বাৎ নগর। চীনপরিব্রাজক এই স্বাৎকে সু-হো-তো ** নামে উল্লেখ করিয়াছেন। শ্বেতীনদীর উত্তরপশ্চিমে ঋগ্বেদোক্ত সুবাস্তনদী (৮।১৯।৩৭)। এই নদী গৌরী নদীর সহিত মিশিয়াছে। এই নদীই সম্ভবতঃ এরিয়ান্ কথিত সুঅটস্ (Suastos) গৌরী, সরস্বতী, কুভা ও সিন্ধুনদের সঙ্গমস্থানই আর্য্যজাতির প্রথম উপনিবেশ স্থান বলিয়া অনুমিত হয়। কারণ ঋক্-সংহিতার প্রথম মণ্ডলেই 'প্রত্নস্তোকস্' অর্থাৎ পুরাতনের আবাস এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। এ ছাড়া আর্য্যঋষি কর্ত্তৃক 'পৃথিব্যা অধিসানবি' অর্থাৎ পৃথিবীর অত্যুন্নত স্থান এবং

"কে ষ্ঠা নরঃ শ্রেষ্ঠতমা য এক এক আয়য়
পরমস্যাঃ পরাবতঃ।" ৫। ৬১। ১।

হে শ্রেষ্ঠতম নর! কে তোমরা দূরবর্ত্তী প্রদেশ হইতে একে একে উপস্থিত হইয়াছ ?—ইত্যাদি উল্লেখ দ্বারা জানা যায়, আর্য্যজাতির পিতৃপুরুষগণের দূরে ও সমধিক উচ্চস্থানে আদিম নিবাস ছিল। এই স্থান সরস্বতী বা সিন্ধুর উৎপত্তি-স্থান হওয়াই সম্ভব। প্রথম মণ্ডলে সরস্বতী, গৌরী ও সিন্ধু ব্যতীত আর তিনটী ভৌগোলিক নামের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা রসা, সীরা ও জহ্নাবী। সায়ণ প্রথম দুইটী নামের ভাষ্যকালে নদী এবং তৃতীয়টীকে 'জহ্নোর্মহর্ষেঃ সম্বন্ধিনী' বলিয়া অর্থ করিয়াছেন। রসানদীকে অবস্তা-শাস্ত্রোক্ত 'রঙ্‌হ্' *, বলিয়া সম্ভব হয়। কিন্তু জহ্নাবী কোথায় ? সমস্ত ঋক্‌সংহিতা মধ্যে দুইবার ইহার উল্লেখ আছে,— ১।১১৬।১৯, ৩।৫৮।৬।

বর্ত্তমান দেশীয় ও বিদেশীয় অনুবাদকগণ প্রথমটীর অর্থ জহ্নুমহর্ষির সন্তানাদি এবং দ্বিতীয়টীর এতন্নামক জনপদ বা নদী এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উভয়স্থলেই জনপদ বা নদী হওয়াই সম্ভব। এই জনপদ সরস্বতী ও সিন্ধুর নিকটে বলিয়া বোধ হয়।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে 'জাহ্নব' নামক জনপদের উল্লেখ আছে, যথা—

---

* বোধ হয়, কানিংহাম আবেল রেমুসৎ ও স্তানিস্লা জুলেঁর মত গ্রহণ করেন। এই দুই ব্যক্তি চীনশব্দের সংস্কৃতরূপ দেখাইয়া গিয়াছেন। Foĕ koue ki, Par Abel Remusat, Paris, 1836; La vie de Hiouen Thsang, Par Stanislas Julien.

† ঋক্‌সংহিতায় দুইটী সরস্বতী নদীর নাম পাওয়া যায়। সংহিতার প্রথমাংশে সিন্ধুর সহিত মিলিত সরস্বতী এবং শেষাংশে দৃষদ্বতী ও আপয়া নদীর নিকটস্থ দ্বিতীয় সরস্বতী উক্ত হইয়াছে। এক স্থান হইতে এই উভয় সরস্বতী উৎপন্ন হইয়াছে কি না, তাহার কোন উল্লেখ নাই।

* গুজরাটী অনুবাদক এই স্থানকে বর্ত্তমান 'খোরাসান' বলিয়া অনুমান করেন।

** Beal's Buddhist Records of the Western World, Vol. 1. p. xxxi.

"লম্পকাঃ শূনকারাশ্চ চুলিকাজাহুবৈঃ সহ।
ঔরশশ্চালিমদ্রাশ্চ কিরাতানাঞ্চ জাতয়ঃ॥"
(হস্তলিপি)§ ৫৭। ৪০।

উক্ত জাহুব নামক জনপদই যে বেদোক্ত জহ্নাবী তাহাতে কোন সংশয় নাই। এই জাহুব জনপদ ঔরশ ও লম্পকের মধ্যে। ঔরশ (Varsa Regio) সুঅস্তিন দেশের পূর্ব্বে, লম্পক (টলেমি-কথিত Lambatai) সুঅস্তিন্ দেশের উত্তরে, ইহারই মধ্যে বেদোক্ত জহ্নাবী জনপদ ছিল, তাহা অনায়াসেই স্বীকার করা যাইতে পারে। তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ণিত সরস্বতী নদীর উত্তরাংশে জহ্নাবী হইতেছে।

এক্ষণে ক্রমশঃ আমরা উত্তর দিকে উপনীত হইতেছি। প্রাচীন সংহিতায় সমধিক উত্তর দেশস্থ স্থান বা নদনদী উল্লিখিত হইয়াছে; তাহাও প্রমাণ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। ক্রমে আমরা হিমালয় ছাড়িয়া উত্তরে উপনীত হইলাম, হিমালয় ছাড়িয়া—উত্তর দেশের কথা যদিও ঋক্‌সংহিতায় স্পষ্ট কোন উল্লেখ নাই; কিন্তু অথর্ব্ববেদ আমাদের এই সন্দেহ দূর করিয়াছে। অথর্ব্বসংহিতায় ৫। ৪। ১।

"উদঙ্ জাতো হিমবতঃ স প্রাচ্যাং নীয়সে জনম্।"

(কুষ্ঠ) হিমালয়ের উত্তরে জন্মে, তাহা পূর্ব্বদিকে জনসাধারণে লইয়া গিয়াছে।

সরস্বতীর বর্ণনাকালে এই নদী সপ্তভগিনীযুক্তা, সপ্তধা, সপ্তথী বা সপ্তস্থানীয়া বলিয়া উল্লেখ আছে, এবং ঋক্‌সংহিতার প্রথমাংশে প্রসঙ্গক্রমে কেবল 'সপ্ত যহ্বীঃ' (১। ৭১। ৭) অর্থাৎ সপ্তনদী অভিহিত আছে। এখন দেখা যাইতেছে, প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ সপ্তনদীর বিষয় জানিতেন। সেই সপ্তনদীর উৎপত্তিস্থানেই তাঁহাদের প্রাচীন আবাস ছিল, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কোন্ কোন্ নদী লইয়া সপ্তনদী ধরা হইত, ঋগ্বেদে তাহার উল্লেখ নাই। তবে এমন কোন্ অত্যুন্নত স্থান আছে, যেখান হইতে সপ্তনদী প্রবাহিত হইয়া সাগরে গিয়া মিশিয়াছে?—

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে আমরা 'সপ্তনদীর' নাম পাই, তাহা এই—

"নদ্যাঃ স্রোতস্ত গঙ্গায়াঃ প্রত্যপদ্যত সপ্তধা।
নলিনী হ্লাদিনী চৈব পাবনী চৈব প্রাচ্যগাঃ॥
সীতা বঙ্ক্ষুশ্চ সিন্ধুশ্চ প্রতীচীং দিশমাশ্রিতা।
সপ্তমী দিশমানীতা ভগীরথ-মহাত্মনা।
তস্মাদ্ভাগীরথী যা সা প্রবিষ্টা লবণোদধিং।
সপ্তৈতা ভাবয়ন্তীহ হিমাহ্বং বর্ষমেব তু॥
প্রসূতাঃ সপ্তনদ্যস্তাঃ শুভা বিন্দুসরোদ্ভবাঃ।
নানাদেশান্ ভাবয়ন্ত্যো ম্লেচ্ছপ্রায়াংশ্চ সর্ব্বশঃ॥
উপগচ্ছন্তি তাঃ সর্ব্বা যতো বর্ষতি বাসবঃ।" ৪৭।৩৮-৪২।

এস্থলে গঙ্গা নদী নলিনী, হ্লাদিনী, পাবনী, সীতা, বঙ্ক্ষু, সিন্ধু ও ভাগীরথী এই সাতটীতে সপ্তধা হইয়াছেন। এই সাতটী নদী বিন্দুসর হইতে উৎপন্ন। এই বিন্দুসরের যেখান হইতে এই সাতটী নদী বহির্গত হইয়াছে, তাহার উপকূলেই বেদোক্ত 'প্রত্নোকস্' হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

এখন সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এই বিন্দুসর ও সাতটী নদী বর্ত্তমান কোন্ স্থানে আছে? বিন্দুসরের উপকূলেই যে আর্য্য ঋষিদিগের পিতৃগণের আদিম আবাস ছিল, তাহারই বা প্রমাণ কি?

ব্রহ্মাণ্ড ও মৎস্যপুরাণে এই সকল নদী কোন্ কোন্ স্থান অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে, তাহার বিবরণ পাওয়া যায়, এই সকল বর্ণনা দ্বারা সেই সকল নদীর বর্ত্তমান অবস্থিতি অনায়াসেই নিরূপণ করা যায়—

	নদীর নাম।	যে স্থান দিয়া প্রবাহিত।
১	সীতা	সিরিন্ধ্র (সলিল), কস্তর, চীন, বর্ব্বর, যবন, দ্রুহ্য, রুষ, কুনিন্দ, অঙ্গলৌক্য, আবর।
২	বংক্ষু	চীন, মরু, কালক (তাড়ক), খশ, চূলক, লম্পক, বর্ব্বর, পহ্লব, পারদ, শক।
৩	সিন্ধু	খশ, দারদ, কাশ্মীর, ঔরশ, গন্ধার, বরপ, শিবপৌর, ইন্দ্রহাস, অজিত, ত্রিপদ, জয়া, সৈন্ধব, আরট্ট, বসাতী, আভীর, রন্ধ্রকরক, রোহক, শুনামুখ, উর্দ্ধমরু ইত্যাদি।
৫	ভাগীরথী (গঙ্গা)	কলাপগ্রাম, কলিঙ্গ, কুরু, পাঞ্চাল, কাশী, মৎস্য, মগধ, কিরাত, ভরত, ব্রহ্মোত্তর, অঙ্গ, বঙ্গ, তামলিপ্ত ইত্যাদি।*

উক্ত দেশাদির অবস্থান দর্শন করিলে এই নদীগুলির উৎপত্তি-স্থান হিমালয় ছাড়িয়া উত্তরে গিয়া পড়ে। হিমালয়ের উত্তরদিক্ সমধিক শীতপ্রধান। প্রাচীন আর্য্য-

§ মুদ্রিত মার্কণ্ডেয়পুরাণে পাঠান্তর লক্ষিত হয়। এই জন্য তিন চারিখানি হস্তলিপি দৃষ্টে উক্ত প্রমাণ উদ্ধৃত করা গেল।

* হ্লাদিনী, পাবনী ও নলিনীর নাম বেদে না থাকায় এই তিনটী নদীর উপকূলস্থ দেশাদি লিখিত হইল না।

ঋষিগণও শীতপ্রধান স্থানে বাস করিতেন, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

এখন এই নদীগুলির বর্ত্তমান নাম কি? আর এই নদীগুলি ঋগ্বেদে উক্ত হইয়াছে কি না? জানা আবশ্যক।

১ম সীতা নদী। ঋগ্বেদে 'সীরা' বা 'সীতা' নদী তিনবার উক্ত হইয়াছে—

১ "ধুনিমতীর্ণ্ণোরপঃ সীরা ন স্রবন্তীঃ।"

ঋক্ ১। ১৭৪। ৯।

হে ইন্দ্র! তুমি সেই জন্যই কম্পমানা সীরা নদীর ন্যায় জলস্রোত ভূমিতে ফেল।

২ "অর্ব্বাচী সুভগে ভব সীতে বন্দামহে ত্বা।

যথা নঃ সুভগাসসি যথা নঃ সুফলাসসি॥" ৪। ৫৭। ৬।

৩ ইন্দ্রঃ সীতাং নি গৃহ্লাতু তাং পূষানুযচ্ছতু।

সা নঃ পয়স্বতী দুহামুত্তরামুত্তরাং সমাং॥ ৪। ৫৭। ৭।

২ হে সুভগা সীতা! তুমি অভিমুখী হও। তোমাকে বন্দনা করিতেছি, তুমি আমাদিগকে সৌভাগ্য প্রদান কর এবং সুফল প্রদান কর।

৩ ইন্দ্র সীতাকে গ্রহণ করুন, পূষা তাঁহাকে চালিত করুন। তিনি জলবতী হইয়া উত্তরোত্তর দোহন করুন।

সায়ণ উক্ত দুইস্থলেই 'সীতাধারকাষ্ঠাং' এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু সীতা 'পয়স্বতী' এই বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত হওয়ায় উহা যে জলবতী নদীর বর্ণনা, তাহাই অধিক সম্ভাবনা। ব্রহ্মাণ্ড, মৎস্য ও পদ্মপুরাণাদি নির্দ্দেশ করিতেছে, সীতা প্রভৃতি নদীতে ইন্দ্র বর্ষণ করিয়া থাকেন।

"উপগচ্ছন্তি তাঃ সর্ব্বা যতো বর্ষতি বাসবঃ॥"

অতএব 'ইন্দ্রঃ সীতাং নি গৃহ্লাতু' এই ঋক্ দ্বারাও উক্ত পুরাণসমূহের বচন দৃঢ়ীকৃত হইতেছে। সায়ণ অপেক্ষা সমধিক প্রাচীন পুরাণাদিতে এবং মহাভারতেও সীতা একটী নদী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। বিশেষতঃ এই ঋকের পরের সূক্তে উক্ত ঋগ্বক্তা বামদেব ঋষি 'সমুদ্রাদূর্ম্মির্মধুমাঁ' অর্থাৎ সমুদ্র হইতে মধুমান্ ঊর্ম্মি (উৎপন্ন হয়), এই উক্তি দ্বারা আমাদের সন্দেহ নিরাকরণ করিয়াছেন। এই নদীকে গ্রীক্ ঐতিহাসিক টিসিয়াস্ 'সিদে' (Side) [Pliny, xxxi. 2. 18.], পাশ্চাত্য পৌরাণিকেরা সিলিস্ (Silis) [Ukert, *Geographic der Griechen und Romer*, Vol. iii. 2. P. 288] এবং পরিব্রাজক হিয়োন্ সিয়াং 'সি-তো' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার বর্ত্তমান নাম জক্ষর্তেস্ (Jaxartes) বা সরীক্‌কুল নদী। [Jour. Roy. As. Soc. New S. Vol. vi. p. 120].

২য় বংক্ষু নদী। পুরাণে এই নদীর 'বক্ষু', 'চক্ষু' 'ইক্ষু' ইত্যাদি পাঠান্তর লক্ষিত হয়। ঋক্‌সংহিতায় 'যক্ষু' নাম পাওয়া যায়—

"অজাসশ্চ শিগ্রবো যক্ষবশ্চ বলিং শীর্ষাণি জভ্রুরশ্ব্যানি।" ৭। ১৮। ১৯।

অজ, শিগ্রু ও যক্ষু ইন্দ্রের উদ্দেশে অশ্বের মস্তক উপহার পাইয়াছিল।

রোথ ও বোথলিং প্রকাশিত পাশ্চাত্য সংস্কৃত অভিধানে এই তিনটী নাম জনপদ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে ও পরে অনেকগুলি নদীর উল্লেখ থাকায় এই তিনটী নদী ও জনপদ উভয়বাচক হওয়াই সম্ভব।

যখন পুরাণাদিতে বংক্ষু, বক্ষু; চক্ষু, ইত্যাদি নামের পাঠান্তর দৃষ্ট হইতেছে, তখন বোধ হয় প্রাচীন লিপিকারদিগের ভ্রমবশতঃ এইরূপ ঘটিয়া থাকিবে। ঐ নামগুলি বেদোক্ত যক্ষু* বলিয়া অনুমিত হয়।

এই যক্ষু প্রাশ্চাত্য ঐতিহাসিক প্লিনি ও ষ্ট্রাবো কথিত ওক্সুস্ (Oxus) এবং চীন-পরিব্রাজক হিয়োন্ সিয়াং কথিত 'পো-ৎসু'। Pliny, vi. 20. Strabo xi 7, 3, Beal's Buddhist Records of the Western World, Vol. II. p. 289.] ইহার বর্ত্তমান নাম আমু-দরিয়া।

৩য় সিন্ধুনদী। ইহার বর্ত্তমান নাম ইণ্ডস্ Indus)।

৪র্থ ভাগীরথী বা গঙ্গা।

৫ম হ্লাদিনী। এই নদীকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বর্ত্তমান চীনদেশীয় হোয়াংহো নদী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। [Wilson's Vishnu Pur. p. 171n.]

৬ষ্ঠ পাবনী ও ৭ম নলিনী। এই দুইটী নদী বর্ত্তমান তিব্বত দেশে প্রবাহিত বলিয়া অনুমান হয়। [আর্য্যাবর্ত্ত শব্দে আর্য্যাবর্ত্তের মানচিত্রে পাবনী ও নলিনী দেখ।]

শেষোক্ত তিনটী নদীর প্রসঙ্গ বেদের কোন অংশে নাই; বোধ হয় এই তিনটী নদীতে প্রাচীন আর্য্যদের এককালীন যাতায়াত ছিল না। এখন দেখা যাউক, বিন্দুসর কোথায়? মৎস্য ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে—

"অস্ত্যুত্তরেণ কৈলাসাচ্ছিবসর্ব্বৌষধো গিরিঃ।

গৌরো নাম গিরিস্তত্র হরিতালময়ঃ শুভঃ॥

হিরণ্যশৃঙ্গঃ সুমহান্ দিব্যো মণিময়ো গিরিঃ।

তস্য পাদে মহদ্দিব্যং শুভং কাঞ্চনবালুকম্॥

* পাশ্চাত্য অথবা দেশীয় কোন পণ্ডিত এই 'যক্ষু' শব্দ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই।

রম্যং বিন্দুসরো নাম।" ৪৭।২৩-২৪।

কৈলাসের উত্তরে শিবসৰ্ব্বৌষধ গিরি, এই পর্ব্বতে হরিতালময়, সুবর্ণশৃঙ্গ; মণিময়, সুমহান্ ও দিব্য গৌরগিরি; এই গিরির পাদদেশে স্বর্ণবালুকাসম্পন্ন রমণীয় বিন্দুসর।

বেদে এই বিন্দুসর নামের উল্লেখ নাই। কিন্তু ইহারই নিকটস্থ মুজবান্ পর্ব্বতের উল্লেখ আছে।

"মুজবান্ সুমহাদিব্যো উৰ্দ্ধশৈলো হিমার্চ্চিতঃ।
তস্মিন্ গিরৌ নিবসতি গিরিশো ধূম্রলোহিতঃ॥
তস্য পাদাৎ প্রভবতি শৈলোদং নাম তৎ সরঃ॥
তস্মাৎ প্রভবতে পুণ্যা নদী শৈলোদকা শুভা।
সা বক্ষুসীতয়োর্মধ্যে প্রবিষ্টা পশ্চিমোদধিম্॥"

মৎস্য ১২০।১৯-২০।*

মুজবান্ সুমহান্, দিব্য, উৰ্দ্ধশৈল ও হিমমণ্ডিত। সেই গিরিতে ধূম্রলোহিত মহাদেব বাস করেন। তাহার পাদদেশে শৈলোদনামক হ্রদ আছে। সেই হ্রদ হইতে শৈলোদকা (শৈলোদা) নাম্নী একটী নদী উৎপন্ন হইয়াছে। এই নদী বক্ষু ও সীতানদীর মধ্যে মিলিত হইয়া পশ্চিম সাগরে গিয়া পড়িয়াছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বক্ষু, ও সীতা বেদোক্ত যক্ষু ও সীতা (সীরা) নদী। মুজবান্ পর্ব্বতও বেদোক্ত 'মৌজবত' বা মুজবান্ পর্ব্বত বলিয়া বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয়। এই পর্ব্বতে উৎকৃষ্ট সোমলতা জন্মে।

"সোমস্যেব মৌজবতস্য ভক্ষো-
বিভীদকো জাগৃবির্মহ্যমচ্ছান্।" ঋক্ ১০।৩৪।১।

মুজবান্ পর্ব্বতে যে সোম জন্মে, তাহা পান করিলে যেমন আমোদ হয়, বিভীদক† আমাকে সেইরূপ আহ্লাদিত ও উৎসাহিত করে।

এই মুজবান্ পর্ব্বত বিন্দুসরের নিকট। [মৎস্য ১২০। ১৯-২৪ দেখ।] অতএব বেদোক্ত সপ্তনদী যে এই বিন্দুসর হইতে প্রবাহিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ দেখি না। বেদে যে সরস্বতীকে সপ্তধা ও সপ্তনদী বিশিষ্টা বলা হইয়াছে—তাহাই বিন্দুসরোদ্ভব পুরাণোক্ত গঙ্গা বলিয়া মনে হয়। ঋক্‌সংহিতায় সরস্বতী ব্যতীত অপর কোন নদীকে সপ্তধা, সপ্তভগ্নীযুক্তা, বা সপ্তথী বলা হয় নাই। অতএব

* কোন হস্তলিপিতে মুজবানের 'মুঞ্জবান্' এইরূপ পাঠ গৃহীত হইয়াছে। আসিয়াটিক সোসাইটির প্রকাশিত বায়ুপুরাণে ৪৭।১৯।
"মুঞ্জবান্ স মহাদিব্যো দুর্গশৈলো হিমার্চ্চিতঃ"

† বিভীদক—বিভীত-কাষ্ঠনির্ম্মিত অক্ষ। সায়ণ।

বেদোক্ত সরস্বতীর উৎপত্তি স্থান অর্থাৎ বিন্দুসরের উপকূলেই আর্য্যজাতির পুরাতন নিবাস থাকাই সম্ভব। ঋগ্বেদে 'সরপস্' শব্দ পাওয়া যায়—

"অরময়ঃ সরপসস্তরায় কং তুর্ব্বীতয়ে
চ বয্যায় চ শ্রুতিং।
নীচা সন্তমুদনয়ঃ পরাবৃজং
প্রান্ধং শ্রোণং।" ঋক্ ২।১৩।১২।

হে ইন্দ্র! তুমি তুর্ব্বীতি ও বয্যকে সুখে 'সরপস্'* পার হইবার পথ করিয়া দিয়াছ। তুমি অন্ধ ও পঙ্গু পরাবৃজ্‌কে নীচ (তল) হইতে তুলিয়াছ।—এই 'সরপস্' উক্ত হইবার পূর্ব্বে গৃৎসমেদ কর্ত্তৃক 'সপ্তসিন্ধু' (২।১২।১২), 'পয়ঃ', 'রোধনা', 'ধোতী' অর্থাৎ নদী সকল, এবং 'সমানো অধ্বা প্রবতামনুষ্যদে' (২।১৩।২) অর্থাৎ নিম্নগামী জলের গন্তব্য পথ একই ইত্যাদি উল্লেখ থাকায় এই 'সরপস্'কে বিন্দুসর বলিয়া বিলক্ষণ অনুমান হয়।

বর্ত্তমান সরীকুল নামক হ্রদের নিকটে ওক্সস্ (Oxus) ও জক্ষর্তেস নদী প্রবাহিত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে এই স্থান হইতেই উক্ত সপ্তনদী প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা পুরাণাদি পাঠে অবগত হওয়া যায়। বোধ হয় এই সরীকুল হ্রদই বেদোক্ত 'সরপস' এবং পুরাণোক্ত বিন্দুসর। এইখানেই বোধ হয় আর্য্য ঋষিগণের আদিম নিবাস ছিল। এইস্থানই 'প্রত্নৌকস্' বলিয়া মনে হয়; এই স্থানই বেদের সর্ব্বপ্রাচীন দেবতা ইন্দ্রের লীলাভূমি।†

বর্ত্তমান সরীকুল হ্রদ—অক্ষান্তর ৩৭°২৭′ উঃ, এবং দেশান্তর ৭৩°৪০′ পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

উপনিবেশ—আর্য্য ঋষিগণ সিন্ধু সরস্বতীর উৎপত্তি স্থান পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে সরস্বতী, সিন্ধু, শর্য্যণাবৎ, অঞ্জসী, কুলিশী, বীরপত্নী, শিফা, রসা, জহ্নাবী ও গৌরী প্রবাহিত দেশে আসিয়া বাস করেন। (ঋক্ ১।৩।১২। ১।১১।৬।৪।১৪, ১।৮৪।৩, ১।১১২।১২, ১।১১৬। ১৯, ১।১৬৪।৪১)। তৎকালে বোধ হয় গন্ধার দেশের সহিত তাঁহাদের সংস্রব ছিল। (১।১২৬।৭)।

সরস্বতী ও সিন্ধু প্রবাহিত দেশ হইতে তাঁহারা ক্রমশঃ

* সরঃঅপস্=প্রবাহশীল জল। সায়ণ।

† পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মধ্য এসিয়ায় আর্য্যজাতির আদিম নিবাস ছিল বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানের কোন প্রমাণ দেন নাই। [তাঁহাদের সকলের মত Muir's Sanskrit Texts, Vol. II দেখ।] কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে মিডিয়া (মদ্রদেশই) আর্য্যজাতির আদি দেশ। Arian Witness, p. 84, 111.

'আপয়া' ও শুতুদ্রী (শতদ্রু) নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে আসিয়া তাঁহারা নূতন উপনিবেশ স্থাপন করেন। [ঋক্ ৩। ২৪। ৪, ৩। ৩৩। ১] এই সময় বিশ্বামিত্রবংশীয় কতকগুলি ঋষি পার্ব্বতীয় কীটক নামক অন্যান্য দেশে গমন করেন। (৩। ৫৩। ১৪।)

তৎকালে আর একদল ক্রমাগত দক্ষিণাভিমুখে আসিয়া সিন্ধু ও গোমতীর সঙ্গম স্থানে উপনীত হইয়া পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করেন। (৪। ২১। ৪, ৫। ৬১। ১৯)

সমস্ত সিন্ধু দেশে উপনিবেশ স্থাপিত হইলে পর, তাঁহারা শুতুদ্রী, আপয়া, সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদী প্রবাহিত স্থানকেই অধিক মনোনীত করিয়া তথায় বহুকাল ধরিয়া বাস করেন: অশ্মন্বতী নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া আর্য্য ঋষি বলিয়াছিলেন—

"অশ্মন্বতী রীয়তে সং রভধ্বমুত্তিষ্ঠতপ্র তরতা সখায়। অত্রা জহাম যে অসন্নশেবাঃ শিবান্বয়মুত্তরেমাভি বাজান্।"

অশ্মন্বতী বহিতেছে। হে সখাগণ! উঠ, উৎসাহ কর, নদী পার হও। যাহা কিছু অশান্তি ছিল, সকলি এইখানে রাখিয়া চলিলাম। এই নদী পার হইয়া উত্তম উত্তম অন্নের দিকে অগ্রসর হইব।

এই নদী পার হইয়াই পূর্ব্বে সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদী। এই সরস্বতী প্রথমোক্ত সরস্বতী হইতে ভিন্ন। অগ্ন্যুপাসক সারস্বতগণ (৩। ৪। ৮) এই পুণ্যভূমিতে আসিয়া বাস করেন।* এই উপনিবেশ স্থাপন কালে বিষ্ণু (৭। ১০০। ৪) কর্ত্তৃক চালিত হইয়া যাগযজ্ঞাদি বৈদিক ধর্ম্ম প্রচার করাই আর্য্যগণের মূলমন্ত্র ছিল। আর্য্যগণের আসিবার পূর্ব্বে উক্ত নদী-প্রবাহিত দেশসমূহে কৃষ্ণবর্ণ দস্যুজাতির বাস ছিল। এই সকল দেশে আর্য্য জাতি উপস্থিত হইলে কৃষ্ণবর্ণ দস্যুজাতির সহিত তাঁহাদের যুদ্ধ হয়। নিম্নোক্ত ঋক্‌গুলি পাঠে তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যায়—

"স্বয়ং সা রিষয়ধ্যৈ যান উপেষে অত্রৈঃ। হতেম।"

আমাদের শত্রুরা আমাদের বিনাশের জন্য আমাদের বিরুদ্ধে যে সৈন্য পাঠাইয়াছিল, (তাহারা) আপনাপনি হত হইয়াছে। ঋক্ ১। ১২৯। ৮।

"যুবং তমিন্দ্রাপর্ব্বতা পুরোযুধা যো নঃ পৃতন্যাদপ তন্তমিদ্ধতং।" ১। ১৩২। ৬।

হে ইন্দ্র ও পর্ব্বত! তোমরা উভয়ে অগ্রবর্ত্তী হইয়া যে শত্রু আমাদের বিপক্ষে সেনা সংগ্রহ করে, তাহাকে এককালে বিনাশ কর।

"এভ্যঃ সামান্যা দিশাম্ভ্যঃ জেষি যোৎসি চ।" ১।১০২।৪।

উহাদের (ঋষিদের) মত আমাদের জন্য যুদ্ধ কর এবং জয় লাভ কর।

"জম্ভয়ত মভিতো রায়তঃ শুনো হতং মৃধো বিদথ স্তান্যশ্বিনা।" ১। ১৮২। ৪।

হে 'অশ্বিদ্বয়' যাহারা কুক্কুরের ন্যায় শব্দ করিতে করিতে আমাদিগকে মারিতে আসিতেছে, তাহাদিগকে বধ কর, তাহারা যুদ্ধ করিতে চায়, তাহাদিগকে বিনষ্ট কর।

অনার্য্য জাতিরা অনেক সময় গুপ্তভাবে সমাগত আর্য্যগণের অনিষ্টসাধন করিত। যথা—

"যো নঃ সনুত্য উত বা জিঘত্নুরভিখ্যায় তং তিগিতেন বিধ্য।" ২। ৩০। ৯।

যে অদৃশ্য স্থানে লুক্কায়িত হইয়া আমাদের প্রাণবধ করিতে চায়, তাহাকে খুঁজিয়া তীক্ষ্ণাস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ কর।

ঋক্‌সংহিতায় আর্য্যজাতির আদিম নিবাস ও উপনিবেশ সম্বন্ধে যে সকল প্রাচীন বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা একে একে লিখিত হইল। এখন অন্যান্য বেদে কি নির্দ্দেশ করে তাহাও জানা আবশ্যক।

অথর্ব্বসংহিতার সময়ে আর্য্য ঋষিগণ পশ্চিমে বহ্লিক দেশ এবং পূর্ব্বে অঙ্গ ও মগধরাজ্য পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতেন। যথা—

"ওকো অস্য মূজবন্ত ওকো অস্য মহাবৃষাঃ।
যাবজ্জাতস্তক্মংস্তাবানসি বহ্লিকেষু ন্যোচরঃ॥ ৫
গান্ধারিভ্যো মূজবদ্ভ্যো ঽঙ্গেভ্যো মগধেভ্যঃ।
প্রৈষ্যং জনমিব শেবধিং তক্মানং পরি দদ্মসি॥ ১৪
অথর্ব্বসংহিতা ৫। ২২

ইহার স্থান মূজবৎ, ইহার স্থান মহাবৃষ। হে তক্মন্! জাতমাত্র তুমি বহ্লিকে অগ্রসর হইয়াছ। আমরা ভৃত্য ও রত্নের ন্যায় গন্ধারী, মূজবৎ, অঙ্গ এবং মগধদিগকে তক্ম পরিবর্ত্তন করিলাম।

ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে উত্তর-কুরু ও উত্তর-মদ্র নামক সমধিক উত্তর দেশস্থ স্থানের নাম পাওয়া যায়। প্রাচীন কালে ঐ সকল স্থানে আর্য্য ঋষিদের সংস্রব ছিল। যথা—

* পূর্ব্ব সংখ্যা মুদ্রিত হইলে পর আমরা সরস্বতী নদী সম্বন্ধে কতকগুলি প্রমাণ পাইলাম, এই জন্য যথাস্থানে মুদ্রিত না হইয়া এইখানেই লিখিত হইল। বেদে যে সপ্তনদীযুক্তা সরস্বতীর উল্লেখ আছে, তাহা কুরুক্ষেত্রের উত্তরাংশে প্রবাহিতা 'সপ্তসরস্বতী' হওয়া সম্ভব হইতে পারে। এখনও ঐ স্থানের একটী তীর্থকে সপ্তসরস্বতী বলা হইয়া থাকে। (Cunningham's Archaeological Survey of India Reports, Vol. xiv p. 89).

"এতম্ হ বৈ ঐন্দ্রম্ মহাভিষেকং বাসিষ্ঠঃ সাতহব্যোঽত্যরাতয়ে জানন্তপয়ে প্রোবাচ। তস্মাদ্ অত্যরাতি র্জানন্তপিররাজা সন্ বিদ্যয়া সমন্তং সর্ব্বতঃ পৃথিবীং জয়ন্ পরীয়ায়। স হোবাচ বাসিষ্ঠঃ সাতহব্য অজৈষী র্বৈ সমন্তং সর্ব্বতঃ পৃথিবীম্। মহন্ মা গময় ইতি। স হোবাচ অত্যরাতি-র্জানন্তপির্যদা ব্রাহ্মণ উত্তরকুরূন্ জয়েয়ম্ অথ ত্বমু হ এব পৃথিব্যৈ রাজা স্যাঃ সেনাপতিরেব তেঽহং স্যামিতি। স হোবাচ বাসিষ্ঠ সাতহব্যঃ দেবক্ষেত্রং বৈ তদ্ ন বৈ তদ্ মর্ত্ত্যো জেতুমর্হতি। অদ্রুক্ষো বৈ মে আহতঃ ইদং দদে ইতি। ততো হ অত্যরাতিং জানন্তপিমাত্তবীর্য্যং নিঃশুক্রমমিত্রপনো শুষ্মিনঃ শৈব্যা জঘান।"

ইন্দ্রের ন্যায় বাসিষ্ঠ সাতহব্য অত্যরাতি জানন্তপিকে মহাভিষেক বলিলেন। অত্যরাতি রাজা ছিলেন না, কিন্তু এই বিদ্যাবলে সমস্ত পৃথিবী জয় করিলেন এবং আপনার অধীনস্থ করিলেন। বাসিষ্ঠ সাতহব্য তাঁহাকে বলিলেন, তুমি সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়াছ, এখন আমাকে মহৎ কর। অত্যরাতি বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ! যখন আমি উত্তর কুরু জয় করিব, তখন আপনি পৃথিবীর রাজা হইবেন, আমি আপনার সেনাপতি হইব। বাসিষ্ঠ সাতহব্য বলিলেন, তাহা দেবক্ষেত্র, মর্ত্ত্যলোক সে স্থান জয় করিতে পারে না। তুমি আমার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছ, এই জন্য আমি (যাহা দিয়াছি) ফিরাইয়া লইব। অনন্তর শৈব্য শুষ্মিন অত্যরাতি জানন্তপিকে বীর্য্য ও বল (শুক্র) হীন করিয়া বধ করিলেন।" (৮।২৩।) আবার অন্য স্থলে—

"তস্মাদেতস্যামুদীচ্যাং দিশি যে কে চ পরেণ হিমবন্তং জনপদাঃ উত্তরকুরবঃ উত্তরমদ্রাঃ ইতি বৈরাজ্যায় তেঽভিষিচ্যন্তে। বিরাল্ ইত্যেতান্ অভিষিক্তান্ আচক্ষতে।" ৮।১৪।

হিমবানের পারে উত্তর দিগস্থ জনপদে যে উত্তরকুরু ও উত্তরমদ্র (লোকেরা) বাস করে, তাহারা বৈরাজ্যে অভিষেক করে। এইরূপে যাহারা অভিষিক্ত হয়, তাহাদিগকে বিরাল্ বলে।

উত্তরকুরু সম্ভবতঃ রুষ দেশের উত্তরাংশ বলিয়া অনুমান হয়। বোধ হয় সীতা (সীরা) নদী অতিক্রম করিয়া আর্য্যেরা এইস্থানে উপনীত হইতেন। উত্তরমদ্র বর্ত্তমান কাস্পিয় সাগরের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত ছিল, বক্ষু নদীতে যাত্রা করিলে অদ্যাপি এই স্থানে যাওয়া যায়।

উত্তরকুরুতে সাধারণে যাইতে পারিত না। কিন্তু উত্তর মদ্রদেশে প্রাচীন আর্য্য ব্যতীত তৎপরবর্ত্তী হিন্দু ও বৌদ্ধগণের যাতায়াত ছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

আর্য্যঋষিগণ সরস্বতী দৃশদ্বতীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে বাস করিবার পর অগ্নির উপাসনা প্রচার করিবার জন্য ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। শতপথব্রাহ্মণে এ সম্বন্ধে একটী গল্প আছে,—"বিদেঘ মাথব মুখে অগ্নি ধারণ করেন। গোতম রাহুগণ নামে এক ঋষি তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। তিনি মাথবকে সম্বোধন করিলেন, কিন্তু পাছে মুখ হইতে অগ্নি বাহির হইয়া পড়ে এই ভয়ে তিনি কোন উত্তর করিলেন না। পুরোহিত প্রথমে 'বীতি হোত্রং' ইত্যাদি (৫।২৬।৩) ঋগ্‌মন্ত্র পাঠ করিয়া আহ্বান করিলেন। মাথব তবু কোন উত্তর দিলেন না। পুরোহিত পুনরায় 'উদগ্নে' ইত্যাদি (৮।৪৪।১৬) ঋগমন্ত্র পাঠ করিলেন, ইহাতেও কোন উত্তর না পাইয়া, 'তং ত্বা ঘৃতস্নবীমহে' (৫।২৬।২) অর্থাৎ হে ঘৃতপ্রেরক অগ্নি! আমরা তোমার কাছে প্রার্থনা করি। এই অবধি আবৃত্তি করিবার মাত্র অগ্নি 'ঘৃত' এই শব্দ শুনিয়াই মুখ হইতে বাহির হইয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। মাথব তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। তিনি মাথবের মুখ হইতে বাহির হইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। সে সময় বিদেঘ-মাথব সরস্বতীতীরে অবস্থান করিতেছিলেন। অগ্নি তখন দহন করিতে করিতে পূর্ব্বাভিমুখে পৃথিবী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। গোতম রাহুগণ ও বিদেঘমাথব উভয় ঐ দাহবান্ অগ্নির অনুগমন করিলেন। বৈশ্বানর সমুদয় নদী অতিক্রম করিয়া পোড়াইয়া ফেলিলেন; কেবল উত্তর গিরি হইতে বিনির্গত সদানীরা নদীর পরপার দগ্ধ করিলেন না। অগ্নি এই নদী অতিক্রম করিয়া দাহন করেন নাই বলিয়া পূর্ব্বকার ব্রাহ্মণেরা উহাকে উত্তরণ করিয়া যাইতেন না। এখন অনেক ব্রাহ্মণ পূর্ব্বদিকে বাস করিতেছেন। অগ্নি বৈশ্বানর উহার স্বাদ গ্রহণ করেন নাই, বলিয়া উহার বাসের অযোগ্য এবং জলসিক্ত ছিল। এখন ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞানুষ্ঠান করাতে উহা বাসযোগ্য হইয়াছে। অগ্নি বৈশ্বানর এই নদী অতিক্রম করিয়া দগ্ধ করেন নাই বলিয়া উহা গ্রীষ্মান্তেও শীতল থাকে। বিদেঘ মাথব বলিলেন আমি কোথায় থাকিব? অগ্নি বলিলেন, এই নদীর পূর্ব্বপ্রদেশ তোমার বাসভূমি হইবে। এখন হইতে এই নদী কোশল ও বিদেহদিগের মধ্যে অবস্থিত। তাহারা মাথব সন্তান।" [শতপথব্রাহ্মণ ১।৪।১।১০-১৭।] এই উপাখ্যান পাঠে স্পষ্টই জানা যাইতেছে, আর্য্যেরা পূর্ব্বকালে সরস্বতীতীর অবধি অবস্থান করিয়াছিলেন; ঐখানে বৈদিক ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন; ক্রমশঃ পূর্ব্ব প্রদেশ জয় করিয়া সদানীরা তটে আসিয়া নিজ নিজ ধর্ম্মমত প্রচার করেন। এই সদা-

নীরা অতিক্রম করিয়া তাঁহারা বিদেহ (মিথিলা) অধিকার করিয়াছিলেন।

ভগবান্ মনু এইরূপ আর্য্যনিবাস স্থির করিয়াছেন—

"সরস্বতী দৃষদ্বত্যো র্দেবনদ্যো র্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥ ১৭
তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্য ক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে॥ ১৮
কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ॥ ১৯
এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাসাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥ ২০
হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্ম্মধ্যং যৎ প্রাগ্বিনশনাদপি।
প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ২১
আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্ব্বুধাঃ॥" ২২

মনু ২ অধ্যায়।

সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুই দেবনদীর মধ্যে যে দেবনির্ম্মিত প্রদেশ আছে, তাহাকে ব্রহ্মাবর্ত্ত বলে। ঐ দেশে বর্ণ চতুষ্টয়ের এবং সঙ্কীর্ণ জাতিদিগের মধ্যে যে আচার পরম্পরাক্রমে আবহমান চলিয়া আসিতেছে, তাহাকে সদাচার বলে। কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পঞ্চাল ও শূরসেনক এই দেশগুলি ব্রহ্মর্ষি দেশ, এই ব্রহ্মর্ষিদেশ ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে কিছু ভিন্ন। এই সমুদায় দেশজাত অগ্রজন্মা ব্রাহ্মণের নিকট হইতে পৃথিবীর যাবতীয় লোকের স্ব স্ব আচার ব্যবহার শিক্ষা করা উচিত। হিমালয় ও বিন্ধ্যের মধ্যে, বিনশনের পূর্ব্বে এবং প্রয়াগের পশ্চিমে যে দেশ, তাহাকে মধ্যদেশ বলে। পূর্ব্ব ও পশ্চিমে সমুদ্র, উত্তর ও দক্ষিণে পর্ব্বত ইহার মধ্যবর্ত্তী স্থানকে পণ্ডিতেরা আর্য্যাবর্ত্ত বলেন। [আর্য্যাবর্ত্ত শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

আলেকসন্দরের সময়ে গন্ধারের কতকাংশকে আরিয়া (Aria) অর্থাৎ আর্য্যনিবাস বলা হইত। তৎকালে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক টলেমি ঐ দেশের এইরূপ সীমা নির্দ্ধারণ করেন—ইহার উত্তরে মার্গিয়া ও বক্ত্রিয়া (বাহ্লীক), পশ্চিমে পার্থিয়া (পারদ) ও কর্ম্মণিয়ার মহামরু (পুরাণোক্ত বীরমরু), দক্ষিণে দ্রাঙ্গিয়ানা এবং উত্তরে পরোপমিসন্ (নিষধ) পর্ব্বত [Ariana Antiqua, p. 151]

গ্রীক্ ঐতিহাসিক হেরোদোতস্ মিডিয়ার লোকদিগকে আরিয়া (Aria) অর্থাৎ আর্য্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। [Herod. iii. 93, vii. 62. বোধ হয় এই] মত অবলম্বন করিয়া পাশ্চাত্য ও দেশীয় কোন কোন পণ্ডিত মিডিয়া (মদ্র) দেশকে আর্য্যজাতির আদিম নিবাস স্থান বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

জাতিনির্ণয়—অতি পূর্ব্বকালে এই আর্য্যজাতি একটী স্বতন্ত্র জাতি মধ্যে পরিগণিত ছিল, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। তৎকালে তাঁহাদের জাতিভেদ বা বর্ণবিভাগ প্রথা প্রচলিত ছিল না। এই জাতীয় ঋষি, রাজা ও সামান্য ব্যক্তি সকলেই আর্য্যনামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা বিজিত অনার্য্য দস্যু হইতে আপনাদিগকে পৃথক্ করিবার জন্য 'আর্য্যবর্ণ' বলিয়া পরিচয় দিতেন। প্রাচীন ঋক্-সংহিতায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি ত্রৈবর্ণিক সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গ এককালে নাই। তৎকালে সম্ভবতঃ আর্য্য ও শূদ্র কেবলমাত্র এই দুইটী বর্ণবিভাগের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। (শূদ্র বলিলে প্রধানতঃ দস্যু বা দাস জাতিকে বুঝাইতে)। ক্রমে ক্রমে যতই আর্য্যদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ক্রমে যতই তাঁহারা—নানা বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন, সেই সময় বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে কার্য্যবিশেষে নিয়োজিত করিবার জন্য তাঁহাদের বর্ণবিভাগের আবশ্যক হইয়াছিল।

ঋক্সংহিতার খিল অংশে বর্ণবিভাগ সম্বন্ধে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥"

ঋক্ ১০।৯০।১২।

ইহার (পুরুষের) মুখ ব্রাহ্মণ, দুই বাহু রাজন্য হইল, যাহা ঊরু তাহাই বৈশ্য এবং দুই পা শূদ্র হইল।

এতদ্ভিন্ন যজুর্ব্বেদ [বাজসনেয়সং ৬৮। ৪৮, তৈত্তিরীয় ৫। ১। ১০। ৩ ইত্যাদি] অথর্ব্ববেদ [৫। ১৭। ৯] ঐতরেয়ব্রাহ্মণ [৭। ১৯] প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে বর্ণবিভাগের কথা পাওয়া যায়। এই বর্ণবিভাগ আজকালকার জাতিভেদ-প্রথার মত নয়,—তৎকালে কর্ম্ম-বিভাগের জন্য এই প্রথা অবলম্বিত হইয়াছিল। কারণ তৎকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের মধ্যে পরস্পরের সমান ক্ষমতা ছিল। সেই প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রৈবর্ণিকের মধ্যে কেহই উচ্চ বা নীচ ভাবে সম্বোধিত হন নাই। ঋগ্বেদ রচনাকালের শেষে আর্য্যদিগের মধ্যে ঋত্বিক্ বা পুরোহিত, রাজপুরুষ ও সাধারণ ব্যবসায়ী বা শ্রমজীবী এই তিনটী ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী ছিল, তৎকালে এই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে আহারাদি বা বিবাহাদি কার্য্য নিষিদ্ধ

ছিল না। তখন এই তিনটী শ্রেণী পৃথক্ জাতিরূপে গণ্য হয় নাই। [ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শব্দে বিস্তারিত বিবরণ দেখ।]

ধর্ম্মবিশ্বাস ও উপাস্য দেবতাগণ—যজ্ঞানুষ্ঠানই আর্য্যদিগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত ছিল। প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ সমধিক প্রভাবসম্পন্ন ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক পদার্থ সমুদায়ের পূজা করিতেন। প্রথমে তাহারা অগ্নি, বায়ু, জ্যোতিষ্ক প্রভৃতি নৈসর্গিক বস্তুর উপাসক ছিলেন। ক্রমে যতই তাঁহারা নানা বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করিতে লাগিলেন সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের মানসিক স্ফূর্ত্তির বিকাশ পাইয়াছিল। ঋক্‌সংহিতায় আর্য্যদিগের আরাধ্য এই কয়েকটী দেব দেবীর নাম পাওয়া যায়—অংশ, অগ্নি, অদিতি, অনুমতি, অরণ্যানী, অর্য্যমন্, অশ্বিন্, আগ্নেয়ী, ইন্দ্র, ইন্দ্রাণী, ইলা, উচ্ছিষ্ট, উষস্, ঋতু, ঋভু, কাম, কাল, গুঙ্গু, জুহূ, ত্রিত, ত্রৈতন, ত্বষ্টৃ, দক্ষ, দক্ষিণা, দিতি, দ্যৌস্, ধিষণা, নক্ত, নিষ্টিগ্রী, পিতৃ-পুরুষ, পূষা, পৃশ্নি, পৃথিবী, প্রজাপতি, প্রাণ, ব্রহ্মা, ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মণস্পতি, ভগ, ভারতী, মরুদ্গণ, মহী, মিত্র, রাকা, রুদ্রগণ, রোদসী, রোহিত, লক্ষ্মী, বনস্পতি, বরুণ, বরুণানী, বরুত্রী, বায়ু, বিশ্বকর্ম্মন্, বৃহস্পতি, শ্যেন, শ্রদ্ধা, সরস্বৎ, সরস্বতী প্রভৃতি নদী, সিনিবালী, সূর্য্য, সূর্য্যা, সোম, স্কম্ভ, হিরণ্যগর্ভ, হোত্রা।

প্রাচীন পারসিকগণ * বৈদিক আর্য্যগণের সহিত একত্রে বাস করিতেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ শব্দশাস্ত্র প্রভাবে তাহা নির্ণয় করিয়াছেন। যৎকালে প্রাচীন পারসিকেরা বৈদিক আর্য্যদের সহিত মিলিত ছিলেন, তৎকালে তাঁহারাও বৈদিক দেবতার উপাসনা করিতেন। তৎকালীন বৈদিক দেবতার ও ঋষির নাম আমরা অবস্তা গ্রন্থে দেখিতে পাই।

বৈদিক নাম	আবস্তিক নাম।
অঙ্গিরা	অঙ্গ্র।
অথর্ব্বন্	আথ্রবন্।
অরমতি	অরমইতি।
অর্য্যমন্	অইর্যমন্।
ইন্দ্র বৃত্রঘ্ন	বেরেথ্রঘ্ন।
কাব্য উশনস্	কব উস।
ত্রিত	থ্রিত।
ত্রৈতন	থ্রএতওন।
নরাশংস	নইর্য্যোশঙ্হ।
নাসত্য	নাওং হইথ্য।
মিত্র	মিথ্র।
যম	যিম।
বরুণ (অসুর)	অহুর মজ্দ।
বায়ু	বয়ু।
সোম	হোম।

বেদসংহিতার অনেক স্থলেই দেবতাদিগকে অসুর বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে (ঋক্ ১। ২৩, ৬। ১, ১৩। ১, ৩০। ৩, ২৬। ২, ৬৬। ২, ৯৯। ৫ ইত্যাদি)। অবস্তা শাস্ত্রেও দেবতা অসুর নামে উক্ত হইয়াছে। [পারসিক শব্দে অপর বিবরণ দেখ।]

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ গ্রীক প্রভৃতি ইউরোপীয় প্রাচীন সভ্যজাতিকে এই আর্য্য সম্ভূত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, যৎকালে তাঁহারা প্রাচীন আর্য্যগণের সহিত একত্রে বাস করিতেন, সেই সময় তাঁহাদের যেরূপ বিশ্বাস ও ধর্ম্মপ্রণালী ছিল, প্রাচীন আর্য্যদিগের সহিত পৃথক্ হইবার পরেও তাঁহারা সেইগুলি রক্ষা করিয়াছিলেন। মক্ষমুলর প্রভৃতি পাশ্চাত্য শাব্দিকগণ বেদোক্ত দেব প্রভৃতি কতকগুলির নাম প্রাচীন গ্রীক শাস্ত্রে প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের মতে—

বৈদিক নাম	গ্রীক নাম।
অঙ্গিবান্	ইক্সিওন্।
অরুষা	ঈরস্।
অহনা	ডাফ্‌নী।
গন্ধর্ব্ব	কেণ্টৌরস্।
পণি	পারিস্।
বৃত্র	অরথ্রস্।
সরণ্যু	ঐরিন্নুস্।
সরমা	হেলেনা।
হরিৎ	খারিট্। ইত্যাদি।

প্রাচীন আর্য্যেরা ৩৩টী দেবতার উপাসনা করিতেন।

"আ নাসত্যা ত্রিভিরেকাদশৈরিহ
দেবেভির্যাতং মধুপেয়মশ্বিনা।
প্রায়ুস্তারিষ্টং নী রপাংসি মৃক্ষতং" ১। ৩৪। ১১।

হে নাসত্য অশ্বিদ্বয়! এখানে তেত্রিশ জন দেবতার সহিত মধুপান করিতে এস। আমাদের আয়ু বর্দ্ধন কর, পাপ মোচন কর। [৯।৯২।৪ ঋক্ দেখ।]

এই তেত্রিশটী উপাস্য দেবতার নাম কি? ঋক্‌সংহিতায় তাহার কোন উল্লেখ নাই। কৃষ্ণযজুঃসংহিতায় লিখিত আছে—

* পহ্লবাদি প্রাচীন পারসিকদিগকে সগর রাজা বেদ ও অগ্নির উপাসনায় অনধিকারী করেন। তাহারা সগররাজের আদেশে শ্মশ্রু মুণ্ডন করিতে পারিত না। [বিষ্ণুপুরাণ ৩।৪।]

"যে দেবা দিব্যেকাদশ স্থ পৃথিব্যামধ্যেকাদশ
স্থাপ্সুক্ষো মহিনৈকাদশস্থ।" ১। ৪। ১০।

যে দেবগণ আকাশে ১১, পৃথিবী মধ্যে ১১, এবং অন্ত-রীক্ষে ১১ জন ইত্যাদি। ঐতরেয়ব্রাহ্মণে ১১ যাজ, ১১ অনুযাজ, ও ১১ উপযাজ দেব এই ৩৩ দেবতা উক্ত হইয়াছে। [ঐতরেয় ব্রা ২। ১৮।] শতপথব্রাহ্মণে অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র এবং দ্বাদশ আদিত্য লইয়া ৩৩ দেবতা গণিত হইয়াছে। [শতপথ ৪।৫।৭।২।]

তৎকালে আর্য্যঋষিরা অধিক দেবতারও অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন—

"ত্রীণি শতাত্রী সহস্রাণ্যগ্নিং
ত্রিংশচ্চ দেবা নব চাসপর্যন্। ঋক্ ১০।৫২।৬।

তিন শত তিন সহস্র ত্রিশ ও নয় জন (৩৩০৯) দেবতা অগ্নির উপাসনা করিয়াছেন।—পৌরাণিক সময়ে এই সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়া ৩৩ কোটি দেবতায় পরিণত হইয়াছে।

তত প্রাচীন কালেও আর্য্যগণ এক ঈশ্বর স্বীকার করিতেন। তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—

"অচিকিত্বাঞ্চিকিতুষশ্চিদত্র
কবীন্‌পৃচ্ছামি বিদ্মনে ন বিদ্বান্।
বি যস্ত স্তম্ভ যড়িমা রজাংস্তজস্য
রূপে কিমপি স্বিদেকং॥" ১।১৬৪।৬।

আমি জ্ঞানহীন, কিছু না জানিয়া জ্ঞানীগণের নিকট জানিবার ইচ্ছায় জিজ্ঞাসা করি; যিনি এই ছয় লোক স্তম্ভন করিয়াছেন, তিনি কি এক অজরূপে বাস করেন?

[এ ছাড়া ২।১২।১ ; ৩।৫৫।২১,২২ ; ৫।৮৫।৩-৫ ইত্যাদি ঋক্ পাঠ করিলে এক ঈশ্বরের কথা আপনি আসিয়া মনে উদয় হয়।]

আর্য্যগণের হৃদয়ে যে দিন হইতে এক ঈশ্বরের কথা উদয় হইল,—সেই দিন হইতে দেবগণের অস্তিত্বে সন্দেহ হইতে লাগিল। আর্য্য ঋষি ডাকিলেন—

"প্র সু স্তোমং ভরত বাজয়ন্ত
ইন্দ্রায় সত্যং যদি সত্যমস্তি।
নেন্দ্রো অস্তীতি নেম উ ত্ব আহ
ক ঈং দদর্শ কমভি ষ্টবাম॥" ঋক্ ৮। ১০০। ৩।

হে যুদ্ধাভিলাষী! ইন্দ্র আছেন ইহা যদি সত্য হয়, তবে তোমরা ইন্দ্রের উদ্দেশে সত্য উচ্চারণ কর। নেম (ঋষি) বলেন, ইন্দ্র নামে কেহ নাই। কে তাঁহাকে দেখিয়াছে? কাহাকে স্তুতি করিব?

অবশেষে আর্য্যঋষিগণ স্থির করিলেন, ভিন্ন ভিন্ন দেবতা পরমাত্মার ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র। [১০।১১৪।৫ ঋক্ ও তাহার সায়নকৃতভাষ্য এবং নিরুক্ত ৭।৩ দেখ।]

আর্য্যদিগের রীতি ও অবস্থা - তাঁহারা পুত্র পৌত্রাদির সহিত একত্রে এক অন্নে বাস করিতেন (১।১১৪।৬), তৎকালে সকল পুত্র পিতৃধনের অধিকারী হইতেন (১।৭৩।৯)। অবিবাহিতা পিতৃগৃহে অবস্থিতা কন্যা পিতৃকুলের কাছে ধন পাইতেন (২।১৭।৭)। পিতার পুত্র ও কন্যা উভয়ে বর্ত্তমান থাকিলে পুত্র ক্রিয়ার অধিকারী এবং দুহিতা সম্মানিত হইতেন (৩।৩১।২)। কাহারও পুত্র না থাকিলে দৌহিত্রকে আপন পুত্ররূপে গ্রহণ করিতেন (৩।৩১।১)। তৎকালে স্ত্রীলোকেরা পতির সহিত যজ্ঞ করিতেন (১।১৩১।৩), রথে চড়িয়া অপরস্থানে বেড়াইতে যাইতেন (১।১৬৬।৫) এবং অবিবাহিত অবস্থায় অধিক বয়স অবধি থাকিতে পারিতেন তাহাতে পিতা কিম্বা গুরুজনের কোন আপত্তি হইত না। বিবাহের সময় বর সুবর্ণ অলঙ্কারে ভূষিত হইতেন (৫।৬০।৪)। বধূ বস্ত্রাবৃত থাকিতেন (৮।২৬।১৩)। যৌবনপ্রাপ্তি হইলে স্ত্রীলোকের বিবাহ হইত (১০।৮৫।২২)। ভদ্র ও সুন্দরী স্ত্রীলোক মনোমত পতিকে বরণ করিতেন (১০।২৭।১২)। বিবাহের পর স্ত্রীলোক পতিগৃহে যাইবার সময় উপঢৌকন পাইতেন (১০।৮৫।২০)। পতির গৃহে যাইয়া পত্নী কর্ত্রী হইতেন (১০।৮৫।২৭)। শ্বশুরের উপর প্রভুত্ব, শাশুড়ীকে বশ এবং ননদ ও দেবরের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেন (১০।৮৫।৪৬)। পতির মৃত্যু হইলে স্ত্রীলোক দেবরকে কামনা করিতেন (১০।৪০।২)। তৎকালে বহু বিবাহ চলিত ছিল (১।১০৫।৮), কিন্তু পুরুষেরা প্রায়ই একটী বিবাহ করিতেন। (১।১০৫।২)। তৎকালে সাধারণী নারী অর্থাৎ এক রমণীর অনেক প্রণয়ী থাকিত (১।১৬৭।৪)। এ ছাড়া তৎকালে গুপ্তপ্রসবিনী (২।২৯।১), ব্যভিচারিণী (২।১৬৬।৪) পতিহীনা নারীর ধনলাভার্থ গৃহে আরোহণ, ভ্রাতৃরহিতা নারীর অপর পুরুষে গমন (১।১২৪।৭) এবং বিধবার দ্যূতক্রীড়া দ্বারা অর্থোপার্জ্জন এই সকল কদাচারও ছিল।

ঋগ্বেদের সময় আর্য্যেরা রাজা (১।৪০।৮, ১।১১৬।১ ইত্যাদি) পুরপতি ১।১৭৩।১০, গ্রামনী (১০।৬২।১১) ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন উচ্চপদে বিভক্ত ছিলেন। তৎকালে রাজা সাধারণের উপর কর ধার্য্য করিতেন (১।৭০।৫); রাজ্যশাসন প্রণালী সুনিয়মে চলিত (১।১৭৩।) রাজগণ অমাত্যবেষ্টিত হইয়া গজস্কন্ধে গমন করিতেন (৪।৪।১)। সুবর্ণ সজ্জাবিশিষ্ট অশ্ব (৪। ২। ৮), যুদ্ধে যুদ্ধাশ্ব, অশ্বারোহী সৈন্য প্রভৃতিরও ব্যবহার ছিল (৪। ৩৮। ৬)।

প্রধান ব্যক্তিরা স্তুতি শুনিতে ভাল বাসিতেন (১।২৭।১২)। যুদ্ধকালে রাজগণ একত্র হইতেন (১০।৯৭।৬)। ঋষিগণ সংসারী আবার যুদ্ধকালে যোদ্ধা ছিলেন (৬।২০।১)। সে কালে রাজকন্যার সহিত ঋষিদিগের বিবাহ হইত (৫।৬১।৮)। বীরপুরুষের বড় আদর ছিল (১।৩১।৬)।

এখনকার মত তখনও উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট ও মধ্যবিৎ এই তিন শ্রেণীর লোক ছিল (৪।২৫।৮), কেহ ধনগৌরবে মত্ত থাকিত, আবার কেহ পেটের অন্নের জন্য ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত (১০।১১৭ সূক্ত)। মধ্যবিৎ লোকেরা বাণিজ্য ব্যবসা দ্বারা সুখে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। (১।৭৯।১।) সে সময়ে লোকে নানা প্রকার কর্ম্ম করিত—কেহ পুরোহিত, কেহ স্তোতা (কবি), কেহ বৈদ্য, কেহ ছুতার, কেহ কামার, কেহ নাপিত, কেহ কাঠুরিয়া, কেহ রথ বা গাড়ী প্রস্তুতকারী, যব মাড়িবার জন্য কোন স্ত্রী, কেহ ধাতু ও অস্ত্রাদি নির্ম্মাণকারী, কেহ জাহাজ অথবা নৌকাকারী, কেহ কশাই, কেহ অশ্বের গাত্রধৌতকারী ইত্যাদি নানা লোকে নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত (১।১৩৫।৫, ৪।২।১৪,—১৬।২০, ৫।১০২।৮)।

তৎকালে পুর (নগরাদি) এবং গ্রাম স্বতন্ত্র ছিল। (১।৪৪।১০,—৪৯।৪,—১১৪।১; ১০।১৪৬।১)। তাঁহারা লৌহনির্ম্মিত নগর (৭।৩।৭, ১৫।১৪), প্রস্তরনির্ম্মিত শত সংখ্যক পুরী (৪।৩০।২১), সহস্রদ্বার ও সহস্র স্তম্ভ বিশিষ্ট অট্টালিকা (১।১১৩।৪, ২।৪১।৫, ৭।৮৮।৫) নির্ম্মাণ করিতেন। উৎকৃষ্ট গৃহ ও সামান্য কুটীর (১।১০১।৮) ও শতদ্বার বিশিষ্ট যন্ত্রগৃহ (১।৫১।৩) প্রভৃতি তাঁহারা অবগত ছিলেন। ইষ্টকাদি দ্বারা তাহারা গৃহাদি নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন (বাজসনেয় ১৩।৩১), যাতায়াতের সুন্দর রাস্তা (ঋক্ ১।৫৮।১) ও দুর্গম পার্ব্বত্যদেশে সুগম পথ নির্ম্মাণ করিতেন (১।১১৬।২০), এবং বিশ্রামস্থানে (পান্থনিবাসে) খাদ্যদ্রব্যের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিতেন। (১।১৬৬।৯)। তৎকালে শকট (১।৩০।১৫), খরিদ বা শিশুকাষ্ঠ নির্ম্মিত (৪।৫৩।১৯), সারথির বসিবার স্থানযুক্ত (১।৬৪।৯) ও অশ্বদ্বয় যোজিত রথ (১।৯৪।১০), ত্রিবন্ধ যুক্ত ও ত্রিকোণ রথ (১।৪৭।২), তিনখানি বসিবার স্থান, তিন চক্র, ও ধাতুত্রয় বিশিষ্ট রথ (১।১৮৩।১), সুবর্ণ-মণ্ডিত ও যুদ্ধার্থ রথ (৫।৬৩।৫) প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত। যোদ্ধারা যুদ্ধকালে সুবর্ণময় কবচ ও উষ্ণীষ (১।২৫।১৩, ৫।৫৪।১১), লৌহবর্ম্ম (১।৫৬।৩), তনুত্রাণ, বর্ম্ম, অংসত্রা, দ্রাপি, সুবর্ণ বক্ষাচ্ছাদন (৪।৫৩।৪), প্রভৃতি ধারণ করিতেন। যুদ্ধযাত্রাকালে নিশান উড়িত (১।১০৩।১১), দুন্দুভি বাজিত (১।২৮।৫), সেনাপতি সশস্ত্র সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইতেন (১।৩৩।৩)। যুদ্ধের সন্দেশবহ থাকিত (৫।৮৩।৩)। যুদ্ধজয় হইলে শত্রুদিগের নিকট যাহা লুট হইত, যোদ্ধারা সকলে পাইত (১।৭১।৫)।

তৎকালে রমণীগণ অঙ্গে অলঙ্কার পরিতে বড় ভাল বাসিতেন। (১।৮৫।১)। তন্মধ্যে নিষ্ক (২।৩৩।১০) অঞ্জি, বাসী, স্রুক্, রুক্ম, খাদি (৫।৫৩।৪) হিরণ্যকর্ণ (কর্ণালঙ্কার) মণি (গ্রীবার) অলঙ্কার প্রভৃতি উল্লেখ পাওয়া যায় (১।১২১।১৪)। মুক্তাদিরও ব্যবহার ছিল, (১০।৬৪।১১)। নিষ্ককারী (স্বর্ণকার) অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিত (৮।৪৭।১৫)। তৎকালে বাণ• (১।৮৫।১০), ক্ষোণী (২।৩৪।১৩) কর্করি প্রভৃতি বীণার ন্যায় বাদ্যযন্ত্র ছিল। নর্ত্তকী নৃত্য-গীত করিত (১।৯২।৪), রঙ্গমঞ্চে পুতুল নাচ হইত (৪।৩২।২৩)।

আর্য্যেরা ঊর্ণা, মেষলোম, চর্ম্ম ও বল্কলের বস্ত্র পরিধান করিতেন। স্ত্রীলোকে বস্ত্র বয়ন করিতেন (২।৩৮।৪), বয়নকার্য্য রাত্রিতে হইত, দুইজন স্ত্রীলোক মিলিয়া টানা ও পোড়েন চালনা করিতেন। (২।৩।৬)।

রমণীগণ রন্ধনকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। আর্য্যেরা দধি মিশ্রিত সক্তু, ভৃষ্টযব, পিষ্টক (৩।৫২।৬), ঘৃত, দুগ্ধ, দধি, মধু, অপূপ, পক্কফল, শাকাদি ও ক্ষীরপক্ক অন্ন ভোজন করিতেন। সময়ে সময়ে তাহারা মহিষ মাংস (৫।২৯।৭), বরাহ মাংস (৮।৭৭।১০), পর্ব্বকালে গাভী (১০।৭৯।৬), ও বৃষ (১০।৮৬।১৪) মাংস রন্ধন করিয়া ভক্ষণ করিতেন। অতিথিদিগকে সুখী করিবার জন্য পশুবলি হইত (১।৩১।১৫)।

শীতপ্রধান দেশে প্রাচীন আর্য্যগণের বাস হওয়ায় তাঁহারা দেহের স্বাস্থ্য বিধানের জন্য অধিক সুরাপ্রিয় ছিলেন (১।১১৬।৭)। তৎকালে শুঁড়িরা চামড়ার বোতলে সুরা রাখিত এবং সকলকেই সুরা বিক্রয় করিতে পারিত (১।১৯১।১০)। সোমরস প্রস্তুত আর্য্যদিগের ধর্ম্ম কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হইত।

তৎকালে আর্য্যেরা বাণিজ্যের জন্য দেশভ্রমণ ও সমুদ্রগমন করিতেন (৪।৫৫।৬)। ক্রয়বিক্রয়ের সময় যাহা চুক্তি হইত, তাহাই থাকিত; চুক্তি ভঙ্গ করা যাইত না (৪।২৪।৯)। মুদ্রারও প্রচলন ছিল (৫।২৭।২)।

এখনকার মত সে সময়ে পল্লিগ্রামে কৃষিকার্য্য হইত। কৃষকেরা চাষ করিত (১০।১১।১ সূক্ত)। তাহারা কৃশূলে

(মরাইয়ে) যব রাখিত (১০। ৬৮। ৩)। পশুর মধ্যে গো, অশ্ব, বড়বা, হস্তী, উষ্ট্র, মেষ ও বহনকারী কুক্কুর প্রাচীন আর্য্যজাতির পালিত পশু মধ্যে গণিত হইত।

প্রাচীন আর্য্যেরা সূর্য্যের দৈনিক গতি (১। ১২৩। ৪), সূর্য্যের দ্বাদশ অর (রাশি), উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন, প্রাচীন মাস ও ঋতুর বিষয় অবগত ছিলেন (১। ১৬৪ সূক্ত)। তাঁহারা আকর্ষণশক্তির বিষয়ও জানিতেন (৯। ৮৫। ১-১৯)
[জ্যোতিষ শব্দে বিস্তারিত বিবরণ দেখ।]

তাঁহারা ওষধির গুণাগুণ জানিতেন, রোগাদির চিকিৎসা করিতে পারিতেন। [আয়ুর্ব্বেদ দেখ।]

ঋক্‌সংহিতায় যুগাদির কোন উল্লেখ নাই। বোধ হয় প্রাচীন আর্য্যগণ যুগাদির বিষয় অবগত ছিলেন না। ঋক্‌সংহিতার অনেক পরে যজুঃসংহিতায় কৃত, ত্রেতা ও দ্বাপরের উল্লেখ পাওয়া যায়। (বাজসনেয় সংহিতা ৩০। ১৮ দেখ।)

প্রাচীন আর্য্যেরা নরকের নাম জানিতেন না। (অথর্ব্ববেদে ১২। ৪। ৩৬ নারক শব্দ পাওয়া যায়।)

[প্রাচীন আর্য্যঋষির পরবর্ত্তী আর্য্যগণের আচার, ব্যবহার ও ধর্ম্মপ্রণালী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, বেদ, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্, জাতি, সভ্যতা প্রভৃতি শব্দে দ্রষ্টব্য।]

কেরলোৎপত্তি নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, পরশুরাম আর্য্য ব্রাহ্মণদিগকে উত্তরদেশ হইতে কেরলে লইয়া যান। এক্ষণে কানাড়ার লোকেরা এবং মহারাষ্ট্রের মাঙ্ নামক নীচ জাতিরা মহারাষ্ট্রিদিগকে আর্য্যর বলিয়া ডাকিয়া থাকে। (Indian Antiquary, iii. p. 222.)

কতদিন হইতে আর্য্য নামের পরিবর্ত্তে হিন্দু নাম এ দেশে চলিত হইয়া আসিতেছে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। প্রাচীন পারসিকেরা সিন্ধু নদতীরবাসী আর্য্যদিগকে সিন্ধুর নামানুসারে হিন্দু বলিয়া ডাকিতেন। বোধ হয় সেই সময় হইতে হিন্দু নামের উৎপত্তি হইয়াছে। [হিন্দু দেখ।]

২ (পুং) শ্বশুর। স্বামী। সাহিত্যদর্পণের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে কাহাকে কাহাকে আর্য্য বলিতে হয়, তাহা লিখিত হইয়াছে। যথা—

"রাজন্নিত্যৃষিভির্বাচ্যঃ সোঽপত্যপ্রত্যয়েন চ॥
স্বেচ্ছয়া নামভির্বিপ্রৈ বিপ্র আর্য্যেতি চেতরৈঃ।
বয়স্যেত্যথবানাম্না বাচ্যো রাজাবিদূষকঃ॥
বাচ্যৌ নটোঽসূত্রধারাবার্য্যনাম্না পরস্পরং।"

ঋষিরা রাজাকে রাজন্! এই বাক্য বলিয়া সম্ভাষণ করিবেন অথবা অপত্য প্রত্যয়ান্ত শব্দ দ্বারা সম্ভাষণ করিবেন; যেমন দাশরথে! পৌরব! পাণ্ডব! ইত্যাদি। বিপ্র বিপ্রকে নাম দ্বারা অথবা অপত্য প্রত্যয়ান্ত পদ দ্বারা সম্ভাষণ করিবেন। যেমন কৌশিক! কুশিকনন্দন! ইত্যাদি। ইতর লোকে ব্রাহ্মণকে আর্য্য! এইরূপ সম্ভাষণ করিবে। রাজা বিদূষককে বয়স্য! বা বিদূষক! এই বলিয়া সম্ভাষণ করিবেন। নট বা সূত্রধার নটীকে আর্য্য বলিয়া সম্ভাষণ করিবেন এবং নটী নট ও সূত্রধারকে আর্য্য বলিয়া সম্ভাষণ করিবেন।

কর্ম্মধারয় সমাসে ব্রাহ্মণ ও পুত্র শব্দ পরে থাকিলে আর্য্য শব্দ প্রকৃতিস্বর হয়। (আর্য্যো ব্রাহ্মণকুমারয়োঃ। পা। ৬। ২। ৫৮। আর্য্যব্রাহ্মণঃ। আর্য্যকুমারঃ। সিং কৌং উক্তসূত্রে।)

আর্য্যক (ত্রি) আর্য্যএব স্বার্থে কন্। আর্য্যশব্দার্থ। (স্ত্রী) টাপ্ (উদীচামাতঃ স্থানে যকপূর্ব্বায়াঃ। পা। ৭। ৩। ৪৬। ইতি বা আত ইত্বং। আর্য্যকা আর্য্যিকা। (পুং) সংজ্ঞায়াং কন্। পিতামহ। ২ নাগবিশেষ। (মহাভারতে আদি পঃ) (ক্লী) পিণ্ডপাত্রাদি পিতৃকার্য্য। (ত্রিং শে)।

আর্য্যগৃহ্য (ত্রি) আর্য্যগৃহ্য (পদাস্বৈরিবাহ্যাপক্ষ্যেষু চ। পা ৩। ১। ১১৯।) ইতি পক্ষ্যার্থে ক্যপ্। ৬ তৎ। আর্য্যপক্ষাশ্রিত। (পক্ষে ভবঃ পক্ষ্যঃ দিগাদিভ্যো যৎ। আর্য্যগৃহ্য তৎপক্ষাশ্রিত ইত্যর্থঃ। সিং কৌ উক্তসূত্রে।) সৎপক্ষ। (রঘু ২। ৩৩)

আর্য্যতারাদেবী। বৌদ্ধতন্ত্রোক্ত শক্তিবিশেষ। মহাযান সম্প্রদায়েরা বলেন, ইনি সর্ব্বপ্রথমা ও শ্রেষ্ঠা শক্তি। বুদ্ধগয়া, নাসিক, অজন্তা, আরঙ্গবাদ, নেপাল, কঁড়েরি প্রভৃতি স্থানে ইহার প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি দেখা যায়। নেপাল ও কঁড়েরির গুহামন্দিরে অবলোকিতেশ্বরের পার্শ্বে আর্য্যতারাদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। তাঁহার দক্ষিণ হস্তে একটী পুষ্প এবং বাম হস্তে একটী মুকুল শোভা পাইতেছে।—বৌদ্ধমতে ইনি মানবের মুক্তিবিধায়িনী। Vassilief, Bouddhisme, p. 125)

আর্য্যদেব। নাগার্জ্জুনের একজন শিষ্য। তিনি খৃষ্টের ১ম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে কোন ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। শতসমাধি এবং চতুঃশতী গাথা রচনা করেন। একজন তীর্থিক তাঁহার উদর বিদীর্ণ করিয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলেন। তাঁহার অপর নাম কানাদেব।

আর্য্যধর্ম্ম (পুং) আর্য্যাণাং ধর্ম্মঃ ৬ তৎ। সদাচার।

আর্য্যপথ (পুং) আর্য্যাণাং পন্থাঃ (ঋক্‌পূরব্ধূঃ পথামানক্ষে। পা। ৫। ৪। ৭৪ ইতি অজন্ত ৬তৎ) সদাচার। আর্য্যমার্গাদি শব্দও ঐ অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

আর্য্যপুত্র (পুং) আর্য্যস্ত পুত্রঃ ৬ তৎ। *স্বামী। মান্যের পুত্র।

আর্য্যপ্রায় (পুং) আর্য্যাঃ প্রায়ো বহুল্যেনাত্র বহুব্রী। আর্য্যবর্ত্তাদি দেশ।

আর্য্যভট (পুং) প্রসিদ্ধ জ্যোতিষগ্রন্থ রচয়িতা।

তিনি কুসুমপুরে আপনার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"ব্রহ্মকুশশিবুধভৃগুরবিকুজগুরুকোণভগণান্নমস্কৃত্য।
আর্য্যভটস্তিহ নিগদতি কুসুমপুরেঽভ্যর্চ্চিতং জ্ঞানম্॥"

গণিতপাদ ১।

তৎকৃত আর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থে লিখিত আছে—

"ষষ্ট্যব্দানাং ষষ্টির্যদা ব্যতীতাস্ত্রয়শ্চ যুগপাদাঃ।
ত্র্যধিকা বিংশতিরব্দাস্তদেহ মম জন্মনোঽতীতাঃ॥"

কালক্রিয়াপাদ ১০।

তিন যুগ অতীত হইবার পর ৬০ × ৬০ = ৩৬০০ বর্ষ হইলে আমার জন্মের ২৩ বৎসর অতীত হয়।

উক্ত বচনানুসারে (৩৬০০-২৩) কলির ৩৫৭৭ বৎসর গত হইলে আর্য্যভটের জন্ম হয়। তাহা হইলে তাঁহার জন্মকাল খৃষ্টের ৪৭৫ অব্দ হইতেছে।

আর্যভট এইরূপে সংখ্যা গণনা করিতেন।

ক = ১, খ = ২, ঙ = ৫, অ = ১০, ট = ১১, ন = ২০, প = ২১, ম = ২৫। য = ন + ম। এতদ্ভিন্ন অপর ব্যঞ্জন বর্ণ প্রত্যেকটি ১০ অর্থাৎ র বলিলে য + ১০ = ৪০। এইরূপে ক্ষ = ৭০, ষ = ৮০, স = ৯০, হ = ১০০। প্রত্যেক হ্রস্বস্বর দশগুণ করিয়া বৃদ্ধি হয়। যেমন—

ই ১০০ গি = ৩০০ চি = ৬০০।
উ ১০০০০ গু = ৩০০০০ ইত্যাদি।

এইরূপে আর্য্যভটের মতে ৪৪ লিখিতে হইল ঘর বা ত্র।

আর্য্যভট এইরূপে জ্যোতিষ গণনা করিতেন।

রবির ভগণ ৪৩২০০০০, চন্দ্রের ৫৭৭৫৩৩৩৬, পৃথিবীর ১৫৮২২৩৭৫০০, শনির ১৪৬৫৬৪, গুরুর ৩৬৪২২৪, কুজের ২২৯৬৮২৪, ভৃগু ও বুধের রবির সমান।

চন্দ্রোচ্চ ৪৮৮২১৯, ভৃগুর ১৭৯৩৭০২০, বুধের ৭০২২৩৮৮। চন্দ্রের পাত ২৩২২২৬।

২ অপর একজন আর্য্যভট্টের নাম পাওয়া যায়। তিনি দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি পূর্ব্বোক্ত আর্য্যভট প্রভৃতির মত লইয়া গ্রন্থ রচনা করেন। (তাঁহার বিবরণ Journal of Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, N. S. vol. I. [দেখ।]

আর্য্যমহাবীর। জৈনশাস্ত্রোক্ত সিদ্ধপুরুষ বিশেষ। ইনি শত বৎসর জীবিত ছিলেন। জৈনসম্বৎ ২৪৯ বৎসর পরে ইহার মৃত্যু হয়।

আর্য্যব্রত (স্ত্রী) আর্য্যাণাং ব্রতং ৬তৎ। সাধুর কর্ত্তব্য নিয়ম। আর্য্যদের ব্রতমস্ত।

আর্য্যশ্বেত (পুং) আর্য্যং শ্রেষ্ঠং শ্বেতং চরিতং যস্য। শ্রেষ্ঠচরিত। ততঃ (শিবাদিভ্যোঽণ্। পা। ৪।১।১১২। ইত্যণ্।) আর্য্যশ্বেতের স্ত্রী ও পুত্ররূপ অপত্য (স্ত্রী) ঙীপ্।

আর্য্যসিংহ। সিংহলাপুত্র। ইনি মধ্যদেশের অধিবাসী, কাবুলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে যান। তথাকার রাজা আর্য্যসিংহের প্রাণ বধ করিতে আদেশ দেন। (Indian Antiquary ; vol. IX. p. 316)।

আর্য্যসুস্থিত। আর্য্যসুহস্তির প্রধান শিষ্য। ইনি ব্যাঘ্রাপত্যাগোত্রীয় ছিলেন। এই ব্যক্তি হইতে জৈনদিগের কোটিকগচ্ছ বংশ উৎপন্ন হয়। ৩১৩ বৎসর পরে, ৯৬ বৎসর বয়সে ইহার মৃত্যু হয়।

আর্য্যসুহস্তি। জৈনদিগের একজন সিদ্ধপুরুষ। ইনি বশিষ্ঠ গোত্রীয় ছিলেন। সম্প্রতি রাজাকে জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। Tod's Rajasthan, vol. i. p. 207. 2 end.)

আর্য্যহলং (অব্য) আর্য্যং হলতি বিদীর্য্যতি আর্য্যহল অনুস্বারাদি পাঠাদস্যাব্যয়ত্বং। বলাৎকার।

আর্য্যা (স্ত্রী) দুর্গা। শ্বশ্রূ। (শাশুড়ী)। শ্রেষ্ঠস্ত্রী। মাত্রাবৃত্তবিশেষ। (আর্য্যামাত্রবৃত্তভেদয়োঃ। বিশ্ব।) আর্য্যাবৃত্তের লক্ষণ যথা—"লক্ষ্মৈতৎ সপ্তগণাগোপেতা নেহ ভবতি বিষমে জঃ। ষষ্ঠোঽয়ঞ্চ নলঘুবা প্রথমেঽর্দ্ধে নিয়তমার্য্যায়াঃ। ষষ্ঠেদ্বিতীয়লাৎ পরকেনলে মুখলাচ্চ সযতি পদনিয়মঃ। চরমেঽর্দ্ধে পঞ্চমকে তস্মাদিহ ভবতি ষষ্ঠোলঃ।" বৃত্তরত্নাকর)

১ পথ্যা ২ বিপুলা ৩ চপলা ৪ মুখচপলা ৫ জঘনচপলা ৬ গীতি ৭ উপগীতি ৮ উদ্গীতি ৯ আর্য্যগীতি আর্য্যা এই নয় প্রকার।

আর্য্যাগীতি (স্ত্রী) আর্য্যা গীতিরিব। বৃত্তরত্নাকরোক্ত মাত্রাবৃত্ত বিশেষ।

আর্য্যাণক। দেশবিশেষ। তুষার দেশের নিকটে অবস্থিত। যথা—

"তুষারবর্ষৈ র্বহলৈ স্তমকাণ্ডনিপাতিভিঃ।
আর্য্যাণকাভিধে দেশে বিপন্নং কেচিদূচিরে॥"

রাজতরঙ্গিণী ৪। ৩৬৭।

এই দেশ গ্রীক ঐতিহাসিকোক্ত আরিয়ানা (Ariana) বলিয়া বোধ হয়। গ্রীকদের বর্ণানুসারে এই দেশ ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমে এবং বর্ত্তমান আফগানিস্তানের অধিকাংশ

আর্য্যাবর্ত্ত (পুং) আর্য্যাঃ শ্রেষ্ঠা আবর্ত্তন্তে পুণ্যভূমিত্বেন বসন্ত্যত্র আ বৃত-আধারে ঘঞ্। ভারতবর্ষের বিভাগ বিশেষ। ভারতবর্ষ দুইভাগে বিভক্ত, উত্তরভাগ আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণভাগ দক্ষিণাপথ। আর্য্যেরা প্রথমতঃ এই খণ্ডে আসিয়া বাস করেন বলিয়া এই স্থানের নাম আর্য্যাবর্ত্ত হয়। মনু আর্য্যাবর্ত্তের এইরূপ সীমা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন—

"আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্ব্বুধা॥"

পূর্ব্ব ও পশ্চিমে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত, উত্তর ও দক্ষিণে গিরি ইহার মধ্যবর্ত্তী স্থানকে পণ্ডিতেরা আর্য্যাবর্ত্ত বলেন।

রামায়ণে যদিও অর্য্যাবর্ত্ত নামের স্পষ্ট উল্লেখ নাই, কিন্তু সঙ্কেত আছে। যথা—

"শঙ্করশ্বশুরো নাম্না হিমবানিতি বিশ্রুতঃ॥
বিন্ধ্যপর্ব্বতমাসাদ্য নিরীক্ষেতে পরস্পরম্।
তয়োর্মধ্যে সমভবৎ যজ্ঞস্য পুরুষোত্তম॥"
আদি ৩৯। ৪-৫।

শিবের শ্বশুর হিমবান্ নামে বিখ্যাত পর্ব্বত এবং বিন্ধ্য পর্ব্বত, পরস্পরে নিরীক্ষণ করিতেছেন। হে পুরুষোত্তম! সেই দুই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থানে সগরের যজ্ঞ হইয়াছিল।

ব্রহ্ম, ব্রহ্মাণ্ড, মৎস্য, মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি পুরাণের মতে—

"পূর্ব্বে কিরাতাহস্যান্তে পশ্চিমে যবনাঃ স্মৃতাঃ॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা মধ্যে শূদ্রাশ্চ ভাগশঃ।
ইজ্যাযুদ্ধবণিজ্যাভির্বর্ত্তয়ন্তো ব্যবস্থিতাঃ॥"
ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৪৪। ৮২॥

বামনপুরাণের মতে—

"পূর্ব্বে কিরাতা যস্যান্তে পশ্চিমে যবনাঃ স্মৃতাঃ॥
আন্ধ্রা দক্ষিণতো বীর! তুরুষ্কাস্বপিচোত্তরে।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রাশ্চান্তরবাসিনঃ॥"
১৩। ১১-১২।

এই দ্বীপের পূর্ব্বে কিরাত ও পশ্চিমে যবনগণ অবস্থান করে, দক্ষিণে আন্ধ্র ও উত্তরে তুরুষ্ক আছে। এখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও শূদ্র প্রভৃতি নানাবিধ জাতি বাস করে। (মানবগণ যজ্ঞ, যুদ্ধ, বাণিজ্য প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা এই স্থান পবিত্র করেন।) যদিও পুরাণাদিতে কুমারদ্বীপের বর্ণনা স্থলে এইরূপ লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ইহাই আর্য্যাবর্ত্তের সীমা বলিয়া স্বীকার করিলে দোষ পড়ে না।

পাণিনির ২। ৪। ১০ সূত্রের মহাভাষ্যে পতঞ্জলি আর্য্যাবর্ত্তের এইরূপ সীমা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, "কে পুনরার্য্যাবর্ত্তাঃ? প্রাগাদর্শাৎ প্রত্যক্কালকবনাদ্দক্ষিণেন হিমবন্তমুত্তরেণ পরিপাত্রম্।"

আর্য্যাবর্ত্ত আবার কাহারা? যে স্থান আদর্শের পূর্ব্বে, কালকবনের পশ্চিমে, হিমবানের দক্ষিণে এবং পরিপাত্রের উত্তরে।

মেধাতিথি, কুল্লূক প্রভৃতি মনুসংহিতার ভাষ্যকার ও টীকাকার এবং অমর প্রভৃতি আভিধানিকের মতে হিমালয় ও বিন্ধ্যের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে আর্য্যাবর্ত্ত বলে (পর্ব্বতয়োঃ হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্যদন্তরং মধ্যং স আর্য্যাবর্ত্তো দেশো বুধৈঃ শিষ্টৈরুচ্যতে। মেধাতিথিভাষ্য ২। ২২।)

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা জানা যাইতেছে, ভারতবর্ষের পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত সমুদায় উত্তর বিভাগকে পূর্ব্বকালে আর্য্যাবর্ত্ত বলা হইত।

পাশ্চাত্য গ্রীক্ ঐতিহাসিক এরিয়ান ভারতবর্ষের উত্তর সীমা এইরূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন—

"উত্তরে তরাস্ (Taurus) গিরিশ্রেণী সমুদ্রতীরবর্ত্তী পাম্ফিলিয়া (Pamphylia), লাইসিয়া (Lycia) ও শিলিশিয়া (Cilicia) নামক দেশ দিয়া সমস্ত আসিয়াখণ্ডকে ভাগ করিয়া পশ্চিম দেশে বিস্তীর্ণ হইয়াছে। এই পর্ব্বত নানাস্থানে নানা নামে অভিহিত হইয়াছে। এক স্থানে ইহাকে পরোপমিসস্ (Paropamisus), অপর কোন স্থানে ইমোডস্ (Imodus), আবার কোন স্থানে ইমৌস্ (Imaus) (হিমালয় বলে)। মাকিদনীয়রা ইহাকে কোকসস্ (Kaukasus) বলিয়া থাকে।" (Arrian, *Indika*, II.) এরিয়ানের মত স্বীকার করিলে ভারতবর্ষের উত্তরভাগ অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত্ত অনেক দূর অবধি বিস্তারিত হইয়া পড়ে। বোধ হয় পূর্ব্বকালে বর্ত্তমান হিমালয় ছাড়িয়া উত্তর পশ্চিম দেশসমূহে আর্য্যগণের বাস থাকায় ঐ সকল স্থান ভারতবর্ষের উত্তরভাগ বা আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া গণিত হইত। মনু আর্য্যাবর্ত্তের উত্তর সীমা নির্দ্ধারণকালে কেবল পর্ব্বতের উল্লেখ করিয়াছেন, উহা কোন পর্ব্বত তাহা কিছু বলেন নাই, অথচ মনুসংহিতা মধ্যে পারদ, দরদ, চীন, হূণ, পারসিক প্রভৃতি জাতির উল্লেখে উহারা আর্য্যাবর্ত্তের সন্নিহিত বলিয়া অনুমিত হয়।

মহাভাষ্য ও পুরাণের বচনানুসারে আর্য্যাবর্ত্তের প্রকৃত সীমা পাওয়া যায়। এখন দেখা যাউক, মহাভাষ্য ও পুরাণে যে সকল সীমান্ত স্থানের উল্লেখ আছে, এখন সেই সকল স্থান কোথায়?

মহাভাষ্য ও পুরাণের মতে আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বে আদর্শ ও কিরাত নামক জনপদ। গ্রীক্ঐতিহাসিক টলেমি

আদইসগ (Adeisaga) নামে একটী নগরের উল্লেখ করিয়াছেন, উহা রডামর্কোট্ট (Rhodamarkotta) নামক স্থানের একটী নগর *। [Ptolemy, Geog. VII. Cap. I. 23] সেণ্ট মার্টিন এই স্থানের বর্ত্তমান নাম রঙ্গমাটী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। [V. St. Martin, *Etude sur la Geographic Grecque et Latine de l'Inde, p. 352*] এই স্থানের নিকটে আদইসগ নগর †। এই আদইসগ মহাভাষ্যোক্ত আদর্শ বলিয়া বোধ হয়; উহা বর্ত্তমান চাটগাঁর সীমান্তে অবস্থিত ছিল।

টলেমি কিরাডিয়া (Airrhadai বা Kirradia) নামক জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন, উহা পুরাণোক্ত লৌহিত্য নামক নদের পূর্ব্বে বলিয়া বোধ হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে আরাকান নদীর তীরবর্ত্তী স্থানে কিরাত-রাজ্য ছিল।

অতএব আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বসীমা ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্ব প্রদেশ ও বর্ত্তমান আরাকান রাজ্য প্রতিপন্ন হইতেছে।

মহাভাষ্য ও পুরাণের মতে আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিমে কালক ও যবন নামক রাজ্য। কালক নামক জনপদ মহাভারতাদিতে কালতোয়ক নামে আভীর ও অপরান্তাদি দেশের সহিত উক্ত হইয়াছে। [মহাভারত ভীষ্ম ৯। ৪৬, মৎস্য ১৩। ৪০, মার্ক ৫৭। ২৫, ব্রহ্মাণ্ড ৪৯। বামন পু ১৩। ৩৬ ইত্যাদি]। টলেমি কোলক (Koloka) এবং এরিয়ান্ ক্রোকল (Krokala) নামক জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন [Ptolemy, *Geog.* vii. ch. i. 58; Arrian, *Indika* sec. 21]। উক্ত উভয় নাম কালক শব্দের রূপান্তরমাত্র। এক্ষণে করাচী উপসাগরের উপকূলে কাল্কল্ল বা কার্কল্ল নামে একটী জেলা দেখা যায়, উহা পুরাণোক্ত কালতোয়ক রাজ্যের অংশমাত্র বলিয়া বোধ হয়। বিষ্ণুপুরাণে কালযবন নামক একজন যবননৃপতির নাম পাওয়া যায় (বিষ্ণু পু ৫। ২৩। ৫) সম্ভবতঃ তিনি কালক ও যবন দেশের রাজা ছিলেন বলিয়া ঐ নাম হইয়া থাকিবে। বিশেষতঃ পুরাণেও যবনরাজ্য পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বলিয়াও উক্ত হইয়াছে। [যবন শব্দ ও আর্য্যাবর্ত্তের মানচিত্র দেখ।]

* ইউলের মতে Rhodamarkotta = রঙ্গমৃত্তিকা। (Smith's Historical Atlas of Ancient Geography দেখ।) রাজকীয় মানচিত্রে ইহার নাম Rangamatia.

† পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এই স্থানের বর্ত্তমান বা সংস্কৃত নাম নিরূপণ করিতে পারেন নাই। টলেমির মতে ইহা অক্ষান্তর ২৩° ও তৎকথিত ১৫১° ৩´দেশান্তরের মধ্যে অবস্থিত।

* বামনপুরাণের মতে ভারতবর্ষের উত্তর সীমা তুরুষ্ক। এই তুরুষ্ক অপরাপর পুরাণে তুষার নামে কথিত হইয়াছে। (মৎস্য পু ১২০। ৪৫, ব্রহ্মাণ্ড ৪৪। বামন ১৩। ৪০, মার্ক ৫৭। ৩৯) ইহা টলেমি কথিত তোখরৈ (Tokharoi)। বর্ত্তমান বাল্খ ও তক্তই সুলিমান নামক পর্ব্বতের অন্তরালস্থানে পূর্ব্বে তুখার জাতির বাস ছিল। সম্ভবতঃ এই স্থানই তুষার বা তুরুষ্ক নামে পৌরাণিক সময়ে অভিহিত হইত। ইহার বর্ত্তমান নাম তুখারিস্তান।

মহাভাষ্য ও মনুভাষ্যকারদিগের মতে আর্য্যাবর্ত্তের দক্ষিণ সীমা পরিপাত্র ও বিন্ধ্য। পরিপাত্র পুরাণোক্ত পারিপাত্র বা পারিযাত্র। এই পর্ব্বত বিন্ধ্যের পশ্চিম ও উত্তরাংশে বিস্তৃত। এক্ষণে এই পর্ব্বতের কিয়দংশকে 'পথর শ্রেণী' বলে। এই পাহাড়ের উত্তরাংশে চীনপরিব্রাজক হিয়োন্‌সিয়াং বর্ণিত পো-লি-যে-তো-লো (পারিযাত্র) নামক জনপদ ছিল। [Beal's Buddhist Records, vol. i. p. 179.]

১। আর্য্যাবর্ত্তের উত্তরপশ্চিমে, এই কয়েকটী প্রধান জনপদ ছিল। ১ কশ্মীর—(মহাভারত ভীষ্ম ৯। ৫৩, মার্ক ১৫৮। ৪৯)। প্রাচীন গ্রীকগণ অস্মিরই (Asmiraia) বলিয়া ডাকিতেন। (Ptolemy, Bk. vi. cap. 13. 3.)। ইহার বর্ত্তমান নামও কশ্মীর।

২ অভিসার—(মহা. ভী ৯। ৫৩, মার্ক ৫৮। ৪৯, বৃহৎসংহিতা ১৪। ২৯।) = Abissarai. (Arrian *Indika* Sec. iv.) এই স্থান কশ্মীরের পশ্চিমে এবং ঔরশ রাজ্যের দক্ষিণে। এক্ষণে ইহার কতকাংশ কশ্মীর ও কতকাংশ হজারার অন্তর্গত। এখন এখানে গখর জাতির বাস। [Cunningham's Archæological Survey of India Reports vol. ii. p. 28-29.]

৩ ঔরশ—(মার্ক ৫১। ৪০, মৎস্য ১২০। ৪৬, ব্রহ্মাণ্ড ৪৪, = ঔর্ব্বশ, বামন ১৩। ৪১) টলেমির অর্শ (Arsa বা Varsa) [Geog. vii. i. 45.] ইহা সিন্ধুনদী ও বর্ত্তমান কশ্মীর রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত ছিল। হিয়োন্ সিয়াং ইহাকে উ-ল-যী নামে সম্বোধন করিয়াছেন। [Beal's Rec. I. 147.] উহা মুজাফরাবাদের পশ্চিমে ধন্তবারস্থিত বর্ত্তমান রশ নামক স্থান।

৪ দার্ব্ব—(মার্ক ৪৭। ৪১, ৫৭; = দর্ব্ব, মহ-ভী, ৯। ৫৪ ব্রহ্মাণ্ড ৪৪। ১৩৬, মৎস্য ১১৩। ৬, = দুষ্ট, বামন ১৩। ৫৬) = Dyrvaci. ঔরশ ও কশ্মীর রাজ্যের উত্তরে।

৫ ঘোষ—[মার্ক ৫৮। ৫] দরদ ও দার্ব্বের মধ্যে

বর্ত্তমান কশ্মীর রাজ্যের প্রান্ত সীমায় কৃষ্ণগঙ্গার পশ্চিম দিকে এই জনপদ ছিল।

৬ জাঙ্গুব—বর্ত্তমান পাঞ্জকোরা ও সিন্ধুনদের মধ্যবর্ত্তী-বর্ত্তমান বুনার নামক স্থানের উত্তর। [আর্য্য শব্দ দেখ।]

৭ দরদ—(মহা ভী ৯। ৬৭, বামন ১৩। ৩৯, মার্ক ৫৭। ৩৮, মৎস্য ১২০। ৪৬, ব্রহ্মাণ্ড ৪৪ অঃ।) টলেমির মতে দরদ্রৈ (Daradrai) নামক জাতি, উহারা সৌঅস্তিন্‌ ও লম্বটে নামক স্থানের পূর্ব্বে ও সিন্ধুনদের উত্তরাংশে বাস করিত। এই স্থানের বর্ত্তমান নাম দার্দ্দিস্তান। এখানকার লোকের ভাষা অনেকটা সংস্কৃত ভাষার ন্যায়। [Leitner's Dardistan.] মহাভারতে সভাপর্ব্বে লিখিত আছে, এই স্থানের লোকেরা রাজা যুধিষ্ঠিরকে কর দিতে গিয়াছিল, তাহাদের নাম পিপীলিক। হিরোদতস্‌ স্বর্ণখননকারী পিপীলিকার নাম উল্লেখ করিয়াছেন; [Harod. tib. vi. e. cii.] উহারাই বোধ হয় মহাভারতোক্ত পিপীলিক।

৮ খশ—(মহা.ভী ৯। ৬৭, ব্রহ্মাণ্ড ৪৪। ১৩৪, মার্ক ৫৭। ৫৬, বামন ১৩। ৫৬) বর্ত্তমান দার্দ্দিস্তানের উত্তরে, পামিরের নিকট অবধি।

৯ কাম্বোজ—(মনু ১০। ৪৪ রামায়ণ, ২। ৬ অঃ। মহা.ভী ৯। ৬৫, বামন ১৩। ৩৯, মার্ক ৫৭। ৩৮) এই স্থান বর্ত্তমান বদক্‌সানের পূর্ব্বে ও কুশ পর্ব্বতের নিকটে ছিল। কাম্বোজের লোকেরা সংস্কৃত কথা কহিত। [নিরুক্ত ২। ২ দেখ।]

১০ মাণ্ডব্য—(মার্ক ৫৮। ৬, বামন ১৩। ৪৭) গ্রীক্‌দিগের বণ্ডবণ্ড (Ptolemy, vi. 1?. 5.) পাণিনি কথিত ভাণ্ডব বলিয়া বোধ হয়। বর্ত্তমান চিত্রল নদীর ধারে কাফেরিস্তানের কিয়দংশে। বণ্ডবণ্ড নগরের বর্ত্তমান নাম বণ্ড-ই-গিজর।

১১ স্বপার্শ্ব—(বামন ১৩। ৪২) ইহা এরিয়ান-উক্ত সপর্ণস্‌ (Saparnas) বলিয়া বোধ হয়। [*Indika*, sec. IV.] বর্ত্তমান স্বাৎ প্রদেশের উত্তরে অবস্থিত ছিল।

১২ গৌরগ্রীব—(মার্ক ৫৮। ৮ কোন কোন স্থানে ঘোর এইরূপ নামও পাওয়া যায়)। ইহাই টলেমির Goryala ও এরিয়ানের Garroia নামক প্রদেশ। [Ptolemy, VII. I. 42; Arrian, *Indika*.] বর্ত্তমান স্বাৎ প্রদেশের উত্তরাঞ্চল লণ্ডই নদীর তীরোবর্ত্তী স্থান। লণ্ডই নদী ঋগ্বেদে ও মহাভারতে গৌরী নদী নামে অভিহিত হইয়াছে।

১৩ লম্পক—[মার্ক ৫৭। ৩০, মৎস্য ১১৩। ৪০, মহাভারতে ইহার নাম লম্পক, দ্রোণ ১১৯। ৪২।) টলেমি কথিত (Lambatai) বলিয়া বোধ হয়। হিয়োন্‌সিয়াং বর্ণিত লন্‌-পো। এক্ষণে লম্‌ঘান নামে প্রচলিত।

১৪ অশ্বক—[মহা. ভী ৯। ৪৩, পুরাণে ইহার নাম অশ্বমুখ, মার্ক ৫৮। ৪৩] এই স্থানই এরিয়ানের অস্‌সকনি (Assakani)। ইহার প্রধান নগরের নাম মস্‌সক (Massaca) [*Indika*. I] এই নগর পুরাণোক্ত মশক। এই রাজ্য বর্ত্তমান কাফেরিস্তানের দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত ছিল।

১৫ আর্জ্জুনায়ন—[পাণিনি অশ্বাদিগণে গ্রহণ করিয়াছেন।] এই স্থান অশ্বকের পশ্চিমে। আলাহাবাদের শিল্পলিপিতে এই দেশের নাম প্রার্জ্জুন গৃহীত হইয়াছে। [Indian Antiquary, vol. XIII. p. 338] এখনও জলালাবাদ ক্ষেত্রে যাইবার সময় ঐ স্থানকে অর্জ্জুন বলিয়া থাকে।

১৬ পারশব—(মার্ক ৫৮। ৩১, বৃহৎসংহিতা ১৪। ১৮)। এই জনপদ আর্জ্জুনায়নের পশ্চিমে। ইহার প্রধান নগর পশু। ইহাই প্লিনি কথিত পার্সিয়ই (Parsioi) [Pliny, vi. c. 18.] হিয়োন্‌সিয়াং ইহার নাম্‌ ফো-লি-শি-স-তঙ্গ্‌ ন (পশুস্থান) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ত্তমান পাসঘান শ্রেণীর নিকটস্থ স্থান।

১৭ কাপিশী—(পা ৪। ২। ৯৯) এই ক্ষুদ্র জনপদকে টলেমি কপিস্‌স (Capissa) নামে উল্লেখ করিয়াছেন। হিয়োন্‌সিয়াং কথিত কি-এ-পি-শি। বর্ত্তমান কোহিস্তানের উত্তরাঞ্চল।

১৮ গন্ধার—(ঋক্‌ ১। ১২৬। ৭, মহা ভী ৯। ৫৩; মৎস্য ১১৩। ৪১, মার্ক ৫৭। ৩৬, বামন ১৩। ৩৭; ব্রহ্মাণ্ড ৪৪ অঃ) পূর্ব্বকালে পঞ্জাবের পশ্চিমাংশ ও প্রায় সমুদয় আফ্‌গানিস্তান গন্ধার নামে অভিহিত হইত। তৎকালে হিন্দুরাজাদের অধীনে ছিল। পেরিপ্লস্‌ ইহা গণ্ডারই (Gandaraioi) নামে উল্লেখ করিয়াছেন [Periplus, 47: Indian Antiquary, vol. VIII. p. 12]

১৯ নিগর্হর—(ব্রহ্মাণ্ড ৪৪। ১৩৫, কোন কোন পুরাণে এই নামের পরিবর্ত্তে নীহার নাম পাওয়া যায়, মার্ক ৫৭। ৫৬) এই স্থান গ্রীক্‌ ঐতিহাসিকোক্ত নিসা (Nyssa বা Nysa) বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। [Arrian, lib. v.—Curtius VIII. cap. X. 7.] পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহার নাম নগরহার বলিয়া স্থির করিয়াছেন, কিন্তু এই নাম কোন পুরাণাদি বা সংস্কৃত শাস্ত্রে পাওয়া যায় নাই। অতএব নগরহারের পরিবর্ত্তে নিগর্হর নাম গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত।

এই জনপদ বর্ত্তমান কাবুল ও সুর্খাব নদীর সংযোগস্থলে। জলালাবাদ এই প্রদেশের অন্তর্গত।

২০ উজ্জিহান—(মার্ক ৪৮।৬, মহাভারতাদিতে ইহার নাম উজ্জানক—মহা বন ১৩০। ১৭, হরি ১১। ২৯)। পরিব্রাজক হিয়োন্‌সিয়াং ইহার নাম উ-চঙ্‌-ন নামে উল্লেখ করিয়াছেন। [আর্য্যশব্দ দেখ।]

২১ পরুষক [ব্রহ্মাণ্ড ৪৩ অ:] ইহাই চীন পরিব্রাজক বর্ণিত পো-লু-ষ-পু-লো (পুরুষপুর), ইহার বর্ত্তমান নাম পেশাবর।

২২ পুষ্কলাবত—ভরতের পুত্র পুষ্কল এই স্থানে রাজত্ব করেন বলিয়া এই স্থানের নাম পুষ্কলাবত হয়। [রামায়ণ ৭।১০১ অ:] পুরাণান্তরে ইহার নাম পুষ্কলাবর্ত্ত গৃহীত হইয়াছে, [মার্ক ৫৮। ৪৪] ইহাই পেরিপ্লাসের প্রোক্লইস্ (Proklais) ও এরিয়ানের পেউকেলৈতেস্ (Peukelaites.) [Periplus 47, Arrian sec. I] বর্ত্তমান স্বাৎ নদীর তীরোবর্ত্তী হস্তনগর।

২৩ তক্ষশিলা—কনিংহামের মতে এখানে তক্ক জাতির বাস ছিল, তাহাদের নামানুসারে এই স্থানের নাম তক্ষশিলা হয়। [Cunningham's Reports vol. II. p. 6] কিন্তু এই মত সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। রামায়ণের মতে ভরতপুত্র তক্ষের নামানুসারে এই স্থানের নাম তক্ষশিলা হয়। [রাম. উত্তর ১০১ অ:] গ্রীকগণ ইহাকে তক্ষিলা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইয়োন্‌সিয়াং বর্ণিত ত-চ-সি লো। ইহার বর্ত্তমান নাম শাহেধেরী।

২৪ বরণা (পা ৪। ১। ৮২।) বর্ত্তমান নাম বুনার, ইহা আটকের উত্তর পূর্ব্বে।

২৫ কুথপ্রাবরণ—[বিষ্ণু, কোন ২ পুরাণের মতে ইহার নাম চীনপ্রাবরণ (মার্ক ৫৮। ৫২) টলেমিবর্ণিত কোড্রন (Cordron) নামক নগর কুথপ্রাবরণ-নগর বলিয়া অনুমিত হয়।

২৬ বর্ণু—(পা ৪। ২। ১০৩, ৪। ৩। ৯৩) এখানে প্রবাহিত বর্ণু নদীর নামানুসারে এই জনপদের নাম বর্ণু হইয়াছে। হিয়োন্‌সিয়াং বর্ণিত ফ-ল-ন (বরণ)। তাঁহার সময়ে ইহা কাপিশের অধিকারভুক্ত ছিল। ইহার বর্ত্তমান নাম বন্নু।

২৭ আর্কোদ (পা ৫। ৩। ৯১ কৈ) এই স্থান টলেমির অরখোসিয়া (Arakhoshia) বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। [Ind Ant. vol. I. p. 22.] হেলমণ্ড নদীর নিকটস্থ অরোথজ বা রুথজ নামে একটী নগর আছে, উহা আর্কোদের রাজধানী ছিল।

২৮ শূদ্র—(মহা-ভী ৯। ৬৭, পুরাণে এই জনপদের নাম শূদ্রকুল, মার্ক ৫৭। ৩৮, মৎস্য ১১৩। ৪২, বামন ১৩। ৩৯) ইহা টলেমি-কথিত সৈড্রৈ (Sydroi) বলিয়া বোধ হয়। বর্ত্তমান লোহন ও সুলিমান খেলের মধ্যে ছিল।

২৯ শিবাট—(মহা-ভী ৯।৬৩) কোন কোন পুরাণে 'শিবপুর' গৃহীত হইয়াছে (ব্রহ্মাণ্ড ৪৬। ৪৫)। ইহার বর্ত্তমান নাম শেবিস্তান।

৩০ ক্ষত্রিয় (মার্ক ৫৭। ৩৮, মৎস্য ১১৩। ৩৮, বামন ১৩। ৩৯, অপর নাম রাজন্য, মার্ক ৫৮। ৪৭) সিন্ধুনদের পশ্চিমে ডেরা ইস্মাইলখাঁর দক্ষিণে এই রাজ্য ছিল।

৩১ সিন্ধুসৌবীর—(মহা.ভী ৯। ৫০, বিষ্ণু ২। ৩। ১৭, মার্ক ৩৭। ৩৬, বামন ১৩। ৩৫, মৎস্য ১১৩। ৪১) বর্ত্তমান সিন্ধুসাগর দুয়াব।

৩২ আরট্ট—(মৎস্য ১২০। ৪৭) [আরট্ট দেখ।]

৩৩ বাহীক—(শতপথ ১। ৭। ৩। ৮, মহা.কর্ণ ৪৪।৫৯) আরট্টের কিয়দংশ।

৩৪ মদ্র—(মহা.ভী.৯। ৪১, বামন ১৩। ৩৭, মার্ক ৫৭। ৩৬, বিষ্ণু ২। ৩। ১৭, মৎস্য ১১৩। ৪১) এই জনপদ বর্ত্তমান ঝিলম ও রাবীনদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান। ঝিলম তীরবর্ত্তী বর্ত্তমান ভেরা নামক স্থানে পূর্ব্বতন মদ্র রাজ্যের নগর ছিল। [Cunningham's Reports XIV. 36.]

৩৫ রোমক (মহা সভা ৫০। ১৫) বেদোক্ত রুমের জনপদ বলিয়া অনুমিত হয়। এই স্থান রৌমক নামক পর্ব্বতের উপর অবস্থিত।

৩৬ ক্ষুদ্রক—(মহা.সভা ৫১। ১৫) টলেমি ক্ষোদ্রকি (Xodrake) নামে একটী নগরের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এই জনপদের নগর বলিয়া অনুমিত হয়।

৩৭ মালব (মহা. ভী. ৯ অ:, ব্রহ্মাণ্ড ৪৪ অ:) বর্ত্তমান মূলতান নামক নগর হইতে পঞ্চনদ প্রবাহিত আরট্ট দেশের সীমান্ত পর্য্যন্ত এই রাজ্য বিস্তৃত ছিল। আলেকসান্দরের সময়ে এই স্থানের অধিবাসীরা গ্রীকদিগের নিকট মাল্লি (Malli) নামে অভিহিত হইত। পুরাণান্তরে এই স্থানের নাম মালবানক গৃহীত হইয়াছে।

৩৮ শিবি—(মহাভারত, , বৃহৎসংহিতা ১২। ৫৯)। এরিয়ানবর্ণিত Sibii. এই স্থান লাহোর ও মূলতানের মধ্যে ছিল। আলেকসান্দরের ঐতিহাসিকগণ এখানকার লোকদিগকে সোবিআই (Sobii) নামে উল্লেখ করিয়াছেন। [Curtius vit, Alex, viii.]

২। আর্য্যাবর্ত্তের উত্তরদেশে এই কয়েকটী জনপদ আছে।

প্রাচীন জনপদের নাম।	বৈদেশিক প্রাচীন নাম।	বর্ত্তমান নাম বা যে স্থানে ছিল।
রমণ (মহা. ভী ৯ অঃ)	রবনী (Rhabann.e) (*Ptolemy* V. Cap 16. 5.)	কাশ্মীরের উত্তরপশ্চিম প্রদেশে।
কুলূত (মার্ক ৫৮ । ৪৯, = উলূত, মহা. ভী ৯ । ৫৩)	কিউ-লু-তো (চীনপরিব্রাজকোক্ত)	কল্প।
কাপিস্থল (মার্ক ৫৮ । ৯, বৃহৎসংহিতা)	কাম্বিস্থোলি (*Arrian* Sec. IV.)	ইরাবতী ও চন্দ্রভাগা নদী মধ্যে, পাঞ্জাব গিরিশিখরে।
কেকয় (রামায়ণ ২ । ৬৮ অঃ = কৈকেয়, বামন ১৩ । ৩৮, মৎস্য ১১৩ । ৪২)		শতদ্রু নদীর উত্তরতটস্থ প্রদেশ।
শাতদ্রব (বামন ১৩।১৮ = শতদ্রুজ, মার্ক ৫৭।৩৭।)	শৈ-তো-তু-লু (চীন-প)	শতদ্রু প্রবাহিত উত্তর প্রদেশ।
ত্রিগর্ত্ত (মহা. ভী ৯ অঃ, মৎস্য ১১৩ । ৫৬, ব্রহ্মাণ্ড ৪৪ । ১৩১)		জালন্ধর প্রদেশ।
সৈরিন্ধ্র (মহা. ভী ৯ । ৫৭)		সহিন্দ প্রবেশ। (পাটিয়ালার অন্তর্গত)।
শৈবাল („ „ ৫৩)		কুরুক্ষেত্রের উত্তর পশ্চিমস্থ প্রদেশ।
স্রুঘ্ন (সাংখ্য ১ । ২৮, বৃ 'স' ১৬ । ১১)	সু-লু-কিন্-ন (চীন প)	সুঘ, অম্বালাপ্রদেশে।
কুলিন্দ (মহা. ভী ৯ । ৫৫, বামন ১৩ । ৩৮)	কাইলিন্দ্রিনে (Kylindrine)	কুনেট্।
হূণ (মহা. ভী ৯ অঃ, বিষ্ণু ২ । ৩ । ১৭, ব্রহ্মাণ্ড ৪৪ । ১৩৫)		হূণদেশ (হিমালয়ের উত্তরে)।
অতিকেশ (মার্ক ৫৮ । ৩৯)	Daitikhai (*Ptolemy.*)	হিমালয়স্থ অলকানন্দা নদীর পূর্ব্ব প্রদেশ।
বামাচার (মার্ক ৫৮ । ৩৯)	Gymnosophistai	কুমায়ুন প্রদেশের উত্তরাংশ।
খশ (ব্রহ্মাণ্ড ৪৩ । ১৩৪, মার্ক ৫৮ । ১১, বামন ১৩ । ৫৬, মৎস্য ১১৩ । ৫৬)		নেপাল ও কুমায়ুনের কতকাংশ।
তঙ্গন (মহা. ভী ৯।৬৪, মার্ক ৫৭।৫৬, বামন ১৩।৫৬, ব্রহ্মাণ্ড ৪৪ অঃ)	গঙ্গনৈ বা তঙ্গনৈ। (*Ptolemy*)	রামগঙ্গা হইতে সরযুর উত্তর স্থান অবধি।
পার্ব্বতীয় (মহা. ভী ৯।৫৭)		নেপালের পূর্ব্বে হিমালয় প্রদেশ।
কুরুজাঙ্গল (মহা. বন ; ভাগ ১।৪।৬)	Korangkaloi (*Ptolemy*)	হরিদ্বার ও গোমতীর ব্যবধান প্রদেশ।
মল্ল (মার্ক ৫৭।৪৩ = মাল, বামন ১৩ । ৪৫)		হিমালয়ের মালভূমি।
কঙ্ক (মহা. সভা ৫০ । ২৬, মার্ক ৫৮ । ৮) =	কোয়াঙ্ক (Koangka) (*Ptolemy* VII. cap. 1. 53.)	নেপাল প্রদেশে।
শুনমুখ (মৎস্য ১২০ । ৫৮)	Kynokephaloi (*Ptolemy.*)	নেপাল ও ভুটানের উত্তর।
কিরাত (মহা. অশ্ব ৮৩ । ৪)		কিরান্তি জাতি, হিমালয় প্রদেশে।
তোমর (মহা ভী ৯ । ৬৯ = তিমির, রামায়ণ)	Zamirai (*Ptolemy.*)	গারো পাহাড়োপরি।

৩। উত্তর ও মধ্যদেশে। —

ব্রজ = যামুন (মার্ক ৫৮ । ৪২)	Iamousa (*Ptolemy.*)	বৃন্দাবন ও তন্নিকটস্থ স্থান।
দাশেরক (মার্ক ৫৭ । ৩৯, বামন ১৩ । ৪৩)	Takoraioi (*Ptolemy.*) দাথোর (মুসলমান ইতিহাসোক্ত,	রোহিলখণ্ডের দক্ষিণপ্রদেশ।
মাথুর (মার্ক ৫৮ । ৭)	Methora.	প্রধান নগর মথুরা।
শূরসেন [মনু ২ । ১৯, „	Sauraseni (*Arrian*) VIII).	মথুরার দক্ষিণ, যমুনা প্রবাহিত প্রদেশ।
চন্দ্রকান্তপুর (রাম ৭ । ১১৫ । ৯)	Sandrabatis. *Ptolemy*)	প্রধান নগর (ঝাল্‌রা) পত্তন।
পাঞ্চাল (বিষ্ণু ২ । ৩ । ১৪ ইত্যাদি)		(হিমালয় হইতে চম্বল নদী পর্য্যন্ত)

(উত্তর ও দক্ষিণ, উত্তর পাঞ্চালের প্রধান নগর অহিক্ষেত্র, দক্ষিণ পাঞ্চালের প্রধান নগর কাম্পিল্য।)

পৌরব (মহা. সভা ; রাম ৪।৪৪।১৩, মার্ক ৫৮।৫২)	Poruari (*Ptolemy.*)	গোয়ালিয়ার ও তাহার উত্তর বিভাগ।

(উত্তর) কোশল (মহা. ভী ৯। ৪১)		অযোধ্যা ও ঘর্ঘরা নদীর উত্তরস্থ প্রদেশ।
গৌড়দেশ (কূর্ম্ম ১৩ অঃ) (উত্তর কোশলের কিয়দংশ, ইহার রাজধানী শ্রাবস্তী)=সাহেৎ মাহেৎ।		
মৎস্য (মহা ভী ৯। ৪০)		ইহার রাজধানী বিরাট=আলোয়ারস্থ বৈরাট।
বৎস্য ইহার রাজধানী কৌশাম্বী		কোসাম।
মধ্যদেশ (মৎস্য ১১৩। ৩৬, বিষ্ণু ২। ৩। ১৪, বামন ১৩। ৩৬)		কুরুক্ষেত্র হইতে বিন্ধ্যগিরি পর্য্যন্ত।
কাশী (মৎস্য ১১৩। ৩৫, ইত্যাদি)	Kassida)*Pt*)	বনারস।
মিথিলা (বিদেহ) মহা ভী ৯। ৫৬, মার্ক ৫৭। ৪৪ ইত্যাদি)		চম্পারণ ও দ্বারভাঙ্গার অধিকাংশ।
কীকট (উত্তর মগধ) (ঋক্ ৩। ৫৩। ১৪, ভাগবত)		বিহার। (উত্তর)
৪। পূর্ব্বে এই কয়েকটী জনপদ।		
প্রাগ্জ্যোতিষ (মার্ক ৫৭। ৪৪, বামন ১৩। ৪৫) ইত্যাদি =কামরূপ	কি-মো-লু-প (চীন-প)	কুচবিহার, কামরূপ ও আসামের কিয়দংশ।
ব্রহ্মোত্তর (বামন ১৩। ৪৪, মৎস্য ১১৩। ৪৪)	Brahmanoi magoi (*Pt.*)	আসামের দক্ষিণ-পশ্চিমে।
৫। দক্ষিণ-পূর্ব্বে ও দক্ষিণে এই কয়েকটী জনপদ।		
প্রবঙ্গ (মার্ক ৫৭। ৪৩, বামন ১৩। ৪৪, মৎস্য ১১৩। ৪৪)		ত্রিপুরার কিয়দংশ।
বঙ্গ (মৎস্য ১১৩। ৪৪, মার্ক ৫৭। ৪২ ইত্যাদি)		বাঙ্গালা প্রদেশ।
অঙ্গ (মৎস্য ১২০। ৫০, বামন ১৩। ৪৩)		ভাগলপুর ও তন্নিকটস্থ প্রদেশ।
পৌণ্ড্র (মহা ভী ৯। ৫৭, মৎস্য ১১৩। ৭৫)=বারেন্দ্র		বঙ্গপ্রদেশের উত্তরাংশ।
তাম্রলিপ্ত (মহা ভী ৯। ৫৬)	Tamalitai (*Pt.*)	তমোলুক্।
সমতট (বৃ-সং ১৪। ৬)	সন্-মো-ত-চ (চীন-প)	যশোহর ও তাহার চতুর্দ্দিকস্থ স্থান।
সুহ্ম (মহা. আদি; হরি ৯০। ১৭, রঘু ৪। ৩৫)		উড়িষ্যার উত্তর পূর্ব্বে।
বর্দ্ধমান (ভাগ ৫। ২০। ২১, মার্ক ৫৯। ১৩)		বর্দ্ধমান ও তন্নিকটস্থ স্থান।
মগধ (মার্ক ৫৮। ১১, মৎস্য ১২৩। ৫০, বামন ১৩। ৪৪)	মো-কি-তো (চীন-প)	বিহার।
মহাকোশল (বা দক্ষিণ কোশল)	Adisathri (*Pt.*)	ছত্রিশগড ও ছোট নাগপুরের কিয়দংশ।
ঔড্র (=উৎকল, মহা ভী ৯। ৩৭)	উ-চ (চীন-প)	উড়িষ্যা।
তোসল (মার্ক ৫৭। ৫৪, মৎস্য ১১৩। ৫৩)	Tosalei (*Pt.*)	ছত্রিশগড় ও উড়িষ্যা মধ্যবর্ত্তী।
অম্বষ্ঠ (মার্ক ৫৮। ১৪)	Ambastai (*Pt.*)	মধ্যপ্রদেশ।
মৃতিব (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭। ১৮)	Modubæ (*Pliny.*) Bettigoi (*Pt.*)	বিন্ধ্যপর্ব্বত প্রদেশ।
চেদি (ঋক্ ৮। ৫। ৩৯, রাম ৪। ৪১। ১৪)	চি-কে-দ (চীন-প)	বুন্দেলখণ্ড ও তাহার দক্ষিণ প্রদেশ।
দশার্ণ (মহা ভী ৯। ৫৫, মার্ক ৫৭। ৫৩)	Dosaron (*Pt.*)	ধসান নদী প্রবাহিত প্রদেশ।
মালব (মৎস্য ১১৩। ৫২, মার্ক ৫৭। ৫৩)	মো-ল-পো (চীন-প)	মালোয়া।
শবর (ঐ-ব্রাহ্মণ ৭। ১৮, বৃ-স ৫। ৩৮)	Sabarai (*Pt.*) Suari (*Pliny.*)	বিন্ধ্যের দক্ষিণ, পার্ব্বতীয় প্রদেশ।
পুলিন্দ (ঐ. ব্রা ৭। ১৮, রাম ৪। ৪০। ২১)	Poulindai.	রাণের উত্তরপূর্ব্ব প্রদেশ।
মল্লরাষ্ট্র (মহা. ভী ৯। ৪৪)	Maleo (*Pt.*)	মহী ও নর্ম্মদা-মোহনামধ্যস্থিত স্থান।
ভরুকচ্ছ (বামন ১৩।৫১, মৎস্য ১১৩। ৫০) কীর্ত্তিকৌমুদী মতে ইহার নাম ভৃগুকচ্ছ; রুদ্রদামার শিলালিপিতে অশ্বকচ্ছ	Barugaza (*Pt.*)	বরোচ।

অপরান্ত (মহা. ভী ৯ অঃ)	Ariake (*Peri.*)	বরোচ ও গুজরাটের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ।
সুরাষ্ট্র (মহা. অশ্ব ৮৩। ১২, হরি ২২৮। ৫৫, রামায়ণ (৪। ৪৩। ৫)	Saurastrine (*Pt.*) Saraostos (*Strabo.*)	গুজরাট প্রদেশ।
আনর্ত্ত (রাম ৪। ৪৩ অঃ, বৃ-স. ৫। ৮০)		কাথিয়াবাদ।
শাম্ব (গোপথ ব্রা ২। ৯, মহা. ভী ৯ অঃ)		
আভীর (রাম ৪। ৪৩। ৫, মহা. সভা)	Abiria, (*Peri.*)	আরাবল্লীর পশ্চিম দিকস্থ প্রদেশ।
পশ্চিমে যে কয়েকটী জনপদ আছে		
ভৌলিঙ্গি (পা. পৈলাদি)	Bolingai (*Pt.*)	আরাবল্লী ও মরুস্থলের মধ্যে।
মরু (তৈত্তি. আর. ৫। ১। ১, রাম ৪। ৪৩। ১৯)		মাড়োয়ার।
হূণ		পঞ্জাবের মধ্যে।
যৌধেয় (মহা. সভা, হরি ৬১। ২৫, মার্ক ৫৮। ৪৬)		যোহিয়।
শৌভ্রেয় (পা. যৌধেয়াদি)	Sabracæ (*Pt.*)	পঞ্জাবের মধ্যে।
মূষক (মহা. ভী. ৯। রাজ ১৩। ৩৮, মার্ক ৫৭। ৩৭)	Mossarna	পঞ্জাবের মধ্যে।
প্রস্থল (মহা. ভী, বৃ স ১৬। ২৬)		পঞ্জাবের মধ্যে।
বিশাল (রাম ৪। ৪২ অঃ)		
বর্ব্বর (মহা. ভী ৯। রাম ১। ৫৫। ২, ভাগ ৯। ৮। ৫)	Barbarikon (*Peri.*)	সিন্ধুনদের মধ্যমুখস্থ প্রদেশ। *

আর্ষ (ত্রি) ঋষেরিদং অণ্। ঋষিসম্বন্ধি। ঋষিকৃত পুরাণ-কাব্যাদি। (পুং) ঋষিসেবিত বেদ।

"আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ।" মনু। ১২। ২০৬।

ঋষ্যভিধায়ী। ঋষিবাচক। সংস্কারহীনত্বেঽপি ঋষিণা প্রযুক্ত অণ্। ব্যাকরণোক্ত অনুশাসন উল্লঙ্ঘন করিয়া ঋষি প্রযুক্ত অসাধু প্রয়োগ।

ঋষীণাং সমূহঃ প্রবরগণভেদঃ অণ্। (ক্লী) প্রবর ঋষিসমূহ। ঋষেরিদং আর্ষং নাম প্রবর ইতি মিতাক্ষরা।

ঋষির্বেদস্তত্রবিহিতঃ অণ্। বিবাহবিশেষ।

"যজ্ঞস্থায়র্ত্বিজে দৈব আদায়ার্ষস্ত গোদ্বয়ং।" যাজ্ঞবল্ক্য ১।৫৯।

যজ্ঞস্থ ঋত্বিজের সহিত কন্যার বিবাহের নাম দৈব। বরের পক্ষ হইতে দুইটী গো লইয়া কন্যার বিবাহের নাম আর্ষ।

"একং গোমিথুনং দ্বে বা বরাদাদায় ধর্ম্মতঃ।
কন্যাপ্রদানং বিধিবদার্ষো ধর্ম্মঃ স উচ্যতে॥" মনু ৩। ২৯।

বর পক্ষ হইতে ধর্ম্মতঃ একটী স্ত্রী গবী, একটী পুং গো অথবা গোমিথুনদ্বয় গ্রহণ করিয়া বিধানক্রমে কন্যা প্রদানের নাম আর্ষ, সেই বিবাহ ধর্ম্মজনক। এখানে ধর্ম্ম পদটী আছে বলিয়া ঐ গোদ্বয় গ্রহণ শুল্ক মধ্যে পরিগণিত নহে। কুল্লুক-ভট্টও লিখিয়াছেন "ধর্ম্মতঃ ধর্ম্মার্থং যাগাদিসিদ্ধয়ে কন্যায়ৈ বা দাতুং নতু শুল্কবুদ্ধ্যা।"

আর্ষধর্ম্ম (পুং) কর্ম্মধা। মন্বাদিপ্রোক্তধর্ম্ম। আর্ষবিবাহ।

আর্ষভ (ত্রি) ঋষভস্য বৃষস্যেদং অণ্। বৃষসম্বন্ধী (ক্লী) ঋষভদেব চরিত।

আর্ষভি (পুং) ঋষভস্যাপত্যং ইঞ্। ঋষভদেবপুত্র। চক্রবর্ত্তী নৃপবিশেষ।

আর্ষভি (স্ত্রী ঋষভস্যেয়ং প্রিয়া অণ্ঙীপ্। কপিকচ্ছু। আলকুশী। ঋষভস্যেয়ং তুলাকারত্বাৎ অণ্ঙীপ্। মধ্যপথস্থ বীথিত্রয় মধ্যে বীথি বিশেষ।

আর্ষভ্য (পুং) ঋষভস্য প্রকৃতিঃ ঞ্য। ষণ্ডোপযুক্ত বৃষ। (আর্ষভ্যঃ ষণ্ডতাযোগ্যঃ। অমর।)

আর্ষিক্য (ক্লী) ঋষিরের ঋষিকঃ ঋষিকস্য ভাবঃ পুরোঃ যক্। ঋষিধর্ম্ম।

আর্ষিষেণ (পুং ত্রি) ঋষিষেণস্য গোত্রাপত্যং। (অনৃষ্যান-ন্তর্য্যে বিদাদিভ্যোঽঞ্। পা ৪। ১। ১০৪। ইতি অঞ্।) ঋষিষেণ মুনির গোত্রাপত্য। (স্ত্রী) ঙীপ্।

আর্ষেয় (ক্লী) ঋষিণাং সমূহ ঢক্। ঋষিগণরূপ প্রবরবিশেষ। অত্রভবা অণ্ ঙীপ্। আর্ষেয়ী। প্রবরজাত। মন্ত্রদর্শী ঋষি বিশেষ। (অসমানার্ষেয়ীং। স্মৃতি।)

---

* এতদ্ভিন্ন আরো অনেকগুলি আর্য্যাবর্ত্তস্থিত পৌরাণিক জনপদের নাম পাওয়া যায়। সেই সকল স্থানের বর্ত্তমান অবস্থিতি নিরূপিত না হওয়ায় লিখিত হইল না। যে সকল পৌরাণিক নদী ও নগরাদির নাম আর্য্যাবর্ত্তের মানচিত্রে দেওয়া হইয়াছে, তাহার বিবরণ তত্তদ্শব্দে দ্রষ্টব্য।

আষ্টিষেণ (পুং) ঋষ্টিষেনস্যাপত্যং ("অনুষ্যানন্তর্য্যেবিদাদিভ্যোহঞ্। পা ৪।১।১০৪) ইতি অঞ্। চন্দ্রবংশীয় শল নৃপাত্মজ নৃপ বিশেষ। [হরিবংশের ২০১ অধ্যায়।] গোত্র প্রবর বিশেষ।

আষ্টিষেণাশ্রম (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

আর্হত (ত্রি) অর্হত ইদং অণ্। জৈনসম্বন্ধী। (ক্লী) জৈন। (স্যাদ্বাদবাদ্যার্হতঃ। হেম ৩।৫২৫।)

আর্হন্তী (স্ত্রী ক্লী) অর্হতো ভাবঃ (গুণবচনব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্ম্মণি চ। পা ৫।১।১২৪) ইতি ষ্যঞ্। নুম্চ ষিত্বাৎঙীপ্ যলোপঃ। যোগ্যতা। স্ত্রীস্বাভাব। পক্ষে (ক্লী) আর্হন্ত্য। যোগ্যতা।

আর্হায়ণ (পুং স্ত্রী) অর্হস্যাপত্যং (অশ্বাদিভ্যঃ ফঞ্। পা ৪।১।১১০ ইতি ফঞ্।) অর্হ নামক ঋষির গোত্রাপত্য। (স্ত্রী) ঙীপ্।

আর্হীয় (পুং) অর্হমভিব্যাপ্য অণ্ আর্হং তত্র বিহিতঃ তস্যেদং বা বৃদ্ধাচ্ছ। আর্হাদগোপুচ্ছসংখ্যাপরিমাণাট্ঠক্। পা ৫।১।১৯ সূত্র হইতে তদর্হতি। পা ৫।১।৬৩ এই সূত্র পর্য্যন্ত পাণিনি বিহিত প্রত্যয়বিশেষ। সেই সকল সূত্র বিহিত অর্থ (আর্হীয়েঘর্থে, সিং কৌ।)

আল (ক্লী) আলতি ভূষয়তি আ-অল-ভূষাদৌ অচ্।

হরিতাল। হরিলা বর্ণ যেখানে থাকে সে স্থানটী কে যেন ভূষিত করিয়া রাখে এজন্য ঐ নাম হইয়াছে। (পিঞ্জরং পিতকং তালমালঞ্চ হরিতালকে। অমর।২।৯।১০৪।) আ—অল পর্য্যাপ্তৌ অচ্। অনল্প। অধিক। শ্রেষ্ঠ। (চলিত ভাষায়) প্রান্তভাগ। (এই অর্থে প্রযুক্ত আল শব্দ আর শব্দের অপভ্রংশ।)

আল। (হিন্দী) অচ্যুতবৃক্ষ। আইচ গাছ। (Morinda citrifolia.) এই গাছ ভারতবর্ষের নানা স্থানে জন্মে। তন্মধ্যে বুন্দেলখণ্ড, কোটা, বুন্দি প্রভৃতি স্থানে ইহার চাস হয়। এই গাছের শিকড় হইতে এক প্রকার লাল রঙ্ পাওয়া যায়. তাহাতে কাপড় রুমাল প্রভৃতি রঙ্ করা হইয়া থাকে। এই রঙে রেরো ছোবান হয়। এই রঙ্ শীঘ্র উঠিয়া যায় না। মহীশূর হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট আল পাওয়া যায়।

আল-আলুণি (ত্রি) লবণহীন খাদ্যাদি। যাহাতে নুণ দেওয়া হয় নাই।

আলকাতরা। পদার্থ বিশেষ। মেটে তৈল (Naptha) এবং শিলাজতু বা পিচ এই দুইটী একত্রে মিশ্রিত করিলে আলকাতরা প্রস্তুত হয়। ইহা প্রাণী, উদ্ভিদ্ এবং খনি হইতে সমভাবেই উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মদেশে বিশেষতঃ রেঙ্গুনে ভালরূপ আলকাতরা পাওয়া যায়। সেখানে একটী ৬০ ফিট গভীর পাতকুয়া কাটিলে তাহার গাত্র হইতে আলকাতরা নির্গত হইয়া থাকে। বৃক্ষাদি এবং কয়লা হইতেও ইহা উৎপন্ন হয়। রুষ, সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক প্রভৃতি উত্তর দেশ হইতে আলকাতরা আমদানি হয়।

আলকাতরার গুণ—চর্ম্মদদ্রু, কাউর ও পুরাতন ক্ষতনাশক, কষ্টসাধ্য ব্রণাদির পক্ষে হিতকর। ইহার গন্ধে দূষিত জল, বায়ু, কীট ও বিষ নষ্ট হয়।

আলকুশী। গুল্ম বিশেষ। (Macuna pruriens)। এই লতা বাঙ্গালায় অধিক জন্মে। ইহার বীজের উপর কেশর গজায়, হিন্দুস্থানীয়া তাহাকে কেয়োআচ বলে, তাহা গায়ে ছোয়াইলে বড় জ্বালা করে।

ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—আত্মগুপ্তা, জড়া, অধ্যণ্ডা, কণ্ডুরা, প্রাবৃষায়ণী, ঋষ্যপ্রোক্তা, শূকশিম্বী, মর্কটী, স্বগুপ্তা, অজহা, কণ্ডুরা, প্রাবৃষায়িণী, প্রাবৃষা, শূকশিম্বা, কপিকচ্ছু, স্বয়ংগুপ্তা, মহর্ষভী, লাঙ্গলী, কুণ্ডলী, চণ্ডা, দুরভিগ্রহা, কপিরোমফলা, গুপ্তা, দুস্পর্শা, অজড়া, প্রাবৃষেণ্যা, বদরী, গুরু, আর্ষভী, শিম্বী, বরাহিকা, তীক্ষ্ণা, রোমালু, বনশূকরী, কাশরোমা, রোমবল্লী, শূকশিম্বি, বানরী, কপীকচ্ছু, শুকপিণ্ডী, কপিপ্রভা। বৈদ্যশাস্ত্রের মতে ইহার রস স্বাদু ও শুক্রবৃদ্ধিকর। ইহাতে বাত, ক্ষয়, পিত্ত, রক্ত ও বিকৃত ব্রণ নষ্ট হয়।

আলখনামী। শৈবসন্ন্যাসী সম্প্রদায় বিশেষ। অলক্ষ্য দেবতার উপাসক বলিয়া ইহাদের ঐ নাম হইয়াছে।

আলক্ষি (ত্রি) আলক্ষতে আ লক্ষ (সর্ব্বধাতুভ্যইন্। উণ্ ৪।১১৭) ইতি ইন্। জ্ঞাতা। যিনি বুঝিতে পারেন। (স্ত্রী) ঙীপ্। আলক্ষী। চলিত বাঙ্গালা ভাষায় আলক্ষী—লক্ষ্মীহীনাকে বলে।

আলক্ষিত (ত্রি) আলক্ষ ক্ত ইট্। সম্যক্‌জ্ঞাত। চিহ্নদ্বারা জ্ঞাত।

আলক্ষ্য (ত্রি) আ-লক্ষ্যতে আলক্ষ যৎ। সম্যক্‌জ্ঞেয়। লক্ষণ দ্বারা জ্ঞাতব্য। (অব্য) ল্যপ্। সম্যক্ লক্ষ্য করিয়া, সম্যক্ জানিয়া।

আলখেলা। (আরব্য = আলখালক) জামা।

আলগর্দ্দ (পুং) অলগর্দ্দ এব স্বার্থে হণ্। জলসর্প।

আলগলতা। লতা বিশেষ। (Cymbidium tessaloides)। এই গাছে ছোট ছোট ফুল হয়।

আলগা (অলগ্ন শব্দের অপভ্রংশ) বাধা নয়। খোলা।

আলগোচ (দেশজ) স্পর্শ না করিয়া প্রদান বা গ্রহণ।

আল্‌গোচলতা। (আকাশবেল)। লতাবিশেষ। (Cuscuta reflexa) এই লতা অপর গাছ জড়াইয়া উঠে। যে গাছে জন্মে, প্রায় সে গাছটীর ডাল পালা আলগোচলতায় ঢাকিয়া যায়। ইহা দেখিতে হলুদ বর্ণ। ভারতবর্ষ ও হিমালয় প্রদেশে জন্মে। ইহার ফুলে বেশ গন্ধ আছে।

ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—খবল্লী, তৃণপর্ণা, ব্যোমবল্লিকা, আকাশবল্লী।

বৈদ্যশাস্ত্র মতে ইহার গুণ—মধুর, গ্রাহী, কটু, তিক্ত ও বলকর; ইহাতে শুক্র বৃদ্ধি এবং পিত্ত, শ্লেষ্মা ও আম নষ্ট হয়।

পঞ্জাবের কোন কোন স্থানে ইহাতে রঙ্‌ প্রস্তুত হয়।

আল্‌গোজা। ভারতবর্ষে পূর্ব্বকালে প্রচলিত শুষির যন্ত্র বিশেষ। মরল বংশী। (Flageolet.)

আল্‌চাল। সিদ্ধ না করিয়া যে চাল ধান হইতে ভানিয়া লওয়া যায়। ২ আতপ চাউল।

আলজি (ত্রি) আ-লজ (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্‌। উণ্‌ ৪। ১১৭।) ইতি ইন্‌। আভাষক। (স্ত্রী) গৌরাদিং ঙীষ্‌। আলজিভ।

আলজিহ্বা (স্ত্রী) আল্‌জিভ (Uvula.)

আলটপ্‌পা (দেশজ) সহজে। চেষ্টাব্যতীত।

আলতা (অলক্তক শব্দের অপভ্রংশ) লাক্ষারস।

"ঘসি ঘসি রাঙ্গা পায়, আলতা লাগায় তায়,
রচয়ে মনের হরষিতে।" চণ্ডীদাস।

[লাক্ষা শব্দে বিস্তারিত বিবরণ দেখ।]

তুলা লাক্ষারসে ভিজাইয়া পরে শুখাইলে আল্‌তা প্রস্তুত হয়। পশ্চিমাঞ্চলে ইহা 'মহাবর' নামে প্রচলিত।

আলপ্তিগীন্‌। বুখারার একজন প্রধান সামন্ত এবং খুরাসানের শাসনকর্ত্তা। ইনি একটী ছোট রাজ্য স্থাপন করেন, গজনী তাহার রাজধানী। ৯৭৬ খৃষ্টাব্দে ইহঁার মৃত্যু হইলে, ইহঁার অকালকুষ্মাণ্ড লম্পট পুত্র আবু-ইস-হাক শাসনভার প্রাপ্ত হন, কিন্তু অল্পদিন মধ্যে তথাকার প্রধান লোকেরা তাঁহাকে রাজ্যচুত করিয়া আলপ্তিগীনের সেনাধ্যক্ষ সুবক্তগীনকে শাসনভার প্রদান করেন।

আলবলা (হিন্দী) বৃহৎ নলযুক্ত হুকা। গুড়গুড়ী।

আলব্ধ (ত্রি) আ-লভ্‌-ক্ত। সংসৃষ্ট। সংযুক্ত। স্পৃষ্ট। হিংসিত।

আলব্ধি (স্ত্রী) আ-লভ-ক্তিন্‌। স্পর্শ। হিংসা। গৌরাদিং ঙীষ্‌।

আলম্ভন (ক্লী) আ-লভ-ল্যুট্‌। হিংসা। স্পর্শ। পক্ষে মুম্‌। আলভন। অর্জন।

আলম্ভনীয় (ত্রি) আ-লভ-অনীয়। স্পৃশ্য। হিংসনীয়। মুম্‌। আলম্ভনীয়। বর্জনীয়।

আলভ্য (ত্রি) আ-লভ (পোরদুপধাৎ। পা ৩। ১। ৯৮) ইতি যৎ। স্পৃশ্য। হিংস্য।

(অব) ল্যপ। স্পর্শ করিয়া। হিংসা করিয়া।

আলম্ব (পুং) আ-লবি কর্ম্মণি ঘঞ্‌। আশ্রয়ণীয়। বৈশম্পায়নের শিষ্য বিশেষ। [আরুণি শব্দ দেখ।] ভাবে ঘঞ্‌। আশ্রয়ণ। অবলম্বন।

আলম্বন (ক্লী) আলম্ব্যতে আ-লবি-কর্ম্মণি-ল্যুট্‌। আশ্রয়ণীয়। উক্ত রসালম্বন নায়কাদি। ("আলম্বনং নায়কাদিস্তমালম্ব্য রসোদ্গমাৎ।" সাহিত্যদর্পণে।) রস বিশেষে আলম্বন বিশেষ কথিত হইয়াছে। যথা শৃঙ্গার-রসে অননুরাগিণী পরবিবাহিতা বেশ্যাকে ত্যাগ করিয়া অন্য নায়িকাকে অবলম্বন করিবে। হাস্যরসে বিকৃত আকার, বাক্য, চেষ্টা প্রভৃতি যাহা দেখিলে লোকে হাসিতে পারে তাহাই আলম্বন। করুণ রসে, শোচনীয় কার্য্যই আলম্বন। রৌদ্ররসে অরিই আলম্বন। বীররসে বিজেতব্যাদিই আলম্বন। বীভৎস রসে দুর্গন্ধ মাংস, রক্ত, মেদ আলম্বন। অদ্ভুতরসে অলৌকিক বস্তু আলম্বন। শান্তরসে, অনিত্যত্বাদি দ্বারা অশেষ বস্তুর যে অসারত্ব বা পরমাত্মস্বরূপই আলম্বন। ভয়ানক রসে যাহা হইতে ভয় উৎপত্তি হয় তাহাই আলম্বন।

আলম কবি। একজন প্রসিদ্ধ মুসলমান কবি। প্রথমে ইনি একজন সনাঢ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন, একজন মুসলমান রমণীর প্রণয়ে মজিয়া মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। দিল্লী সম্রাট অরঙ্গজিবের পুত্র মুআজম শাহের নিকট কর্ম্ম করিতেন। ইহার কবিতা অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিচিত।

আলমগীর (১ম)। সম্রাট্‌ অরঙ্গজিব [অরঙ্গজিব দেখ।]

আলমগীর (২য়)। ইহঁার নাম আজিজ উদ্দীন্‌। ইনি সম্রাট্‌ জহান্দার শাহের ঔরসে অনূপ বাইএর গর্ভে ১৬৮৮ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৫৪ খৃঃ, আহ্মদ শাহকে সিংহাসনচ্যুত ও কয়েদ করিয়া উজীর ইমাদ-উল-মুল্ক গাজী উদ্দীন্‌ খাঁ কর্ত্তৃক সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ইনি পাঁচ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়া ঐ উজীর কর্ত্তৃক ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে হত হন।

আলমডাঙ্গা। বাঙ্গালা প্রদেশের অন্তর্গত নদীয়া জেলার একটী গ্রাম। পাঙ্গাসি নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে চাউলের ব্যবসা অধিক।

আলমনগর। অযোধ্যা প্রদেশস্থ সীতাপুরের একটী নগর। এখন ইহার আর একটী নাম টম্‌সন্‌ গঞ্জ। এখানে প্রায় আট হাজার লোকের বাস।—২ অযোধ্যা প্রদেশস্থ শাহাবাদের একটী পরগণা। পৌরাণিক সময় এই স্থান কারুষ রাজগণের অধিকারে ছিল। কান্যকুব্জের অধঃপতনের পর

নিকুম্ভেরা আসিয়া ইহার চারিপাশ অধিকার করে। অক-বর পাদশার রাজত্বকালে তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠে; এই সময় নবাব সদার জহান কর্ত্তৃক তাহারা তাড়িত হয়। তাহাদিগের ধন সম্পত্তি সৈয়দদিগের করস্থ হইল। আলমগীর (১ম, অরঙ্গজব) বাদশাহের রাজত্বকালে সৈয়দেরা এই স্থানের আলমনগর এই নাম প্রদান করেন। নবাব আসফ-উদ্দৌলার সময় হইতে নিকুম্ভেরা পুনরায় এই স্থানে বসবাস করিতে পায়। ১৮৮১ সালের লোকসংখ্যা অনুসারে এখানে ১,২৮২ লোকের বাস।

৩ বাঙ্গালা প্রদেশের অন্তর্গত ভাগলপুরের একটী গ্রাম। কৃষ্ণগঞ্জের ৭ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে। এই স্থানে চন্দেল রাজা-দের রাজত্ব ছিল। স্থানে স্থানে অট্টালিকাদির ধ্বংশাবশেষ দেখিলে এই স্থানের প্রাচীন সমৃদ্ধি জানা যায়। এখন এখানে রাজপুত ও ব্রাহ্মণদের বাস।

আলম পরৈ। মান্দ্রাজ প্রদেশস্থ চেঙ্গলপৎ জেলার মধ্যে একটী গ্রাম। পণ্ডিচেরী ও চেঙ্গলপৎ নগরের মাঝামাঝি, সাগরকুলে অবস্থিত। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে মুজফর জঙ্গ ফরাসীসেনানায়ক ডুপ্লেকে এই স্থানটী দান করেন। এইখানে ইংরাজ ও ফরাসী সৈন্যে অনেকবার যুদ্ধ হয়। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে ঐ গ্রামের নিকট ভীষণ জলযুদ্ধ হইয়াছিল। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে সর্ আয়ার কুট এই স্থান দখল করেন। পূর্ব্বে এখানে বহু কস্তূরা পাওয়া যাইত।

আলম্পুর। বুন্দেলখণ্ডের মধ্যে ইন্দোর-রাজ্যের অন্তর্গত একটী পরগণা। ইহার প্রধান নগর আলম্পুর। লোক সংখ্যা প্রায় সতের হাজার।

২ বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত কাথিয়াবারের একটী গ্রাম।

আলমারী (পর্ত্তুগীজ অলমেরিও (Almario) শব্দের অপভ্রংশ। লাটিন *Armorium.*) টানাওয়ালা বাক্স। পুস্তকাধার।

আলম্বি (স্ত্রী) আলম্বস্যাপত্যং ইঞ্। বৈশম্পায়নের শিষ্য। আলম্বের অপত্য (স্ত্রী) ঙীপ্। আলম্বী। ইঞন্তাৎ। (গোত্রাদ্যূন্যস্ত্রিয়াম্। পা। ৪।১।৯৪) ইতি ফঞ। আলম্বায়ন। আলম্বের যুবাপত্য। (স্ত্রী) ঙীপ্। আলম্বায়নী। ইনি বাজসনেয়ী বংশান্তর্গত ঋষিবিশেষের মাতা।

আলম্বিত (ত্রি) আ-লবি-ক্ত ইট্। ধৃত। গৃহীত। পতনাদি নিবারণের জন্য যাহা ধরা যায়।

আলম্বিন্ (ত্রি) আলম্বতে আ-লবি-ণিনি। আশ্রয়ী। যিনি ধরিয়া থাকেন। (স্ত্রী) ঙীপ্। আলম্বিনী। আলম্বেন বৈশম্পায়নশিষ্যবিশেষেণ প্রোক্তমধীতে ইনি প্র' বহং। আলম্ব-প্রোক্তগ্রন্থাধ্যায়ী।

আলম্ভ (পুং) আ-লভ-ঘঞ্ মুম্। সংস্পর্শ। আলিঙ্গন। (স্ত্রীণাঞ্চ প্রেক্ষণালম্ভমুপঘাতং পরস্য চ। মনু ২।১৭৯।) হিংসন (আলম্ভপিঞ্জবিশরঘাতোন্মথবধা অপি। অমর)

আলভ্য (ত্রি) আলভ্যতে আ-লভ-(পোরদুপধাৎ। পা ৩।১।৯৮) ইতি যৎ। (আঙো যি। পা।৭।১।৬৫।) ইতি মুম্। হিংস্য। (আলম্ভ্যো গৌ। সিং কৌং উক্ত সূত্রে।)

আলয় (পুং) আলীয়তেঽস্মিন্ আ-লী-আধারে অচ্। গৃহ। (গৃহাঃ পুংসি চ ভূম্নোব নিকার্য্যনিলয়ালয়াঃ। অমর) আধার। ভাবে-অচ্। সংশ্লেষ। (অব্য) মর্য্যাদার্থে অব্যয়ী। লয়পর্য্যন্ত। (বৌদ্ধমতে আত্মা।

আলয়বিজ্ঞান (ক্লী) আলয়ং লয়পর্য্যন্তব্যাপি বিজ্ঞানং। কর্ম্মধা। বৌদ্ধমতসিদ্ধ অহমাস্পদ বিজ্ঞানবিশেষ। বৌদ্ধদের মতে বিজ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্যবস্তু আর কিছুই নাই।

আলর্ক (ক্লী) অলর্কস্যেদং অণ্। ক্ষিপ্ত কুকুর-বিষ। খেপা কুকুরের বিষ।

আলবণ্য (ক্লী) ন লবণং নঞ্তৎ, অলবণস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। লবণরসভিন্নত্ব। নাস্তি লবণং যত্র বহুব্রী তস্য ভাবঃ তল্ ত্ব বা ন ষ্যঞ্। (স্ত্রী) অলবণতা। আলোণা। (ক্লী) অলবণত্ব।

আলবাল (ক্লী) অরং শীঘ্রং বলতে বর্দ্ধতে তরুরনেন ঘঞ্। পৃষোদরাদিঃ। যদ্বা আ সমন্তাৎ লবং জললবং আলাতি গৃহ্লাতি আলব-আ-লা-ক। আলূয়তে তরুসেকার্থং খন্যতে ইদং লুঞ্ ছেদনে আঙ্ পূর্ব্বাদ্বহুলকাদাল ইত্যপরে। *। বৃক্ষমূলে জলসেকের নিমিত্ত খনিত ও মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মিত জলাধার। গাছের গোড়া খুড়িয়া যেখানে জল দেওয়া যায়। (স্যাদাল-বালমাবালমাবাপঃ। অমর)

আলস (ত্রি) আলসতি ঈষদ্ ব্যাপ্রিয়তে অচ্। যে কার্য্য করিতে চাহে না। অলস আল্সে।

"আলসে অবশ প্রায়, ঘুম লাগে আধ গায়,
হাত দিলা নাপিতিনী কাঁধে।"

চণ্ডীদাস।

।*। অলসস্যাপত্যং। পা ৪।১।১০৪। সূত্রস্থ হরিতাদিং যূনি ফক্। (পুং স্ত্রী) আলসায়ন। আলসের যুবাপত্য।

আলস্য (ক্লী) ন লসতি-অচ্ নঞ্তৎ অলসঃ তস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। বিহিত ক্রিয়াকরণে অনুৎসাহ। যে কার্য্য করিতে সক্ষম তাহার কার্য্য করিবার অনিচ্ছা। *। ন নঞ্ পূর্ব্বাত্তৎপুরুষাদচতুরসঙ্গতলবণবটযুধকতরসলসেভ্যঃ। ৫।১। ১২১। চতুরাদি ব্যতীত নঞ্ পূর্ব্বক তৎপুরুষের উত্তর ইহার পরোক্ত ভাব প্রত্যয় সকল হয় না অর্থাৎ চতু-

রাদির উত্তর হয়। অলস শব্দ চতুরাদির মধ্যে পরিগণিত তজ্জন্য তাহার উপর পরোক্ত ষ্যঞ্ প্রত্যয় হইয়াছে।) আলস্যোঽস্ত্যস্য অর্শ আদি অচ্। আলস্যযুক্ত। (মন্দস্তুন্দ-পরিমৃজআলস্যঃ শীতকোঽলসোঽনুষ্ণঃ। অমর।)

আলা-উদ্দীন্ খিলজি। (সুলতান)। সুলতান জলাল-উদ্দীন ফিরোজ শাহ খিলজির ভ্রাতুষ্পুত্র এবং জামাতা। ১২৯৬ খৃষ্টাব্দে ২৯এ জুলাই, ইনি আলা-উদ্দীন্ ফিরোজকে বিনষ্ট করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। মুসলমান বাদশাহদের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথমে দক্ষিণাপথ জয় করিতে যান। ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে ইনি চিতোর জয় করেন। সেই যুদ্ধের সময় চিতোর-রাণী পদ্মিনী জলন্ত চিতানলে আত্মসমর্পণ করেন্। ইঁহার রাজত্বের সময় মুসলমান রাজ্যের অনেক উন্নতি হইয়াছিল—সুন্দর প্রাসাদ, মনোহর ভজনা-মন্দির, বিদ্যালয়, স্নানাগার এবং দুর্ভেদ্য দুর্গনিচয় স্থানে স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে দিল্লীস্থিত কুতুব মস্জিদের গোপুর একটী দেখিবার জিনিস। সেই সময় অনেকগুলি বিখ্যাত কবি, বৈজ্ঞানিক, জ্যোতিষী প্রভৃতি নানা শ্রেণীর বিজ্ঞ লোক বিদ্যমান ছিলেন। ১৩৬১ খৃষ্টাব্দে ১৯এ ডিসেম্বর তারিখে আলার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যু পরে তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র সুলতান সিহাব উদ্দীন্ উমর কিছুকালের জন্য পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন।

আলা-উদ্দীন্ হসন গঙ্গো বামনী। দক্ষিণাপথের প্রথম বামনী-রাজ। প্রথমে তিনি গঙ্গো নামক একজন ব্রাহ্মণের নিকট চাকরী করিতেন। ঐ ব্রাহ্মণের জ্যোতিষ গণনা করাই ব্যবসা ছিল। একদিন তিনি আলা-উদ্দীনের জন্মকোষ্ঠী দেখিয়া বলিলেন, আলা ভবিষ্যতে একজন বড় লোক হইবে—রাজপদপ্রাপ্ত হইবে। ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া আলা বলিলেন যে, যদি তিনি রাজা হন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণকে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী করিবেন। ব্রাহ্মণের কথা মিথ্যা হইল না। দৌলতাবাদের শাসনকর্ত্তা প্রভৃতি বিদ্রোহী হইলেন। হসন্ গিয়া তাঁহাদের সহিত যোগ দিলেন। তাঁহারা হসনকে আপনাদের অধিনেতারূপে বরণ করিলেন। ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে ৩রা আগষ্ট মাসে কুলবর্গ নগরে হসন 'আলা-উদ্দীন্ হসন গঙ্গো বামনী' এই নাম গ্রহণপূর্ব্বক রাজমুকুট পরিধান করিলেন। মুহম্মদ তুঘলকের রাজত্বের অন্তিমকালে তিনি দিল্লীর অধিকারভুক্ত অনেকগুলি দক্ষিণ প্রদেশ জয় করেন। ১০ বৎসর ১০ মাস ৭ দিন রাজত্বের পর ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দে ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আলা-উদ্দীন্ মসুদ্। দিল্লীর একজন সুলতান। সুলতান রুকন-উদ্দীন্ ফিরোজের পুত্র এবং শামস্ উদ্দীন্ আলতিমি-সের পৌত্র। বহ্রম শাহের বিনাশের পর ১২৪২ খৃষ্টাব্দে মে মাসে মসুদ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। চারি বৎসর রাজত্বের পর ১২৪৬ খৃষ্টাব্দে ১৪ই জুন তারিখে মসুদের মৃত্যু হয়।

আলাক্ত (ত্রি) বিষাক্ত। (যথা, ঋগ্বেদে ৬।৭৫।১৫। আলাক্তা যা রুরুশীর্ষ্ণ্যথো যস্যা অয়োমুখং।*। আলাক্তা আলেন বিষেণাক্তা। ইতি সায়ন।)

আলাত (ক্লী) অলাতমেব স্বার্থে অণ্। অলাত। অঙ্গার।

আলাতুনি (গ্রাম্য) কোন কাজে আঁট না থাকা।

আলাৎ পালাৎ (দেশ্য) অকথ্যকথন। অযোগ্য বলা। এলোমেলো বকা।

আলাদা (আরব্য) স্বতন্ত্রভাবে। ভিন্ন ভাবে।

আলাধ (আলগর্দ্দের অপভ্রংশ) কৃষ্ণ সর্প। বিষধর নাগ-বিশেষ। (Cobuber Naga)

আলাধ-ফেণা। লতা বিশেষ। কেহ কেহ ফেণীমাংস বলে। (Opuntia Dillenii.) এই গাছ রাজপুতানা ও মাদ্রাজ প্রদেশে বিস্তর জন্মে। ইহার সূক্ষ্মত্বকে কাগজ প্রস্তুত হয়। এই গাছের গায়ে একপ্রকার ক্রিমি কীট দেখা যায়।

আলান (ক্লী) আলীয়তেঽত্র আ-লী আধারে ল্যুট্। গজ-বন্ধনস্তম্ভ। করণে ল্যুট্। বন্ধনরজ্জু। ভাবে ল্যুট্। বন্ধন। (আলানং করিণাং বন্ধস্তম্ভে রজ্জৌ চ ন স্ত্রিয়াং। মেদিনী।)

আলানিক (ত্রি) আলানমেব স্বার্থে (বিনয়াদিভ্যষ্ঠক্। পা ৫।৪।৩৪) ইতি ঠক্। আলান। ("সোঢ়ুং ন তৎপূর্ব্ব-মবর্ণমীশে আলানিকং স্থাণুমিব দ্বিপেন্দ্রঃ।" রঘু ১৪। ৩৮।) আলানং বন্ধনং প্রয়োজনমস্যেতি ঠক্। গজবন্ধনের কাষ্ঠাদি।

আলাপ (পুং) আ-লপ-ভাবে-ঘঞ্। কথন। পরস্পরকথন। (আলাপ ইব শ্রূয়তে। শকু)। ভাবে ঘঞ্। (আপৃচ্ছালাপঃ সম্ভাষঃ। হেম ২। ১৮৮।) স্বরসাধনাক্ষর সা-ঋ-গ-ম ইত্যাদি। অনুলোম, বিলোম, গমক, মূর্চ্ছনা, তান, লয়, প্রকৃত সুর অর্থাৎ যে রাগে যে যে সুর যথার্থরূপে আবশ্যক, এই কয়েকটী সংযোগে রাগাদিকে প্রকৃষ্টরূপে প্রদর্শন করার নাম আলাপ। আলাপ শব্দের অর্থ রাগের সহিত 'সম্ভাষ' করা, অর্থাৎ কোন রাগকে যথানির্দ্দিষ্ট স্বরাদি দ্বারা প্রতিপন্ন করাই আলাপ। ইহাতে তালের বিশেষ সমাবেশের প্রয়োজন করে না। আলাপ কণ্ঠ ও বীণাদি যন্ত্র উভয়েতেই প্রকাশ করা যাইতে পারে, কিন্তু গান বর্ণ সংযোগে হয় বলিয়া কণ্ঠ ভিন্ন যন্ত্রে প্রকাশ করা যায় না, গান ও আলাপে এই প্রভেদ।

"রাগালাপনমালপ্তিঃ প্রকটীকরণং মতম্।"

ইতি সঙ্গীতদর্পণে।

আলাপন (ক্লী) আ-লপ্-নিচ্-ল্যুট্ পরস্পর কথন। স্বস্তিবাচন।

আলাপুর। উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থ বদায়ুনের একটী নগর। সৈয়িদ বংশীয় সুলতান আলা-উদ্দীনের নামানুসারে ইহার নাম আলাপুর হইয়াছে। এই স্থান বদায়ুন নগর হইতে ১১ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে সারস্বতী ব্রাহ্মণের বাস। তাঁহারা বলেন যে, এই স্থান তাঁহারা আলা-উদ্দীনের নিকট হইতে পাইয়াছেন।

আলাপ্য (ত্রি) আলপ্যতে আ-লপ-ণ্যৎ। কথনীয়। ণিচ্ যৎ। আভাষ্য।

আলাল (দেশজ) পুত্রহীন ধনী। যেমন আলালের ঘরের দুলাল,—পুত্রহীন ধনীর ঘরে পুত্র জন্মিলে সে যেমন আদুরে হয়,—আদুরে ছেলে।

আলাবু (আলাবূ) (স্ত্রী) পূর্ব্বপদঃ দীর্ঘঃ বা উঙ্। অলাবু। লাউ।

আলাবর্ত্ত (ক্লী) আলং পর্য্যাপ্তং আবর্ত্ত্যতে। আল আ-বৃত-ণিচ্ কর্ম্মণি অচ্। বস্ত্রনির্ম্মিত ব্যজন। কাপড়ের পাকা। (আলাবর্ত্তং তু বস্ত্রস্য (ব্যজনং)। হেম ৩।৩৫২।)

আলাস্য (পুং) আলং পর্য্যাপ্তং আস্যং মুখং যস্য। বহুব্রী। কুম্ভীর। (নক্রঃ কুম্ভীর আলস্যঃ। হেম ৮।৪১৫) (ক্লী) আ-সম্যক্ লাস্যং প্রাদিসং। সম্যক্ নৃত্য।

আলাহাবাদ (ইলাহাবাস্)। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের একটী বিভাগ। অক্ষা. ২৪°৪৭′ ও ২৫°৪৭′১৫″ উঃ, এবং দেশা. ৮১° ১১′ ৩০″ ও ৮২° ২১′ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। গঙ্গা ও যমুনার সংযোগস্থলে এই প্রদেশ। ইহার ভূমি পরিমাণ পূর্ব্বপশ্চিমে ৭৪ মাইল এবং উত্তর হইতে দক্ষিণ অবধি ৬৪ মাইল। এই প্রদেশে গঙ্গা, যমুনা, তোন্‌স ও বেলন এই কয়েকটী প্রধান নদী।

এখানে মসুরী, জোয়ার, বজ্‌রা ও কার্পাস অধিক পরিমাণে জন্মে।

ইহার প্রধাননগর আলাহাবাদ। উহা প্রয়াগ নামে হিন্দু সমাজে পরিচিত।

অতি পূর্ব্বকাল হইতে প্রয়াগ হিন্দুর পবিত্র স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া আসিতেছে। এখানকার জল লইয়া গিয়া প্রাচীন হিন্দু রাজাদের অভিষেক হইত। রামায়ণে (২।১৫।৫।) "গঙ্গা যমুনয়োঃ পুণ্যাং সঙ্গমাদাহৃতং জলম্" ইত্যাদি বচনের দ্বারা তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। রামচন্দ্র বনগমন করিবার সময় এই স্থানে হইয়া যান। তৎকালে এখানে ভরদ্বাজের আশ্রম ছিল। [রাম ২।৫৪।২-৫]। ইহার নিকটে শৃঙ্গবেরপুর—উহার বর্ত্তমান নাম সিঙ্গ্‌রোর—এই স্থানে গুহক আসিয়া রামচন্দ্রকে অভ্যর্থনা করেন। তৎকালে এই সকল স্থান কোশল রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। যাদবগণ বহুকাল এইখানে রাজত্ব করেন।

বৌদ্ধ রাজাদের সময়ে এখানে অনেক বৌদ্ধাশ্রম ছিল। খৃষ্টের ২৪০ বৎসর পূর্ব্বে অশোক নৃপতি একটী স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করেন, তাহা আলাহাবাদের দুর্গ মধ্য হইতে পাওয়া গিয়াছে। এই স্তম্ভে অশোকের বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারাদেশ ঘোষিত হইয়াছে। খৃষ্টের দ্বিতীয় শতাব্দীতে সমুদ্রগুপ্ত এই স্থান আক্রমণ করেন। ৪.৪ খৃষ্টাব্দে চীন-পরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ এই স্থান পরিদর্শন করিতে আসেন, সে সময়েও আলাহাবাদ কোশল রাজ্যভুক্ত ছিল। হিয়োন্‌সিয়াং আসিয়া এখানে অশোকরাজকৃত তিনটি স্তূপ দেখিয়া যান। ক্রমে ভারতবর্ষে বৌদ্ধগণ হীনবল হইয়া পড়িলে, হিন্দুরা এখানকার বৌদ্ধকীর্ত্তি সকল ধ্বংস করেন। ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে শহাব-উদ্দীন ঘোরী ভারত আক্রমণ করিতে আসিলে, আলাহাবাদ মুসলমানদের হস্তগত হয়। ১৫২৯ খৃষ্টাব্দে বাবর পাঠানদের নিকট হইতে এই প্রদেশ কাড়িয়া লন। তৎপৌত্র সম্রাট অকবর 'ইল্লাহাবাস' (বর্ত্তমান আলাহাবাদ) এই নাম প্রদান করেন। অকবরের জীবদ্দশায় তৎপুত্র সলিম এইখানে আপনার বাসস্থান মনোনীত করেন। তৎকালে দিল্লী ও আগ্‌রার মুসলমানেরা এই স্থানকে ফকীরাবাদ বলিত। বুন্দেলা ও মার্হাট্টাদিগের আক্রমণের সময়, এই স্থান কখন মুসলমানদের, কখন বা মার্হাট্টাদিগের অধিকৃত হয়। সম্রাট্ শাহালমের সময় আলাহাবাদে কিছু দিন রাজধানী ছিল। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাব তাঁহার দেয় অর্থের পরিবর্ত্তে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে আলাহাবাদ ছাড়িয়া দেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এখানেও সিপাহীবিদ্রোহ হয়; সেনাপতি হেবলক্ বিদ্রোহীর হস্ত হইতে আলাহাবাদ রক্ষা করেন। আলাহাবাদের অক্ষয়বট সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। প্রবাদ এইরূপ—এই অক্ষয়বট সত্যযুগ হইতে এখানে আছে। পুরাণাদিতেও এই অক্ষয়বটের উল্লেখ পাওয়া যায়, চীন পরিব্রাজক হিয়োন্‌সিয়াং এই অক্ষয়বট দেখিয়া যান; মুসলমান ইতিহাসেও ইহার প্রসঙ্গ আছে। এখন আলাহাবাদের কেল্লা মধ্যে অক্ষয়বট আছে,—নানা স্থানের যাত্রীরা এই অক্ষয়বট দেখিতে আলাহাবাদে আসে। গঙ্গা যমুনার ঠিক সঙ্গম স্থান

হিন্দু মাত্রের পরম পবিত্র তীর্থ, এখানে মস্তক মুণ্ডন ও স্নান করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না। তাই কথায় বলে—

"প্রয়াগেতে মুড়িয়ে মাথা।
ম'রগে পাপী হেথা সেথা॥"

এখন আলাহাবাদে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, জৈন, শিখ, রাজপুত, বেণিয়া, আহীর, চামার, কাছী, কুর্ম্মী, মল্লা, কায়স্থ প্রভৃতি নানা জাতির বাস। এখানে অনেকগুলি সুরম্য হর্ম্ম্য ও প্রধান বিচারালয়াদি আছে। তন্মধ্যে 'জমা মস্‌জিদ্' নামক মুসলমানদের ভজনালয় সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। আলাহাবাদের 'চালীস সতুন্' অর্থাৎ ৪০ স্তম্ভবিশিষ্ট গৃহে মোগল সম্রাটেরা আসিয়া বাস করিতেন।

আলাহিয়া [আলেয়া দেখ।]

আলি (পুং) আ-অল পর্য্যাপ্তৌ (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪।১১৭।) ইতি ইন্। বৃশ্চিক। ভ্রমর। (স্ত্রী) ঙীপ্। তুল্যজাতি স্ত্রী। অল্ ভূষণে ণিচ্ ইন্। বয়স্যা। সখী। ঙীপ্। আলী সখী! (আলি সখী বয়স্যা চ। অমর।) আলয়তি বারয়তি জলং আ-অল-ইন্। বা ঙীপ্। অল্পকালস্থায়ি ক্ষেত্রস্থ জলের নিবারক সেতু। আইল। আ-অল পর্য্যাপ্তৌ ইন্। বা ঙীপ্। সন্ততি। শ্রেণী। (বীথ্যালিরাবলিঃ পংক্তিঃ শ্রেণী। অমর) রেখা। সংখ্যা। শুদ্ধান্তঃকরণ। অনর্থ। (আলিঃ পংক্তৌ চ সংখ্যায়াং সেতৌ চ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ বিশ্ব।)

আলিগব্য (পুং স্ত্রী) অলিগোরপত্যং (গর্গাদিভ্যো যঞ্। পা ৪।১।১০৫।) ইতি যঞ্। অলিগু মুনির কন্যা বা পুত্ররূপ অপত্য। স্ত্রিয়াং যঞন্তত্বাৎ (প্রাচাং ষ্ফস্তদ্ধিতঃ। পা ৪।১।১৭) ইতি ষ্ফঃ ষিত্বাৎ ঙীপ্। আলিগব্যায়নী।

আলিঙ্গন (ক্লী) আ-লিগি-ল্যুট্। আশ্লেষণ। একজনের অঙ্গের সহিত অপরের অঙ্গ সংযোগ। কোলাকুলী। ১ আমোদালিঙ্গন। ২ মুদিতালিঙ্গন। ৩ প্রেমালিঙ্গন। ৪ মদনালিঙ্গন। ৫ মানসালিঙ্গন। ৬ রুচ্যালিঙ্গন। ৭ বিনোদালিঙ্গন। আলিঙ্গন এই সাত প্রকার।

আলিঙ্গিত (ত্রি) আ-লিগি কর্ম্মণি-ক্ত ইট্। আশ্লিষ্ট। (পুং) তন্ত্রসারোক্ত বিংশতি অক্ষর অবধি ত্রিংশৎ অক্ষর পর্য্যন্ত মন্ত্র-বিশেষ।

আলিঙ্গিন্ (ত্রি) আলিঙ্গতি আ-লিগি—ণিনি। আলিঙ্গন-কর্ত্তা। (স্ত্রী) ঙীপ্। আলিঙ্গিনী।

আলিঙ্গ্য (ত্রি) আলিঙ্গ্যতে আ-লিগি—কর্ম্মণি ণ্যৎ। আলিঙ্গনীয়। আলিঙ্গনের যোগ্য। (পুং) বাদনীয় মৃদঙ্গ-বিশেষ। মাদোল। (অঙ্ক্যালিঙ্গ্যোর্দ্ধকাস্ত্রয়ঃ। অমর ১।৭।৫।) আ-লিগি-ল্যপ। (অব্য) আলিঙ্গন করিয়া।

আলিঙ্গ্যায়ন (পুং) আলিঙ্গস্য মৃদঙ্গভেদস্যায়নং যত্র বহুব্রী। গ্রামবিশেষ। তস্যা-দুরভবং নগরং অণ্ বরণাদি। তস্য লুপ্। সেই গ্রামের অদূর ভব নগর। (লুপিযুক্তবদ্ব্যক্তি বচনে। পা ১।২।৫১। লুপি প্রকৃতিবল্লিঙ্গ-বচনে স্তঃ।)

আলিঞ্জর (পুং) অলিঞ্জর এব স্বার্থে অণ্। মৃণ্ময়বৃহৎ পাত্র। জালা।

আলিন্দ (পুং) অলিন্দ এব স্বার্থে অণ্। বহির্দ্বারের প্রকোষ্ঠ। গৃহের সম্মুখস্থ হাতিন। (প্রঘানপ্রঘণালিন্দা-বহির্দ্বারপ্রকোষ্ঠকে। অমর ২।২।১২।) গৃহাভ্যন্তর। গৃহের একদেশ। স্বার্থে কন্। আলিন্দক। ঐ অর্থ।

আলিপ (ত্রি) আ-লিপ-ক। আলেপনকারী। যিনি সুন্দর লেপন করেন।

আলিপ্ত (ত্রি) আ-লিপ-ক্ত। কৃতালেপন। যাহার লেপন করা হইয়াছে।

আলিপনা (আলিম্পন শব্দের অপভ্রংশ, ব্রজবুলীতে আলিপন ব্যবহৃত হয়।) আলপনা। পিটুলি দিয়া দেবস্থান লেপন বা চিত্রকরণ।

"আলিপন দেয়ব মোতিম হার।
মঙ্গল কলস করব কুচভার॥"

বিদ্যাপতি।

আলিম্পন (ক্লী) আ-লিপ-ল্যুট্ পৃষোদরাদিত্বাৎ মুম্। পিটুলি দ্বারা আলিপনা দেওয়া।

আলিস্ পাইস্ (Allspice)। বৃক্ষবিশেষ। (Pimenta vulgaris) এই গাছ আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষে আনীত হয়। ইহার পাতা সবুজ ও মুকুল সাদা সাদা হয়। যখন গাছে মুকুল ধরে তখন প্রাকৃতির শোভাই বা কত। সৌরভে চারিদিক্ আমোদিত হয়,—প্রত্যেক পত্র, প্রত্যেক কলি সুগন্ধি প্রদান করে। এই গাছে এক রকম ফল হয়, তাহাতে দালচিনি, জায়ফল ও লবঙ্গের গন্ধ পাওয়া যায়। ইহার পাতা চোয়াইয়া সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত হয়, তাহা কখন কখন লবঙ্গতৈল নামে বাজারে চলিয়া যায়। ব্যবসায়ীরা অপক্ব ফল ছিড়িয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লয়, তাহাই ব্যবহারে লাগে।

আলিসা (চলিত) কার্ণিস। ইষ্টকালয়ের নিকাল।

আলী [আলি দেখ।] মৎস্য বিশেষ। বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যায় এই মাছ পাওয়া যায়।

আলী। মুসলমানধর্ম্মপ্রচারক মুহম্মদের জামাতা। আবুতালিবের পুত্র। মুসলমানেরা বলেন, আলীই সর্ব্বাগ্রে মুহম্মদী ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। মুহম্মদ নিজেই বলিতেন, 'আমি

জ্ঞানের ভাণ্ডার, আলী ইহার দ্বার। আমি আলীর নিমিত্ত, আলীও আমার নিমিত্ত।' মূল কথা, মুহম্মদ আলীকে বড় ভালবাসিতেন। মুহম্মদের কন্যা ফাতিমার সঙ্গে আলীর বিবাহ হয়। তাঁহার গর্ভে প্রসিদ্ধ হসন ও হুসেনের জন্ম। ফাতিমার মৃত্যু হইলে আলী আরও কতকগুলি বিবাহ করেন; ঐ সমস্ত স্ত্রী হইতে তাহার ১৮ পুত্র এবং ১৮ কন্যা জন্মে। মুহম্মদের মৃত্যুর পর আলী শ্বশুরের পদলাভে যত্নবান্ হন, কিন্তু ওসমান ও ওমার কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ায় তিনি আরবে চলিয়া আসেন। এইখানে তৎকথিত কোরাণের সুললিত ব্যাখ্যা শ্রবণে অনেকেই তাঁহার শিষ্য হইল। ৩য় খলিফা ওসমানের মৃত্যু হইলে আরব ও মিশরের লোকেরা তাঁহাকে খলিফা বলিয়া গ্রহণ করিলেন। (খ্রীষ্টাব্দ ৬৫৫)। কিন্তু পাঁচ বৎসরের মধ্যে তিনি স্ব ইচ্ছায় এই পদত্যাগ করেন, তৎপরিবর্ত্তে মোয়াবিয়া দামস্কাস নগরে খলিফা হইলেন। ৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে (১৭ই রমজান) আলী মসজিদে বসিয়া ঈশ্বর উপাসনা করিতেছেন, প্রাণ ভরিয়া হৃদয়ের দেবতাকে ডাকিতেছেন, প্রেমাশ্রুতে হৃদয়ে ভাসিয়া যাইতেছে, এমন সময় তাঁহার পৃষ্ঠদেশে একটী গুরুতর আঘাত হইল। তাঁহার মুদিত নয়ন আর নিমীলিত হইল না; মাথা ঘুরিয়া উঠিল, কাঁপিতে কাঁপিতে ধরাশায়ী হইলেন। আবদুর রহমান ইবন্ মুলজিম স্বকার্য্য সাধন করিয়া পলায়ন করিলেন। এই ঘটনার চারি দিন পরে আলীর প্রাণবায়ু অসার দেহ ফেলিয়া চলিয়া গেল। মুসলমানদিগের প্রথম ইমামের জীবন এইরূপে শেষ হইল।

আলী একজন বিদ্বান্ লোক ছিলেন। আরব্য ভাষায় তিনি কয়েকখানি ধর্ম্মগ্রন্থ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করেন। (তাঁহার জন্ম ৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে, মৃত্যু ৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে।)

আলী আদিলশাহ। ইব্রাহিম আদিল শাহের পুত্র। পিতার মৃত্যু হইলে ১৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বিজয়পুরের অধীশ্বর হন। ইনি অতিশয় কামপরবশ ছিলেন। কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য সুন্দর খোজা দাস সকল নিযুক্ত করিতেন। একজন সুশ্রী যুবা (খোজা দাসের) প্রতি কুঅভিলাষ সিদ্ধ করিতে গিয়া তৎকর্ত্তৃক নিহত হন। (খৃঃ অঃ ১৫৮৯, ১২ই এপ্রেল।) বিজয়পুরে আলী আদিলশাহের সমাধি-মসজিদ আছে, লোকে তাহাকে রোজা আলী বলে।

আলী আদিলশাহ (২য়)। বিজয়পুরের রাজা। মুহম্মদ আদিলশাহের পুত্র। ইনি শৈশবাবস্থায় রাজত্ব প্রাপ্ত হন। এই সময় মহারাষ্ট্র অধিনায়ক শিবজী প্রবল হইয়া উঠিলেন। বিজয়পুরের চারি দিকে অশান্তি ও গোলযোগ। আলী বিজয়পুরের সেনাপতি আফ্জল খাঁকে গুপ্ত ভাবে বিনাশ করেন। অতিকষ্টে এগার বার বৎসর রাজত্বের পর, ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

আলীঢ় (ত্রি) আ-লিহ্-ক্ত। আস্বাদিত। ক্ষত। (ক্লী) দক্ষিণ চরণখানি অগ্রসর এবং বামচরণখানি পশ্চাতে কিছু বাঁকাইয়া যুদ্ধের নিমিত্ত ধনুর্দ্ধারিদের স্থিতি বিশেষ। অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে—বামপাদখানি ভুগ্নভাবে পশ্চাতে রাখিয়া, দক্ষিণ জানু ও উরু নিশ্চল ভাবে রাখার নাম আলীঢ়। স্বার্থে কন্। আলীঢ়ক। ঐ অর্থ। (ত্রি)। শুভ্রাদিভ্যশ্চ। পা। ৪।১।১২৩। ইতি ঢক্ আলীঢ়েয়। আলীঢ় ভব। (ক্লী) সংজ্ঞায়াং কন্। আলীঢ়ক। স্থলে বৎসদের ক্রীড়া বিশেষ।

আলীন (ত্রি) আ-লী-কর্ত্তরি-ক্ত ও দিত্বাৎ তস্য নঃ। আশ্লিষ্ট। ভাবে ক্ত (ক্লী) সংশ্লেষ। আলিঙ্গন করা। তত্র সাধু অণ্। রঙ্গ নামক ধাতুবিশেষ (রাং)। রঙ্গধাতু অন্য সকল ধাতুর সহিতই সংশ্লিষ্ট হয় বলিয়া তাহার নাম আলীন হইয়াছে। সংজ্ঞায়াং কন্। রঙ্গ, কস্তীরমালীনকসিংহলে অপি। হেম ৪।১০৮।)

আলী বহাদুর। বান্দাপ্রদেশের একজন নবাব। শমশের বহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং মারহাট্টানায়ক বাজীরাও পেশোয়ার পৌত্র। ইনি নানাফর্ণবীশের নিকট হইতে বুন্দেল খণ্ডের অধিকার প্রাপ্ত হন; তাহাতে ভক্তসিংহের প্রতিপালক নানা-অর্জ্জুন আপত্তি ও বাধা দেওয়ায় আলী ভক্তসিংহকে বন্দী করেন এবং পান্নারাজ ও ভক্তসিংহের অধিকার ভুক্ত বান্দারাজ্যের কিয়দংশ হস্তগত করেন। প্রায় ১২ বৎসর রাজত্বের পর ১৮০১ খৃষ্টাব্দে আলী বহাদুরের মৃত্যু হয়।

আলীবর্দ্দী খাঁ (মহবৎ জঙ্গ।) বাঙ্গালার নবাব। মীর্জা মুহম্মদের পুত্র। নবাব সিরাজ্ উদ্দৌলার মাতামহ। আলীবর্দ্দীর সাবেক নাম মুহম্মদ আলী। তাঁহার পিতা একজন তুর্কী ছিলেন, তিনি রাজপুত্র আজম্ শাহের নিকট চাকুরী করিতেন। তাঁহার প্রভুর মৃত্যু হইলে তিনি দিল্লী হইতে কটকে আগমন করেন। সেখানে মুর্শিদ-কুলী খাঁর জামাতা সুজা উদ্দীন্ আলীবর্দ্দীর পিতাকে যথেষ্ট খাতির মর্য্যাদা করিলেন এবং তৎপুত্রকে রাজমহলের ফৌজদারী দিলেন। তিনিই যত্ন করিয়া দিল্লীর বাদশার নিকট হইতে মুহম্মদ আলীর জন্য আলীবর্দ্দী খাঁ এই উপাধি চাহিয়া আনাইলেন। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে আলীবর্দ্দী কটকের শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত

হইলেন। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে বিহারের শাসনকর্ত্তা কোন অপরাধে পদচ্যুত হইলে শাসন-সমিতির অনুরোধে আলীবর্দ্দী সেই পদ পাইলেন। নব সম্মানে সম্মানিত হইয়া তিনি পাঁচ হাজার সৈন্য সহ পাটনায় উপস্থিত হইলেন। তখন পাটনায় বড় বিভ্রাট্ উপস্থিত। বঞ্জরা নামক একদল দস্যু শস্তক্রয়ের ভান করিয়া নগরে প্রবেশ করে, তাহারা লুট-পাট্ আরম্ভ করিয়া নগরের লোকদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। এমন কি তাহারা তথাকার সরকারী খাজানা আদায়ের টাকা অবধি লুট করে। আলীবর্দ্দী এই দুষ্ট দল এবং কতকগুলি দুর্দ্দান্ত জমিদারকে দমন করিবার জন্য কতকগুলি আফগান সৈন্য সংগ্রহ করিলেন, আবদুল করীম খাঁ তাঁহাদের অধ্যক্ষ হইলেন; অনেক আয়াসের পর দস্যুদল ও জমিদারেরা শাসিত হইল। আলীবর্দ্দী তাহাদের সঞ্চিত ধনরত্নাদি গ্রহণ করিলেন। তাঁহার রণদক্ষতা ও সুচতুর বুদ্ধির গুণে দিল্লীসম্রাট্ তাঁহাকে 'মহবৎজঙ্গ' এই উপাধিতে ভূষিত করিলেন।

যাহারা বড় চতুর, তাহারা প্রায় অধিক সন্দিগ্ধ হয়। এই সন্দেহের ফাঁদে পড়িয়া তিনি আপন প্রিয় সৈন্যাধ্যক্ষ আবদুল করীম খাঁকে হত্যা করিলেন। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ মুহম্মদ শাহের প্রধান মন্ত্রী আইজাক খাঁ তাঁহাকে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনভার অর্পণ করেন। উক্ত বৎসরে আলীবর্দ্দী নবাব সরফরাজ খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। এই সময়ে সরফরাজের মৃত্যু হয়। আলীবর্দ্দী সরফরাজের সঞ্চিত বহু অর্থ প্রাপ্ত হইলেন; তিনি সম্রাট্ মুহম্মদশাহ ও দিল্লীর প্রধান উজীরকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য সর্ব্বসমেত ১ ক্রোর ১০ লক্ষ টাকা নজরাণা স্বরূপ পাঠাইয়া দেন, এই সময়ে সম্রাট তাঁহাকে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদার, সাত হাজার সৈন্যের নায়ক এবং সুজা উল্-মুলক্ ও হিসাম-উদ্দৌলা এই কয়েকটী উপাধি প্রদান করেন।

মানুষের মন সকল সময় সমান থাকে না। আলীবর্দ্দী সম্রাটের বিষনজরে পড়িলেন। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ মুরীদ্ খাঁকে সরফরাজের সমস্ত মণিরত্নাদি এবং দুই বৎসরের আয় আদায় করিতে বাঙ্গালায় পাঠাইলেন। কিন্তু আলীবর্দ্দী কৌশল করিয়া মুরীদকে রাজমহলে রাখিয়া কয়েক লক্ষ নগদ টাকা লইয়া মুরীদের নিকট উপস্থিত হইলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরে তিনি উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা মুর্শীদ-কুলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। মুর্শীদ-কুলী পরাজিত হইলেন এবং জামাতার সহিত বালেশ্বরে পলাইয়া গেলেন। আলীবর্দ্দী আপন ভ্রাতুষ্পুত্র সৈয়দ আহ্মদকে উড়িষ্যার শাসনভার দিয়া মুর্শীদাবাদে চলিয়া আসেন। কিছুদিন পরে সৈয়দের অত্যাচারে প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তাহারা সৈয়দকে কয়েদ করিয়া বুকর খাঁকে শাসন ভার দিল। এই সংবাদ পাইবামাত্র আলীবর্দ্দী সসৈন্যে মহানদী তীরে উপস্থিত হইলেন, তথায় বুকর খাঁকে পরাস্ত করিয়া মুহম্মদ মামুম খাঁকে শাসনভার দিয়া আসিলেন। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে রঘুজী ভোঁশলা বঙ্গের চতুর্থাংশ কর আদায়ের জন্য ভাস্কর পণ্ডিতকে সসৈন্যে বাঙ্গালায় প্রেরণ করেন।

বর্দ্ধমানে মার্হাট্টাদের সহিত যুদ্ধ হয়। মার্হাট্টারা প্রস্তাব করে যদি তাহারা দশ লক্ষ পায়, তাহা হইলে তাহারা চলিয়া যায়। আলীবর্দ্দী প্রথমে তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু লোভীর আকাঙ্ক্ষা শীঘ্র মেটে না, অর্থলোলুপ মার্হাট্টাগণ পুনরায় ক্রোর টাকা চাহিয়া বসিল। অসম্ভব প্রার্থনা শুনিয়া আলীবর্দ্দী টাকা দিতে অসম্মত হইলেন।

১৭৪২ খৃষ্টাব্দে ভাস্কর পণ্ডিতের সৈন্যগণ হঠাৎ জগৎশেঠের ধনাগার লুট করেন এবং হুগলী, বর্দ্ধমান, বীরভূম, রাজসাহী রাজমহল, মেদিনীপুর ও বালেশ্বর পর্য্যন্ত অধিকার করেন। এই সময়ে আলীবর্দ্দী কলিকাতাস্থ ইংরাজদিগকে কলিকাতার চারিধারে নালা খনন করিতে আদেশ দেন। ঐ নালা এক্ষণে মার্হাট্টা ডিচ্ নামে অভিহিত। ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে রঘুজী ভোঁশলা নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আসেন। এই সময় পেশোয়া বলাজী রাও সম্রাটের প্রাপ্তব্য ১১ লক্ষ টাকা আদায় করিবার জন্য আলীবর্দ্দীর নিকট আগমন করেন। পেশোয়ার সহিত রঘুজীর বরাবর শত্রুতা। এখন সময় পাইয়া তিনি আলীবর্দ্দীর সহিত মিলিত হন এবং রঘুজীকে তাড়াইয়া দেন। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে, ভাস্কর পণ্ডিত পুনরায় আলীবর্দ্দীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। কিন্তু আলীবর্দ্দীর যুদ্ধ কৌশলে পরাস্ত হইয়া ভাস্কর ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে, আলীবর্দ্দীর সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ তাঁহার সহিত বিবাদ করিয়া বিহার আক্রমণ করিলেন। আলীবর্দ্দীর আদেশে তথাকার শাসনকর্ত্তা কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া মুস্তাফা চুনারে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে রঘুজী ভোঁস্লা পুনরায় আলীবর্দ্দীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন, কিন্তু বিহার ও কাটোয়ার যুদ্ধে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হন। এই বৎসর আলীবর্দ্দীর দৌহিত্র সিরাজ্ উদ্দৌলার মহাসমারোহে বিবাহ হয়।

১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে আলীবর্দ্দী মীরজাফর খাঁকে কটকের মার্হাট্টাদিগকে আক্রমণ করিতে পাঠান।

এই সময়ে সাম্সের খাঁ বিহারের শাসনকর্ত্তা। তিনি

জৈন-উদ্দীনকে হত্যা করেন এবং আলীর ভ্রাতা হাজী আমেদ ও তাহার কন্যাকে বন্দী করিয়া বিহার অধিকার করেন। এই বিদ্রোহীকে দমন করিতে আলীবৰ্দ্দী স্বয়ং সসৈন্যে বিহার যাত্রা করিলেন, পথে ভাগলপুরে তাঁহার সহিত মার্হাট্টাদিগের একটী যুদ্ধ হইয়া যায়। এই সময় জামোজী ও মীরহাব্বের ৪০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিবার চেষ্টা করেন। সুচতুর ও বিচক্ষণ আলীবৰ্দ্দীর রণ নৈপুণ্যে তাহাদের আশা ফলবতী হইল না। ঘোরতর যুদ্ধ হইল। সরদার খাঁ নামে বিদ্রোহীদের একজন অধিনায়ক রণভূমিতে শয়ন করিলেন, সামসের খাঁ একজন সৈন্য কর্ত্তৃক যমালয়ে যাত্রা করিলেন।

১৭৫০ খৃষ্টাব্দে আলীবৰ্দ্দী মার্হাট্টাদিগকে কটক হইতে তাড়াইয়া দেন। কিন্তু তাহারা পুনরায় ঐ প্রদেশ দখল করিয়া লয়। এই মার্হাট্টাগণ বঙ্গবাসীর নিকট বর্গী নামে বিখ্যাত। এই বর্গীদের অত্যাচারে বঙ্গদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল। তাহাদের উপদ্রব এতদূর বাড়িয়াছিল যে, অন্তঃপুরের রমণীগণ পর্য্যন্ত পুত্রকে ঘুম পাড়াইবার কালে বলিতেন—

"ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এলো দেশে।
চড়াই পাখীতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে॥"

বর্গীদের হাঙ্গামা হইতে প্রজাদের নিরাপদ করিবার জন্য আলীবৰ্দ্দী তাহাদিগকে কটক প্রদেশ ও বাঙ্গালার চতুর্থাংশ করস্বরূপ ১২ লক্ষ টাকা দিতে সম্মত হইলেন। এইরূপে বর্গীর উৎপাত হইতে বঙ্গদেশ রক্ষা পাইল। আলীবৰ্দ্দী উত্যক্ত প্রজাদিগকে পুনরায় স্ব স্ব দেশে আনিয়া গৃহাদি পুনরায় নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দিলেন, জমিতে যাহাতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয় ও প্রজারা সুখে থাকে, তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইলেন। ১৬ বৎসর রাজত্বের পর ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা এপ্রেল নবাব আলীবৰ্দ্দী ৮০ বৎসর বয়সে উদরীরোগে আক্রান্ত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

আলীবৰ্দ্দী জ্ঞানী ও কার্য্যকুশল ছিলেন। তিনি বাল্যকালাবধি কখনও বৃথা অলস-আমোদে সময় নষ্ট করিতেন না। তিনি প্রাতঃকাল হইবার দুইঘণ্টা পূর্ব্বে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতেন এবং ঈশ্বরের ভজনাদি কার্য্য সারিয়া প্রাতে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনার্থ রাজসভায় যাইতেন। তিনি পদ্য ও ইতিহাসপ্রিয় ছিলেন। শুনা যায়, তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট নজরাণা স্বরূপ ২২ লক্ষ টাকা চাহিয়া পাঠান, কৃষ্ণচন্দ্র ঐ টাকা দিতে না পারায় তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। পরে তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের বৈষয়িক বুদ্ধিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অব্যাহতি দেন এবং তাঁহার সহিত ধর্ম্ম ও বিষয়সম্বন্ধীয় নানা বিষয়ে সৰ্ব্বদাই আলাপ করিতেন। কৃষ্ণচন্দ্র প্রায় প্রতি রজনীর প্রথম ভাগে নবাবের সমীপে থাকিতেন এবং মধ্যে মধ্যে উর্দু ভাষায় মহাভারত প্রভৃতির অনুবাদ করিয়া শুনাইতেন। নবাব ইহাতে বড় আমোদিত হইতেন।

দোষের মধ্যে আলীবৰ্দ্দী কিছু অর্থপ্রয়াসী ছিলেন, তাহা বলিয়া তিনি প্রজাদের সর্ব্বনাশ করিয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতেন না। তাঁহার মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তিনি তদীয় উত্তরাধিকারী সিরাজ্‌ উদ্দৌলাকে কয়েকটী কথা বলিয়া যান,—"সিরাজ! বিদেশীয় লোককে বিশ্বাস করিও না। বিদেশীয়েরা যেন এদেশে বলবান্ হইতে না পারে। তাহারা যেন এদেশে কোনপ্রকার দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিতে না পারে। সাবধান!"

আলু। (পুং) পেচক। ২ কাসালু। (স্ত্রী) আ-লা-ডু। গলন্তিকা। ঘটীঝারী। (ক্লী) আ-লু-ডু।' ভেলক। ভেলা। (আলুর্গলন্তিকায়াং স্ত্রী ক্লীবং মূলে চ ভেলকে। মেদিনী।)

আলু। বৃক্ষবিশেষ। (Solanum tuberosum)। এই গাছ হইতে যে মূলাকার কাণ্ড উৎপন্ন হয়, তাহাকে আমরা বিলাতী আলু বলি। এদেশে পূর্ব্বে আলু ছিল না, ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে বিলাত হইতে প্রথমে এদেশে আলু আনীত হয়, এজন্য ইহার নাম বিলাতী আলু হইয়াছে।

আলু সর্ব্বপ্রথমে দক্ষিণ আমেরিকায় জন্মে। সর্ ওয়ালটার র‍্যালে কেরালিনা হইতে আয়র্লণ্ডে লইয়া যান। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে তথায় সর্ব্বপ্রথম আলু জন্মাইতে আরম্ভ হয়। ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও ফ্রান্সের লোকেরা কুসংস্কারের বশীভূত হইয়া প্রথমে আলু চাষ করিত না, তখন তাহারা ভাবিত, আলুর সহিত বিষগাছ জন্মে। ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে স্কটলণ্ড নিবাসী টমাস্ প্রেনটিস্ নামক এক ব্যক্তি প্রথম আলুর চাস করিতে আরম্ভ করে। তৎপরে ক্রমে ক্রমে আলু ইউরোপ, আফ্রিকা, আসিয়া ও অষ্ট্রেলিয়ায় চলিত হইয়া পড়ে।

এদেশে আলু রোপণ করিতে হইলে ছোট ছোট আলু দেখিয়া পর বৎসরের বীজের জন্য বাছিয়া রাখে। কিন্তু ইংলণ্ডে বড় বড় আলুই বীজের জন্য রক্ষিত হয়। রোপণ করিবার কালে সুপক্ব আলু খণ্ড খণ্ড করিতে হয়, প্রত্যেকটী যেন এক বা ততোধিক চক্ষু সংযুক্ত থাকে। উহা পুঁতিলে চারা হয়। ক্ষেত্র অনাবৃত ও জল নির্গমনের উপায় থাকিলে সহজেই ভাল আলু উৎপন্ন হয়।

এখন ভারতবর্ষের নানাস্থানে আলুর চাস হইতেছে। এখন আলু বঙ্গবাসীর একটী প্রধান খাদ্য হইয়া উঠিয়াছে।

আলুই। ঔষধ বিশেষ। কালমেঘের পাতা, জোয়ান, রাঁধুনী, বড় এলাচীর খোসা, পোড়া লবঙ্গ, বেলফুলের কুঁড়ি, একত্রে মিশাইয়া রৌদ্রে শুকাইতে হয়। শুকাইলে তাহাকে আলুই বলে। ইহা দুগ্ধপোষ্য শিশুদের পক্ষে বিশেষ উপকারী। সচরাচর এই তিক্ত দ্রব্য ৪ দিন কিম্বা ৮ দিন অন্তর খাওয়ান হইয়া থাকে। ছেলেদের পেটের অসুখ হইলে স্তনদুগ্ধে অথবা গরুর দুগ্ধে মাড়িয়া গরম করিয়া খাওয়াইতে হয়।

আলুক (ক্লী) আলু স্বার্থে কন্‌। কন্দবিশেষ। এলবালু। ইহা বিলাতী বা গোলআলু হইতে ভিন্ন। বৈদ্যশাস্ত্রে এই কয়েকপ্রকার আলু উক্ত হইয়াছে—কাষ্ঠালু, শঙ্খালু, হস্তালু, পিণ্ডালু, মধ্বালু ও রক্তালু। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় আরূক, সায়ক, আলুক।

বৈদ্যশাস্ত্র মতে ইহার গুণ—শীতল, বিষ্টম্ভী, মধুর, গুরু, মূত্র ও মলরোধক, রুক্ষ, দুর্জ্জর, রক্তপিত্তনাশক, কফ ও বাতকর, বলবর্দ্ধক, পুষ্ট, দুগ্ধের হিতকর এবং পাকে রুচিকর। (পুং) কাসালু। ২ শেষনাগ। (শেষো নাগাধিপোঽনন্তো দ্বিসহস্রাক্ষ আলুকঃ। হেম ৪।৩৭৩)

আলুঞ্চন (ক্লী) আ-লুচি-ল্যুট্‌। উৎপাটন। উপড়ান! কেশাদির বন্ধন না করা! এলো করিয়া রাখা।

আলুঞ্চিত (ত্রি) আ-লুচি-ক্ত! উৎপাটিত। খোলা। বন্ধনমুক্ত।

আলুণ্টন (ক্লী) আ-লুটি-ল্যুট্‌। বলহেতু অপহরণ। লুট করা।

আলুণি (অলবণ শব্দের অপভ্রংশ) লবণহীন।

আলুফা (আরব্য) জীবিকানির্ব্বাহের ধন।

আলুবোখারা। বৃক্ষবিশেষ। (Prunus Communis)। এই গাছ প্রথমে বোখারা হইতে আনীত হয়। এক্ষণে কুমায়ুন ও গজনীতে ইহার চাষ হইতেছে। ইহার ফল অম্ল ও স্বাদু। ইহার শুষ্ক ফলের গুণ—মধুর, স্নিগ্ধ ও মলনিঃসারক। ইহাতে অরুচি, উদরাময়, অতিসার, ক্রিমি আমরক্ত ও আমাশয় নিবারণ হয়।

আলুবা মালুবা (গ্রাম্য) এলোমেলো।

আলুল (ত্রি) আ-লুল-ক। উন্মুক্ত। চঞ্চলীভূত। ভূশাদিত্যাণ্ড ক্ত (ক্লী) আলুলায়িত। অসংযত এলো।

আলু (পুং) আ লুনাতি আ-লু-কিপ্‌। আলুপ্‌। স্বার্থে কন্‌। আলুক।

আলুন (ত্রি) আ-লু-ক্ত তস্য ন। ঈষচ্ছিন্ন। অল্পচ্ছিন্ন। সম্যক্‌ ছিন্ন।

আলেক্‌সান্দার। (আলেকজান্দার)। জগদ্বিখ্যাত মহাবীর। সিকন্দর শা নামে মুসলমান-সমাজে বিখ্যাত। (মাকিডনরাজ ফিলিপের ঔরসে ও ওলিম্পিয়ার গর্ভে এই মহাবীরের জন্ম।)

বীরবর ফিলিপ ওলিম্পিক রণক্রীড়ায় জয়লাভ করিয়াছেন। তদীয় সেনাপতি পার্ম্মেণিও ইলিরীয় যুদ্ধ জয় করিয়া প্রভুর নিকটে আসিয়া মস্তক অবনত করিলেন;—অকস্মাৎ এফিসস্‌ নগরের ডায়েনা দেবীর মন্দির ভূমিসাৎ হইল। এমন সময় মাকিডনরাজ শুনিলেন, তাঁহার একটী পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। ফিলিপ আসিয়া পুত্রমুখ দর্শন করিলেন; দৈবজ্ঞেরা বলিল, এই পুত্র পৃথিবীর রাজা হইবে। ফিলিপ কুমারের নাম আলেক্‌সান্দার রাখিলেন।

আলেক্‌সান্দার শৈশবাবস্থা অতিবাহিত করিলেন। প্রথমে লিওনিডাস্‌ নামে এক ব্যক্তি তাঁহার প্রধান শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হইলেন। ১৩ বর্ষ বয়ঃক্রমের সময়, ফিলিপ্‌ প্রসিদ্ধ দার্শনিক আরিষ্টটলকে পুত্রের শিক্ষকতায় নিযুক্ত করিলেন। আরিষ্টটলের সুশিক্ষাগুণে আলেকসান্দারের মনোবৃত্তি বিকসিত হইল। এই শিক্ষার ফলে তিনি ভবিষ্যতে বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য শাসন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সময় আরিষ্টটল রাজনীতি সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন, আলেকসান্দারকে শিক্ষা দেওয়াই এই গ্রন্থরচনার প্রধান উদ্দেশ্য। আলেকসান্দারের ভাগ্যে যেমন শিক্ষক মিলিয়াছিল, ইউরোপীয় কোন রাজার ভাগ্যে তেমনটী মিলে নাই।

পঠদ্দশায় আলেকসান্দারের হস্তে সর্ব্বদাই ইলিয়ড থাকিত। তিনি আকিলেশের বীরকাহিনী শ্রবণ করিতে বড় ভাল বাসিতেন। যখন আকিলেশের বীরত্ব তাঁহার স্মৃতিপথে উদয় হইত, তখন তিনি বীরমদে মত্ত হইয়া উঠিতেন;—তাঁহার তরবারী ঝন্‌ ঝন্‌ করিয়া উঠিত। লোকে বলিত, তিনিই পূর্ব্বে আকিলেশ ছিলেন। বস্তুতঃ ট্রয়বীর আকিলেশের বংশে আলেক্‌সান্দারের মাতা জন্মগ্রহণ করেন।

বীরত্বের পরিচয় দিবার সময় আসিল। ফিলিপ আলেক্‌সান্দারকে রাজ্যভার দিয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। (এই সময় আলেক্‌সান্দারের বয়স ১৬ বর্ষ মাত্র।) এই সময় কয়েকজন বিদ্রোহী হইল। আলেক্‌সান্দার তাঁহাদিগকে দমন করিলেন। এই সময় হইতে লোকে আলেকসান্দারকে রাজা ও ফিলিপ্‌কে সেনাপতি বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিল।

ফিলিপ্‌ আলেক্‌সান্দারকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। আলেক্‌সান্দারও পিতাকে যথেষ্ট ভক্তি করিতেন।

বয়স হইলে লোকের মতিগতি ফিরিয়া যায়। তাই এমন উপযুক্ত পুত্র থাকিতেও ফিলিপ্‌ ক্লিওপেট্রাকে বিবাহ করিলেন। ইহাতে আলেক্‌সান্দার পিতার উপর মনে

মনে কিছু বিরক্ত হইলেন। কিছুদিন পরে ফিলপ্‌ গুপ্তভাবে নিহত হইলেন। জনরব হইল, আলেক্‌সান্দার এই হত্যাকার্য্যে লিপ্ত ছিলেন।

এখন আলেক্‌সান্দার স্বাধীন ভাবে মাকিডনের অধিপতি হইলেন, কিন্তু নিরাপদ হইতে পারিলেন না।

অট্টালাস নামে ক্লিওপেট্রার একজন খুড়া ক্লিওপেট্রার গর্ভজাত ফিলিপের অপর এক পুত্রের জন্য রাজ্যগ্রহণে সচেষ্ট হইলেন। এই সময় উত্তর ও পশ্চিমের অসভ্য জাতিরা স্বাধীন হইবার জন্য অস্ত্র ধারণ করিল। ডিমস্থিনিস্‌ মাকিডনের বিপক্ষ হইলেন, তাহাতে সমস্ত গ্রীসদেশে তুমুল গোলযোগ উপস্থিত হইল। আলেক্‌সান্দার দেখিলেন চারিদিকে মহাবিপদ, যদি তিনি এই মহাবিপদ্‌ হইতে মুক্ত না হন—তাহা হইলে রাজ্য, ধন, মান, সকলই চিরকালের মত হারাইবেন। বুদ্ধিমান্‌ মহাবীর ভাবিলেন অতি সত্বরে একটা নিষ্পত্তি প্রয়োজন। তিনিই হেকেটস্‌ নামক সেনাপতিকে আদেশ করিলেন, 'হেকেটিয়া, তুমি সসৈন্যে আসিয়ায় গমন কর; দুরন্ত অট্টালাস্‌কে মৃত কিম্বা জীবিত যে উপায়ে পার আমার নিকট উপস্থিত কর।' মহাবীরের আদেশ প্রতিপালিত হইল। হেকেটস্‌ অট্টালাস্‌কে পরাজিত ও নিহত করিলেন।

এদিকে আলেক্‌সান্দার সেনাপতিকে আদেশ দিয়া নিজে সসৈন্যে গ্রীসে উপস্থিত হইলেন। থেসেলি বিনা যুদ্ধে হস্তগত হইল। তথা হইতে তিনি বিওসিয়া অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

থিব্‌সের লোকেরা স্বপ্নে ভাবিতেছিল, তাহারা পুনরায় স্বাধীন হইবে, অধীনতার ক্লেশ আর তাহাদিগকে সহ্য করিতে হইবে না। এমন সময় সুখ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, সকলে শুনিল মহাবীর আলেক্‌সান্দার থিবসের কাড্‌মিয়ার দুর্গের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। আথেন্সের অধিবাসীরা আলেক্‌সান্দারকে উষ্ণমস্তিষ্ক যুবক বলিয়া উপহাস করিত, এখন অকস্মাৎ আলেক্‌সান্দারের আগমন শুনিয়া সকলে ভীত হইল। সকলেই অপ্রস্তুত, এত শীঘ্র যুদ্ধের আয়োজন ঘটিয়া উঠিল না। তখন তাহারা বিনীতভাবে আলেক্‌সান্দারের নিকট দূত পাঠাইল, দূত গিয়া জানাইল, আথেন্সবাসী সকলেই মহাবীরের আগমনে আনন্দিত,—কেবল তাহারা এইজন্য দুঃখিত যে মহাবীরের পারস্যরাজ্য আক্রমণের জন্য উপযুক্ত সৈন্যসংগ্রহ করিয়া দিতে পারে নাই। আলেক্‌সান্দার দূতকে সমাদর করিলেন। গ্রীসের সকলেই তাঁহার নিকটে নত হইল, কেবল স্পার্টানরা তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে চাহিল না।

আলেক্‌সান্দার মাকিডনে ফিরিয়া আসিলেন। এখানে তিনি রীতিমত রণসজ্জা করিয়া অসভ্যজাতিদিগকে দমন করিবার জন্য উত্তর প্রদেশে যাত্রা করিলেন। দানিয়ুব নদীর তীরে সীরমুস্‌ নামক অসভ্যদের অধিপতি পরাস্ত হইলেন। এইখানে অপরাপর অনেক জাতি আলেক্‌সান্দারের অধীনতা স্বীকার করে।

এদিকে স্বাধীনতাপ্রিয় গ্রীকগণ ডিমস্থিনিসের উৎসাহবাক্যে প্রণোদিত হইয়া উত্তেজিত হইয়াছেন। তাঁহারা স্বদেশের স্বাধীনতা ফিরাইবার জন্য সকলেই জীবন উৎসর্গ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই সময় গ্রীসে রাষ্ট্র হইল, আলেক্‌সান্দার ইলিরিয় যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। থিব্‌সের লোকেরা মাকিডনবাসীদিগকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিতে লাগিল এবং গ্রীসের অপরাপর স্থানে দূত পাঠাইয়া সকলকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। এমন সময় সংবাদ আসিল, আলেক্‌সান্দার মরেন নাই, এখনও জীবিত আছেন; থিব্‌সে আসিয়া উপস্থিত!—প্রথমে আলেক্‌সান্দার সন্ধির প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু তথাকার লোকেরা তাঁহার প্রস্তাব উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিলেন। আলেক্‌সান্দারের সেনাপতি পারদিকাস্‌ তাহাদিগকে সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। ভীষণ সমর হইল। অসংখ্য গ্রীক নিহত হইল, রক্তের নদী বহিল। গ্রীসের প্রাচীন ইতিহাসে এমন ভীষণ কাণ্ড আর কখনও ঘটে নাই। প্রায় ছয় হাজার থিব্‌সের নরনারী ছিন্নশিরঃ এবং ষাট হাজার লোক কৃতদাসরূপে আলেক্‌সান্দারের নিকট যাবজ্জীবন বিক্রীত হইল। গ্রীসের অপরাপর স্থানের লোকেরা এই দৃষ্টান্তে নম্র হইল, তাহাদের জন্মভূমি স্বাধীন করিবার আশা এক কালে বিলুপ্ত হইল।

আলেক্‌সান্দার মাকিডনে ফিরিয়া আসিলেন। এইবার তিনি গুরুতর ব্রতের উদ্বোধনে যত্নবান্‌ হইলেন। তিনি বালককাল হইতে একটী আশা হৃদয়ে পোষণ করিতে আসিতেছিলেন। সেই আশা—পারস্যরাজ্য জয় করিবেন, আসিয়াখণ্ডের অধীশ্বর হইবেন। তাঁহার পিতা বহুদিন হইতে পারস্য জয় করিবার জন্য নানাপ্রকার আয়োজন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এবার আলেক্‌সান্দার প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া পারস্য জয়ে অগ্রসর হইলেন। এই সময় তাঁহার কতিপয় বন্ধু তাঁহাকে বিবাহ করিতে বলিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। এই সময় তাঁহার নিজের কিছু মাত্র সম্বল ছিল না; যাহা কিছু তাঁহার নিজের ছিল, ইতিপূর্ব্বে বন্ধুদিগকে বিতরণ

করিয়া দিয়াছেন। এই মহাকার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে পারদিকাস্‌ তাঁহাকে বলিলেন, 'তিনি আপনার সম্বল পরকে দিলেন, এখন নিজের উপায় কি করিবেন।' আলেক্‌সান্দার হাসিয়া উত্তর দিলেন 'আশা'।

তাঁহার অবিদ্যমানে এন্টিপেটর মাকিডনের শাসনকর্ত্তা হইলেন।

বসন্তের প্রারম্ভে আলেক্‌সান্দার আসিয়াভিমুখে অগ্রসর হইলেন, সঙ্গে পাঁচ হাজার অশ্বারোহী ও ত্রিশ হাজার পদাতি। তিনি আবিডসে আসিয়া পৌঁছিলেন। আবিডসের কাছেই আরিসবি নামক স্থান। এখানে আকিলেশের মৃতদেহ মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত হইয়াছিল। আলেক্‌সান্দার কেবল হিফাষ্টিয়ানকে সঙ্গে লইয়া আকিলেশের সমাধিস্থান দেখিতে আসিলেন। এই সমাধিস্থান দেখিয়া তিনি বীরমদে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। পূর্ব্বপুরুষের বীরকাহিনী স্মরণ করিতে করিতে সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন এবং সৈন্যদের সঙ্গে মিলিত হইয়া বিলম্ব না করিয়া পারস্যজয়ে ধাবিত হইলেন।

নানাস্থান অতিক্রম করিয়া সকলে গ্রানিকস্‌ নদীর তীরে পৌঁছিলেন। এই নদীর পূর্ব্বকূলে পারস্যরাজের সৈন্য সামন্ত অপেক্ষা করিতেছিল। আলেক্‌সান্দার আর সময়ের প্রতীক্ষা না করিয়া পারস্যসেনাদিগকে আক্রমণ করিলেন। মাকিডনীয় বীরগণের যুদ্ধ কৌশলে পারস্যদলবল ছত্রভঙ্গ হইল। আলেক্‌সান্দার নিজ অস্ত্রে পারস্যরাজ দরায়ুসের জামাতাকে ধরাশায়ী করিলেন।

এই সময় রোডস্‌ দ্বীপের শাসনকর্ত্তা মেমনন্‌ নামক একজন গ্রীক্‌ পারস্যরাজের হইয়া মাকিডনের সহিত প্রবল যুদ্ধ করেন। আলেক্‌সান্দার তাঁহাকে পরাস্ত করিলেন। অসংখ্য গ্রীক্‌ ও পারস্যসেনা বিনষ্ট হইল। প্রায় দুই হাজার লোক আলেক্‌সান্দারের বন্দীত্ব স্বীকার করিল। অনন্তর আসিয়া-মাইনর, লাইসিয়া, আইওনিয়া, করিয়া, প্যাম্ফাইলিয়া এবং কাপাডোসিয়া নামক জনপদ জয় করিলেন। কিড্‌না নদীতীরে আসিয়া তিনি পীড়িত হইলেন। এই অবস্থায় তাঁহার বন্ধু পার্মেনিও তাঁহাকে পত্র লিখিলেন, "সাবধান! যেন চিকিৎসকের বিষাক্ত ঔষধ সেবনে আপনার মৃত্যু না হয়।" আলেক্‌সান্দার বন্ধুর পত্র পাইবামাত্র তাঁহার চিকিৎসক ফিলিপ্‌কে ডাকাইয়া আনাইলেন এবং তাঁহাকে ঔষধপত্র সেবন করিতে বলিলেন। সেবনে ফিলিপের মৃত্যু হইল। সকলে বুঝিতে পারিল, ফিলিপ্‌ দরায়ুসের কাছে উৎকোচ লইয়া আলেক্‌সান্দারের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। আলেক্‌সান্দার আরোগ্য লাভ করিবামাত্র পারস্যরাজের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। সাইলিসিয়া নামক স্থানে পারস্যরাজ প্রায় পাঁচ লক্ষ সৈন্য সঙ্গে লইয়া আলেক্‌সান্দারের সম্মুখীন হইলেন। পর্ব্বতে ও জলে ঘোরতর যুদ্ধ হইল (৩৩৩ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে)। দরায়ুস্‌ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলেন। তাঁহার পরিবারবর্গ ও ধন রত্নাদি বিজেতার হস্তে পতিত হইল। বিজয়ী মাকিডনপতি দরায়ুসের পরিবারবর্গকে যথেষ্ট সম্মান দেখাইলেন।

দরায়ুস্‌ ইফ্রেতিস্‌ তীরে পলাইয়া আসিয়া দুইবার সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু আলেক্‌সান্দার তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, যদি দরায়ুস্‌ তাঁহাকে সমগ্র আসিয়ায় অধিপতি বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার প্রস্তাব রক্ষা করিতে পারেন। তৎপরে আলেক্‌সান্দার সিরিয়া ও ফিনিসিয়া অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে দামাস্কাস্‌ ও সেই স্থানের রাজকোষস্থ রত্নরাশি আলেক্‌সান্দারের হস্তগত হইল। তিনি টায়রে আসিয়া পৌঁছিলেন, তথাকার লোকেরা তাঁহার বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিলেন। সাত মাস অবরোধের পর তিনি টায়র নগর ধ্বংস করেন (খৃঃ পূঃ ৩৩২)। তথা হইতে তিনি প্যালেষ্টাইন্‌ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ভূমধ্যস্থ সাগরের তীরবর্ত্তী স্থানসমূহ তাঁহার অধিকার ভুক্ত হইল।

পর বর্ষে তিনি মিশরে উপস্থিত হইলেন। তথাকার লোকেরা বহুদিন পারস্যের অধিকারে থাকিয়া এককালে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল। এখন মহাবীর আলেক্‌সান্দারকে পাইয়া সকলে উদ্ধারকারী ভাবিয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল। এখানে তিনি আলেক্‌সান্দ্রিয়া নামক নগর স্থাপন করিলেন।

মিসরের লোকেরা পারস্যরাজের অধিকারে আপনাদের প্রচলিত প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে পারিত না;—এখন আলেক্‌সান্দার তাহাদের পূর্ব্ব প্রথার অনুমোদন করিলেন। তিনি মিশরের আমনদেবের মন্দিরে আসিয়া তথাকার পুরোহিতদিগকে বিশেষ ভক্তি দেখাইলেন। তাঁহারা আলেক্‌সান্দারকে দেবপুত্র বলিয়া গ্রহণ করিলেন। সেইস্থানে দৈববাণী হইল আলেকসান্দার পৃথিবীর রাজা হইবেন।

দেবাদেশ শুনিয়া মহাবীর সিকন্দর আরও উৎসাহিত হইলেন। তথা হইতে তিনি আসিরীয়ায় আসিলেন।

এদিকে পারস্যরাজ দরায়ুস পাঁচ লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আরবেলার রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। যাহার

অদৃষ্ট মন্দ মানুষে তাহার কি করিতে পারে? এত অধিক সৈন্যবল থাকিলেও দরায়ুস্ আলেক্‌সান্দারের কাছে আবার পরাস্ত হইলেন।

আলেক্‌সান্দার দরায়ুসকে বন্দী করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারস্যরাজ গুপ্তভাবে ধনজন পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন।

তৎকালে বাবিলন ও সুসা আসিয়াখণ্ডের রত্ন ভাণ্ডার স্বরূপ ছিল। আলেকসান্দার অবাধে ঐ দুই স্থান অধিকার করিলেন। তৎপরে তিনি পারস্যের রাজধানী পার্শিপোলিস্ নগরে অগ্রসর হইলেন। এইখানে আসিয়া তাঁহার চরিত্রের কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিল। যে মহাবীর যুদ্ধ ভিন্ন অপর আমোদ জানিতেন না, যিনি দেহের স্বাস্থ্যবিধানের নিমিত্ত সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিতেন; সেই ব্যক্তি ব্যসনাসক্ত হইলেন, রমণীগণে বেষ্টিত হইয়া মদ্যপানে উন্মত্ত হইলেন। আলেক্‌সান্দারের এই অবস্থায় একজন বেশ্যা তাঁহার বড় আদরের পাত্রী হইল। একদিন সেই বারবিলাসিনী তাঁহাকে পার্শিপোলিস্ পুড়াইয়া ফেলিতে বলে। তিনি বেশ্যার মনস্তুষ্টির জন্য পারস্যের বহুজনাকীর্ণ মনোহর রাজধানী পুড়াইয়া এতকালে ছারখার করিলেন।

পরে যখন তাঁহার চৈতন্য হইল, তখন তিনি দুষ্কর্ম্মের নিমিত্ত অনেক দুঃখ করিলেন। বিলম্ব না করিয়া তিনি পারস্যরাজের অন্বেষণে বাহির হইলেন। পথে শুনিলেন, বেসাস্ নামে বাহ্লিকের ছত্রপতি দরায়ুস্‌কে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন। বীর বীরের সম্মান রাখিতে জানে। আলেক্‌সান্দার যখন শুনিলেন যে, বেসাস্ নামক একজন সামান্য ছত্রপতি প্রবল পরাক্রান্ত পারস্যরাজকে কয়েদ করিয়াছে, সে সময় তাঁহার মনে বড় কষ্ট হইল;—দরায়ুসের উদ্ধারের জন্য অবিলম্বে বাল্‌খে উপস্থিত হইলেন। এখানে আসিয়া দেখিলেন দরায়ুসের প্রাণ বাহির হয় হয়, বেসাস তাঁহাকে দারুণরূপে আঘাত করিয়াছেন। আলেক্‌সান্দার দরায়ুসকে বাঁচাইতে পারিলেন না। তিনি পারস্যদেশের প্রথামত মহাসমারোহে দরায়ুসের সমাধিকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। পরে দুর্ব্বৃত্ত বেসাসকে সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। এই সময় বেসাস হির্কানিয়া, ইরাণ, বাক্তিয়ানা (বাহ্লিক) ও সোগ্‌দিয়ানার অধিপতি হইয়াছেন।

আলেক্‌সান্দার বেসাসকে শাস্তি দিতে আসিতেছেন, চারিদিকে রাষ্ট্র হইল। সোগ্‌দিয়ানার ছত্রপতি বেসাসকে ধরিয়া দিলেন। বেসাস সমুচিত শাস্তি পাইলেন। এই সময় পার্মেণিওর পুত্র আলেকসান্দারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন। মহাবীর মাকিডনপতি তাহা জানিতে পারিলেন। তিনি রোষপরবশ হইয়া পিতাপুত্র উভয়কে বিনাশ করিলেন। সেনাপতি পার্মেণিও নির্দ্দোষ ছিলেন, তিনি তাঁহার পুত্রের ষড়যন্ত্রের বিষয় কিছুই জানিতেন না। বিনা দোষে তাঁহার প্রাণ বিনষ্ট হইল, ইহাতে সকলেই আলেক্‌সান্দারের উপর বিরক্ত হইলেন। সকলে বলিতে লাগিল যে ব্যক্তি এক সময়ে চিকিৎসকের বিষপাত্র হইতে আলেক্‌সান্দারকে রক্ষা করিয়াছিল, তাহার কি এই পরিণাম!

৩২৯ খৃঃ পূঃ অব্দে, তিনি শকদিগকে জয় করিলেন। পর বৎসর তিনি সোগ্‌দনিয়ায় উপস্থিত হইলেন। এই স্থান পর্ব্বতময়। শীতের সময় এখানে যুদ্ধের বিশেষ সুবিধা না থাকায়, তিনি নৌতক নামক স্থানে আশ্রয় লইলেন। বসন্তকালে পর্ব্বতে পর্ব্বতে অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর তিনি সোগ্‌দনিয়া অধিকার করিলেন। এই যুদ্ধে বাহ্লিকবংশীয় একজন রাজপুত্র ও রক্ষণা নামে তাঁহার কন্যা বন্দী হইলেন। আলেক্‌সান্দার রক্ষণার অনুপম রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন। কিছুকাল পরে হর্ম্মোলস্ ও কালীস্থেনিস নামে আরিষ্টটলের একজন শিষ্য আলেক্‌সান্দারের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করেন। এই সময় অনেকগুলি মাকিডনসৈন্য বিনষ্ট হয়। বীরকেশরী আলেক্‌সান্দার কালীস্থেনিসকে যথোচিত শাস্তি প্রদান করিলেন।

৩২৭ খৃঃ পূঃ অব্দে আলেক্‌সান্দার ভারত আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। সঙ্গে ১,২০,০০০ সৈন্য। তাঁহার সেনাপতি টলেমি ও হিফাষ্টিয়ান্ কতকগুলি বাছা বাছা সৈন্য লইয়া সিন্ধুর দিকে পূর্ব্বেই ধাবিত হইয়াছিলেন।

আলেক্‌সান্দার সসৈন্যে কাবুর নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। তথায় কুনিশী Choaspes ও গৌরী (Gyraeus) নদী পার হইয়া বরণা (Aormos) অধিকার করিলেন। তৎপরে তিনি সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া আটকে উপনীত হইলেন। ৩২৬ খৃঃ পূঃ অব্দে তিনি পঞ্জাবে পদার্পণ করিলেন। পথে সিন্ধুনদতীরবর্ত্তী অনেকগুলি পার্ব্বতীয় জাতির সহিত যুদ্ধ হইল। এই সময় তক্ষশিলরাজ বহুমূল্য উপহার লইয়া আলেকসান্দারের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং পার্ব্বতীয়দের বিরুদ্ধে তাঁহার অনেক সাহায্য করিলেন। আলেকসান্দার বিতস্তা (Hydaspes) নদীতীরে আসিয়া দেখিলেন পুরু (Porus) নামে একজন প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দু নরপতি অসংখ্য সৈন্য লইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন। অবিলম্বে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। হিন্দুযবনে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। অবশেষে পুরুরাজ পরাস্ত হইলেন। আলেক-

সান্দার হিন্দুরাজের বীরত্ব দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন। ইতিপূর্ব্বে পুরুরাজ বিতস্তা ও চন্দ্রভাগার মধ্যবর্ত্তী জনপদ ভোগ করিতেছিলেন, এক্ষণে আলেক্সান্দার আরও কতকগুলি জনপদ জয় করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ইহাতে পুরুরাজের উপর তক্ষশিলের বড় হিংসা হইল।

ত্রিশ দিন আলেক্সান্দার বিতস্তাতীরে অবস্থান করেন। তৎপরে বুকেফল ও নিকায়া নামক দুইটী নগর স্থাপন করিয়া চন্দ্রভাগার পরপারে আগমন করিলেন। ইরাবতীতীরে কাথি নামক প্রবল জাতির সহিত তাঁহার অনেকবার যুদ্ধ হয়; এই জাতি কিছুতেই তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে চাহিল না। আলেক্সান্দার কাথিজাতির রাজ্যাদি জয় করিলে যে যে জাতি তাঁহার অধীন হইল, তাহাদিগকে ভাগ করিয়া দিলেন।

ঘর্ঘরা নদীর তীরে উপস্থিত হইলে আলেক্সান্দার শুনিলেন, ইহার আরও পূর্ব্বদিকে রত্নাকর বহুসমৃদ্ধিশালী জনপদ সকল আছে। এই সংবাদ পাইয়া আলেক্সান্দারের লোভ জন্মিল। কিন্তু তাঁহার সৈন্যসামন্ত কেহ আর অগ্রসর হইতে চাহিল না। তাহারা বহুদিন জন্মভূমি ছাড়িয়া দেশে দেশে ঘুরিতেছে, এক্ষণে জন্মভূমিতে ফিরিয়া যাইতে সকলেরই ইচ্ছা হইল। তখন আলেক্সান্দার কি করেন, কাজে কাজেই তাঁহাকে ফিরিতে হইল। তাঁহার ভারতাক্রমণের স্মরণচিহ্ন রাখিবার জন্য ঘর্ঘরা নদীর তীরে বড় বড় ১২টী বুরুজ স্থাপন করিলেন। গমনকালে ঘর্ঘরা নদী পর্য্যন্ত অধিকৃত সকল স্থান তিনি পুরুরাজকে দিয়া গেলেন।

তিনি বিতস্তা নদীতীরে ফিরিয়া আসিলেন, তথা হইতে সিন্ধু নদের মোহানায় উপস্থিত হইবার জন্য জাহাজে চড়িয়া দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বর্ত্তমান মুলতানের নিকট মালব (Malli) নামক জাতির সহিত আলেক্সান্দারের ভীষণ যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধে আলেক্সান্দার গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন। এই ঘটনায় তাঁহার সৈন্যগণও ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়ে। কিন্তু তিনি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করেন। তাঁহার আরোগ্য সংবাদ পাইয়া অপরাপর মালবগণ নানাবিধ বহুমূল্য উপঢৌকন পাঠাইয়া আলেক্সান্দারের বশীভূত হইলেন।

আলেক্সান্দার বিতস্তা ও সিন্ধু নদের সঙ্গমস্থানে কতকগুলি দুর্গ ও জাহাজের আড্ডাস্থান নির্ম্মাণ করাইলেন। এইখানে মূষিক-(Musicanus)-রাজ তাঁহার ব্রাহ্মণ অমাত্যগণের আদেশে আলেক্সান্দারের সহিত যুদ্ধ করিতে আসেন। কিন্তু [illegible] মূষিকের [illegible] হইল।

সিন্ধু ও করাচীর নিকটবর্ত্তী সমুদয় স্থান অধিকার করিয়া তিনি পারস্যে ফিরিয়া আসিলেন। এইখানে তিনি দরায়ুসের কন্যা স্তাতিরাকে বিবাহ করিলেন। এই সময় প্রায় দশ হাজার মাকিডনসৈন্য পারসিক রমণীদিগকে বিবাহ করিয়া প্রভুর অনুবর্ত্তী হইল। আলেক্সান্দার তাহাদিগকে অনেক যৌতুক দান করেন।

তাইগ্রীস্ নদীতীরে আসিয়া তিনি বৃদ্ধ সৈন্যগণকে দেশে ফিরিয়া যাইবার আদেশ দিলেন। এই সময় হিফাষ্টিয়ান্ নামক তাঁহার বন্ধু ও প্রিয়সেনাপতির মৃত্যু হয়। বন্ধুর মৃত্যুতে তিনি বড়ই কাতর হইলেন; যেন হিফাষ্টিয়ানের সঙ্গে আলেক্সান্দারের বীর্য্যরাশিও কোথায় চলিয়া গেল। রাজাদিগের ন্যায় বহুসমারোহে হিফাষ্টিয়ানের সমাধি হইল।

আলেক্সান্দার বাবিলনে যাত্রা করিলেন। পথে কতকগুলি বৃদ্ধা তাঁহাকে বাবিলনে যাইতে নিষেধ করিল। কিন্তু তিনি তাহাদের কথা অগ্রাহ্য করিয়া বাবিলন নগরে উপস্থিত হইলেন। এখানে গ্রীস্, ইটালী, কার্থেজ, স্কিদিয়া, আইওনিয়া প্রভৃতি স্থানের রাজদূতগণ আসিয়া আলেক্সান্দারের সম্মানরক্ষা করিলেন।

বাবিলনে রাজধানী স্থাপিত হইল। এইখানে আলেক্সান্দার মহাকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। তাঁহার প্রধান ইচ্ছা সমস্ত জগৎ জয় করিবেন, সভ্যতালোকে বিশ্বমণ্ডল আলোকিত করিবেন, কিন্তু তাঁহার মনের বাসনা মনেই রহিল। আরব জয়ের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় তিনি অকস্মাৎ পীড়িত হইলেন। ১২ বৎসর ৮ মাস রাজত্ব করিয়া জগৎপূজ্য মহাবীর সিকন্দর কালের আতিথ্য স্বীকার করিলেন। খৃঃ পূঃ ৩২৩ অব্দে বসুন্ধরা তাঁহার একটী বীরপুত্রকে হারাইলেন।

মহাসমারোহে আলেক্সান্দারের শবদেহ সুবর্ণ আধারে রক্ষিত হইয়া আলেক্সান্দ্রিয়া নগরে সমাধিস্থ হইল।

এখন কে রাজা হয়? এই লইয়া মহা গোলযোগ উপস্থিত। এক সময়ে কয়েকজন বন্ধু আলেক্সান্দারকে জিজ্ঞাসা করেন, কে তাঁহার উত্তরাধিকারী হইবে? বীরবর উত্তর করিয়াছিলেন, 'যোগ্য ব্যক্তি।' এখন কে এমন যোগ্যব্যক্তি আছে যে আলেক্সান্দারের পদ লাভ করে। ঐ সময়ে রক্ষণা গর্ভবতী। মৃত্যুর সময় আলেক্সান্দার তাঁহার রাজ-অঙ্গুরী পারদিকাসকে দিয়া যান। তাহাতে সকলে স্বীকার করিল যে, রক্ষণার পুত্রের শৈশবাবস্থায় পারাদিকাস্ তাহার রক্ষকস্বরূপ হইয়া রাজকার্য্য চালাইবেন। রক্ষণার পুত্র জন্মিলে, তাহাই করা হইল।

আলেক্‌সান্দার কেবল মনুষ্যরক্তে মেদিনী প্লাবিত করিয়া আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, এমন নয়। তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতা, পাশ্চাত্য ভাষা ও পাশ্চাত্য নীতি তাঁহার অধিকৃত রাজ্যসমূহে বিতরণ করিয়াছিলেন। পশ্চিমে শ্বেত-দ্বীপ এবং পূর্ব্বে চীনরাজ্যের প্রান্তদেশ অবধি সকল স্থানের মহাকাব্যে মাকিডনবীরের নাম স্থান পাইয়াছে। বিশেষতঃ পারস্য প্রভৃতি স্থানে সিকন্দর সম্বন্ধে কতই অদ্ভুত অদ্ভুত উপকথার সৃষ্টি হইয়াছে। এমন কি, প্রাচীনকালের লোকেরা আলেক্‌সান্দারকে দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। বস্তুতঃ এই মহাবীর হইতেই প্রাচীন ভূতত্ব, প্রাণিতত্ব, ভূবৃত্তান্ত প্রভৃতি অনেক আবশ্যকীয় বিষয় উদ্ঘাটিত হইয়াছে। এই মহাবীরের অনুসরণ করিয়া ইউরোপীয়গণ রত্নপ্রসূ ভারতবর্ষের পথ জানিতে পারিয়াছেন।

আলীগঞ্জ। উত্তর প্রদেশস্থ এটা জেলার একটী তহসীল। গঙ্গা ও কালীনদীর মধ্যে অবস্থিত। ইহার চারিটী পরগণা—আজমনগর, বর্ণা, পটিয়ালি, নিধিপুর। ইহার ভূমি পরিমাণ প্রায় ৫২৫ বর্গ মাইল। (১৮৮১ খৃঃ অঃ) লোকসংখ্যা ১,৮৬,৩৬৪।

—২ এটা জেলার নগর। এখানে ধাতুময় রাস্তা, হাট, বাজার ও বড় বড় বাড়ীও আছে। তন্মধ্যে যাকুৎ-খাঁ নির্ম্মিত মাটীর দুর্গ এবং মস্‌জিদই প্রধান। (১৮৮১) লোকসংখ্যা ৭৪৩৬।

আলীগড়। উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থ একটী জেলা। অক্ষা ২৭° ২৮′ ৩০″ ও ২৮° ১০′ উঃ মধ্যে এবং দেশা° ৭৭° ৩১′ ১৫″ ও ৭৮° ৪১′ ১৫″ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। মিরাটের দক্ষিণ সীমায়।

এই স্থান গঙ্গা ও যমুনার মধ্যে। ইহার প্রধান নগর আলীগড়।

পূর্ব্বে এইখানে কোইলদিগের রাজত্ব ছিল। প্রবাদ আছে, চন্দ্রবংশীয় কোষারব নামে একজন ক্ষত্রিয় তাঁহার নামানুসারে এখানে কোইল নগর স্থাপন করেন। কেহ বলেন, এইখানে বলরাম কোল নামক দৈত্যকে বধ করেন। মুসলমানদিগের ভারতাক্রমণের পূর্ব্বে এই প্রদেশ কতকগুলি ডোর রাজপুতের অধিকারে ছিল। খৃষ্টের দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলমানেরা অধিকার করে। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে মোগলসম্রাট্ বাবর কচক আলী নামক এক ব্যক্তিকে কোইলের শাসনকর্ত্তৃরূপে নিযুক্ত করেন। মোগলদিগের রাজত্ব-কালে এখানকার সমৃদ্ধি বাড়িয়াছিল। স্থানে স্থানে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা, অত্যুচ্চ কীর্ত্তিস্তম্ভ সকল নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখনও তাহার নিদর্শন রহিয়াছে। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে সুরজ মল নামক একজন জাঠ এই স্থান অধিকার করেন। অল্পদিন মধ্যেই আফ্‌গানরা জাঠদিগকে তাড়াইয়া দেন। তৎপরে কুড়ি বৎসর ধরিয়া উক্ত উভয় জাতিতে বিবাদ চলে; তাহাতে অনেক বার যুদ্ধও হইয়াছিল। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে সিন্ধিয়া এই প্রদেশ দখল করেন। আলীগড়ে মাহাট্টাদের কেল্লা স্থাপিত হয়। এখানে সিন্ধিয়ার সৈন্যগণ ডি বইন নামক এক ব্যক্তির নিকটে বিলাতী প্রণালীতে রণশিক্ষা করিত। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড লেকের সহিত সিন্ধিয়ার যুদ্ধ হয়। এই ঘোরতর যুদ্ধে পেরো নামক এক জন ফরাসী সিন্ধিয়ার সেনানায়ক ছিলেন। সহজে ইংরাজেরা কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই, অনেক কষ্টে তবে এই প্রদেশ বৃটীশ রাজ্যের সামিল হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাই বিদ্রোহের সময় এখানকার সৈন্যগণও ক্ষেপিয়া উঠে। ইংরাজেরা এই স্থান ছাড়িয়া পলাইতে বাধ্য হন। ঐ বৎসর ২৪এ আগষ্ট ইংরাজেরা বিদ্রোহীদিগকে পরাস্ত করিয়া পুনরায় এই স্থান অধিকার করেন।

এখন আলীগড়ে প্রায় দশলক্ষ লোকের বাস, তন্মধ্যে রাজপুত, বেণিয়া এবং আহীর, কাহার, কোলি, কচ্ছী, লোধী. গদরিয়া প্রভৃতি নিকৃষ্ট জাতির বাসই অধিক। এখানকার সাধারণে হিন্দী ভাষায় কথা কয়, সম্ভ্রান্ত লোকেরা উর্দ্দু ব্যবহার করেন।

এই প্রদেশ কঙ্করময়। এখানে আম, জাম, নিম, পিপুল, বাবুল, মৌয়া, ফরাস, বেড় ও বড় বড় শাল গাছ জন্মে। জোয়ার, বজরা, খরাপ ও রবিধান্যের চাস হয়। এখানকার আবহাওয়া ভাল। অধিবাসীরা কখন দুর্ভিক্ষের কষ্ট অনুভব করে না।

আলীগড় হইতে শস্য, তুলা ও নীলের রপ্তানী হইয়া থাকে।

আলীগড়। হুগলী নদী-তীরস্থ একটী দুর্গ। কলিকাতার ৫ মাইল দক্ষিণে। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইব এই দুর্গটী দখল করেন। এখন গড়ের সামান্য নিদর্শন পাড়িয়া আছে।

আলীপুর। বাঙ্গালা প্রদেশস্থ চব্বিশ পরগণার প্রধান বিভাগ। ভূমি পরিমাণ প্রায় ৪২০ বর্গমাইল। ইহার মধ্যে ১০১৭টী গ্রাম আছে। এই কয়েকটী থানা ইহার অন্তর্গত—১ টালীগঞ্জ, ২ ভাঙ্গড়, ৩ সোণারপুর, ৪ বিষ্ণুপুর, ৫ আচিপুর, ৬ বরাহনগর, ৭ বারুইপুর, ৮ মাৎলা, ৯ জয়নগর।

ইহার প্রধান জায়গা—আলীপুর, উহা কলিকাতার

দক্ষিণপ্রান্তে। এখানে ছোটলাটের প্রমোদভবন এবং আরও কতকগুলি সুন্দর অট্টালিকা আছে। এখানকার পশুশালা ভারতবর্ষ মধ্যে প্রধান। গড়ের মাঠের প্রান্তভাগে আলীপুরের পাশে দুইটী বড় বড় বৃক্ষ আছে। ১৭৮০ খৃঃ অঃ এই দুইটী বৃক্ষের তলায় হেষ্টিংস্ ও ফ্রান্সিস্ সাহেবের দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়। আলীপুরে জেল ও আদালত আছে।

*আলীপুর। জলপাইগুড়ীর মধ্যবর্ত্তী একটী ভূভাগ। কুচবেহার হইতে বাক্সা যাইবার পথে কল্যাণী নদীর তীরে অবস্থিত। আলীপুর কুচবেহার সহর হইতে ১০ মাইল দূরে। এখানে বড় বড় কড়িকাঠের আড়ং আছে। বাক্সা বনের রক্ষক কর্ম্মচারিগণ এইখানে অবস্থান করেন।

*আলীপুর। পঞ্জাব প্রদেশের মজঃফরগড়স্থিত একটী গ্রাম। অক্ষা ২৯°১৬´ উঃ, দেশা ৭০°৫৫´ পূঃ। এখান হইতে সিন্ধু ও খোরাসানে ইক্ষু ও নীলের রপ্তানি হইয়া থাকে।

*আলীপুর। মধ্যপ্রদেশের বর্দ্ধমানজেলাস্থ একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা০ ২০°৩২´৪´´ উঃ, দেশা ৭৮°৪৪´ পূঃ। এখানে হিন্দু, মুসলমান, জৈন ও অসভ্য জাতির বাস। ইলিচপুরের নবাব সলাবৎ-খাঁ গ্রামটী স্থাপন করেন। এখানে বেশ চাসবাস হয়। এখানে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট আমের বাগান আছে। একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

*আলীপুর। দেশীয় রাজার অধিকারভুক্ত বুন্দেলখণ্ডের মধ্যবর্ত্তী একটী ভূভাগ। ইহার উত্তর ও পূর্ব্বে হামিরপুর, পশ্চিমে ঝান্সী এবং দক্ষিণে গরৌলী। অক্ষা ২৫°৭´ ১৫´´ ও ২৫°১৭´৩০´´ উঃ এবং দেশা ৭৯°২১´ ও ৭৯°৩০´ ১৫´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। পান্নারাজ হিন্দুপৎ এই ভূভাগ অচলসিংহকে দান করেন। অচলসিংহের পুত্র প্রতাপসিংহ আবার বৃটীশ গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে সনদ পান। তাঁহার প্রপৌত্র ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে উত্তরাধিকার পাইলেন। তৎপৌত্র ছত্রপতি দিল্লীর দরবারে রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। ইহারা পুরীহর বংশীয় রাজপুত।

এই ভূভাগের প্রধান নগর আলীপুর। এখানে দেশের অধিপতির বাস ও একটী দুর্গ আছে।

আলেখ (পুং) আ-লিখ-ঘঞ্। সম্যক্ লেখন। আধারে ঘঞ্। লেখন-পত্র।

আলেখন (ক্লী) আ-লিখ-ভাবে ল্যুট্। সম্যক্‌লিখন। আ লিখতি ল্যুট্ (ত্রি) লেখনকর্ত্তা। (পুং) আচার্য্য। করণে ল্যুট্। লিখন সাধন কাগজ প্রভৃতি। আলিখন এরূপ প্রয়োগও হইবে।

আলেখিয়া। সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়-বিশেষ। ইহারা অলখ্ নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ভিক্ষা করিয়া অপর সন্ন্যাসীকে ভোজন করায়, এই জন্য ইহাদিগকে আলেখিয়া বলে। ইহাদের সঙ্গে যে ঝুলী থাকে, তাহাকে পরম পবিত্র ভাবিয়া বিশ্বাস করে। এই ঝুলী অনুসারে তাহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, ১ ভৈরব-ঝুলীধারী, ২ গণেশ-ঝুলীধারী, ৩ কালী-ঝুলীধারী। ভৈরব-ঝুলীধারীরা বৈকালে ও সায়ংকালে, গণেশ-ঝুলীধারীরা পূর্ব্বাহ্নে এবং কালী-ঝুলীধারীরা বেশীরাত্রে ভিক্ষা করিয়া থাকে। এই তিন শ্রেণীর আলেখিয়ার মধ্যে গণেশ-ঝুলীধারীরা কেবল লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়া ভিক্ষা করে, মনে করিলে কাহারও বাড়ীতে বিশ্রাম করিতে পারে। কিন্তু কালী-ঝুলীধারী বা ভৈরব-ঝুলীধারীরা কাহারও দ্বারস্থ হয় না। পথে পথে 'অলখ্' 'অলখ্' এই নাম বলিতে বলিতে চলিয়া যায়, যাহার ইচ্ছা হয় সেই ভিক্ষা দেয়। ভৈরব ও কালী-ঝুলীধারীদের মধ্যে কোন ব্যক্তি দেব-সাধনোদ্দেশে নিজের সঙ্গে মদ্য, ছাগলের মেটে ভাজা ও একখানি ছুরি রাখে। ভৈরব-ঝুলীধারীরা সঙ্গে রুটীও রাখে, পথে কুকুর দেখিলেই তাহাকে রুটী খাইতে দেয়, কারণ কুকুর ভৈরবের বাহন।

ইহারা গায়ে খেল্‌কা ও কয়েক রকম অলঙ্কার ব্যবহার করে। ইহারা যখন বাম হস্তে ঝুলী ও খর্পর, দক্ষিণ হস্তে একটা চিম্‌টা এবং ঘুঙ্গুরের শব্দ করিতে করিতে ভিক্ষার্থ বাহির হয়, তখন বড় মন্দ দেখায় না। ইহারা গির্ণার, পুনা প্রভৃতি স্থানে বাস করে, মধ্যে মধ্যে তীর্থযাত্রায় নির্গত হয়। সন্ন্যাসীরা যখন তীর্থযাত্রা করে, তাহারা আলেখিয়া সঙ্গে লয়। তখন আলেখিয়ারাই অপর সন্ন্যাসীকে ভোজন করায়। এই মহৎকার্য্যটী অপর সম্প্রদায়ে প্রায় লক্ষিত হয় না। আলেখিয়ারা যে 'অলখ্' নাম উচ্চারণ করে, তাহাই তাহাদের প্রধান বৃত্তি। তাহাকে অলখ্ জানান বলে।

আলেখ্য (ত্রি) আ-লিখ্যতে আ-লিখ-কর্ম্মণি ণ্যৎ। পটস্থ চিত্র। (চিত্রমালেখ্যং। হেম ৩। ৫৮৩।) লেখ্য দেবাদির প্রতিবিম্ব। (ত্রি) লেখনীয়। আধারে ণ্যৎ। যে পটে চিত্র থাকে।

আলেখ্যশেষ (ত্রি) আলেখ্যং চিত্রমেব শেষো যস্য বহুব্রী। মৃত। মৃতব্যক্তির শেষ প্রতিবিম্বমাত্র চিত্রপটে থাকে, এই জন্য মৃতের নাম আলেখ্যশেষ। (নামালেখ্য যশঃ-শেষো ব্যাপরোপগতো মৃতঃ। হেম ৩। ৩৮)

"বাষ্পায়মানো বলিমদ্ ...
মালেখ্যশেষস্য পিতুর্ব্বিবেশ।"
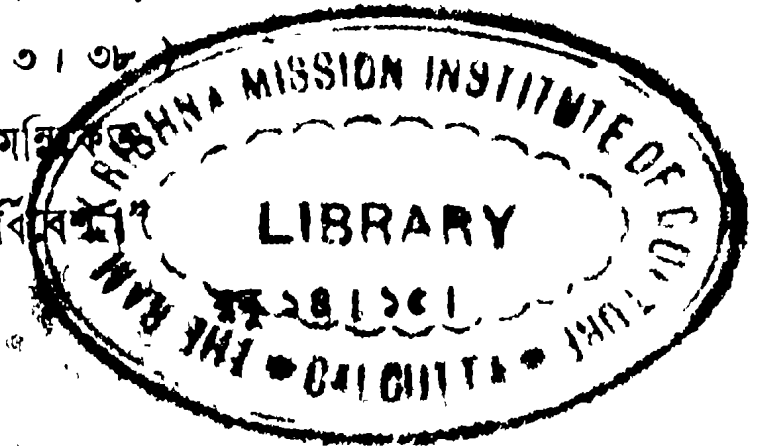
আলেপ (পুং) আ-লিপ-ঘঞ্। উপলেপ। আলিম্পন। আলিপনা দেওয়া। লুট্ (ক্লী) আলেপন। আলিপ্যতে কর্ম্মণি ল্যুট্। আলিপ্যমান। যাহা লেপন করা যায়।

আলেপ (পুং) বৌদ্ধশাস্ত্র মতে অংশ। খণ্ড।

আলেয়া (স্ত্রী) রাগিণী বিশেষ। ২ শ্মশান বা পঙ্কযুক্ত স্থান হইতে উত্থিত বাষ্প বিশেষ। এ দেশের পল্লিগ্রামের লোকেরা ভূত-বলিয়া মনে করে। এই বাষ্প বায়ু অপেক্ষা হাল্কা।

আলোক (পুং) আলোকতেঽনেন আ-লোক-করণে ঘঞ্। সূর্য্যাদি জন্য প্রকাশ। আলো। নৈয়ায়িকেরা বলেন যে আলোক সংযোগই দ্রব্য চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের কারণ। জয় শব্দ। (আলোকশব্দং বয়সাং বিরাবৈঃ। রঘু। ২।৯। আলোকশব্দং জয়শব্দং। মল্লিং) (আলোকো জয়শব্দঃ স্যাৎ। বিশ্ব) ভাবে ল্যুট্। দর্শন।

আলোকন (ক্লী) আ-লোক-ভাবে ল্যুট্। দর্শন।

আলোকনীয় (ত্রি) আ-লোক-কর্ম্মণি অনীয়র্। দর্শনীয়। দেখিবার যোগ্য।

আলোকিত (ত্রি) আ-লোক-কর্ম্মণি ক্ত। দৃষ্ট। ভাবে ক্ত (ক্লী) দর্শন।

আলোকিন্ (ত্রি) আলোকতে আ-লোক-ণিনি। দ্রষ্টা। দর্শনকর্ত্তা। যিনি দেখেন। (স্ত্রী) ঙীপ্। আলোকিনী।

আলোক্য (ত্রি) আলোক্যতে আ-লোক কর্ম্মণি ণ্যৎ। দর্শনীয়। (অব্য) ল্যপ্। দেখিয়া।

আলোচক (ত্রি) আলোচতে আ-লোচ-ণ্বুল্। আলোচনকারী। বিবেচক।

আলোচন (ক্লী) আলোচ-ভাবে ল্যুট্। বিশেষ ধর্ম্ম দ্বারা বিবেচনা করা। সামান্য বিশেষশূন্য ইন্দ্রিয়জন্য নির্ব্বিকল্প-স্থানীয় সাংখ্যমতসিদ্ধ অন্তঃকরণের বৃত্তি বিশেষ। সাংখ্য মতে বালক মূক (হাবা) ইহাদের যেরূপ বিজ্ঞান জন্মে, তদ্রূপ প্রথম নির্ব্বিকল্প জ্ঞান। ণিচ্ যুচ্ (স্ত্রী) টাপ্। আলোচনা। আলোচন শব্দের অর্থ। দর্শন। (অব্য)। মর্য্যাদার্থে অব্যয়ী। লোচন পর্য্যন্ত।

আলোচিত (ত্রি) আ-লোচ্-ক্ত ইট্। আলোচনার বিষয়ীভূত। বিশেষ দর্শনাদি দ্বারা যাহার আলোচনা করা হইয়াছে। ইহা এইরূপ কর্ত্তব্য এইরূপ অবধারিত।

আলোচ্য (ত্রি) আ-লোচ-ণ্যৎ। আলোচনা করিবার যোগ্য। ল্যপ্ (অব্য) আলোচনা করিয়া।

আলোড়ন (ক্লী) আ-লুড় মন্থে ভাবে ল্যুট্। বিলোড়ন।

আলোড়িত (ত্রি) আ-লুড়-ক্ত ইট্। মথিত। মর্দ্দিত। চূর্ণীকৃত। ভাবে ক্ত (ক্লী) মন্থন।

আলোয়ার। (আলবার)। রাজপুতানাস্থ একটী রাজ্য। ইহার উত্তরে গুরগাঁও, নাভা রাজ্যের বাবল পরগণা ও জয়পুরের কোট কাসিম পরগণা, পূর্ব্বে ভরতপুর ও গুরগাঁও এবং দক্ষিণে ও পশ্চিমে জয়পুর রাজ্য। অক্ষা° ২৭°৫ ১৫´ ও ২৮° উঃ, দেশা ৭৬°১০´ ও ৭৭°১৫´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূমি পরিমাণ সর্ব্বশুদ্ধ ৩২৪ বর্গমাইল।

এই স্থান প্রায় পর্ব্বতময়। মুসলমানদের সময় এই রাজ্যকে মেবাৎ এবং ইষ্ট্ইণ্ডিয়া কোম্পানিরা মচারি বলিত। তখন কতকগুলি সামন্তদের হাতে আলোয়ার ছিল। প্রতাপসিংহ নামক একজন নরুক রাজপুত বর্ত্তমান মহারাও রাজাদের আদিপুরুষ। প্রথমে দুইটী গ্রাম ও মচারি নামক স্থানের অর্দ্ধাংশ প্রতাপসিংহের অধিকারে ছিল। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে জাঠ, মোগল ও মাহ্রাট্টাদের মধ্যে পরস্পরে বিবাদ চলে, এই সময় জয়পুরের মহারাজও নাবালক;—উপস্থিত সুবিধা পাইয়া প্রতাপসিংহ স্বাধীন হইলেন এবং আলোয়ারের সমস্ত দক্ষিণ অংশ আত্মসাৎ করিলেন। [প্রতাপসিংহ দেখ।] প্রতাপের মৃত্যুর পর তাঁহার পোষ্যপুত্র ভক্তাবর সিংহ আলোয়ার প্রাপ্ত হন। মাহ্রাট্টাদিগের সহিত যুদ্ধের সময় (১৮০৩-৬ খৃঃ অঃ) ভক্তাবর ইংরাজদের পক্ষ অবলম্বন করেন। এই যুদ্ধের পর বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট আলোয়ারের অবশিষ্ট উত্তরাংশ ভক্তাবরকে অর্পণ করেন। তাহাতে ৭ লক্ষ স্থানে ১০ লক্ষ টাকা আয় হয়।

প্রথমে আলোয়ারের রাজারা বৃটীশ গবর্ণমেণ্টকে কোন কর দিতেন না। ১৮১২ খৃঃ অঃ ভক্তাবর জয়পুরের অধিকৃত ধোবী ও সিক্রাবা দুর্গ হস্তগত করেন। বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিলেও তিনি ঐ দুর্গ দুইটী প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকার করেন। তাঁহার বিরুদ্ধে ইংরাজসৈন্য আলোয়ারে উপস্থিত হইল। ভক্তাবর দেখিলেন আর নিস্তার নাই, তখন অগত্যা জয়পুরের অধিকৃত স্থান ছাড়িয়া দিলেন। ভক্তাবরের মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র (তাঁহার পোষ্যপুত্র) বাণীসিংহ আলোয়ারের মহারাও হইলেন। ভক্তাবরের বলবন্ত সিংহ নামে একটী জারজ পুত্র ছিল;—এই সময় তিনিও উত্তরাধিকার পাইবার চেষ্টা করেন। বাণী ও বলবন্ত সিংহে বিবাদ ঘটিল। বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট বলবন্ত সিংহের জন্য সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন, কিন্তু বাণীসিংহ তাহা অগ্রাহ্য করিলেন। কাজেই বৃটীশসৈন্য আলোয়ারে প্রেরিত হইল। তখন বাণীসিংহ ফাঁপরে পড়িয়া আলোয়ারের উত্তর অর্দ্ধেকাংশ বলবন্ত সিংহকে ছাড়িয়া দিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বাণীসিংহের মৃত্যু হয়। তাঁহার ১৩ বৎসরের পুত্র শিউদান

সিংহ মহারাও হইলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে শিউদানসিংহের মৃত্যু হয়। তাহার পুত্র বা অপর জ্ঞাতি কেহ ছিল না যে, তাহার উত্তরাধিকারী হয়। অনেক অনুসন্ধান হইল। পরে নরুকবংশোদ্ভব ঠাকুর মঙ্গলসিংহ আলোয়ারের রাজারূপে মনোনীত হইলেন।

আলোয়ারের রাজা বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট হইতে সম্মানার্থ ১৫টী করিয়া তোপ পান।

আলোয়ারের রাজ্য ১৪ ভাগে বিভক্ত। ১ তিজার, ২ বহরোর, ৩ মন্দাবর, ৪ কৃষ্ণগড়, ৫ গোবিন্দগড়, ৬ রামগড়, ৭ আলবার (আলোয়ার), ৮ বাণসুর, ৯ কতুম্বর, ১০ লক্ষ্মণগড়, ১১ রাজগড়, ১২ থানাগাজী, ১৩ বলদেবগড়, ১৪ প্রতাপগড়। এই রাজ্যের অর্দ্ধেকের বেশী স্থান কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত। ঐ সকল জমি হইতে কঙ্গু, জোয়ার, বজরা, ধান্য, যব, ছোলা, গম, আফিম, তামাক, ইক্ষু ও তুলা জন্মে।

পূর্ব্বে এই স্থানে অনেক লোহার কারবার ছিল, এখন আর নাই। তিজারা নামক স্থানে কাগজ প্রস্তুত হয়।

এখানে চিনি, লবণ ও টুকরা কাপড়ের আমদানী হইয়া থাকে।

আলোয়ারে ফৌজদারী, দেওয়ানী ও আপীল আদালত আছে। এ ছাড়া বিদ্যালয়, ঔষধালয় প্রভৃতিও স্থানে স্থানে দেখা যায়।

এখানকার রাজার ১৮০০ অশ্বারোহী, ৪৭৫০ পদাতি, রণস্থলের জন্য ১০টী বৃহৎ কামান ও ২৯০টী ছোট কামান আছে।

আলোয়ারের প্রধাননগর আলোয়ার, এই নগরটীর একদিকে পাহাড় ও তিনদিকে প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত। এখানকার লোকেরা বলে, নিকুম্ভ নামক রাজপুতেরা এই প্রাকার নির্ম্মাণ করে। এখানে রাজপ্রাসাদ, জগন্নাথের মন্দির, তরঙ্গ সুলতানের প্রাচীন সমাধিস্থান প্রভৃতি অনেকগুলি বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা এবং জৈন ও সরওগী সম্প্রদায়দিগের পাঁচটী মন্দির আছে। নগর হইতে আধ ক্রোশ দূরে বন্নি-বিলাস উদ্যান, এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতি মনোহর। নগর হইতে প্রায় তিন পোয়া পথে রেসিডেণ্টের বাটী। এখানে ব্রাহ্মণ, বাণিয়া, চামার প্রভৃতি নানা জাতির বাস। লোকসংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজার।

আলোল (ত্রি) ঈষল্লোলঃ প্রাদি সং। ঈষৎচঞ্চল। অল্প চঞ্চল। "ক্রীড়ালোলাঃ শ্রবণপরুষৈর্গর্জ্জিতৈর্ভায়য়েস্তাঃ।" মেঘদূত ৬২॥

আলোলিত (ত্রি) আ-লুল-ক্ত ইট্। (পা।১।২।২১। বা-কিম্বাভাবাদ্‌গুণঃ) ণিচ্ ক্ত ইট্ বা। ঈষৎ চঞ্চলীকৃত। ভাবে ক্ত (ক্লী) ঈষৎ চঞ্চল।

আলোষ্টী (অব্য) ঈষল্লোষ্টমিব করোতি—আলোষ্ট করোত্যর্থে ণিচ্ বাচ ঈ। উর্য্যাদিগণ। পা ১।৪।৬১। হিংসা।

আলোহায়ন (ত্রি) অলোহে ভবঃ (নড়াদিভ্যঃ ফক্। পা। ৪।১।৯৯) ইতি ফক্। (অলোহভব) যাহা লোহাতে হয় না।

আবক (ত্রি) অবতীতি অব-রক্ষণে ণ্বুল্। রক্ষক। যিনি রক্ষা করেন।

আবট্য (পুং স্ত্রী) অবটস্য ঋষিবিশেষস্য গোত্রাপত্যং। (গর্গাদিভ্যো যঞ্। পা ৪।১।১০৫।) ইতি যঞ্। অবট ঋষির গোত্রাপত্য। (স্ত্রী) (আবট্যাচ্চ। পা।৪।১।৭৫) ইতি টাপ্। আবট্যা। প্রবরবিশেষ।

আবনতীয় (ত্রি) অবনতস্য সন্নিকৃষ্টদেশাদিঃ (পা।৪।২। ৮০ সূত্রস্থ কৃশাশ্বাদিং ছণ্‌।) অবনতের নিকটস্থ দেশাদি।

আবনেয় (পুং) অবন্যা অপত্যং (স্ত্রীভ্যোঢক্। পা।৪।১। ১২০।) ইতি ঢক্। অবনীসুত। মঙ্গলগ্রহ। কাশীখণ্ডের ১৭ অধ্যায়ে লিখিত আছে—পূর্ব্বকালে শিব দাক্ষায়ণীর বিয়োগ হেতু তপস্যা করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার ললাট হইতে ভূমিতে একবিন্দু ঘর্ম্ম পতিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ লোহিতাঙ্গ একটী কুমার পৃথিবীতল হইতে জন্মিল। তদ্দর্শনে স্নেহময়ী স্ত্রীজাতি পৃথিবী সেই কুমারটীকে প্রতিপালন ও সংবর্দ্ধিত করিলেন, তজ্জন্য সেই কুমারের মাহেয় ইত্যাদি নাম হইল।

আবন্ত (পুং) অবন্তেরয়ং রাজা অবন্তী অণ্। অবন্তীদেশের অধিপ চন্দ্রবংশীয় নৃপবিশেষ। হরিবংশের ৩৬ অধ্যায়ে লিখিত আছে, কুন্তীর রণবিশারদ একটী পুত্র জন্মে। তাঁহার নাম ধৃষ্ট। ধৃষ্টের পরম ধার্ম্মিক তিনটী বীর পুত্র জন্মে, তাঁহাদের নাম আবন্ত, দশার্হ, বিষহর। (বৃদ্ধেৎকোসলাজাদাঞ্ঞ্যঙ্। পা। ৪।১।১৭১। জনপদশব্দাৎক্ষত্রিয়বাচিভ্যো বৃদ্ধসংজ্ঞকেভ্যঃ ইকারান্তেভ্যঃ কোসল অজাদ আভ্যাং চাপত্যেঽর্থে ঞ্যঙ্ স্যাৎ।) এই সূত্রে ইদন্তের উত্তর ঞ্যঙ্ বিধান হেতু এখানে আবন্ত্য পাঠ হওয়াই উচিত।

আবন্ত্য (ত্রি) অবন্তিষু ভবঃ তস্যা রাজা বা পা। ৪।১।১৭১। ইতি ঞ্যঙ্। অবন্তিদেশভব। অবন্তিদেশের রাজা। (স্ত্রী) ঙীপ্। (স্ত্রিয়ামবন্তিকুন্তিকুরুভ্যশ্চ। পা ৪।১।১৭৬। ইতি রাজপ্রত্যয়স্য লুকি।) অবন্তী। ব্রাত্যব্রাহ্মণের সবর্ণা স্ত্রীতে উৎপন্ন বর্ণবিশেষ।

"ব্রাত্যাৎ তু জায়তে বিপ্রাৎ পাপাত্মা ভূর্জ্জকণ্টকঃ।
আবন্ত্যবাটধানৌ চ পুষ্পধঃ শৈখ এব চ॥" মনু। ১০।২১।
ব্রাত্যব্রাহ্মণের সবর্ণা স্ত্রীতে উৎপাদিত সন্তানের নাম ভূর্জ্জকণ্টক এবং দেশ বিশেষে তাহাদিগকে আবন্ত্য, বাটধান, পুষ্পধ ও শৈখ বলে।

আবপন (ক্লী) ওপ্যতে স্থাপ্যতে ধান্যান্তত্র। আ-বপ-আধারে ল্যুট্। ধান্যাদিস্থাপনের পাত্র। থলে। (গোণী আবপনঞ্চেৎ। সিং কৌং। পা। ৪।১।৪২ সূত্রে) আ-বপ-ভাবে ল্যুট্। ভূমিতে বীজাদি নিধান। বোনা। করণে ল্যুট্। (ত্রি) বপনসাধন (স্ত্রী) ঙীপ্। আবপননী। অন্তর্ভূতণ্যর্থে ল্যুট্। কেশাদির সব্বমুণ্ডন।

আবপনিষ্কিরা (স্ত্রী) আবপ নিষ্কির ইত্যুচ্যতে যস্যাং ক্রিয়ায়াং ময়ুর-ব্যং সং। বীজবপনাদি ক্রিয়া।

আবয় (পুং) আ-অজ-অচ্ বী-ভাবঃ। আগমন। কর্ত্তরি অচ্। আগমনকর্ত্তা। (পুং) দেশবিশেষ। ২ জল। (নিঘণ্টু ১।১২।) অবয়ে ভবং (ধূমাদিভ্যশ্চ। পা। ৪।২।১২৭। ইতি বুঞ্।) আবয়ক (ত্রি)

আবরক (ক্লী) আবৃণাতি অনেন আ বৃ-করণে অপ্। অবরঃ ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্। আচ্ছাদন বস্ত্রাদি। অপবারক।

আবরণ (ক্লী) আব্রিয়তে দেহঃ চৈতন্যং বাহনেন আ-বৃ-করণে ল্যুট্। চর্ম্মফলক। ঢাল। বেদান্তমত সিদ্ধ চৈতন্যের আবরক অজ্ঞান। [আবরণশক্তিশব্দ দেখ।] আচ্ছাদনসাধন-মাত্র। প্রাচীরাদি। বেষ্টন (বেড়া)। ভাবে ল্যুট্। আবৃতি।

আবরণশক্তি (স্ত্রী) আবরণে শক্তিঃ। ৭তৎ। আবৃ-ণোতি আ-বৃ-কর্ত্তরি ল্যুট্। আবরণং শক্তিঃ কর্ম্মধা বা। বেদান্তিমত সিদ্ধ অজ্ঞানশক্তি। বেদান্তবাদীরা বলেন, যেরূপ মেঘ অল্প হইলেও বহুযোজন বিস্তৃত সূর্য্যমণ্ডলকে দর্শকদিগের নয়নপথের অন্তর্ভূত করে তদ্রূপ অজ্ঞান অল্প হইলেও অপরিমিত অসংসারী আত্মাকে দর্শকদিগের বুদ্ধি বিপর্য্যয় করিয়া আবরণ করে। ঐ শক্তিতে আবৃত ব্যক্তির আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা আমি সুখী আমি দুঃখী, এইরূপ বৃথা অভিমান হইয়া থাকে, যেমন প্রমত্তাদি অবস্থায় রজ্জু দেখিলেও সর্প বলিয়া জ্ঞান হয়।

আবরসমক (ক্লী) অবরঃ সমানাং একদেশিং সং (গ্রীষ্মা-বরসমাৎ বুঞ্। পা ৪।৩।৪৯) ইতি নিং হ্রস্বঃ। অবর-সম বর্ষের আদ্যকাল। তত্রদেয়ং ঋণং বুঞ্। বর্ষের আদ্য সময়ে দত্ত ঋণ। প্রথম মাসের খাজানা।

আবর্জিত (ত্রি) আ চুরাং বৃজ-ণিচ্-ক্ত। দত্ত। ত্যক্ত। নিম্নীকৃত, নোয়ান্। আহৃত। সংযমিত।

আবর্ত্ত (পুং) আ-বৃত ভাবে ঘঞ্। ঘূর্ণায়মান জল। ঘূর্ণো। ঘুলো। (স্যাদাবর্ত্তোঽম্ভসাংভ্রমঃ। অমর) রোমসংস্থান বিশেষ। ঘুরাণ লোম। মনুষ্যের অনেকেরই মাথায় চুলের ঘুরণ দেখা যায়। ঘোড়ার লোমেও ঘুরণ থাকে। রাজাবর্ত্ত নামক মণি। আবর্ত্তন। মেঘের অধিপ বিশেষ। (আবর্ত্তো মেঘনায়কঃ। পঞ্জিকা) মাক্ষিক ধাতু। সোম। ণিচ্ ভাবে অচ্। পুনঃ পুনশ্চালন। পরিঘট্টন, (আওটান)। ধাতুর দ্রাবণ, গালান। চিন্তা। চিন্তা দ্বারা চিত্ত বারংবার চালিত হয় তজ্জন্য চিন্তার নাম আবর্ত্ত। আবর্ত্ততে সমন্তাৎ অনেককোটিষু আ-বৃত-ণিচ্ কর্ম্মণি অচ্। বহুবিষয়ক সংশয়। আবর্ত্ততে কর্ত্তরি অচ্। (ত্রি) আবর্ত্তমান। যিনি ফিরিয়া আসিতেছেন। সম্যক্‌বর্ত্তমান। সুশ্রুতের মতে স্ত্রী জাতির যোনি শঙ্খের নাভির ন্যায়. সেই জন্য তাহার নাম আবর্ত্ত, তাহার তৃতীয় আবর্ত্তে গর্ভশয্যা আছে। শঙ্খনাভির ন্যায় তাহা উপর্য্যুপরি সংস্থিত এবং তাহার বর্ণ হস্তের তালুর ন্যায়। এই সুশ্রুতোক্ত স্ত্রীদেহের মধ্যস্থিত আবর্ত্তাকার নাড়ী সন্নিবেশ বিশেষ।

আবর্ত্তক (পুং) আবর্ত্ত এব স্বার্থে কন্। মেঘাধিপ বিশেষ। আবর্ত্ত ইব কায়তি-আবর্ত্ত-কৈ-ক। আবর্ত্ত-শব্দোক্ত অশ্বাদির রোম চিহ্নবিশেষ। আবর্ত্তয়তি আ-বৃত-ণিচ্ ণ্বুল্ (ত্রি) পুনঃ পুনঃ আঘট্টক, যে বারংবার দুগ্ধাদি আওটায়।

আবর্ত্তকী (স্ত্রী) আবর্ত্ততে বায়ুনা ঊর্দ্ধাধশ্চলতি আ-বৃত-ণ্বুল্। কোঙ্কণ। ভগবতবল্লী নামক লতা বিশেষ। ভদ্র-দন্তিকা (রাজনিং।)

আবর্ত্তন (ক্লী) আবর্ত্ততে গৃহাদেঃ পশ্চিমদিগবস্থিত ছায়া পূর্ব্বদিশং প্রত্যাবর্ত্ততে যস্মিন্ আ-বৃত-আধারে ল্যুট্। গৃহাদির পশ্চিমদিক্‌অবস্থিত ছায়ার পূর্ব্বদিকে গমনারম্ভ রূপ মধ্যাহ্নকাল। (আবর্ত্তনে যদাসন্ধিঃ পর্ব্বপ্রতিপদোঃ ভবেৎ। গোভিল) (আবর্ত্তনাত্তু পূর্ব্বাহ্নঃ। অগ্নিপুরাণ) (আবর্ত্তনাৎ বাসরস্য ছায়াপরিবর্ত্তনাৎ প্রাগিতি শেষঃ। স্মার্ত্ত) আ-বৃত-ভাবে ল্যুট্। আলোড়ন, আওটান। গুণন। ধাতুর দ্রাবণ (গলান)। আবর্ত্তয়তি সংসারচক্রং আ-বৃত-ণিচ কর্ত্তরি ল্যুট্। বিষ্ণু। জম্বুদ্বীপের উপদ্বীপ বিশেষ। আবর্ত্ততে অনয়া আ-বৃত-ণিচ্ করণে ল্যুট্ গৌরা-দিং ঙীষ্। আবর্ত্তনী। দুগ্ধ নাড়িবার হাতা। দর্ব্বী। আধারে ল্যুট্ (স্ত্রী) ঙীষ্। ধাতু গলাবার পাত্র, মুচী। (স্ত্রী) আবর্ত্ততে পুনঃ পুনঃ ধার্য্যতেঽঙ্গে আ-বৃত-ণিচ্ কর্ম্মণি ল্যুট্। ভুষা। করণে ল্যুট্ (ক্লী) বেষ্টন। প্রাচীরাদি।

আবর্ত্তনীয় (ত্রি) আ-বৃত-ণিচ্ কর্ম্মণি অনীয়র্। দ্রাবণীয় ধাতু প্রভৃতি। আলোড়নীয় দুগ্ধাদি। গুণ্য অঙ্কাদি। পুনঃ পুনঃ পাঠ্যপদাদি।

আবর্ত্তমণি (পুং) আবর্ত্তাকারো মণিঃ শাকং তৎ। রাজাবর্ত্তমণি।

আবর্ত্তিক (ত্রি) আবর্ত্তঃ প্রয়োজনমস্য ঠক্। আবর্ত্তাকার ধূমসাধন ধূপাদি।

আবর্ত্তিত (ত্রি) আ-বৃত-ণিচ্-ক্ত ইট্ ণিচ্ লোপঃ। কৃতাবর্ত্তন দুগ্ধাদি। যে দুগ্ধাদি আওটান হইয়াছে। দ্রাবিত ধাতু প্রভৃতি। গুণিত অঙ্কাদি। অভ্যস্ত পাঠাদি। আবর্ত্তঃ সঞ্জাতোঽস্য তারকাদিং ইতচ্। জাতাবর্ত্ত জলাদি। যে জলাদিতে আবর্ত্ত জন্মাইয়াছে।

আবর্ত্তিন্ (ত্রি) আবর্ত্ততে আ-বৃত কর্ত্তরি ণিনি। বর্ত্তনশীল, যে সর্ব্বদা আবর্ত্তমান হয়। ণিচ্ ণিনি। আবর্ত্তক। দ্রাবক। দুগ্ধাদির আবর্ত্তনকারক। আবর্ত্তিনী (স্ত্রী) যে স্ত্রী ফিরিয়া আসে। যে স্ত্রী আবর্ত্তন করায়।

আবর্ত্তঃ মেষশৃঙ্গাকারফলমস্ত্যস্যাঃ ইনি ঙীপ্। অজশৃঙ্গী বৃক্ষ। (রাজনিং।) গাড়লশিঙ্গা।

আবর্হিত (ত্রি) আ-বৃহ উদ্যমে ণিচ্-ক্ত আবর্হ হিংসায়াং ক্ত-বা। উৎপাটিত। উন্মূলিত।

আবলদাভী। একজন প্রসিদ্ধ ডাকাইত। ইহার নামানুসারে মান্দ্রাজ প্রদেশের কুদপা জেলায় আবলপল্লি নামে একটী গ্রাম স্থাপিত হয়। ইহার ডাকাইতির কথা দক্ষিণাপথ হইতে বনাস নদীর তীরস্থ স্থান পর্য্যন্ত সকল স্থানে শুনা যায়। একটী প্রবাদ আছে—

"আবল্ ঘোড়া দুবলা কেম নদী নীলো ঘাস।
উল্‌টে বান্ধা জব চরে পানী পিয়ে বনাস॥"

আবলি, আবলী (স্ত্রী) আ-বল (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্। ৪।১১৭) ইতি ইন্। কৃদিকারান্তত্বাদ্বা ঙীপ্। শ্রেণী। একজাতীয় বস্তু দ্বারা কৃতপংক্তি। (বীথ্যালিরাবলীপংক্তিঃ শ্রেণী। অমর।) পরম্পরা।

আবলিত (ত্রি) আ-বল-চলনে ক্ত ইট্। ঈষচ্চলিত। সম্যক্ চলিত।

আবল্য (ক্লী) অবল-ষ্যঞ্। অবলস্য ভাবঃ। দুর্ব্বলতা।

আবশীর (পুং) অবশীর-অঞ্। জনপদ বিশেষ। মহাবীরকর্ণ মগধ কর্কখণ্ড প্রভৃতি জনপদ জয়ের পর এই স্থান অধিকার করেন। এই স্থান বৎসরাজ্যের পূর্ব্বে। [মহাভা০ বন ২৫২ অঃ।]

আবশ্যক (ক্লী) অবশ্যং ভাবঃ মনোজ্ঞাদিং বুঞ্। যাহার নিতান্ত প্রয়োজন ও আবশ্যক। নিয়ত। অবশ্য কর্ত্তব্য। নিরবকাশ। নিশ্চয় ও উচিত।

আবসতি (স্ত্রী) বসত্যত্র গৃহে বসতিঃ রাত্রিঃ আ-সম্যক্ বসতিঃ প্রাদিসং। নিশীথ। অর্দ্ধরাত্র।

আবসথ (পুং) আ-বসত্যত্র আ-বস (উপসর্গে বসেঃ। উণ্।৩।১১৪। ইতি অথ।) গৃহ। (গৃহমাবসথস্তথা। উণ্ কোঃ) (আবসথে বক্রকবিতানমিত্যাচার্য্যকোশঃ। উজ্জ্বলদত্ত।) বিশ্রামস্থান। গ্রাম। ব্রতবিশেষ। আর্য্যাছন্দোরচিত কোষবিশেষ। হোম স্থান।

আবসথিক (ত্রি) অবসথে গৃহে বসতি। (আবসথাৎ ষ্ঠল্। পা। ৪।৪।৭৪) ইতি ষ্ঠল্। গৃহস্থ। (স্ত্রী) ঙীপ্।

আবসথ্য (পুং) আবসথস্থায়ং ঞ্য। গৃহসম্বন্ধীয় লৌকিক অগ্নি।

আবসান (ত্রি) অবসানমভিজনোঽস্য (অভিজনশ্চ। পা। ৪।৩।৯০। ইতি অণ্।) যে গ্রামের সীমায় বাস করে। (স্ত্রী) ঙীপ্। আবসানী। চণ্ডালাদি।

আবসানিক (ত্রি) অবসান অন্তে ভবং ঠঞ্। শেষকালে ভবঃ। যাহা চরমে হয়। (স্ত্রী) ঙীপ্। আবসানিকী।

আবসিত (ক্লী) আ-অব-সো-ক্ত (দ্যতিস্যতিমাস্থামিতিকিতি। পা। ৭।৪।৪০। ইতি ইকারোঽন্তাদেশঃ।) পক্কধান্য। ঝাড়ের ধান। (ত্রি) নির্ণীত। অবধারিত। সমাপ্ত।

আবস্থিক (ত্রি) অবস্থায়াং ভবং ঠঞ্। কালকৃত। অবস্থাভব। সময়সম্ভব।

আবহ (পুং) আবহতি আ-বহ-অচ্। সপ্তস্কন্ধযুক্ত বায়ুর প্রথম স্কন্ধ, ভূবায়ু। ১ আবহ, ২ প্রবহ, ৩ বিবহ, ৪ পরাবহ, ৫ সংবহ, ৬ উদ্বহ, ৭ পরিবহ। হরিবংশে বায়ুর এই সপ্তস্কন্ধের নাম উল্লেখ আছে। আবহতি প্রাপয়তি উদ্দেশ্যস্থানং আ-বহ-অচ্। (ত্রি) প্রাপক।

আবহমান (ত্রি) আ-বহ-শানচ্। ক্রমাগত। ধারাবাহী।

আবাধা (স্ত্রী) আ-সম্যক্ বাধা। দুঃখ। পীড়া। ভূমিখণ্ড। ত্রিকোণক্ষেত্রমধ্যে রশ্মি ফেলিলে যে খণ্ডদ্বয় হয় তাহার নাম।

আবাপ (পুং) আ-বপ-আধারে ঘঞ্। আলবাল। গাছে জল দিবার আইল (স্যাদালবালমালমাবাপঃ। অমর) ধান্যাদি রাখিবার পাত্রবিশেষ। থলে। ভাণ্ড। ভাবে ঘঞ্। সকল দিকে বপন। ধান্যাদির স্থাপন। শত্রুচিন্তা। পররাজ্যচিন্তা। প্রধান হোম। (প্রাকৃস্বিষ্টি কৃতেরাবাপঃ। গোভিল। আ-উপ্যন্ত ইত্যাবাপঃ। প্রধান হোম ইতি সরলা) আক্ষেপ। আ-বপ-কর্ম্মণি-ঘঞ্। আব

পনীয়। প্রক্ষেপণীয়। বলয়। ঈষদুপ্যতেঽত্র আধারে ঘঞ্। নিম্নোন্নত ভূমি। উচ্চ নীচ ভূমিতে শস্যাদি ভালরূপ বোনা যায় না, তজ্জন্য তাহার আবাপ নাম হইয়াছে।

আবাপক (পুং) আ-উপ্যতে আ-বপ কর্ম্মণি ঘঞ্। সংজ্ঞায়াং কন্। প্রকোষ্ঠাভরণ বলয়াদি। হাতের ভূষণ, বালা প্রভৃতি। কর্ত্তরি ণ্বুল্। আবপনকর্ত্তা। সম্যক্‌বপনকারী।

আবাপন (ক্লী) আ-বপ-ণিচ্ করণে ল্যুট্। সুত্রযন্ত্র। তাঁত। আ-বপ-ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। কেশাদির সম্যক্ মুণ্ডন।

আবাপিক (ক্লী) আবাপায় সাধু ঠক্। আবাপনে সাধু। যে ভাল আইল করিতে পারে বা বুনতে পারে।

আবারি (ক্লী) আব্রিয়তে আচ্ছাদ্যতে আ-বৃ-(উণ্। ৪। ১২৪) বাহুং ইন্। সকল দিকে আচ্ছাদ্য হট্টস্থান, হাট্। আ সম্যক্ বারি যত্র বহুব্রী (ত্রি) সম্যক্ জলযুক্ত।

আবাল (ক্লী) আবাল্যতে সঞ্চার্য্যতে জলমনেন। আ বল ণিচ্ করণে অচ্। আলবাল। গাছে জল দিবার ক্ষুদ্র আইল। আ-বল-ভাবে ঘঞ্। সঞ্চার। (অব্য) মর্য্যাদার্থে অব্যয়ী। বালক পর্য্যন্ত (আবালবৃদ্ধবনিতা।)

আবাল্যং (ক্লী) বাল্যাৎ আ আবাল্যং পর্য্যন্তার্থেঽব্যয়ীভাবঃ) বাল্যাবস্থা পর্য্যন্ত।

আবাস (পুং) আ-সম্যক্ বসত্যত্র আ-বস-আধারে ঘঞ্। বাসস্থান। গৃহাদি। ভাবে-ঘঞ্। সম্যগ্‌বাস।

আবাহন (ক্লী) আ-বহ-ণিচ্ ল্যুট্। নিকটে আসিবার জন্য দেবতার আহ্বান। নিমন্ত্রণ।

আবাহনী (স্ত্রী) আ-বাহ্যতেঽনয়া। আ-বহ-ণিচ্ করণে ল্যুট্। ঙীপ্ বা। দেবতার আহ্বানার্থ মুদ্রা বিশেষ। দুইটী হাত অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া দুই অনামিকার মূলপর্ব্বে দুইটী অঙ্গুষ্ঠ অর্পণ করিলেই আবাহনী মুদ্রা হয়। (তন্ত্র।)

আবিক (ক্লী) অবিনা তল্লোম্না নির্ম্মিতঃ ঠক্। কম্বল। (ত্রি) মেষসম্বন্ধী।

আবিকসৌত্রিক (ক্লী) সুত্রমেব স্বার্থেঽণ্। সৌত্রং আবিকঞ্চ তৎ সৌত্রঞ্চেতি কর্ম্মধা তেন নির্ম্মিতং ঠক্। মেষসূত্র নির্ম্মিত। (বৈশ্যস্যাবিকসৌত্রিকং। মনু। ২। ৪৪।) বৈশ্য ভেড়ার লোমজাত সুত্রের যজ্ঞোপবীত ব্যবহার করিবেন।

আবিক্য (ক্লী) আবিকানাং ভাবঃ (পত্যন্তপুরোহিতাদিভ্যো যক্। পা ৫। ১। ১২৮) ইতি যক্। আবিকসম্বন্ধিত্ব।

আবিগ্ন (পুং) আ-বিজ-কর্ত্তরি-ক্ত তস্য ন। উদ্বিগ্ন। পাণি আমলা বৃক্ষ।

আবিজ্ঞান্য (ক্লী) অবিজ্ঞানমেব। চাতুরর্থ্যাং স্বার্থে ষ্যঞ্। বিজ্ঞানহীন।

আবিদূর্য্য (ক্লী) অবিদূরস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। সন্নিকর্ষ। নৈকট্য।

আবিদ্ধ (ত্রি) আ-ব্যধ-ক্ত। তাড়িত। বিদ্ধ। ছিদ্রীকৃত। ক্ষিপ্ত।

আবিদ্ধকর্ণী (স্ত্রী) আবিদ্ধৌ কর্ণাবিব পত্রমস্যা গৌরাদিং ঙীষ্। পাঠা। নিমুইলতা (পাঠাঽম্বষ্ঠাবিদ্ধকর্ণী। অমর। (অমরের টীকায় বিদ্ধকর্ণী লিখিত আছে।)

আবিধ (পুং) আবিধ্যতে কাষ্ঠাদ্যনেন আ-ব্যধ ঘঞর্থে ক। কাষ্ঠাদি বেধনসাধন সূচ্যাকারাগ্রঅস্ত্রবিশেষ। ভ্রমর। তুরপিন। (ঘঞর্থে কবিধানং। বার্ত্তিক। পা। ৩। ৩। ৫৮ সুত্রে।)

আবির্ভাব (পুং) আবিস্-ভূ-ঘঞ্। প্রকাশ। সাংখ্য মতে উৎপত্তিস্থানী য়অভিব্যক্তিস্বরূপ ভাবধর্ম্মবিশেষ। যেমন আত্মাতে ক্রিয়া নিরোধ বুদ্ধির ব্যপদেশের জন্য ক্রিয়ার ব্যবস্থা ভেদ নিয়ত ভেদ সাধনে শক্ত হয় না, কেননা একেতে সেই সেই বিষয়ের প্রকাশ ও অনুদয় হেতু বিরোধ ঘটে। কূর্ম্মশরীরে নিবিশমান হস্ত শুণ্ডাদি যেমন কখনও প্রকাশ পায়, কখনও বা লীন হয়, তাহাকে আবির্ভাব বা তিরোভাব বলা যায় না, যেহেতু কূর্ম্ম হইতে ও সকল হয় না; বস্তুতঃ কূর্ম্মও তাহা ভিন্ন নয়, সুতরাং বলিতে হইবে সৎ বস্তুর তিরোভাব আবির্ভাব নাই, তবে একটা অবস্থা ভেদের নামই আবির্ভাব ও তিরোভাব। দেবতার মনুষ্যাদিরূপ ধারণ করিয়া অবতাররূপে উৎপত্তি। যেমন মহাপ্রভুর আবির্ভাব। অদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাব ইত্যাদি।

আবির্ভূত (ত্রি) আবিস্-ভূ-কর্ত্তরি ক্ত। প্রকটিত। অভিব্যক্ত। (আবির্ভূতমভূদপূর্ব্বচরিতং যৎকিঞ্চিদেকং মহৎ। স্মৃতি।)

আবিল (ত্রি) আবিলতি দৃষ্টিং বারয়তি আ-বিল-স্তৃতৌ-ক। কলুষ। অপরিস্কৃত। ঘোলা। (কলুষোঽনচ্ছ আবিলঃ। অমর) (দিগ্বারণমদাবিলং। কুমার ২। ৪৪।)

আবিষ্করণ (ক্লী) আবিস্-কৃ-ভাবে ল্যুট্। পা ৮। ৩। ৪৫ ইতি ষত্বং। প্রকাশ। (অসূয়া, গুণেষু দোষাবিষ্করণং। সিং কৌং, পা। ১। ৪। ৩৭। সুত্রে) করণে ল্যুট্। প্রকাশ সাধন। ঘঞ্। আবিষ্কার। ঐ অর্থ।

আবিষ্কর্ত্তৃ (ত্রি) আবিস্-কৃ-তৃচ্। প্রকাশক। (স্ত্রী) আবিষ্কর্ত্রী।

আবিষ্কৃত (ত্রি) আবিস্-কৃ-কর্ম্মণি ক্ত। প্রকাশিত। (আবিষ্কৃতোঽরুণপুরঃসর একতোঽর্কঃ। শকু।)

আবিষ্ট (ত্রি) আ-বিষ-ক্ত। ভূতাদিগ্রস্ত। আবেশযুক্ত। নিবিষ্ট।

আবিস্ (অব্য) বাহুলকাদবতেরপ্যাঙ্‌পূর্ব্বাদিসিঃ—আ-অব-ইসিঃ। (উজ্জ্বলদত্ত) প্রকাশ্য, প্রস্ফুটত্ব। (প্রকাশ্যে প্রাদুরাবিঃ স্যাৎ। অমর।)

কৃ, ভূ ও অস্ ধাতুর যোগে ইহার গতিসংজ্ঞা হয়। (আবিস্ শব্দ স্বরাদিগণে পঠিত হেতু অব্যয়। ("প্রেণা তদেষাং নিহিতং গুহাবিঃ।" ঋক্ ১০। ৭১। ১। *। আবিরাবেদনাং। যাস্ক ৮। ১৫।)

আবিস্তরাম্ (অব্য) আবিস্-তরপ আম্। অতিশয় প্রকাশ, অত্যন্ত প্রকাশ।

আবী (স্ত্রী) অবিরেব স্বার্থে অণ্ ঙীপ্। রজস্বলা। স্ত্রী। গর্ভবতী।

আবীত (ত্রি) আ-ব্যে-ক্ত। ১ সকল প্রকার গ্রথিত। ২ উৎক্ষেপণ করিয়া ধৃত। ভাবে-ক্ত (ক্লী) সম্যক্ গ্রন্থন, সুন্দর করিয়া গাঁথা। উৎক্ষেপণ করিয়া ধারণ।

আবীতিন্ (পুং) আবীতমস্ত্যস্য (অত ইনিঠনৌ। পা ৫। ২। ১১৫। ইতি ইনি।) দক্ষিণ স্কন্ধোপরিধৃত যজ্ঞসূত্র, প্রাচীনাবীতি। যিনি যজ্ঞোপবীত দক্ষিণস্কন্ধের উপরে রাখিয়া বামভাগে ঝুলাইয়া রাখেন।

"উদ্ধৃতে দক্ষিণে পাণাবুপবীত্যুচ্যতে দ্বিজঃ।
সব্যে প্রাচীন আবীতী নিবীতী কণ্ঠসজ্জনে॥"

মনু ২। ৬৩।

আবীর (আরব্য) ফাগ্। এদেশে শঠী কিংবা আলুর গুঁড়ায় আবীর প্রস্তুত হয়।

প্রথমে আলু বা শঠী চূর্ণ করিতে হয়, (যতই অধিক চূর্ণ হইবে ততই জিনিষ ভাল হইবে) পরে লোধ ও বকম কাঠ জলের সহিত বড় বড় কড়াতে দিয়া জ্বাল দিলে যে কষ বাহির হয়, তাহার সহিত ঐ শঠী বা আলুচূর্ণ (পালো) মিশ্রিত করিয়া শুকাইয়া লইবে। এইরূপে আবীর প্রস্তুত হইয়া থাকে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কচুর কিংবা আদ্ হলদীতে এক প্রকার আবীর তৈয়ার হয়, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। দোলযাত্রার সময়ে আবীরের বড় আদর। এ সময়ে হিন্দুরা আবীর মাখামাখি করে।

আবুক (পুং) অবতি রক্ষতি পালয়তি বা অব রক্ষপালনয়োঃ—উণ্ কন্। নাট্যোক্তিতে জনক, পিতা (অথাবুকঃজনকঃ। অমর।)

আবৃৎ (স্ত্রী) আ-বৃত-সম্পদাদি° ক্বিপ্। ১ আবরণ। (ঋগ্বেদে ৫। ৪৭। ১। নাম্না বশ্নি বিমুচং নাবৃতং।" *। আবৃতং আবরণং ধারণং। সায়ণ।) ২ আবর্ত্তন, ঘুরাণ। ৩ পুনঃ পুনশ্চালন (শুক্লযজুর্ব্বেদে ২। ২৬। "সূর্য্যস্যাবৃতমন্বাবর্ত্তে।" *। আবৃতমাবর্ত্তনং। মহীধর।) ৪ বারংবার এক জাতীয় ক্রিয়াকরণ। ৫ পরিপাটী। ৬ অনুক্রম। ৭ তুষ্ণীম্ভাব, নিঃশব্দ হইয়া থাকা। কর্ত্তরি ক্বিপ্। (ত্রি) ১ আবর্ত্তমান, যে ফিরিয়া আসিতেছে। যে বর্ত্তমান আছে। ২ জাতকর্ম্মাদি সংস্কার। ক্রিয়া সকল। (মনু ৩। ২৪৮।)

আবৃত (ত্রি) আ-বৃ-ক্ত। ১ কৃতাবরণ, অপ্রকাশিত, আচ্ছাদিত। (পুং স্ত্রী) ২ আগুরি কন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে জাত বর্ণবিশেষ। (স্ত্রী) জাতিত্বাৎ ঙীপ্। আবৃতী। 'ব্রাহ্মণাদুগ্রকন্যায়ামাবৃতো নাম জায়তে।" মনু। ১০। ১৫।

আবৃতি (স্ত্রী) আ-বৃ-ক্তিন্। আবরণ।

আবৃত্ত (ত্রি) আ-বৃত-ক্ত। ১ পুনঃপুনরভ্যস্ত। ২ আবর্ত্তমান, যে ফিরিয়া আসিয়াছে, পরাবৃত্ত, প্রতিনিবৃত্ত।

আবৃত্তি (স্ত্রী) আ-বৃত-ক্তিন্। ১ বারংবার অভ্যাস, পুনঃ পুনঃ এক জাতীয় ক্রিয়াকরণ। ২ প্রত্যাবৃত্তি, ফিরে আসা।

আবৃত্তিদীপক (ক্লী) আবৃত্ত্যা দীপকং তয়া তৎ। ১ দীপকাবৃত্তি-রূপ অর্থালঙ্কারবিশেষ। ২ মস্তিষ্ক।

আবৃষ্টি (স্ত্রী) আ-বৃষ-ক্তিন্। ১ সম্যগ্‌বর্ষণ। ("আবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ।" চণ্ডী) অব্য। মর্য্যাদার্থে অব্যয়ী। ২ বৃষ্টিপর্য্যন্ত।

আবেগ (পুং) আ-বিজ-ঘঞ্। ১ উৎকণ্ঠাজনক বা ত্বরান্বিত মানসিক বেগ। ২ ব্যভিচারী ভাববিশেষ। যথা—নির্ব্বেদ, আবেগ, দৈন্য, শ্রম, মদ, জড়তা, ঔগ্র্য, মোহ ইত্যাদি।

আবেগী (স্ত্রী) আবেগোঽস্ত্যস্যাঃ অর্শআদিং অচ্ গৌরাদিং ঙীষ। বৃদ্ধদারক বৃক্ষ। বিধতাড়কা। (স্যাদৃক্ষগন্ধা ছগলান্ত্র্যাবেগী বৃদ্ধদারকঃ। অমর।)

আবেণিক (ত্রি) স্বাধীন, যে অপরের মতের বশবর্ত্তী হয় না। ("বুদ্ধধর্ম্মা আবেণিকাদয়ঃ।" অভিধর্ম্মকোষব্যাখ্যা। ১। ২)

আবেদক (ত্রি) আ-বিদ-ণিচ্ ণ্বুল্। বিজ্ঞাপক, রাজার নিকটে ব্যবহারোত্থাপকবাদী, আবেদনকারী।

আবেদন (ক্লী) আ-বিদ্ চুরাং ণিচ্ ল্যুট্। বিজ্ঞাপন, ব্যবহারোত্থাপন, নালিশ করা। (আবেগ্যতে অনেন আ বিদ-ণিচ্-করণে-ল্যুট্) ব্যবহারোত্থাপক ভাষাপত্র, আরজী।

আবেদনীয় (ত্রি) আ-বিদ-ণিচ্ অনীয়র্। বিজ্ঞাপনীয়, যাঁহাকে জানান যায়। যে পদার্থের আবেদন করা যায়। যে ঋণাদি আদায়ের জন্য নালিশ করা হয়।

আবেদিত (ত্রি) আ-বিদ-ণিচ্-ক্ত ইট্ ণিচ্ লোপঃ। বিজ্ঞাপিত, যাঁহাকে জানান যায়, যে পদার্থের আবেদন করা হয়, নালিশের সময় উল্লিখিত বস্তু।

আবেদিন্ (ত্রি) আবেদয়তি আ-চুরাং বিদ-ণিচ্ ণিনি।

১ বিজ্ঞাপক, নালিশকারী, বাদী। আ-বিদ্-ণিনি। ২ আজ্ঞাকারী। (স্ত্রী) ঙীপ্। আবেদিনী।

আবেদ্য (ত্রি) আ-বিদ্-ণিচ্-যৎ। বিজ্ঞাপ্য, জানাইবার যোগ্য ব্যাপার। আ-বিদ-ণিচ্-ল্যপ্ (অব্য) জানাইয়া।

আবেধ্য (ত্রি) আ-বিধ-ণ্যৎ। যাহা বিদ্ধ করা যায়। মুক্তাদি মণি, ছিদ্র করিবার যোগ্য মণি প্রভৃতি।

আবেশ (পুং) আ-বিশ-ঘঞ্। ১ অহঙ্কারবিশেষ। ২ সংরম্ভ, ক্রোধ। ৩ অভিনিবেশ। ৪ আসঙ্গ। ৫ অনুপ্রবেশ। ৬ গ্রহভয়, ভূতাদিতে পাওয়া। ৭ অপস্মার রোগ। ৮ অধিষ্ঠান। ৯ গর্ব্ব। ১০ মনোভাব আয়ত্তীকরণ। ১১ আন্তরিকযত্ন।

"আবেশে অাঁচর পিয়া ধরবে।
যাওব হাম যতন পুহুঁ করবে॥" বিদ্যাপতি।

আবেশন (ক্লী) আ-বিশ্যতে যত্র, আ-বিশ-আধারে ল্যুট্। ১ শিল্পশালা। আবেশনং শিল্পশালা। (অমর।) ২ ভূতাদিতে পাওয়া। ৩ সূর্য্য এবং চন্দ্রের পরিধি। ৪ ক্রোধাদি। আধারে ল্যুট্) ৫ প্রবেশ সম্পাদন ব্যাপার, যদ্দ্বারা প্রবেশ করান যায়।

আবেশিক (ত্রি) আবেশে গৃহে ভবং তত আগতঃ বা ঠঞ্। ১ অতিথি। ২ অসাধারণ। ৩ বান্ধবাদি (স্যাদাবেশিক আগন্তুরতিথির্না গৃহাগতে। অমর) ৪ বেড়া। ৫ প্রতিষ্ঠিত।

আবেশিত (ত্রি) আ-বিশ-ণিচ্-ক্ত-ইট্-ণিচ্ লোপঃ। নিবেশিত। আবেশযুক্ত। মনোযোগযুক্ত।

আবেষ্টক (পুং) আবেষ্টয়তি আ-বিষ্ট ণিচ্-ণ্বুল্। আবরণকারক প্রাচীরাদি। বেষ্টক, বেড়া।

আবেষ্টন (ক্লী) আ-বেষ্ট-ভাবে ল্যুট্। আবরণ। করণে ল্যুট্। আবরণ সাধন প্রাচীরাদি। বেড়া।

আব্য (ত্রি) অবের্মেষস্য বিকারঃ ষ্যঞ্। মেষসম্বন্ধীয় লোমাদি।

আব্যাধিন্ (ত্রি) আ-ব্যধ-ণিনি। সম্যক্ পীড়ক। (স্ত্রী ঙীপ্। আব্যাধিনী। পীড়াদায়ক।) শুক্লযজুর্ব্বেদে ১১।৭৭। "যা সেনা অভীত্বরীরাব্যাধিনীরুগণা উত"।*। আব্যাধিনী, আ সমন্তাদ্বিধ্যন্তি তাঃ সর্ব্বতো হন্তাংস্তাড়য়ন্ত্যঃ। মহীধর।

আব্রশ্চন (ক্লী) ঈষদ্‌ব্রশ্চনং ছেদনং প্রাদিসং। ঈষচ্ছেদন। আধারে ল্যুট (ত্রি) ছেদ্যবৃক্ষ প্রদেশ। যূপাদি করিবার জন্য বৃক্ষের যে স্থান ছেদন করা হয়। ভালরূপে কাটা।

আব্রস্ক (পুং) আ-ব্রশ্চ ঘঞ্। (চজোঃ কু ঘিণ্যতো। পা ৭।৩।৫২। ইতি চস্য কত্বং। "নিমিত্তাপায়ে নৈমিত্তিকস্যাপাপায়" ইতি শস্য সত্বম্।। ঈষৎ ছেদন। ঘঞ্। (ত্রি) যূপাদি করিবার জন্য বৃক্ষের যে স্থান ছেদন করা হয়।

আব্রীড়ক (পুং) অব্রীড়ানাং নির্লজ্জানাং বিষয়ো দেশঃ। পা ৪।২।৫৩। ইতি-বুঞ্। নির্লজ্জ দেশ।

আশ (পুং) অশ-ভোজনে ঘঞ্। ভোজন। প্রাতরশ্নাতি প্রাতঃরাশঃ। আমমশ্নাতি আমশঃ। কর্ম্মণ্যশ্নিতি অণ্ উপংসং। যিনি প্রাতঃকালে ভোজন করেন, যিনি অপক্ক ভোজন করেন। ঐরূপ হুতাশ আশ্রয়াশ মাংসাশ পলাশ হবিষ্যাশ ইত্যাদি প্রয়োগগুলি হইবে। (ব্রজবুলীতে আশা শব্দের অপভ্রংশ।)

"আশ নিগড় করি জীউ কত রাখব
অবহি যে করত পয়ান।" বিদ্যাপতি।

আশংসা (স্ত্রী) আ-শনস্ অঙ্ টাপ্। অপ্রাপ্তবস্তুর প্রাপ্তির ইচ্ছা। ইষ্টার্থের আশংসন (প্রার্থনা) (আশংসায়াং ভূতবচ্চ। পা।৩।৩।১৩২। আশংসা বচনে লিঙ্। পা। ৩।৩।১৩৪। ল্যুট্) (ক্লী) আশংসন। ঐ অর্থ।

আশংসিত (ত্রি) আ-শনস্ ক্ত ইট্। ১ কথিত। ২ ইচ্ছাবিষয়ীভূত। ভাবে ক্ত (ক্লী) আশংসা, মনোরথ। ("যোজামাশংসিতাবন্ধ্যপ্রার্থনং।" রঘু ১।৮৬। আশংসিতং মনোরথঃ মল্লিং।)

আশংসিতৃ [তৃ] (ত্রি) আ-শংসতি আশনস্-তৃচ্। ভাবিশুভেচ্ছাযুক্ত (স্ত্রী) ঙীপ্ আশংসিত্রী। (আশংসুরাশংসিতরি। অমর।)

আশংসিন্ (ত্রি) আ-শনস্—ণিনি। আশংসু। আশংসাকারী।

আশংসু (ত্রি) আ-শনস্ (সন্নাশংসভিক্ষ উঃ। পা।৩।২।১৭৮) ইতি উ। ১ ইচ্ছাকারক। ২ ভাবি শুভাকাঙ্ক্ষী।

আশক (ত্রি) অশ্নাতি অশ-ণ্বুল্। ১ ভক্ষক। ২ ভোগযুক্ত। আশয়তি আশ-ণিচ্-ণ্বুল্। ৩ ভোগসাধন। ৪ ভোজনকারক। (আরব্য) ৫ প্রণয়ী।

আশক্ত (ত্রি) সম্যক্ শক্তং, প্রাদি সং, আ-শক্—ক্ত। সম্যক্ শক্তিযুক্ত।

আশগন্ধ। (হিন্দী) এক প্রকার চারাগাছ (*Physalis flexuosa*) অশ্বগন্ধার অপভ্রংশ।

আশঙ্কনীয় (ত্রি) আ-শকি—অনীয়র্। শঙ্কার বিষয়, শঙ্কা করিবার যোগ্য, অনিষ্টকর বলিয়া চিন্তনীয়।

আশঙ্কা (স্ত্রী) আ-শকি-অঙ্-টাপ্। ভয়, ত্রাস। অনিষ্টকর বলিয়া চিন্তা। সন্দেহ।

আশঙ্কিত (স্ত্রী) আ-শকি কর্ত্তরি ক্ত ইট্। ভীত। (কর্ম্মণি ক্ত)। অনিষ্টকর বলিয়া চিন্তিত, সন্দিগ্ধ। ভাবে ক্ত (ক্লী) ভয়। সন্দেহ। অনিষ্টকর বলিয়া চিন্তন।

আশঙ্কিন্ (ত্রি) আশঙ্কতে আ-শকি ণিনি। আশঙ্কাযুক্ত। যিনি আশঙ্কা করেন। (স্ত্রী) ঙীপ্। আশঙ্কিনী।

আশঙ্ক্য (ত্রি) আশঙ্ক্যতে আ শকি কর্ম্মণি ণ্যৎ। আশঙ্কার

বিষয়। ভয়ের যোগ্য। অনিষ্টকর বলিয়া চিন্তনীয়। ল্যপ্। (অব্য) সন্দেহ করিয়া।

আশন (পুং) অশন এব স্বার্থেঽণ্। ১ অশন বৃক্ষ, পিয়াশালগাছ। এক প্রকার বড় গাছ। (Terminalia tomentosa.) এই গাছ হিমালয়, বাঙ্গালা, ব্রহ্ম, মধ্যপ্রদেশ ও দাক্ষিণাত্যে জন্মে। ইহার ছালে কালরঙ্ হয়। অনেকে ঐ ছাল ভস্ম করিয়া চূর্ণের সহিত মিশাইয়া পাণের সহিত খায়। ইহার ফল হরীতকীর মত। এই গাছে গঁদের মত আটা বাহির হয়। তসর কীট ইহার পাতা খায়। ইহার কাঠ অনেক কাজে লাগে। অশ ভোজনে ণিচ্ ল্যু—(ত্রি) ২ যিনি ভোজন করান। অশনিরশনিজীবী স্বার্থে (পর্শ্বাদিযোধেয়াদিভ্যোঽণঞৌ। পা। ৫। ৩। ১১৭। ইতি অণ্ (ত্রি) ৩ বজ্রজীবী, ইন্দ্র। আশনঃ আশনৌ। (বহুষু তস্য লুক্) অশনয়ঃ, অশনিরেব (প্রজ্ঞাদিভ্যশ্চ। পা। ৫। ৪। ৩৮। ইতি স্বার্থেঽণ্।) (পুং স্ত্রী) ৪ বজ্র। স্বার্থিক প্রত্যয় প্রায়ই প্রকৃতির লিঙ্গ প্রাপ্ত হয় বলিয়া এখানে পুং স্ত্রী এই দুই লিঙ্গই হইবে।

আশ্না (পারস্য) চেনা। জানা শুনা।

আশপাশ (অব্য) এদিক্ ওদিক। চারিদিক্।

আশয় (পুং) আ-শী (এরচ্। পা। ৩। ৩। ৫৬) ইতি অচ্। ১ অভিপ্রায়। ২ আধার। ৩ বিভব। ৪ পনসবৃক্ষ (কাঁঠাল গাছ)। ৫ বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত স্থান বিশেষ। (আশয়ঃ স্যাদভিপ্রায়ে মানসাধারয়োরপি। বিশ্ব) (আ-ফলবিপাকাৎ চিত্তভূমৌ শেতে কর্ত্তরি অচ্) ৬ কর্ম্ম জন্য বাসনারূপ সংস্কার। ৭ ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট। (আধারে অচ্) ৮ আশয়বিশিষ্টচিত্ত। (ভাবে অচ্) ৯ শয়ন। ১০ স্থান। ১১ কোষ্ঠাগার। ১২ বৌদ্ধমত সিদ্ধ আলয়বিজ্ঞানরূপ বিজ্ঞানসমূহ। ১৩ আশ্রয়। ১৪ কিংপচান নামক পশুধারণার্থ গর্ত্তবিশেষ। ১৫ খাত বিশেষ।

আশয়াশ (পুং) আশয়ং আশ্রয়মশ্নাতি আশয়-অশ-অণ্। উপং সং। অগ্নি। নিজের আশ্রয় কাষ্ঠাদিকে ভক্ষ্যরূপে ভোজন করেন তজ্জন্য অগ্নির নাম আশয়াশ হইয়াছে। যেমন (আশ্রয়াশ) ইত্যাদি।

আশর (পুং) আশৃণাতি আ-শৄ অচ্। ১ অগ্নি। ২ রাক্ষস। (ক্রব্যাদোঽস্রপ আশরঃ। (অমর।)

আশরফী (পারস্য) মুদ্রা। মোহর।

আশরীক (ক্লী) রোগবিশেষ। ("আশরীকং বিশরীকং বলাসঃ পৃষ্ঠ্যাময়ম্।" অথর্ব্ববেদ।)

আশশেওড়া। একপ্রকার গাছ। (Limonia Pentaphylla) এই গাছের পাঁচকোণা পাতা। ইহার ছোট ছোট রাঙা ফল হয়।

আশব (ক্লী) আশোর্ভাবঃ (পৃথ্বাদিভ্য ইমনিজ্বা। পা। ৫। ১। ১২২। ইতি অঞ্।) শীঘ্রত্ব। পক্ষে ইমনিচ্। (পুং) আশিমা। ত্ব (ক্লী) আশুত্ব। তল্ (স্ত্রী) আশুতা। শীঘ্রত্ব।

আশস্ (ত্রি) আশন্স্ ক্বিপ্। ১ ভাবি শুভেচ্ছাকারী। ভাবে ক্বিপ্। ২ ভাবি শুভ ইচ্ছা। ৩ কথন। ৪ স্তুতিসাধন ? (ঋগ্বেদে। ৪। ৫। ৬। "পৃচ্ছমানস্তবাশসা জাতবেদো যদীদম্। *। তবাশসা ত্বৎ স্তুত্যা সাধনেন। সায়ণ।)

আশসন (ক্লী) আ-শন্স্-বা ক্যুন্। ১ কথন। ২ ভাবিশুভেচ্ছাকরণ।

আশসন (ক্লী) তুষাধান। (ঋগ্বেদে ১০। ৮৫। ৩৫। "আশসনং বিশসনমথো অধিবিকর্ত্তনং।" *। আশসনং তুষাধানং। সায়ণ।)

আশস্ত (ত্রি) আ-শন্স-ক্ত। স্তুত, যাঁহাকে স্তব করা হইয়াছে।

আশা (স্ত্রী) আ-সমন্তাৎ অশ্নুতে ব্যাপ্নোতি—আ-অশূ ব্যাপ্তৌ অচ্। দিক্। প্রত্যাশা। (প্রত্যাশাকাষ্ঠয়োরাশা। রুদ্র) (যাবদেতে হৃদি প্রাণাস্তাবদাশা বিবর্দ্ধতে। উদ্ভট) নৈয়ায়িকমতে সংখ্যাপরিমিতি পৃথকৃত্ব সংযোগবিভাগাশ্রয় দ্রব্যবিশেষ। দৈশিক পরত্বের ও অপরত্বের অসমবায়ি কারণের সংযোগের আশ্রয় বলিয়াই নৈয়ায়িকেরা উহা স্বীকার করেন। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীর মতে যে উপাধি (নাম) দ্বারা পূর্ব্বাপরত্ব ব্যবহার হয় সেই উপাধির নামই দিক্, তাহার আশ্রয়রূপা অতিরিক্ত দিক্‌কল্পনা করা কর্ত্তব্য নহে। যাহা পাওয়া যায় নাই, তাহা পাইবার তৃষ্ণা।

আশাঢ় (পুং) আষাঢ় শব্দের অর্থ। (ভবেদাশাঢ় আষাঢ়ঃ। দ্বিরূপ কোং) ব্রতীদিগের পলাশদণ্ড, লাঠী।

আশাঢ়া, আশাড়া (স্ত্রী) ১ আষাঢ়া নক্ষত্র। আশাড়া (ঢ়া) প্রয়োজনমস্য অণ্। ২ ব্রহ্মচারীর পলাশের দণ্ড। আশাঢ়া নক্ষত্রযুক্ত, পৌর্ণমাসী (নক্ষত্রেণ যুক্তঃ কালঃ। পা। ৪। ২। ৩।) ইতি অণ্ ঙীপ্। আশাঢ়ী চান্দ্রাশাঢ় পৌর্ণমাসী সা যত্র মাসে (সাঽস্মিন্ পৌর্ণমাসীতি সংজ্ঞায়াং। পা। ৪। ২। ২১।) ইতি অণ্। (পুং) চান্দ্র আশাঢ় (আষাঢ়) মাস।

আশাদামন্ (ক্লী) আশা দামেব উপমিতি সং। আশারূপ বন্ধনসাধন রজ্জু, আশারূপ শৃঙ্খল।

আশাধর। একজন প্রসিদ্ধ জৈন গ্রন্থকার। তৎকৃত ধর্ম্মামৃত

গ্রন্থে লিখিত আছে, শাকম্ভরীর নিকটে তাঁহার জন্ম স্থান। (বস্তুতঃ তিনি জয়পুরের একটী দুর্গে জন্ম গ্রহণ করেন।) তাঁহার দুইটী পত্নী ছিল, একটীর নাম শ্রীরত্নী ও অপরটীর নাম সরস্বতী। সরস্বতীর গর্ভে বাহল নামে একটী পুত্র হয়। যখন সাহাবুদ্দীন জয়পুর আক্রমণ করেন, তখন তিনি মালব রাজ্যে পলাইয়া আসেন, পরে ধারাতে বিন্ধ্যরাজ বিজয়বর্ম্মার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই স্থানে রাজকবি বিহ্লন তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিলেন। অর্জ্জুন মালবের রাজা হইলে তিনি মালকচ্ছে অবস্থান করেন এবং শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হন।

১২৯৬ সম্বতে আশাধর বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে এই কয়েকখানি পাওয়া যায়;—১ রুদ্রটকৃত কাব্যালঙ্কারের টীকা, ২ সটীক ধর্ম্মামৃত, ৩ অমরকোষের টীকা, ৪ আরাধনাসার, ৫ অষ্টাঙ্গহৃদয় টীকা, ৬ ইষ্টোপদেশ, ৭ জিনযজ্ঞকল্প, ৮ ত্রিষষ্ঠী স্মৃতিশাস্ত্র (নিবন্ধের সহিত), ৯ নিত্যমহোদ্যোতশাস্ত্র, ১০ প্রমেয়রত্নাকর, ১১ ভারতেশ্বরাভ্যুদয় কাব্য, ১২ ভূপাল চতুর্বিংশতি, ১৩ সহস্র নামস্তবন, ১৪ মূলারাধন-টীকা।

আশানন্দ। রামানন্দের ১২ জন শিষ্যের মধ্যে একজন। রামানন্দের মৃত্যুর পর ইনিই তাঁহার গদীতে আরোহণ করেন।

আশানন্দ ঢেঁকি। একজন বিখ্যাত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ বীর। ৫০ বর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গদেশে বিদ্যমান ছিলেন। বঙ্গদেশের নানাস্থানে আশানন্দ সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক বীরত্বের কথা শুনা যায়। তিনি সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা অধিক দীর্ঘাকার ও বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। শান্তিপুর তাঁহার জন্মস্থান। তাঁহার সময় বঙ্গদেশের নানা স্থানে বড় ডাকাইতির ভয় ছিল। এই জন্য বর্দ্ধমান, হুগলী, নদিয়া প্রভৃতি স্থানের সম্ভ্রান্ত জমিদারগণ লাটের সময় আশানন্দের নিকট খাজনার টাকা পাঠাইয়া দিতেন। আশানন্দ তাহাদের প্রেরিত পাক ও আমলাদিগকে সঙ্গে লইয়া রাত্রিকালে কাছারির দিকে যাত্রা করিতেন; তৎপর দিন কাছারি খুলিলে টাকা জমা করিয়া দিতেন। এই কার্য্যে তাঁহার বিলক্ষণ দুইটাকা লাভ হইত। এক সময়ে তিনি লাটের টাকা লইয়া বাহির হইয়াছেন, "চিতের মার পুকুর" নামক স্থানে কতকগুলি ডাকাইত তাঁহার কাছে টাকা আছে জানিতে পারিয়া বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইতে আসে। আশানন্দের সঙ্গে কেবল জনকয়েক পাক ছিল, তিনি তাহাদিগকে টাকা রক্ষা করিতে বলিয়া একাকী প্রায় দুই তিন শত ডাকাইতের সম্মুখীন হইলেন। ডাকাইতেরা তাঁহাকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলে, তিনি দুইজন প্রধান ডাকাইতকে ধরিয়া বগলে পুরিয়া ফেলিলেন। তাহা দেখিয়া অপর সকলে পলাইয়া গেল। তিনি নিরাপদে দুইজন ডাকাইতকে বগলে পুরিয়া কাছারি অভিমুখে চলিলেন। এই প্রকার অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়া অনেকবার তিনি ডাকাইতের হস্ত হইতে উদ্ধার হইয়াছিলেন। কোন কোন সময়ে ঢেঁকী ঘুরাইয়া ডাকাইতদের সঙ্গে যুঝিতেন. সেইজন্য তাঁহার নাম আশানন্দ ঢেঁকী হয়। কাঁধে ঢেঁকী লাগাইয়া ঘুরাইতেন এই নিমিত্ত তাঁহার কাঁধে দাগ ছিল। তিনি অসম্ভব আহার করিতে পারিতেন। দরিদ্রের উপর তাঁহার বিলক্ষণ দয়া ছিল।

আশাপাল (পুং) আশাং দিশং পালয়তি আশা-পা ণিচ্ (পোতেণৌলুগ্‌বক্তব্যঃ। বার্ত্তিক। পা। ৭।৪।৬। সূত্রে ততঃ অণ্। উপং সং। ১ পূর্ব্বাদি দিক্‌পাল, ইন্দ্রাদি। ইন্দ্রো বহ্নিঃ পিতৃপতি নৈর্ঋতো বরুণো মরুৎ। কুবের ঈশঃ পতয়ঃ পূর্ব্বাদীনাং দিশাং ক্রমাৎ। অমর) ঊর্দ্ধদিকের পতিব্রহ্ম। অধোদিকের পতি অনন্ত। ২ অশ্বমেধ যজ্ঞের পশুরক্ষক রাজকুমার বিশেষ।

আশাপুর (ক্লী) পুরবিশেষ। যে নগরে উত্তম গুগ্‌গুল পাওয়া যায়। যেখানে উৎকৃষ্ট গুগ্‌গুলুতে ধূপ জন্মে।

আশাপুরসম্ভব (পুং) আশাপুরে সম্ভবতি, আশাপুর সং-ভূ-অচ্। গুগ্‌গুলু বিশেষ।

আশাবন্ধ (পুং) আশাং দিশং বধ্নাতি আশা-বন্ধ অচ্। ১ মর্কটজাল। (আশা-বন্ধ-ঘঞ্ ৩৩০), ২ তৃষ্ণাবন্ধ। ৩ দিগ্‌বন্ধ। ৪ আশ্বাস। ৫ আশাপাশ।

আশাবরী (সঙ্গীত) এটী সম্পূর্ণ রাগিণী। নি, ঋ, গ ও ধ কোমল। "মল্লারী-সৈন্ধবী-তোড়ী-যোগাদাশাবরী মতা।" চলিত ভাষায় ইহাকে আশোয়ারী বলে।

আশার্ক, কাত্যায়নকৃত কর্ম্মপ্রদীপের টীকাকার।

আশাবৎ (ত্রি) আশা-অস্ত্যর্থে মতুপ্। আশাবিশিষ্ট ব্যক্তি।

আশাবহ (ত্রি) আশাং বহতি আশা-বহ-অচ্। ৬তৎ। আশাধারী। যাহাতে আশা উৎপন্ন হয়। যাহাতে আশাপূর্ণ হয়। (পুং) নৃপবিশেষ। ২ আকাশের পুত্র, বৃহদ্ভানু, চক্ষু আত্মা, বিভাবসু, সবিত, ঋচীক, অর্ক, ভানু, আশাবহ, রবি এই দশ আকাশের পুত্র। ভা-আ ১ অং। ৪২ শ্লোক।

আশাস্য (ত্রি) আ-শিষ্যতে আ-শাস-ণ্যৎ। আশীঃসাধ্য। আশংসনীয়। প্রার্থনীয়। কথনীয়। ল্যপ্। (অব্য) বলিয়া (আশাস্ত চ শুভং কর্ম্ম উদ্দিশ্য চ মনোগতং। স্মৃতি)

আশি (ক্লী) আ-অশ-কি। ভোজন।

আশিক্ষা (স্ত্রী) আ-শিক্ষ-অঙ্-আপ্। সম্যক্ শিক্ষা, উপদেশ।

আশিত (ত্রি) আ-অশ-ক্ত। ১ সম্যক্‌ভুক্ত অন্নাদি। যে অন্নাদি সম্যক্‌রূপে ভোজন করা হইয়াছে। ভাবে ক্ত (ক্লী) ২ সম্যক্ ভোজন। ৩ আশিতমস্ত্যস্ত অর্শ আদি° অচ্। তৃপ্তি। ভোজন দ্বারা তৃপ্তিযুক্ত। (নাতিপ্রগে নাতিসায়ং ন সায়ং প্রাতরাশিতঃ। মনু।)

আশিতঙ্গবীন (ত্রি) আশিতা অশনেন তৃপ্তা গাবো যত্র (পা ৫। ৪। ৭। সূত্রে।) নি° মুম্। যে স্থানে ঘাসাদি ভক্ষণ করিয়া গো সকল তৃপ্তি লাভ করে, প্রচুর ঘাসযুক্ত স্থান। (ত্রিষাশিতঙ্গবীনন্তদ্‌গাবো যত্রাশিতাঃ পুরা। অমর) অরণ্য।

আশিতম্ভব (ত্রি) আশিতোঽশনেন তৃপ্তো ভবত্যনেন আশিত ভূ (আশিতে ভুবঃ করণভাবয়োঃ। পা। ৩। ২। ৪৫ ইতি খচ্।) মুম্। উপ সং। ১ যে অন্নাদি ভোজন করিয়া প্রাণীরা তৃপ্ত হয়। ভাবে খচ্ (ক্লী) ভোজন দ্বারা তৃপ্ত হওয়া।

আশিতৃ (ত্রি) আ-অশ-তৃচ্-ইট্। তৃপ্তিহেতু ভক্ষক। পেটুক। (স্ত্রী) ঙীপ্।

আশিন্ (ত্রি) অশ-ণিনি। ভোক্তা।

আশিন (ত্রি) আশিন্-স্বার্থে-অণ্ বেদে নি° ন টিলোপঃ। ভক্ষক। অতিশয় ভোক্তা।

আশিমন্ (পুং) আশোর্ভাবঃ ইমনিচ্ ডিদ্বদ্ভাবঃ। শীঘ্রত্ব। [আশব শব্দে সূত্র দেখ।]

আশির্ (ত্রি) আশ্রীয়তে পচ্যতে আ-শ্রী-ক্বিপ্ নিং সাধু। পাকের যোগ্য দুগ্ধাদি।

আশির (ত্রি) আশীরেব স্বার্থেঽণ্। ১ পাকের যোগ্য দুগ্ধাদি। আ-অশ-ব্যাপ্তৌ ভোজনে বা (অশের্ণিৎ। উণ্ ১। ৫৩) ইতি কিরচ্। ণিত্বাদুপধাবৃদ্ধিঃ। (পুং) ২ অগ্নি। ৩ সূর্য্য। ৪ রাক্ষস। (অথাশিরঃ। রাক্ষসো বহ্নিরেকোঽয়ং। উণ্-কো°। *। আশিরো বহ্নিরক্ষসোঃ। উজ্জ্বলদত্ত।)

আশিষিক (ত্রি) আশিষা চরতি ঠক্। আশীর্ব্বাদক। আশীর্ব্বাদে অভিরত। (ইসুসুক্তান্তাৎ কঃ। পা ৭। ৩। ৫১। ন কঃ কিন্তু ইক এব।)

আশিষ্ট (ত্রি) আ-শাস-ক্ত। যাহাকে আশীর্ব্বাদ করা হইয়াছে।

আশিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন আশু (অতিশায়নে তমবিষ্ঠনৌ। পা ৫। ৩। ৫৫।) ইতি ইষ্ঠন্ ডিদ্বদ্ভাবঃ। অত্যন্ত শীঘ্র।

আশিস্ (স্ত্রী) আ-শাস-ক্বিপ্। (শাস ইদঙ্‌হলোঃ। পা ৬। ৪। ৩৪। ইতি উপধায়া ইত্বং) ইষ্টার্থাবিষ্করণ। সর্পের দন্ত। প্রার্থনা। (আশীঃ হিতাশংসাহিদংষ্ট্রয়োঃ। অমর। *। আশীর্দন্তে মরুস্তুজাং। হিতস্যাশংসনে স্ত্রী স্যাৎ। মেদিনী)

"বাৎসল্যাদ্‌যত্র মান্যেন কনিষ্ঠস্যাভিধীয়তে।
ইষ্টাবধারকং বাক্যমাশীঃ সা পরিকীর্ত্তিতা।"

আশিষি লিঙ্ লোটৌ। পা। ৩। ৩। ১৭৩।

আশী (স্ত্রী) আ-শীর্য্যতেঽনয়া আ-শৄ-ক্বিপ্ পৃষো°। সর্পের দন্ত এবং বিষ। (আশী তালুগতা দংষ্ট্রা তয়া বিদ্ধো ন জীবতি।) বিষবিদ্যা।

আশীর্গেয় (ত্রি) ৩য়া তৎ। নান্দীপাঠ। স্তুতিবাদ।

আশীর্দা (স্ত্রী) আশিস্-দা-ক-আপ্। দেবতা, পূজ্যব্যক্তি।

আশীয় [স্] (ত্রি) অতিশয়েনাশু (দ্বিবচনবিভজ্যোপপদে। তরবীয়সুনৌ। পা ৫। ৩। ৫৭।) ইতি ঈয়সুন্ ডিদ্বৎ। অত্যন্ত শীঘ্র। আশীয়ান্ আশীয়াংসৌ (স্ত্রী) ঙীপ্। আশীয়সী।

আশীর্ত্ত (ত্রি) আ-শ্রী-ক্ত বেদে নিং। পক্ব দুগ্ধাদি।

আশীর্ব্বাদ (পুং) আশিষো বাদঃ। (৬ তৎ) ইষ্টার্থ আবিষ্করণ-বাক্য। আশীর্ব্বচন প্রভৃতিরও ঐ অর্থ।

আশীবিষ (পুং) আশীঃ সর্পদংষ্ট্রা তত্র বিষমস্য পৃষো° সলোপঃ যদ্বা আশ্বাং বিষমস্য। সর্প, সাপ। (আশীবিষো বিষধরশ্চক্রী ব্যালঃ সরীসৃপঃ। অমর) সুশ্রুতে দর্ব্বীকর সর্পকেই আশীবিষ বলা হইয়াছে। রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী আশীবিষ শব্দের পূর্ব্বে ব্যুৎপত্তিটী লিখিয়া, পরে লিখিয়াছেন, "আশী ঈদন্তোঽপি। তথাচ হরবিলাসে, যো বিভর্ত্তি জটাজূটগাঢ়বদ্ধোরগোজ্‌ঝিতাম্। আশীমিব কলামিন্দোর্গঙ্গানির্ণয়নীমিব।"

আশু (ত্রি) অশূ-ব্যাপ্তৌ (কৃ-বা-পা-জি-মি-স্বদি-সাধ্য-শূভ্য উণ্। উণ্ ১। ১।) ইতি উণ্। ণিত্বাদুপধাবৃদ্ধিঃ। ১ শীঘ্র, সত্বর। (সত্বরং চপলং তূর্ণমবিলম্বিতমাশু চ। অমর) (স্ত্রী) (বোতোগুণবচনাৎ। পা ৪। ১। ৪৪।) ইতি ঙীষ্। আশ্বী। আশু প্রভৃতি শব্দ প্রায়ই ক্রিয়ার বিশেষণে প্রযুক্ত হয়, তজ্জন্য তত্তৎস্থলে ক্লীবলিঙ্গ দেখা যায়। (পুং) ২ বর্ষাভব ধান্যবিশেষ, আউশ ধান। (আশুর্ব্রীহৌ চ সত্বরে। বিশ্ব) ঐ ধান্য অন্য ধান্য অপেক্ষা শীঘ্র পাকে বলিয়া উহার নাম আশু হইয়াছে। কোদ্রব। রাজধান্য।

আশুকচু। এক জাতীয় কচু। (Colocasia Antiquorum.) এই গাছ ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে জন্মে। সাত মাসের হইলে ইহার মূল তুলিয়া লইতে হয়। এই কচু উৎকৃষ্ট ও হিতকর।

আশুকারিন্ (ত্রি) আশু শীঘ্রং করোতি আশু-কৃ-ণিনি। শীঘ্রকার্য্যকারী। (স্ত্রী) ঙীপ্। আশুকারিণী। শীঘ্র কার্য্যকারিণী। সুশ্রুতোক্ত দ্রবদ্রব্যবিশেষ। আশু-কৃ-ক্বিপ্ (ত্রি) আশুকৃৎ।

আশুক্রিয়া (স্ত্রী) আশু যথা তথা ক্রিয়া কর্ম্মধা। শীঘ্র করা। (ত্রি) আশু ক্রিয়া যস্য বহুব্রী•।) আশুক্রিয়, শীঘ্র কর্ম্মকারী।

আশুগ (পুং) আশু শীঘ্রং গচ্ছতি আশু-গম-ড। ১ বায়ু। ২ বাণ। ৩ সূর্য্য। (আশুগোঽর্কে শরে বায়ৌ। হেম) ভাগবতে ৫ স্কন্ধ ২১ অধ্যায়ে লিখিত আছে, সূর্য্য পনর দণ্ডে ২৩৭৭৫০০০ যোজন গমন করেন, তজ্জন্য ঐ অঙ্ককে চারি দিয়া গুণ করিলে ৯৫১০০০০০ হয়। অতএব ষষ্টিদণ্ডাত্মক অহোরাত্রে সূর্য্য ৯৫১০০০০০ যোজন অতিক্রম করেন, তজ্জন্য সূর্য্যের নাম আশুগ হইয়াছে। ভাস্করাচার্য্যাদির মতে পৃথিবীর ঐ গতি, তাহাতেই সূর্য্যের গতি বোধ হয়। (ত্রি) শীঘ্রগামী।

আশুগামিন্ (ত্রি) আশু গচ্ছতি আশু-গম-ণিনি। ১ শীঘ্রগামী, যিনি শীঘ্র গমন করিতে পারেন। (পুং) ২ সূর্য্য। ৩ বায়ু। ৪ শর। (স্ত্রী) ঙীপ্। আশুগামিনী।

আশুঙ্গ (ত্রি) আশু গচ্ছতি। আশু-গম-বেদে নিং খচ্ মুম্। শীঘ্রগামী। যে শীঘ্র গমন করিতে পারে।

আশুতোষ (পুং) আশু শীঘ্রং তোষস্তুষ্টির্যস্য বহুব্রী•। শিব। স্বল্পকাল অর্চ্চনা করিলে শিব তুষ্ট হন, এই জন্য তাঁহার ঐ নাম হইয়াছে। (ত্রি) শীঘ্রতোষী, যিনি শীঘ্র তুষ্ট হন।

আশুপত্রী (স্ত্রী) আশু পত্রং যস্যাঃ বহুব্রী• গৌরাদি• ঙীষ্। শল্লকীলতা।

আশুপত্ব[ন্] (পুং) আশু পততি—আশু-পত্-বনিপ্। শীঘ্রগামী। (স্ত্রী) ঙীপ্। আশুপত্বরী।

আশুফল (পুং) পূর্ব্ববৎ সমাস। শাকসবজি। হঠযোগ।

আশুমৎ (ত্রি) আশু-শৈঘ্র্যং বিদ্যতেঽস্য আশু-মতুপ্। শীঘ্রতাযুক্ত।

আশুব্রীহি (পুং) কর্ম্মধা। বর্ষাকালজাত ধান্য। আউশ ধান।

আশুশুক্ষণি (পুং) আ-শুষ-সন্-অনি। অগ্নি। (রোহিতাশ্বো-বায়ুসখা শিখাবানাশুশুক্ষণিঃ। অমর) ২ বায়ু।

আশুষাণ (ত্রি) আ-শুষ বাহু• কানচ্। যে সম্যক্ শুষ্ক হইতেছে।

আশুহেষস্ (ত্রি) আশু-হেষতে আশু-হেষ (সর্ব্বধাতুভ্যো-ঽসুন্। উণ্ ৪। ১৮৮। ইতি অসুন্।) শীঘ্র শব্দায়মান। শীঘ্র শব্দকারী।

আশূ (ত্রি) আশু-বেদে পৃষো• দীর্ঘঃ। শীঘ্র।

আশেকুটিন্ (পুং) আশেতেঽস্মিন্। আ-শী-বিচ্ স ইব কুটতি ণিনি। পর্ব্বতবিশেষ।

আশোকেয় (ত্রি) অশোক চতুরর্থ্যাং। পা ৪।২।৮০ সূত্রস্থ সংখ্যাদি• ঢঞ্। অশোক বৃক্ষের নিকটস্থ দেশাদি। অশোকায়া অপত্যং (শুভ্রাদিভ্যশ্চ। পা ৪। ১। ১২৩ ইতি ঢক্)। শোকরহিতা স্ত্রীর অপত্য। স্ত্রিয়াস্তু (শার্ঙ্গরবাদ্য-ঞো ঙীন্। পা ৪। ১। ৭৩ ইতি ঙীন্) আশোকেয়ী।

আশৌচ (ক্লী) অশুচের্ভাবঃ অণ্। (নঞঃ শুচীত্যাদি। পা ৭।৩।৩০ পূর্ব্বপদস্য বা বৃদ্ধিরুত্তরপদস্য তু নিত্যং। [অশৌচ শব্দ দেখ।] ষ্যঞ্ আশৌচ্য। অশৌচার্থ।

আশ্চর্য্য (ক্লী) আ-চর-যৎ। (আশ্চর্য্যমনিত্যে। পা ৬। ১। ১৪৭) ইতি সুট্। ১ অদ্ভুত। ২ বিস্ময় রস। (বিস্ময়োদ্ভুত-মাশ্চর্য্যং। অমর) (আশ্চর্য্যং যদি স ভুঞ্জীত। অনিত্যে কিং আচর্য্যং কর্ম্মশোভনং। সিং কৌ• উক্ত সূত্রে) (ত্রি) ৩ আশ্চর্য্যান্বিত। "কিমাশ্চর্য্যং হরের্মায়া।"

আশ্চোতন, আশ্চ্যোতন (ত্রি) সম্যক্ শ্চোততি শ্চ্যোততি বা আ-শ্চুত শ্চ্যুত বা ল্যু। ১ সম্যক্ ক্ষরণশীল, যাহা সর্ব্বদা গলিয়া পড়ে। ভাবে ল্যুট্ (ক্লী) ২ সম্যক্ ক্ষরণ, গলিয়া পড়া। পতন।

আশ্ম (পুং) অশ্মনো বিকারঃ অণ্ বা টিলোপঃ। প্রস্তরবিকার, পাথুরেবাটী, পুতুলাদি।

আশ্মক (পুং) অশ্মনা কায়তি। অশ্মন্ কৈ-ক সাল্বদেশের একটী গ্রামবিশেষ। তত্র ভবঃ (সাল্বাবয়বপ্রত্যগ্রথকলকূটাশ্ম-কাদিঞ্। পা ৪। ১। ১৭৩) ইতি ইঞ্। (ত্রি) আশ্মকি। আশ্মকগ্রামজাত।

আশ্মন (পুং) অশ্মনো বিকারঃ অণ্ বা টিলোপাভাবঃ। পাথুরে জিনিস। অশ্মনঃ সূর্য্যসারথেরপত্যং অণ্। (পুং স্ত্রী) সূর্য্য-সারথির পুত্র বা কন্যারূপ অপত্য।

আশ্মন্য (ত্রি) অশ্মন্ (পা ৪।২।৮০ সূত্রস্থ 'সঙ্কাশাদি-ভ্যো ণ্যঃ') প্রস্তরের নিকটস্থ দেশাদি।

আশ্মভারিক (ত্রি) অশ্মভারং হরতি বহতি আবহতি বা (তদ্ধরতি বহত্যাবহতি ভারাদ্বংশাদিভ্যঃ। পা ৫। ১। ৫০) ইতি ঠঞ্। প্রস্তরহারক। প্রস্তরবাহক। প্রস্তরের আবাহক।

আশ্মরথ্য (পুং স্ত্রী) অশ্মরথস্য মুনেরপত্যং (গর্গাদিভ্যো যঞ্। পা ৪। ১। ১০৫) ইতি যঞ্। অশ্মরথমুনির পুত্র বা কন্যা রূপ অপত্য। গোত্রাপত্যে (কথাদিভ্যো গোত্রে। পা ৪। ২। ১১) ইতি অণ্ যলোপঃ অশ্মরথ ইত্যেব। অশ্মরথ-মুনির গোত্রাপত্য। অশ্মরথ মুনির জীবিত পুত্রের অপত্য। (স্ত্রী) ঙীপ্ আশ্মরথী।

আশ্মরিক (পুং) অশ্মর্য্যেব স্বার্থে বাহং ঠঞ্। অশ্মরী-রোগ।

আশ্মায়ন (পুং স্ত্রী) অশ্মনোগোত্রাপত্যং (অশ্বাদিভ্যঃ ফঞ্। পা।৪।১।১১০) ইতি ফঞ্। অশ্মন্ নামক ঋষির গোত্রা-পত্য (জীবিত পুত্রের পুত্র)। (স্ত্রী) ঙীপ্। আশ্মায়নী।

আশ্মিক (ত্রি) ভারতভূতমশ্মানং হরতি বহতি আবহতি বা। পা।৫।১।৫০। সূত্রস্থ বংশাদি ঠন্। প্রস্তরের ভারহারক, বাহক, আবাহক।

আশ্মেয় (পুং স্ত্রী) অশ্মনোঽপত্যং (শুভ্রাদিভ্যশ্চ। পা। ৪।১।১২৩) ইতি ঢক্। অশ্মন্ নামক ঋষির পুত্র বা কন্যা-রূপ অপত্য।

আশ্যান (ত্রি) আ-শ্যৈ-ক্ত। ঘনীভূত। শুষ্কপ্রায়।

আশ্র (ত্রি) অশ্রমেব স্বার্থেঽণ্। চক্ষুর জল।

আশ্রপণ (ক্লী) আ-শ্রা-ণিচ্ পুক্ মিত্বাৎহ্রস্বঃ ল্যুট্। পাককরণ।

আশ্রম (পুং ক্লী) আ-সম্যক্ শ্রমো যত্র আ-শ্রম-আধারে ঘঞ্। ১ ব্রহ্মচারী প্রভৃতির শাস্ত্রোক্ত চারি প্রকার ধর্ম্মবিশেষ। (ব্রহ্মচারী গৃহী বানপ্রস্থোভিক্ষুশ্চতুষ্টয়ে। আশ্রমোঽস্ত্রী। অমর।)

"অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু ক্ষণমাত্রমপি দ্বিজঃ।
আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্ প্রায়শ্চিত্তীয়তে হ্যসৌ॥" দক্ষ)

"গার্হস্থ্যো ভৈক্ষুকশ্চৈব আশ্রমৌ দ্বৌ কলৌ যুগে।" কলিতে গার্হস্থ্য ও ভিক্ষুক এই দুই আশ্রম ভিন্ন অন্য কোন আশ্রম নাই। (মহানির্ব্বাণ।)

আরও "চত্বার্য্যব্দ সহস্রাণি চত্বার্য্যব্দ শতানি চ। কলে-র্যদা গমিষ্যন্তি তদা ত্রেতাপরিগ্রহঃ। সন্ন্যাসশ্চ ন কর্ত্তব্যো ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ।" ব্যাস। কলির ৪৪০০ বৎসরের পর তিনটী মাত্র আশ্রম থাকিবে। অবশেষে লোক সকল ক্ষীণবল ও অল্পায়ু এবং অশেষ রোগে আক্রান্ত হইবে, কাজেই তখন বানপ্রস্থ কিংবা সন্ন্যাস আশ্রম কিরূপে করিবে। ২ মুনিগণের বাসস্থান। ৩ মঠ। (আশ্রমো ব্রতীনাং মঠে, ব্রহ্মচর্য্যাদি চতুষ্কেঽপি, হেম।) ৪ তপোবন। ৫ যে ব্যক্তি মুক্ত হইয়া পরমেশ্বরে লীন হন তাঁহার আর শ্রম থাকে না। এ জন্য তাঁহার নামও আশ্রম। ৬ পরমেশ্বর।

আশ্রমগুরু (পুং) আশ্রমাণাং ব্রহ্মচর্য্যাদীনাং গুরুর্নিয়ন্তা। ৬ তৎ। আশ্রমনিয়ন্তা, রাজা। আশ্রমস্য মঠস্য তপোবনস্য বা গুরুঃ স্বামী। তত্রস্থ ছাত্রাণামুপদেষ্টা বা। ৬ তৎ। তপো-বন স্বামী। মঠস্থ কিম্বা তপোবনস্থ ছাত্রগণের উপদেষ্টা।

আশ্রমধর্ম্ম (পুং) আশ্রমবিহিতো ধর্ম্মঃ শাকং তৎ। ব্রহ্ম-চর্য্যাদি বিহিত ধর্ম্ম। ধর্ম্ম ছয় প্রকার। যথা—১ বর্ণধর্ম্ম, ২ আশ্রম ধর্ম্ম, ৩ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, ৪ গুণধর্ম্ম, ৫ নিমিত্ত-ধর্ম্ম, ৬ সাধারণ ধর্ম্ম। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ কখনই মদ্যপান করিবে না, ইত্যাদি বর্ণ ধর্ম্ম। যজ্ঞের অগ্নিরক্ষা, তজ্জন্য কাষ্ঠাহরণ, ভিক্ষান্ন দ্বারা জীবন ধারণ, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমধর্ম্ম। ব্রাহ্মণী প্রভৃতিরও পলাশের দণ্ড ধারণাদি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। বিহিত কার্য্যের অকরণ, আর নিষিদ্ধকার্য্যের আচরণ নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তাদি নিমিত্ত ধর্ম্ম। অহিংসাদি, সাধারণ ধর্ম্ম।

আশ্রমপদ (ক্লী) আশ্রমএব পদং স্থানরূপং কর্ম্মধা। মুনিগণের আশ্রমরূপ স্থান। (রাজা। পরিক্রম্যাবলোক্য চ। ইদমাশ্রমপদং তাবৎ প্রবিশামি। শকু।)

আশ্রমবাস (পুং) আশ্রমে বাসঃ ৭ তৎ। মুনিদের তপো-বনাদিতে বাস। আশ্রমবাসমধিকৃত্য কৃতোগ্রন্থঃ অণ্। ধৃত-রাষ্ট্রাদির আশ্রমবাস অধিকার করিয়া ব্যাস রচিত ভারতান্ত-র্গত পর্ব্ব বিশেষ। (ভাং আ ১ অং।)

আশ্রমবাসিক (ক্লী) আশ্রমবাসঃ প্রতিপাদ্যতয়াস্ত্যস্য ঠন্। ভারতান্তর্গত ব্যাসরচিত ধৃতরাষ্ট্রাদির বনবাস প্রতি-পাদক পর্ব্ববিশেষ।

আশ্রমসদ্ (ত্রি) আশ্রমে সীদতি তদ্বাসিত্বেন তমেবাশ্রয়তি আশ্রম-সদ-ক্বিপ্। আশ্রমবাসী। তপোবনবাসরত বাণ-প্রস্থাদি।

আশ্রমিক (ত্রি) আশ্রমে নিযুক্তঃ, সাধুঃ, অস্ত্যস্য বা ঠন্। আশ্রমযুক্ত।

আশ্রমিন্ (ত্রি) আশ্রমোঽস্য অস্তি ইনি। আশ্রমযুক্ত।

আশ্রয় (পুং) আশ্রীয়তে ইতি। আ-শ্রি কর্ম্মণি অচ্। ১ আশ্রয়ণীয়, আশ্রয় করিবার যোগ্য। অবলম্বন। রক্ষাকর্ত্তা। আশ্রীয়তেঽস্মিন্ আধারে অচ্। ২ আধার। ৩ গৃহ। ৪ বিষয়। ৫ শত্রুকর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া বলবানের আশ্রয়রূপ ছয় প্রকার গুণের অন্তর্গত রাজার গুণবিশেষ। ভাবে অচ্। ৬ অবলম্বন। ৭ আশ্রয়ণ। ত্ব (ক্লী) আধারত্ব। তল্ (স্ত্রী) আধারতা। আধারত্ব।

আশ্রয়ণ (ক্লী) আ-শ্রি-ল্যুট্। ১ সম্যক্ সেবা। ২ অবলম্বন। কর্ত্তরি ল্যুট্। (ত্রি) ৩ আশ্রয়কর্ত্তা। (স্ত্রী) ঙীপ্। আশ্রয়ণী।

আশ্রয়ণীয় (ত্রি) আশ্রীয়তে আ-শ্রি কর্ম্মণি অনীয়র্। ১ যাহার আশ্রয় করা উচিত। ২ অবলম্বন।

আশ্রয়বৎ (ত্রি) আশ্রয়োঽস্ত্যস্য মতুপ্ মস্য বত্বম্। আশ্রয়-যুক্ত; অবলম্বনযুক্ত, আধারযুক্ত (স্ত্রী) ঙীপ্। আশ্রয়বতী।

আশ্রয়াশ (পুং) আশ্রয়ং কাষ্ঠাদিকং অশ্নাতি আশ্রয় অশ-অণ্। উপ সং। অগ্নি, অনল, আগুন। অগ্নি নিজের আশ্রয় কাষ্ঠাদিকে দহনরূপে ভোজন করে বলিয়া অগ্নির আশ্রয়াশ এই নাম হইয়াছে।

(আশ্রয়াশো বৃহদ্ভানুঃ কৃশানুঃ পাবকোঽনলঃ। অমর) ২ চিত্রকবৃক্ষ। চিতাগাছ। ৩ কৃত্তিকানক্ষত্র। (ত্রি) ৪ আশ্রয়-নাশক।

আশ্রয়াসিদ্ধ (পুং) আশ্রয়োঽসিদ্ধো যস্য। ন্যায়োক্ত হেত্বাভাস। যেমন গগনপদ্ম সুগন্ধি, যেহেতু তাহাও সরোবর জাত পদ্মের ন্যায়। এখানে গগনপদ্মের যে হেতু পদ্ম তাহা আশ্রয়রূপে সিদ্ধ নহে বলিয়া এখানে হেতুটী দুষ্ট হইয়াছে।

আশ্রয়াসিদ্ধি (স্ত্রী) আশ্রয়স্যাসিদ্ধিঃ অপ্রসিদ্ধিঃ ৬ তৎ। ন্যায়োক্ত, হেতুর দোষবিশেষ।

আশ্রয়িন্ (ত্রি) আশ্রয়তি আ-শ্রি-ইনি। যে আশ্রয় করে, আশ্রিত। আশ্রয়-ইন্, অস্ত্যর্থে। আশ্রয়বিশিষ্ট।

আশ্রব (ত্রি) আ-শৃণোতি বাক্যং, আ-শ্রু-অচ্। ১ যে বাক্য শুনে, যে বাক্য প্রতিপালন করে, যে বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার কার্য্যের অনুষ্ঠান করে। ভাবে-অপ্। ২ অঙ্গীকার। ৩ ক্লেশ। (আশ্রবো বচনস্থিতে, প্রতিজ্ঞায়াঞ্চ ক্লেশে চ। হেম।)

আশ্রাব (ত্রি) আ-শ্রু-ণিচ-অচ্। ১ শ্রাবণ, শ্রবণ করান, কাহাকেও কোন বিষয় শুনান। ২ অঙ্গীকার।

আশ্রি (স্ত্রী) আ-সম্যক্ অশ্রিঃ প্রাদিসং। সম্যক্ কোণ।

আশ্রিত (ত্রি) আশ্রীয়তে আ-শ্রি-ক্ত। আশ্রয়প্রাপ্ত, শরণাগত। আধেয়। অবলম্বিত, অনুসৃত, বশবর্ত্তী, অধীন।

আশ্রিত্য (অব্য) আ-শ্রি-ল্যপ্। আশ্রয় করিয়া।

আশ্রিন্ (ত্রি) অশ্রং নেত্রজলমস্যাস্য (সুখাদিভ্যশ্চ। পা ৫। ২। ১৩১।) ইতি ইনি। চক্ষুজল যুক্ত। (স্ত্রী) ঙীপ্। আশ্রিণী।

আশ্রুৎ (ত্রি) আশ্রু-ভাবে ক্বিপ্। ১ অঙ্গীকার। কর্ত্তরি ক্বিপ্। (ত্রি) ২ অঙ্গীকারকর্ত্তা।

আশ্রুত (ত্রি) আ-শ্রু-ক্ত। ১ অঙ্গীকৃত। সম্যক্ শ্রুত। যাহা সুন্দর শুনা হইয়াছে।

আশ্রুতি (স্ত্রী) আ-শ্রু-ক্তিন্। ১ অঙ্গীকার। ২ শ্রবণ।

আশ্রেয় (ত্রি) আ-শ্রি-যৎ। ১ আশ্রিতব্য। ২ আশ্রয়যোগ্য।

আশ্লিষ্ট (ত্রি) আ-শ্লিষ ক্ত। ১ আলিঙ্গিত। ২ সম্বদ্ধ।

আশ্লেষ (পুং) আ-শ্লিষ ঘঞ্। আ সম্যক্ শ্লেষঃ সম্বন্ধঃ, প্রাদিসং। ১ একদেশসম্বন্ধ। (সামীপ্যাশ্লেষবিষয়ৈর্ব্যাপ্ত্যাধার শ্চতুর্ব্বিধঃ। মুগ্ধ।) ২ আলিঙ্গন। ক্বচিৎ বেদে নিং লস্য র-ত্বম্ (পুং) আশ্রেষ। আশ্লেষ শব্দের অর্থ। অশ্লেষৈব স্বার্থেঽণ্ (স্ত্রী) অশ্লেষানক্ষত্র।

আশ্ব (ক্লী) অশ্বানাং সমূহঃ অণ্। অশ্বসমূহ। অশ্বৈরুহ্যতে শৈষিকঃ অণ্। অশ্বস্যেদং বাহ্যং অঞ্ বা (ত্রি) ২ অশ্বের বহনীয়। (অশ্বৈরুহ্যতে আশ্বো রথঃ সিং কৌং। পা। ৪। ২। ৯২ সূত্রে।) এখানে রথের বিশেষণ বলিয়া পুংলিঙ্গ হইয়াছে।

অশ্বস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা প্রাণভৃজ্জাতিত্বাদঞ্। (ক্লী) অশ্বত্ব। অশ্বের ভাব (ধর্ম্ম), অশ্বের কর্ম্ম। অশ্বস্যেদং অণ্ (ত্রি) অশ্বসম্বন্ধী মূত্রাদি। অশ্বমূত্রে শ্লেষ্মা, কৃমি ও দদ্রু নষ্ট হয়।

আশ্বতরাশ্বি (পুং) অশ্বতরস্যাপত্যং ইঞ্। বুড়িল মুনি।

আশ্বত্থ (ক্লী) অশ্বত্থস্য ফলং। (প্লক্ষাদিভ্যোঽণ্। পা ৪। ৩। ১৬৪।) ইতি অণ্। বিধানসামর্থ্যাৎ তস্য ন লুক্। অশ্বত্থ ফল। অশ্বত্থস্যেদং অণ্। (ত্রি) অশ্বত্থসম্বন্ধী। (স্ত্রী) ঙীপ্। আশ্বত্থী শাখা। অশ্ব ইব তিষ্ঠতি অশ্ব-স্থা-ক পৃষোং অশ্বত্থো অশ্বিনী নক্ষত্রং, তস্য অশ্বমস্তকাকারত্বাৎ। তেন যুক্তঃ কালঃ (নক্ষত্রেণ যুক্তঃ কালঃ। পা ৪। ২। ৩। ইতি অণ্। সংজ্ঞায়াং শ্রবণাশ্বত্থাভ্যাং। পা ৪। ২। ৫ ইতি তস্য লুকি অশ্বত্থো মুহূর্ত্তঃ সংজ্ঞায়াং কিং, আশ্বত্থী, সিং কৌং উক্ত সূত্রে।) অশ্বিনী নক্ষত্রযুক্ত রাত্রি। (গহাদিভ্যশ্চ। ৪। ২ ১৩৮। ইতি ছ। আশ্বত্থীয়। অশ্বত্থসম্বন্ধীয়।

আশ্বত্থিক (পুং) অশ্বত্থেন যুক্তা পৌর্ণমাসী (পা। ৪। ২ ইতি অণ্ নিং তস্য ঠক্। আগ্রহায়ণ্যশ্বত্থাট্ ঠক্) ইতি ঠক্। চান্দ্রআশ্বিন মাস। অশ্বত্থেন যুক্তা পৌর্ণমাসী অশ্বত্থঃ। নিপাতনাৎ পৌর্ণমাস্যামপি ঠক্। আশ্বত্থিক। (সিং কৌং। উক্ত সূত্রে।)

আশ্বপত (ত্রি) অশ্বপতেরিদং। (অশ্বপত্যাদিভ্যশ্চ। পা। ৪। ১। ৮৪। ইতি অণ্। অশ্বপতিসম্বন্ধীয়।

আশ্বপস্ (ত্রি) শীঘ্র কর্ম্মচারী। (ঋগ্বেদে ১০। ৭৬। ৫। "বিভ্‌না-চিদাশ্বপস্তরেভ্যঃ।")

আশ্বপালিক (পুং স্ত্রী) অশ্বপালস্যাপত্যং। (রেবত্যাদি-ভ্যষ্ঠক্। পা। ৪। ১। ১৪৬। ইতি ঠক্। অশ্বপালের পুত্র বা কন্যারূপ অপত্য।

আশ্বপেজিন্ (ত্রি) অশ্বপেজেন প্রোক্ত মধীতে (শৌন-কাদিভ্য শ্ছন্দসি। পা ৪। ৩। ১০৬) ইতি ণিনি। বহুং বং। অশ্বপেজ্ ঋষিপ্রোক্তগ্রন্থাধ্যায়ী। যাঁহারা অশ্ব-পেজী মুনির কৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন।

আশ্ববাল (ত্রি) অশ্ববালায়া ওষধেরয়ং অশ্ববালা-অণ্। ওষধিসম্বন্ধী। প্রস্তর।

আশ্বভারিক (ত্রি) অশ্ববাহ্যং ভারমশ্বভূতং ভারং বা হরতি বহতি আবহতি বা বংশাদিং ঠঞ্। অশ্ববাহ্য ভারের বা অশ্বরূপ ভারের হরণকর্ত্তা, বহনকর্ত্তা, আবহনকর্ত্তা [আশ্বভারিক শব্দে সূত্র দেখ।]

আশ্বমেধিক (ত্রি) অশ্বমেধায় হিতং অশ্বমেধ-ঠন্। ১ অশ্বমেধ-যজ্ঞসাধন দ্রব্যাদি। অশ্বমেধমধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থঃ ঠঞ্। ২ শতপথব্রাহ্মণান্তর্গত ১৩ প্রপাঠক পঞ্চাধ্যায়িরূপ গ্রন্থবিশেষ। সেই গ্রন্থের পাঁচ অধ্যায়ে অশ্বমেধের উৎপত্তি-ফল, ধর্ম্মবিষয়, অধ্বর্য্যু, উদ্‌গাতা, ব্রহ্মা ও যজমানের বিষয় আছে। তিন অধ্যায়ে মন্ত্রব্যাখ্যার সহিত বিশেষ ধর্ম্ম সকল এবং শেষ দুই অধ্যায়ে পূর্ব্বোক্ত বিষয় সকল ধর্ম্মান্তরের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। অশ্বমেধমধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থঃ ঠঞ্। ৩ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ অধিকারে ব্যাসকৃত ভারতান্তর্গত পর্ব্ববিশেষ।

আশ্বযুজ্ (পুং) আশ্বযুজী অশ্বিনীনক্ষত্রযুক্তা পৌর্ণমাসী যস্মিন্। (সাস্মিন্ পৌর্ণমাসীতি সংজ্ঞায়াং। পা ৪।২।২১।) ইতি অণ্। শুক্লপ্রতিপদাদি অমাবস্যা পর্য্যন্ত চান্দ্র আশ্বিন মাস।

আশ্বযুজক (পুং) আশ্বযুজ্যামুপ্তো মাষঃ (আশ্বযুজ্যা বুঞ্। পা ৪।৩।৪৫।) ইতি বুঞ্। চান্দ্র আশ্বিন মাসের পূর্ণিমাতে উপ্ত (বুনন) মাষ, মাষকলাই। মাষকলাই ঐ তিথিতে বপন করিলে অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হয় এইরূপ প্রবাদ আছে।

আশ্বযুজী (স্ত্রী) অশ্বযুজা অশ্বিনীনক্ষত্রেণ যুক্তা পৌর্ণমাসী। (নক্ষত্রেণ যুক্তঃ কালঃ। পা ৪।২।৩।) ইত্যণ্। (টিড্-ঢাণিত্যাদি। পা ৪।১।১৫) ইতি ঙীপ্। আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা। (আশ্বযুজ্যা বুঞ্। পা ৪।৩।৪৫)

আশ্বরথ (ত্রি) অশ্বেন যুক্তো রথঃ অশ্বরথস্তস্যেদং পত্রপূর্ব্ব-কত্বাদঞ্। অশ্ববাহ্য রথের আবশ্যকীয় দ্রব্য।

আশ্বলক্ষণিক (ত্রি) অশ্বলক্ষণং বেত্তি তজ্‌জ্ঞাপকশাস্ত্র-মধীতে বা ঠক্। অশ্বলক্ষণাভিজ্ঞ। যিনি ঘোড়ার শুভ অশুভ চিহ্ন সকল চিনেন। তদ্বোধক শাস্ত্র অধ্যয়নকারী।

আশ্বলায়ন (পুং) অশ্বং লাতি গৃহ্নাতি অশ্ব-লা-ক অশ্বলো মুনিভেদঃ তস্যাপত্যং। (নড়াদিভ্যঃ ফক্। পা ৪।১।৯৯।) ইতি ফক্। ঋগ্বেদীয় শ্রৌত ও গৃহ্যসূত্রকারক ঋষিবিশেষ। ইনি শৌনকের শিষ্য, শৌনক ইহাঁকে অতিশয় ভালবাসিতেন, এইজন্য নিজকৃত সহস্রকাণ্ডাত্মক ব্রাহ্মণসন্নিভ যোগ-সূত্র তাঁহার নামেই প্রচার করিলেন, তদবধি গ্রন্থের নাম আশ্বলায়ন হইল।

আশ্বশ্ব (ত্রি) আশু+অশ্ব। শীঘ্রগামী অশ্বযুক্ত। (ঋগ্বেদে ৫।৫৪।১। য আশ্বশ্বা অমবদ্বহন্ত উতে শিরে।*। আশ্বশ্বাঃ শীঘ্রগামাশ্বোপেতাঃ। সায়ণ।)

আশ্বশ্ব্য (ক্লী) শীঘ্রগামী অশ্বাত্মক বল। (ঋগ্বেদে ৮।৬। ২৪। "উতত্যদাশ্বশ্ব্যং যদিন্দ্র।" আশ্বশ্ব্যং শীঘ্রগাম্যশ্বসংঘাত্মকং বলং। সায়ণ।)

আশ্বায়ন (পুং স্ত্রী) অশ্বস্য গোত্রাপত্যং। (অশ্বাদিভ্যঃ ফঞ্। পা ৪।১।১১০।) ইতি ফঞ্। অশ্বনামক ঋষির গোত্রাপত্য (স্ত্রী) ঙীপ্। আশ্বায়নী।

আশ্বাবতান (পুং স্ত্রী) অশ্বাবতান নামর্ষেরপত্যং (অনৃষ্যা-নন্তর্য্যে বিদাদিভ্যোহঞ্। পা ৪।১।১০৪।) ইতি অঞ্। অশ্বাবতান নামক ঋষির পুত্র বা কন্যারূপ অপত্য। (স্ত্রী) ঙীপ্।

আশ্বাস (পুং) আ-শ্বস-ঘঞ্। ১ নির্বৃতি ও আশ্রয়দান। ভীতের ভয়নিবারণার্থ ব্যাপার। ২ সান্ত্বনা। ৩ আখ্যায়িকা। ৪ পরিচ্ছেদ। (আশ্বাসঃ স্যাত্তু নির্বৃতৌ। আখ্যায়িকা পরিচ্ছেদে। হেম।)

আশ্বাসক (ত্রি) আশ্বাসয়তি আ-শ্বস-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ আশ্বাস-কারক। ২ সান্ত্বনাকারী।

আশ্বাসন (ক্লী) আ-শ্বস্-ণিচ্-ল্যুট্। ১ সান্ত্বনা। কর্ত্তরি ল্যুট্। ২ আশ্বাসকারক।

আশ্বাসিন্ (ত্রি) আ-শ্বসিতি আ-শ্বস-ণিনি। বা অস্ত্যর্থে ণিনি, প্রত্যাশাযুক্ত।

আশ্বাস্য (ত্রি) আ-শ্বস্-ণিচ্-যৎ। ১ সান্ত্বনীয়। ল্যপ্ (অব্য) ২ সান্ত্বনা করিয়া।

আশ্বিক (ত্রি) অশ্বান্ ভারভূতান্ হরতি বহতি আবহতি বা ঠঞ্। ১ যিনি অশ্বকে হরণ, বহন বা আবাহন করেন। [ঠঞের সূত্র আশ্বভারিক শব্দে দেখ] অশ্বনিমিত্তং সংযোগঃ উৎপাতো বা ঠক্। ২ অশ্বলাভসূচক সংযোগ, উৎপাত, নিমিত্ত।

আশ্বিন (ত্রি) অশূ ব্যাপ্তৌ ঔণাদিকো বিনি ততো অণ্। ১ ব্যাপ্ত। (ঋগ্বেদে ১।৮৬।৪। "প্র তে আশ্বিনীঃ পবমান ধীজুবো।" আশ্বিনীর্ব্যাপ্তাঃ। সায়ণ।) ২ অশ্বিদেবতা-সম্বন্ধীয়। (বাজসনেয়-সংহিতায় ২৪।৩। "মণিবালস্তঽআশ্বিনাঃ শ্যেতঃ।" আশ্বিনাঃ অশ্বিদেবত্যাঃ। মহীধর।) (পুং) অশ্বিনীনক্ষত্রেণ যুক্তা পৌর্ণমাসী। (নক্ষত্রেণ যুক্তঃ কালঃ। পা ৪।২।৩।) ইত্যণ্ ঙীপ্। আশ্বিনী (সাস্মিন্ পৌর্ণমাসীতি সংজ্ঞায়াং। পা ৪।২।২১।) ৩ চান্দ্র আশ্বিনমাস। আশ্বযুজ। (স্ত্রী) ঙীপ্। আশ্বিনী। ৪ ইষ্টকাবিশেষ।

অশ্বিনৌ দেবতেঽস্ত অণ্। ৫ চিতিবিশেষ, চিতা। (পুং) ৬ যজ্ঞীয় কপাল, পাত্রবিশেষ। অশ্বিভ্যাং ভবং অণ্। দ্বিং বং। ৭ অশ্বিনীকুমারদ্বয়। অশ্বিনৌ দেবতে অস্য অণ্। ৮ অশ্বিনীকুমার দেবতা সম্বন্ধীয় যজ্ঞ ঘৃতাদি দ্রব্য। ৯ শস্ত্র।

।*। এই মাসের অমাবস্যাতে হিন্দুদিগের পিতৃলোক উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিতে হয়। শুক্লপক্ষে দুর্গোৎসব হয়, উহা অপেক্ষায় আমোদের পর্ব্ব হিন্দুদের আর নাই। ঐ পূজায় নৃত্য, গীত, বাদ্য উত্তমে দেশ আমোদিত হয়। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের মনে যে কি অপূর্ব্ব আনন্দ হয় তাহা বলিবার নহে। ঐ পূর্ণিমাতে কোজাগর লক্ষ্মী পূজা হয়।

আশ্বিনী (স্ত্রী) অশ্বিনা-অশ্বাকারবতা নক্ষত্রেণ যুক্তা পূর্ণিমা। নক্ষত্রাদণ্। আশ্বিন পূর্ণিমা। [আশ্বিন শব্দ দেখ।]

আশ্বিনেয় (পুং) অশ্বিন্যাঃ ঘোটক্যাকারবত্যাঃ সংজ্ঞায়াঃ অপত্যং (স্ত্রীভ্যো ঢক্। ৪।১।১২০।) ইতি ঢক্। ১ অশ্বিনী-কুমারদ্বয়। নিত্যদ্বিবচনান্ত—আশ্বিনেয়ৌ আশ্বিনেয়াভ্যাম্।

(স্বর্বৈদ্যাবশ্বিনীসুতৌ। নাসত্যাবশ্বিনৌ দস্রাবাশ্বিনেয়ৌ চ তাবুভৌ। অমর) তয়োরেকৈকস্যাপত্যং অঞ্। ২ নকুল। ৩ সহদেব। অশ্বিন্ পাণ্ডুরাজপত্নী মাদ্রীতে ঐ দুই পুত্রের উৎপাদন করেন, তজ্জন্য ঐ পুত্রদ্বয়ের নাম আশ্বিনেয় হইয়াছে। অশ্বস্যৈকাহগমঃ পন্থাঃ ঢক্। ৪ অশ্বের গম্যপথ। [আশ্বীন শব্দে সূত্র দেখ।]

আশ্বীন (পুং) অশ্বস্যৈকাহগমঃ পন্থাঃ (অশ্বস্যৈকাহগমঃ। পা ৫।২।১৯।) ইতি খঞ্। অশ্বের একদিনের গম্যপথ। একদিনে ঘোড়া যতদূর যাইতে পারে সেই পথ। (একা-হেন গম্যতে ইত্যেকাহগমঃ আশ্বীনোঽধ্বা, সিং কৌং উক্ত সূত্রে।)

আশ্বেয় (ত্রি) অশ্বী দেবতা অস্য (স্ত্রীভ্যো ঢক্। পা ৪।১।১২০।) ইতি ঢক্। ১ অশ্বী দেবতার ঘৃতাদি। যে সকল যজ্ঞীয় ঘৃতাদির দেবতা অশ্বী। ২ অশ্বীর অপত্য।

আষাঢ় (পুং) আষাঢ়নক্ষত্রযুক্তা পৌর্ণমাসী আষাঢ়ী সা অস্মিন্ মাসে। (সাঽস্মিন্ পৌর্ণমাসীতি সংজ্ঞায়াং। পা ৪।২।২১।) ইত্যণ্। স্বনামখ্যাত চান্দ্রমাসবিশেষ। আষাঢ় মাস ধান্য বপন করিবার প্রশস্ত সময়। এই মাসে কোন্ সময়ে ধান্য বপন করিলে শস্যের শুভাশুভ ঘটে—তাহা কৃষিশাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে। কৃষিপরাশরে লিখিত আছে—"আষাঢ় মাসের পূর্ণিমার দিনে বাতাস পূর্ব্বদিকে বহিলে অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হয়। ঐ বাতাস অগ্নিকোণে গেলে শস্যের হানি হয়। দক্ষিণদিকে গেলে বৃষ্টি বন্ধ হয়। নৈর্ঋত কোণে গেলে ধান্যাদি শস্যের হানি হয়। পশ্চিম দিকে গেলে জল হয়। বায়ু কোণে গেলে ঝড় হয়। উত্তর দিকে গেলে সকল পৃথিবী ধান্যাদি শস্যে পরিপূর্ণ হয়। ঈশান কোণে গেলেও প্রচুর শস্য জন্মে।

আষাঢ় মাসের শুক্ল নবমীতে যদি বায়ুবর্ষণ (প্রচণ্ড বাতাস) হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় দেবরাজও বৃষ্টি বর্ষণ করেন। সে দিন যদি বাতাস না হয় তবে জলও হয় না। ঐ নবমীতে উদয়াচল নির্ম্মল হইলে সূর্য্যদেব নিজের সময় বিধান করেন। ঐ সময়ে সূর্য্যের মণ্ডল দেখা যায়। সূর্য্য যদি মেঘে আবৃত হন, তবে যত বেলা তুলারাশিতে সূর্য্যের অস্ত হইবে, তত কাল মেঘ গর্জ্জিবে (অর্থাৎ তখন বৃষ্টি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।)" (শুচিস্ত্বয়ং আষাঢ়ে। অমর।) আষাঢ়ী পূর্ণিমা প্রয়োজনমস্য অণ্। ব্রতীদের ধার্য্য পালাশদণ্ড। (পালাশো দণ্ড আষাঢ়ো ব্রতে। অমর) (পুং) মলয় পর্ব্বত। (আষাঢ়ো মলয়গিরৌ ব্রতিদণ্ডে চ মাসি চ। হেম)

আষাঢ়ক (পুং) আষাঢ় এব স্বার্থে আষাঢ়-কন্। আষাঢ় মাস।

আষাঢ়ভব (পুং) আষাঢ়ায়াং নক্ষত্রে ভবতি—আষাঢ়া-ভূ-অচ্। মঙ্গলগ্রহ। আষাঢ়াজাত এবং আষাঢ়াভূ শব্দের অর্থও মঙ্গলগ্রহ।

আষাঢ়া (স্ত্রী) রাশিচক্রস্থিত বিংশতিতম নক্ষত্র। একুশ নক্ষত্র। যথা ২০ পূর্ব্বাষাঢ়া। ২১ উত্তরাষাঢ়া। আষাঢ়ায়াং জাতা (ফল্গুন্যাষাঢ়াভ্যাং টানৌ। বার্ত্তিক পা ৪।৩।৩৪। স্ত্রিয়ামিত্যেব। ফল্গুনী। অন্ আষাঢ়া। সিং কৌং উক্ত সূত্রে।) পূর্ব্বাষাঢ়ার প্রথম পাদ ধনু রাশির ঘটক এবং উত্তরাষাঢ়ার শেষ তিন পাদ মকর রাশির ঘটক, অতএব তত্তৎ রাশি অর্থে আষাঢ় শব্দ ক্লীবলিঙ্গ হইবে। সেই রাশিতে জন্মিয়া মঙ্গল-গ্রহের নাম আষাঢ়াভূ হইয়াছে।*। উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্রে জন্ম হইলে দাতা, দয়াবান্, বিজয়ী, বিনীত, ধনবান্, সৎকর্ম্মী এবং পুত্রভার্য্যাদি-সুখসম্পন্ন হয়।

আষাঢ়াভূ (পুং) আষাঢ়ায়াং ভবতীতি আষাঢ়া-ভূ-ক্বিপ্। মঙ্গল। (মঙ্গলোঽঙ্গারকঃ কুজঃ। আষাঢ়াভূর্নবার্চ্চিশ্চ। হেম ২।৩১।)

আষাঢ়ি (স্ত্রী) আ-সহ-ক্তিন্। পৃষো° ষত্বং ওকারস্যাভাবশ্চ। ১ সম্যক্ সহন। ২ রতিদেবী।

আষাঢ়ী (ঢ়ী) (স্ত্রী) আষাঢ়মাস। ("আষাঢ়ীমভ্যুপগতো ভরতঃ কোশলাধিপ।" রামা° ৪।২৮।৫৫।) আষাঢ়য়া নক্ষত্রেণ যুক্তা পূর্ণিমা। (নক্ষত্রেণ যুক্তঃ কালঃ। পা ৪।২।৩।) ইতি অণ্। টিড্ঢাণিত্যাদিনা ঙীপ্। ১ আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা। ৪ যজ্ঞীয় ইষ্টকাবিশেষ।

আষাঢ়ীয় (ত্রি) আষাঢ়ায়াং ভবং। (শ্রবিষ্ঠাষাঢ়াভ্যাং ছণ্।

পা বার্ত্তিক। ৪। ৩। ৩৪। সূত্রে।) তস্যেদং বৃদ্ধত্বাচ্চ ছ। আষাঢ়ানক্ষত্রে ভব। আষাঢ়সম্বন্ধী। (অগ্নিয়ামিত্যেব। শ্রাবষ্ঠীয়ঃ। আষাঢ়ীয়ঃ। সিং কৌং।)

আষ্টম (পুং) অষ্টমো ভাগঃ—ষষ্ঠাষ্টমাভ্যাং ঞ চ। পা ৫। ৩। ৫০।) ইতি ঞ। অষ্টমভাগ।

আষ্টা (স্ত্রী) আ-তিষ্ঠতেঃ ঘঞ্ (স্থাস্নাগাপাব্যধিহলিযুধ্যর্থম্। পা ৩। ৩। ১৯ সূত্রে মহাভাষ্য।) ইতি ক। সুষামাদিত্বাৎ (পা ৮। ৩। ৯৮) ষত্বম্। দিক্। (নিঘণ্টু ১। ৬।)

আষ্টমাতুর (ত্রি) অষ্টানাং মাতৃণাং অপত্যং ইতি অষ্টন্-মাতৃ-অণ্। মাতুরুৎসংখ্যাসংভদ্রপূর্ব্বায়াঃ। পা ৪। ১। ১১৫।) ইতি মাতৃশব্দস্য উকারান্তাদেশঃ। আট মায়ের ছেলে।

আষ্টি (পুং) অষ্টানামপত্যমিতি অষ্টন্ (বাহ্বাদিভ্যশ্চেতি। পা ৪। ১। ৯৬।) ইঞ্। ৮ জনের অপত্য বিশেষ।

আষ্ট্র (ক্লী) অশ্নুতে ব্যাপ্নোতি অশ্ ব্যাপ্তৌ (ভ্রস্জি-গমি-নমিহনিবিশ্যশাং বৃদ্ধিশ্চ। উণ্ ৪। ১৫৯) ইতি ষ্ট্রন্ বৃদ্ধিশ্চ।) আকাশ। (আষ্ট্রমাকাশম্। উজ্জ্বলদত্ত।)

আষ্ট্রী (স্ত্রী) বন দ্বারা ব্যাপ্ত। ঋগ্বেদে ১০। ১৬৫। ৩। "হেতিঃ পক্ষিণী ন দদাত্যস্মানাষ্ট্র্যাং। *। আষ্ট্র্যাং ব্যাপ্তায়ামরণ্যান্যাম্। সায়ণ।)

আস, উপবেশনে অদাদিং আং-অকং সেট্। লট্ আস্তে আসাতে আসতে। বিধিলিঙ্ আসীত। লোট্ আস্তাং আস্ব আধ্বং। লঙ্ আস্ত আসাতাম্ আসত। লুঙ্ আসিষ্ট। আসিষাতাম্। আসিষত। লিট্ আসাম্বভূব আসামাস আসাঞ্চক্রে। লুট্ আসিতা। লৃট্ আসিষ্যতে। লৃঙ্ আসিষ্যত। আসীনঃ আসিতং আসিতবান্ আসিতুং আসিতা আস্তিঃ আসঃ আসনং আসনা। (যত্রাস্তে বিষসংসর্গঃ। উদ্ভট। ইত্যাস্তামলমতিবিস্তরেণ। আসাঞ্চক্রিরে মৃগপক্ষিণঃ। ভট্টি। ৫। ৯৫। আসীনমাসন্নশরীরপাতঃ। কুমা। ৩। ৪৪।)

অধি-সকং—আরোহণ করা। বাস করা (অধ্যাস্য ঘোষম্। মুগ্ধ।)

অনু-সকং—পশ্চাদুপবেশন করা। সেবা করা। (তামন্তিক-ন্যস্তবলিপ্রদীপামন্বাস্য গোপ্তা গৃহিণীসহায়ঃ। রঘু ২। ২৪)

অভি-অকং—অভ্যাস। নৈকট্য। (অভ্যাসোঽভ্যসনেঽন্তিকে। মেদিনী। *। তত্র বিপ্রাশ্রমাভ্যাসে বৈশ্যমেকং দদর্শ সঃ। চণ্ডী।)

উদ্-অকং—ঔদাস্য, প্রকৃতকার্য্যে উপরম (বিরতি) (তদ্দর্শিনমুদাসীনং। কুমা। ২। ১৩।)

উপ-সকং—সেবা করা। (সন্ধ্যামুপাসতে যে তু। স্মৃতি। আদিত্যমুপাস্মহে। কবি কং। *। অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত। শ্রুতি।

পরি-উপ-সকং। উপাসনার উৎকর্ষ। (ভুজঙ্গাঃ পর্য্যুপাসতে। কুমা। ২। ৩৮।)

সম্-উপ-সকং। সম্যক্ উপাসনা করা। গায়ত্রীং সমুপাসতে। স্মৃতি।

পরি-অকং—সকলদিকে থাকা। সকং—সেবা করা।

সম্-অকং—সম্যক্ স্থিতি। উপবেশন করা।

আস্ (অব্য) আ-অস্-ক্বিপ্। আস্-ক্বিপ্ বা। ১ স্মরণ। ২ আপেক্ষ। ৩ সমন্তাৎ। ৪ কোপ। (আঃ সমন্তাৎ প্রকোপয়োঃ। হেম।) ৫ পীড়াহেতু গর্ব্বের সহিত গর্জ্জন। ৬ খেদ।

আস (পুং) আস্-ঘঞ্। ১ আসন। ২ স্থিতি। ৩ উপবেশন। অস্যতে ক্ষিপ্যতে অনেন অস-করণে ঘঞ্। ৪ ধনুক। অস ক্ষেপে ভাবে ঘঞ্। ৫ নিক্ষেপ। ৬ বসিবার স্থান, মলদ্বারের পাশ।

আসক্ত (ত্রি) আ-সন্জ-ক্ত। ১ আসঙ্গযুক্ত। ২ অন্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া একবিষয়ে নিবিষ্ট। (ক্লী) ৩ অনবরত। ৪ সম্যক্ সম্বন্ধ। তৎপর। প্রসিত। (তৎপরে প্রসিতাসক্তৌ। অমর।)

আসক্তি (স্ত্রী) আ-সন্জ-ক্তিন্। অন্যবিষয় পরিত্যাগ করিয়া একবিষয় অবলম্বন।

আসঙ্গ (পুং) আ-সন্জ-ঘঞ্। ১ অভিনিবেশ। ২ প্রাপ্ত বা উপস্থিত বিনাশি-বস্তুর রক্ষণাভিলাষ। ৩ ভোগাভিলাষ। ৪ কর্তৃত্বাভিমান। ৫ অন্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া একবিষয়ে চিত্তের অভিনিবেশ। ৬ সম্যক্‌সম্বন্ধ। ৭ মাখিবার যোগ্য সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, গাত্রে লেপন করিবার বিধান আছে বলিয়া আসঙ্গ শব্দে তাহাকেও বুঝায়।

আসঙ্গতা (ক্লী) ন সঙ্গতং অসঙ্গতং নঞ্তৎ তস্য ভাবঃ (ন নঞ্ পূর্ব্বাদিত্যাদি। পা ৫। ১। ১২১।) ইতি ষ্যঞ্। নোত্তরপদবৃদ্ধিশ্চ। সঙ্গতাভাব, অসম্বন্ধ।

আসঙ্গিনী (স্ত্রী) আসঙ্গঃ সাতত্যমস্যা অস্তি ইনি-ঙীপ্। বাত্যাসমূহ (ত্রি) আসঙ্গযুক্ত। (স্ত্রী) ঙীপ্।

আসঙ্গিম (পুং) আসঙ্গে ভবঃ ডিমচ্। সুশ্রুতোক্ত কর্ণবেধের অঙ্গ, কর্ণবন্ধনের আকৃতি বিশেষ। কর্ণবন্ধনের আকৃতি পনর প্রকার, তন্মধ্যে মধ্যভাগ লম্বা এবং একটী কোণ যুক্তের নাম আসঙ্গিম।

আসঞ্জন (ক্লী) আ-সন্জ-ল্যুট্। ১ আসঙ্গ। ২ সম্যক্ সম্বন্ধ। ণিচ্ ল্যুট্। ৩ যোজনা।

আসঞ্জিত (ত্রি) আ-সন্জ-ণিচ্-ক্ত ইট্। সংযোজিত।

আসড়। একজন জৈন গ্রন্থকার। বালচন্দ্রকৃত বিবেক-মঞ্জরীর টীকায় আসড় সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়।

"আসড়ী প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য অভয়দেব সূরির শিষ্য ভিল্ললামবংশীয় কটুকরাজের ঔরসে অনলদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাকে সকলে কবিশোভাশৃঙ্গার বলিয়া ডাকিত। ইঁহার দুই স্ত্রী, পৃথিবীদেবী ও জৈতল্ল দেবী। ইনি মেঘদূতের টীকা, কতকগুলি জিনস্তোত্র ও স্তুতি, উপদেশকণ্ডলী নামে একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ এবং বিবেকমঞ্জরী রচনা করেন।"

আসত্তি (স্ত্রী) আ-সদ-ক্তিন্। ১ সঙ্গম। ২ লাভ। (আসত্তিঃ সঙ্গমে লাভে। হেম) প্রাপ্তি। ৩ নৈকট্যসম্বন্ধ। ন্যায়মতে, ৪ প্রত্যক্ষজনক সন্নিকর্ষ। শাব্দবোধের উপযোগী অব্যবধানে পদজন্য পদার্থের উপস্থিতি। (বাক্যং স্যাদ্‌যোগ্যতাকাঙ্ক্ষাসত্তিযুক্তঃ পদোচ্চয়ঃ। সাহিত্যং দ°।)

যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা, আসক্তিযুক্ত পদসমূহই বাক্য, বুদ্ধির বিচ্ছেদ না থাকাই আসত্তি। (আসত্তির্বুদ্ধ্যবিচ্ছেদঃ। সাহিত্যং দং।)

"আসত্তির্যোগ্যতাকাঙ্ক্ষা তাৎপর্য্যজ্ঞানমিষ্যতে।
কারণং সন্নিধানন্ত পদস্যাসত্তিরুচ্যতে।" ভাষাপং।

আসত্তি, যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা এই সকল দ্বারা তাৎপর্য্যের জ্ঞান হয়। সন্নিধান কারণের নাম পদের আসত্তি। যে পদার্থের সহিত যে পদার্থের অন্বয়ের আবশ্যক, সেই দুই পদের অব্যবধানে উপস্থিতির নাম কারণ। সেই জন্য "পর্ব্বতো ভুক্তং বহ্নিমান্ দেবদত্তেন" ইত্যাদি স্থানে শাব্দবোধ হয় না। তাহার কারণ পর্ব্বতের সহিত বহ্নিমানের সহিত এবং ভুক্তং এই শব্দের সহিত 'দেবদত্তেন' এই পদের অব্যবধানে অন্বয় হইতেছে না। "অন্বয়পদাজন্যপদোপস্থিতিঃ আসত্তিঃ। অব্যবধানেনান্বয়প্রতিযোগিপদার্থয়োঃ উপস্থিতিঃ বা।" যে পদার্থের সহিত যে পদার্থের অন্বয় সেই পদার্থের অব্যবধানে উপস্থিতির বোধ হওয়ার নাম আসত্তি।

আসদ (মির্জ্জা আসদ-উল্লা খাঁ)। একজন বিখ্যাত মুসলমান কবি। আগ্রাতে ইঁহার জন্ম। দিল্লীর শেষ পাদশা বাহাদুর শাহ ইঁহাকে নবাব উপাধি প্রদান করেন। ইনি পারস্য ও উর্দ্দু ভাষায় অনেক কবিতা লিখিয়া যান। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে ইনি ভারতবর্ষের মোগলপাদশাহদিগের ইতিহাস লিখিতে নিযুক্ত হন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ৬০ বর্ষ বয়সের সময় ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার রচিত 'ইন্‌ষা' নামক কাব্য মুসলমানসমাজে বিশেষ আদৃত হইয়া থাকে। ইঁহার সাধারণ নাম মির্জ্জা নৌশা।

আসদ খাঁ। তুর্কীবংশোদ্ভব একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। পারস্যরাজ শাহ আব্বাসের অত্যাচারে আসদের পিতা জন্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে পলাইয়া আসেন। এইখানে নুরজহানের একটী কুটুম্ব-কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাহার গর্ভে আসদের জন্ম। সম্রাট্ জাহাঙ্গীর আসদের পিতাকে জুলফিকার খাঁ উপাধি দান করেন। ছেলেবেলায় আসদকে সকলে ইব্রাহিম বলিয়া ডাকিত। শাহজহান ইঁহাকে বড় ভালবাসিতেন। তিনি আসফ্ খাঁ নামক একজন উজীরের কন্যার সহিত আসদের বিবাহ দেন এবং তাহাকে ২য় বক্‌সীর পদে নিযুক্ত করেন। ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে আসদ খাঁ চারহাজার মুন্সবদার হইলেন, অল্পকাল পরেই সাতহাজারী উজীরের মহাসম্মান লাভ করিলেন। বাহাদুরশাহের রাজত্বকালে উকীল মুৎলকের পদপ্রাপ্ত হন, এই সময় তাঁহার পুত্রও আমীর উল্-ওমরা জুল্‌ফিকার খাঁ উপাধি পাইলেন। ফরুখ্‌সিয়ার পাদশা হইলে আসদ পদচ্যুত ও অপমানিত হইলেন। ইঁহার পুত্রও নিহত হন। এই সময় হইতে ইনি বন্দিভাবে সামান্য অবস্থায় কালযাপন করেন। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে ৯০ বর্ষ বয়সে আসদের মৃত্যু হয়।

২ অপর একজন আসদ খাঁর নাম পাওয়া যায়, তাঁহার প্রকৃত নাম খশ্রু। ইনি বাঙ্গালা হইতে গিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া মল্লিকার্জ্জুনকে রাজ্যচ্যুত ও তাঁহার ১০৪টী মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলেন ও সেই সেই স্থানে মসজিদ্ নির্ম্মাণ করেন। আদিলশাহ ইঁহাকে সাম্পগম্ ও বেলগম নামক দুইটী স্থান জায়গির দেন।

আসদন (ক্লী) আ-সদ-ল্যুট্। ১ প্রাপ্তি। ২ নৈকট্যসম্বন্ধ।

আসদি তুসি। একজন বিখ্যাত মুসলমান কবি। গজনীর সুলতান মামুদের সভায় থাকিতেন। ইনি প্রসিদ্ধ কবি ফির্দোসির গুরু। সুলতান মামুদ ইঁহাকে শাহনামা লিখিতে বলেন, কিন্তু বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত এই কার্য্যগ্রহণে অসম্মত হন। ফির্দোসি শাহনামা লিখিলেন, তিনি গজনী পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময় আসদিকে শাহনামার অবশিষ্ট অংশ রচনা করিতে অনুরোধ করেন। আসদি আরবকর্ত্তৃক পূর্ব্বপারস্য জয় হইতে শাহনামার শেষ পর্য্যন্ত লিখিয়া দেন। এতদ্ভিন্ন তিনি পারস্য ভাষায় আরও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

আসন (ক্লী) আস-ভাবে ল্যুট্। স্থিতি। স্বস্থানে স্থিতিরূপ রাজার ছয় প্রকার গুণের অন্তর্গত গুণ বিশেষ। উভয় পক্ষের সৈন্যের সামর্থ্যের ক্ষয় হইলে আসন (নিজ নিজ শিবিরে বিশ্রামের নিমিত্ত স্থিতি) আবশ্যক। জয়েচ্ছু রাজার যাত্রানিবর্ত্তক ব্যাপার। মন্ত্রী যদি পরপক্ষের এবং

স্বস্বামী পক্ষের সৈন্য শক্তিতে ও সংখ্যাতে সমান দেখেন, তবে স্বরাজাকে আসন (একত্রাবস্থান) করিতে বলিবেন। কারণ তৎপরে যদি সৈন্যসংখ্যা অধিক করিতে পারেন, তবে যুদ্ধে জয়ের সম্ভাবনা।

আস্যতে উপবিশ্যতেঽত্র আস আধারে ল্যট্। উপবেশনের আধার কম্বলাদি। যাহাতে বসা যায়। (সহাসনং গোত্রভিদাধ্যবাৎসীৎ। ভট্টি। দেবপূজার উপচার বিশেষ। (আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কং। তন্ত্র।)

যোগাঙ্গ বিশেষ। ঘেরণ্ড-সংহিতার মতে জীবজন্তুর সংখ্যা যত আসনেরও সংখ্যা তত। পূর্ব্বে শিব ৮৪ লক্ষ আসন বলিয়াছেন। তাহার মধ্যে ৮৪ প্রকার আসনই প্রধান। তন্মধ্যে মর্ত্ত্যলোকে ৩২ প্রকার আসনই শুভপ্রদ।

"সিদ্ধং পদ্মং তথা ভদ্রং মুক্তং বজ্রঞ্চ স্বস্তিকম্।
সিংহঞ্চ গোমুখং বীরং ধনুরাসনমেব চ।
মৃতং গুপ্তং তথা মাৎস্যং মৎস্যেন্দ্রাসনমেব চ।
গোরক্ষং পশ্চিমোত্তানমুৎকটং সঙ্কটং তথা।
ময়ূরং কুক্কুটং কূর্ম্মং তথাচোত্তানকূর্ম্মকম্।
উত্তানমণ্ডুকং বৃক্ষং মণ্ডূকং গরুড়ং বৃষম্।
শলভং মকরঞ্চোষ্ট্রং ভুজঙ্গঞ্চ যোগাসনম্।
দ্বাত্রিংশদাসনানি * * মর্ত্ত্যলোকে চ সিদ্ধিদম্।"

১ সিদ্ধ ২ পদ্ম ৩ ভদ্র ৪ মুক্ত ৫ বজ্র ৬ স্বস্তিক ৭ সিংহ ৮ গোমুখ ৯ বীর ১০ ধনু ১১ মৃত ১২ গুপ্ত ১৩ মৎস্য ১৪ মৎস্যেন্দ্র ১৫ গোরক্ষ ১৬ পশ্চিমোত্তান ১৭ উৎকট ১৮ সঙ্কট ১৯ ময়ূর ২০ কুক্কুট ২১ কূর্ম্ম ২২ উত্তানকূর্ম্ম ২৩ উত্তানমণ্ডূক ২৪ বৃক্ষ ২৫ মণ্ডূক ২৬ গরুড় ২৭ বৃষ ২৮ শলভ ২৯ মকর ৩০ উষ্ট্র ৩১ ভুজঙ্গ ৩২ যোগ। পৃথিবীতে এই ৩২ প্রকার আসন শুভপ্রদ।

শিবসংহিতা মতে ৮৪ প্রকার আসন। তাহার মধ্যে ১ সিদ্ধ ২ পদ্ম ৩ উগ্র ৪ স্বস্তিক এই চারিটী প্রধান। ঘেরণ্ড-সংহিতায় ৩২টী আসনের নিয়ম লিখিত আছে। যথা—

১ সিদ্ধাসন।

স্থিরমতি যোগিগণ এক গুল্ফ (পায়ের গোড়ালি) দ্বারা যোনিস্থান (মল দ্বারের উপর হইতে অণ্ডকোষের নিম্নপর্য্যন্ত) পীড়িত করিয়া (গোড়ালি সংযোগ করিয়া) অন্য পায়ের গোড়ালি লিঙ্গের উপর রাখিয়া বুকের উপর চিবুক (দাড়ী) রাখিলে এবং সোজা ভাবে শরীর রাখিয়া স্থির দৃষ্টিতে ভ্রূর মধ্যস্থান দেখিবে, ইহাকেই সিদ্ধাসন বলে। এই আসনে মোক্ষার্থীর মোক্ষ লাভ হয়।

শিবসংহিতার মতে—

এক পায়ের গোড়ালি লিঙ্গের উপর সংস্থাপন করিয়া অন্য গোড়ালিকে তদুপর রাখিবে এবং ঊর্দ্ধ-দৃষ্টিতে নিশ্চল, সরল এবং নিরুদ্বিগ্ন হইয়া ঊর্দ্ধ-দৃষ্টিতে উভয় ভ্রূর মধ্যভাগ দেখিবে। ইহাকে সিদ্ধাসন বলে। ইহাতে যোগীর অভীষ্ট লাভ হয়। অন্য সকল আসন অপেক্ষা সিদ্ধাসনই শ্রেষ্ঠ।

২ পদ্মাসন।

বাম উরুতের উপর দক্ষিণ চরণ এবং দক্ষিণ উরুতের উপর বাম চরণ রাখিয়া দুই হাতের দ্বারা পিঠের দিক্ হইতে দুই পায়ের বুড়া আঙ্গুল শক্ত করিয়া ধরিবে এবং বুকের উপর দাড়ী রাখিয়া নাকের আগা দেখিবে। ইহাতে সমস্ত রোগ নষ্ট হইয়া পেটের অগ্নিবৃদ্ধি করে। এই আসন দুই প্রকার, বদ্ধ ও মুক্ত; যাহা বলা হইল উহাকে বদ্ধ বলে। কেবল বাম উরুতের উপর দক্ষিণ চরণ ও দক্ষিণ উরুতে বাম পদ রাখিয়া তাহার উপর দুই হাতের তালু রাখিলে মুক্ত পদ্মাসন হয়।

শিবসংহিতার মতে—

দুই পা চিত করিয়া দুই উরুতের উপর রাখিবে এবং দুই হাত চিত করিয়া ডাইন উরুতে বাঁহাত ও বাম উরুতে ডাইন হাত রাখিয়া নাকের আগায় দৃষ্টি রাখিয়া দন্তমূলে জিহ্বা রাখিবে এবং দাড়ী ও বুক উচ্চ করিয়া ক্রমশঃ সাধ্যমত নাকে বাতাস টানিয়া পেটে পুরিয়া রাখিবে, পরে আস্তে আস্তে ঐ বাতাস ছাড়িবে। ইহাতেও রোগ নষ্ট হয়।

দুই উরুতের উপর লিঙ্গের নীচ দিয়া দুই পাদতল সংযোগ করিলেও পদ্মাসন হয়। পদ্মাসনে যোগীর সমস্ত কার্য্যসিদ্ধি এবং বন্ধন মুক্ত হয়।

৩ ভদ্রাসন।

অণ্ডকোষের নীচে দুই পায়ের গোড়ালি উল্টা করিয়া দিয়া দুই পায়ের বুড়া আঙ্গুল পিছন দিয়া ধরিয়া জালন্ধর বন্ধন করিয়া নাকের আগা দেখিবে। ইহাতেও সকল রোগ নষ্ট হয়।

৪ মুক্তাসন।

মলদ্বারে বামপদের গোড়ালি রাখিয়া তাহার উপর দক্ষিণ পদের গোড়ালি রাখিবে এবং মাথা ও ঘাড় সমান করিয়া ঠিক সোজা হইয়া বসিবে, ইহাতে কার্য্যসিদ্ধি হয়।

৫ বজ্রাসন।

দুই জঙ্ঘা বজ্রের ন্যায় করিয়া দুই পা মলদ্বারের দুই পাশে রাখিলে বজ্রাসন হয়। ইহা যোগীদের সিদ্ধিপ্রদ।

৬ স্বস্তিকাসন।

উভয় জানু ও উরুতের মধ্যে উভয় পায়ের তেলো রাখিয়া ত্রিকোণাকার আসন বন্ধপূর্ব্বক সোজাভাবে স্বচ্ছন্দে বসিলে স্বস্তিকাসন হয়।

শিবসংহিতার মতে—

জানু ও উরুতের মধ্যে দুইটী পদতল সুন্দররূপে ধরিয়া সমান্ ভাবে সুখের সহিত বসিলেও স্বস্তিকাসন হয়। ঐ আসনে যোগীর প্রাণায়ামাদি সকল কার্য্য সিদ্ধ হয়।

৭ সিংহাসন।

পদের উভয় গোড়ালি অণ্ডকোষের নীচে পরস্পর উল্টা-ভাবে পিছন দিকে উর্দ্ধমুখে বাহির করিবে এবং উভয় হাঁটু মাটীতে রাখিয়া ঐ দুই হাঁটুর উপরে মুখ ব্যক্তভাবে উঁচু করিয়া রাখিয়া জালন্ধর বন্ধ অবলম্বন করিয়া নাকের আগা দেখিলে সিংহাসন হয়। ইহাতেও রোগ নষ্ট হয়।

৮ গোমুখাসন।

দুই পা মাটিতে রাখিয়া পিঠের দুই পাশে বুক করিয়া সোজা হইয়া গোরুর মুখের ন্যায় উপর দিকে মুখ করিলে গোমুখাসন হয়।

৯ বীরাসন।

এক পা এক উরুতের উপরে রাখিবে এবং আর এক পা পিছন দিকে রাখিলে বীরাসন হয়।

১০ ধনু আসন।

দুটী পা লাঠীর ন্যায় সোজা করিয়া ছড়াইয়া দিবে এবং দুই হাত দিয়া পিঠের দিক্ হইতে ঐ দুই পা ধরিয়া সমস্ত শরীরটা ধনুকের ন্যায় বাঁকাইলে ধনু আসন হয়।

১১ শবাসন।

মড়ার মত চিত হইয়া মাটিতে শুইলেই শবাসন হয়। ইহাতে শ্রমদূর হয় এবং মনের শান্তি হয়। (অন্য নাম মৃতাসন।)

১২ গুপ্তাসন।

উভয় হাঁটুর মধ্যে দুইটী পা অতিশয় গোপন করিয়া উভয় পায়ের উপরে রাখিলে গুপ্তাসন হয়।

১৩ মৎস্যাসন।

মুক্ত পদ্মাসন করিয়া দুই কনুইর দ্বারা মাথা বেষ্টন করিয়া চিত হইয়া শুইলে মৎস্যাসন হয়।

১৪ পশ্চিমোত্তানাসন।

দুই পা মাটিতে লাঠীর মত সোজা ভাবে ছড়াইয়া ভাল করিয়া ঐ দুই পা দুই হাতে ধরিবে এবং দুই পায়ের উপর হাঁটুর নীচের ভাগ মধ্যে মাথা রাখিলে পশ্চিমোত্তানাসন হয়। দুই পা পরস্পর অসংলগ্নরূপে ছড়াইয়া হস্তদ্বয় দ্বারা শক্ত করিয়া ধরিয়া উভয় হাঁটুর উপর মাথা রাখিলেও উগ্রাসন হয়। উগ্রাসন পশ্চিমোত্তানের অপর নাম।

১৫ গোরক্ষাসন।

উভয় জানু ও উরুতের মধ্যে দুই পা চিত করিয়া অপ্রকাশিতরূপে রাখিয়া দুই হাত চিত করিয়া দুই গুল্ফ ঢাকিবে এবং কণ্ঠসংকোচ করিয়া নাকের আগা দেখিলে ঐ আসন হয়। ইহাতে সমস্ত সিদ্ধ হয়।

১৬ মৎস্যেন্দ্রাসন।

উদর পিঠের ন্যায় সোজা করিয়া থাকিবে এবং বামপদ নত করিয়া ডাইন হাঁটুর উপরে রাখিয়া তাহার উপরে ডাইন কনুই রাখিবে এবং ডাইন হাতের উপর মুখ রাখিয়া দুই ভ্রূর মধ্যভাগ দেখিলে মৎস্যেন্দ্রাসন হয়।

১৭ উৎকটাসন।

দুই পাদের বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা মৃত্তিকা অবলম্বন করত দুই গুল্ফ শূন্যে রাখিয়া ঐ দুই গুল্ফের উপর গুহ্যদেশ রাখিলে উৎকটাসন হয়।

১৮ সঙ্কটাসন।

বামপদ ও বাম হাঁটু মাটিতে রাখিয়া বামপদ দক্ষিণ পদ দ্বারা বেষ্টন করিয়া উভয় হাঁটুতে হাত রাখিলে ঐ আসন হইবে।

১৯ ময়ূরাসন।

দুই হাতের তালু দ্বারা ভূমি অবলম্বনপূর্ব্বক দুই কনুয়ের উপরে নাভির পার্শ্ব রাখিয়া মুক্তপদ্মাসনের ন্যায় পদদ্বয় পাছের দিকে উপরে উঠাইয়া শূন্যে লাঠীর ন্যায় সমভাবে উঠিলে এই আসন হয়।

২০ কুক্কুটাসন।

কোন মাচার (মঞ্চ) উপরে মুক্তপদ্মাসন করিয়া উভয় হাঁটু ও উরুতের মধ্যে দুই হাত রাখিয়া দুই কনুয়ের দ্বারা বসিলে এই আসন সিদ্ধ হয়।

২১ কূর্ম্মাসন।

অণ্ডকোষের নীচে দুই গুল্ফ পরস্পর বিপরীত ভাবে রাখিয়া গলা মাথা এবং দেহ সোজা করিয়া বসিলে এই আসন হয়।

২২ উত্তানকূর্ম্মাসন।

কুক্কুট আসন করিয়া দুই হাত দিয়া ঘাড় ধরিয়া কচ্ছপের ন্যায় চিত হইলে এই আসন হয়।

২৩ মণ্ডূকাসন।

পদতলদ্বয় পিঠের উপর দিয়া দুই পদের বৃদ্ধ অঙ্গুলি

পরস্পর যোগ করিবে ও উভয় হাঁটু সম্মুখে রাখিলে ঐ আসন সিদ্ধ হয়।

২৪ উত্তানমণ্ডূকাসন।

মণ্ডূকাসনে বসিয়া দুই কনুই দ্বারা মাথা ধরিয়া ব্যাঙের মতন চিত হইয়া থাকিলে উক্ত আসন হয়।

২৫ বৃক্ষাসন।

বাম উরুতে দক্ষিণ পদ দিয়া গাছের মত ভূমিতে সোজা হইয়া থাকিলে উক্ত আসন হয়।

২৬ গরুড়াসন।

উভয় জঙ্ঘা ও উরু দ্বারা ভূমি স্পর্শপূর্ব্বক দুই হাঁটুর দ্বারা সুস্থির হইয়া দুই হাঁটুর উপরে দুই হাত রাখিলে উক্ত আসন সিদ্ধ হয়।

২৭ বৃষাসন।

দক্ষিণ গুল্‌ফের উপরে গুহ্যদেশ রাখিয়া তাহার বামদিকে বামপদ উল্টাভাবে ধরিয়া ভূমি স্পর্শ করিলে উক্ত আসন সিদ্ধ হয়।

২৮ শলভাসন।

অধোমুখে শুইয়া হস্তদ্বয় বুকের উপর রাখিয়া উভয় হস্তের তালু দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিলে এবং দুই পদ শূন্যে আধ্ হাত উপরে রাখিলে উক্ত আসন সিদ্ধ হয়।

২৯ মকরাসন।

অধোমুখে শুইয়া মাটিতে বুক রাখিলে এবং পদদ্বয় ছড়াইয়া দুই হাত দিয়া মাথা ধরিলে উক্ত আসন সিদ্ধ হয়। ইহাতে অগ্নিবৃদ্ধি পায়।

৩০ উষ্ট্রাসন।

অধোমুখে শুইয়া দুই পা উল্টাভাবে পিঠের উপর আনিবে এবং দুই হাত দিয়া ধরিবে, পেট ও মুখ গাঢ়রূপে আকুঞ্চিত করিলে উক্ত আসন সিদ্ধ হয়।

৩১ ভুজঙ্গাসন।

পায়ের বুড় আঙ্গুল হইতে নাভি পর্য্যন্ত ভূমিতে রাখিয়া দুই হাতের তালু দ্বারা ভূমি স্পর্শপূর্ব্বক সর্পের ন্যায় উপর দিকে মাথা তুলিলে উক্ত আসন হয়। ইহাতে অগ্নিবৃদ্ধি ও রোগ নষ্ট হয় এবং কুণ্ডলিনী শক্তি প্রসন্ন হন।

৩২ যোগাসন।

দুই পা চিত করিয়া হাঁটুর উপরে রাখিয়া এবং দুই হাত চিত করিয়া ঐ আসনের উপর রাখিবে এবং পূরক দ্বারা বায়ু টানিয়া কুম্ভক করত নাকের আগা দেখিলে উক্ত আসন সিদ্ধ হয়। ইহাতে সুন্দররূপে যোগসাধন হয়।

শাস্ত্রে আসন দান করিবার বিধি আছে—(আসন মন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মো দেবতা আসনপরিগ্রহে বিনিয়োগঃ। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া (পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা। ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনং।) এটী তন্ত্রোক্ত দেবোদ্দেশে আসনদানের মন্ত্র।*। পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যম্। উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি। এটী শ্রুত্যুক্ত মন্ত্র।*। শেষমঙ্কং মহাদিব্যং ফণামণিসহস্রকং। কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশং গৃহাণাসনমীশ্বর। পৌরাণিক।)

আসন-সোল। বর্দ্ধমান জেলার মধ্যস্থিত একটী গ্রাম। অক্ষা° ২৩°৪২´ উঃ, দেশা° ৮৭°১´ পূঃ। এখানে রেলওয়ে ষ্টেসন আছে। এখান হইতে রাণীগঞ্জে কয়লার বিস্তর রপ্তানী হয়।

আসনা (স্ত্রী) আস-যুচ্। স্থিতি। উপবেশন। (ণিন্যাস শ্রন্থো যুচ্। পা। ৩।৩।১০৭। সমস্ত ণিজন্ত ধাতু এবং আস এবং শ্রন্থ এই সকল ধাতুর উত্তর যুচ্ প্রত্যয় হয়। যুবোরনাকৌ। পা।৭।১।১। ইতি অনঃ ততষ্টাপ্।)

আসনাদি (পুং) আসনমাদির্যস্য বহুব্রী। তন্ত্রোক্ত পূজাঙ্গ উপচারগণ। যথা—১ আসন। ২ স্বাগত। ৩ পাদ্য। ৪ অর্ঘ্য। ৫ আচমনীয়। ৬ মধুপর্ক। ৭ আচমন। ৮ স্নান। ৯ বসন। ১০ আভরণ। ১১ গন্ধ। ১২ পুষ্প। ১৩ ধূপ। ১৪ দীপ। ১৫ নৈবেদ্য। ১৬ বন্দন।

আসনী (স্ত্রী) আস-আধারে ল্যুট্ ঙীপ্। বিপণি। দোকান। স্থিতি। (আসনী বিপণৌ স্থিত্যাম্। মেদিনী)

আসন্দ (পুং) আসীদত্যস্মিন্। আ সদ-আধারে ঘঞ্। বাসুদেব। পরমব্রহ্ম। (আসন্দো বাসুদেবে স্যাৎ খট্টাভেদে চ যোষিতি। মেদিনী)

আসন্দী (স্ত্রী) আসদ্যতেঽস্যাং আ-সদ নিং গৌরাদিং ঙীপ্। যদ্বা আসনশব্দস্যাসন্দী ভাবঃ। উপবেশনযোগ্য আসনযন্ত্র, কেদারা, ক্ষুদ্রখট্টা। কোচ। সভার মধ্যস্থিত বেদিকা। তাদৃশ পীঠিকা স্বল্পার্থে কন্ আসন্দিকা, ক্ষুদ্র শয়নের যন্ত্র বিশেষ। আসন্দী অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বত্বং আসন্দীবৎ। (ত্রি) আসন্দীযুক্ত (স্ত্রী) ঙীপ্। আসন্দীবতী। আসন্দীবদষ্ঠীবচক্রীবৎকক্ষীবদ্রুমণ্বচ্চর্ম্মণ্বতী। পা। ৮।২।১২। এতানি ষট্ সংজ্ঞায়াং নিপাত্যন্তে। আসনশব্দস্যাসন্দীভাবঃ। আসন্দীবান্ গ্রামঃ অস্ত্রাসনবান্। সিং কৌং। উক্তসূত্রে।)

আসন্ন (ত্রি) আ-সদ-ক্ত। নিকটস্থ। উপস্থিত। সন্নিধানযুক্ত। সম্যক্ স্থিত। মুমূর্ষু। শাব্দবোধ সাধন আসক্তিযুক্ত বাক্য। (সমীপে নিকটাসন্নসন্নিকৃষ্টসনীড়বৎ। অমর)

আসন্নকাল (পুং) আ-সম্যক্ সীদতি যত্র আ-সদ-ক্ত প্রাদি সং। মৃত্যুকাল।

আসন্য (ত্রি) আস্যে ভবঃ যৎ, আসন্নাদেশ। মুখভব।

আস্ফ্ উদ্দৌলা। অযোধ্যার নবাব। নবাব সুজা উদ্দৌলার জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে সুজার মৃত্যু হইলে ইনি নবাব হন। প্রথমে ফৈজাবাদে রাজধানী ছিল, এখন আস্ফ্ উদ্দৌলা লক্ষ্ণৌনগরে রাজধানী স্থাপন করিলেন।

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ইঁহার সহিত লর্ড কর্ণওয়ালিসের একটা চুক্তি হয়, তাহাতে ইনি ইষ্ট্ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রতিবৎসরে পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হন। এই বন্দোবস্তের পর অযোধ্যা প্রদেশ শান্তিভাব ধারণ করিল, রাজ্যের দিন দিন উন্নতি হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে সর্ জন সোর গবর্ণর হইলেন। তিনি ছলে বলে নবাবের নিকট হইতে আরো কিছু আদায়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সহজে কিছু হইল না দেখিয়া নবাবের বিনা অনুমতিতে তাঁহার মন্ত্রী মহারাজ ঝউলালকে কয়েদ করিলেন। ইংরাজেরা মনে করিয়াছিল, ঝউলালই বুঝি তাহাদের অর্থলাভের পথে কণ্টক। আস্ফ্ উদ্দৌলা দেখিলেন গতিক বড় ভাল নয়, তখন অগত্যা প্রতিবর্ষে সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা অধিক দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিছুদিন পরে কোন কারণে তিনি ইংরাজদিগের দ্বারা বিশেষরূপে মর্ম্মাহত হন; সেই মর্ম্মাঘাতে তাঁহার মৃত্যু হইল। (Dacoitee in excelsis, p, 33-34) আস্ফ্ উদ্দৌলা লক্ষ্ণৌসহরে ইমাম্বাড়া নামে একটী বৃহৎ গৃহ নির্ম্মাণ করান, এই ঘরটী দৈর্ঘ্যে ১৭০ এবং প্রস্থে ৫০ গজ।

আস্ফ্ খাঁ। (আবদুল্ মজীদ্)। অকবরের সময়কার একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে গারাকোটা আক্রমণ করেন, ঐ স্থান বুন্দেলখণ্ডের প্রান্তভাগে নর্ম্মদা নদীর উপর। সেই সময় রাণী দুর্গাবতী গারাকোটার অধীশ্বরী। তিনি সসৈন্যে আস্ফ্ খাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। কিন্তু আস্ফ্ খাঁর গূঢ় নীতিতে হিন্দুরমণী পরাজিত হইলেন। আস্ফ্ তাঁহাকে ধৃত করিবার চেষ্টা করিলেন। দুর্গাবতী নিজ সম্মান রক্ষা করিবার জন্য খড়্গাঘাতে আপন শিরঃ দ্বিখণ্ড করিলেন। আস্ফ্ দুর্গাবতীর অতুল সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন। ঐ সম্পত্তির অধিকাংশই আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার গুপ্তকাণ্ড ধরা পড়িল, তাহাতে তিনি বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। যাহা হউক চিতোর জয়ের পর, তিনি তথাকার জায়গির পাইয়াছিলেন।

আস্ফ্ খাঁ। মির্জা বদী-উজ্জমানের পুত্র। সকলে মির্জা জাফর বেগ বলিয়া ডাকিত। কাজবীন নামক স্থানে ইঁহার জন্ম হয়। ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে ইনি ভারতবর্ষে আসেন। ইঁহার খুড়া আকবর পাদশার একজন অমাত্য ছিলেন। তাঁহারই অনুরোধে ইনি বক্সিগিরি কার্য্যে নিযুক্ত হন। খুড়ার আসফ্ খাঁ উপাধি ছিল, তাঁহার মৃত্যু হইলে ইনি সেই উপাধি পাইলেন, তদবধি ইঁহার অলফ্ খাঁ নাম হইল। ইনি কবি ও সুপণ্ডিত ছিলেন। মোল্লা অহ্মদের মৃত্যু হইলে অক্বরের আদেশে ইনি 'তারিখ-অলফী' লেখেন। ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে অক্বর ইঁহাকে প্রধান দেওয়ানের পদ অর্পণ করেন। জাহাঙ্গীর পাদশার রাজত্বকালে ইনি মহা সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার কৃত "শীরিন্ বা খুস্রো" নামে একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য আছে। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

আস্ফ্ খাঁ। আবুল হসন। জাহাঙ্গীরের একজন প্রধান উজীর। ইঁহার কন্যা মুমতাজ্মহলের (তাজমহল) সঙ্গে শাহজহানের বিবাহ হয়। ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে ৭২ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়।

আসম্বাধ (ত্রি) আ-সমন্তাৎ সম্বাধা অত্র। সঙ্কীর্ণ স্থানে পরস্পর সংঘর্ষণের দ্বারা শ্লিষ্ট। গায় গায় লাগিবার স্থান।

আসব (পুং) আ-সূয়তে আ-সু-কর্ম্মণি অপ্। ১ অভিষব। চোঁয়ান। (আসবোঽভিষবঃ। হেম ৩।৫৬৯।) ২ অভিষবণীয় মদ্য। মদ্য চোঁয়ানিয়া মদ। (মৈরেয়মাসবঃ সীধুর্ম্মেদকো জগলঃ সমৌ। অমর ২। ১০। ৪২।)

"যক্ষরক্ষঃপিশাচান্নং মদ্যং মাংসং সুরাসবম্।
তদ্‌ব্রাহ্মণেন নাত্তব্যং দেবানামশ্নতা হবিঃ॥"

মনু ১১।৯৬॥

আসবাব (পারস্য) দ্রব্য, জিনিস, যন্ত্র।

আস্বার (পারস্য) অশ্বারোহী, ঘোড়সওয়ার।

আস্মান (পারস্য) আকাশ, শূন্য।

আসমানী (পারস্য) আকাশের ন্যায় নীল।

আসর (দেশজ) রঙ্গস্থল। যাত্রাদি শুনিবার সাধারণের সমাগম স্থান।

"আসরে সজ্জন-সভা, আমি অন্ধ গাব কিবা,
গুণহীন ক্ষীণ দীন দাস।" ঘনরাম॥

আসল (আরব্য) প্রকৃত, মূল, যথার্থ।

আসল-চোর (আরব-পারস্য) যষ্টীমধু। ২ যথার্থ চোর।

আসা (স্ত্রী) আ-সো-অঙ্। অস্তিকা (নিঘণ্টু ২।৮১৬) নিকট। (আরব্য) সোঁটা, যষ্টি। সচরাচর আসাসোঁটাও বলা হইয়া থাকে।

আসাদন (ক্লী) আ-সদ্-ণিচ্-ল্যুট্। সন্নিধাপন। স্থাপন। আসন্নতাসম্পাদন। পাওয়ান। মর্দ্দন।

আসাদিত (ত্রি) আ-সদ্-ণিচ্-ক্ত-ইট্। নিকটীকৃত। প্রাপ্ত। আয়োজিত। সন্নিধাপিত। সম্পাদিত। কামকেলী

আসক্ত। (লব্ধং প্রাপ্তং বিন্নং ভাবিতমাসাদিতঞ্চ ভূতঞ্চ। অমর।)

আসাদ্য (ত্রি) আ সদ-ণিচ্-যৎ। প্রাপ্য। অবসন্ন করা (অব্য) আ-সদ্-ণিচ্ ল্যপ্। পাইয়া। (সমুদ্রমাসাদ্য ভবত্যাপেয়া। রঘু।)

আসান (পারস্য) সহজ। সুবিধা। লাভ।

আসাবরদার (পারস্য) যষ্টিবাহক। যে লাঠি লইয়া আগে যায়।

আসাব (পুং) স্তোতা। (ঋগ্ভাষ্যে সায়ণ ৮। ৯২। ১০।)

আসাব্য (ত্রি) আ-সু-ণ্যৎ। অভিষবণীয় মন্ত্রাদি।

আসাম। ভারতবর্ষের একটি প্রান্ত প্রদেশ। বাঙ্গালা-প্রদেশের উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত।

আসামের উত্তর সীমা হিমালয়, উত্তর পূর্ব্বে মিশ্মীগিরি-শ্রেণী, পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশের প্রান্তভাগ ও মণিপুর রাজ্য, দক্ষিণে গিরিশ্রেণী (এখানে কেবল লুসাইদিগের বাস) এবং ত্রিপুরারাজ্য, পশ্চিমে ময়মনসিংহ, রঙ্গপুর, কোচবেহাররাজ্য এবং জলপাইগুড়ি। অক্ষা° ২৪° হইতে ২৮°১৭´ উঃ এবং দেশা° ৮৯° ৪৫´ হইতে ৯৭° ৫০´ পূঃ মধ্যে স্থিত। ভূপরিমাণ প্রায় ৪৬,৩৪১ বর্গমাইল।

আসাম প্রদেশ প্রধানতঃ ১১টা জেলায় বিভক্ত;— ১ গোয়ালপাড়া, ২ কামরূপ, ৩ দরঙ্গ, ৪ লখিমপুর, ৫ শিবসাগর, ৬ নওগাঁ, ৭ গারোপাহাড়, ৮ খশী ও জয়ন্তিগিরি, ৯ নাগা-পাহাড়, ১০ শিলহট, ১১ কাছাড়।

১। গোয়ালপাড়া—আসামের পশ্চিমাংশে, পূর্ব্বদ্বার এই গোয়ালপাড়ার সামিল। ইহার ভূমিপরিমাণ প্রায় ৪৪৩৩ বর্গমাইল। এখানে অনেকগুলি ছোট ছোট পাহাড় ও অনেকগুলি গিরিশৃঙ্গ আছে, তন্মধ্যে এই কয়টী শৃঙ্গ প্রধান—১ ভৈরবচূড়া, তুলুকাম্মা, মেচ্চা থাওয়া, জঙ্গড়া জান্‌সা, পঞ্চরত্নী, অজাগর। নদী—ব্রহ্মপুত্র ছাড়া মানস, গদাধর বা গঙ্গাধর, সনকোশ বা সুবর্ণকোশ এই কয়েকটী প্রধান নদী উত্তরদিক্ হইতে দক্ষিণাভিমুখে চলিয়াছে। আরও কতকগুলি, ছোট ছোট নদী আছে—১ চাঁপামতী, ২ কালানদী, ৩ জিঙ্গিরাম, ৪ দুধনাই, ৫ কৃষ্ণাই, ৬ হরিপাণি বা হাতবাটিয়া, ৭ জিনারি, ৮ তিপ্‌কাই, ৯ বামনাই। এই ছোট নদীগুলিতে কেবল বর্ষাকালে যাতায়াত চলে।

গোয়ালপাড়ায় সর্ব্বশুদ্ধ ১৭টী পরগণা;—১ আরঙ্গাবাদ, ২ চপুর, ৩ ধুবড়ী, ৪ ঘুরলা, ৫ গিলা, ৬ গোয়ালপাড়া, ৭ গোলা আলমগঞ্জ, ৮ হাবড়াঘাট, ৯ জামিরা, ১০ কলুমলু-পাড়া, ১১ করাইবাড়ী, ১২ খুন্তাঘাট, ১৩ মক্রমপুর, ১৪ মেচপাড়া, ১৫ নোয়াবদ্ ফতুরি, ১৬ পর্ব্বতজোয়ার, ১৭ তারিয়া।

২। কামরূপ,—আসামের মধ্যে এই জেলা সর্ব্ব-প্রধান। ইহার ভূমি পরিমাণ প্রায় ৩৬৩১ বর্গ মাইল। এখানে কতকগুলি খুব ছোট ছোট পাহাড় আছে, তন্মধ্যে এইগুলি প্রধান—মিকীর, বশিষ্ঠ, ফতাশিল, চূর্ণশালী, কামাখ্যা (কামগিরি), দীর্ঘেশ্বরী, শিলা, হাজো, কেদার, মাধব, হাতিমুড়া, নগরবেড়া।

নদী—এখানে মানস, চাউলখোয়া, পাগ্‌লা মানস, সরু মানস, পহুমরা, কালদিয়া, নোয়ানদী, বরলিয়া, রোর্মা, লখাই তারা, বড়নদী, দিক্রু বা সোণারপুর, বাতা, কুল্‌সি, সিঙ্গারা, সঙ্গং, টাঙ্গনমারী, তকিনদী, তেকেলজনদী, অগ্রান্-নদী, সিন্ধুনদী, দিজমানদী, তুরঙ্গনদী, দোকাবনজুলি, মাতঙ্গ নদী ও বলদীনদী। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি ছোট ছোট হ্রদও আছে।

ইহার প্রধান নগর গৌহাটী, বড়পেটা, দিবঙ্গিরি, পলাশ-বাড়ী, হাজো, কামাখ্যা। এই কয়েকটী প্রধান গ্রাম—বারপাড়া, দিজবোগাই, শাকমুড়ি, হাকিম হাট, জয়পুর ও মালাপাড়া।

৩। দরঙ্গ—আসামের মধ্য জেলা। ভূমি পরিমাণ প্রায় ৩৪১৮ বর্গ মাইল। ইহার মধ্যে অনেকগুলি নদী প্রবাহিত, তন্মধ্যে এই কয়েকটী প্রধান—ভৈরবী, বিলাধারী, জিয়া ধনেশ্বরী, নোনাই, বড়নদী, ভোলা ও লক্ষ্মী।

নগর—তেজপুর, মঙ্গলদই, বিশ্বনাথ, হাওলা মোহনপুর, নলবাড়া, কুরুয়া গাঁ।

৪। লখিমপুর—এই জেলা ব্রহ্মপুত্রের উভয় পারে, আসামের উত্তরপূর্ব্ব কোণে। এখানকার নদী—ব্রহ্মপুত্র, (নদ) বিহানীমুখ, কুণ্ডিল, দিগরু তেঙ্গাপানু, নোয়াদিন্, দিক্রু, বুড়ীদিহিং, তিঙ্গরাই, শোণ, লোহিত, সুবনশিরি, রঙ্গা, দিক্রং, ধোলহাড়া ও দিজমুর ইত্যাদি।

প্রধাননগর—দিব্রুগড়।

৫। শিবসাগর—ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণভাগে অবস্থিত। ভূমি পরিমাণ ২৮৫৫ বর্গমাইল।

এখানকার প্রধান নদী ব্রহ্মপুত্র (নদ) ধনেশ্বরী, বুড়ীদিং, দিশং ও দিখুনদী। এতদ্ভিন্ন কাকদাঙ্গা, দিশাই, কোকিলা, জাঞ্জি, দ্বারিকা ও দিমুনামে কয়টী ছোটনদী আছে।

প্রধাননগর—শিবসাগর, রঙ্গপুর, গড়গাঁ, জোড়হাট, গোলাঘাট।

৬। নওগাঁ—এই জেলা আসামের মধ্যভাগে। ভূমি

পরিমাণ ৩৪১৫ বর্গমাইল। এখানে মিকীর ও কামাখ্যা গিরিশ্রেণী আছে।

নদী—মিচা, দিজু, ননাই, কপিলি, কলঙ্গ, সোণাই, যমুনা, দেবপানি, বড়পানি, ধনেশ্বরী। এখানে কয়েকটী হ্রদ আছে—গরঙ্গা, কাচধরা, মের, মরিকলঙ্গ, মোরা কলঙ্গ, উদারি, থঙ্গরিয়া ও পকারিয়া।

এই স্থান ১২৭টী পরগণায় বিভক্ত।

৭। গারো—ইহা পার্ব্বতীয় জেলা। ভূমি পরিমাণ প্রায় ৩১৮০ বর্গমাইল। এইস্থান অনেকগুলি পাহাড়ে বেষ্টিত। তন্মধ্যে তুরা ও আরবেলা পাহাড় প্রধান।

এখানকার প্রধান নদী—কৃষ্ণাই, কালু, ভোগাই, নেতাই ও সোমেশ্বরী।

৮। খশী ও জয়ন্তী গিরি—ইহার ভূমি পরিমাণ প্রায় ৬১৫৭ বর্গমাইল।

এই পার্ব্বতীয় প্রদেশে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিশ্রেণী আছে।

৯। নাগাপাহাড়—এই পার্ব্বতীয় প্রদেশে রেঙ্গমা নামক গিরিশ্রেণী প্রধান। প্রধান নদী—দয়াঙ্গ, ধনেশ্বরী, যমুনা; এতদ্ভিন্ন দিক্রু, স্বর্গতি ও পাথর দেশা নামক কএকটী ক্ষুদ্র নদী আছে।

১০। শিলহট (শ্রীহট্ট)—ইহার ভূমি পরিমাণ প্রায় ৫৪৪০ বর্গ মাইল। এখানে এই কয়টী পাহাড় আছে—রঘুনন্দন, দিনারপুর বা সাতগাঁ, বালিশিরা, ভানুগাছ, সরোগজ, পাথরিয়া, প্রতাপগড়, সিদ্ধেশ্বর।

প্রধান নদী—বরাক, সুর্ম্মা, কুশিয়ারা, ধনেশ্বরী। এই জেলা ১৮৫টী পরগণায় বিভক্ত। [শ্রীহট্ট দেখ।]

১১। কাছাড়—এইস্থান আসামের দক্ষিণপূর্ব্বে। এই জেলার চারিদিকেই ছোট ছোট পাহাড়। প্রধান নদী—বরাক, টিপাই, ঝরি, ধনেশ্বরী। প্রধাননগর—শিলচর।

ভারতবর্ষের মধ্যে আসাম সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বরা ও শস্যশালী ভূমি। ইহার নদী হইতে সোণার কুচি পাওয়া যায়। অহম্ জাতির নামানুসারে এই স্থানের নাম আসাম হইয়াছে। পূর্ব্বকালে এই স্থানের নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপ ছিল। মহাভারতে ইহা পরশুরামের তীর্থ 'লৌহিত্য' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কালিকাপুরাণ ও যোগিনীতন্ত্রের মতানুসারে পূর্ব্বতন আসাম বা কামরূপ রাজ্য করতোয়া হইতে দিক্করবাসিনী (বর্ত্তমান সদিয়া নামক স্থান) অবধি বিস্তৃত ছিল। অতি পূর্ব্বকালে ইহার সকল স্থানে কিরাত জাতির বাস ছিল, মহারাজ নরক তাহাদিগকে তাড়াইয়া এই স্থান অধিকার করেন। তিনি বর্ত্তমান কামাখ্যার নিকটে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর নামে আপনার একটী রাজধানী স্থাপন করেন। [কামরূপ শব্দে ইহার বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

১২২৮ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশের মোমীয়েং নামক স্থান হইতে অহমেরা আসাম আক্রমণ করিতে আসে। অহমেরা শানবংশীয়, শ্যামদেশবাসীদিগের সহিত এক জাতীয়। তাহারা স্বভাবতই বলিষ্ঠ ও সাহসী। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে তাহারা ক্রমশঃ পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইয়া শিবসাগর জেলা পর্য্যন্ত আক্রমণ করে। ১৪৯৭ খৃঃ অব্দে অহমরাজ চুহুম্ফ হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করেন। ১৬১১-১৬৫৪ খৃঃ মধ্যে চুচেংফ আসামের রাজা হন; তিনি শিবসাগরে একটী বৃহৎ শিবালয় নির্ম্মাণ করান। তাঁহার সময় তাঁহার রাজ্যের চারিদিকেই হিন্দুধর্ম্ম প্রচারিত হয়। তৎপুত্র চতুষ্প্রা ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা জয়ধ্বজ সিংহ নাম প্রাপ্ত হন। তাঁহার সময় অরঙ্গজিব পাদশাহের সেনাপতি মীরজুম্‌লা আসাম জয় করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তথাকার অধিবাসীদিগকে সম্পূর্ণ অধীনে আনিতে পারেন নাই। ১৬৬৩ খৃঃ অব্দে তাঁহাকে বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিতে হয়। ১৬৯৫ খৃঃ অব্দে রুদ্রসিংহ নামে একজন প্রবল প্রতাপশালী অহমরাজ আসামের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিছুকাল পরে আসামের অন্তর্বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এই সময় ইংরাজেরা বণিক্‌বেশে আসামে প্রবেশ করিয়াছেন। দেশের অবস্থা দেখিয়া ইংরাজেরা উহা আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময় রাজা গৌরীনাথ সিংহ দরঙ্গের কোচরাজ ও মটক জাতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায় কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হন। ইংরাজেরা তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য ১৭৯২ খৃঃ অব্দে কাপ্তেন ওয়েলস্‌কে সসৈন্যে আসামে পাঠাইয়া দেন। ১৭৯৪ খৃঃ অঃ কাপ্তেন ওয়েলস্ কতকটা গোলযোগ থামাইয়া আসেন। এই সময়ের পর হইতে আসামরাজ মন্ত্রিগণ কর্ত্তৃক পুত্তলিকাবৎ চালিত হইতে লাগিলেন। এমন কেহ উপযুক্ত লোক নাই যে রাজকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করে। আসামীরা ব্রহ্মদিগকে সালিশি করিল, ব্রহ্মেরা সুবিধা পাইয়া আপনাদের আধিপত্য চালাইতে লাগিল। আসামীরা তাহাদের শাসনে উৎপীড়িত হইয়া পড়িল। ইংরাজদিগের দৃষ্টি বরাবর আসামের দিকে ছিল। ১৮২৪ খৃঃ অঃ ইংরাজ ও ব্রহ্মদিগের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ১৮২৬ খৃঃ অঃ ২৪শে ফেব্রুয়ারী যন্দবু নামক স্থানে একটা সন্ধি হয়। তাহাতে আসামের সমুদায় নিম্নপ্রদেশ বৃটীশ অধিকারভুক্ত হয়। আসামের উত্তরাংশ মটক (পুরন্দর সিংহ নামক একজন)

বড় সেনাপতির অধিকারে ছিল। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা উহা আপনাদের অধিকারের সামীল করিয়া লইলেন। [শ্রীহট্ট, গোয়ালপাড়া ও কাছাড় শব্দে অন্যান্য বিবরণ দেখ।]

আসামে নানাপ্রকার অসভ্য জাতির বাস। তন্মধ্যে নাগা, অঙ্গামী নাগা, গারো, রেঙ্গমা প্রভৃতি কয়েকটী জাতিই প্রধান। এ ছাড়া আসামের বহির্ভাগে ভোটিয়া, অকা, দফ্‌লা, মীরা, আবর, মিস্মী প্রভৃতি পরাক্রান্ত অসভ্য জাতিরা বাস করে। [প্রত্যেক শব্দে প্রত্যেক জাতির বিবরণ দেখ।]

আসামীদের বড় একটা কোন ধর্ম্মের উপর আস্থা নাই। তাহারা সকল রকম মাংসই উদরসাৎ করে। মরা জন্তুর মাংস খাইতে ভালবাসে। তাহারা ঘৃত খায় না।

আসামীরা বহু বিবাহ করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকের কোন আবরু নাই। আসামীদের অর্থের প্রয়োজন হইলে আপন স্ত্রীকে অপর পুরুষের কাছে বাঁধা দিয়া অর্থ লয়। যতদিন না অর্থ পরিশোধ করিতে পারে, ততদিন সেই স্ত্রী অপর পুরুষের হয়। পুরুষেরা মাথা, দাড়ী ও গোঁফ কামায়। সকলেই বড় সাহসী ও যুদ্ধপটু। দয়া মায়া কাহাকে বলে, তাহা তাহারা জানে না। সকলে কাঠ, বাঁশ ও ঘাস দিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করে। বড়লোক পাল্কী করিয়া যাতায়াত করে। তাহারা তীর, বর্শা, তরবার ও বাঁশের লাঠী ব্যবহার করে। বড়লোকের মৃতদেহ গোর দেয়, সেই সঙ্গে তাহার পত্নী, দাস দাসী, স্বর্ণ, রৌপ্য পাত্র ও খাদ্যসামগ্রীও চাপা দেওয়া হয়। এই জন্য তাহাদের গোরস্থানে বৃহৎ গর্ত্ত করিতে হয়। আসামীদের বিশ্বাস গোরের সঙ্গে ঐ সকল দিলে মৃত ব্যক্তির আত্মা ঐ সকল উপভোগ করে।

উৎপন্ন দ্রব্য—আসামে প্রচুর শস্য জন্মে। এখানে রীতিমত চাষ না দিলেও যথেষ্ট ধান্য পাওয়া যায়। এখানে আম, কাঁঠাল, কমলালেবু, পাতিলেবু, কলা, পানিয়াল, নারিকেল, মরিচ, নানা জাতীয় ইক্ষু, আদা, নাগরবেল ও অড়হর গাছ বেশ জন্মে।

এখানে এড়িয়া ও মুগে রেশমের কাপড় তৈয়ার হয়। শ্রীহট্ট ও সুর্ম্মার শীতলপাটী সর্ব্বত্র বিখ্যাত। এখন আসামে নানাজাতি বাস করিতেছে। আসামের চা-বাগানের জন্য প্রতিবর্ষে হাজার হাজার কুলী নানা স্থান হইতে পাঠান হইয়া থাকে।

আসামী (আরব্য) ১ কৃষী। ২ প্রতিবাদী। দোষী। । *। আসামের লোককে আসামী বলা হয়।

আসার (পুং) আ-সৃ-ঘঞ্। ১ ধারাসম্পাত, অবিরল ধারায় বৃষ্টি পড়া, বেগে বৃষ্টি হওয়া। (ধারাসম্পাত আসারঃ। অমর) ২ প্রসরণ, সরা, চলিয়া যাওয়া। ৩ সৈন্যদিগের সকল দিকে ব্যাপ্তি। আস্রিয়তেঽনেন করণে ঘঞ্। ৪ সুহৃদ্বল। ৫ দ্বাদশ রাজমণ্ডলের মধ্যস্থ রাজবিশেষ। (আসারো-বেগবদ্বর্ষে সুহৃদ্বলপ্রসারয়োঃ। হেম।) দ্বাদশমণ্ডল যথা—আত্মমণ্ডল, রিপুমণ্ডল, সুহৃদ্মণ্ডল, শত্রুমিত্রমণ্ডল, মিত্রমিত্র-মণ্ডল, মিত্ররিপুমণ্ডল। যুদ্ধের সময়ে এই ছয় মণ্ডল অগ্রে থাকিত। পার্ষ্ণিগ্রাহ, আক্রন্দ, আসার, আক্রন্দাসার, নিগ্রহ এবং অনুগ্রহে শক্ত মধ্যস্থ, নিগ্রহ অনুগ্রহে শক্ত উদাসীন, এই ছয় মণ্ডল যুদ্ধের সময়ে পশ্চাতে থাকিত। ৬ ষড়্‌বিংশতি রগণ দ্বারা রচিত দণ্ডকচ্ছন্দো-বিশেষ। [আরাম দেখ।]

আসিক (পুং) অসিঃ প্রহরণমস্য ঠক্। খড়্গদ্বারা যুদ্ধকারক। তরবারী দ্বারা যুদ্ধকারী।

আসিকা (স্ত্রী) পর্য্যায়েণ আসনং। আস (পর্য্যায়ার্হর্ণোৎপত্তিষু। পা ৩।৩।১১১।) ইতি পর্য্যায়ে ণুচ্ টাপ্। পর্য্যায়ক্রমে উপবেশন। পর্য্যায়ক্রমে থাকা।

আসিক্ত (ত্রি) ঈষৎ সম্যগ্বা সিক্তং। আ-সিচ-ক্ত। ঈষদ্-সিক্ত। যাহাতে অল্প জলাদি সেচন করা হইয়াছে। সম্যক্-সিক্ত। সুন্দররূপে জলাদি দ্বারা সেকযুক্ত।

আসিচ্ (ত্রি) আসিচ্যমান। আহুতি। (ঋগ্‌ভাষ্যে সায়ণ ২।৩৭।১)

আসিত (ক্লী) আস-ভাবে-ক্ত। ১ উপবেশন। আধারে ক্ত। ২ উপবেশনের আধার, বসিবার স্থান। *। ক্তোঽধিকরণে চ ধ্রৌব্যগতিপ্রত্যবসানার্থেভ্যঃ। পা ৩।৪।৭৬। ধ্রৌব্য (নিশ্চলার্থ) গত্যর্থ প্রত্যবসানার্থ (ভোজনার্থ) এই সকল ধাতুর উত্তর অধিকরণ বাচ্যে ক্ত হয় এবং গত্যর্থে কর্ত্তৃ, কর্ম্ম ও ভাববাচ্যেও ক্ত প্রত্যয় হয়।

মুকুন্দস্যাসিতমিদমিদং যাতং রমাপতেঃ।
ভুক্তমেতদনন্তস্যেত্যূচুর্গোপ্যো দিদৃক্ষবঃ॥ সিং কৌং
উক্ত সূত্রে।

অসিতস্য মুনেরপত্যং শিবাদিগণস্যাকৃতিগণত্বাৎ (শিবাদি-ভ্যোঽণ্। পা ৪।১।১১২।) ইত্যণ্। অসিত মুনির পুত্র বা কন্যারূপ অপত্য। সেই অসিত মুনির পুত্র শাণ্ডিল্য গোত্রের প্রবর।

আসিধার (ক্লী) অসিধারা ইবাস্ত্যত্র অণ্। কামুক ভাব পরিত্যাগ করিয়া যুবা যুবতীর সহিত যদি সুন্দর ভর্ত্তার ন্যায় আচরণ করিতে পারেন, তবে সেই আচরণের নাম আসিধার ব্রত।

আসিদ্ধ (ত্রি) আ-সিধ-ক্ত। রাজাজ্ঞাহেতু বাদী যে প্রতিবাদীকে বদ্ধ করিয়াছে, যাহার গমনাদি রোধ করিয়াছে সেই ব্যক্তি।

আসিনাসি (পুং স্ত্রী) অসিঃ খড়্গঃ স ইব তীক্ষ্ণাগ্রা নাসা যস্য সোঽসিনাসঃ মুনিভেদস্তস্যাপত্যং ইঞ্। অসিনাস মুনির অপত্য।

ততঃ (গোত্রাদ্যূন্যস্ত্রিয়াং। ৪।১।৯৪) ইতি ফক্ (ন তৌল্বলিভ্যঃ। পা।২।৪।৬১।) ইতি তস্য ন লুক্। আসিনাসায়নঃ। তৎপৌত্র।

আসিয়া। একটী মহাদ্বীপ। [এসিয়া দেখ।]

আসীন (ত্রি) আস-শানচ্। (ঈদাসঃ। পা।৭।২।৮৩) ইতি ঈত্বং। উপবিষ্ট। [আস ধাতুতে উদাহরণ দেখ।]

আসীন প্রচলায়িত (ক্লী) আসীনেন উপবিষ্টেনৈব প্রচলবৎ আচরিতং আসীন প্রচল ক্যচ্ ভাবে-ক্ত। উপবেশন করিয়া নিদ্রাহেতু ঢোলা। ঘুমের ঘোরে ঢুলুনি।

আসুৎ (ত্রি) আ-সু-ক্বিপ্-তুক্। কৃতাভিষব। কৃতস্নান।

আসুতি (স্ত্রী) আ-সু-ক্তিন্। ১ সোমলতাদি নিষ্পীড়ন। ২ অভিষব, মদ্যনিষ্পাদন, পাকের দ্বারা মদ চোঁয়ান ("ইয়মাসুতিশ্চারুমদায়।" ঋক্ ৮।১।২৬।*। আসুতিঃ আসবো মদকরঃ। সায়ণ।) ৩ ক্ষীরাদি পেয় ("যোনাবিন্দ্র ক্ষুধ্যদ্ভ্যো বয় আসুতিং দাঃ।" ঋক্ ১।১০৪।৭।*। আসুতিং পেয়ং ক্ষীরাদিকং। সায়ন) আ-সু প্রসবে ক্বিপ্। ৪ প্রসব। আসুতেঃ সন্নিকৃষ্টদেশাদিঃ চতুরর্থ্যাং (মধ্বাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।৮৬) ইতি মতুপ্। আসুতিমৎ (ত্রি) আসুতির নিকটস্থ দেশাদি। অস্ত্যর্থে মতুপ্। আসুতিবিশিষ্ট (মদ্যসন্ধানমাসুতিঃ। হেম) (স্ত্রী) ঙীপ্-আসুতিমতী।

আসুতীয় (ত্রি) আসুৎ তস্যেদং (গহাদিভ্যশ্চ। ৪।২। ১৩৮) ইতি ছ। স্নানকারী বা মদ্যকারী সম্বন্ধীয়।

আসুতীবল (পুং) অসুতিরস্যাস্য (রজঃ কৃষ্যাসুতিপরিষদো বলচ্। পা ৫।২।১১২) ইতি বলচ্। বল ইতি দীর্ঘঃ। ১ শৌণ্ডিক, শুঁড়ি। ২ যিনি সোমলতার রস চোঁয়াইতে পারেন তাদৃশ যাজ্ঞিক।

আসুর (ত্রি) অসুরস্যেদং অণ্। ১ অসুরসম্বন্ধী। (সর্ব্বং তদাসুরং দানং। স্মৃতি) কাত্যায়ন লিখিয়াছেন—"কুলালচক্রনিষ্পন্নমাসুরং মৃন্ময়ং স্মৃতং। তদেব হস্তঘটিতং স্থাল্যাদি বৈদিকং ভবেৎ।" কুম্ভকারেরা চক্র দ্বারা যে সকল মৃন্ময় পাত্র প্রস্তুত করে, সেই সকলই আসুর অর্থাৎ তাহাতে পাক করিলে তাহা অসুরেরা পায়। আর যে মৃন্ময় পাত্র (মালসাদি) হস্ত দ্বারা নির্ম্মিত করে সেই স্থাল্যাদি হাঁড়ী বৈদিক অর্থাৎ বৈদিক পাকাদির উপযোগী। এই জন্যই অদ্যাপি হবিষ্যতে মাল্‌সা প্রচলিত আছে। (স্ত্রী) ঙীপ্। ২ আসুরী। (আসুরী রাত্রিরন্যত্র। স্মৃতি) (পুং) অসুরের ন্যায় আচারযুক্ত ব্যক্তি। তাহাদের শৌচ, আচার, সত্য প্রতিপালন প্রভৃতি কিছুই থাকে না। তাহারা কামচারী দাম্ভিক ও মদযুক্ত হয়। তাহারা ঈশ্বরকে মানে না। তাহারা আমিই ঈশ্বর, ভোগী, সিদ্ধ, সুখী, বলবান্, ধনাঢ্য, অভিজনশালী, আমার সদৃশ অন্য আর কে আছে এইরূপ ভাবিয়া থাকে। ৩ অসুরের ন্যায় কর্ত্তব্য বিবাহবিশেষ।

"ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥" মনু।৩।২১।

মনু এই আটপ্রকার বিবাহ লিখিয়া তাহা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এবং।৩।৩১। বচনে আসুর বিবাহের এই বিবৃত করিয়াছেন যে কন্যার পিত্রাদিকে ও কন্যাকে যথাশক্তি শুল্ক (পণ) দান করিলে বরের ইচ্ছানুসারে যে কন্যাদান তাহার নাম আশুর বিবাহ। ৩ কর্ম্ম-বিঘ্নকারী অসুরহন্তা। (ঋগ্ভাষ্যে সায়ণ।) (স্ত্রী) ৪ রাজসর্ষপ। রাই সরিষা। (ক্ষবঃ ক্ষুধাভিজননো রাজিকাকৃমিকাসুরী। অমর) (স্ত্রী) ৫ বিট্‌লবণ। স্বার্থে অণ্। অসুর। ৬ অযজনশীল (স্ত্রী) ৭ ছেদাত্মক চিকিৎসা। যে চিকিৎসায় ছেদনাদি অস্ত্র কার্য্য আছে। যেমন ভগ্ন হস্ত পদাদির ছেদন।

আসুরস্ব (ক্লী) ৬তৎ। যজনহীন ব্যক্তির ধন।

আসুরায়ণ (পুং) আসুরেরপত্যং যুবা (গোত্রাদ্যূন্যস্ত্রিয়াং। পা ৪।১।৯৪।) ইতি ফক্। অসুরের যুবগোত্রাপত্য। (স্ত্রী) পা ৪।১।১৯। সূত্রস্থ (আসুরে রূপসংখ্যানং। ইতি বার্ত্তিকাৎ ফে ষিত্বাৎ ঙীপ্। আসুরায়ণী।

আসুরি (পুং) অস্যতি ক্ষিপতি পাপানি তত্ত্বজ্ঞানেন অসু ক্ষেপণে (অসেরুরণ্। উণ্।১।৪১।) ইত্যুরণ্ অসুরঃ কপিলস্তস্য ছাত্রঃ ইঞ্। সাংখ্যযোগাচার্য্য কপিলের শিষ্য ঋষিবিশেষ। (ততঃ গোত্রাদ্যূন্যস্ত্রিয়াং। পা ৪।১।৯৪) ইতি ফক্ তস্য (ন তৌল্বলিভ্যঃ। পা ২।৪।৬১।) ইতি ন লুক্। আসুরি। আসুর মুনির পুত্র। আসুরায়ণ তৎপৌত্র, তিনি একজন যজুর্ব্বেদ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক।

আসুরিক (ত্রি) অসুর-ঠঞ্। অসুরসম্বন্ধীয়।

আসুরিবাসিন্ (পুং) আসুরৌ আসুরমুনিসমীপে বসতি ণিনি। আসুরি মুনির অন্তেবাসী। তৎশিষ্য প্রশ্নীপুত্র, যজুর্ব্বেদ সম্প্রদায়ক ঋষিবিশেষ।

আসুরীয় (পুং) অসুরেণ প্রোক্তং অসুর (ছন্দশ্চেতি চ বক্তব্যম্। পা ৪।১।১৯। বার্ত্তিকেনেতি) ছ। অসুরকথিত কল্পশাস্ত্র।

আসুরী (স্ত্রী) অসুরস্যেদমিত্যণ্। অসুরসম্বন্ধীয়।

আসেচনবৎ (ত্রি) আসেচন-মতুপ্। অতি ভালবাসাযুক্ত ব্যক্তি।

আসেক (পুং) আ-সিচ-ঘঞ্। জলাদিদ্বারা বৃক্ষাদির অল্প সেচন করা। সম্যক্ সেচন করা।

আসেক্য (পুং) আসেকমর্হতি আসেক-যৎ, আ-সিচ্-ণ্যত্বা। নপুংসকবিশেষ। বৈদ্যশাস্ত্রে লিখিত আছে, মাতা ও পিতার তুল্যবীর্য্য হইলে আসেক্যের জন্ম হয়, সেই ক্লীব শুক্রপান করিয়া নিশ্চয় উন্নত লিঙ্গ লাভ করিতে পারে।

আসেচন (ত্রি) ন সিচ্যতে তৃপ্যতি মনোঽস্মাৎ অপাদানে ল্যুট্, অসেচনঃ স্বার্থে অণ্। ১ যাহা নিয়ত দেখিয়াও তৃপ্তির শেষ হয় না সেই বস্তু প্রভৃতি। (ক্লী) স্বার্থে কন্। আসেচনক। ঐ অর্থ। রায়মুকুট "অসেচন" এইরূপই পাঠ করেন। আ-সিচ-ভাবে ল্যুট্। (ক্লী) ২ সম্যক্‌সেচন। করণে ল্যুট্ (ত্রি) ৩ সম্যক্ বা ঈষৎ সেচন-সাধন পাত্র। (স্ত্রী) ঙীপ্। আসেচনী। ক্ষুদ্র সেচনপাত্র।

আসেদিবস্ (ত্রি) আ-সদ্—(ভাষায়াং সদবসশ্রুবঃ। পা ৩।২।১০৮) ইতি ভাষায়াং লিড্বাৎ, তস্য চ নিত্যং ক্বসুঃ তস্মিন্ পরে দ্বির্ভাবঃ; অভ্যাসলোপঃ, অত এত্বঞ্চ, তত একাচ্ত্বাৎ (বস্বেকাজাদ্ঘসাং। পা ৭।২।৬৭।) ইতি বসাবিট্। ১ নিকটাগত। ২ প্রাপ্ত। (স্ত্রী) ঙীপ্। বসোঃ সম্প্রসারণং। পা ৬।৪।১৩১।) ইতি বস্তোত্বম্। অসিদ্ধংবহিরঙ্গ-মন্তরঙ্গে। ইতীটোঽপি নিবৃত্তিঃ, ষত্বঞ্চ, আসেদুষী—আগতা, প্রাপ্তা। উপস্থিতা। আসেদিবান্, আসেদিবাংসৌ। তয়া—আসেদুষা।

আসেদ্ধৃ (ত্রি) আ-সিধ-তৃচ্। বিবাদ বিষয়ে রাজাজ্ঞা হেতু প্রতিবাদীর গতি প্রভৃতির রোধকর্ত্তা, বাদী (স্ত্রী) ঙীপ্। আসেদ্ধ্রী।

আসেধ (পুং) আ সিধ-ভাবে ঘঞ্। বিবাদ বিষয়ে রাজাজ্ঞা-হেতু বাদিকর্ত্তৃক প্রতিবাদীর স্থানান্তরে গমন নিবারণ।

আসেধ ৪ প্রকার—১ যাহা বলিবে তাহা না করা, ২ তাহার কথা অতিক্রম করা, ৩ যত কাল না ডাকা হয় তদবধি স্থানান্তরে রাখা, ৪ কোন কর্ম্ম উদ্দেশ করিয়া বিদেশে পাঠান।

আসেবন (ক্লী) সম্যক্ সেবনং প্রাদিসং। ১ সর্ব্বদা সেবা-করা। ২ পৌনঃপুন্য। (নিসস্তপতাবনাসেবনে। পা ৮।৩। ১০২। আসেবনং পৌনঃপুন্যং। সিং কৌং উক্ত স্থলে বৃত্তি।)

আসেবা (স্ত্রী) আ সেব-অঙ্ টাপ্। (পৌনঃপুন্য। ক্রিয়ায়াঃ পৌনঃপুন্যমাসেবা। সিং কৌং ৩।৪।৫৬। বৃত্তিঃ।) সম্যক্ সেবা। ২ রাক্ষসী।

আসেবিত (ত্রি) আ-সেব-ক্ত-ইট্। ১ সম্যক্ সেবিত। ২ পুনঃ পুনঃ সেবিত। ভাবে ক্ত (ক্লী) ৩ সম্যক্ সেবা।

আসেবিতিন্ (ত্রি) আসেবিত (ইষ্টাদিভ্যশ্চ।) ইতি ইনি। সুন্দর সেবাকারী। (স্ত্রী) ঙীপ্। আসেবিতিনী।

আস্কন্দ (পুং) আ-স্কন্দ-ঘঞ্। ১ উৎপ্লবন, ঊর্দ্ধে লাফ দেওয়া। ২ আক্রমণ। ৩ সম্যক্‌শোষণ। ৪ তিরস্কার। ৫ ঘোড়া প্রভৃতির আস্কন্দিত নামক গতি বিশেষ।

আস্কন্দন (ক্লী) আস্কন্দ্যতেঽত্র আ-স্কন্দ আধারে ল্যুট্। ১ যুদ্ধ। ভাবে ল্যুট্। ২ তিরস্কার। ৩ আক্রমণ। ৪ উৎ-প্লবন। ৫ অশ্বের গতি বিশেষ।

আস্কন্দিত (ক্লী) আ-স্কন্দ-ণিচ্ ক্ত ইট্। অশ্বের গতি বিশেষ। (আস্কন্দিতং ধৌরিতকং রেচিতং বল্গিতং প্লুতং। অমর।) তারকাদিং ইতচ্ (ত্রি) মাত্র আস্কন্দনযুক্ত। সংজ্ঞায়াং স্বার্থে বা কন্। আস্কন্দিতক। ঐ অর্থ।

"ধোরিতং বল্গিতং প্লুতাত্তেজিতোত্তেরিতানি চ। ৩১১।
গতয়ঃ পঞ্চধারাখ্যাস্তুরঙ্গাণাং ক্রমাদিমাঃ।
তত্র ধৌরিতকং ধৌর্য্যং ধোরণং ধোরিতঞ্চ তৎ॥ ৩১২।
বক্রকঙ্কশিখিক্রোড়গতিবদ্বল্গিতং পুনঃ।
অগ্রকায়সমুল্লাসাৎ কুঞ্চিতাস্যং নতত্রিকম্॥ ৩১৩।
প্লুতন্তু লঙ্ঘনং পক্ষিমৃগগত্যনুদারকম্।
উত্তেজিতং রেচিতং স্যান্মধ্যবেগেন যা গতিঃ॥ ৩১৪।
উত্তেরিতমুপকণ্ঠমাস্কন্দিতকমিত্যপি।
উৎপ্লুত্যোৎপ্লুত্য গমনং কোপাদিবাখিলৈঃ পদৈঃ॥ ৩১৫।
হেম। ৪ তির্য্যক্‌কাণ্ডঃ।

হেমচন্দ্রের মতে ধোরিত, বল্গিত, প্লুতি, উত্তেজিত, উত্তেরিত, অশ্বের এই পাঁচ প্রকার গতি। তন্মধ্যে অশ্বদিগকে গাড়ীর ধুরায় বাঁধিয়া দিলে অর্থাৎ ঘোড়া গাড়ী প্রভৃতিতে যুতিয়া দিলে তাহারা যেরূপ গমন করে তাহার নাম ধৌরি-তক, ধৌর্য্য, ধোরণ, ধোরিত। লাগামের দ্বারা মুখ টানিলে ক্রোড়ের দিকে আস্তে আস্তে অগ্রের পা তুলিতে তুলিতে অগ্নিশিখার ন্যায় বা কঙ্ক পক্ষীর ন্যায় শিখাধারী হইয়া অর্থাৎ ঝুঁটের অগ্রভাগ ঊর্দ্ধদিকে করিয়া উল্লাস হেতু গলা উচ্চ করিয়া মুখটী কিছু কুঞ্চিত অর্থাৎ নিম্নদিকে রাখিয়া এবং পশ্চাদ্‌ভাগ কিঞ্চিৎ নত করিয়া যে গমন করে তাহার নাম বল্গিত। পক্ষীর বা মৃগের গতির ন্যায় লাফাইতে লাফাইতে খানিক খানিক স্থান লঙ্ঘন করিতে করিতে যাওয়ার নাম প্লুতি বা প্লুত। কালিদাস শকুন্তলায় মৃগের প্লুত গতিটী ঠিক্ এইরূপ বলিয়াছেন। যথা—(পশ্যোদগ্রপ্লুতত্বাদ্বিয়তি বহুতরং স্তোকমুর্ব্ব্যাং প্রয়াতি।) মধ্যে বেগদ্বারা যে গতি তাহার নাম উত্তেজিত বা রেচিত। কখন কখন যেন কোপহেতু চারিখানি পা তুলিয়া এককালীন ঊর্দ্ধদিকে লাফাইয়া উঠে, কখন কখন সেইরূপ লাফাইতে লাফাইতে যে গমন করে, তাহার নাম উত্তেরিত বা উপকণ্ঠ অথবা আস্কন্দিতক।

আস্কন্দিন্ (ত্রি) আ-স্কন্দতি হিনস্তি আ-স্কন্দ-ইন্। হিংসক।

আস্কিয়া (চলিত) আস্কে পিঠে। চাউলের গুঁড়া বা ময়দা গুলিয়া উনুনে শরা চাপাইবে, শেষে ঐ গোলা তাহাতে দিয়া চারি পাশে একটু একটু জল দিলে পিটা ফুলিবে, তাহা নামাইলেই আস্কিয়া হইল।

আস্ক্র (ত্রি) আ-ক্রম-ড বেদে পৃষোঃ সুট্। ১ আক্রামক, যে আক্রমণ করে। ভাবে ড। ২ আক্রমণ। বোধ হয় আস্ক্র শব্দের অপভ্রংশই "আস্কারা" হইয়াছে।

আস্ত (ত্রি) আ-অস বিক্ষেপে ক্ত। ১ সম্যক্ ক্ষিপ্ত, একবারে ফেলে দেওয়া। (অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। মনু। ৩। ৭৬। সম্যক্ ক্ষিপ্তা। কুল্লূক।)

আস্তর (পুং) আ-স্তৃ-ঋদোরবিত্যপ্। পা ৩। ৩। ৫। ১ হস্তীর পৃষ্ঠস্থ কম্বল, ঝুল। ২ বিস্তরণীয় দরমা প্রভৃতি। ভাবে অপ্। ৩ সুবিস্তার। ৪ অস্ত্রবিশেষ। বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদে লিখিত আছে—

"আস্তরো গ্রন্থিপাদঃ স্যাৎ দীর্ঘমৌলির্বৃহৎকরঃ।
ভুগ্নহস্তোদরশিরঃশ্যামবর্ণো দ্বিহস্তকঃ॥
ভ্রামণং কর্ষণঞ্চৈব ছেটনং তৎত্রিবল্গিতম্।
জ্ঞাত্বা শত্রূন্ রণে হন্যাৎ ধার্য্যঃ সাদিপদাতিভিঃ॥"

আস্তর নামক অস্ত্রের পাদদেশ গ্রন্থিযুক্ত, মস্তক দীর্ঘ, হাতল বড়, হাতল, উদর ও মাথা বাঁকা, বর্ণ কাল, পরিমাণ দুই হাত। ইহা দ্বারা ঘুরাণ, আকর্ষণ ও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করণ এই কয়েকটী ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই অস্ত্রে যুদ্ধকালে শত্রুবিনাশ করিবে। অশ্বারোহী ও পদাতি ইহা ধারণ করিবে। ৫ জামা প্রভৃতির ভিতর কাপড়।

আস্তরণ (স্ত্রী) আস্তীর্য্যতে যৎ কর্ম্মণি ল্যুট্। ১ আস্তীর্য্যমান কটাদি, যে আসনাদি বিস্তার করিয়া বসা যায়। (স্ত্রী) ঙীপ্। আস্তরণী। আস্তরণপট, গালিচা প্রভৃতি। ভাবে-ল্যুট্। ২ বিস্তার। আস্তরণে দীয়তে কার্য্যং বা (ব্যুষ্টাদিভ্যোঽণ্। পা ৫। ১। ৯৭।) ইতি অণ্ (ত্রি) ৩ আস্তরণে যাহা দিতে হয়। ৪ আস্তরণে যাহা করা যায়।

আস্তারণিক (ত্রি) আস্তরণং প্রয়োজনমস্য আস্তরণ-ঠক্। আস্তরণ-সাধন বস্ত্রাদি।

আস্তরণীয় (ত্রি) আস্তরণস্যেদং বৃদ্ধত্বাৎ ছ। আস্তরণ-সম্বন্ধী।

আস্তানা (পারস্য) ১ চালা। ২ ফকিরদিগের বিশ্রামঘর।

আস্তায়ন (ত্রি) অস্তি ইতি অব্যয়ং, অস্তি বিদ্যমানস্য সন্নিকৃষ্টদেশাদি (পা ৪। ২। ৮০।) পক্ষাদিং ফক্। অব্যয়স্য টিলোপঃ। বর্ত্তমান নিকটবর্ত্তী দেশাদি।

আস্তার (পুং) আ-স্তৃ-ঘঞ্। ১ বিস্তারের যোগ্য। ২ বিস্তার।

আস্তারপংক্তি (স্ত্রী) আস্তারো নাম পংক্তিঃ, শাকতৎ। বৈদিক ছন্দোবিশেষ।

আস্তাব (পুং) আ-স্তুবন্ত্যত্র আ-স্তু-আধারে ঘঞ্। ১ যজ্ঞে স্তোতৃগণ যে স্থানে স্তব করিতেন। ভাবে ঘঞ্। ২ সম্যক্ স্তব।

আস্তাবল্ (পারস্য) ঘোড়ার ঘর।

আস্তেব্যস্তে (চলিত) আস্তে আস্তে। ধীরে ধীরে।

আস্তিক (ত্রি) অস্তি পরলোক ইতি মতির্যস্য। (অস্তিনাস্তিদিষ্টং মতিঃ। পা ৪। ৪। ৬০।) ইতি ঠক্। ১ পরলোক-অস্তিত্ববাদী, পরলোক আছে এই কথা যিনি স্বীকার করেন। ২ জরৎকারু মুনির পুত্র নিরুক্ত নামক মুনিবিশেষ, তিনিই পরলোক আছে এ কথা প্রথমে বলেন তজ্জন্য তাঁহার নাম আস্তিক হইয়াছে। [আস্তীক দেখ।]

আস্তিকার্থদ (পুং) আস্তিকায় অর্থং দদাতি আস্তিক-অর্থ—দা-ক। জনমেজয়।

আস্তিক্য (ক্লী) অস্তিকস্য ভাবঃ (পত্যন্তপুরোহিতাদিভ্যো যক্। পা ৫। ১। ১২৮।) ইতি যক্। আস্তিকত্ব। পরলোকস্বীকার।

আস্তীক (পুং) বাসুকির ভগিনী মনসার গর্ভে জাত জরৎকারুমুনির পুত্র মুনিবিশেষ। বাসুকির জ্ঞাতিবর্গ মাতৃশাপে অভিভূত হয়; বাসুকি ঐ শাপ বিমোচনের জন্য মহাতপা জরৎকারুকে নিজ ভগিনী প্রদান করিলেন; কিন্তু সম্প্রদানের পূর্ব্বে জরৎকারু মুনি বলিলেন, প্রদান কর, কিন্তু তাহার ভরণ পোষণের ভার আমি নিতে পারিব না এবং তোমার ভগিনী যদি আমার অমতে কার্য্য করেন, তবে তখনিই আমি তাহাকে ত্যাগ করিব। বাসুকি তাহাও স্বীকার করিয়া ভগিনীকে বিবাহ দিলেন। অনন্তর মুনি সহবাসে তাহার গর্ভ হইল। একদা মহর্ষি নিদ্রিত আছেন, এমন সময়ে নাগভগিনী জরৎকারু দেখিলেন যে, সূর্য্য অস্ত যায়, স্বামীর সায়ংক্রিয়ার কাল অতীত হয়, কি করি, ঋষি ভয়ানক রাগী, এখন জাগাইলে ত আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন, যাই হোক্ ধর্ম্মলোপ অপেক্ষা ইহাতে অধিক পাপ হইবে না, আমি ইহাঁকে জাগাই, এই ভাবিয়া জাগাইলেন। ঋষি উঠিয়া বলিলেন, ভদ্রে! তুমি আমার অপ্রিয় কার্য্য করিলে; সুতরাং এখানে আর কিছুতেই থাকিব না। তুমি দুঃখিত হইও না এবং তোমার ভাইও যেন দুঃখিত না হন। এই বলিয়া তিনি চলিলেন। তখন জরৎকারু জিজ্ঞাসিলেন, মুনিবর! আপনি ত চলিলেন, বাসুকি যে জন্য আপনার নিকট আমাকে সমর্পণ করিয়াছেন তাহার কি হইল?

তখন মুনি বলিলেন "অস্তি" অর্থাৎ আমার ঔরসে তোমার গর্ভ হইয়াছে। এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। কিছু দিন পরে জরৎকারু পুত্র প্রসব করিলেন। ঐ পুত্র সর্পভবনে সর্প কর্তৃক প্রতিপালিত হইলেন এবং নিজ বুদ্ধিবলে ভৃগু-পুত্র চ্যবনের নিকট সমস্ত শাস্ত্র শিখিলেন। তিনি যখন গর্ভে তখন তাঁহার পিতা (অস্তি) এই কথা বলিয়া চলে গেলেন, এ জন্য তিনি আস্তীক নামে বিখ্যাত। ইনি জনমেজয়ের সর্পধ্বংস যজ্ঞ হইতে সর্পগণকে পরিত্রাণ করেন। আস্তীকমধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থঃ অণ্। আস্তীক মুনির জীবন-চরিতযুক্ত মহাভারতের অন্তর্গত পর্ব্ববিশেষ।

আস্তিকজননী (স্ত্রী) আস্তীকস্য জননী ৬তৎ। বাসুকির ভগিনী, জরৎকারু মুনির পত্নী, মনসা। শয়ন করিবার সময়ে তাঁহাকে প্রণাম করিবার নিয়ম আছে। প্রণাম মন্ত্র—যথা—"আস্তিকস্য মুনের্মাতা ভগিনী বাসুকেস্তথা। জরৎকারুমুনেঃ পত্নী মনসাদেবি! নমোঽস্তু তে।"

আস্তীন্ (পারস্য) জামার হাতার ঝুল বা ঘের।

আস্তীর্ণ (ত্রি) আ-স্তৃ-ক্ত। বিস্তীর্ণ বিস্তারিত আসনাদি।

আস্তৃত (ত্রি) আ-স্তৃ-ক্ত। বিস্তারিত আসনাদি।

আস্তেয় (ত্রি) অস্তীত্যব্যয়ং, তত্র বিদ্যমানে ভবং (দৃতি-কুক্ষিকলশিবস্ত্যস্ত্যহের্ঢঞ্। পা ৪।৩।৫৬) ইতি ঢঞ্। বিদ্যমান পদার্থজাত। নস্তেয়মস্তেয়ং তস্য ভাবঃ অণ্। অচৌর্য্য।

আস্ত্র (ত্রি) অস্ত্রস্যেদং অণ্। অস্ত্রসম্বন্ধী।

আস্ত্রবুধ্ন (পুং) অস্ত্রবুধ্নপুত্র। (ত্বং ত্যমিন্দ্রমর্ত্যমাস্ত্র-বুধ্নায়। ঋক্ ১০।১৭১।৩।)

আস্থা (স্ত্রী) আ-স্থা-অঙ্-টাপ্। ১ আলম্বন। ২ অপেক্ষা। ৩ শ্রদ্ধা। ৪ স্থিতি। ৫ যত্ন, আদর। আস্থীয়তেঽত্র আধারে অঙ্ টাপ্। ৬ সভা, আস্থান (আস্থাযত্নালম্বনয়োরা-স্থানাপেক্ষয়োরপি। হেম।

আস্থাতৃ (ত্রি) স্থিতিকারী। ("আস্থাতা তে জয়তু জেত্বানি।" ঋক্ ৬।৪৭।২৬।*। আস্থাতা অবস্থিতো রথী। সায়ণ।)

আস্থান (ক্লী) আস্থীয়তেঽত্র আ-স্থা-আধারে ল্যুট্। ১ সভা। ২ বিশ্রামস্থান। (স্ত্রী) ঙীপ্। আস্থানী, সভা। (সভা। ইত্যাদি—আস্থানী ক্লীবমাস্থানং। অমর) ভাবে ল্যুট্, (ক্লী) ৩ আস্থা। ৪ শ্রদ্ধা।

আস্থাপন (ক্লী) আ-স্থা-ণিচ্-পুক্ ল্যুট্। ১ সম্যক্ স্থাপন। রক্ষা করান। করণে ল্যুট্। ২ সুশ্রুতোক্ত ব্রণোপক্রমণীয় বস্তি বিশেষ।

আস্থাপিত (ত্রি) আ-স্থা-ণিচ্-পুক্-ক্ত-ইট্। সম্যক্ স্থাপিত, রাখা। (আস্থাপিত শব্দ আচিতাদিগণীয় বলিয়া অন্তো-দাত্ত নহে।)

আস্থায়িক (স্ত্রী) আ-স্থা- ধাত্বর্থনির্দ্দেশে ণ্বুল্, স্ত্রীত্বাৎ টাপ্ অত ইত্বং। আস্থান, আস্থিতি, সম্যক্ স্থিতি। কর্ত্তরি ণ্বুল্। আস্থাপক, আস্থানকর্ত্তা। (স্ত্রী) টাপ্। আস্থা-পিকা। আস্থানকর্ত্রী। (ধাত্বর্থনির্দ্দেশে ণ্বুল্। বার্ত্তিক। পা ৩।৩।১০৮। সূত্রে।)

আস্থায়ী (সঙ্গীত) কোন রাগালাপের কিংবা গীতের প্রথম চরণ বা মুখবন্ধ। আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ এই চারি চরণ থাকিলে একটী আলাপ বা গীত সম্পূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয়।

আস্থিত (ত্রি) আ-স্থা-ক্ত (দ্যতিস্যতিমাস্থামিত্তি কিতি। পা ৭।৪।৪০) ইতি ইকারোঽন্ত্যাদেশঃ। ১ অবস্থান। ২ প্রাপ্ত। ৩ আরূঢ়। ৪ আশ্রিত।

আস্থিতি (স্ত্রী) আ-স্থা-ক্তিন্ পূর্ব্ববদিত্বং। ১ সম্যক্ স্থিতি। ২ থাকা।

আস্থেয় (ত্রি) আ-স্থা-কর্ম্মণি যৎ। যাহাকে অবলম্বন করিতে হয়, আশ্রয়ণীয়।

আস্নাত (ত্রি) আ-স্না-ক্ত। কৃতস্নান, যিনি স্নান করিয়াছেন।

আস্নান (ক্লী) আ-স্না-ল্যুট্। ১ প্রক্ষালন দ্বারা শুদ্ধি। ২ সম্যক্ স্নান।

আস্পদ (ক্লী) আ-পদ-অচ্ (আস্পদম্প্রতিষ্ঠায়াং। পা ৬।১।১৪৬।) ইতি সুট্। ১ প্রতিষ্ঠা। ২ পদ। ৩ স্থান। ৪ কৃত্য। ৫ প্রভুত্ব। ৬ অবলম্বন। ৭ বিষয়। ৮ অবস্থান। ৯ লগ্ন হইতে দশম স্থান। (প্রতিষ্ঠাকৃত্য-মাস্পদং।*। অমর। আস্পদস্তু পদে কৃত্যে। বিশ্ব।)

আস্পন্দন (ক্লী) আ-স্পন্দ-ল্যুট্। ঈষৎ কম্পন। অল্প চলন।

আস্পাত্র (ক্লী) আস্যরূপং পাত্রং পৃষো°। মুখরূপ পাত্র।

আস্ফাল (পুং) আ-স্ফল চালে ণিচ্ অচ্। স্ফুল-ঘঞ্। স্ফালাদেশো বা। চালন (নাড়ান), হস্তীর কর্ণচালন।

আস্ফালন (ক্লী) আ-স্ফল-চালে ণিচ্ ল্যুট্। ১ তাড়ন। ২ চালন। ৩ আটোপ। ৪ প্রাগলভ। দম্ভ, দর্প, অহঙ্কার।

আস্ফালিত (ত্রি) আ-স্ফল ণিচ্ ক্ত। ১ চালিত। ২ আঘট্টিত (ঘোটা)। ৩ তাড়িত।

আস্ফুজিৎ (পুং) আস্ফুলতি আ-স্ফুল ডু, তং জয়তি জি ক্বিপ্ তুক্। শুক্রাচার্য্য।

আস্ফোট (পুং) আ-স্ফুট-ণিচ্-কর্ত্তরি অচ্। ১ অর্কবৃক্ষ, আকন্দ গাছ। (স্ত্রী) ২ নবমল্লিকা। ৩ মল্লের বাহুশব্দ, বাহুতে বাহুতে তালঠোকা। ৪ সংঘর্ষণজাত শব্দ সকল, ঘর্ষণে ঘর্ষণে যে শব্দ হয়।

আস্ফোটক (ক্লী) আ-স্ফুট্-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ আখোট, পর্ব্বতের পীলুবিশেষ। (ত্রি) ২ বাহুশব্দকারী মল্ল, মাল।

আস্ফোটন (ক্লী) আ-স্ফুট-ণিচ্- ভাবে ল্যুট্। ১ প্রকাশ। ২ তাল ঠুকিয়া বাহুর শব্দ করা। শূর্পাদি দ্বারা ধান্যাদি বিতুষীকরণ। কুলায় ধান ঝাড়া, আছড়ান।

আস্ফোটনী (স্ত্রী) আস্ফোট্যতে ছিদ্রীক্রিয়তে অনয়া করণে ল্যুট্ ঙীপ্। বেধনাস্ত্র, তুরপিন।

আস্ফোটিত (ত্রি) আ-স্ফুট ণিচ্-কর্ম্মণি ক্ত। ১ বিদলিত। (ক্লী) ভাবে ক্ত। ২ বাহুপ্রভৃতির তালঠোকার শব্দ প্রকাশ।

আস্ফোত (পুং) আ-স্ফট্ অচ্ পৃষোং টস্য তত্বং। ১ অর্কবৃক্ষ, আকন্দগাছ। ২ কোবিদার বৃক্ষ। ৩ পলাশ বৃক্ষ। স্বার্থে কন্। আস্ফোতক। অর্কবৃক্ষ, আকন্দগাছ।

আস্ফোতা (স্ত্রী) আ-স্ফুট্-অচ্ পৃষোং টাপ্। ১ অপরাজিতা। অপরাজিতা দুই প্রকার, শ্বেতপুষ্পী ও নীলপুষ্পী। "আস্ফোতা গিরিকর্ণী বিষ্ণুক্রান্তাঽপরাজিতা।" (ভাবপ্রকাশ)। দুই প্রকার অপরাজিতাই কটু, শীতল, কণ্ঠসুস্বরকারী এবং কুষ্ঠ গুল্ম ত্রিদোষ শোথ জ্বর ও বিষ নষ্টকারক। কষায়, কটুপাক, সুতিক্ত, স্মৃতি ও বুদ্ধিবর্দ্ধক। ২ সারিবা, হাপর মালীলতা।

আস্মাক (ত্রি) অস্মাকমিদং অস্মদ্-অণ্ (তস্মিন্নণি চ যুষ্মাকাস্মাকৌ পা ৪।৩।২) ইতি অস্মকাদেশঃ ণিত্বাদাদ্যচোবৃদ্ধিঃ। অস্মৎসম্বন্ধী, যে বস্তু আমাদের। (স্ত্রী) ঙীপ্। আস্মাকী।

আস্মাকীন (ত্রি) অস্মাকমিদং (যুষ্মদস্মদোরন্যতরস্যাং খঞ্। পা ৪।৩।১। ইতি খঞ্। পা।৪।৩।২) ইতি অস্মাকাদেশঃ, ঞিত্ত্বাদাদ্যচো বৃদ্ধিশ্চ। অস্মৎসম্বন্ধী, আমাদের বস্তু।

আস্য (ক্লী) অস্যতে ক্ষিপ্যতে ভক্ষ্যং যত্র অনেন বা অস আধারে বা করণে ণ্যৎ। মুখ। (বক্ত্রাস্যে বদনং তুণ্ডমাননং লপনং মুখম্। অমর) মুখের মধ্যভাগ। আস্যে ভবং যতি বা নাসন্নাদেশঃ যলোপশ্চ (ত্রি) মুখভব, মুখে যাহা হয়।

আস্যন্দন (ক্লী) আ-স্যন্দ-ভাবে ল্যুট্। ঈষৎ ক্ষরণ। অল্পগলন।

আস্যন্ধয় (ত্রি) আস্যং ধয়তি পিবতি। ধে খশ্-মুম্ উপংসং। মুখামৃতাস্বাদক, মুখচুম্বক, চুম্বনকারী।

আস্যপত্র (ক্লী) আস্যমেনোপমিতং পত্রমস্য বহুব্রী। পদ্ম।

আস্যলাঙ্গল (পুং) আস্যং মুখং লাঙ্গলমিব ভূবিদারকং যস্য বহুব্রী। শূকর, শূয়ার।

আস্যলোমন্ (ক্লী) আস্যভবং লোম শাক° তৎ। পুরুষের মুখজাত দাড়ি।

আস্যা (স্ত্রী) আস-ভাবে ক্যপ্ টাপ্। ১ স্থিতি, গতিরাহিত্য। ২ বিলক্ষণ। (হেতুশূন্যাস্ত্বাস্যা বিলক্ষণম্। হেম। ৬। ১৩৩।)

আস্যাসব (পুং) আস্যস্যাসব ইব। লালা, লাল। প্রায় সকলেই ইহাকে মুখের লাল কহে।

আস্র (ক্লী) অস্রমেব স্বার্থেঽণ্। রুধির, রক্ত। (ততঃ সুখাদিভ্যশ্চ। পা।৫।২।১৩১) ইতি ইনি। (ত্রি) আস্রিন্। রক্তযুক্ত (স্ত্রী) ঙীপ্। আস্রিনী।

আস্রপ (পুং) আস্রং রুধিরং পিবতি পা-ক। উপসং। ১ রাক্ষস। মূলানক্ষত্রের দেবতা রাক্ষস। ২ জোঁক।

আস্রব (পুং) আস্রবতি মনোঽনেন করণেঽপ্। ক্লেশ। কর্ত্তরি অচ্। অর্হৎ মতসিদ্ধ পদার্থ বিশেষ।

আস্রাব (পুং) আস্রবতি রুধিরমস্মাৎ। আ স্রু অপাদানে ঘঞ্। ১ ক্ষত ঘা। ভাবে ঘঞ্। ২ সম্যক্ স্মরণ। কর্ত্তরি ণ। ৩ মুখলালা, লাল। আস্রাবোঽস্ত্যস্য অর্শআদিং অচ্। ৪ সম্যক্ রক্ষণযুক্ত।

আস্রায্ (ত্রি) আস্রং বেদয়তে আস্র-সুখাদিভ্যঃ কর্ত্তৃবেদনায়াম্। পা ৩।১।১৮।) ইতি ক্যঙ্ ততঃ ক্বিপ্। আস্রজ্ঞাপক, যে রক্তপড়ার কথা বলিয়া দেয়।

আস্রায়ণ (ত্রি) আস্রায়-(নড়া° ৪।১। ৯৯।) ইতি ফক্। আস্রজ্ঞাপকের বংশ, বা অপত্য।

আস্রিন্ (ত্রি) আস্রমস্ত্যস্য আস্র-ইনি (সুখাদি। পা ৫। ২।১৩১।) রক্তযুক্ত।

আস্রাবিন্ (ত্রি) আস্রবতি-আ-স্রু-ণিনি। ১ মদাদি ক্ষরণশীল। আস্রাবোঽস্যাস্তীতি অস্ত্যর্থে ইনি। ২ ক্ষরণযুক্ত।

আস্বনিত (ত্রি) আ-স্বন্-ক্ত (রুষ্যমত্বরসংঘুষাস্বনাং। পা ৭।২। ২৮।) ইতি বা ইট্। শব্দিত। (আস্বান্তঃ। আস্বনিতঃ। সিং কৌং।)

আস্বাদ (পুং) আ-স্বদ-কর্ম্মণি ঘঞ্। ১ মধুরাদি রস। ২ শৃঙ্গারাদি রস। ভাবে ঘঞ্। ৩ রসের অনুভব। কোন দ্রব্য চর্ব্বণ করিলে যে মিষ্ট তিক্তাদি বোধ হয় তাহার নাম আস্বাদ। যেমন গুড় খাইলে মিষ্ট লাগে, মরিচ খাইলে ঝাল লাগে, নিম খাইলে তিক্ত লাগে। শৃঙ্গারাদিতে মনের আনন্দ বা দুঃখাদির নাম আস্বাদ।

আস্বাদক (ত্রি) আ-স্বদ-ণ্বুল্। আস্বাদনকর্ত্তা।

আস্বাদন (ক্লী) আ-স্বদ-ভাবে-ল্যুট্। আস্বাদ।

আস্বাদবৎ (ত্রি) আস্বাদ-চাতুরর্থিকো মতুপ্। আস্বাদযুক্ত।

আস্বাদিত (ত্রি) আ-স্বদ্-ণিচ্ ক্ত ইট্। ভোজন করিয়া যাহার আস্বাদন গৃহীত হইয়াছে।

আস্বাদ্য (ত্রি) আ-স্বদ-ণিচ্-যৎ। আস্বাদযোগ্য। আ-স্বদ-ণিচ্-ল্যপ্ (অব্য) আস্বাদন করিয়া।

আস্বান্ত (ত্রি) আ-স্বন-ক্ত দীর্ঘশ্চ। শব্দিত। [পক্ষে ইড়ভাবের সূত্র আস্বনিত শব্দে দেখ।]

আস্রাব (পুং) আ-স্রু-ণ। সম্যক্ গমন, গলিত দ্রব্য।

আহ (অব্য) আ-হন-ড। ১ অতীত ব্রূ ধাতুর অর্থ। ২ ক্ষেপ। ৩ নিয়োগ। ৪ দৃঢ় সম্ভাবনা। ৫ বিবাদ। 'আহ ক্ষেপে নিয়োগে চ দৃঢ়সম্ভাবনেঽব্যয়ম্। বিবাদে চ'। শব্দাব্ধি।

আহক (পুং) আ-হন্তি আ-হন ডঃ ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্। বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত জ্বর বিশেষ। নাসাজ্বর।

আহত (ত্রি) আ-হন-ক্ত। ১ তাড়িত। ২ আমি বন্ধ্যাপুত্র ইত্যাদি মিথ্যার্থক বাক্য। (পুং)। ৩ ঢক্কা, ঢাক। (ক্লী) ৪ বস্ত্রবিশেষ। বশিষ্ঠের মতে অল্প প্রক্ষালিত নূতন সাদা ছিলাযুক্ত যাহা কেহ পরিধান করে নাই তাদৃশ বস্ত্রের নাম আহত, ঐ আহত বস্ত্র সকল কার্য্যেই দেওয়া যাইতে পারে। ৫ পুরাতন বস্ত্র, বারংবার রজকের আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে তজ্জন্য তাহারও নাম আহত (ত্রি) ৬ আঘাত প্রাপ্ত। ৭ মর্দ্দিত। ৮ আঘূর্ণিত। ৯ অভ্যস্ত। ১০ গুণিত।

(আহতং গুণিতে চাপি তাড়িতে চ মৃষার্থকে।
স্যাৎ পুরাতনবস্ত্রেঽপি নববস্ত্রে চ নাহনকে। মেদিনী।)

আহতলক্ষণ (ত্রি) আহতমভ্যস্তং লক্ষণং যস্য বহুব্রী। শৌর্য্যাদি-গুণদ্বারা প্রসিদ্ধ (গুণৈঃ প্রতীতে তু কৃতলক্ষণাহতলক্ষণৌ। অমর।)

আহতি (স্ত্রী) আ-হন-ক্তিন্। ১ শব্দ হেতু আঘাত। ২ তাড়ন। ৩ আগমন। ৪ গুণন। ৫ মর্দ্দন।

আহনন (ক্লী) আ-হন্যতেঽনেন আ-হন করণে ল্যুট্। ১ তাড়ন সাধন দণ্ডাদি। তত্র ভবং যৎ (ত্রি) আহনন্য। ২ তাড়ন সাধন দণ্ডাদি জাত। ভাবে ল্যুট্। ৩ আহত শব্দের অর্থ।

আহননবৎ (ত্রি) আহনন-মতুপ্। বঞ্চনবৎ। [নিরুক্ত ৪।১৫।]

আহনস্ (ত্রি) আ-হন্যতে আ-হন (সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্। উণ্। ৪। ১৮৮) ইতি অসুন্। ১ আহননীয়, হননযোগ্য। ২ নিষ্পাড্য সোমাদি, যে সোমলতা থেঁতো করিয়া রস বাহির করিতে হইবে।

আহনস্য (ক্লী) আহনসে সাধু যৎ। হননসাধন দ্রব্যাদি।

আহর (ত্রি) আ-হৃ-অচ্। সঞ্চয়কারক, যে যোগাড় করে।

আহর। নিকৃষ্ট জাতিবিশেষ। এই জাতি শম্ভল, রাজপুর, আসদপুর, উঝালী, মাহেশ্বান এবং রামগঙ্গার তীরে বাস করে। রোহিলখণ্ডের কোন কোন স্থানে দেখা যায়। আহরেরা বলে, তাহারা যদুবংশীয়, কৃষ্ণ হইতে উৎপন্ন। কিন্তু আহীরেরা বলে, তাহারাই প্রকৃত কৃষ্ণবংশীয়, আহরেরা নয়; একজন গোপ হইতে আহরদিগের জন্ম। [আহীর দেখ।]

আহরেরা মৎস্য, গো মাংস প্রভৃতি ভক্ষণ করে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে নগাবৎ, ভটি, নৌগরি, রূকর, বাসিপরা, বকিআইন, ভুসাইন, দিশবার প্রভৃতি কয়েক শ্রেণীর আহর বাস করে।

আহরকরটা (স্ত্রী) আহরকরট! ইত্যুচ্যতে যস্যাং ক্রিয়ায়াং ময়ুরব্যং। করট! (কাক) তুমি আহরণ কর এইরূপ উপদেশ করা।

আহরচেটা (স্ত্রী) আহর চেট! ইত্যুচ্যতে যস্যাং ক্রিয়ায়াং ময়ুরব্যং। চেটের (দাসের) প্রতি আহরণার্থ নিদেশক্রিয়া।

আহরণ (ক্লী) আ-হৃ-ভাবে-ল্যুট্। ১ একস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া, আনয়ন। ২ আয়োজন, অনুষ্ঠান। কর্ম্মণি ল্যুট্। ৩ আহ্রিয়মাণ দ্রব্য। ৪ বিবাহাদির উপঢৌকন দ্রব্য।

আহরণীয় (ত্রি) আ-হৃ-অনীয়র্। আয়োজনীয়, আনয়নের যোগ্য। উপঢৌকনের যোগ্য।

আহরনিবপা (স্ত্রী) আহর নিপব ইত্যুচ্যতে যস্যাং ক্রিয়ায়াং ময়ুরব্যং। আহরণ কর বপন কর এইরূপ আদেশ ক্রিয়া।

আহরনিষ্কিরা (স্ত্রী) আহরনিষ্কির ইত্যুচ্যতে যস্যাং ক্রিয়ায়াং ময়ুরব্যং। আহরণ কর ছড়াও এইরূপ আদেশ ক্রিয়া। এইরূপ আহরবিতানা, আহরবসনা; আহরসেনা, ময়ুরব্যং। তত্তদ্বস্তুর আহরণার্থ আদেশ করা।

আহর্ত্তৃ (ত্রি) আ-হৃ-তৃচ্। ১ আহরণকর্ত্তা, উপার্জ্জক। ২ আয়োজক, যে আয়োজন করে। ৩ আনয়নকর্ত্তা। ৪ অনুষ্ঠানকর্ত্তা।

আহব (পুং) আহূয়ন্তে পরস্পরং যুদ্ধার্থমরয়ো যত্র অ-হ্বে আধারে (আঙি যুদ্ধে। পা ৩। ৩। ৭৩) ইতি অপ্। সম্প্রসারণং গুণশ্চ। ১ যুদ্ধ। আহূয়ন্তে যজ্ঞদ্রব্যাণ্যত্র আ-হু আধারে অপ্। ২ যজ্ঞ। (আহবঃ সমরে যজ্ঞে। হেম।)

আহবন (ক্লী) আহূয়তে হবনীয় ঘৃতাদ্যত্র আ-হু আধারে ল্যুট্। ১ যজ্ঞ। ভাবে ল্যুট্। ২ সম্যক্ হোম।

আহবনীয় (পুং) আহূয়তে প্রক্ষিপ্যতে হবিরত্র। আ-হু আধারে অনীয়র্, আহবনমর্হতি ছ বা। ১ যজ্ঞের অগ্নিবিশেষ (দক্ষিণাগ্নির্গার্হপত্যাহবনীয়ৌ ত্রয়োঽগ্নয়ঃ। অমর) কর্ম্মণি অনীয়র্। (ত্রি) ২ হোতব্য, হোমের ঘৃতাদি।

আহা, দুঃখসূচক শব্দ।

আহার (পুং) আ-হৃ-ঘঞ্। ১ আহরণ। ২ ভোজন। (আহারনিদ্রা ভয়মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাং। হিতোঃ।) [খাদ্য শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।] আহ্রিয়তে আ-হৃ-কর্ম্মণি ঘঞ্। ৩ শব্দাদি বিষয়ক জ্ঞান। (পুং) আ-হৃ-ণ্বুল্। আহরণকারী, যিনি ভাল আহরণ করিতে পারেন।

আহার। রাজপুতানাস্থ একটী প্রাচীন নগর। উদয়পুর হইতে দেড় ক্রোশ পূর্ব্বে। এইখানে তাম্রনগরী ছিল, আশাদিত্য এই নগরটী স্থাপন করেন। ইহার আর একটী প্রাচীন নাম আনন্দপুর।

বর্ত্তমান আহার নাম বোধ হয় গেহলোটবংশীয় আহারিয়াদিগের নামানুসারে হইয়া থাকিবে। পূর্ব্বে এখানে অনেক সমৃদ্ধি ছিল, এখন তাহার ধ্বংসাবশেষ মাত্র অবশিষ্ট আছে। জৈনদিগের অতি প্রাচীন মন্দির এখনও পড়িয়া রহিয়াছে। ২ বুলন্দ সহরে আর একটী আহার নামে প্রাচীন নগর আছে। এখানে অনেকগুলি দেবালয় আছে। ইহার কোলেই গঙ্গানদী বহিতেছে, অনেকে এখানে গঙ্গাস্নান করিতে আসেন। অরঙ্গজিব পাদশাহের সময় এখানকার নাগর ব্রাহ্মণেরা বাধ্য হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

আহারপাক (পুং) আহারস্য ভুক্তদ্রব্যস্য পাকঃ রসাদিভাবেন পরিণামঃ। বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত ভুক্ত অন্নাদির রসাদিরূপে পরিণামরূপ পাকবিশেষ। হজম হওয়া।

আহারশুদ্ধি (স্ত্রী) আহারস্য ভক্ষ্যান্নাদেঃ শুদ্ধিঃ ৬-তৎ। ১ ভক্ষ্য অন্নাদির স্মৃত্যুক্ত শোধন। ২ দুষ্ট আহার জন্য দোষ নিবারণার্থ শুদ্ধিরূপ প্রায়শ্চিত্ত। ৩ শব্দাদি বিষয়ক জ্ঞানশুদ্ধি। পরিষ্কার আহার।

আহারসম্ভব (পুং) আহারাৎ ভুক্তান্নাদেঃ সম্ভবতি আহার সং-ভূ-অচ্। আগার পাকজ দেহস্থ রসধাতু, [আহার হইতে যেরূপে রস জন্মে তাহা অস্বক্কর শব্দে দেখ] রক্ত, চর্ব্বি প্রভৃতি।

আহার্য্য (ত্রি) আ-হৃ-ণ্যৎ। ১ আহরণীয় বস্তু প্রভৃতি। ২ ব্যাপ্য দ্রব্য। ৩ কৃত্রিম। স্বার্থে কন্। ৪ লৌকিকাগ্নি। ৫ ঔপাসনিক অগ্নি। ৬ ইচ্ছাপ্রযোজ্য আরোপদ্বারা বিষয়ীভূত বাধনিশ্চয়কালিক সেই ধর্ম্মের অভাববিশিষ্টে তদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া জ্ঞেয়। জানার যোগ্য। ৭ নটাদি কর্ত্তব্য রামাদির অভিনয় বিশেষ। আ-হৃ কর্ম্মণি ণ্যৎ। ৮ ভক্ষ্য, খাদ্য।

আহাব (পুং) আ-হ্বে (নিপানমাহাবঃ। পা ৩।৩।৭৪।) ইতি ঘঞ্। সম্প্রসারণং বৃদ্ধিশ্চ। কূপের নিকটে গো প্রভৃতির জলপান করিবার জন্য প্রস্তরাদি দ্বারা নির্ম্মিত যে ক্ষুদ্র জলাশয় তাহার নাম নিপান। (আহাবস্তু নিপানং স্যাদুপকূপজলাশয়ে। অমর) আঙ্ পূর্ব্বস্য হ্বয়তে সম্প্রসারণং বৃদ্ধিশ্চ উদকাধারশ্চেদ্বাচ্যঃ সিং কৌং উক্তসূত্রে। আহূয়ন্তে পরস্পরং যুদ্ধার্থমরয়ো যত্র আধারে ঘঞ্ পৃষো° সাধু। ২ যুদ্ধ। ভাবে ঘঞ্। ৩ আহ্বান। আ-হু আধারে ঘঞ্। ৪ অগ্নি। আ-হ্বে-ভাবে আধারে বা ঘঞ্। ৫ মন্ত্রবিশেষ দ্বারা আহ্বান, আহ্বান সাধন মন্ত্রবিশেষ।

আহিংসি (পুং স্ত্রী) অহিংসস্যাপত্যং ইঞ্। অহিংসের অপত্য, হিংসারহিতের পুত্র বা কন্যারূপ অপত্য। ততঃ যুবাপত্যে ফক্ (ন তৌল্বলিভ্যঃ। পা ২।৪।৬১।) ইতি তস্য ন লুক্। আহিংসায়ন অহিংসের। গোত্রাপত্য।

আহিক (পুং) অহিরিব ইবার্থে কন্ ততঃ স্বার্থে অণ্। ১ কেতুগ্রহ (আহিকঃ। অশ্লেষাভূঃ শিখী কেতুঃ। হেম।) কেতুগ্রহ সর্পের ন্যায় তজ্জন্য উহার ঐ নাম হইয়াছে। ২ পাণিনি মুনি। (পাণিনিস্ত্বাহিকো দাক্ষীপুত্র শালাঙ্কপাণিনৌ। শালতুরীয়ঃ। ত্রি কা° শে° ২।৭।২৪।)

আহিচ্ছত্র (ত্রি) অহিচ্ছত্রদেশে ভবং অণ্। অহিচ্ছত্র দেশভব বস্তু প্রভৃতি।

আহিণ্ডিক (পুং) নিষাদের ঔরসে বৈদেহীতে জাত অন্ত্যজ শঙ্করজাতি। (আহিণ্ডিকো নিষাদেন বৈদেহ্যামেব জায়তে। মনু। ১০।৩৭।)

আহিত (ত্রি) আ-ধা-ক্ত হাদেশঃ। ১ ন্যস্ত, ক্ষিপ্ত। ২ স্থাপিত, রক্ষিত। ৩ অর্পিত। ৪ কৃত। ৫ আধান সংস্কার কৃত। ৬ জনিত। নিবিক্ত। ৭ সম্পাদিত। ৮ জাত।

আহিতলক্ষণ (ত্রি) আহিতং লক্ষণং যস্য। ১ গুণাদি দ্বারা বিখ্যাত। ২ ন্যস্তচিহ্ন।

আহিতাগ্নি (পুং) আহিতঃ আধানীকৃতোঽগ্নির্যেন। বহুব্রী। বেদমন্ত্রাদি দ্বারা কৃত সংস্কারাগ্নিযুক্ত, সাগ্নিক। (আহিতাগ্নেঃ সিনিবালী। স্মৃতি) যে দিন ভূমিষ্ঠ হইবে সেই দিন হইতে যাহারা আতুঁর ঘরের আগুন মরণ পর্য্যন্ত রাখে এবং সেই আগুনে দাহ করে তাহাদিগকে আহিতাগ্নি বা সাগ্নিক ব্রাহ্মণ বলে। এখনও কাশী প্রভৃতি তীর্থে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায়।

আহিতাগ্নিগণ। পাণিন্যুক্ত পরনিপাতার্থ শব্দসমূহ। যথা— আহিতাগ্নি, জাতপুত্র, জাতদণ্ড, জাতশ্মশ্রু, তৈলপীত, ঘৃতপীত, মদ্যপীত, ঊঢ়ভার্য্য, গতার্থ। আকৃতিগণঃ তেনাঙ্গেপি। সিং কৌং বাহিতাগ্ন্যাদিষু। পা ২।২।৩৭। সূত্রে)

আহিতি (স্ত্রী) আ-ধা-ক্তিন্ হ্যাদেশঃ। ১ স্থাপন। ২ আধান। ৩ মন্ত্রদ্বারা অগ্ন্যাদির সংস্কার রূপ আহুতি।

আহিতুণ্ডিক (পুং) অহিতুণ্ডেন দীব্যতি (তেনদীব্যতি খনতি জয়তি জিতং। পা ৪।৪।২।) ইতি ঠক্। ব্যালগ্রাহী, সাপুড়ে, যে সাপ লইয়া খেলা করে। (ব্যাল-গ্রাহ্যাহিতুণ্ডিকঃ। অমর)

আহিমত (ত্রি) অহিমতোঽদূরভবং অণ্। সর্পবিশিষ্ট দেশের নিকটে উৎপন্ন দ্রব্যাদি।

আহীর। গোপজাতি বিশেষ। মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থে আভীর নামে উক্ত হইয়াছে। মনুর মতে ব্রাহ্মণের ঔরসে অম্বষ্ঠ স্ত্রীর গর্ভে আভীরের জন্ম। ব্রহ্মপুরাণের মতে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে এই জাতি উৎপন্ন হয়।

আহীরেরা বলে, তাহারা যদুবংশীয়। পূর্ব্বকালে এই জাতি ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রদেশে বাস করিত। তৎকালে সেই স্থান আভীর নামে পরিচিত ছিল। [আর্য্যাবর্ত্তের মানচিত্রে আভীর দেখ।] পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক টলেমি উহাকে আবিরিয়া (Abiria) নামে উল্লেখ করিয়াছেন। খৃষ্টের প্রথম শতাব্দীতে এই জাতি নেপালের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। নেপালের 'পার্ব্বতীয় বংশাবলী' নামক গ্রন্থে, তিন জন আহীররাজের নাম পাওয়া যায়। অষ্টম শতাব্দীতে কাথি জাতি গুজরাটে প্রবেশ করে, তাহারা এখানে আসিয়া দেখে গুজরাটের অধিকাংশই আহীরদিগের অধিকার রহিয়াছে।

এক্ষণে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও মধ্যপ্রদেশের নানাস্থানে আহীর জাতি বাস করে। তাহাদিগকে তিনভাগে বিভক্ত দেখা যায়, নন্দবংশ, যদুবংশ ও গোয়ালাবংশ। গঙ্গার অন্তর্ব্বেদীর উত্তরে যাহারা বাস করে তাহারা নন্দবংশ, অন্তর্ব্বেদীর মধ্যদেশে যাহারা থাকে তাহারা যদুবংশ এবং কাশী, বিহার প্রভৃতি স্থানে যাহারা থাকে তাহারা গোয়ালা।

আহুক (পুং) যদুবংশীয় ক্ষত্রিয় বিশেষ। বসুদেব। মহাভারতের সভাপর্ব্বের ২ অধ্যায়ে এবং হরিবংশের ৩৮ অধ্যায়ে বসুদেবকে আহুক বলা হইয়াছে (পুং) আহুকিন্। যদুবংশীয় ক্ষত্রিয়বিশেষ। (স্ত্রী) আহুকী।

আহুত (ক্লী) উদ্দেশ্যস্যাভিমুখ্যেন সাক্ষাদেব হুতং দত্তং। আ-হু-ক্ত। ১ গৃহস্থের কর্ত্তব্য পঞ্চ মহাযজ্ঞের অন্তর্গত মনুষ্য-যজ্ঞ, কেহ ইহাকে ভূতযজ্ঞ কহেন। (ত্রি) ২ সম্মুখে হুত-দেবাদি। ৩ সম্যক্ যজ্ঞ।

আহুতি (স্ত্রী) আ-হু-ক্তিন্। ১ মন্ত্রদ্বারা দেবোদ্দেশে অগ্নিতে ঘৃতাদির নিক্ষেপ। (অগ্নৌ প্রাপ্তাহুতিঃ-সম্যগাদিত্য-মুপতিষ্ঠতে। মনু। ৩। ৭৬) আহুয়তে কর্ম্মণি ক্ত। ২ অগ্নি। ৩ হোমের দ্রব্য, ঘৃতাদি।

আহুল্য (ক্লী) আ-হ্বল-বাহুং ক্যপ্ সম্প্রসারণঞ্চ। কাশ্মীরাদি দেশে তরবট নামক কাঞ্চনবর্ণ পুষ্পবিশেষ। শিম্বীফল, ক্ষুপবিশেষ। শিকড় ও শাখারহিত বৃক্ষবিশেষ।

আহুব (ত্রি) আ-হ্বে-ঘঞর্থে কর্ম্মণি ক সম্প্রসারণং, উবঙ্। আহ্বানের যোগ্য, ডাকিবার যোগ্য।

আহু (ত্রি) আহ্বয়তি আ-হ্বে-ক্বিপ্ সম্প্রসারণং। আহ্বায়ক। যিনি আহ্বান করেন। আহূয়মান, যাহাকে আহ্বান করা হয়।

আহূত (ত্রি) আ-হ্বে-ক্ত। কৃতাহ্বান, যাহার আহ্বান করা হইয়াছে। (আহূতপ্রপলায়ী চ, স্মৃতি) আভূত পূযোং তস্য হঃ। ২ আভূত প্রলয় পর্য্যন্ত। পৃথিবীর প্রলয় পর্য্যন্ত (যাবদাহূতনারকী। পুরাণ) ৩ নামকৃত ব্যপদেশ, বিশ্ব। সৃষ্টিকালে বিশ্বস্থ সমস্ত বস্তুর যে যে নাম সঙ্কেত করা হইয়াছে। ভাবে ক্ত। (ক্লী) ৪ আহ্বান।

আহূতপ্রপলায়িন্ (ত্রি) আহূতঃ বিবাদনির্ণয়ায় রাজ্ঞা কৃতাহ্বানোপি-প্রপলায়তে প্র-পরা-অয় ণিনি রস্য লত্বং। ব্যবহারে (মোকদ্দমায়) হীনবাদী বিশেষ। হীনবাদী পাঁচ প্রকার। ১ এক কথা জিজ্ঞাসা করিলে যে অন্য প্রকার বলে। ২ প্রতিবাদীর সাক্ষী প্রভৃতির দ্বেষ করে। ৩ বিচারের সময়ে উপস্থিত হয় না। ৪ কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে যে উত্তর না দেয়। ৫ আহ্বান করিলেও যে পলাইয়া যায়।

আহূতসংপ্লব (পুং) আভূতস্য সংপ্লবঃ ৬ তৎ। পৃষোং ভস্য হঃ। পৃথিবী পর্য্যন্ত জলে ভাসিয়া যাওয়া। আহূতস্য তত্তন্নাম্না কৃতসঙ্কেতস্য বিশ্বস্য সংপ্লবো যত্র বহুব্রী। প্রলয়-কাল। প্রলয় সময়ে তত্তন্নামে কৃত সঙ্কেত বিশ্বের আহ্বানরূঢ় ব্যবহার থাকে না।

আহূতি (স্ত্রী) আ-হ্বে-ক্তিন্। আহ্বান করা, ডাকা। হোম করিবার সময়ে ঘৃত, সমিধ্, তিল প্রভৃতি দ্বারা যে হোম করে তাহাকে আহুতি বলে, ঐ আহুতি পাইয়া দেবতারা উপস্থিত হন, সুতরাং উহাকেও ডাকা বলিতে হইবে। যজ্ঞ শেষ করিবার সময়ে পূর্ণাহুতি দিতে হয় অর্থাৎ অধিক পরিমাণে ঘৃত গ্রহণপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক আগুনে ঢালিতে হয়।

আহূয় (অব্য) আ-হ্বে ল্যপ্। আহ্বান করিয়া (আহূয়-দানং কন্যায়া ব্রাহ্মো ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। মনু ৩। ২৭)

আহৃত (ত্রি) আ-হৃ-ক্ত। আনীত, যাহা আহরণ করা হইয়াছে।

আহৃতি (স্ত্রী) আ-হৃ-ক্তিন্। আহরণ, আনয়ন।

আহৃত্য (অব্য) আ-হৃ-ল্যপ্ তুগাগমঃ। আহরণ করিয়া, আনিয়া।

আহেয় (ত্রি) অহেরিদং ঢক্। সর্পসম্বন্ধী। বিষ চর্ম্ম অস্থি প্রভৃতি।

আহেরিয়া (রজপুত) ১ ক্রীড়াকারী, ২ মৃগয়াকারী। ৩ মৃগয়া।

আহো (অব্য) ১ প্রশ্ন। ২ বিকল্প। ৩ বিচার। (আহো উতাহো দ্বাবেতৌ পরি প্রশ্নবিচারয়োঃ। বিশ্ব।)

আহো-পুরুষিকা (স্ত্রী) অহো অহমেব পুরুষঃ পুরুষপদবাচ্যঃ শূর ইত্যর্থঃ ময়ূরব্যং নিং অহো পুরুষঃ, তস্য ভাবঃ বুঞ্ স্ত্রীত্বাং টাপ্। দর্পজন্য আত্মাতে উৎকর্ষ উদ্ভাবন, নিজের বাহাদুরী প্রকাশ, আত্মশ্লাঘা (আহোপুরুষিকা দর্পাদ্যা স্যাং সম্ভাবনাত্মনি। অমর)

আহোস্বিৎ (অব্য) আহো চ স্বিচ্চ দ্বন্দ্বঃ। ১ বিকল্প। ২ প্রশ্ন। অথবা, কিম্বা। কেহ কেহ বলেন আহো একটী ও স্বিৎ আর একটী শব্দ [আহো শব্দ দেখ] (স্বিৎ প্রশ্নে চ বিতর্কে চ। অমর।)

আহ্ন (ক্লী) অহ্নাং সমূহঃ অঞ্। ১ দিনসমূহ। অহ্নানির্বৃত্তাদি (সঙ্কলাদি অঞ্ (ত্রি) দিন নির্বৃত্তাদি, যাহা দিনের কর্ত্তব্য, স্নান ভোজনাদি। (ক্রতৌ কিং আহ্নঃ। খণ্ডিকাদিত্বাদঞ্। অহ্নষ্টখোরেবেতি নিয়মাট্টিলোপো ন। সিং কৌং। পা ৪। ২। ১৪৫। সূত্রে।)

আহ্নিক (ত্রি) অহ্নিভবং অহ্না নির্বৃত্তঃ সাধ্যং বা ঠঞ্। ১ দিনে উৎপন্ন। ২ দিনসাধ্য কার্য্য। (স্ত্রী) ঙীপ্। আহ্নিকী। দিন কর্ত্তব্য কার্য্য সকল স্মার্ত্তকৃত আহ্নিকতত্ত্বে এবং আহ্নিককৃত্যপ্রদীপে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে। অহ্না পাঠ্যং ঠঞ্ (ক্লী) সূত্রাত্মক শাস্ত্রভাষ্যের পদাংশ ব্যাখ্যাবিশেষ। যেমন কণাদ, গৌতম, পাণিনি সূত্রের ভাষ্যস্থ পাদাংশ এক এক দিনে পাঠ হইত বলিয়া সেই এক এক অংশের নাম আহ্নিক হইয়াছে। (তমধীষ্টোভৃতো ভূতো ভাবী। পা। ৫। ১। ৮৪।) ইতি ঠঞ্। ৩ একদিন যে অধ্যাপকের নিকটে অধ্যয়ন করা হইয়াছে। ৪ একদিন বেতনাদি দ্বারা ক্রীত দাসাদি। ৫ স্বসত্তা (স্ববিদ্যমানতা) হেতু একদিন ব্যাপ্ত জ্বর প্রভৃতি।

আহ্লাদ (পুং) আ-হ্লাদ-ঘঞ্। আনন্দ।

আহ্লাদন (ত্রি) আ-হ্লাদ ল্যুট্। আনন্দ সম্পাদন। কর্ত্তরি ল্যু (ত্রি) আনন্দ-সম্পাদক। করণে ল্যুট্। (ত্রি) আনন্দসাধন বস্তু প্রভৃতি।

আহ্লাদিত (ত্রি) আ-হ্লাদ-ণিচ্-ক্ত-ইট্ ণিচ্ লোপঃ। আনন্দযুক্ত। আহ্লাদো জাতোঽস্য তারকাদিং ইতচ্। সঞ্জাত আনন্দ, যাহার আনন্দ জন্মাইয়াছে।

আহ্লাদিন্ (ত্রি) আ-হ্লাদ-ণিনি। ১ আনন্দযুক্ত। ২ আনন্দকারী। চলিত কথায় তাহাকে আল্লেদে ও তাদৃশ স্ত্রীকে আল্লাদী কহে। পূর্ব্বে কবির দলে এক একজন আল্লেদে থাকিত। [কবি দেখ।]

আহ্ব (ত্রি) আহ্বয়তি আ-হ্বে-ড। আহ্বানকারী।

আহ্বয় (ত্রি) আহ্বয়তে স্বসমীপমানয়নার্থমুচ্চৈঃ সম্ভাষ্যতেঽনেন বাহুং করণে শঃ। ১ নাম। নাম দ্বারাই লোকে ডাকিয়া থাকে তজ্জন্য নামকে আহ্বয় কহে। (অথাহ্বয়ঃ। আখ্যাহ্বে চাভিধানঞ্চ নামধেয়ঞ্চ নাম চ। অমর) ২ মেষাদি প্রাণী দ্বারা পণপূর্ব্বক ক্রীড়াবিশেষ, বাজি ফেলিয়া মেড়া প্রভৃতির খেলা। সেটীকে মনু অষ্টাদশ বিবাদের মধ্যে লিখিয়াছেন।

আহ্বয়ন (ক্লী) আহ্বয়ং করোত্যনেন আ-হ্বয়-ণিচ্ করণে লুট্। নামের আদেশ সাধন শব্দবিশেষ। কর্ত্তরি ল্যু (ত্রি) আহ্বানকারী।

আহ্বয়িতব্য (ত্রি) আহ্বয়ং করোতি আহ্বয়-ণিচ্ কর্ম্মণি তব্য। আহ্বয়নীয়, যাহাকে ডাকিবে। আকারণীয়, যাহাকে ইঙ্গিত করিতে হয়, যাহাকে ডাকিতে হইবে।

আহ্বর (ত্রি) আহ্বরতি আ হ্বৃ-অচ্। ১ কুটিল। ২ উশীনর দেশোৎপন্ন। উহার সহিত কন্থা শব্দের ষষ্ঠী সমাস হইলে ক্লীবলিঙ্গ হইয়া থাকে। (সংজ্ঞায়াং কন্থোশীনরেষু। পা। ২। ৪। ২।) উশীনর দেশোৎপন্ন কন্থাসংজ্ঞা বুঝাইলে কন্থান্ত তৎপুরুষ ক্লীবলিঙ্গ হয়। আহ্বরকন্থ। এখানে উত্তরপদটী আদ্যুদাত্ত। *। (কন্থা চ। পা ৬ ২। ১২৪। তৎপুরুষে নপুংসক লিঙ্গে কন্থাশব্দ উত্তরপদ মাদ্যুদাত্তং। সৌশমিককন্থং। আহ্বরকন্থং। সিং কৌং উক্ত সূত্রে।) স্বার্থে কন্। নিন্দনীয়।

আহ্বা (স্ত্রী) আ-হ্বে-অঙ্ টাপ্। ১ আহ্বান। করণে অঙ্। ২ সংজ্ঞা নাম। (আখ্যাহ্বে চাভিধানঞ্চ নামধেয়ঞ্চ নাম চ। অমর)

আহ্বায় (পুং) আ-হ্বে-ঘঞ্। আহ্বান, ডাকা।

আহ্বান (ক্লী) আ-হ্বে-ল্যুট্। ১ আহ্বান, ডাকা। (হূতিরাকারণাহ্বানঃ। অমর) আহূয়তে যেন করণে ল্যুট্। ২ সংজ্ঞা, নাম। ৩ আজ্ঞাসাধন রাজকীয় পত্র, তলব নামা। ভাবে-ল্যুট্। ৪ বিচারে বিবাদ নির্ণয়ের নিমিত্ত রাজা কর্ত্তৃক আহ্বান করা, ডাকা।

আহ্বায়ক (ত্রি) আ-হ্বে-ণ্বুল্-যুক্। আহ্বানকারক।

আহ্বারক (ত্রি) আ হ্বৃ-ণ্বুল্। কুটিল।

আহ্বৃতি (স্ত্রী) আ-হ্বৃ-ক্তিন্। কৌটিল্য। কর্ত্তরি তৃচ্। রাজবিশেষ।

আহ্মদ। (মোল্লা)। একজন বিখ্যাত মুসলমান পণ্ডিত। ইহার পিতৃপুরুষেরা সিন্ধুপ্রদেশে টট্ট নামক স্থানে বাস করিতেন, তাঁহারা সকলেই হানিফা-সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন, কিন্তু আহ্মদ শিয়া ছিলেন। ইনি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে অকবর পাদশার সভায় আগমন করেন। ইতিপূর্ব্বে 'খুলাসাৎ উল্ হয়াৎ' নামক একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। অকবর তাঁহাকে 'তারিখি অল্‌ফির' সঙ্কলনভার অর্পণ করেন। শিয়া-সম্প্রদায় প্রথম খলিফের নিন্দা করিয়া থাকেন, তাহাতে অপর সম্প্রদায় বিরক্ত হন। মির্জা ফুলাদ্ বীরলস্ নামে এক ব্যক্তি বোধ হয় অপর সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। সে একদিন রাত্রি দুই প্রহরের সময় মোল্লাকে আহ্বান করিল। আহ্মদ সরল প্রকৃতির লোক, নিঃশঙ্কচিত্ত, মির্জা ফুলাদের কথায় বশীভূত হইলেন। দুষ্ট লাহোরের পথে মোল্লার প্রাণ সংহার করিল। অকবর এই ঘটনা শুনিলেন, মির্জা ফুলাদকে হস্তি-দলিত করিয়া তাহার প্রাণবধের আজ্ঞা করিলেন। মোল্লা আহ্মদ 'তারিখি অল্‌ফি' আরম্ভ হইতে জঙ্গিস্ খাঁর সময় পর্য্যন্ত দুইভাগে লিখিয়া যান। আসফ খাঁ জাফর বেগ নামক এক ব্যক্তি ঐ গ্রন্থ সমাপ্ত করেন।

আহ্মদ কবীর। একজন মুসলমান ফকীর। ইহাঁর পিতার নাম সৈয়দ্ জলাল। মখদুম্ জহানিয়ান্ জাহান্ গষৎ এবং রাজুমণ্ডল নামে ইহাঁর দুই পুত্র জন্মে। তাঁহারা দুইজনেই সিদ্ধ ছিলেন। মুসলমানেরা তিন জনকেই বিশেষ ভক্তি করিয়া থাকে। মুলতানের উচ্চ নামক স্থানে আহ্মদ কবীরের সমাধি মন্দির আছে।

আহ্মদ খাঁ বঙ্গশ। ফরক্কাবাদের একজন নবাব। মুহম্মদ খাঁ বঙ্গশের পুত্র। কাইমজঙ্গের মৃত্যু হইলে উজীর সফ্দর জঙ্গ তাঁহার সম্পত্তি আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা পান। এই সময় আহ্মদ খাঁ কতকগুলি আফগানসৈন্য সংগ্রহ করিয়া উজীরের সহকারী নবলরায়কে পরাজিত ও বিনষ্ট করেন। এই ঘটনার পরে তিনি ফরক্কাবাদের নবাব হন। (১৭৫১ খৃষ্টাব্দ)।

১৭৭১ খৃষ্টাব্দে আহ্মদ খাঁর মৃত্যু হইলে তৎপুত্র দিলার-হিম্মত খাঁ নবাব হন।

আহ্মদ খাঁ সুর। সেরশাহের ভ্রাতুষ্পুত্র। সিকন্দর শা সুর উপাধি ধারণপূর্ব্বক কতকগুলি সম্রান্ত লোকের সাহায্যে [illegible]বের রাজা হন। ইনি ইব্রাহিম খাঁ সুরকে যুদ্ধে পরাজয় করেন। ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে আফগানদিগের সাহায্যে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু অধিক দিন তাঁহাকে রাজ্য-ভোগ করিতে হয় নাই। হুমায়ুন তাঁহার সৈন্যদিগকে হারাইয়া দেন। অবশেষে অকবর কর্ত্তৃক সহিন্দ নামক স্থানে সিকন্দর পরাজিত হইলেন। তিনি পার্ব্বতীয় প্রদেশে পলাইয়া গিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। তথা হইতে অনেকবার অকবরের বিপক্ষতাচরণ করিতে চেষ্টা পান, কিন্তু কিছুতেই তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইল না, অবশেষে তিনি বাঙ্গালায় আগমন করেন, কিছুদিন রাজত্বের পর তাঁহার মৃত্যু হয়।

আহ্মদ গড়। বুলন্দসহরের অন্তর্গত একটী গ্রাম। এই গ্রামের উত্তরদিকে অনুপসহরের রাজা অণিরাজ নির্ম্মিত একটী সুন্দর সরোবর আছে।

আহ্মদনগর। বোম্বাই বিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা। অক্ষা০ ১৮° ২০´০´´ হইতে ২০° ০´০´´ উঃ, এবং দেশা০ ৭৩° ৪২´ ৪০´´ হইতে ৭৫° ৪৫´ ৫০´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। সহ্যাদ্রি আহ্মদনগরের পশ্চিমে বিস্তৃত হইয়া আছে, ইহার কতকগুলি শাখা আহ্মদনগরের পূর্ব্বদিক্ অবধি ছাইয়া আছে, এইখানে প্রবরা ও মুলা নামে দুইটী নদী বহিতেছে। এই জেলার প্রধান নদী গোদাবরী। লোকসংখ্যা সাড়েসাত লক্ষের অধিক। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে মহারাষ্ট্রিদিগের সংখ্যাই বেশী।

ইহার এই কয়েকটী নগর—১ আহ্মদনগর, ২ সোণাই, ৩ পথমদি, ৪ সঙ্গমনের, ৫ খর্দা, ৬ শ্রীগোণ্ডা, ৭ ভীমগার।

১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে, আহ্মদ শা আহ্মদনগর স্থাপন করেন। এই নগর সীনা নদীর বামপার্শ্বে অবস্থিত।

আহ্মদ শাহের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র বুর্হান্ নিজাম শাহ রাজা হন। তাঁহার সময় আহ্মদনগরের অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন, তৎপুত্র হুসেন নিজাম শাহ রাজা হইলেন। হুসেন আহ্মদনগরের চারিদিকে ১২ফিট্ উচ্চ প্রাচীর নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। তিনি বিজাপুর রাজকর্ত্তৃক ১৫৬২ খৃষ্টাব্দে পরাজিত হন, তাহাতে তাঁহার শতাধিক হস্তী এবং ৬৬০টা কামান বিজাপুররাজের হস্তগত হয়; তন্মধ্যে একটী পিতল নির্ম্মিত বৃহৎ কামান ছিল, তত বড় পিতলের কামান বোধ হয় পৃথিবীতে আর নাই, সে কামান এখনও বিজাপুরে রহিয়াছে। ১৪৬৪ খৃষ্টাব্দে বিজাপুর, গোলকণ্ডা, বিদর প্রভৃতির রাজগণের সঙ্গে বিজয়নগরের রামরাজের যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধে হুসেন শাহ রামরাজের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করেন। সেই যুদ্ধে সকলেই হিন্দুরাজের নিকট পরাজিত ও বন্দী হইলেন।

১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে হুসেন শাহ তৎপুত্র মীরণ হুসেন নিজাম কর্ত্তৃক গুপ্তভাবে নিহত হন। মীরণকেও অধিকদিন রাজ্য-সুখ ভোগ করিতে হইল না, ১০ মাসের মধ্যে যমালয়ে যাত্রা করিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ইস্মাইল নিজাম রাজা হইলেন। ইস্মাইলের পিতা পুত্রের রাজ্যভোগ দেখিতে পারিলেন না, পুত্রকে রাজ্যচ্যুত করিয়া বুর্হান্ নিজামশাহ (২য়) নাম ধারণপূর্ব্বক সিংহাসন অধিকার করিলেন। তাঁহার পর তৎপুত্র ইব্রাহিম নিজামসাহ রাজা হইলেন, তিনি বিজাপুরের রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া পটল তুলিলেন। আহ্মদ নামে তাঁহার একজন জ্ঞাতি আহ্মদনগরের সিংহাসন পাইলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে জানা গেল যে আহ্মদ ইব্রাহিমের সাক্ষাৎ জ্ঞাতি নয়, তখন ইব্রাহিমের বালকপুত্র বাহাদুর শা তাঁহার মামী চাঁদবিবি কর্ত্তৃক রাজা হইলেন। [চাঁদবিবি দেখ।]

১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে, সম্রাট্ অক্‌বরের পুত্র দানিয়েল আহ্মদ-নগর আক্রমণ করেন। এই সময়ের পর হইতে আহ্মদ নগরের নামমাত্র রাজা ছিল, তাঁহাদের বিশেষ কিছু ক্ষমতা ছিল না। ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ শাহজান আহ্মদনগর রাজ্যভুক্ত করিলেন। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে পেশোবা এই নগর পাইলেন; ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে মাহাট্টানায়ক দৌলতরাও সিন্ধিয়ার অধিকারভুক্ত হয়। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের অধিকারভুক্ত হইল।

আহ্মদ নিজামশাহ বহ্রি। দক্ষিণাপথের নিজামশাহী বংশের স্থাপয়িতা। নিজাম-উল্-মুল্‌ক্ বহ্রির পুত্র। ইনি ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে চুন্দ্রাজপুরের দুর্গ অবরোধ করেন। তাঁহার পিতা মাহ্মূদশাহ বাহ্মণীর নিকট হইতে জায়গিরি পাই-য়াছিলেন। আহ্মদ সেই জায়গিরির নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ অধিকার করেন। তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে নিজাম-উল্-মুল্‌ক উপাধি গ্রহণ করিলেন। ইনি একজন মহাযোদ্ধা ছিলেন, যুদ্ধকালে প্রায়ই সেনাপতির ভার গ্রহণ করিতেন। সুলতান মাহ্মূদশাহ আহ্মদের বল হ্রাস করিবার সঙ্কল্প করেন, কিন্তু সুলতানের সৈন্যগণ আহ্মদের কাছে পরাস্ত হইল। এই ঘটনার পরেই আহ্মদ শিরে শ্বেতছত্র ধারণ করিলেন; একজন স্বাধীন রাজা হইলেন। ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে ইনিই আহ্মদনগর স্থাপন করেন। [আহ্মদনগর শব্দে ইহাঁর উত্তরাধিকারিগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেখ।]

আহ্মদ শাহ। দিল্লীর সম্রাট্ মুহম্মদ শাহের পুত্র। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে ১৪ই ডিসেম্বর, দিল্লীর দুর্গে আহ্মদশাহের জন্ম হয়। তাহার পিতার মৃত্যু হইলে, ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে ১৯এ এপ্রিল তারিখে পাণিপথে পাদশা পাইলেন। এই সময়ে উজীরগণই সর্ব্বেসর্ব্বা। আহ্মদ শাহ নামমাত্র রাজা ছিলেন, তিনি কষ্টে সৃষ্টে ছয় বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে ইমাদ্ উল্-মুল্‌ক্ গাজি উদ্দীন্ খাঁ নামে তাহার প্রধান উজীর তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত ও বন্দী করিলেন। কেবল ইহাতেই উজীর ক্ষান্ত হন নাই, আহ্মদ শাহ এবং তাঁহার মাতা উধম বাইয়ের চক্ষু তুলিয়া লন। শারীরিক পীড়িত হইয়া ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী, আহ্মদ ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

আহ্মদ শাহ। (১ম)—গুজরাটের দ্বিতীয় রাজা। তাত'র খাঁর পুত্র, মুজঃফর শাহের পৌত্র। মুজঃফর আপন জীবদ্দশায় আহ্মদকে রাজ্যভার দিয়া যান।

আহ্মদ শাহ শাবরমতী নদীর ধারে আহ্মদাবাদ নামে একটী নগর স্থাপন করেন। [আহ্মদাবাদ দেখ।] ৩৩ বর্ষ রাজত্বের পর ১৪৪৮ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা জুলাই তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আহ্মদ শাহ আবদালী। একজন বিখ্যাত আফগান খাঁ। বাল্যকালে ইহাকে নাদির শা ধরিয়া লইয়া আপনার দাস করিয়া রাখেন। তাঁহার কাছে থাকিয়া ইনি সামান্য দাস কার্য্য হইতে সেনাধ্যক্ষের ভার অবধি পাইয়াছিলেন। ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে ১১ই মে নাদির বিনষ্ট হন। এই সংবাদ আহ্মদশাহের কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি পারস্য সেনা-দিগকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু এই যুদ্ধে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া সসৈন্যে কান্দাহারে উপস্থিত হইলেন। কান্দাহার ও কাবুল তাঁহার হস্তগত হইল, সেই সঙ্গে সিন্ধু ও কাবুল হইতে প্রেরিত পারস্যরাজের প্রাপ্য প্রচুর রত্নরাশি তিনি প্রাপ্ত হইলেন। এককালে বিপুল অর্থের অধিকারী হইয়া হিন্দুস্থান-জয়ের বাসনা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইল। পেশোয়ার ও লাহোর জয় করিলেন। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে লাহোর হইতে যাত্রা করিলেন। এই সময় দিল্লীসম্রাট্ মুহম্মদশাহ পীড়িত, তিনি আপন পুত্র আহ্মদকে আহ্মদসাহ আবদালীর বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে পাঠাইলেন। সহিন্দের নিকট উভয়পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শুক্রবার, উজীর কমর-উদ্দীন খাঁ আপনার তাঁবুমধ্যে ঈশ্বর ভজনায় নিমগ্ন আছেন, এমন সময় শত্রুনিক্ষিপ্ত একটা কামানের গোলা দ্বারা নিহত হইলেন। এই শোচ-নীয় ব্যাপার অবলোকন করিয়া মোগলসৈন্য যুদ্ধমদে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। সে দিনকার যুদ্ধে শত শত আফগান সৈন্য বিনষ্ট হইল। আহ্মদসাহ গতিক মন্দ দেখিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন। কাবুলে আসিয়া নূতন পথ অবলম্বনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পুনরায় আহ্মদ ও

দিল্লী অবধি অগ্রসর হইবেন। পথে মথুরা লুট করিয়া কান্দাহারে ফিরিয়া আসিলেন।

এই সময় মার্হাট্টাদিগের অত্যাচারে সমস্ত হিন্দুস্থান উৎপীড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। রোহিলাধিপ নাজির উদ্দোলা, অযোধ্যার নবাব সুজা উদ্দোলা এবং অপরাপর অনেক মুসলমান মার্হাট্টাদিগের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইবার আশায় আবদালীকে আহ্বান করিলেন, এমন কি সকলে তাঁহাকে দিল্লীর সিংহাসন পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিতে চাহিল। আবদালী সসৈন্যে পুনরায় ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলেন, মার্হাট্টাদিগের সহিত তাঁহার অনেকবার যুদ্ধ হইল। তন্মধ্যে পাণিপথের যুদ্ধই প্রধান; ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে, এই যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধে মার্হাট্টাগণ সম্যক্‌রূপে পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল।

আবদালী স্বদেশে ফিরিয়া আসিবার সময় শাহ আলমকে হিন্দুস্থানের সম্রাট্ বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং উজা-উদ্‌দৌলা প্রভৃতি নবাবদিগকে দিল্লীর সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিবার আদেশ দিলেন।

২৬ বর্ষ রাজত্বের পর, ১৭৭৩ খৃঃ অব্দে আহ্মদ্‌শাহ আবদালী প্রাণত্যাগ করেন। কান্দাহারের রাজভবনের নিকটে তাহাকে গোর দেওয়া হয়। তাঁহার গোরস্থানকে লোকে সিদ্ধাশ্রম ভাবিয়া থাকে। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র তিমুরশাহ রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন।

আহ্মদশাহ আবদালীকে সচরাচর লোকে শাহ দুরাণী বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে।

আহ্মদশাহ বলি ব্রাহ্মণী। দক্ষিণাপথের একজন সুলতান্। বাহ্মণীবংশীয় সুলতান্ দাউদ শাহের পুত্র। প্রথমে ইহাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ফিরোজসাহ রাজত্ব প্রাপ্ত হন, কিন্তু তিনি স্বইচ্ছায় কনিষ্ঠ ভ্রাতা আহ্মদ শাহকে রাজ্য ছাড়িয়া দেন। ১৪২২ খৃষ্টাব্দে, আহ্মদ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

একদিন আহ্মদ শাহ মৃগয়া করিতে বাহির হন। মৃগয়া করিতে করিতে একটী মনোহর স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বচ্ছসলিলা নদী এই স্থানে প্রবাহিত হইতেছে, ফলশালী তরুগণ কাননের শোভা বিস্তার করিয়াছে, নানা জাতীয় পক্ষীর কলরবে বনভূমি যেন সদাই প্রফুল্লিত রহিয়াছে। এই দৃশ্যে সুলতানের মন বিমোহিত হইল, তিনি এখানে আহ্মদাবাদ বিদর নামক সুন্দর নগর ও দুর্গ স্থাপন করিলেন। এইখানে দময়ন্তীর পিতার রাজত্ব ছিল। আহ্মদশাহ ১২ বৎসর রাজত্বের পর ১৪৩৬ খৃষ্টাব্দে কালগ্রাসে পতিত হন।

আহ্মদাবাদ। গুজরাট প্রদেশের একটী জেলা, বোম্বাই বিভাগের অন্তর্গত। এই জেলার উত্তর সীমা বরোদা, উত্তরপূর্ব্বে মহীকান্তা, পূর্ব্বে বালাসিনোর এবং কৈরা জেলা, দক্ষিণপূর্ব্বে কাম্বে, দক্ষিণে এবং পশ্চিমে কাঠিয়াবাড়।

আহ্মদাবাদের ভূতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে অনায়াসেই স্বীকার করা যায়, পূর্ব্বে এই স্থান সমুদ্র মধ্যে ছিল, অধিক দিন হইবে না বর্ত্তমান ভূমির আকারে পরিণত হইয়াছে।

পূর্ব্বে আহ্মদাবাদ অনহিলবাড়া রাজাদিগের অধিকারে ছিল। ৭৪৬ খৃষ্টাব্দে, তাঁহারা এই স্থান কৃষিকর্ম্মের জন্ম বিলি করিয়া দেন। ১২৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহাদের হাতে ছিল। তৎপরে ভীলজাতি এই স্থান অধিকার করে। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ অকবর ভীলদের নিকট হইতে এই স্থান কাড়িয়া লয়েন। ১৭৫৩ খৃঃ অব্দে পেশোবা এই স্থান দখল করেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে, গাইকোয়াড় নিজের এবং পেশোবার অংশ বৃটীশ গবর্ণমেণ্টকে দান করেন।

আহ্মদাবাদ বেশ উর্ব্বরা। বোম্বাই প্রদেশের মধ্যে এটী প্রধান বাণিজ্য স্থান। এখানকার অধিকাংশ লোকই চাষবাসের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। তাহাদের মধ্যে কুনবি, রাজপুত ও কোলিরাই প্রধান। কুনবিরা সচরাচর তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—অঞ্জনা, কদাবা ও লেবা। এখন বাঙ্গালার যেমন সামান্য গৃহস্থের কন্যা হইলে, সে আপনাকে বিপদ্‌গ্রস্থ মনে করে; কুনবিদের মধ্যেও সেইরূপ। এই বিপদ্ হইতে এড়াইবার জন্য ইহার কন্যাসন্তান জন্মিবামাত্র মারিয়া ফেলিত। আহা! মা হইয়াও সন্তানের প্রতি এরূপ আচার করিতে হইত। কন্যা হইলে বিস্তর খরচ না করিলে তাহার বিবাহ হয় না। কেহ বা অনেক কষ্টে মানুষ করিয়া তুলিল, কন্যা বয়স্থা হইল, অথচ মনোমত পতি মিলিতেছে না, এরূপ স্থলে প্রায়ই তাহাদের প্রথমে একতোড়া ফুলের সঙ্গে বিবাহ হইত। পরে ফুলের তোড়া একটী কূপে ফেলিয়া দিত; তাহাতে সেই কন্যা বিধবা হইল। এরূপ স্থলে সেই কন্যা 'পাত্রা' অর্থাৎ পুনর্ব্বিবাহ করিতে পারে, তাহাতে কিন্তু অধিক খরচ লাগে না। কোন কোন স্থলে বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেয়; তাহার সঙ্গে এই চুক্তি হয় যে, বর বিবাহ করিয়াই কন্যাকে পরিত্যাগ করিবে। পরে বর কন্যাকে ত্যাগ করিলে, যাহার ইচ্ছা হয় সে সেই কন্যাকে 'পাত্রা' করে। কুনবিদের শিশুহত্যা নিবারণের জন্য ১৮৭০ সালে একটী আইন জারি হয়।

এখানকার রাজপুতের মধ্যে দুই শ্রেণী। এক শ্রেণীর

লোকের জমিজরাৎ আছে, তাহারা প্রায় সকলেই অলস। আর এক শ্রেণী লোকের চাষই জীবনোপায়। এখানকার কোলিরা প্রায় সকলেই চাষী, অতি সামান্য অবস্থায় কালযাপন করে।

এই জেলার লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে আট লক্ষ। এই জেলার প্রধান নগর—আহ্মদাবাদ, ধোল্‌কা, বীরজাম, ধোলেরা, ধন্ধুক, গোঘা, পরান্তিজ, মোরাশ ও সানন্দ।

এই স্থান রেশম ও তুলার কাপড়ের ব্যবসার জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে শ্রাবক ও অশোয়াল জৈনেরা বাস করে। [বোম্বাই গেজেটিয়ার ৪র্থ ভাগে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

২ আহ্মদাবাদ নগর। এই নগরটী গুজরাটের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শাবরমতী নদীর বামপার্শ্বে এই নগর। ইহার দৃশ্য অতি সুন্দর। দূর হইতে দেখিলে নয়ন মন জুড়ায়। এই নগরের পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে বরাবর উচ্চ প্রাচীর। এই প্রাচীর প্রায় এক ক্রোশ পথ অবধি চলিয়াছে। ১৪১৩ হইতে ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই প্রাচীর গুজরাটের রাজা আহ্মদশাহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে এই স্থানই অকবরের অধিকারভুক্ত হয়, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে এই স্থানের অতিশয় সমৃদ্ধি বাড়িয়াছিল। ফিরিস্তা নামক পারসী ইতিহাস গ্রন্থে লিখিত আছে, তৎকালে এখানকার ৩৬০টী রাজ্য প্রাচীর বেষ্টিত ছিল। মার্হাট্টাদিগের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল কীর্ত্তি বিলুপ্ত হয়। ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে দামাজী গাইকোয়াড় এবং মুনিম খাঁ নামে এক ব্যক্তির হস্তে এই নগর আসিল। উভয়ে মিলিয়া সদ্ভাবে কিছুদিন ইহার উপস্বত্ব ভোগ করিয়াছিলেন।

১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে মার্হাট্টারা এই স্থান অধিকার করে। মধ্যে মুনিম খাঁ কিছুদিনের জন্য দখল করিয়াছিলেন, কিন্তু আবার মার্হাট্টাদের হাতে গিয়া পড়ে (১৭৫৭ খৃঃ অঃ)।

১৭৮০ খৃঃ অব্দে বৃটীশ সেনাপতি গডর্ড এই স্থান আক্রমণ করেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বৃটীশ অধিকারভুক্ত হয়। এখানে জৈনশ্রাবকদিগের প্রায় ১২০টী মন্দির আছে। এখানকার হিন্দুরা তিন বৎসর অন্তর একবার করিয়া খালি পায়ে নগর পরিভ্রমণ করেন।

এই নগরের সোণা ও রূপার জরি প্রসিদ্ধ। এখানে কাগজ প্রস্তুত হয়, তাহা সমস্ত গুজরাট প্রদেশে চলিয়া থাকে।

ই

ই, ইকার। তৃতীয় স্বরবর্ণ। ইহার উচ্চারণস্থান তালু।

সংস্কৃত ব্যাকরণমতে ইকারের উচ্চারণ আঠার প্রকার। প্রথম—হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত। তৎপরে উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত। ১ হ্রস্ব উদাত্ত, ২ হ্রস্ব অনুদাত্ত, ৩ হ্রস্ব স্বরিত। ৪ দীর্ঘ উদাত্ত, ৫ দীর্ঘ অনুদাত্ত, ৬ দীর্ঘ স্বরিত। ৭ প্লুত উদাত্ত, ৮ প্লুত অনুদাত্ত, ৯ প্লুত স্বরিত। এই নয়টী অনুনাসিক ও অননুনাসিক ভেদে দুই প্রকার। সুতরাং ১৮ প্রকার।

ইকারের এই কএকটী নাম—সূক্ষ্ম, শাল্মলী, বিদ্যা, চন্দ্র, পুষা, সুগুহক, সুমিত্র, সুন্দর, বীর, কোটর, কাটর, পয়, ভ্রূমধ্য, মাধব, তুষ্টি, দক্ষনেত্র, নাসিকা, শান্ত, কান্ত, কামিনী, কাম, বিঘ্নবিনায়ক, নেপাল, ভরণী, রুদ্র, নিত্যা, ক্রিয়া, পাবকা। (বর্ণাভিধানতন্ত্র)।

কামধেনুতন্ত্রের মতে ইকার—পরানন্দময়, সুগন্ধযুক্ত, কুসুমসদৃশ, হরিব্রহ্মময়, শক্তিময়, পরমব্রহ্ম ও রুদ্রময়। ইহাই মূর্ত্তিমান্ কুণ্ডলী।

ই (পুং) অত্ত বিক্ষোরপত্যং অ-ইঞ্। কামদেব, কন্দর্প। ইনি রুক্মিণীর গর্ভজাত। [হরিবংশের ১৬৩ অধ্যায়ে ইহার বিবরণ আছে।] এই ব্যুৎপত্তি দেখিয়া অনেকে বলেন ই শব্দের অর্থ কন্দর্প, অভিলাষ নহে। কামদেবতা হেতু ইকারের ঔপচারিক অর্থ অভিলাষ এই কথা কেহ বলিয়া থাকেন। নঞর্থকস্য অ ইত্যস্য ইদং অ-ইঞ্। (অব্য) ১ খেদ। ২ প্রকোপোক্তি। (ই স্যাদ্ খেদে প্রকোপোক্তৌ। হেম° অনে ৭।৩।) ৩ নিষ্ঠুরবাক্য। ৪ দয়া। ৫ নিরাকরণ। ৬ প্রত্যক্ষ। ৭ সন্নিধি। ৮ দুঃখভাবন। ৯ ক্রোধ। ১০ বিক্রোধ।

('ই নিষ্ঠুরবচো ভেদে দয়ায়ামপ্যপাকৃতৌ।
প্রত্যক্ষসন্নিধৌ দুঃখভাবনে ক্রোধখেদয়োঃ॥
বিক্রোধে চ প্রকোপোক্তাবব্যয়ং মদনে পুমান্।' শব্দাব্ধি।)

১১ বিস্ময়। ১২ সম্বোধন। ১৩ মাধব। ১৪ সূক্ষ্মযজ্ঞ। ১৫ বিদ্যা। ১৬ দক্ষিণ লোচন। ১৭ গন্ধর্ব্ব। ১৮ পাঞ্চজন্য। ১৯ মথাঙ্কুর।

(ই মাধবঃ সূক্ষ্মসংজ্ঞশ্চ বিদ্যাদির্দক্ষলোচনঃ।
গন্ধর্ব্বঃ পাঞ্চজন্যশ্চ ইকারশ্চ মথাঙ্কুরঃ॥ মাতৃকাকোষ।)

নিপাত এক অচ্ হেতু এটী প্রগৃহ্যসংজ্ঞ, সেই হেতু ই ঈশ্বর ইত্যাদি স্থলে সন্ধি হয় নাই। *। নিপাত একজনাঙ্। পা ১।১।১৪। আঙ্ ভিন্ন একাচ্ অচ্ নিপাত প্রগৃহ্যসংজ্ঞ হয়।

ই গতৌ ভ্বাদি পরং সকং অনিট্। লট্। অয়তি অয়তঃ অয়ন্তি। লুঙ্ ঐষীৎ ঐষ্টাং ঐষুঃ। লিট্ ইয়ায় ইয়তুঃ ইয়ুঃ। অয়ন্। ইতঃ। ইতিঃ। অয়নং। আয়ঃ। ইত্বা (উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগ্বিভাগে। উদ্ভট্।) (অয়ঙ্ক ধাতুঃ কটীগতৌ=ইত্যত্র ই ঈ ইতি প্রশ্লেষাৎ লব্ধঃ। সিং কৌঃ)

ইউরোপ [য়ুরোপ দেখ।]

ইংলণ্ড। দেশবিশেষ। গ্রেটবৃটন দ্বীপের দক্ষিণাংশ। [গ্রেটবৃটন দেখ।]

ইংলণ্ডের প্রাচীন ইতিহাস তেমন কিছু পাওয়া যায় না। পুরাকালে ফিনিসীয়গণ টিন আনিবার জন্য এইদেশে যাতায়াত করিত। প্রাচীন রোমকেরা এই স্থানকে বৃটেনিয়া বলিত। [গ্রেটবৃটন শব্দে পুরাতত্ত্ব দেখ।]

এঙ্গল নামক এক জাতি এইস্থানে বাস করিত, তাঁহাদের নামানুসারে ইহার নাম এঙ্গল-লণ্ড বা ইংলণ্ড হইয়াছে।

এডবার্ড নামক রাজা নরমাণ্ডীর উইলিয়মকে ইংলণ্ডের রাজ্যভার প্রদান করেন। উইলিয়ম প্রথম যখন ইংলণ্ডে আইসেন, তখন তথাকার লোকেরা হেরল্ড নামক একজনকে রাজা করিয়াছে। তাঁহার সঙ্গে উইলিয়মের যুদ্ধ হয়। ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড নরমান্‌দিগের অধিকারে আসিল।

নরমান্ ও তৎকালীন সাক্‌সন্ জাতির সম্মিলনে বর্ত্তমান ইংরাজ জাতি এবং ইংরাজি ভাষার উৎপত্তি হইল। নিম্নলিখিত রাজগণ ইংলণ্ডে রাজত্ব করেন।

এঙ্গলো-সাক্‌সন বংশ।

	খৃষ্টাব্দে	বর্ষে
আল্‌ফ্রেড্ (ওয়েসেক্সের রাজা)	৮৭১	৩০
এডবার্ড (১ম)	৯০১	২৪
এথেলষ্টন্ (ইংলণ্ডের রাজা) ...	৯২৫	১৫
এডমণ্ড (১ম)	৯৪০	৬
এড্রেদ্	৯৪৬	৬
এডবি	৯৫৫	৪
এড্‌গার	৯৫৯	১৬
এড্‌বার্ড (২য়)	৯৭৫	৩
এথেলরেড্	৯৭৮	৩৮
এড্‌মণ্ড (২য়)	১০১৬	১

দানিশ বংশ।

কানিউট্	১০১৭	১৯
হেরল্ড্ (১ম)	১০৩৬	৩
হার্ডিকানিউট্	১০৩৯	২

সাক্‌সন বংশ।

এড্‌বার্ড (৩য়)	১০৪১	২৫
হেরল্ড্ (২য়)	১০৬৬	

নরমান বংশ।

উইলিয়ম (১ম)	১০৬৬	২১
ঐ (২য়)	১০৮৭	১৩
হেনরি (১ম)	১১০০	৩৫
ষ্টেফেন (ব্লইসবংশীয়)	১১৩৫	১৯

প্লাণ্টাজেনেট বংশ।

হেনরি (২য়)	১১৫৪	৩৫
রিচার্ড (১ম)	১১৮৯	১০
জন	১১৯৯	১৭
হেনরি (৩য়)	১২১৬	৫৬
এডবার্ড (১ম)	১২৭২	৩৫
এডবার্ড (২য়)	১৩০৭	২০
এডবার্ড (৩য়)	১৩২৭	৫০
রিচার্ড (২য়)	১৩৭৭	২২

লঙ্কাস্তার বংশ।

হেনরি (৪র্থ)	১৩৯৯	১৪
ঐ (৫ম)	১৪১৩	৯
ঐ (৬ষ্ঠ)	১৪২২	৩৯

ইয়র্কের রাজবংশ।

এডবার্ড (৪র্থ)	১৪৬১	২২
এডবার্ড (৫ম)	১৪৮৩	
রিচার্ড (৩য়)	১৪৮৩	২

তুদরের রাজবংশ।

হেনরি (৭ম)	১৪৮৫	২৪
ঐ (৮ম)	১৫০৯	৩৮
এডবার্ড (৬ষ্ঠ)	১৫৪৭	৬
মেরি	১৫৫৩	৫
এলিজাবেথ	১৫৫৮	৪৫

ষ্টুয়ার্ট বংশ।

জেমস্ (১ম)	১৬০৩	২২
চার্লস্ (১ম)	১৬২৫	২৪
সাধারণ তন্ত্র	১৬৪৯	১০

ষ্টুয়ার্ট বংশ।

চার্লস্ (২য়)	১৬৬০	২৫
জেমস্ (২য়)	১৬৮৫	৩

অরেঞ্জের রাজবংশ।

উইলিয়ম (৩য়) ও মেরি ...	১৬৮৮	১৪

ষ্টুয়ার্ট বংশ।

আনি	১৭০২	১২

বর্ণস্বুইক্ বংশ।

জর্জ (১ম)	১৭১৪	১৩
জর্জ (২য়)	১৭২৭	৩৩
জর্জ (৩য়)	১৭৬০	৬০
জর্জ (৪র্থ)	১৮২০	১০
উইলিয়ম (৪র্থ)	১৮৩০	৭
ভিক্টোরিয়া	১৮৩৭	

ইংরাজ (Anglais শব্দের অপভ্রংশ) [ইঙ্গ্রেজ দেখ।]

ইংরাজীভাষা। ইংরাজের ভাষা। যে ভাষায় ইংরাজেরা কথা কয়।

ইংরাজীভাষা বলিতে গেলে কেবল ইংলণ্ডের প্রাচীন অধিবাসী এঙ্গলদের কথিত ভাষা বুঝায় না। লাটিন, গ্রীক, হিব্রু, কেল্‌টিক, দানিশ, সাক্‌সন, ফরাসী, স্পেনীয়, ইতালীয়, জর্ম্মন্‌, সংস্কৃত, হিন্দুস্থানী, মলয়, চীন প্রভৃতি নানা ভাষার সংমিশ্রণে এই ভাষার উৎপত্তি। সংস্কৃত ভাষার ন্যায় ইংরাজীকে একটী পূর্ণভাষা বলা যায় না। এই ভাষায় এখনও অনেকানেক নূতন শব্দের সৃষ্টি হইতেছে। ইংরাজী ভাষায় এখনও সম্পূর্ণ ব্যাকরণ প্রস্তুত হয় নাই।

ইংরাজীভাষার ইতিহাস চারি অংশে ভাগ করা যায়। ১ম এঙ্গলো-সাক্‌সন কাল (৪৪৯ হইতে ১০৬৬ খৃষ্টাব্দ), ২য় অর্দ্ধ সাক্সন কাল (১০৬৬ হইতে ১২৫০ খৃষ্টাব্দ), ৩য় প্রাচীন ইংরাজী কাল (১২৫০ হইতে ১৫৫০খৃঃঅঃ),৪র্থ বর্ত্তমান ইংরাজী কাল (১৫৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে বর্ত্তমান সময় অবধি।) এই সময়ের মধ্যে ইংরাজীভাষা অনেক রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্ব্বে ইংরাজীভাষা যেরূপ ভাবে চলিতেছিল, এখন আর সেরূপ নাই। ইংরাজী ভাষায় ২৬টী অক্ষর। এই ২৬টী অক্ষরে বিজাতীয় শব্দসমূহ প্রকৃতরূপে লিখিত হইতে পারে না বলিয়া উচ্চারণের জন্য নূতন নূতন অক্ষর কল্পিত হইতেছে।

ইক্‌ স্মরণে অধিপূর্ব্বক এব অত্র কিৎ করণং (ইঙ্‌ অধ্যায়নে নিত্যমধিপূর্ব্বঃ) ইত্যস্য বিশেষার্থঃ। অদাদিং পরং সকং অনিট্‌। লট্‌ অধ্যেতি অধীতঃ অধিয়ন্তি। অধ্যগাৎ। অধীয়ন্‌।

(ইন্‌বদিক্‌ ইতি বক্তব্যং। পা ৬।৪।৭৬ সূত্রে বার্ত্তিক।) অধীয়ন্তি। অধ্যগাৎ। কেচিত্তু আর্দ্ধধাতুকাধিকারোক্তস্যৈবাতিদেশ-মাহুঃ। তন্মতে যণ্‌ ন। তথাচ ভট্টিঃ। সমীতয়ে রাঘবয়োরধীয়ন্‌। সিং কৌং উক্তসূত্রে। ইহার যোগে কর্ম্মে শেষে ষষ্ঠী হইবে। মাতাকে স্মরণ করিতেছে এরূপ স্থলে "মাতুরধ্যেতি" এই প্রয়োগ হইবে।*। অধীগর্থদয়েশাং কর্ম্মণি। পা ২।৩।৫২। অধিপূর্ব্বক ইক্‌ ধাতুর যে অর্থ তাহাতে অর্থাৎ স্মরণার্থে এবং দয় ও ঈশ এই সকল ধাতুর কর্ম্মে শেষে ষষ্ঠী হয়। তিঙন্ত পদ বা কৃদন্ত পদ এই উভয়ের যোগেই যেস্থানে ষষ্ঠী হইতে পারে যেমন 'সর্পিষো জানাতি' 'সর্পিষো জ্ঞানং' তাহার নাম প্রতিপদবিধানা ষষ্ঠী, তাহার সহিত কৃদন্ত এই অধি ইক্‌ধাতুর সমাস হয় না, তজ্জন্য "মাতুরধ্যয়নং" এস্থলে ষষ্ঠীসমাস হইবে না। (প্রতিপদবিধানা চ ষষ্ঠী ন সমস্যত ইতি বাচ্যং। পা ২।২।১০ বার্ত্তিক।)

ইকট (পুং) ই-বিচ্‌ ইং খেদং কটতি বারয়তি ই-কট-অচ্‌। বংশাঙ্কুর। বাঁশের কোঁড়া।

ইকট (পুং) ঈয়তে-ই ক্বিপ্‌-ইৎ-সিধ্য-কটো যস্মাৎ পূর্ব্বো তস্য কঃ। কটসাধন তৃণবিশেষ। যে নল দিয়া দড়মা প্রস্তুত করে।

ইক্ষ্বালিকা (স্ত্রী) অনিক্ষু, খাগ্‌ড়া। এই গাছগুলিও ঠিক ইক্ষুতুল্য মিষ্ট। বালকেরা ইহার কলম প্রস্তুত করে। এই গাছ জলের নিকটেই প্রায় দেখা যায়।

ইকবাল (আরবা) বর্ষলগ্ন হইতে (১।৪।৭।১০ অথবা ২।৫।৮।১১) ইহার কোন স্থানে রবি প্রভৃতি সমস্তগ্রহ থাকিবার হেতু রাজযোগ বিশেষ। ঐ যোগ রাজ্য ও সুখপ্রাপ্তির হেতু।

ইক্ষু (পুং) ইষ্যতে মধুরত্বাৎ। ইষু (বাঙ্কে ইষেঃ ক্সুঃ। উণ্‌ ৩।১৫৭) ইতি ক্সু। মধুর রসযুক্ত স্বনামখ্যাত বৃক্ষ বিশেষ। (Saccharum officinarum) মধুরতৃণ। (ইক্ষু র্মধুতৃণ কৃসো স্যাৎ। উণ্‌ কো) (ইক্ষুর্মধুতৃণঃ স্মৃতঃ। উৎপলিনী)।

আক প্রায় পৃথিবীর সকল দেশেই জন্মে; ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই ইহার চাষ হয়। আকের ছিবড়ায় কাগজ হয়, পাতায় মাদুর হইতে পারে।

ইক্ষুশব্দের এই কএকটী পর্য্যায় দেখা যায়। যথা—রসাল, কর্কোটক, বংশ, কান্তার, সুকুমারক, অধিপত্র, মধুতৃণ, বৃষ্য, গুড়তৃণ, মৃত্যুপুষ্প, মহারস, অসিপত্র, কোশকার, ইক্ষব, পয়োধর। রক্তেক্ষুর নাম সূক্ষ্মপত্র, শোণ, লোহিত। উৎকট মধুর হ্রস্বমূল।

সামান্য ইক্ষুর গুণ—খাইলে রক্তপিত্ত নাশ করে এবং বল, শুক্র, কফ বৃদ্ধি করে। পাক করিলে মধুর, স্নিগ্ধ, ভারী, অতিশয় শীতল ও মূত্র পরিষ্কার করে। ইহার মধ্য ও মূল মধুর, স্বাদু; গাঁইট, ছাল এবং ডগা লবণাক্ত (লোনা), মূলের উপরের ভাগ সুমিষ্ট, মধ্যভাগটা অতি মধুর। ক্রমেই ডগা নীরস ও লোনা।

খালি পেটে আক খাইলে পিত্ত বৃদ্ধি হয়, ভাত খাওয়ার পর খাইলে বায়ু বৃদ্ধি করে। ভাত খাইবার সময়ে খাইলে গুরুপাক হইয়া পড়ে। দাঁতে ছাড়াইয়া আক খাইলে ঠাণ্ডা, শুক্র বৃদ্ধি, মুখের তৃপ্তি ও জীবনের হিত সাধন করে। ইহাতে বায়ু, রক্ত ও পিত্ত নষ্ট হয়। ইহা অধিক মিষ্ট, স্নিগ্ধ ও প্রীতিজনক। রক্ত ও ধাতু বৃদ্ধিকর। রক্তদোষ ও ভ্রমের উপশমকারী। অল্প পরিমাণে শ্লেষ্মাবৰ্দ্ধক, মনের তুষ্টিকর এবং মুখের রুচিজনক। ইহাতে শরীরের কান্তিবৃদ্ধি ও বলবৃদ্ধি হয়। খাইতে অমৃততুল্য অথচ ত্রিদোষনাশক।

যন্ত্রের দ্বারা রস বাহির করিয়া খাইলে তাহার গুণ—রক্ত ও শুক্র বৃদ্ধিকর, অতি শীতল। কোষ্ঠপরিষ্কারক, মুখরুচিকর এবং গাত্রদাহকর। ইহারও দাঁতে ছাড়ানর গুণ—কিঞ্চিৎ

পরিমাণে পিত্ত ও বায়ুনাশক। ইহা কোমল নয়, ইহার স্বাদ ভাল নয়। ক্ষীর রোধক ও দাহকারী। বাসি আকের রস ভাল নয়। তাহা অম্ল ও বাতনাশক, ভারী, পিত্তকর, শোষকর, ভেদক ও অতিমূত্রকর।

আকের জ্বাল দেওয়া রসের গুণ—চিক্কণ, ভারী, অত্যন্ত তেজী, কফ ও বাতনাশক, আনাহ ও কিঞ্চিৎ পিত্তনাশক। অতিপাকে বিদাহ, পিত্তদোষ ও রক্তদোষ জন্মে।

ইক্ষু বিকারের (অর্থাৎ চিনি বা গুড়ের) নাম—লসীকা, ফাণিত, গুড়, খণ্ড, মৎস্যাণ্ডী, সিতা। ইহা নির্ম্মল হইলে হাল্কা, শীতল ও বীর্য্যকর। ইক্ষুর নামবিশেষ—দীর্ঘচ্ছদ, ভূরিরস, গুড়মূল, অসিপত্র, মধুতৃণ। ইহার গুণ—রক্ত ও পিত্তনাশক, বলকর, বৃষ্য, শরীরের স্থূলতাকারক, কফবর্দ্ধক, স্বাদু ও পাকে অধিক মিষ্ট, স্নিগ্ধ, গুরু, মূত্রবর্দ্ধক, শীতল। ইক্ষুর সাধারণ গুণ পিপাসানাশক, দাহ, মূর্চ্ছা, পিত্ত ও রক্তনাশক, ভারী, বাতহারক, রেচক, বৃষ্য, বিষনাশক। কিছু গাঢ় পাকা ও যাহাতে রস অনেক হয় উহাকে ফাণিত কহে। গুণ—ধাতুবর্দ্ধক, বাত পিত্ত ও শ্রমনাশক। মূত্র ও বস্তিশোধক।

মৎস্যাণ্ডীর লক্ষণ—গাঢ় ও অল্পশিরাযুক্ত। ইহাতে খাঁড় চিনি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। গুণ—ভেদক, বলকর, হাল্কা, পিত্ত ও বাতনাশক, ধাতুবর্দ্ধক, পুষ্টিকর ও রক্তদোষনাশক।

ইক্ষুর জাতিভেদ—পৌণ্ড্রক, ভীরুক, বংশক, শতপোরক, মনোগুপ্তা, তাপসেক্ষু, কান্তার, কাণ্ডেক্ষু, সুচিপত্রক, নৈপাল, দীর্ঘপত্র, নীলপোর, কোশকৃৎ।

পৌণ্ড্রক ও ভীরুকের গুণ—বায়ু ও পিত্তনাশক। ইহার রস ও গুড় মধুর, অতি শীতল এবং বলবর্দ্ধক। কোশকারের গুণ—ভারী, শীতল, রক্ত ও পিত্তনাশক। কান্তার গুণ—ভারী, বলকারী, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, স্থূলতাসম্পাদক, রেচক। দীর্ঘপত্রের গুণ—অতি কঠিন। বংশক গুণ—ক্ষার লবণাক্ত। শতপোরক কিছু পরিমাণে কোশকারের গুণ বিশিষ্ট, অল্প উষ্ণ, লোনা ও বায়ুনাশক এইমাত্র বিশেষ।

মনোগুপ্তার গুণ—ব্যবহারক, তৃষ্ণা ও রোগবিনাশক, সুশীতল, অতি মধুর, রক্ত ও পিত্তনাশক।

তাপসেক্ষু গুণ—মৃদু মধুর, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, প্রীতিপ্রদ, রুচিজনক, শক্তিবৃদ্ধিকারক ও বলকর।

কচি আকের গুণ—কফবর্দ্ধক, চর্ব্বি ও মেহজনক।

যুবা আকের গুণ—বাতহারক, স্বাদু, ঈষৎ তীক্ষ্ণ, পিত্তনাশক।

পাকা আকের গুণ—রক্ত ও পিত্তহারক। ক্ষত ঘা বিনাশক, বল ও বীর্য্যজনক।

সাদা আকের গুণ—উৎকৃষ্ট রসায়নকারী, বলকর, রোগনাশক, স্নিগ্ধ, তৃপ্তিজনক, স্থূলতা-সম্পাদক, শক্তিজনক, আয়ুষ্কর, শ্লেষ্মাকর। অত্যন্ত স্বাদু, এ জন্য বাত ও পিত্ত নষ্ট করে। শক্তিজনক হইলেও অন্তর বিদাহ জন্মায়।

কাল আকের গুণ—শোষ অপহারক, শোক ও ব্রণজনক। অন্য গুণ সাদা আকের মত।

যন্ত্র দ্বারা বাহির করা রসের গুণ—ভারী, শক্তিবর্দ্ধক, কফজনক, অতি শীতল, পাকে বিদাহী ও বলকারী। [অপর বিবরণ চিনি শব্দে এবং (The Sugar (Vol XVI. to XIX নামক বিলাতী পত্রিকা দেখ।]

২ নদীবিশেষ। ৩ মৎস্যপুরাণে দুইটী ইক্ষু নদীর নাম পাওয়া যায়। একটী নদী জম্বুদ্বীপে এবং অপরটী শাকদ্বীপে। জম্বুদ্বীপে যেটী, তাহার বর্ত্তমান নাম অক্ষস্ (Oxus)।

ইক্ষুক (পুং) ইক্ষু প্রকারঃ (স্থূলাদিভ্যঃ প্রকারবচনে কন। পা ৫।৪।৩।) ইতি প্রকারার্থে কন্। এক প্রকার ইক্ষু।

ইক্ষুকাণ্ড (পুং) ইক্ষোঃ বৃক্ষস্য কাণ্ডঃ দণ্ডইব কাণ্ডো যস্য বহুব্রী) কাশবৃক্ষ। (কেশে)। মুঞ্জগাছ। ইক্ষুঃ কাণ্ড ইব। ইক্ষুদণ্ড।

ইক্ষুকুট্টক (পুং) ইক্ষুন্ কুট্টয়তি ইক্ষু-কুট্ট ণ্বুল্ (উণ্ ২।৩২।) ৬তৎ। গুড়কারক যন্ত্রবিশেষ। গৌড়িক (স্ত্রী) কেশে।

ইক্ষুগন্ধ (পুং) ইক্ষোঃ গন্ধইব গন্ধো যস্য বহুব্রী। ক্ষুদ্র গোক্ষুর বৃক্ষ, কেশে।

ইক্ষুগন্ধা (স্ত্রী) পূর্ব্ববৎ সমাং টাপ্। গোখুরী, কাশতৃণ।

ইক্ষুগন্ধিকা (স্ত্রী) ইক্ষুগন্ধ কন্ টাপ্, অকারস্যেকারঃ। ভূমিকুষ্মাণ্ড, ভুঁইকুমড়া।

ইক্ষুজ (ত্রি) ইক্ষু-জন-ডঃ। ইক্ষু হইতে যাহা জন্মে, গুড়াদি।

ইক্ষুতুল্যা (স্ত্রী) ইক্ষোঃ ইক্ষুণা বা তুল্যা। ধান্যবিশেষ।

ইক্ষুদণ্ড (পুং) ইক্ষুঃ দণ্ড ইব উপ কর্ম্মধাং। আকগাছ। ইক্ষুযষ্টি প্রভৃতিও ব্যবহৃত হয়।

ইক্ষুদর্ভা (স্ত্রী) ইক্ষোরিব দর্ভো বন্ধো যস্যাঃ বহুব্রী। তৃণবিশেষ। ইহা সুমধুর, শীতল, অম্লকষায়। কফ ও পিত্তহারক, রুচিকর, লঘুপাক, তৃপ্তিজনক।

ইক্ষুদা (স্ত্রী) ইক্ষুং তদাস্বাদং দদাতীতি ইক্ষু-দা-ক। নদীবিশেষ।

ইক্ষুনেত্র (ক্লী) ইক্ষোর্নেত্রমিব ৬তৎ। আকের গাঁট। ইক্ষুমূল। যেখান হইতে পাপড়ি উঠে।

ইক্ষুপত্র (পুং) ইক্ষোঃ পত্রমিব পত্রং যস্য বহুব্রী। জোয়ার ধান্য। নদীকূলে জোয়ারে যে ধান জন্মে।

ইক্ষুপাক (পুং) ইক্ষোঃ পাকঃ ৬তৎ। পাকযোগ্য রসাদি। গুড় প্রভৃতি।

ইক্ষুপ্র (পুং) ইক্ষুরিব পূর্য্যতে ইক্ষু পৃ-ক। শরবন। [তৃণ দেখ।]

ইক্ষুবালিকা (স্ত্রী) ইক্ষোর্বাল ইব বালঃ কেশঃ শীর্ষস্থ-পত্রাদির্যস্যাঃ। ইক্ষুতুল্য, কেশে।

ইক্ষুভক্ষিতী (স্ত্রী) ইক্ষুর্ভক্ষিতোঽনয়া। যে স্ত্রী ইক্ষু ভক্ষণ করিয়াছে।

ইক্ষুমতী (স্ত্রী) ইক্ষুস্তদ্রসো বিদ্যতেঽস্যাং নদ্যাং (ইক্ষু। পা ৪।২।৮৬। মধ্বাদিভ্যশ্চেতি মতুপ্। পা ৮।২।৯। সূত্রে যবাদিত্বাৎ ন মতোর্মো বঃ।) নদীবিশেষ। এই নদীর তীরে সাঙ্কাশ্য নগর। (কার্য্যাফলকপর্য্যন্তাং পিবন্নিক্ষুমতীং নদীং। রামাং ১ কাণ্ড, ৭০ সর্গ ৩ শ্লোক।) মহাভারতের মতে এই নদী কুরুক্ষেত্রের মধ্যে।

ইক্ষুমূল (ক্লী) ইক্ষোর্মূলং গ্রন্থিরিব মূলং যস্য। বাঁশের গাছ। ৬তৎ। আকের মূল। আকের গাঁট।

ইক্ষুমেহ (পুং) ইক্ষুরসতুল্যো মেহঃ মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা। ইক্ষুরসের ন্যায় ধাতু নির্গত হওয়া। দিবানিদ্রা, ব্যায়াম ও আলস্যে আসক্ত এবং শীতল, স্নিগ্ধ, মধুর, মত্তদ্রব্যযুক্ত অন্নভোজী ঐ রোগে আক্রান্ত হয়। সুশ্রুত এই রোগে জয়ন্তীকষায় ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ইক্ষুযন্ত্র (ক্লী) ইক্ষোঃ নিষ্পীড়নং যন্ত্রং শাক-তৎ। যে যন্ত্র দ্বারা মাড়িয়া ইক্ষুরস নির্গত করা যায়, মহাশাল।

ইক্ষুযোনি (পুং) ইক্ষোর্যোনিঃ জন্ম যস্মাৎ। ইক্ষুজাত পুঁড়ি আক্। ইক্ষুবটিকা (স্ত্রী) ঐ অর্থ।

ইক্ষুর (পুং) ইক্ষুং তদ্বদ্রসং রাতি ইক্ষু-রা-ক। কুলেখাড়া। কোলিকাগাছ। গোখুরী। আকগাছ। কেশগাছ। স্বার্থে কন্। কোকিলাক্ষ বৃক্ষ। কেশে। গোটাশর।

ইক্ষুরস (পুং) ইক্ষো রস ইব রসো যস্য সঃ। নড়া। কেশে। ৬তৎ। ইক্ষুরস।

ইক্ষুরসক্কাথ (পুং) ইক্ষুরসস্য কাথঃ ৬তৎ। গুড়।

ইক্ষুরসে (পুং) ইক্ষুরসবৎ মিষ্টমুদকং যস্য বহুব্রী, উদক-শব্দস্যোদাদেশশ্চ। ইক্ষুসমুদ্র। (লবণেক্ষু-সুরাসর্পিদধিদুগ্ধ-জলান্তকাঃ। পুরাণ।)

ইক্ষুবল্লী (স্ত্রী) ইক্ষুরিব সুস্বাদু বল্লী বল্লরী বা। ক্ষীরকন্দ।

ইক্ষুবাটী (স্ত্রী) ইক্ষোর্বাটীব। পুণ্ড্রক। ইক্ষু।

ইক্ষুবাটিকা (স্ত্রী) ইক্ষোর্বাটীব, স্বার্থে কন্। পুণ্ড্রক। পুঁড়িআক্।

ইক্ষুবালিকা (স্ত্রী) ইক্ষুরিব বলতি ইক্ষু-বল-ণ্বুল্। ১ তাল-মাখনা। ২ কেশে।

ইক্ষুবিকার (পুং) ইক্ষোর্বিকারঃ ৬তৎ। গুড় প্রভৃতি।

ইক্ষুবেষ্টন (পুং) ইক্ষোরিব বেষ্টনমস্য বহুব্রী। ভদ্রমুঞ্জ, মুঞ্জা।

ইক্ষুশর (পুং) ইক্ষুরিব শৃণাতি ইক্ষু শৃ-অচ্। কেশে।

ইক্ষুশাকট (ক্লী) ইক্ষূণাং ভবনং ক্ষেত্র সংভবনে ক্ষেত্র শাকটশব্দশ্চ প্রত্যয়ো বক্তব্যঃ। পা ৫।২।২৯ বার্ত্তিক। ইতি শাকট প্রং। আকের ক্ষেত। ইক্ষুর জমি।

ইক্ষুশাকিন (ক্লী) ইক্ষূণাং ক্ষেত্রং ভবনং বা ইক্ষু শাকিন পূর্ব্ববৎ। আকের ভূমি।

ইক্ষুসার (পুং) ইক্ষোঃ সারঃ ৬তৎ। গুড়।

ইক্ষুসমুদ্র (পুং) ইক্ষুরসবৎস্বাদূদকঃ সমুদ্রঃ মধ্যলোপী কর্ম্মধা। ইক্ষুর তুল্য জলবিশিষ্ট সাগর। পুরাণোক্ত সপ্তসমুদ্রের অন্তর্গত একটা সমুদ্র।

ইক্ষ্বাকু (পুং) ইক্ষুমকতি ব্যাপ্নোতি কু-অচ্ আত্বঞ্চ। অথবা ইক্ষুং শব্দং অকতীতি ইক্ষু অক-উণ্। সূর্য্যবংশীয় রাজা। বৈবস্বত মনু ইহাঁর পিতা। ইনি সূর্য্যবংশীয় রাজা-দিগের আদিপুরুষ। ইক্ষ্বাকুর একশত পুত্র হয় তন্মধ্যে বিকুক্ষিই জ্যেষ্ঠ। ইক্ষ্বাকুই অযোধ্যার প্রথম রাজা।

(স্ত্রী) ২ কটুতুম্বী, তিত লাউ। (ইক্ষ্বাকুঃ কটুতুম্বী স্যাৎ। অমর)।

ইক্ষ্বাকু। বারাণসীর একজন রাজা। বৌদ্ধদিগের মহা-বস্তবদান নামক সংস্কৃত গ্রন্থে ইক্ষ্বাকু সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত গল্প আছে। একদিন বারাণসীর রাজা সুবন্ধু স্বপ্ন দেখিলেন, তাঁহার শয়নাগার ইক্ষুদণ্ডে ছাইয়া গিয়াছে। ঘুম ভাঙ্গিলে চাহিয়া দেখেন, তাঁহার স্বপ্ন প্রকৃত। ক্রমে সকল ইক্ষুদণ্ডই শুকাইয়া গেল, কেবল একগাছি বাঁচিয়া রহিল। সুবন্ধু দৈবজ্ঞদিগকে ডাকাইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল, "এই ইক্ষুর মধ্য হইতে একটী পুত্র জন্মিবে, সেই বালকই আপনার পুত্র হইবে।"

দৈবজ্ঞের কথা ফলিল। ইক্ষু ভেদ করিয়া একটী বালক উৎপন্ন হইল। ইক্ষুমধ্যে ছিল বলিয়া সেই বালকের নাম ইক্ষ্বাকু হইল। সুবন্ধুর মৃত্যু হইলে তিনি বারাণসীর রাজা হন। তাঁহার প্রধান মহিষীর নাম অলিন্দা, তাহার গর্ভে কুশের জন্ম হয়। (কুশজাতক)।

ইক্ষ্বারি (পুং) ইক্ষোঃ অরিঃ ৬তৎ বা ইক্ষুরিবারতি ইক্ষু-ঋ-হন্। কাশতৃণ, কেশে।

ইক্ষ্বালিক (পুং) ইক্ষুরিব অলতি ব্যাপ্নোতীতি ইক্ষু ণ্বুল্। কুশ, কেশে।

ইক্ষ্বালিকা (স্ত্রী) ইক্ষ্বালক-টাপ্। ইক্ষুতুল্যা, আনাখ্, খাগড়া।

ইখ, গতি। ইদিৎ। ভ্বাং পরং সকং সেট্। ইঙ্খতি, ঐঙ্খীৎ, ইঙ্খাংবভূব, আস, চকার।

ইখ, গতি। ভ্বাং পরং সকং সেট্। এখতি। ঐখীৎ। ইয়েখ।

ইগ, গতি। ইদিৎ। ভ্বাং পরং সকং সেট্। ইঙ্গতি, ঐঙ্গীৎ। ইঙ্গিবৎ সর্ব্বম্। ইঙ্গিতং।

ইঙ্, অধ্যয়ন। অধিপূর্ব্বক এব ঙিৎ, অদাদিং সকং আত্মং অনিট্। অধীতে, অধ্যৈষ্ঠ, অধ্যগীষ্ট।

ইঙ্গ (পুং) ইগ ক-মুম্। ১ অদ্ভুত। ২ জ্ঞান। (ভাবে ঘঞ্)। ৩ ইঙ্গিত। ৪ জঙ্গম। যাহারা সর্ব্বদা যাতায়াত করে। (ইঙ্গঃ স্যাদদ্ভুতে জ্ঞানে জঙ্গমেঙ্গিতয়োরপি। মেদিনী।) ৫ চরাচর। (চরাচরং জগদিঙ্গং। হেম ৫। ৯০।)

ইঙ্গন (ক্লী) ইগি-ভাবে লুট্। ১ হৃদ্গত ভাব, মনের ভাব। ২ চলন। ৩ জ্ঞান। ৪ সঙ্কেত, ইসারা। ণিচ্-লুট্। ৫ চালান, পাঠান।

ইঙ্গিড় [ল] (পুং) ইগি-ইলচ্ (উণ্ ৫৭ সূত্রে আদিপদে।) ইঙ্গুদ বৃক্ষ।

ইঙ্গিত (ক্লী) ইঙ্গ-ক্ত। ১ অভিপ্রায়মত চেষ্টা প্রকাশ করা। ২ ঠার, ইসারা। ৩ অন্বেষণ। ৪ চেষ্টা। (ইঙ্গিতং তু স্যাচ্চেষ্টায়াং গমনেঽপি চ। হেম° অনে ৩। ২৫০।)

ইঙ্গিতজ্ঞ (ত্রি) ইঙ্গিতং জানাতীতি ইঙ্গিত-জ্ঞা কর্ত্তরি ক। জিনি ইসারা জানেন, সঙ্কেত বুঝিতে পারেন।

ইঙ্গু (পুং) ইঙ্গতি কম্পতে যেন, ইগি বহুং উণ্। রোগ।

ইঙ্গুদ (পুং) ইঙ্গুং রোগং দ্যতি ইঙ্গু-দো কর্ত্তরি-ক। ১ তাপস বৃক্ষ। ২ জ্যোতিষ্মতী বৃক্ষ। ইহা তিক্ত অথচ মধুর। শীতল অথচ উষ্ণ, উভয় গুণই আছে। ইহাতে শ্লেষ্মা ও বাত নষ্ট হয়। পূর্ব্বে মুনিগণ প্রস্তরাদিতে ভাঙ্গিয়া ইহার তৈল ব্যবহার করিতেন।

ইঙ্গুদী (স্ত্রী) ইঙ্গুদ-ঙীপ্। হিঙ্গোট বৃক্ষ। বঙ্গদেশে জীয়াপুতা বলে।

ইঙ্গুল, ইঙ্গুলা (পুং স্ত্রী) ইঙ্গুং লাতি গৃহ্নাতীতি, ইঙ্গুলা-ক। ইঙ্গুদী বৃক্ষ।

ইঙ্গ্য (ত্রি) ইগি-যৎ। গমনযোগ্য, যেথানে যাওয়া যায়।

ইঙ্গ্রেজ (পুং) ইঙ্গরেজ। লণ্ডনদেশজাত লোকসকল।

"পূর্ব্বাম্নায়ে নবশতং ষড়শীতিঃ প্রকীর্ত্তিতা।
ফিরঙ্গভাষয়া মন্ত্রা-স্তেষাং সংসাধনাৎ কলৌ ॥
অধিপা মণ্ডলানাঞ্চ সংগ্রামেষপরাজিতাঃ।
ইঙ্গ্রেজা নব ষট্ পঞ্চ লণ্ড্রজাশ্চাপি ভাবিনঃ ॥"

মেরুতন্ত্র ২৩ প্রকাশ।

ইচড় (দেশজ) কচিকাঁঠাল। নূতন পনস। ইহা রাঁধিলে সুখাদ্য ডালনা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। [কাঁঠাল দেখ।]

ইছাই ঘোষ। অজয়নদের তীরবর্ত্তী ঢেঁকুর নামক স্থানের রাজা। ইনি জাতিতে গোয়ালা, শক্তির উপাসক। ইঁহার সময় ঢেঁকুর বঙ্গদেশের পালবংশীয় রাজাদিগের অধীনে ছিল। ইছাই মহাশক্তির করুণাপ্রভাবে স্বাধীন হইলেন। গৌড়রাজকে আর কর দিতে চাহিলেন না। গৌড়রাজের সহিত মহাযুদ্ধ বাধিল। শেষে গৌড়রাজই পরাস্ত হইলেন। তৎপরে ইছাই ঘোষ অনেক দিন নিরাপদে রাজ্য ভোগ করেন। কিছু দিন পরে গৌড়রাজের ভাগিনেয় লাউসেন মহাযোদ্ধা হইয়া উঠিলেন। ইছাই ঘোষকে দমন করিবার জন্য গৌড়রাজ লাউসেনকে পাঠাইলেন। উভয় বীরে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ধর্ম্মবীর লাউসেন জয়লাভ করিলেন, ইছাই পরাজিত ও নিহত হইলেন। ইছাই ঘোষের রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ এখনও অজয়নদের পারে পড়িয়া আছে।

(ঘনরাম কৃত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দেখ।)

ইচ্ছক (পুং) ইচ্ছা অস্তি অস্মিন্নিতি মত্বর্থীয় অচ্, ততঃ কপ্ স্বার্থে কন্ বা। ১ টাবালেবুর গাছ। ২ ইচ্ছাযুক্ত ব্যক্তি।

ইচ্ছা (স্ত্রী) ইষ ভাবে-শ-টাপ্। ১ মনের ধর্ম্ম। ২ বাঞ্ছা। ৩ স্পৃহা। ৪ উৎসাহ। ইচ্ছার দুই প্রকার ভেদ আছে—সৎ ও অসৎ। দানধ্যানাদিতে যে ইচ্ছা তাহাকে সৎ ও মদ্যপান চৌর্য্যাদি বিষয়ে যে ইচ্ছা তাহাকে অসৎ বলে।

"আত্মজন্যা ভবেদিচ্ছা ইচ্ছাজন্যা ভবেৎ কৃতিঃ।
কৃতিজন্যা ভবেচ্চেষ্টা চেষ্টাজন্যা ভবেৎ ক্রিয়া ॥" ন্যায়সিদ্ধান্ত।

মন হইতে ইচ্ছার উৎপত্তি, ইচ্ছা হইতে যত্ন, যত্ন হইতে চেষ্টা, চেষ্টা হইতে কার্য্যসম্পন্ন হয়।

ইচ্ছাকৃত (ত্রি) ইচ্ছয়া কৃতং ৩-তৎ। অভিলাষে যেটী করা হয়। যথেচ্ছাচার।

ইচ্ছানিমিত্তক (ত্রি) ইচ্ছা এব নিমিত্তং যস্য বহুব্রী। ইচ্ছাতেই যেটী ঘটে। যেমন ইচ্ছা করিয়া চোর হয় বা সাধু হয়।

ইচ্ছানুগত (ত্রি) ইচ্ছায়া অনুগতং ৬-তৎ। স্বাধীনতা।

ইচ্ছানুরূপ (ত্রি) ইচ্ছায়া বা ইচ্ছয়া অনুরূপং ৬-তৎ বা ৩-তৎ। ইচ্ছামত। যথাসাধ্য।

ইচ্ছাফল (ক্লী) ইচ্ছায়াঃ ফলং ৬-তৎ। ইচ্ছার পরিণাম বা উদ্দেশ্য।

ইচ্ছানিবৃত্তি (স্ত্রী) ইচ্ছায়াঃ নিবৃত্তিঃ ৬-তৎ। ইচ্ছার নিবারণ। যেমন সংসারে থাকিতে ইচ্ছা নাই।

ইচ্ছাবতী (স্ত্রী) ইচ্ছা বিদ্যতেঽস্যাঃ ইতি ইচ্ছা-মতুপ্।

মস্ত চ বঃ। কামুকী, ধনাদিতে ইচ্ছাযুক্তা স্ত্রী। (ইচ্ছাবতী কামুকা। অমর।

ইচ্ছাবসু (পুং) ইচ্ছয়া এব বসু ধনোৎপত্তির্যস্য বহুব্রী। কুবের। (ইচ্ছাবসু স্ত্রিশিরঃ। ইত্যাদি হেম। ২।১০৩।)

ইচ্ছিত (ত্রি) ইচ্ছা অস্য জাতা (তদস্য সংজাতং তারকাদিভ্য ইতচ্। পা ৫।২।৩৬।) ইতি ইতচ্। স্পৃহাযুক্ত।

ইচ্ছু (ত্রি) ইচ্ছাতীতি ইষ-উ। (বিন্দুরিচ্ছুঃ।) পা ৩।২। ১৬৯।) ইতি নিপাতনং। ইচ্ছাশীল ব্যক্তি।

ইচ্ছুক (ত্রি) ইচ্ছু-স্বার্থে কন্। ১ ইচ্ছাশীল। (পুং) ২ টাবালেবুর গাছ।

ইচলা (দেশজ) চিঙড়ী মাছ। [চিঙড়ী দেখ।]

ইজা (দেশজ) কসা।

ইজাদ (আরব্য) নূতন প্রকাশ, আবিষ্কার।

ইজাফৎ (আরব্য) শাসন, রাজ্য। সংযোগ।

ইজাফা (আরব্য) ১ সংযোগ। ২ গুণ। ৩ বৃদ্ধি।

ইজার্ (পারস্য) কোমর হইতে পদ পর্য্যন্ত পরিধেয় বস্ত্র বিশেষ। সচরাচর 'ইজের' বলে। (আরব্য) ক্ষেত। জমি।

ইজার্দার (আরব্য=ইজার+পারস্য=দার) যে ক্ষেত জমা লয়। যে কোন জেলা জমা লয়।

ইজাদ্দারী (আরব্য-পারস্য) ইজারদারের কার্য্য। কাহারও নিকট হইতে কোন জমি জমা লইয়া আবার অপরকে বিলি করা।

ইজারা (আরব্য) ক্ষেত্র, ক্ষেত্রযুক্ত জেলা।

ইজারী (আরব্য) বস্ত্রবিশেষ।

ইজের (পারস্য) [ইজার্ দেখ।]

ইজ্জল (পুং) এতি গচ্ছতীতি ই—ক্বিপ্, তুক্চ, ইৎ সন্নিকৃষ্টতয়া গচ্ছৎ জলমস্য বহুব্রী। ১ হিজ্জলগাছ। (ইজ্জলো হিজ্জলশ্চাপি নিচুলশ্চাম্বুজস্তথা। জলবেতসবদ্বেদ্যো হিজ্জলোহয়ং বিষাপহঃ॥ ভাবপ্রকাশ।) সর্ব্বদা ঐ গাছের নিকটে জল থাকে বলিয়া উহার নাম ইজ্জল হইয়াছে।

ইজ্য (পুং) ইজ্যা যাগঃ বিদ্যতেঽস্য (অর্শ আদিভ্যোঽচ্। পা ৫।২।১২৭) ইতি ইজ্যা-অচ্। ১ বৃহস্পতি, দেবগুরু। ২ পুষ্যানক্ষত্র। ৩ বিষ্ণু। ৪ পরমেশ্বর। ৫ গুরু, শিক্ষক। ৬ পূজনীয়।

ইজ্যা (স্ত্রী) যজ-ভাবে ক্যপ্, টাপ্। ১ যজ্ঞ। ২ দান। ৩ সঙ্গম, মিলন। (কর্ম্মণি ক্যপ্) ৪ প্রতিমা। ৫ গরু।

ইজ্যাশীল (পুং) ইজ্যা এব শীলং যস্য বহুব্রী, অথবা ইজ্যাং শীলয়তি ইজ্যা শীল-অচ্। যিনি সতত যজ্ঞ করেন। ২ পুনঃ পুনঃ যাগকারী। (ইজ্যাশীলো যাজযুকঃ। হেম ৩।১৮)

ইঞ্চাক (পুং) চঞ্চা দীর্ঘা অস্তি যস্য পৃষোং। জলবৃশ্চিক। একরূপ মাছ। মোচা চিংড়ী।

ইঞ্জিন্ (ইং Engine) কল।

ইঞ্জিল (আরব্য, উহা আরব, গ্রীক, ইঞ্জেলিয়স্ শব্দ হইতে উৎপন্ন)। ধর্ম্মগ্রন্থ। (Gospel)

ইট্, গতি। (ভ্বাং পরং সক সেট্) এটতি, ঐটীৎ, ইয়েট।

ইট্ (স্ত্রী) ইষ-ক্বিপ্। ইচ্ছা।

ইট্ (দেশজ) ইষ্টক, যদ্দ্বারা অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়।

ইটকুয়া (ইষ্টকনির্ম্মিত কূপ) ইঁদারা।

ইটখোলা। যেখানে ইট পোড়ায়, পাঁজাখোলা।

ইটচর (গ্রাম্য) ষণ্ড, ষাঁড়।

ইটচুর। সুরকি।

ইটবালা (দেশজ) ইটবিক্রয়কারী।

ইটল (দেশজ) ইট। ইট যোগ্য।

ইটসূন (স্ত্রী) ইটক ইট সূনং শ্বি-ক্ত পৃষোং শস্য সঃ। শাখাময় কট। ("বৈতস ইটসূনেঽপ্সুযোনির্বা।" শতপথ ১৩।৩।২।১৯।*। ইটসূন তস্মিন্নেব শাখাময়ে কটে। হরিস্বামী।)

ইটা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ।

ইটাভিটা, ঘরবাড়ী।

ইটাল (দেশজ) একপ্রকার মাটী। ইহাতে ইট্ হয়। সচরাচর এ দেশে এঁটেল মাটী বলে।

ইটচর (পুং) ইষ-ভাবে-ক্বিপ্। ইষা কামেন চরতীতি চর-অচ্। যে সকল ষাঁড় ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ষাঁড় (ইট্চরো গোপতি ষণ্ডঃ। হেম। ৪। ৩২৫।)

ইটু (ইষ্টক শব্দের অপভ্রংশ) ইট।

ইঠিমিকা (স্ত্রী) কাঠক শাখাভেদ। বেদের শাখা।

ইড় (ন) (স্ত্রী) ইল্-ক্বিপ্ বা লস্য ড। ১ ভূমি। ২ অন্ন। ৪ বর্ষাকাল। ৪ তৃতীয় প্রযাজ। ৫ যজ্ঞাঙ্গ। ষষ্ঠ প্রযাজ।

ইড় (ত্রি) স্তুতিযোগ্য। ("পরিধিরস্যগ্নিরিড়ঽঈড়িতঃ।" বাজসনেয় সং ২।৩।*। ইড্যতে স্তূয়তে ইতীড়ঃ স্তুতিযোগ্যঃ। মহীধর।

ইড়া (স্ত্রী) ইল-ক-টাপ ডস্য লত্বং বা। ১ বামপার্শ্বস্থ রক্তবাহী নাড়ী। ২ মনুকন্যা বুধপত্নী। ৩ পৃথিবী। ৪ ধেনু। ৫ স্বরা। ৬ সরস্বতী। ৭ হবিঃ, অন্ন। (নিঘণ্টু ২।৩) ৮ দেবী। ৯ দুর্গা। *। শতপথব্রাহ্মণে। ১। ৮। ১। ১-১৩ মনুকন্যা ইড়ার উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ একটী গল্প আছে— "মনু প্রজা সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় পাকযজ্ঞ করেন। ঘৃত,

নবনী ও আমিক্ষা যজ্ঞার্থ জলে নিক্ষেপ করেন, তাহাতে সংবৎসরের মধ্যে একটী কন্যা উৎপন্ন হন। বালিকা সুস্নিগ্ধ জল হইতে উত্থিত হইলেন। মিত্রাবরুণ তাঁহার কাছে আসিলেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে তুমি!' (উত্তর হইল) 'মনুর কন্যা।' তাঁহারা পুনরায় বলিলেন, 'তুমি আমাদের।' তিনি কহিলেন, 'না, যে আমাকে জন্মদান করিয়াছে, আমি তাহারই।' তাঁহারা পুনরায় তাঁহাকে চাহিলেন। তিনি কোন উত্তর না দিয়া মনুর কাছে আসিলেন, মনু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে তুমি?' বালিকা উত্তর করিল, 'আমি আপনার কন্যা, আপনার ঘৃত, নবনী ও আমিক্ষা হইতে আমার জন্ম। আমাকে যজ্ঞে অর্পণ করুন। আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।' মনু তাঁহাকে লইয়া কঠোর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। মনু প্রজাপতি হইলেন।"

[ইলা দেখ।]

।*। মেরুদণ্ডের বহির্ভাগে বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে সন্নিবিষ্ট চন্দ্রসূর্য্যাত্মক ইড়া ও পিঙ্গলা নামক দুইটী নাড়ী আছে, তাহারা চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি এই তিনের গুণবিশিষ্ট। সাধকের পক্ষে ইড়ানাড়ী গঙ্গা ও পিঙ্গলা যমুনাস্বরূপ। ঐ উভয় নাড়ীর মধ্যে সুষুম্না সরস্বতীস্বরূপ। এই তিনের মিলনের নাম ত্রিবেণী; যোগিগণ ঐ ত্রিবেণী-সঙ্গমে স্নান করিয়া সর্ব্ব-পাপ বিমুক্ত হন। যাঁহারা কামনাপূর্ব্বক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগকে পুনরায় ভবধামে আনিতে এইটাই যানস্বরূপ হন। সুষুম্না ব্রহ্মনাড়ী, উহাতেই জগৎ প্রতিষ্ঠিত। ইড়া, ইলা, ইরা এই তিন প্রকার রূপ সিদ্ধি হইতে পারে (ডলয়োরলয়োশ্চ ব্যত্যয়ো বহুলম্।)

ইড়াচিকা (স্ত্রী) ইড়েব অচতি সূক্ষ্মং মধ্যভাগং ইড়া-অচ্-ণ্বুল্ টাপ্, আত ইৎ। বরটা, বোল্তা।

ইড়াবৎ (ত্রি) ইড়া-মতুপ্। ইড়ানাড়ীবিশিষ্ট।

ইড়িকা (স্ত্রী) ইড়া-স্বার্থে-ক ইত্বঞ্চাকারস্য। পৃথিবী।

ইড়িক (পুং) ইড়িক্ ইতি কায়তি শব্দায়তে ইতি ইড়িক্—কৈ—ড) বন্যছাগল। (ইড়িকস্তু বালবহ্যো বনছাগোঽ-তিরোমশঃ। হারা ৮১।) ২ নিরাময়। (নিরাময়ঃ স্যাদি-ড়িকে। হেম° অনে ৪। ২২৪।)

ইড়ীয় (ত্রি) ইড়ায়া অনন্ত অদূরদেশঃ' ইড়া (উৎকরা-দিভ্যশ্ছঃ। পা ৪।২।৯০।) ইতি ছ। ভাতের এক অংশ।

ইড্বর (পুং) ইচ্ছতি বৃষমিতি ইষ-ক্বিপ্ ইট্, বৃষস্তস্তী তয়া ব্রিয়তে ইট্-বৃ-কর্ম্মণি অচ্। বৃষ। এঁড়েগরু।

ইণ্ গমন। (ণ ইৎ) অদা° পরং সক° অনিট্। এতি। ইয়াৎ। এতু, ঐৎ, অগাৎ, এতা, এষ্যতি, ঐষ্যৎ, ইয়ায়।

ইণ্বেরিকা (স্ত্রী) বটিকা। (ইণ্বেরিকা তু বটিকা। হেম শে ৯৫।)

ইণ্ডু (পুং স্ত্রী) ইন্দি-রন্ পৃষো°। হাঁড়ীধরার বেড়ী।

ইত্ (ত্রি) এতীতি ই-ক্বিপ্। যে হইতে হইতে চলিয়া যায়, অর্থাৎ ব্যাকরণের প্রয়োগ সাধিবার জন্য আপাততঃ যাহার প্রয়োজন হয়, পরে কোন কার্য্যেই আসে না। যেমন তিপ্, সিপ্ প্রভৃতির পএর ইৎ সংজ্ঞা হয়।

ইত (ত্রি) ই-ক্ত। ১ গত, যাহা অতীত হইয়াছে। (ভাবে ক্ত) ২ গমন। ৩ জ্ঞান। ৪ প্রাপ্তি।

ইতবার (পারস্য) বিশ্বাস। (ইতবারস্ত বিশ্বাসে। পারসীপ্রকাশ।)

ইতস্ (অব্য) ইদম্ ৫মী বা ৭মী স্থানে তস্। ১ নিয়ম। ২ ৫মী ও ৭মী বিভক্তির অর্থ।

ইতর (ত্রি) ইনা কামেন তরতি তীর্য্যতে, ইতং প্রাপ্তং রাতীতি-ইত-রা-ক। বা ই-তৃ-অপ্ বা অচ্। নীচ, পামর। (বিবর্ণঃ পামরো নীচঃ প্রাকৃতশ্চ পৃথক্ জনঃ। বিহীনোঽপসদো জাল্মঃ ক্ষুল্লকশ্চেতরশ্চ সঃ। অমর।) ২ অন্য। ইতরশব্দ সর্ব্বনামসংজ্ঞক। ইতরে। ইতরস্মিন্।

ইতরজন (পুং) (ইতরশ্চাসৌ জনশ্চেতি কর্ম্মধা) জন-সাধারণ।

"কন্যা বরয়তে রূপং মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতম্।
বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ॥"
শুক্রনীতি।

ইতরথা (অব্য) ইতর-প্রকারবচনে থাল্ (পা ৫।৩।২৩ হতি থাল্। ভিন্নার্থ। (প্রকারে অন্যথেতরথা। হেম° শে ২০৪।)

ইতরবিশেষ (পুং) ইতরস্মাৎ বিশেষঃ ৫মী তৎ। অন্য প্রভেদ।

ইতরেতর (ত্রি) ইতরং ইতরং নিপাতনাৎ দ্বিত্বং। অন্যোন্য। স্ত্রী ও পুংলিঙ্গে বিকল্পে সুপের স্থানে আম্ হয়। (ইতরে-তরং, ইতরেতরং বা)

ইতরেতর যোগ (পুং) ৬ষ্ঠী তৎ। ১ পরস্পরে সম্বন্ধ। ২ দ্বন্দ্বনামক সমাস। যেখানে পদার্থের পরস্পর যোগ বুঝায়, যেমন, রামলক্ষ্মণৌ।

ইতরেতরাশ্রয় (পুং) ইতরেতরং আশ্রয়তীতি আ-শ্রী-অচ্। অন্যোন্যাশ্রয়রূপ ন্যায়ের দোষবিশেষ। অন্যোন্যাশ্রয় শব্দে দোষ দেখ।

ইতরেদ্যুস্ (অব্য) ইতর (সদ্যঃপরুদিত্যাদিনা। পা ৫। ৩। ২২।) এদ্যুস্। অন্য দিনে বা সময়ে।

ইতলা (আরব্য) সংবাদ। বিজ্ঞাপন। এ দেশে কেহ কেহ 'এত্তেলা' বলিয়া থাকে।

ইতশ্চেতশ্চ (অব্য) ইতশ্চ-দ্বিত্বং। এদিক্ ওদিক্। (সন্তোষামৃততৃপ্তানাং যৎ সুখং শান্তচেতসাম্।
কুতস্তদ্ধনলুব্ধানামিতশ্চেতশ্চ ধাবতাম্॥ হিতোপ০।)

ইতস্ততঃ (অব্য) ইদম্ তদ্-তসিল্। এদিকে সে দিকে, নানাস্থানে।

ইতস্ (অব্য) ইদম্ তসিল্। এখানে ইহা হইতে ইত্যাদি।

ইতাঅৎ (আরব্য) অধীনতা।

ইতালী। য়ুরোপের একটী দেশ। অক্ষা০ ৩৭°৫৫´ হইতে ৪৬°৩২´ উঃ, এবং দেশা ৬°৩০´ হইতে ১৮°৩০´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

ইতালীর এই কএকটী বিভাগ—লম্বর্দ্দী, বিনিশ, সার্দিনিয়া, নেপল্‌রাজ্য, গোপরাজ্য, তস্কানি, লুক, পরমা, মোদেনা ও মসরাজ্য, মেনাকো ভূভাগ, সালমরিণ। আপিনাইন গিরিশ্রেণী ইতালীকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। ইতালীর উত্তরাংশের আবহাওয়া যেমন দক্ষিণাংশের আবহাওয়া তেমন নয়। শীতকালে উত্তরাংশে বরফ পড়িয়া থাকে ও বড় কুয়াসা হয়, তাহাতে কমলালেবু প্রভৃতি জন্মিতে পারে না। দক্ষিণাংশে বিশেষতঃ সমুদ্রতটস্থ স্থান অপেক্ষাকৃত ভাল, এখানে ইক্ষু কাপাস ও খেজুর প্রভৃতি বিলক্ষণ জন্মে। ইতালীর উৎপন্ন দ্রব্য মধ্যে চাউল, মদ, তেল, রেসম ও নানাপ্রকার ফলই প্রধান।

প্রাচীন কাল হইতে ইতালী নাম চলিয়া আসিতেছে। হিরোদোতাসের সময় ইহার নাম 'ইটালিয়া' ছিল। তখন তরেন্তম হইতে পোসিদোনিয়া নামক ইতালীর দক্ষিণাংশ অবধি ঐ নামে অভিহিত হইত।

[রোম শব্দে ইতালীর প্রাচীন ইতিবৃত্ত দেখ।]

এই দেশে ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্‌ডি নামক স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিগণ জন্মগ্রহণ করেন।

চিত্রশিল্প ও ভাস্করবিদ্যার জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ।

ইতি (অব্য) ই-ক্তিন্। ১ অতএব। ২ এই হেতু। ৩ প্রকাশ। ৪ নিদর্শন। ৫ প্রকার। ৬ অনুকর্ষ, পূর্ব্বকথা। ৭ সমাপ্তি। ৮ স্বরূপ। ৯ প্রকরণ। ১০ সান্নিধ্য। ১১ বিবক্ষা নিয়ম। ১২ মত। ১৩ প্রত্যক্ষ। ১৪ অবধারণ। ১৫ ব্যবস্থা ১৬ পরামর্শ। ১৭ মান। ১৮ এইরূপ। ১৯ প্রকর্ষ। ২০ উপক্রম। (ইতি কৃত্বা মতিং দেবা হিমবন্তং নগেশ্বরং। চণ্ডী।) (ভাবে ক্তিন্) ১ গমন। ২ জ্ঞান। ৩ মুনিবিশেষ।

ইতিক (ত্রি) ইতং গতিরস্ত্যস্যেতি ইতি ঠন্। গমনবিশিষ্ট।

ইতিকথ (ত্রি) ইতি ইত্থং কথা যস্য বহুব্রী। ১ অশ্রদ্ধেয়। ২ নষ্ট। অর্থশূন্য বাক্যের বক্তা।

ইতিকথা (স্ত্রী) ইতি ইত্থং কথা। অর্থশূন্য কথা, উপকথা, বৃথা কথা, ইহা কথা মাত্র।

ইতিকর্ত্তব্য (ত্রি) ইতি-ইত্থং কর্ত্তব্যং সুপ্‌সুপা সমাসঃ। ইহা কর্ত্তব্য বা উচিত. করার যোগ্য, আবশ্যক, কার্য্য সম্পাদনে যাহা আনুষঙ্গিক প্রয়োজন।

ইতিকর্ত্তব্যতা (স্ত্রী) ইতিকর্ত্তব্যস্য ভাবঃ ইতিকর্ত্তব্য-তল্। ইতিকর্ত্তব্যের অর্থ।

ইতিকার্য্যতা (স্ত্রী) ইতিকার্য্য তল্। ঐ অর্থ।

ইতিমধ্যে (চলিত) এমন সময়ে।

ইতিমাত্র (ক্লী) ইতি-স্বার্থে মাত্রচ্। এইমাত্র।

ইতিবৎ (অব্য) ইতি-বতি। এইরূপ, এমন।

ইতিবৃত্ত (ক্লী) ইত্থং বৃত্তং সুপ্‌সুপা স০। ১ পুরাণশাস্ত্র। ২ এইরূপ চরিত্র। ৩ ইতিহাস।

ইতিশ (পুং) ঋষি। তস্য গোত্রাপত্যং। (নড়াদিভ্যঃ ফক্। পা ৪। ১। ৯৯।) ইতি ফক্। ঐতিশায়নঃ। ঐ ঋষিবংশীয়।

ইতিহ (অব্য) এবং হ কিল দ্বন্দ্ব সং। এই গাছে ভূত আছে এইরূপ পরম্পরাগত প্রবাদ, প্রাচীন কথা। ঐতিহ্য।

ইতিহাস (পুং) ইতিহ পুরাবৃত্তং আস্তে অস্মিন্ ইতিহ-আস ঘঞ্, ৭তৎ। পুরাবৃত্ত। প্রাচীন আখ্যান। ভারতাদি। অষ্টাদশ শাস্ত্রান্তর্গত শাস্ত্রবিশেষ।

পুরাবৃত্ত কথাই ইতিহাস। যজুর্ব্বেদীয় শতপথব্রাহ্মণে (১৪। ৫। ৪। ১০।) "ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি" এবং অপরাপর কয়েকখানি প্রাচীন গ্রন্থে ঐরূপ ইতিহাস ও পুরাণবাক্যের উল্লেখ দেখিয়া বোধ হয় যে, আদি প্রাচীনকালে ইতিহাস ও পুরাণ নামে স্বতন্ত্র গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল। তাহা মহাভারত বা অষ্টাদশ মহাপুরাণাদি নয়। [পুরাণ দেখ।] বেদের ব্রাহ্মণাদি অংশে কতকগুলি পুরাবৃত্ত পাওয়া যায়, বোধ হয় তাহাই ইতিহাস বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সেই সকল প্রাচীন বৈদিক আখ্যান মহাভারতাদিতে দৃষ্ট হয় বলিয়া, মহাভারত ইতিহাস নামে প্রসিদ্ধ। মহাভারতের মতে—

"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতম্।
পূর্ব্ববৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে॥"

যাহাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের উপদেশ এবং পুরাবৃত্ত কথা আছে, তাহাকে ইতিহাস কহে।

[বিষ্ণুপুরাণের টীকায় (৩। ৪। ১০) শ্রীধরস্বামী একটী

বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাঁহার মতে "ঋষিপ্রোক্তাদি বহুবিধ আখ্যান, দেব ও ঋষিচরিত এবং ভবিষ্যৎ অদ্ভুত ধর্ম্মকথাদি যাহাতে আছে, তাহাই ইতিহাস।"

"আর্য্যাদি বহ্বাখ্যানং দেবর্ষি চরিতাশ্রয়ম্।
ইতিহাসমিতি প্রোক্তং ভবিষ্যাদ্ভুতধর্ম্মযুক্॥"

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে, জগতের অতীত ও বর্ত্তমান ঘটনা বর্ণনা দ্বারা সাধারণকে জ্ঞাপন করাই ইতিহাস। বেকন-সাহেব দর্শন ও কাব্যকে অধঃক্ষিপ্ত করিয়া ইতিহাসের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার মতে ইতিহাসই ভূতপূর্ব্ব মানব জগতের আন্তরিক ও বাহ্যবৃত্তি সকল জানিবার মূল স্মৃতি। আর্নল্ড সাহেবের মতে সমাজের জীবনীই ইতিহাস।

"The general idea of history seems to me to be that it is the biography of a society * * * History is to the common life of many, what biography is to the life of an individual." (Arnold's Lectures on History)

মহাভারত ব্যতীত রাজতরঙ্গিণী, রাজাবলী, কীর্ত্তিকৌমুদী প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষায় ইতিহাস পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন মহাপুরাণাদিতেও অনেক ঐতিহাসিক বিবরণ লিখিত আছে।

ইতোমধ্যে (গ্রাম্য) এমন সময়।

ইৎকট (পুং) ইতং গন্তারং (সমীপস্থং বা) কটতি আবৃণোতি স্বশিখাস্থফলেনেতি ইৎ-কট-অচ্ ৬তৎ। ১ ওকড়া গাছ। ঐ গাছের ফল লোকের কাপড়ে লাগে; গো প্রভৃতির লোমে লাগিলে তাহার গতি শক্তি বদ্ধ হয়। ফলগুলির গায়ে কাঁটা আছে। ঐ গাছ সরস ভূমিতেই হইয়া থাকে। (কোশাঙ্গ-মিৎকটং বিন্দুঃ। হারা ১৭৮।)

ইৎকিলা (স্ত্রী) কিল শৌক্ল্যে কিল-ক কিলঃ, ইৎ গতঃ কিলঃ শৌক্ল্যং যস্যাঃ। রোচনা নামক সুগন্ধি দ্রব্য।

ইত্থং (অব্য) ইদম্ প্রকারে-থমু (ইদমস্থমুঃ। পা ৫।৩। ২৪।) ইদমঃ ইৎাদেশঃ। এই প্রকার। এইরূপ। (ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি। চণ্ডী।)

ইত্থংভাব (পুং) ইত্থং ভাবঃ ৬তৎ। ভূ প্রাপ্তৌ ঘঞ্। কোন রূপে প্রাপ্তি, পাওয়া।

ইত্থম্ভূত (ত্রি) ইত্থং কমপি প্রকারং ভূতঃ প্রাপ্তঃ, ইত্থং ভূ-প্রাপ্তৌ-কর্ত্তরি ক্ত। কোনরূপ প্রাপ্ত।

ইত্থংবিধ (ত্রি) ইত্থং বিধা যস্য বহুব্রী। এইরূপ, এমন।

ইত্থঙ্কারং (অব্য) ইত্থং-কৃ-ণমুল্ (পা ৩।৪।২৭ সূত্রে।) এইরূপ বা এই প্রকার করিয়া।

ইত্থশাল (আরব্য) জ্যোতিষোক্ত ৩য় যোগ।

ইত্থা (অব্য) ইদম্—থাল্ ইৎাদেশঃ। ১ সত্য। (ইদম্-থমু ডাদেশঃ।) ২ এই প্রকার, এইরূপ।

ইত্থাধী (ত্রি) ইত্থা সত্যা ধীঃ যস্য বহুব্রী। সত্যপরায়ণ, দৃঢ়বুদ্ধি। সুধী।

ইৎফাক (পারস্য) বাক্য। (ইৎফাকশ্চৈব বাক্যে তু। পারসীপ্রকাশ।)

ইত্য (ত্রি) ইণ্-কর্ম্মণি (পা ৩।১।১০৯ সূত্রের ক্যপ্।) গমনের যোগ্য, যেখানে যাওয়া যায়। ভাবে ক্যপ্। গমন করা।

ইত্যক (পুং) ইত্যায় কায়তি ইত্য-কৈ-ক। ১ গমন। ২ দ্বারপাল।

ইত্যর্থম্ (অব্য) এইজন্য, এই নিমিত্ত।

ইত্যা (স্ত্রী) ইণ্ (পা ৩।৩।৯৯ সূত্রেণ) ক্যপ্ টাপ্। ১ শিবিকা। ২ গমন করা। ৩ যশোহরের নিকটবর্ত্তী গ্রামবিশেষ। ঐ স্থানে খেজুরে-গুড়, চিনি ও তামাক উৎপন্ন হয়।

ইত্যাদি (ত্রি) ইতি আদিঃ যস্য বহুব্রী। এই সকল।

ইত্যুক্ত (ত্রি) ইতি অনেন উক্তম্। এইরূপে কথিত, এই সকল কথিত।

ইত্যবসরে (অব্য) ইতি অবসরঃ অবকাশঃ তস্মিন্ সুপ্ সুপা। এমন সময়ে, ইহার মধ্যে।

ইত্বন্ (ত্রি) ই-ক্বনিপ্। গমনকারী। ইত্বা, ইত্বানৌ।

ইত্বর (ত্রি) ই-করপ্। ১ ইচ্ছামত গমনকারী; সর্ব্বত্র গমন-শীল। ২ পথিক। ৩ নীচ, দীন, দরিদ্র। ৪ ক্রূরকর্ম্মা নিষ্ঠুর। ৫ ষণ্ড।

ইত্বরী (স্ত্রী) এতি পরপুরুষং প্রাপ্নোতি ই-(ইণ্নশজিসর্ত্তিভ্যঃ করপ্। পা ৩।২।১৬৩। ইতি করপ্ ঙীপ্। *। বনো র চ। পা ৪।১।৭। ক্বনিপ্, ঙ্বনিপ্, বনিপ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর ঙীপ্ এবং ন স্থানে র হয়।) অসতী স্ত্রী, অভিসারিকা। (কান্তার্থিনী তু যা যাতি সঙ্কেতং সাঽভিসারিকা, পুংশ্চলী ধর্ষিণী বন্ধক্যসতী কুলটেত্বরী। অমর) (ইত্বর্য্যসত্যাং পথিকে ক্রূরকর্ম্মণি চ ত্রিষু। মেদিনী।)

ইদ্, (অব্য) ইৎ শব্দের অর্থ। এব শব্দের অর্থ।

ইদ্ পরমৈশ্বর্য্য। ইদিৎ (ভ্বাং পরং সকং সেট্) ইন্দতি, ইন্দতে, ঐন্দীৎ, ঐন্দিষ্ট, ইন্দাং বভূব, চকার, চক্রে, আস।

ইদম্ (ত্রি) ইন্দ-কমিন্। (উণ্ ৪।১৫৬ সূত্রে।) এই, ইহা, ইনি, সম্মুখস্থ দৃশ্য, বুদ্ধির বিষয়যোগ্য।

ইদঙ্কার্য্যা (স্ত্রী) দুরালভালতা।

ইদন্তন (ত্রি) অস্মিন্ কালে ভবঃ নিপা টুল্ তুট্ চ। ইদানীন্তন, আধুনিক। নব্য, এখনকার।

ইদন্তা (স্ত্রী) অস্য ভাবঃ ইদম্-তল্। অঙ্গুল্যাদি দ্বারা দেখাইবার বিষয়।

ইদংরূপে (ক্লী) ইদম্ চ রূপং চ। এইরূপ।

ইদংবিদ্ (ত্রি) ইদং বেত্তি ইদম্-বিদ্-ক্বিপ্। যিনি ইহা জানেন।

ইদম্ময় (পুং) ইদম্-ময়ট্। ইহাতে প্রস্তুত।

ইদা (অব্য) ইদম্-দাচ্ বেদে নিপাৎ। নব, নূতন। নিঘণ্টু ৩।২৮)

ইদানীং (অব্য) ইদম্-দানীং (দানীং চ। পা ৫।৩।১৮। সপ্তম্যন্ত কালবাচক ইদম্ শব্দের উত্তর স্বার্থে দানীং হয়।) অধুনা, সম্প্রতি, এইকালে, এক্ষণে, এখন। (এতর্হি সম্প্রতীদানীমধুনা সাম্প্রতং তথা। অমর অব্য ২৩।)

ইদানীন্তন (অব্য) বর্ত্তমান। এখনকার।

ইদাবৎসর (পুং) ইদা ইতি বৎসরঃ শাক তৎ। ১ সংবৎসরাদি পাঁচটার মধ্যে ১টী। ১ম সংবৎসর, ২ পরিবৎসর, ৩ ইদাবৎসর, ৪ অনুবৎসর, ৫ উদাবৎসর। ১ সংবৎসরে তিলদানে, ৩ পরিবৎসরে যবদানে, ৩ ইদাবৎসরে অন্ন ও বস্ত্রদানে, ৪ অনুবৎসরে ধান্যদানে, ৫ উদাবৎসরে রৌপ্যদানে অধিকতর ফল হয়। নভোমণ্ডল সূর্য্য ও চন্দ্রমণ্ডলের সহিত যে সমগ্র কাল ভোগ করে, এজন্য শুক্ল প্রতিপদে যখন সূর্য্যের সংক্রান্তি হয়, তখন সৌর ও চান্দ্রমাসের এককালীন উপক্রম (আরম্ভ) হয়, তাহাকে সংবৎসর বলে। তৎপরে সৌরমাস হওয়াতে বৎসরে ৬ দিন বাড়ে এবং চান্দ্রমাস হওয়াতে ৬ দিন কমে। এইরূপে ১২ দিনের ব্যবধান হওয়ায় উভয়ের অগ্র পশ্চাৎ ভাব ঘটে। এইরূপ পাঁচ বৎসর গেলে দুটী মলমাস হয়। তাহার পর বৎসর ষষ্ঠ সংবৎসর। সমকালে যাহার আরম্ভ এবং সৌর ও চান্দ্রমাসযুক্ত যে বৎসর তাহাকে সংবৎসর বলা যায়। সৌর চান্দ্রমাসের আরম্ভ হইলে যে বৎসর বিষম মাসের আরম্ভ হয় তাহাকে পরিবৎসর বলে।

ইদুবৎসর (পুং) ইদ্-উ-বৎসরঃ। ইদাবৎসরের অর্থ।

ইদ্ধ (ক্লী) ইন্ধ-ভাবে-ক্ত। ১ রৌদ্র। ২ দীপ্তি। ৩ আশ্চর্য্য। কর্ত্তরি ক্ত। ৪ দীপ্তি হওয়া। ৫ দগ্ধ (ত্রি) ৬ নির্ম্মল। ৭ সমূহ। ৮ অপ্রতিহত (তমিদ্ধমারাধয়িতুং সকর্ণকৈঃ। মাঘ।) (ইদ্ধমাতপদীপ্তয়োঃ। মেদিনী।)

ইদ্ধা (অব্য) প্রকাশ্য।

ইধ্ম (ক্লী) ইধ্যতেঽগ্নিরনেনেতি ইন্ধ (ইষিযুধীন্ধিদসিশ্যাধূসূভ্যো মক্। উণ্ ১।১৪৪।) ইতি মক্। ১ কাষ্ঠ, যজ্ঞীয়সমিধ্। (ইধ্ম সমিদ্বিধি। হেম অনে ২।৩২৫) (পুং) জ্বালানি কাঠ। ৪ প্রিয়ব্রতের পুত্র (ভাগবত ১)

ইধ্মজিহ্ব (পুং) ইধ্মঃ কাষ্ঠং জিহ্বেব যস্য বহুব্রী। অগ্নি।

ইধ্মবাহ্ (পুং) ইধ্মং সমিধং বহতি ইতি ইধ্ম-বহ-ণ্বিণ্। অগস্ত্যের পুত্র। মহাতেজা অগস্ত্যের পুত্র বাল্যকালেই পিতৃভবনে থাকিয়া পিতার হোমকাষ্ঠের ভারবহন করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম ইধ্মবাহ হইল। তাঁহার আর ১টী নাম দৃঢ়স্যু।

ই. (তনাং পরং সকং সেট্) গমন। ইনোতি, ঐনোৎ, ঐনীৎ। ইন্বতি এইরূপ পদ দেখা যায়, সেখানে অনেকে ইন্ব বলেন।

ইন (প্রত্যয়) কৃদন্ত ইন্ ও তদ্ধিত ইন্। কৃৎ গমী, গম-ইন্। তদ্ধিত ক্ষমী, ক্ষমা-ইন্।

ইন (পুং) ইনোতি গচ্ছতীতি ইন্ (ইন্‌ষিজিদীঙুষ্যবিভ্যো নক্। উণ্ ৩।২। ইন্, ষিঞ্, জি, দীঙ্, উষ, অব এই কয়েকটী ধাতুর উত্তর নক্ হয়।) ইতি নক্। ১ রাজা। ২ প্রভু। ৩ সূর্য্য। ৪ হস্তানক্ষত্র। (ইনো রাজ্ঞি প্রভৌ সূর্য্যে। উজ্জ্বলদত্ত। ৫ ঈশ্বর। (নিঘণ্টু ২।২২)। (ঋগ্বেদে ১০।২৬।৭। ইনো বাজানাং পতিরিনঃ পুষ্টীনাং সখা।) রাশি

ইনক্ষ্ (নক্ষ, গতি) ছান্দসঃ ইদুপসর্জ্জনঃ। ভ্বাং পরং সকং সেট্। ইনক্ষতি। নক্ষ ধাতুর ন্যায় রূপ।

ইনানী (স্ত্রী) বটপত্রী বৃক্ষ।

ইনি (ইদং শব্দের অপভ্রংশ) এই ব্যক্তি।

ইন্তিজাম্ (আরব্য) নিয়ম।

ইন্তিজার্ (আরব্য) প্রতীক্ষা। ভরসা।

ইন্তিহা (আরব্য) শেষ। সীমা।

ইন্থিহা (স্ত্রী) তাজকোক্ত মুথহা। তাহার আনয়ন প্রকারাদি নীলকণ্ঠতাজকে লিখিত আছে—মুথহা স্ব স্ব জন্ম লগ্ন হইতে প্রতিবৎসরে ক্রমে ক্রমে এক একটী ভোগ করে। সূর্য্য তদ্গত এবং শরদ্‌যুক্ত স্ব স্ব জন্ম লগ্ন ব্যাপিয়া নক্ষত্রগণের প্রথমে হয়। সে প্রত্যহই অনুপাদ ক্রম শরলিপ্তের সহিত বৃদ্ধি পায়। কেহ কেহ বলেন মাসে দেড় অংশে ব্যাপৃত হয়। স্বামি-সৌম্যতায় ইহার সৌম্যতা, ক্ষুত দৃষ্টিহেতু ভয় ও রোগ। ইহার ভাবালোকনের ফল বর্ষলগ্নহেতু সুখপ্রদ এবং অন্ত্যারিপুরন্ধ্রে অশুভ হয়। পুণ্যকর্ম্ম এবং আয়গামিনী হইলে স্বামিত্ব, অপুণ্য কর্ম্ম হইলে উদ্যমবশতঃ ধন দেয়। মুথহা শরীরস্থ হইলে শত্রুক্ষয়, মনস্তুষ্টি লাভ, প্রতাপবৃদ্ধি, রাজপ্রসাদ, শরীরপুষ্টি, বিবিধ উদ্যম ও সুখ প্রদান করে। যে বৎসর, মুথহা অর্থাভাবে যায়, উৎসাহের সহিত অর্থ, যশঃ, বন্ধু, মান, ভাল খাদ্য, সুখ প্রভৃতি প্রদান করে। পরাক্রমহেতু বিত্ত, যশ ও সুখপ্রাপ্তি, সৌন্দর্য্যসুখ, দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি, পরের উপকারে প্রবৃত্তি হয়। মুথহা ৩য় ভাগে গেলে শরীর পুষ্ট হয়

এবং কান্তিবৃদ্ধি ও রাজাশ্রয় প্রাপ্ত হয়। ইত্থিহা সুখভাবে গেলে শরীরপীড়া, শত্রুভয়, আত্মীয়-বিরোধ, মনস্তাপ, নিরুদ্যম, লোকাপবাদ, পীড়াবৃদ্ধি এবং দুঃখদায়ক হয়। ইত্থিহা কর্ম গত হইলে সদ্বুদ্ধি, সৌখ্য, পুত্র ও ধন লাভ হয় এবং প্রতাপ বৃদ্ধি, বিবিধ বিলাস, দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি ও রাজপ্রসাদ প্রাপ্ত হয়। মুথহা অরিগত হইলে অঙ্গে ক্লম, শত্রুবৃদ্ধি, ভয়, রোগ, চোর বা রাজকর্তৃক ভয়, কার্য্য এবং অর্থনাশ, দুর্বুদ্ধি ও অনুতাপ হয়। মুথহা স্মরোপগত হইলে স্ত্রী পুত্রাদি ব্যসন, শত্রুভয়, উৎসাহভঙ্গ, ধন ও ধর্ম্মলোপ, শারীরিক পীড়া, মোহ ও বিরুদ্ধ চেষ্টা হয়। মৃত্যুস্থ হইলে শত্রু ও চোরের ভয়, ধর্ম্ম ও অর্থের বিনাশ, অত্যন্ত শোক ও পীড়া, সৈন্যক্ষয় ও দূরদেশে গমন। ভাগ্যগত হইলে প্রভুত্ব ধনোপার্জ্জন, রাজার নিকট আনন্দ এবং স্ত্রীপুত্রে সুখলাভ, দেবাদি ভক্তি, যশ ও ভাগ্যপ্রাপ্তি হয়। অম্বরস্থ মুথহায় রাজপ্রসাদ, লোকোপকার, সৎকর্ম্মসিদ্ধি, দেবাদি ভক্তি, যশ এবং ধন হয়। লাভগত হইলে বিলাস, সৌভাগ্য, আরোগ্য, সন্তোষ, রাজার চাকরীতে ধনপ্রাপ্তি, সম্বন্ধ ও পুত্রাদি লাভ হয়। ব্যয়স্থ হইলে অধিক ব্যয়, কুসংসর্গ, রোগ, কার্য্যের অসিদ্ধি, ধর্ম্ম ও অর্থের হানি ও সৎলোকের সহিত শত্রুতা হয়। এইরূপ ক্রূর দৃষ্টি বা ক্ষুত দৃষ্টিবশতঃ ইত্থিহার শুভাশুভ ফল জানিবে। রবির সহিত যুক্ত দৃষ্ট হইলে রাজ্য, রাজমঙ্গল ও অতিশয় গুণপ্রাপ্তি হয়। মঙ্গলের সহিত যুক্ত হইলে ও মঙ্গল নক্ষত্রে দৃষ্ট হইলে পিত্ত ও উষ্ণ বৃদ্ধি, অস্ত্রাঘাত ও রক্ত প্রকোপ হয়। শনির বেলাও এইরূপ জানিবে। সোমের সহিত শনির সোমগৃহে সোম সহ দৃষ্ট হইলে ধর্ম্ম ও যশ বৃদ্ধি এবং আরোগ্য ও সন্তোষ বৃদ্ধি হয়। পাপ গ্রহে দুঃখ হয়। বুধ কিংবা শুক্রের সহিত যুক্ত ও দৃষ্ট হইলে বা সেই সেই নক্ষত্রে দৃষ্ট হইলে স্ত্রী, সৎবুদ্ধি লাভ, সুখ, ধর্ম্ম ও অতুল যশোলাভ হয়, পাপগতে দেখিলে কষ্ট হয়। বৃহস্পতির সহিত বা তদ্যুক্ত নক্ষত্রে দৃষ্ট হইলে স্ত্রী, পুত্র, সুখ, স্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র, মণি ও মুক্তাদি লাভ হয়। শনির গৃহে তাহার সহিত দৃষ্ট হইলে বাতরোগ, মানহানি, অগ্নি ধনক্ষয়াদি হয়। শুভযোগে ধন লাভ। রাহুর সহিত যুক্ত দেখিলে ধন, যশ, সুখ, ধর্ম্ম ও উন্নতি হয়। চন্দ্রযোগে সম্পদ ও স্বর্ণ রত্নাদি লাভ হয়। রাহুর ভোগ্য লব ও পৃষ্ঠগত লব এবং সপ্তম নক্ষত্রপুচ্ছ বিবেচনা করিয়া শুভাশুভ ফল বলিবে। তাহার পৃষ্ঠ যখন শুভ হয়, পুচ্ছগত হইলে আপদ, শত্রুভয়, দুঃখ ; পাপযোগে—দর্শনে অর্থ ও সুখের হানি হয়। যাহারা জন্মকালে বলী ও বৎসরান্তে দুর্ব্বল হয়, তাহাদের পক্ষে একটী অশুভ। যাহাদের দুইদিকেই সমান তাহাদের ফলও সমান। ষষ্ঠে বা অষ্টমে ও শেষে অথবা এই পৃথিবীতে ইত্থিহাধিপতি অস্তগত কিংবা ক্রূর হয়, অদৃষ্ট অশুভ হয়। ক্রূরতা বশতঃ চতুর্থ যদি অস্তগত মঙ্গলজনক না হয় তবে রোগ ও ধনহানি হয়। অষ্টমাধিপের সহিত যুক্ত হইলে আর অদৃষ্ট কৃতাখ্য দৃষ্টির সহিত যদি শুভ না হয়, তবে যোগদ্বয়েই মরণ এবং এক যোগে মরণতুল্য হয়। মুথহা বা তাহার অধিপ জন্মেতে শুভলক্ষণযুক্ত হয়। বর্ষারম্ভে শুভদায়ক, বর্ষের পর অশুভ।

ইন্দাম্বর (ক্লী) ইন্দং বহুমূল্যং অম্বরং নীলবস্ত্রমিব উপ কর্মধা। নীলপদ্ম। ভ্রমর (পুং) মধুকর।

ইন্দি (স্ত্রী) ইদি-ইন্-বা ঙীপ্। ইন্দী। লক্ষ্মী।

ইন্দিন্দির (পুং) ইন্দি কিরচ্ নিপাং। মধুপ, ভ্রমর। (ইন্দিন্দিরোহলী রোলাম্বা দ্বিরেফোহস্ত্র ষড়ংঘ্রয়ঃ। হেম ৪। ২৭৮)

ইন্দিরা (স্ত্রী) ইদি কিরচ্ টাপ্। লক্ষ্মী।

ইন্দিরামন্দির (পুং, ক্লী) ইন্দরায়াঃ মন্দিরং আশ্রয়ইব। বিষ্ণু।

ইন্দিরালয় (পুং, ক্লী) ইন্দিরায়াঃ আলয়ঃ ৬তৎ। পদ্ম, নীলোৎপল।

ইন্দিরাবর (ক্লী) ইন্দিরায়াঃ শ্রিয়াঃ বরং প্রিয়ং। নীলোৎপল, নীলপদ্ম।

ইন্দিবর (ক্লী) ইন্দের্লক্ষ্ম্যাঃ বরং প্রিয়ং। নীলপদ্ম।

ইন্দীবর (ক্লী) ইন্দি ঙীপ্ ইন্দী তস্যাঃ বরং বরণীয়ং প্রিয়ং। ১ নীলপদ্ম। ২ সাধারণ উৎপল। ৩ পদ্মলতা। (ইন্দীবরঘনশ্যামং রামং কমললোচনম্। রামায়ণ।)

ই(ন্দি)ন্দীবরা (স্ত্রী) ইন্দীবরমস্ত্যস্যাঃ অর্শ আদিভ্যঃ অচ্ (পা ৫। ২। ১২৭) ইতি অচ্ ঙীষ্। শতমূলী, ইহার পুষ্প নীলপদ্ম সদৃশ বলিয়া এই নাম হইয়াছে।

ইন্দীবরণী (স্ত্রী) ইন্দীবরাণাং সমূহঃ তস্য সমূহঃ, (পা ৪। ২। ৩৭।) ইতি ইনি ঙীষ্। পদ্মলতা।

ইন্দীবার (পুং) নীলপদ্ম।

ইন্দু (পুং) উনত্তি অমৃতধারয়া ভুবং ক্লিন্নাং করোতি উন্দ (উন্দেরিচ্চাদেঃ। উণ্ ১। ১৩। উন্দধাতুর উত্তর উ এবং উকারের স্থানে ইৎ (ই) হয়। ইতি উ)। ১ চন্দ্র। (প্রসীদ তব মুখেন্দুং পূর্ণচন্দ্রং বিহায়। শৃঙ্গারতিলক।) ২ মৃগশিরা নক্ষত্র, ঐ নক্ষত্রের দেবতা চন্দ্র। ৩ একসংখ্যা বোধক। ৪ কর্পূর।

ইন্দুক (পুং) ইন্দু-ইবার্থে ক। অশ্মন্তক বৃক্ষ।

ইন্দুকক্ষা (স্ত্রী) ইন্দোশ্চন্দ্রস্য কক্ষা রাশিচক্রস্থ চন্দ্রমণ্ডল। চন্দ্রকক্ষার পরিমাণ ৩২৪০০০ যোজন।

ইন্দুকমল (ক্লী) ইন্দুরিব শুক্লং কমলং উপ কর্ম্মধা। শুক্লপদ্ম।

ইন্দুকলা (স্ত্রী) ইন্দোঃ কলা অংশঃ। চন্দ্রের ১৬ ভাগের এক ভাগ। পূষা ১ যশা ২ সুমনসা ৩ রতি ৪ প্রাপ্তি ৫ ধৃতি ৬ ঋদ্ধি ৭ সৌম্যা ৮ মরীচি ৯ অংশুমালিনী ১০ অঙ্গিরা ১১ শশিনী ১২ ছায়া ১৩ সম্পূর্ণমণ্ডলা ১৪ তুষ্টি ১৫ অমৃতা ১৬, এই ১৬ টীর এক একটীকে ইন্দুকলা বা চন্দ্রকলা বলে। কালমাধবীয়গ্রন্থে লিখিত আছে—

চন্দ্রের প্রথম কলা অগ্নি পান করেন, দ্বিতীয়কলা সূর্য্য, ৩য় কলা বিশ্বেদেবগণ, ৪র্থ কলা বরুণ, ৫ম কলা বষট্‌কার। ৬ষ্ঠ কলা ইন্দ্র। ৭ম কলা স্বর্গীয় ঋষিগণ। ৮ম কলা বিষ্ণু। কৃষ্ণ পক্ষীয় ৯ম কলা যম। ১০ম কলা বায়ু। ১১শ কলা উষা। ১২শ কলা অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণ। ১৩শ কলা কুবের। ১৪শ কলা শিব। ১৫শ কলা ব্রহ্মা। ১৬শ কলা সর্ব্বদাই জলে প্রবিষ্ট থাকে। এইজন্য অমাবস্যার দিনে চন্দ্র দেখা যায় না. ঐ দিন চন্দ্র ওষধিতে পরিণত হন। অনন্তর ঐ ওষধি গোরুতে ভক্ষণ করে, তাহাতে দুগ্ধ ও ঘৃতের উৎপত্তি হয়, সেই দুগ্ধ ঘৃতাদি দ্বারা ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞাদি করেন, সেই যজ্ঞের ফল অমৃত উৎপত্তি। ঐ অমৃতে পুনরায় চন্দ্রকলা পূর্ণ হয়।

ইন্দুকলাবটিকা। বৈদ্যকোক্ত ঔষধ বিশেষ। শিলাজতু, লৌহ, স্বর্ণ, প্রত্যেক সমভাগে লইয়া বাবুই তুলসীর রসে মাড়িয়া ১ রতি ওজনে এক একটী বটিকা করিবে। ইহা মসুরিকা, বিস্ফোটক, লোহিত জ্বর ও সর্ব্বপ্রকার ব্রণ ও বসন্ত-রোগে বিশেষ উপকারী।

ইন্দুকলিকা (স্ত্রী) ইন্দুরিব শুভ্রা কলিকা যস্যাঃ বহুব্রী। ১ কেয়াফুল। স্বার্থে কন্। ২ চন্দ্রকলা।

ইন্দুকান্ত (পুং) ইন্দুঃ কান্তঃ মনোজ্ঞঃ যস্য বহুব্রী। চন্দ্রকান্ত মণি। চন্দ্র উদয় হইলে ঐ মণি উজ্জ্বল হয়।

ইন্দুকান্তা (স্ত্রী) ইন্দুঃ কান্তঃ পতিঃ যস্যাঃ বহুব্রী। ১ রাত্রি। ইন্দুঃ কান্তইব প্রকাশকত্বাৎ যস্যাঃ। ২ কেয়া।

ইন্দুকান্তা (স্ত্রী) ইন্দোঃ কান্তা। রাত্রি। চন্দ্রপ্রিয়া, রোহিণী।

ইন্দুক্ষয় (পুং) ইন্দোঃ ক্ষয়ো যত্র বহুব্রী। অথবা ইন্দুঃ ক্ষীয়তেঽত্রেতি ক্ষি-অধিকরণে অচ্। অমাবস্যা। ঐ দিন চন্দ্র দেখা যায় না। চন্দ্রের ক্ষয়।

ইন্দুজ (পুং) ইন্দোঃ জায়তে ইন্দু-জন-ড। তারার গর্ভে চন্দ্রকর্ত্তৃক উৎপাদিত বুধগ্রহ। চন্দ্র রাজসূয়যজ্ঞ করাতে ধনগর্ব্বে বিবেকশূন্য হইয়া বৃহস্পতির স্ত্রী তারাকে হরণ করিলেন। দেবগণ ব্রহ্মার নিকট ঐ কথা জানাইলেন, তিনি স্বয়ং আসিয়া তারাকে লইয়া পুনরায় বৃহস্পতিকে দিলেন। অনন্তর বৃহস্পতি তারাকে গর্ভবতী দেখিয়া বলিলেন, তুমি আমার বাটীতে থাকিয়া এ গর্ভ কখনই রাখিতে পারিবে না। তারা স্বামীর বাক্যানুসারে তৎক্ষণাৎ গর্ভস্থ পুত্রকে প্রসব করিয়া শরস্তম্ভে নিক্ষেপ করিলেন। সদ্যপ্রসূত কুমার শরস্তম্ভে পতিত হইবামাত্র জলন্ত অগ্নির ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। তাহার রূপে দেবতারাও হার মানিল। ব্রহ্মা তারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ পুত্রটী কাহার? বৃহস্পতির না চন্দ্রের? তারা অতি কষ্টে—লজ্জার মাথা খাইয়া বলিলেন, এ পুত্রটী চন্দ্রের। তখন চন্দ্র ঐ পুত্রটীকে গ্রহণ করিলেন, তাহার নাম বুধ রাখিলেন। (হরিবংশ ২৭ অঃ।)

ইন্দুজনক (পুং) ইন্দোশ্চন্দ্রস্য জনকঃ। ১ অত্রিমুনি (অত্রি-জাত শব্দ দেখ।) ২ সমুদ্র। সমুদ্রমন্থনে চন্দ্রের উৎপত্তি হয়। (ভারত আদি ১৮ অধ্যায়।)

ইন্দুজা (স্ত্রী) ইন্দোর্জাতা ইন্দু-জন-ড টাপ্। নর্ম্মদা নদী। [নর্ম্মদা দেখ।]

ইন্দুপুত্র (পুং) ৬তৎ। বুধগ্রহ। [ইন্দুজ দেখ।]

ইন্দুপুষ্পিকা (স্ত্রী) ইন্দুরিব শুক্লং পুষ্পং যস্যাঃ বহুব্রী। বিষলাঙ্গলা, কলিকার গাছ।

ইন্দুভ (ক্লী) ৬তৎ। ১ মৃগশিরা নক্ষত্র। ২ ঐ নক্ষত্রের দেবতা চন্দ্র। ৩ কর্কট রাশি।

ইন্দুভা (স্ত্রী) ইন্দুনা ভাতি ভা-ড আপ্ তৎ। ১ কুমুদিনী। ২ চন্দ্রকিরণ।

ইন্দুভূষণ (পুং) ইন্দুনা ভূষতি ৩তৎ। নীলপদ্ম।

ইন্দুভৃৎ (পুং) ইন্দুঃ বিভর্ত্তি ইন্দু-ভৃ-ক্বিপ। মহাদেব। ইনি সর্ব্বদাই চন্দ্রকলা কপালে ধারণ করেন।

ইন্দুমণি (পুং) ইন্দুকান্তঃ মণিঃ শাকতৎ। ১ (ইন্দুপ্রিয়ো মণিঃ, ইন্দুরিব শুভ্রোমণির্বা কর্ম্মধা) ২ মুক্তা।

ইন্দুমণ্ডল (ত্রি) ইন্দোর্মণ্ডলং ৬তৎ। চন্দ্রবিম্ব, মণ্ডলাকার পদার্থ। চন্দ্রমণ্ডল পরিমাণে ৪৮০ যোজন।

ইন্দুমৎ (ত্রি) ইন্দুর্বিদ্যতেঽত্র ইন্দু-মতুপ্। ১ রাত্রি। ২ শিব। ৩ ময়ূর। ৪ পূর্ণিমা।

ইন্দুমতী (স্ত্রী) প্রশস্তঃ, ইন্দুর্বিদ্যতে যস্যাঃ ইন্দু-মতুপ্। ১ পূর্ণিমা। অজরাজের পত্নী বিদর্ভরাজার ভগিনী। রাজা দশরথের মাতা।

ইন্দুমৌলি (পুং) ইন্দুঃপ্রীতিজনকতয়া মৌলৌ শিরসি যস্য বহুব্রী। মহাদেব। ইনি চন্দ্রের তপস্যায় তুষ্ট হইয়া সর্ব্বদাই তাহার কলা মস্তকে ধারণ করিতেছেন। (কাশীখণ্ড।)

ইন্দুর (উন্দুর শব্দের অপভ্রংশ।) মূষিক। ইঁদুর।

ইন্দুর নানাজাতীয়। দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ইন্দুর দেখা যায়।

ভারতবর্ষে প্রায় পঞ্চাশ প্রকার ইন্দুর দেখিতে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে ইকড়িয়া, কালা, ডাঁস, নেপালী, গাছুয়া, সাদাপেটা, পাহাড়িয়া, কাল জেলকা, চিতাজেল, চিকা, শুলৎ জেল্কা, মেত্তা জেল্‌টা, ঝেঁকো, নেংটী ইত্যাদি অধিক।

১। ইকড়িয়া ইন্দুর (Mus bandicota) ইহার গাত্রের উপরটা দেখিতে কতকটা পিঙ্গলবর্ণ, মাঝে মাঝে কএক গাছি কাল কাল চুলও আছে, নীচের দিক্ ধূসরবর্ণ। লাঙ্গুল ব্যতীত দেহের আয়তন প্রায় ১৫ ইঞ্চি, লাঙ্গুল, ১৩ ইঞ্চি। এই জাতির স্ত্রীর ১২টী করিয়া স্তন আছে। সিংহলে, ভারতবর্ষের দক্ষিণপ্রদেশে ও মালয়ে এই ইন্দুর বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতায় কখন কখন দুই একটী দেখা গিয়াছে। ইহারা দেয়ালে ও গৃহের ভিত্তিতে গর্ত্ত করে, তাহাতে গৃহের অনেক অনিষ্ট হয়।

২। কালা ইন্দুর (Mus rattus) ইহার উপর দিক্ ধূসরবর্ণ, নীচের দিক পাংশুবর্ণ। দেহের আয়তন প্রায় ৭ ইঞ্চি, লাঙ্গুল তদপেক্ষা বড়। সাহেবেরা বলেন, এই ইন্দুর য়ুরোপ হইতে জাহাজে করিয়া এদেশে আসিয়াছে, কারণ যে স্থানে জাহাজ লাগে, সেই সেই উপকূলে এই ইন্দুর বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের মতে, এ ইন্দুর এদেশীয় বলিয়া বোধ হয়, মহর্ষি সুশ্রুতের 'কৃষ্ণ' অথবা 'মহাকৃষ্ণ' এই কালা ইন্দুর হইতে পারে।

৩। ডাঁস ইন্দুর (Mus decumanus) উপর দেখিতে পাংশুযুক্ত কপিলবর্ণ, মধ্যে মধ্যে হলদে। কাণ ছোট, তাহাতে হলুদে ডোরা। নিম্নভাগ পাণ্ডুবর্ণ।
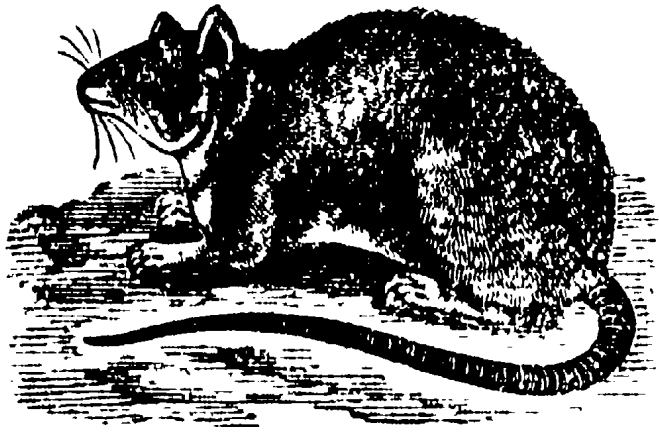
এই ইন্দুর ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়। শুনা যায় পারস্যেও নাকি ইহারা বড় উপদ্রব করে। পূর্ব্বে এই ইন্দুর বিলাতে ছিল না। এখন জাহাজে করিয়া তথায় গিয়াছে। এই ইন্দুরের আগমনে বিলাতের কৃষ্ণ ইন্দুরবংশ প্রায় এককালে ধ্বংস হইয়াছে। ইহারা সবই খায়। পায়রা, ছোট ছোট মুর্গী, বিশেষতঃ পাখীর ডিম খাইতে বড় ভালবাসে।

৪। নেপালী ইন্দুর—এই ইন্দুর কেবল নেপালে পাওয়া যায়। ইহা দেখিতে উপর ভাগ পিঙ্গলবর্ণ, মধ্যে মধ্যে লাল আভা। ইহার লোম বড় নরম। লাঙ্গুল ও দেহের আয়তন প্রায় ৬ ইঞ্চি।

৫। গাছুয়া ইন্দুর (Mus rufescens) দেখিতে উপরিভাগ অল্প পিঙ্গল, নিম্নভাগ সাদা, মধ্যে মধ্যে কালার ফিট্‌কি। ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই দেখা যায়। দেহের আয়তন প্রায় সাড়ে সাত ইঞ্চি, লাঙ্গুল আরও কিছু বড়।

ইহারা অধিকাংশই গাছে বাস করে। কোন কোন স্থানে কড়িকাঠে গর্ত্ত করিয়া থাকিতে দেখা যায়।

৬। সাদা পেটা ইন্দুর (Mus niviventer) এই জাতির দেহ প্রায় ৭ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বড় হইয়া থাকে; লাঙ্গুল আরও কিছু বড়। নেপাল ও দার্জ্জিলিঙ্গের প্রায় ঘরে ঘরে এই ইন্দুর দেখা যায়।

৭। পাহাড়িয়া ইন্দুর (Mus homourus) উপর ভাগ পিঙ্গলবর্ণ, মাঝে মাঝে কাল আভা, নিম্ন ভাগে সাদা। দেহের আয়তন সাড়ে তিন ইঞ্চি। লাঙ্গুলও তাই। এই জাতির স্ত্রীর আটটী করিয়া স্তন থাকে। ইহারা পঞ্জাব হইতে দার্জ্জিলিঙ্গের মধ্যে সমুদয় হিমালয় প্রদেশে বাস করে।

৮। চিকা—এই জাতি সুশ্রুতোক্ত চিক্কির বলিয়া বোধ হয়। ইহারা বঙ্গদেশে ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের স্থানে স্থানে বাস করে। ইহাদের গায়ে ছুঁচার ন্যায় দুর্গন্ধ থাকে। [ছুঁচা দেখ।]

৯। ঝেঁকু ইন্দুর (Gerbillus Indicus) ইহার উপর ভাগ দেখিতে মৃগশাবকের গায়ের মত, দুই পার্শ্ব কাল,—নিম্নভাগ সাদা। মস্তক ও দেহ একত্র ৭ ইঞ্চি, লাঙ্গুল ৮ ইঞ্চি। এই ইন্দুর ভারতবর্ষ, আফগানিস্তান ও সিংহলে দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষেই কিছু অধিক। বিস্তীর্ণ মাঠ অথবা বালুকাময় স্থানেই প্রায় গর্ত্ত করে। এই গর্ত্ত মাটির দুই তিন ফুট নীচেই হইয়া থাকে। এই গর্ত্তের মধ্যে এক ফুট আন্দাজ এক একটী শুষ্ক ঘাসযুক্ত বাসা থাকে। ইহারা শস্য, বীজ, ঘাস ও বৃক্ষমূল খায়। এই জাতীয় স্ত্রী এককালে ৮ হইতে ২০টী পর্য্যন্ত ছানা পাড়ে। হিন্দুস্থানীরা ইহাকে হরণা মুষ কহে।

মহর্ষি সুশ্রুত ১৮ প্রকার ইন্দুরের উল্লেখ করিয়াছেন—

"লালনঃ পুত্রকঃ কৃষ্ণো হংসিরশ্চিক্কিরস্তথা।
ছুছুন্দরোঽলসশ্চৈব কষায়দশনোঽপি চ॥
কুলিঙ্গশ্চাজিতশ্চৈব চপলঃ কপিলস্তথা।
কোকিলোঽরুণসঙ্গশ্চ মহাকৃষ্ণস্তথোন্দুরঃ॥
শ্বেতেন মহতা সার্দ্ধং কপিলেনাখুনা তথা।
মূষিকশ্চ কপোতাভস্তথৈবাষ্টাদশ স্মৃতাঃ॥"

সুশ্রুত-কল্পস্থান ৬ অঃ।

১ লালন, ২ পুত্রক, ৩ কৃষ্ণ, ৪ হংসির, ৫ চিক্কির, ৬ ছুছুন্দর, ৭ অলস, ৮ কষায়দশন, ৯ কুলিঙ্গ, ১০ অজিত, ১১ চপল, ১২ কপিল, ১৩ কোকিল, ১৪ অরুণসঙ্গ, ১৫ মহাকৃষ্ণ, ১৬ শ্বেত, ১৭ মহাকপিল, ১৮ কপোত।

সুশ্রুতের মতে, ১ লালনের বিষে লালাশ্রাব, হিক্কা ও বমন হয়, তাহাতে নটে-শাকের কল্ক মধু দিয়া সেবন করাইবে।

২ পুত্রকের বিষে শরীর অবসন্ন ও পাণ্ডুবর্ণ হয়, ইন্দুর ছানার মত গ্রন্থি জন্মে। তাহাতে শিরীষ ও ইঙ্গুদী শিলায় বাটিয়া মধুযোগে খাইতে দিবে।

৩ কৃষ্ণ ইন্দুরের বিষে সচরাচর (বিশেষতঃ মেঘাচ্ছন্ন দিনে) রক্ত বমন হয়। ইহাতে শিরীষ ফলের ও কুড়ের রস কিংশুক ভস্মযোগে পান করাইবে।

৪ হংসির বিষে অন্নে অরুচি, জৃম্ভণ, শরীর লোমাঞ্চ ও দন্তহর্ষণ হয়। তাহাতে রোগীকে প্রথমে বমন করাইয়া আরগ্বধাদি পান করাইবে।

৫ চিক্কিরের বিষে মাথার যাতনা, শোফ, হিক্কা ও বমি হয়। ইহাতে ঝিঙে, ময়নাফল ও অঙ্কোটের কাথ পান করাইয়া বমন করাইবে। পূর্ব্বের মত চিকিৎসা করিবে।

৬ ছুছুন্দর (ছুঁচার) বিষে মলভঙ্গ ও গ্রাবা স্তম্ভিত হয়, সর্ব্বদাই হাই উঠে। ইহাতে গোরক্ষ, যবক্ষার ও বৃহতীর ক্ষার সেবন করাইবে।

৭ অলসের বিষে গ্রাবাস্তম্ভ, বায়ুর উর্দ্ধগতি, দষ্টস্থানে ব্যথা ও জ্বর হয়। ইহাতে ঘৃত ও মধু সহযোগে মহাগদ চাটিতে দিবে।

৮ কষায়-দন্তের বিষে নিদ্রা, হৃদয়ে শোষ ও শরীর কৃশ হয়। ইহাতে শিরীষের সার, ফল ও ছাল মধু দিয়া চাটিতে দিবে।

৯ কুলিঙ্গের বিষে দংশস্থানে ব্যথা, ফুলা ও দীর্ঘ রেখা হয়। ইহাতে শ্বেত ও কৃষ্ণ নিসিন্দা, মুগানি, মাসানি মধু সংযোগে খাইতে দিবে।

১০ অজিতের বিষে বমী, মূর্চ্ছা, হৃদয়ে বেদনা এবং চক্ষু কৃষ্ণবর্ণ হয়। ইহাতে মনসার আঠার সহিত কাল তেউড়ি পিষিয়া মধু সংযোগে চাটিতে দিবে।

১১ চপলের বিষে তৃষ্ণা, বমী ও মূর্চ্ছা হয়। তাহাতে দেবদারু ও ত্রিফলা মূলের সহিত মধু সংযুক্ত ত্রিফলা চাটিতে দিবে।

১২ কপিলের বিষে দংশিত স্থানে ক্ষত হয়, শরীরে গ্রন্থি জন্মে এবং জ্বর হয়। ইহাতে ত্রিফলা, অপরাজিতা ও পুনর্নবা মধু সংযোগে চাটিতে দিবে।

১৩ কোকিলের বিষে শরীরে উগ্রগ্রন্থি জন্মিয়া থাকে, অতিশয় জ্বর ও দাহ হয়। ইহাতে ভেক ও নীলগাছের কাথে ঘৃত পাক করিয়া পান করাইবে।

১৪ অরুণের বিষে বায়ু কুপিত হইয়া বাত জন্য, ১৫ মহাকৃষ্ণ বিষে পিত্ত জন্য, ১৬ শ্বেতের বিষে কফ জন্য, ১৭ মহাকপিলের বিষে রক্ত জন্য এবং ১৮ কপোতের বিষে উক্ত চারি প্রকার দোষে নানা প্রকার পীড়া হয়। এই পাঁচ প্রকার ইন্দুরের বিষ শান্তির জন্য সুশ্রুত এই ঔষধটী ব্যবস্থা করিয়াছেন—দধি, দুগ্ধ ও ঘৃত প্রত্যেক দুই সের, পরে করঞ্জ, সোঁদাল, ত্রিকটু, বৃহতী প্রত্যেক ১ ভাগ এবং শালপানি দুই ভাগ লইয়া এই গুলির কাথ করিবে। তেউড়ী, তিল, গুলঞ্চ, বঙ্গ, মৃত্তিকাযুক্ত গুগ্‌গুল, কপিথ ও দাড়িমের ছাল এইগুলি পিষিয়া পূর্ব্বোক্ত কাথের চতুর্থাংশ থাকিতে সকল এক সঙ্গে মিশাইয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। এই ঔষধ অমোঘ।

বার্ব্বরীতে এক প্রকার ইন্দুর দেখা যায়, তাহাদের দেখিতে
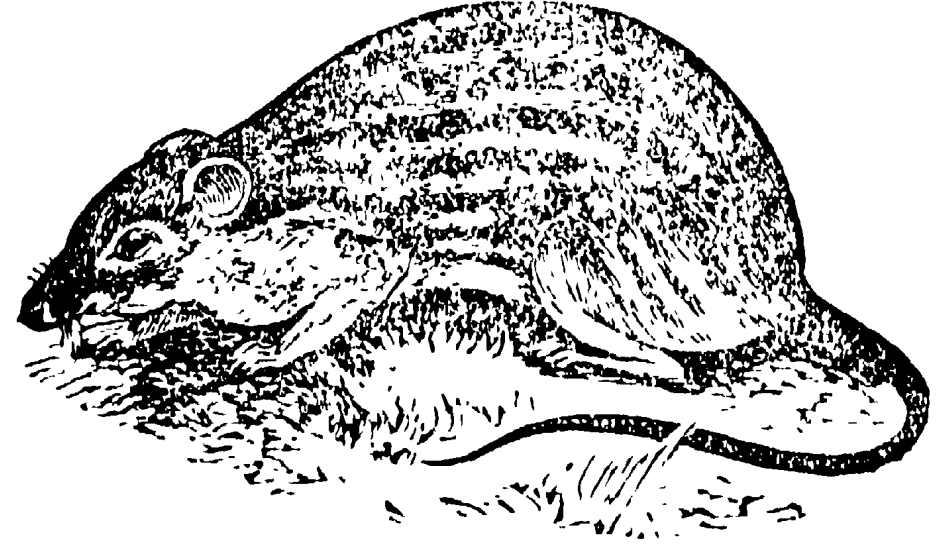
বেশ। তাহাদের কৃষ্ণবর্ণ শরীরে সাদা সাদা রেখা টানা।

ইন্দুরের শুক্রে বিষ। বস্ত্রাদিতে ইন্দুরের মূত্র লাগিলে সেই স্থান ক্রমে পচিয়া যায়।

ইন্দুরকে সামান্য জন্তু ভাবিয়া অবজ্ঞা করা উচিত নহে। যে বাণিজ্য ও কৃষি-কার্য্যের উন্নতির জন্য বর্ষে বর্ষে কত প্রকার নিয়ম উদ্ভাবিত হইতেছে, এই সামান্য জন্তু হইতে তাহার কত অনিষ্ট হইতেছে, তাহা নির্ণয় করিয়া উঠা ভার।

এই সামান্য জীবের ভয়ঙ্কর হিংস্রক প্রকৃতির প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। ইহারা আপনাদের স্বজাতীয়ের সহিত বিবাদ করিয়া পরস্পর যুদ্ধ করে, এই যুদ্ধে যাহারা বিনষ্ট তাহারা অপরের ভক্ষ্য হইয়া থাকে। এরূপ শত শত ইন্দুর একত্রে যুদ্ধ করিতে দেখা গিয়াছে। নরওয়ে দেশে এক জাতীয় ইন্দুর আছে, তাহারা আরও ভয়ানক। যদি কেহ ঐ ইন্দুর ধরিবার জন্য কল পাতিয়া রাখে, আর ঐ কলে ইন্দুর ধৃত হয়, তাহা হইলে অপর ইন্দুরেরা ঐ ধৃত ইন্দুরকে মারিয়া ফেলে ও তাহার সমস্ত রক্ত পান করে।

ধৃতকারী কিছুতেই সেই ইন্দুরকে রক্ষা করিতে পারে না। বিড়াল, কুক্কুর, বেজী প্রভৃতির সহিতও ইন্দুরের যুদ্ধ হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে ইন্দুরেরা বিড়াল, কুক্কুর ও বেজীকে অবধি বিনাশ করে। বিলাতে এক প্রকার ইন্দুর আছে, তাহারা ঘুমন্ত শিশুর রক্ত পান করে। শুনা যায়, বিলাতের নিউগেট কারাগার হইতে চারি জন কয়েদী পলাইবার চেষ্টা করে। গভীর রাত্রি; পালাইবার সময় কতকগুলি ইন্দুর তাহাদিগকে আক্রমণ করে। কোন ইন্দুর কাহার বা পায়ে ধরিল, কোনটা বা গায়ে উঠিল। এইরূপে কয়েদীদিগকে বড়ই জব্দ করিল। তাহারা কোথায় চুপি চুপি পলাইতেছিল, এখন বিষম বিভ্রাট্। দেখিয়া পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতে লাগিল। নিকটস্থ প্রতিবাসীরা আসিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিল। এখন তাহারা পুনরায় কারাগারে যাইতে কষ্ট বোধ করিল না।

ইন্দুর মারিবার উপায়—খানিকটা ময়দা লইয়া মধুতে মিশাও, তাহাতে অল্প পরিমাণে ষাঁড়ের গোবর দিয়া কাই কাই কর। তৎপরে ছোট ছোট চাকৃতি করিয়া ইন্দুর গর্ত্তে দিবে। ইহাতে নিশ্চয় ইন্দুর মরিবে।

অথবা ভাল আর্সেনিকের গুঁড়া ও টাট্কা মাখম জৈ ও মধুতে মিশাইয়া কাই করিবে। যেখানে যেখানে সর্ব্বদা ইন্দুর যাতায়াত করে, সেই সেইখানে ছড়াইয়া রাখিবে। উহা পাইলেই ইন্দুরেরা খাইতে থাকে, কেহ কেহ সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এ জিনিস প্রস্তুত করিয়াই হাত ধুইয়া ফেলিবে। কারণ এ বিষাক্ত জিনিষে সহজেই অনিষ্ট ঘটিতে পারে।

নক্সভমিকা ময়দার সঙ্গে মিশাইয়া ইন্দুরকে খাইতে দিলে নিশ্চয় তাহার মৃত্যু হয়। গন্ধকের গন্ধ ইন্দুরেরা সহ্য করিতে পারে না, এইজন্য অনেকে ইন্দুরের গর্ত্তে গন্ধক পোড়াইয়া ইন্দুর বিনাশ করিয়া থাকে।

ঔষধ—ইন্দুর মাংস এক ছটাক, সর্ষপ তৈল এক পোয়া, এক সঙ্গে অগ্নিতে চাপাইয়া ঐ মাংস ভাজা ভাজা হইলে নামাইবে। ঐ তৈল গুহ্যভ্রংশ রোগে মালিস করিলে সত্বর আরোগ্য হয়।

বাণিজ্য—ইন্দুরের ছাল ও দাঁতের বাণিজ্য হইয়া থাকে। ইন্দুরের চামড়ায় বিবিদের দস্তানা হয়। দাঁতে ছোট ছোট বোতাম হইয়া থাকে। লোম বড় বড় সাহেবের টুপিতে দেয়, এইজন্য ইন্দুর মারার ব্যবসা চলিত আছে। একবার পারিনগরের একটী নর্দ্দমায় ১ পক্ষের মধ্যে ছয় লক্ষ ইন্দুর মারা হইয়াছিল।

ইন্দুরের বাসা—বাবুই পাখী যেমন গাছে বাসা করে, বিলাতে এক প্রকার ক্ষুদ্র ইন্দুর আছে, তাহারাও সেইরূপ গাছের উপর লতাপাতার গোলাকার বাসা করিয়া থাকে। বাসাটী এমনি ভাবে করে যে, কেহ তাহার পথ খুঁজিয়া পায় না। বালকেরা কোন প্রকার ফল বা অন্য কিছু মনে করিয়া

ছিঁড়িয়া লয়। পরে ঐ গোলাকার বাসাটী গড়াইয়া খেলা করে। বাসাটী কাটিয়া গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে উহাতে পর পর এক একটী ঘর রহিয়াছে, প্রত্যেক ঘরে ছোট ছোট চক্ষুহীন ইন্দুর শিশু শুইয়া আছে। ঘরগুলির মধ্যে একটী পথ থাকে। বোধ হয় উহাতে যাতায়াত হয়।

পৃথিবীর নানা দেশের লোকে ইন্দুর খাইয়া থাকে। এদেশের সাঁওতাল, ভীল প্রভৃতি অসভ্যজাতি, আফ্রিকা, চীন, নেপাল, ক্যালিফোর্ণিয়া, ফ্রান্স, মাল্টা ও ইংলণ্ডের কেহ কেহ ইন্দুর খাইয়া থাকে। ফ্রান্সের পারিনগরে কোন কোন শ্বেতাঙ্গিনী সাধ করিয়া ইন্দুরের ঝোল খান।

ইন্দুরত্ন (ক্লী) ৬তৎ বা ইন্দুরিব শুভ্রং রত্নং। মুক্তা। মুক্তার দেবতা চন্দ্র এবং ইহা চন্দ্রের ন্যায় সাদা এই জন্য মুক্তাকে ইন্দুরত্ন বলে।

ইন্দুরাজ (পুং) ইন্দুনা রাজতে ইন্দুরাজ-ক্বিপ্ ৩তৎ। চন্দ্রকান্ত মণি। ২ কুমুদ।

ইন্দুরেখা } (স্ত্রী) ইন্দোর্লেখেব লেখা। রস্য লশ্চ ৬তৎ।
ইন্দুলেখা } ১ চন্দ্রকলা। ২ সোমলতা।

ইন্দুরিণীপাণা, এক জাতীয় পানা। (Salvinia cuculata)। এই পানা ছোট হয়। পুরাতন পুষ্করিণী বা জলার উপর ভাসিতে দেখা যায়। তেনেসিরিমে ইহা বিস্তর জন্মে। ইহাকে কেহ কেহ ইন্দুরকাণী বলে।

ইন্দুরকাণা [ইন্দুরিণীপানা দেখ।]

ইন্দুলোক (পুং) ইন্দোর্লোকঃ ৬তৎ। চন্দ্রলোক।

ইন্দুলোহক (ক্লী) ইন্দোর্লোহং স্বার্থে-কন্। রৌপ্য, শুভ্রবর্ণ লোহা। চন্দ্রদোষ শান্তির জন্য ঐ লোহা দান করিতে হয়।

ইন্দুলোহ (ক্লী) ৬তৎ। লোহ ধাতু।

ইন্দুবটী, শিলাজতু, অভ্র, লৌহ, প্রত্যেক এক ভাগ, স্বর্ণ সিকি ভাগ, সমুদয় একত্র মাড়িয়া কাকমাছি, শতমূলী, আমলকী ও পদ্মের রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। আমলকীর রস বা কাথের সহিত প্রত্যহ প্রাতে ১টী বটিকা সেবনীয়।

এই ঔষধ সেবনে কর্ণনাসাদি রোগসমূহ, নানাপ্রকার বাতজ ব্যাধি এবং বিংশতি প্রকার মেহ দূর হয়।

ইন্দুবদনা (স্ত্রী) ছন্দঃ বিশেষ। *। ইন্দুবদনা ভজসনৈঃ সগুরু-যুগ্মৈঃ। বৃত্তরত্নাকর। যাহাতে একটী ভ-গণ, একটী জ-গণ একটী স-গণ, একটী ন-গণ এবং শেষের দুইটী গুরু অর্থাৎ গ-গণ থাকে, তাহাকে ইন্দুবদনা বলে।—⏑⏑ভ।⏑—⏑জ। ⏑⏑—স।⏑⏑⏑ন।—গ।—গ।

ইন্দুবল্লী (স্ত্রী) ইন্দোর্বল্লী ৬তৎ। সোমলতা।

ইন্দুবার (পুং) ইন্দোঃ বারঃ ৬তৎ। নীলতাজকোক্ত বর্ষলগ্ন হইতে (৩, ৬, ৯, ১২) স্থানের অন্যস্থান, সমস্ত গ্রহ-গণের অবস্থান রূপ যোগবিশেষ। ২ মৌমাছি।

ইন্দুব্রত (ক্লী) ইন্দুলোকার্থং ব্রতং শাকতৎ। চান্দ্রায়ণ। এই ব্রত করিলে চন্দ্রলোক প্রাপ্তি হয়। সর্ব্ব পাপ যায়।

ইন্দুশেখর (পুং) ইন্দুঃ শেখরে যস্য বহুব্রী। মহাদেব।

ইন্দুশেখররস, শিলাজতু, অভ্র, রসসিন্দূর, প্রবাল, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক ও হরিতাল প্রত্যেক সমভাগে একত্র মর্দ্দন করিয়া ভৃঙ্গরাজ, অর্জ্জুনছাল, নিসিন্দা, বাসক, স্থলপদ্ম, পদ্ম ও কুরচীর ছালের রসে ভাবনা দিবে; মটর প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে গর্ভিণীর জর, শ্বাস, কাশ, শিরঃপীড়া, রক্তাতিসার, গ্রহণী, বমন, ক্ষুধামান্দ্য, আলস্য ও দুর্ব্বলতা নিবারণ হয়।

ইন্দুর (পুং) (উন্দুর শব্দের অপভ্রংশ) মূষিক, ইঁদুর। [ইন্দুর দেখ।]

ইন্দোর, মালবস্থ একটী বিস্তীর্ণ রাজ্য। ইহার উত্তরে সিন্ধিয়া রাজ্য, পূর্ব্বে দেবাস, ধার ও নিমার জেলা, দক্ষিণে খান্দেশ এবং পশ্চিমে বার্ব্বানি ও ধার। অক্ষাং ২১°২৪´ হইতে ২৪:১৪´ পূঃ মধ্যে, দেশা ১৪:২৮´ হইতে ৭৭°১০´ পূঃ মধ্যে। এই রাজ্য উত্তর দক্ষিণে ১২০ মাইল। নর্ম্মদা নদী ইহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

ইহার প্রধাননগর রামপুর, ভানপুর,, চান্দবার, মেহিদপুর, ধী। এই রাজ্য হোলকরের অধীনে। এখানে অধিকাংশই ভীল জাতির বাস। এখানে ১৮৮১-৮২ মধ্যে প্রায় ১৯৭টী বিদ্যালয় হয়। এ সমস্ত বিদ্যালয়ের বার্ষিক খরচ প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা।

এখানকার মহারাজের বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের নিকটে ১৯টী করিয়া তোপ বরাদ্দ আছে। নিজ রাজ্যে ২১টী করিয়া তোপ পান।

ইন্দোর, ইন্দোর রাজ্যের প্রধাননগর। প্রাচীন শিলালিপিতে ইহার নাম ইন্দ্রপুর পাওয়া যায়। অক্ষা° ২২°৪২´ উঃ, দেশা ৭৫°৫৪´ পূঃ মধ্যে;—কটকী নদীর উপকূলে অবস্থিত। অহল্যাবাই এইখানে রাজধানী স্থাপন করেন। এখনও ইহা ইন্দোর-মহারাজের রাজধানী।

এই নগরটী সমুদ্র হইতে ১৭৮৬ ফিট উচ্চে। এখানে অনেকগুলি বিদ্যালয় আছে, তন্মধ্যে 'রাজকুমার কলেজ' প্রধান, এই কলেজে কেবল রাজপুত্রগণ অধ্যয়ন করেন।

এখানকার লালবাগ নামক উদ্যান দেখিবার জিনিষ। গ্রীষ্মকালে ইন্দোরের মহারাজ ঐ উদ্যানে অবস্থান করেন।

লোকসংখ্যা (১৮৮১ সালে) ৭৫৪০১। তন্মধ্যে ৫৭২০৪ জন হিন্দু।

ইন্দ্র (পুং) ইদি পরমৈশ্বর্য্যে রন্ (ঋজেন্দ্রাগ্র···বনেরামালাঃ। উণ্ ২। ২৮। ঋজ্র, ইন্দ্র, অগ্র, বজ্র, বিপ্র, কুব্র, চুব্র, ক্ষুর, খুর, ভদ্র, উগ্র, ভের, মের, শুক্র, শুক্ল, গৌর, বন্, ইরা মালা, এই ১৯টী রন্ প্রত্যয় করিয়া নিপাতনে সিদ্ধ হয়।) শক্র, দেবরাজ।

বেদোক্ত প্রাচীন দেবতা। বৈদিক ঋষিগণ যে সকল দেবতার আরাধনা করিতেন, তন্মধ্যে ইন্দ্র প্রধান। ঋক্-সংহিতার মতে ইন্দ্র নিষ্টিগ্রীর পুত্র। ("নিষ্টিগ্র্যঃ পুত্রমা চ্যাবযোতয় ইন্দ্রং সবাধ ইহ।" ঋক্ ১০। ২০১। ১২)

তাঁহার মাতা তাঁহাকে সহস্রমাস ও অনেক বর্ষ গর্ভে ধারণ করেন। (ঋক্ ৪। ১৮। ৪) তৎপরে তিনি বীর্য্যে পূর্ণ হইয়া স্বয়ং জন্মগ্রহণ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার মাতা প্রমত্ত হইয়া উঠেন। (ঋক্ ৪। ১৮। ৫-৮)।

ইন্দ্র আপন পিতার পাদদ্বয় গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে বিনাশ করেন। [ঋক্ ৪। ১৯। ১৩, তৈত্তিরীয়সংহিতা ৬। ১। ৩৬ দেখ।]

অথর্ব্বসংহিতায় ইন্দ্রের মাতার নাম একাষ্টকা উক্ত হইয়াছে—

"একাষ্টকা তপসা তপ্যমানা
জজান গর্ভন্মহিমানমিন্দ্রম্।
তেন দেবা অসহন্ত শত্রূন্
হন্তা দস্যূনামভবৎ শচীপতিঃ॥" অথর্ব্ব ৩। ১০। ১২।

একাষ্টকা ঘোরতর তপস্যা করিয়া মহিমান্ ইন্দ্রকে গর্ভে ধারণ করেন। তাঁহার দ্বারা দেবগণ শত্রুদিগকে আক্রমণ করেন। শচীপতি দস্যুদিগের হন্তা হইয়াছিলেন।

ঋক্ সংহিতার এক স্থলে লিখিত আছে, সোম ইন্দ্রের জনক। (সোম......জনিতা ইন্দ্রস্য। ঋক্ ৯। ৯৬। ৫) পুরুষ সূক্তের মতে, ইন্দ্র অগ্নির সহিত পুরুষের মুখ হইতে জন্মগ্রহণ করেন। (মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত।) ঋক্-সংহিতার মতে ইন্দ্র একজন আদিত্য, কিন্তু দ্বাদশ আদিত্য হইতে ভিন্ন।

শতপথ ব্রাহ্মণের মতে, ইন্দ্র প্রজাপতি হইতে উৎপন্ন হন। [শতপথ ১। ১। ১। ১৫।]

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে লিখিত আছে, "প্রজাপতির্দেবাসুরান-সৃজত। স ইন্দ্রমপি ন অসৃজত। তং দেবা অব্রুবন্নিন্দ্রং নো জনয় ইতি। সোঽব্রবীদ্যথাঽহং যুষ্মাংস্তপসাংসৃক্ষি এব-মিন্দ্রং জনয়ধ্বমিতি। তে তপোঽতপ্যন্ত। তে আত্মনীন্দ্রম-পশ্যন্। তমব্রুবন্ জায়স্ব ইতি। সোঽব্রবীৎ কিম্ ভাগধেয়মভি-জনিষ্যে ইতি। ঋতূন্ সম্বৎসরান্ প্রজাঃ পশূন্ ইমান্ লোকানিত্যব্রুবন্।"

প্রজাপতি দেব ও অসুরগণকে সৃষ্টি করিলেন, কিন্তু তিনি ইন্দ্রকে সৃষ্টি করিলেন না। দেবগণ তাঁহাকে বলিলেন, ইন্দ্রকে উৎপাদন করুন। তিনি বলিলেন, আমি তোমাদিগকে তপোবলে সৃষ্টি করিয়াছি, তোমরাও সেইরূপে তাঁহাকে উৎপাদন কর। তাঁহারা তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইন্দ্রকে তাঁহারা আপনাতে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা তাঁহাকে কহিলেন, 'জন্মাও'। তিনি বলিলেন, কিরূপ ভাগ্যে জন্মগ্রহণ করিব। দেবগণ বলিলেন, ঋতু, বৎসর, প্রজা, পশু এবং ইহলোকাদিতে।"

উক্ত শ্রুতির অন্যস্থলে, প্রজাপতি ইন্দ্রকে উৎপাদন করেন। এরূপও লিখিত হইয়াছে। [ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২। ২ ইত্যাদি।]

ইন্দ্রের পত্নী ইন্দ্রাণী (১। ২২। ১২ ইত্যাদি।) ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতে তাঁহার স্ত্রীর নাম প্রসহা। [ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩। ২২ দেখ।]

বৈদিক দেবতাগণের মধ্যে ইন্দ্র প্রধান যোদ্ধা এবং শ্রেষ্ঠ শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। ঋক্‌সংহিতায় তাঁহার অসীম গুণের পরিচয় পাওয়া যায়।

সামার্চ্চিকেও লিখিত আছে—

"ইন্দ্রস্য বাহূ স্থবিরৌ যুবানাবনাধৃষ্যৌ সুপ্রতীকাবসহ্যৌ।
তৌ যুঞ্জীত প্রথমৌ যোগে আগতে যাভ্যাং জিতমসুরাণাং সহো মহৎ॥"

সময় আসিলে (যুদ্ধকালে) ইন্দ্র স্থবির, যুবা, অনাধৃষ্য, সুপ্রতীক ও শত্রুর অসহ্য বাহুদ্বয় প্রথমেই যোজনা করিয়া থাকেন, যাঁহার প্রভাবে অসুরদিগের শক্তিও পরাজিত হইয়াছিল।

তিনি হিরণ্যকশা ধারণ করিতেন, সূর্য্যের অশ্বে কখন বা হিরণ্ময় রথে আরোহণ করিতেন, বায়ু তাঁহার সারথি হইতেন। [ঋক্ ৮। ৩৩। ১১, ১০। ৪৯। ৭, ৮। ১। ২৪, ৪। ৪৮। ৩ দেখ।] অস্ত্রের মধ্যে সর্ব্বদাই বজ্র ও অঙ্কুশ ব্যবহার করিতেন। তৎকালে বৃত্র নামে একজন অসুর দেবগণের সর্ব্বদাই অনিষ্ট করিত। দেবগণ গিয়া ইন্দ্রকে জানাইলেন, তিনি দেবগণের সঙ্গে বৃত্রসংহারে অগ্রসর হইলেন। এই যুদ্ধে দেবগণ সকলেই পলায়ন করিলেন, কেবল মরুদ্গণ ও বিষ্ণু ইন্দ্রের সাহায্যার্থ রহিলেন। ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা বৃত্রকে বিনাশ করিলেন।

এতদ্ভিন্ন অহি, শুষ্ণ, নমুচি, পিপ্রু, শম্বর, উরণ, পণি, বৎস প্রভৃতি প্রধান প্রধান অসুরকেও ইন্দ্র সংহার করেন। (১। ২২। ১৯, ১। ১২। ৯-১০। ৪। ১৮। ১২ ইত্যাদি।) নমুচি বধের সময় অশ্বিদ্বয় ও সরস্বতী ইন্দ্রের সাহায্য করেন। শতপথ ব্রাহ্মণে এই সম্বন্ধে একটী গল্প আছে—

"ইন্দ্রস্য ইন্দ্রিয়মন্নস্য রসং সোমস্য ভক্ষং সুরয়া আসুরো নমুচিরহরৎ। সোঽশ্বিনৌ চ সরস্বতীঞ্চ উপধাবৎ। শেপা-নোঽস্মি নমুচয়ে ন ত্বা দিবা ন নক্তং হনানি ন দণ্ডেন ন ধন্বনা ন পৃথেন ন মুষ্টিনা ন শুষ্কেণ ন আর্দ্রেণ অথ মে ইদমহা-র্ষীৎ। ইদং মে আজিহীর্ষথ ইতি। তেঽব্রুবন্নস্তু নোঽত্রাপ্যথ আহরাম ইতি। সহ ন এতদথ আহরত ইত্যব্রবীদিতি। তাব-শ্বিনৌ চ সরস্বতী চ অপাম্ফেনং বজ্রমসিঞ্চন্ ন শুষ্কো ন আর্দ্রঃ ইতি। তেন ইন্দ্রো নমুচিরাসুরস্য ব্যুষ্টায়াং রাত্রৌ অনুদিতে আদিত্যে ন দিবা ন নক্তমিতি শির উদবাসয়ৎ। তস্য শীর্ষংশ্ছিন্নে লোহিতমিশ্রঃ সোমোঽতিষ্ঠৎ।

(শতপথব্রাঃ ১২। ৭। ৩। ১।)

নমুচি নামক অসুর ইন্দ্রের ইন্দ্রিয়, অন্নরস ও সোমপাত্র সুরা সহ অপহরণ করে। তিনি (ইন্দ্র) অশ্বিদ্বয় এবং সর-স্বতীর কাছে উপস্থিত হন এবং বলেন, আমি নমুচির কাছে শপথ করিয়াছি যে, দিবায় অথবা রাত্রিতে, যষ্টি অথবা ধনুকে, হাতের তালু কিম্বা মুষ্টিতে, শুষ্ক অথবা আর্দ্রস্থানে আমি তোমাকে হনন করিব না। এখন সে আমার যাহা (শক্তি প্রভৃতি) হরণ করিয়াছে, তোমরা কি আমার হইয়া উদ্ধার করিবে? তিনি (পুনরায়) বলিলেন, তাহা আমাদের সকলের হইবে, অতএব আহরণ কর। তৎপরে অশ্বিদ্বয় ও সরস্বতী জলের ফেনা দ্বারা বজ্রের সিঞ্চন করিলেন ও বলি-লেন। 'এখন শুষ্ক কি আর্দ্র নয়।' ইন্দ্র তাহা (বজ্র) দ্বারা

নমুচির মস্তক খণ্ড খণ্ড করিলেন। এই সময় রাত্রি গিয়া ভোর হইতেছে, সূর্য্য এখনও উদয় হয় নাই, কাজে এখন রাত্রিও নয়, দিনও নয়। তাঁহার মস্তক ছেদনকালে সোম রক্তমিশ্রিত ছিল, তাঁহারা অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা আবার সকলে পান করিলেন।

অথর্ব্বসংহিতায় লিখিত আছে, ইন্দ্র অসুরনারীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কাঠকের মতে (১৩।৫) ইন্দ্র বিলিস্তেঙ্গা নামক একজন দানবীতে অনুরক্ত হন। ইন্দ্র অতিশয় সোমপ্রিয় ছিলেন, ঋক্‌সংহিতায় তাহার বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইন্দ্র বারিবর্ষণ করেন, বজ্র ও বিদ্যুৎচালনা করেন। তিনি অসুরদিগের লৌহনির্ম্মিত নগরসকল ধ্বংস করিয়াছিলেন, অসংখ্য দস্যু বা দাস জাতিকে বিনাশ করিয়াছিলেন।

পৌরাণিক মতে ইন্দ্রের পিতা কশ্যপ। মাতা অদিতি। ইনি বৃত্রাদি অসুরগণ বধ করিয়াছিলেন বলিয়া বৃত্রহা নাম প্রাপ্ত হন। ইনি পূর্ব্বদিকের পালক, সকলকে বৃষ্টি দান করেন।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বর্ণিত আছে, ইন্দ্র অপর কোন দেবীর রূপে মুগ্ধ হন নাই, কেবল ইন্দ্রাণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু পৌরাণিক মতে ইন্দ্র পুলোমা দৈত্যকে বিনাশ করিয়া তাঁহার কন্যাকে গ্রহণ করেন, সেই কন্যাই ইন্দ্রাণী। ইন্দ্র দিতির গর্ভস্থ পুত্রকে বিনাশ করিবার জন্য খণ্ড খণ্ড করেন, তাহাতে মরুদ্গণের উৎপত্তি হয়। [দিতি ও মরুৎ দেখ।]

পারিজাত লইয়া ইন্দ্রের সহিত কৃষ্ণের বিবাদ হয়। [কৃষ্ণ ও পারিজাত দেখ।] পূর্ব্বে ব্রজের গোপেরা ইন্দ্রের পূজা করিত, কৃষ্ণ সেই পূজা উঠাইয়া দেন। তাহাতে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া অনবরত বৃষ্টি করিতে লাগিলেন, ব্রজ ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল। কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া ব্রজবাসীদিগকে রক্ষা করিলেন। (হরিবংশ)।

ইন্দ্রের পুত্র জয়ন্ত, ঋষভ ও মীঢ়্। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনও ইন্দ্রপুত্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। তাঁহার রাজ্য অমরাবতী, উদ্যানের নাম নন্দন, অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা, হস্তী ঐরাবত, রথ বিমান, সারথি মাতলি, ধনু ইন্দ্রধনু (রামধনুক), অসি পরঞ্জ। তিনি সকল দেবতার রাজা। গুরুপত্নী অহল্যা হরণের জন্য সহস্র চক্ষু হয়। [অহল্যা দেখ] তাঁহার অস্ত্র বজ্র। এক এক মনু পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার কাল। রাজত্বের পর ইনি ১০০ বর্ষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মার নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শেখেন, তাহার পর কৈবল্য প্রাপ্ত হন। ইনি ত্বষ্টৃপুত্র বিশ্বরূপকে বধ করিয়া সেই পাপে রাজ্যচ্যুত হন। অনন্তর সেই পাপ ভোগ করিয়া অন্যত্র রাখেন, পরে পুনর্ব্বার ঐ রাজ্য প্রাপ্ত হন। ইনি পর্ব্বতের পক্ষচ্ছেদ করেন বলিয়া গোত্রভা নাম হয়। ইনি ১০০ শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া শতক্রতু নাম প্রাপ্ত হন। [ইন্দ্রজিৎ দেখ]

ইন্দ্রের এই কয়েকটী নাম—মহেন্দ্র, শক্রধনু, ঋভুক্ষ, অর্হ, দত্তের, বজ্রপাণি, মেঘবাহন, পাকশাসন, দেবপতি, দিবস্পতি, স্বর্গপতি, উলূক, জিষ্ণু, মরুত্বান্, উগ্রধন্বা ইত্যাদি।

প্রতি মন্বন্তরে ইন্দ্রের পৃথক্ পৃথক্ নাম—১ যজ্ঞ। ২ রোচন। ৩ সত্যজিৎ। ৪ ত্রিশিখ। ৫ বিভু। ৬ মন্ত্রদ্রুম। ৭ পুরন্দর। ৮ বলি। ৯ শ্রুত। ১০ শম্ভু। ১১ বৈধৃত। ১২ ঋতধাম। ১৩ দেবস্পতি। ১৪ শুচি।

২ পরমাত্মা। ("ইন্দ্রঃ শচীপতাবন্তরাত্মন্যাদিত্যযোগয়োঃ। বিশ্ব।) ৩ যোগবিশেষ। ৪ শ্রেষ্ঠ। ৫ কুটজবৃক্ষ। ৬ রাত্রি। ৭ প্রথম। ৮ রাজা। ৯ জ্যেষ্ঠানক্ষত্র। ১০ ধনবান্। ১১ অন্তরাত্মা। ভাবে রন্। ১২ ধন। ১৩ ইন্দ্রিয়। ১৪ ছন্দোবিশেষ। চৌদ্দসংখ্যা। ১৫ দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থের মধ্যে একটী উপাধি।

ইন্দ্রক (ক্লী) ইন্দ্রস্য ধনিনঃ কং সুখং যত্র বহুব্রী। ১ সভাগৃহ। (আস্থানগৃহমিন্দ্রকম্। হেম ৪। ৬৩) ২ ইন্দ্রের সুখ। ৩ মন্দরগিরি।

ইন্দ্রকর্ম্মন্ (পুং) ইন্দ্রস্যেব ঐশ্বর্য্যান্বিতং কর্ম্মাস্য। বিষ্ণু।

ইন্দ্রকীল (পুং) ইন্দ্রস্য কীল ইব। ১ মন্দর পর্ব্বত। একটী মহান্ পর্ব্বত, ঐ পর্ব্বতে নানাপ্রকার মণি মুক্তা আছে। শিশুপাল বধের সময়ে শ্রীকৃষ্ণ তথায় অগ্রে ক্রীড়াদি করিয়াছিলেন। ২ পর্ব্বত। (ন বিষমেন্দ্রকীলচতুষ্পথশ্বভ্রাণামুপরিষ্টাৎ। সুশ্রুত ৫। ২৪ অঃ)

ইন্দ্রকুঞ্জর (পুং) ৬তৎ। ঐরাবত, ইন্দ্রের হাতী। সমুদ্রমন্থনকালে ইন্দ্র ইহাকে পান।

ইন্দ্রকূট (পুং) ইন্দ্রঃ ঐশ্বর্য্যবান্ কূটোঽস্য বহুব্রী। একটী পর্ব্বত। কৈলাস পর্ব্বতের নিকট। "মহামেরু স কৈলাস-ইন্দ্রকূটশ্চ নামতঃ।" (হরিবংশ ১৭০। ১৫।)

ইন্দ্রকৃষ্ট (ত্রি) কৃষ-ভাবে-ক্ত, তৎ অস্তি অস্মিন্ (অর্শ আদি) অচ্। ইন্দ্রেণ ইন্দ্রহেতুকং কৃষ্টং। ইন্দ্র-কর্ষিত। বৃষ্টি বর্দ্ধিত. হইলে যে ধান্যাদি স্বভাবতঃ উৎপন্ন হয়। ("ইন্দ্রকৃষ্টৈর্বর্ত্তয়ন্তি ধান্যৈ যে চ নদীমুখৈঃ।" মহাভা, সভা ৫১। ৯। *। ইন্দ্রকৃষ্টৈঃ ইন্দ্রেণৈবাকৃষ্টৈ র্ণ তু কর্ষণাদি ক্ষেত্রিয়কষত্নাপেক্ষৈঃ। নীলকণ্ঠ।)

ইন্দ্রকেতু (পুং) ৬তৎ। বিমানের ধ্বজ।

ইন্দ্রকোষ (পুং) ৬তৎ। মঞ্চ, মাচা। খট্বা, খাট্। খুঁটি। (ইন্দ্রকোষস্তমঞ্চকঃ। হেম ৪। ৭৭)

ইন্দ্রগিরি (পুং) ইন্দ্রনামা গিরিঃ শাক তৎ। মহেন্দ্রপর্ব্বত, এটী কুলপর্ব্বত মধ্যে গণনীয়।

ইন্দ্রগুরু (পুং) ৬তৎ। ১ বৃহস্পতি। ২ কশ্যপ।

ইন্দ্রগোপ (পুং) ইন্দ্রঃ গোপঃ রক্ষকঃ যস্ত বহুব্রী। ১ মখমলা। ২ রক্ত। একরূপ কীট, পোকা। ঐ পোকা সাদা আছে লালও আছে। ইন্দ্র তাহাদের রক্ষক বলিয়া ঐ নাম হইল। (ইন্দ্রগোপস্তগ্নিরজো বৈরাটস্তিতিভোহগ্নিকঃ। হেম ৪। ২৭৫) (ত্রি) ইন্দ্রকর্ত্তৃক রক্ষিত। (ঋক্ ৮।৪৬।৩২।)

ইন্দ্রঘোষ (পুং) ইন্দ্র ইতি স্পষ্টং ঘুষ্যতে ঘুষ্‌ ঘঞ্। ইন্দ্র।

ইন্দ্রচন্দন (ক্লী) ইন্দ্রস্য ইন্দ্রপ্রিয়ং বা চন্দনং ৬তৎ শাক তৎ। শ্বেতচন্দন; হরিচন্দন।

ইন্দ্রচাপ (পুং) ইন্দ্র ইন্দ্রস্বামিকে মেঘে চাপ ইব শাক তৎ। ১ ইন্দ্রধনুঃ (৬তৎ) ২ ইন্দ্রের শরাসন।

ইন্দ্রচির্ভিটী (স্ত্রী) ইন্দ্রপ্রিয়া চির্ভিটী শাক তৎ। এক প্রকার লতা। বৈদ্যশাস্ত্রের মতে ইহার এই কএকটী পর্য্যায়—ইন্দীবরা, যুগ্মফলা, দীর্ঘবৃন্তা, উত্তমারণী, পুষ্পমঞ্জরিকা, দ্রোণী, করম্ভা, নলিকা। ঐ লতা তিক্ত, ঠাণ্ডা এবং শ্লেষ্মনাশক। ইহা পিত্ত, কাস, ব্রণদোষ ও কৃমি এই সকল নষ্ট করে। ইহা চক্ষুরোগে বিশেষ উপকারী। ২ ইন্দ্রবারুণী।

ইন্দ্রচ্ছন্দ (ক্লী) ইন্দ্রইব সহস্রনেত্রেণ সহস্রগুচ্ছেন ছাদ্যতে ছদ-অসুন্‌-ন্যুট্ নিপাৎ। সহস্রগোছাহার অর্থাৎ যে হারে হাজারটা গোছা থাকে। (দেবচ্ছন্দঃ শতং সাষ্টং ত্বিন্দ্রচ্ছন্দঃ সহস্রকম্। হেম ৩।৩২২)

ইন্দ্রজনন (ক্লী) ইন্দ্রস্যাত্মনঃ জননং দেহসম্বন্ধঃ। পরমাত্মার দেহসম্বন্ধ বিশেষ। (পা ৪।৩।৮৮) ইতি ছ। ইন্দ্রজননীয়। ইন্দ্রজন্ম অধিকার করিয়া যে গ্রন্থ রচিত হয়।

ইন্দ্রজাল (ক্লী) ইন্দ্রাণাং ইন্দ্রিয়ানাং জালং আবরকম্। যদ্বা ইন্দ্রস্যেশ্বরস্য জালং মায়েব ৬তৎ। মায়াকর্ম্ম, ভেল্কি। ১ ভোজবাজী। ২ মায়াজাল। ৬তৎ। ৩ ক্ষুদ্র উপায়। দ্রব্যসংযোগ দ্বারা আশ্চর্য্য দেখান।

মন্ত্র এবং দ্রব্য দ্বারা কোন বস্তু অন্যপ্রকার করা, এইরূপ ব্যাপারই ভেল্কি। ইন্দ্রজাল নামে স্বতন্ত্র শাস্ত্র আছে, ইহা তন্ত্রের অন্তর্গত। গুরুর উপদেশ ভিন্ন তাহার শিক্ষা হয় না। তাহাতে নানা বিষয় বর্ণিত। তন্মধ্যে দৃষ্টান্তস্বরূপ কতকগুলি দেওয়া হইল,—

১ এক প্রস্থ (২ সের পরিমাণ) মহাকালের বিচি (আমলকী) ধাত্রীরসে ৭ বার ভাবনা দিয়া গুলির মত করিয়া মুখের ভিতর রাখিলে শীঘ্রই সে ব্যক্তি কপোত (পায়রা) হইবে। ছাগলের মাথায় কাল মাটি পুতিয়া তাহার উপর ধুতুরার বিচি বুনিলে যখন ঐ ধুতরার ফুল হইবে, তখন ঐ ফুল যাহার গাত্রে ফেলিবে সে ছাগল হইবে। ২। কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে ময়ূরের মাথায় মাটি পুতিয়া তাহার উপর শণের বীচি বুনিলে যখন তাহার ফল ফুল হইবে তখন ঐ ফল যাহার গলায় বাঁধিয়া দিবে, সে ময়ূর হইবে। ৩। কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে ময়ূরের মাথায় কাল মাটী পুতিয়া কাপাসের বিচি বুনিলে যখন ফুল ফল হইবে তখন ঐ ফুল ফল সমস্ত লইয়া গুঁড়ি করিয়া গাত্রে মাখিয়া জলে নামিলে সে ডুবিবে না, মাটিতেও যেমন জলেও তেমনি দাঁড়াইতে পারিবে। ৪। কাল কাকের (দাঁড়কাক) মাথায় মাটি পুরিয়া কাকমাচীর বিচি বুনিয়া ফুল ফল হইলে ঐ ফল মুখে পুরিবে, তাহা হইলে কাক হইবে অর্থাৎ কাকের মতন উড়িতে পারিবে। যতকাল মুখে থাকিবে ততকাল ঐ অবস্থাই থাকিবে। ঐ ফল মাটিতে বমি করিয়া ফেলিলে পরে পূর্ব্বের অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। ৫। কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে পায়রার মাথায় কাল মাটি পুরিয়া তিল বুনিবে, পরে দুধে জল মিশাইয়া ঐ গাছের উপর ঢালিবে, পরে তাহার ফুল মুখের ভিতর রাখিলে কেহ তাহাকে দেখিতে পাইবে না। তাহার পর ঐ তিলের ফল গুঁড়া করিয়া সেই গুঁড়া যাহার গাত্রে দিবে সে কিঙ্কর হইবে (অর্থাৎ আজ্ঞাকারী) এবং যাহা কিছু ধন সম্পত্তি থাকে তাহা স্বেচ্ছাক্রমে সে ছাড়িয়া দিবে। ৭। সেই তিল সহিত বাটিয়া কপিলার দুধ দিয়া গুলি করিবে, সাতরাত্রি পাক করিবে। পরে সেই গুলি মুখে পুরিয়া রাখিলে দেবতারা পর্য্যন্ত তাহাকে দেখিতে পাইবেন না। আবার সেই গুটিগুলি বমি করিয়া ফেলিলে তাহাকে সকলেই দেখিতে পাইবে। সে ১০০ শত বৎসর জীবিত থাকে, কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই তাহার বশ্য হয়। ৮। কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে শকুনির মাথায় মাটি পুতিয়া লশুন বুনিবে। ফুল ফল হইলে পুষ্যানক্ষত্রে ফুল লইয়া কাজলের সহিত কপিলা ঘৃত দ্বারা কাজল পাড়াইয়া চক্ষে দিলে মাটিতে থাকিয়া শত যোজন পর্য্যন্ত দেখিতে পাইবে। দিনের বেলায় নক্ষত্র দেখিতে পাইবে। উট, গাধা, মহিষ প্রভৃতি বড় বড় জন্তুর মাথায় যে বিচি বুনিবে পরে ফুল ফল হইলে তন্মধ্যে যাহার বিচি ফল মুখে রাখিবে সে জীবিত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ঐ সকল ধারণের মন্ত্র—

ওঁ হ্রীং হ্রীং হুং ঐং লং লং ওঁ ভৌ স্বাহা। ইহার

মন্ত্র ১১ অক্ষরে। লক্ষজপ করিলে পুরশ্চরণ হইবে, দশ-হাজার জপ হোম। ঘৃত দ্বারা তর্পণ এবং মার্জ্জন করিবে। ব্রাহ্মণ ভোজনাদি করাইলে সিদ্ধি হইবে।

পেচকের মাথার খুলিতে ঘৃত দ্বারা কজ্জল করিয়া চোকে দিলে অন্ধকারেও বই পড়িতে পারিবে।

ওঁ নমো নারায়ণায় বিশ্বম্ভরায় ইন্দ্রজাল কৌতুকানি দর্শয় সিদ্ধিং কুরু স্বাহা। এই মন্ত্র ১০৮ বার জপ করিলে কার্য্যসিদ্ধি হয়। সিদ্ধ না হইলে কার্য্য সফল হয় না।

রক্ষামন্ত্র। ওঁ নমঃ পরংব্রহ্ম পরমাত্মনে মম শরীরে পাহি ২ কুরু ২। এই মন্ত্রে রক্ষা বন্ধন করিয়া কার্য্য করিবে।

বৃহস্পতিবারে হস্তীর মাথার খুলিতে আকোড়ের বিচি বুনিয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক তাহাতে জল সেচন করিবে। পরে তাহার ফল হইলে একটী বিচি ত্রিলৌহে (১০ ভাগ সোণা, ১২ ভাগ তামা, ১৬ ভাগ রৌপ্য, মিশ্রিত হইলে ত্রিলৌহ হয়) বেষ্টিত করিয়া মুখে ফেলিয়া রাখিলে মত্ত হস্তীর ন্যায় বলবান্ এবং বায়ু তুল্য পরাক্রমশালী হইতে পারে। ত্রিলৌহ সকল কার্য্যে প্রশস্ত।

যে কোন বিচি আকোড় বিচির সহিত মাটিতে ফেলিবে পরে মন্ত্র পড়িয়া ত্রিলৌহে বেষ্টিত করিয়া মুখে রাখিলে লোকে ঠিক সেইরূপ হইতে পারে, মহাদেবের বাক্য মিথ্যা নয়। যে কোন বিচি আকোড়তে মিশাইয়া বুনিলে তখনিই গাছ হইয়া ফলিবে। একবিন্দু আকোড় ফলের তৈল মড়ার মুখে দিলে ১ প্রহরের মধ্যেই সে জীবিত হইবে।

শজনার তৈল, পায়রার বিষ্ঠা, শূকরের চর্ব্বি সমভাগে লইয়া গাধার চর্ব্বি হরিতাল ও মনঃশিলার সহিত মিশাইয়া ফোঁটা কাটিলে রাবণের মত হইতে পারে।

পেচকের বিষ্ঠা, এরণ্ড তৈলের সহিত বাটিয়া যাহার গাত্রে বিন্দুমাত্রও দিবে সে তখনই পাগল হইবে।

সাপের দাঁত, কালবিচির কাঁটা, কাকলাসের রক্ত একত্র বাটিয়া যাহার গাত্রে দিবে সে তখনই মরিবে।

সিন্দুর, গন্ধক, হরিতাল, মনঃশিলা একত্রে বাটিয়া কাপড়ে মাখিবে, পরে ঐ কাপড় মাথায় বাঁধিলে সমস্ত জগৎ অগ্নিময় দেখিবে।

আকন্দের আটা, বটের আটা ও ডুমুরের আটা কোন পাত্রের মধ্যে লেপিয়া তাহাতে জল দিলে দুগ্ধ প্রস্তুত হইবে।

আকোড় ফলের তৈল অঙ্গে লেপিলে রাক্ষসের মতন হয়, তাহাকে দেখিলে সকলেই ভয়ে পলায়।

আকোড় ফলের তৈল দ্বারা রাত্রিতে প্রদীপ জ্বালিলে আকাশের ভূত সকল মাটিতে দেখিতে পায়।

বুধ কিংবা শনিবারে কাকলাস মারিয়া যেখানে শত্রু-গণ প্রস্রাব করে সেই স্থানে পুতিবে। পরে উহা না তুলিলে শত্রুগণ ক্লীব হইবে।

গন্ধক, হরিতাল, গো-মূত্র ও বিষ একত্রে চূর্ণ করিয়া অগ্নিতে দিলে সমস্ত বিঘ্ন বিনষ্ট হইবে। (দত্তাত্রেয় তন্ত্রে ১১ পটল।)

বশীকরণ ও আকর্ষণ বসন্তকালে করিবে। গ্রীষ্মে বিদ্বেষণ কার্য্য, বর্ষাকালে স্তম্ভন কার্য্য, শিশিরে মারণ কার্য্য, শরৎকালে শান্তি কর্ম্ম, এবং হেমন্তের পূর্ণিমাতে উচ্চাটন কর্ম্ম করিবে। [বশীকরণ দেখ] দিনের পূর্ব্বাহ্নে বসন্ত, মধ্যাহ্নে গ্রীষ্ম, অপরাহ্নে বর্ষা, সন্ধ্যায় শিশির, অর্দ্ধরাত্রে হেমন্ত, তাহার পর শরৎ ঋতু জানিবে।

পক্ষাদি নির্ণয়।—মারণাদি অভিচার কর্ম্ম কৃষ্ণপক্ষে করিবে। শান্তি প্রভৃতি মঙ্গল কর্ম্ম শুক্লপক্ষে। দ্বাদশী ও একাদশীতে মারণ কার্য্য, তৃতীয়া ও নবমীতে বশীকরণ, চতুর্দ্দশী, চতুর্থী ও প্রতিপদে স্তম্ভন, দ্বিতীয়া, ষষ্ঠী ও অষ্টমীতে শান্তি কর্ম্ম করিবে।

অশ্বিনী, মৃগশিরা, মূলা, পুষ্যা ও পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে বশীকরণ করিবে। অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, উত্তরাষাঢ়া ও রোহিণী নক্ষত্রে মারণ, বিজয়, শান্তি ও স্তম্ভন করিবে। এই সকল কার্য্যে তিথি নক্ষত্রের বিবেচনার আবশ্যক আছে, নহিলে মন্ত্রাদি সিদ্ধ হয় না।

জয়।—পুষ্যানক্ষত্রে গোজিহ্বা ও অপামার্গ মূল উঠাইয়া মস্তকে ধারণ করিলে সকল বিবাদে জয়লাভ হয়।

সৌভাগ্য।—পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেত আকন্দের মূল উঠাইয়া দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করিলে সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়।

চন্দ্রগ্রহণ সময়ে রক্ত চিতা ও রক্ত আকন্দের মূল উঠাইয়া মধুর সহিত বাটিয়া বড়ি করিবে। পরে তাহার ফোঁটা করিলে স্ত্রীর সৌভাগ্য হয়।

ক্রোধোপশম।—ওঁ শান্তে প্রশান্তে সর্ব্বক্রোধোপশমনী স্বাহা। এই মন্ত্র ২১ বার জপ করিয়া মুখ মার্জ্জন করিলে তাহার প্রতি কাহারও ক্রোধ থাকে না।

শ্বেত অপরাজিতার মূল হস্তে ধারণ এবং শিবজটার মূল মুখে ধারণ করিলে হস্তী তাহার কাছে আসিতে পারে না।

বৃহতী মূল মুখে ও হস্তে ধারণ করিলে বাঘের ভয় থাকে না।

হ্রীং হ্রীং হ্রীং শ্রীং শ্রো শ্রো স্বাহা। এই মন্ত্রে ঢিল পড়িয়া ফেলিলে ব্যাঘ্র মুখ নাড়িতে পারে না এবং চলিতেও পারে

না। নারিকেল মূল কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে ধারণ করিলে বাঘের ভয় থাকে না। (ইন্দ্রজাল তন্ত্রে ৩য় উপদেশ।)

স্তম্ভন।—যে ব্যক্তি শ্বেত কুঁচের মূল মুখে ধারণ করে তাহাকে দেখিলে কাহারও কথা সরিবে না।

ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ রক্ষ রক্ষ চামুণ্ডে! কুরু কুরু অমুকং মে বশমানয় বশমানয় স্বাহা। এই মন্ত্রেতে কার্য্যসিদ্ধি হয়। রবিবারে পুষ্যানক্ষত্রে যষ্টিমধুর মূল তুলিয়া সভা মধ্যে ফেলিলে সকলের মুখ বন্ধ হয়।

মেঘস্তম্ভন।—একখান ইটে চারিটী চতুষ্কোণ রেখা করিয়া তাহার উপরে আর একখানা ইট চাপা দিয়া ওঁ মেঘান্ স্তম্ভয় স্তম্ভয় স্বাহা। এই মন্ত্রে কোন বাগানে পুতিলে মেঘের বৃষ্টি বন্ধ হয়।

ভরণীনক্ষত্রে ডুমুর প্রভৃতি, ক্ষীরীবৃক্ষের মূল ও ৫ আঙ্গুল পরিমাণে একখণ্ড কাষ্ঠ নৌকামধ্যে ফেলিলে নৌকা চলিবে না।

নিদ্রাস্তম্ভন।—যষ্টিমধু ও বৃহতীর মূল গুঁড়াইয়া নস্য করিলে নিদ্রা হয় না।

অস্ত্রস্তম্ভন।—কদবেলের মূল কৃত্তিকানক্ষত্রে তুলিয়া ধারণ করিলে দেবগণেরও অস্ত্র স্তম্ভিত হয়।

গুলঞ্চের মূল তুলিয়া হস্তে ধারণ করিলে শস্ত্র ভয় নিবারণ হয়।

ওঁ অহো কুম্ভকর্ণ মহারাক্ষস নিকষাগর্ভসম্ভূত পরসৈন্যস্তম্ভন মহাভয় রণরুদ্র আজ্ঞাপয় স্বাহা। এই মন্ত্র ১০৮ বার জপ করিবে। আপাঙ্গের মূল শুভ নক্ষত্রে তুলিয়া শরীরে লেপন করিলে সমস্ত শস্ত্রের স্তম্ভন হয়।

পেটের হাড় গোষ্ঠের চারিদিকে ভূমিতে পুতিয়া রাখিলে গোরু, ভেড়া, মহিষ, ঘোড়া প্রভৃতি স্তম্ভন হয়।

ভৃঙ্গরাজ, আপাঙ্গ, শ্বেত সরিষা, সহদেবিকা, ওল, বচ ও শ্বেত আকন্দের মূল তুলিয়া লৌহ পাত্রে রাখিয়া ছইদিন পরে উঠাইবে, পরে তাহার দ্বারা তিলক করিলে সকল প্রাণির বুদ্ধি স্তম্ভিত হয়। "ওঁ নমো ভগবতে বিশ্বামিত্রায় নমঃ সর্ব্বমুখীভ্যাং। বিশ্বামিত্র আগচ্ছ আগচ্ছ স্বাহা।" এই মন্ত্রে জপ করিতে হইবে।

ওঁ ব্রহ্মবেশিনি শিবে রক্ষ রক্ষ স্বাহা। এই মন্ত্রে সপ্তপাশা গ্রহণ করিয়া তিনখানা কটিতে বাঁধিবে। অপর পাশাগুলি দুই হাতের মুঠে রাখিলে চৌরগতি স্তম্ভিত হয়।

দেহরঞ্জন।—কদম্বপত্র, লোধ, অর্জ্জুন পুষ্প, একত্রে বাটিয়া অঙ্গে লেপিলে দুর্গন্ধ থাকে না।

এলাচ, শটী, তেজপাত, রক্তচন্দন, হরীতকী, সজিনা, মুথা, কুড় ও অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্য বাটিয়া গাত্রে লেপিলে সেই গন্ধে সকলেই মোহিত হইবে।

আমের ও জামের আঠি এবং পদ্মমূল বাটিয়া মধুর সহিত রাত্রিতে মুখে রাখিলে পুরুষের মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়, ও সুগন্ধ বৃদ্ধি পায়। মুরামাংসী, নাগকেশর ও কুড় বাটিয়া স্ত্রী প্রাতিদিন প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে ১৫ দিন পর্য্যন্ত চাটিবে। তাহার মুখে কর্পূরের গন্ধ হইবে।

লোহার মল, জবাফুল, আমলকী একত্র বাটিয়া মাথায় লেপিলে তিন মাস মধ্যে সাদাচুল কাল হইবে।

ছাগী দুধের দ্বারা ৭ দিন পর্য্যন্ত তিলে ভাবনা দিয়া তৈল করিবে, পরে মাথায় মাখিলে কালচুল সাদা হইবে।

অশ্বিনীনক্ষত্রে বটের পরগাছা দুধের সহিত খাইলে পুরুষ বলবান্ হয়। পুষ্যানক্ষত্রে আকন্দের মূল উঠাইয়া, গোরুর দুধে বাটিয়া খাইলে ৭ দিন মধ্যে বৃদ্ধও যুবার ন্যায় হয়।

জন্মবন্ধ্যা চিকিৎসা।—রবিবারে মূল পত্র ও শাখার সহিত গন্ধনাকুলী উঠাইয়া একবর্ণা গোরুর দুধের সহিত অবিবাহিত কন্যা দ্বারা বাটাইয়া ঋতুকালে ৪ তোলা পরিমাণে প্রতিদিন খাইবে এবং দুধ, মুগের ডাল প্রভৃতি লঘু পথ্য করিবে। ৭ দিন পর্য্যন্ত এইরূপ করিলে বন্ধ্যার গর্ভ হইবে। এই ঔষধ খাইয়া উদ্বেগ, ভয়, শোক, দিবানিদ্রা ত্যাগ করিবে। পরিশ্রমের কার্য্য করিবেক না। কেবল পতির সহবাস করিবে, অন্যথা না হয়।

কাল অপরাজিতার মূল ছাগীর দুধে বাটিয়া ঋতুকালে খাইলে বন্ধ্যার গর্ভ হইবে।

গোক্ষুরের বিচি নিসিন্দা রসে বাটিয়া ৩ দিন বা ৭ দিন সেবনে বন্ধ্যার গর্ভ হয়।

কাকবন্ধ্যা চিকিৎসা।—রবিবারে পুষ্যানক্ষত্রে অশ্বগন্ধার মূল মহিষের দুগ্ধে বাটিয়া ৪ তোলা পরিমাণে ৭ দিন সেবন করিলে কাকবন্ধ্যার গর্ভ হইবে।

মৃতবৎসা চিকিৎসা।—কৃত্তিকানক্ষত্রে পূর্ব্বমুখ হইয়া পীত-ঘোষা (তরুী) লতার মূল জলের সহিত বাটিয়া ২ তোলা পরিমাণে খাইলে মৃতবৎসাদোষ থাকে না।

ডালিমের মূল দুধের সহিত বাটিয়া পাক করিবে, পরে ঋতুকালে পান করিয়া নিজ পতিসহবাস করিলে দীর্ঘায়ু পুত্র প্রসব করিবে।

মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, কুড়, ত্রিফলা, চিনি, মেদা (গাছ), ক্ষীরযুক্ত ভুঁইকুমড়া, কাকোলী, অশ্বগন্ধা মূল, যমানী, হরিদ্রা, ক্ষীরকাকোলী, শ্বেতচন্দন, দারুহরিদ্রা, হিঙ্গুল, কটকী, নীলোৎপল, কুমুদ, দ্রাক্ষা, এই সকল প্রত্যেকে

২ তোলা পরিমাণে লইয়া /৪ সের ঘৃত পাক করিবে। পাকের সময় শতমূলীর রস ।৬ সের ও দুধ ।৬ সের দিবে। সুন্দর নিয়মে পাক করিয়া এই ঘৃত যে নারী পান করিবে সে মেধাবী ও সুন্দর পুত্র প্রসব করিবে এবং যাহার সন্তান অল্পায়ু হয় ও যে কেবল কন্যা প্রসব করে, এই ঘৃতে সেই সেই দোষ নষ্ট হইবে। যোনিদোষ, রজোদোষ ও গর্ভস্রাবে ইহা বিশেষ উপকারী। ইহা পানে প্রজ্ঞাবৃদ্ধি, আয়ুর্বৃদ্ধি ও গ্রহদোষ নিবারণ হয়। ইহার নাম ফলঘৃত। ইহা অতি আয়ুষ্কর। কবিরাজেরা ইহাতে শ্বেত কণ্টিকারীর মূল দিবার ব্যবস্থা করেন। ঐ ঔষধে জীববৎসা (যাহার বাছুর মরে নাই) ও সাদা গোরুর ঘৃতই ব্যবস্থা। বনের ঘুটের আগুনে ইহা পাক করিতে হয়।

গর্ভস্রাব চিকিৎসা।—প্রথম মাসে গর্ভস্রাবে পদ্মের কেশর ও রক্তচন্দন সমভাগ গোদুগ্ধের সহিত বাটিয়া খাইলে গর্ভস্রাব দোষ শান্তি হয়। অথবা যষ্টিমধু, দেবদারু, শরের বিচি ও ক্ষীরকাকোলী গোদুগ্ধে বাটিয়া খাইবে।

দ্বিতীয় মাসে নীলোৎপল, পদ্ম-মৃণাল, যষ্টিমধু, কাঁকড় শৃঙ্গী গোদুগ্ধে বাটিয়া খাইলে বেদনার শান্তি হয়।

তৃতীয় মাসে রক্তচন্দন, টগর, কুড়, মৃণাল ও পদ্মের কেশর শীতল জলে বাটিয়া খাইলে বেদনা নিবৃত্তি হয়। অথবা ক্ষীরকাকোলী, বেড়েলা, অনন্তমূল দুগ্ধে বাটিয়া খাইবে।

চতুর্থ মাসে সাদা, উৎপল, মৃণাল, গোক্ষুর, কেশুর, গোদুগ্ধে বাটিয়া খাইলে বেদনা থাকে না। অথবা যষ্টিমধু, রাস্না, শ্যামালতা, বামনহাটী, অনন্তমূল গোদুগ্ধে বাটিয়া খাইবে।

পঞ্চম মাসে পুনর্নবা, কাকোলী, টগর, নীলোৎপল গোদুগ্ধে বাটিয়া খাইবে, অথবা বৃহতী, কণ্টিকারী, যজ্ঞডুমুর, কট্ফল, দারুচিনি ও গব্যঘৃত গোদুগ্ধে বাটিয়া খাইবে।

ষষ্ঠ মাসে চিনি, কেশের মূল, আখুমজ্জা শীতল জলে বাটিয়া গোদুগ্ধের সহিত খাইবে, অথবা গোক্ষুর সজিনার বিচি, যষ্টিমধু, পৃশ্নিপর্ণী ও বেড়েলা দুগ্ধে বাটিয়া খাইবে।

সপ্তম মাসে পদ্মকাষ্ঠ, পদ্মমূল, পাণিফল, নীলোৎপল দুগ্ধে বাটিয়া খাইবে। অথবা কিস্‌মিস, পাণিফল পদ্মের কেশর গোদুগ্ধের সহিত খাইবে।

অষ্টম মাসে যষ্টিমধু, পদ্মকাষ্ঠ, বহেড়া, আকন্দমূল, মুথা, নাগকেশর, গজপেপুল ও নীলপদ্ম বাটিয়া দুধের সহিত খাইবে, অথবা বেলের মূল, কদ্‌বেল, বৃহতী, শমীকাষ্ঠ, ইক্ষুমূল, পারলী মূল এই সকল দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া খাইবে।

নবম মাসে গোরক চাউলীর বিচি ও কঙ্কোল মধ[illegible] বাটিয়া লেপিলে বেদনা থাকে না। বা যষ্টিমধু, শ্যামালতা, অনন্তমূল, ক্ষীরকাকোলী এই সকলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া খাইবে।

দশম মাসে চিনি, আঙ্গুর ফল, কিস্‌মিস, মধু, নীলপদ্ম, গোদুগ্ধের সহিত খাইবে। অথবা কেবল দুগ্ধ পাক করিয়া খাইবে। অথবা যষ্টিমধু ও দেবদারু দুধের সহিত খাইবে।

মধু, বাসক, রক্তচন্দন, সৈন্ধব ও মহেন্দ্রবীজ, গোদুগ্ধে বাটিয়া খাইলে গর্ভস্রাব দোষ নষ্ট হয়।

গর্ভশুষ্কচিকিৎসা।—গর্ভের শুষ্কতা দোষ শান্তির জন্য গোদুগ্ধ ও চিনি পান করিবে। অথবা যষ্টিমধু ও গাম্ভারী ফল সমভাগে বাটিয়া গোদুগ্ধের সহিত খাইবে।

সুখপ্রসব যোগ।—সাদা পুনর্নবার মূল গুঁড়া করিয়া যোনিমধ্যে প্রবেশ করাইলে তৎক্ষণাৎ গর্ভ প্রসব হয়। বাসক গাছের উত্তর দিক্‌স্থিত মূল উঠাইয়া ৭ গুণ সুতা দ্বারা বাঁধিয়া কটিতে ধারণ করিলে সুখে প্রসব হয়। সহদেবীর মূল কাঁকালে বাঁধিলে সুখ প্রসব হয়।

চারি আঙ্গুল আপাঙের মূল যোনিদ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিলে শীঘ্র প্রসব হয়।

অশ্বগন্ধার মূল 'ওঁ ফট্' এই মন্ত্রে মন্ত্রিত করিয়া ১ তোলা ঘৃতের সহিত মিশাইয়া খাইবে এবং 'ক্লীং' মন্ত্র জপ করিয়া ৩২ তোলা দুগ্ধ ও ২ তোলা মরিচ পাক করিয়া 'ঐঁ' মন্ত্র ১০০০ জপ করিয়া খাইলে মূত্র স্তম্ভিত হয়।

ইন্দ্রজালবিদ্যা (স্ত্রী) শাকং তৎ। ভেল্‌কি জানিবার বিদ্যা। ভেল্‌কী জানিবার শাস্ত্র।

ইন্দ্রজালিক (পুং) ইন্দ্রজাল-ঠন্। কুহককারী, বাজীকর।

ইন্দ্রজিৎ (পুং) ইন্দ্রং জিতবান্ ইন্দ্র-জি-ক্বিপ্। মেঘনাদ।

এক সময় রাবণ মেঘনাদকে সঙ্গে লইয়া ইন্দ্রকে জয় করিতে স্বর্গে গমন করেন। ইন্দ্র রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিলেন। মেঘনাদ ইতিপূর্ব্বে শিবের কাছে বর পায় যে, সে মনে করিলে অদৃশ্য হইতে পারিবে। এখন সে অদৃশ্যভাবে, যুদ্ধ করিয়া ইন্দ্রকে পরাজয় করিল এবং তাঁহাকে বন্দী করিয়া লঙ্কায় আনিল। ব্রহ্মা গিয়া ইন্দ্রকে মুক্ত করেন। ইন্দ্রকে জয় করিয়াছিল বলিয়া মেঘনাদের নাম ইন্দ্রজিৎ হইল। লক্ষ্মণ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে ইন্দ্রজিৎকে বধ করেন। [রামায়ণ]। এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'মেঘনাদবধ' নামক বাঙ্গালা কাব্য রচনা করেন।

ইন্দ্রজিৎ সিংহ। একজন রাজপুত রাজা। [illegible]

মধুকর। উর্চ্ছানগরে ইনি অবস্থান করিতেন। ইনি এক জন কবি ছিলেন। কেশবদাস ও পরবীণরাই পাতুরী নামে দুইজন কবি ইঁহার সভায় থাকিতেন। পরবীণরাই পাতুরী একজন স্ত্রীলোক ছিলেন। তিনি সুমধুর কবিতা লিখিতে পারিতেন। দিল্লীর সম্রাট্ তাঁহার গুণের কথা শুনিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান। কিন্তু রাজা ইন্দ্রজিৎ তাঁহাকে যাইতে দিলেন না। অকবর পাদশা ইন্দ্রজিৎকে বিদ্রোহী ভাবিয়া তাঁহাকে দশলক্ষ টাকা জরিমানা করিলেন। কেশবদাস ইন্দ্রজিতের নিকট নানা প্রকারে উপকৃত ছিলেন, এখন ঐ টাকা রদ করিবার জন্য তিনি দিল্লীতে আসিলেন। এখানে তিনি অকবরের মন্ত্রী বীরবরকে তাঁহার কবিতাগুণে মুগ্ধ করিলেন। বীরবরের দ্বারা ইন্দ্রজিৎ রেহাই পাইলেন।

ইন্দ্রজিৎ "ধীরাজ নরিন্দ" নামে একখানি কাব্য রচনা করেন। ইনি ১৫৮০ খৃঃ অব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

ইন্দ্রজিদ্বিজয়ী (পুং) ইন্দ্রজিতঃ বিজয়ী ৬তৎ। লক্ষ্মণ।

ইন্দ্রজিদ্ধন্তৃ (পুং) হন-তৃচ্ ৬তৎ। লক্ষ্মণ।

ইন্দ্রজুত (ত্রি) ইন্দ্র-জু ইতি সৌত্রোক্তর্গত্যর্থঃ। ইন্দ্রদত্ত। ("যুবং শ্বেতং পেদব ইন্দ্রজূতমহিহনম্।" ঋক্ ১।১১৮।৯। *। 'ইন্দ্রেণ যুবাভ্যাং গমিতং দত্তমিত্যর্থঃ।' সায়ন।)

ইন্দ্রতাপন (পুং) ইন্দ্রং তাপয়তি ইন্দ্র-তপ-ণিচ্-ল্যু। ১ বাতাপী, অসুর। ২ ইন্দ্রজিৎ।

ইন্দ্রতুল (ক্লী) আকাশ-বুড়ির সূতা। ঐ সূতা বাতাসে উড়িয়া আকাশে যায়, এইজন্য ইন্দ্রতুল নাম হইয়াছে।

ইন্দ্রতোয়া (স্ত্রী) ইন্দ্রং ঐশ্বর্য্যান্বিতং তোয়ং যস্যাঃ, বা ইন্দ্রেণ পূরিতং তোয়ং যস্যাঃ বহুব্রী। গন্ধমাদন পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী নদী। (ভারত অনুসাশন ২৪ অঃ।)

ইন্দ্রদত্ত (পুং) একজন গ্রন্থকার। ইঁহার উপাধি উপাধ্যায়। ইনি সিদ্ধান্তকৌমুদী-গূঢ়ফক্কিকাপ্রকাশ নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

ইন্দ্রদমন (পুং) বাণাসুরের পুত্র। (হরিবংশ ৩ অঃ।)

ইন্দ্রদারু (পুং) ৬তৎ। দেবদারু।

ইন্দ্রদেবী (স্ত্রী) কাশ্মীররাজ মেঘবাহনের পত্নী। ইনি ইন্দ্রদেবীভবন নামে একটী বিহার নির্ম্মাণ করান। (রাজতরঙ্গিণী ৩।১৩।)

ইন্দ্রদ্যুম্ন (পুং) একজন রাজা।

স্কন্দপুরাণের উৎকলখণ্ডে লিখিত আছে, মালবদেশে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি উৎকলস্থ পুরুষোত্তম* দেবের মন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া দারুময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া যান। [কপিল-সংহিতা ও পাদ্মে পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য দেখ।] মুকুন্দরাম-কৃত জগন্নাথমঙ্গলে লিখিত আছে, ইন্দ্রদ্যুম্ন একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া ভাবিলেন, এই মন্দিরে এখন কোন্ মূর্ত্তি স্থাপন করি। ব্রহ্মার নিকটে উপদেশ লইতে গেলেন। ব্রহ্মলোকে গিয়া ব্রহ্মার অনেক স্তব স্তুতি করিলেন, ব্রহ্মা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন, ইন্দ্রদ্যুম্ন! তুমি মুহূর্ত্তেক এই স্থানে অবস্থান কর। আমি সন্ধ্যা করিয়া আসিয়া তোমায় বর দিব। ব্রহ্মা এই বলিয়া চলিয়া গেলেন। ব্রহ্মার এক মুহূর্ত্ত মর্ত্ত্যলোকে ৬০,০০০ বৎসর। ব্রহ্মলোকে থাকিয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন কিছুই জানিতে পারিল না। ব্রহ্মা সন্ধ্যা করিয়া আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, তুমি একবার নিজ রাজ্য হইতে ফিরিয়া আইস, তৎপরে আমি তোমাকে এক মূর্ত্তি প্রদান করিব। ইন্দ্রদ্যুম্ন নিজ রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার রাজ্যের চিহ্নমাত্রও নাই। এই সময়ের মধ্যে সমস্ত ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। আপনার রাজ্য চিনিতে পারিলেন না। যাহাকে দেখেন তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, এ রাজ্যের নাম কি? অবশেষে একটী পেচক ও পরে একটী কূর্ম্ম তাঁহার পূর্ব্বকাহিনী বর্ণনা করিল। তৎপরে তিনি আবার রাজা হইলেন।

কৌমাণ্ড রাজার কন্যা মালাবতীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইল। তৎপরে তিনি প্রস্তরনির্ম্মিত জগন্নাথদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন। একদিন এক দূত আসিয়া তাঁহাকে জানাইল, যে সমুদ্রের তীরে একখানি কাষ্ঠ ভাসিতেছে। ইন্দ্রদ্যুম্ন ইতিপূর্ব্বে ব্রহ্মার কাছে শুনিয়াছিলেন যে ভগবান্ কৃষ্ণ নিম্ব বৃক্ষে প্রাণত্যাগ করিবেন, সেই নিম্ব-কাষ্ঠ ভাসিয়া আসিয়া সমুদ্রের তীরে লাগিবে। ইন্দ্রদ্যুম্ন দূতের কথা শ্রবণমাত্র মহাসমারোহে সেই কাষ্ঠ সমুদ্র হইতে তুলিয়া আনিলেন। বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া সেই কাষ্ঠে জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি গড়িল। [জগন্নাথ দেখ।] ইন্দ্রদ্যুম্ন জগন্নাথদেবের সহিত আপন কন্যা সত্যবতীর বিবাহ দেন। ২ আর একজন ইন্দ্রদ্যুম্নের নাম পাওয়া যায়। ইনি ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে জগন্নাথ দেবের মন্দিরের পুনঃসংস্কার করেন। ৩ একজন অসুর রাজা। কৃষ্ণ তাঁহাকে বিনাশ করেন। (মহাভা-বন ১২ অঃ) ৪ একজন ঋষি। (ঐ ২৬ অঃ) শতপথ ব্রাহ্মণে এই ঋষি ভাল্লবেয় বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ৫ একজন রাজর্ষি। [[illegible] বন ১৯৮ অঃ দেখ] ৬ মগধের পালবংশীয় [illegible]।

ইন্দ্রদ্রু (পুং) ইন্দ্রস্য দ্রুঃ ৬তৎ। ১ অর্জ্জুন বৃক্ষ। ২ কূটজ বৃক্ষ।

ইন্দ্রদ্রুম (পুং) ৬তৎ। অর্জ্জুন বৃক্ষ।

ইন্দ্রদ্বীপ (পুং ক্লী) পৌরাণিক মতে ভারতবর্ষের একটী বিভাগ।

ইন্দ্রধনুস্ (ক্লী) ইন্দ্রে তৎস্বামিকে মেঘে ধনুঃ ইব ৭তৎ। ইন্দ্রায়ুধ, রামধনুক। বৃষ্টিকালে সূর্য্যোদয় হইলে, সূর্য্যের বিপরীত দিকে প্রায়ই রামধনু দেখা যায়। বৃষ্টির জলকণায় উহার আণবিক শক্তি প্রভাবে নানা বর্ণ হইয়া উক্ত নৈসর্গিক কাণ্ড সাধিত হয়। এইরূপ চন্দ্রের আভা পড়িয়া কখন কখন রামধনু উঠে, কিন্তু ইহা অতি বিরল।

ইন্দ্রধ্বজ (পুং) ইন্দ্রার্থো ধ্বজঃ শাকতৎ ৬তৎ বা। ভাদ্র শুক্লাদ্বাদশীতে ইন্দ্রতুষ্টির নিমিত্ত ধ্বজদান। ঐ দিনে প্রজার মঙ্গলের জন্য রাজারা ধ্বজ নির্ম্মাণ করিয়া দ্বারে পুঁতিয়া ইন্দ্রদেবতাকে পূজা করেন, তাহাতে প্রচুর বৃষ্টি হয় এবং শস্যাদি সুচারুরূপে উৎপন্ন হয়।

বৃহৎসংহিতা মতে, একদা দেবগণ অসুর কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন, ভগবন্! আমরা অসুরের সহিত যুদ্ধ করিতে অক্ষম। অতএব আপনার শরণাপন্ন হইলাম, প্রতিবিধান করুন। তাহা শুনিয়া ব্রহ্মা দেবতাদিগকে বলিলেন, তোমরা ক্ষীরোদসাগরে গিয়া নারায়ণের স্তব কর, তাহা হইলে তিনি যে কেতু দিবেন তাহা দেখিবামাত্র অসুর পলাইবে। ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণ তাহাই করিলেন। বিষ্ণু দেবতার স্তবে তুষ্ট হইয়া সেই কেতু (ধ্বজ) দিলেন, তাহা পাইয়া ইন্দ্র দুর্দ্দান্ত অরিকুল বিনষ্ট করিলেন। চেদিরাজ বেণুময় যষ্টি পুঁতিয়া যথাবিধি পূজা করেন, তাহাতে ইন্দ্র বড়ই তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন, যে রাজা এইরূপে ইন্দ্রধ্বজ পূজা করিবে তাহার রাজ্যে প্রজাবৃদ্ধি ও শস্যাদি হইবে; তাহার প্রজাগণ নিরোগী হইবে।

ইন্দ্রনক্ষত্র (ক্লী) ইন্দ্রস্বামিকং নক্ষত্রং শাকং তৎ। ১ জ্যেষ্ঠানক্ষত্র। ইন্দ্রনামকং নক্ষত্রং। ২ ফল্গুনী নক্ষত্র।

ইন্দ্রনীল (পুং) ইন্দ্র ইব নীলঃ শ্যামলঃ। মরকত মণি, পান্না। দুধের মধ্যে নীল গুলিলে যে রঙ্ হয় তাহাকে ইন্দ্রনীল বলে।

ইন্দ্রনীল ও নীলকান্তমণি একই বস্তু। আধুনিক নাম—নীলম্ ও নীলা। সংস্কৃত ভাষায় ইহার সৌরিরত্ন, নীলাশ্ম, নীলোৎপল, তৃণগ্রাহী, মহানীল প্রভৃতি অনেক নাম আছে। শুক্রনীতি ইহাকে মধ্যমনীল বলেন। ইহা শনি[illegible]। (ইহাতে শনিদোষ শান্তি হয়।) ইহার বর্ণ নিবিড়[illegible]। ইহা মধ্যম রত্ন। (শুক্রনীতি।) মানসোল্লাস মতে অতসী পুষ্পের ন্যায় ইহার বর্ণ, ছায়া ও রোহিণাদ্রি সম্ভূত। সিংহল- ও কলিঙ্গ দেশে ইহা জন্মে। (অগস্ত্য।) যেখানে যেখানে মহাদানবের চোক পড়িয়াছিল, সেই সেই স্থানে ইহার উৎপত্তি। সিংহলোৎপন্ন মণির নাম মহানীল, তদ্ভিন্ন ইন্দ্রনীল। ইহার মধ্যে কতকগুলি নীলপদ্মের ন্যায়, কতকগুলি নীলাম্বরের ন্যায়, কতকগুলি খড়্গধারার ন্যায়, কতক ভ্রমরের ন্যায়, কতক শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের ন্যায়, কতক শিব-নীলকণ্ঠের ন্যায়, বা নীলকণ্ঠ পক্ষীর গলার ন্যায়, কতক কণায় ফুলের ন্যায়, কতক কৃষ্ণাপরাজিতা ফুলের ন্যায়, কতক গিরিকর্ণিকার ন্যায়, কতক নির্ম্মল সমুদ্রজলের ন্যায়, কতক ময়ূরকণ্ঠের ন্যায়, কতক নীলিরঙের বুদ্বুদের ন্যায় ও কতক কোকিলকণ্ঠের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হয়।

দোষ ও গুণ—মৃত্তিকা, পাষাণ, শিলা, বজ্র, কাঁকর ও অভ্রিকা, পটলাখ্য ছায়াদি দোষে ও বর্ণদোষে মণি দূষিত হয়। ব্যবহার্য্য পদ্মরাগের যে গুণ আছে ইন্দ্রনীলেরও সেই সেই গুণ আছে। [পদ্মরাগ দেখ।]

পরীক্ষা—যে সমস্ত করণ বা উপকরণ দ্বারা পদ্মরাগ পরীক্ষিত হয়, ইহাও সেই সমস্ত দ্বারা পরীক্ষিত হয়।

পয়ঃস্থ পদ্মরাগ যে পরিমাণে উত্তাপ (আক্রম) সহ্য করিতে পারে, ইন্দ্রনীল তাহা অপেক্ষা অধিক সহ্য করিতে পারে। যদিও অগ্নিতে ইহার পরীক্ষা হয় বটে, কিন্তু কখন তাহাও করিবে না। কারণ অগ্নির পরিমাণ না জানিলে দাহদোষ নষ্ট হইয়া ধারণকারী, পরীক্ষাকারী ও যিনি অনুমতি দেন সকলেরই অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠে।

বৈজাত্য নির্ণয়—কাচ, উপল, করবা, স্ফটিক ও বৈদূর্য্য দেখিতে ঠিক ইন্দ্রনীলের মতন। কিন্তু উহা বিজাতীয়দিগের ইন্দ্রনীল অল্প তাম্রবর্ণ ধারণ করে, তাহা রাখিবার যোগ্য। যাহার মধ্যে রামধনুর আভা দেখা যায়, তাদৃশ ইন্দ্রনীল দুর্লভ ও মহামূল্য। যাহার অধিক রঙ্ এবং দুধে ফেলিলে সমস্ত দুধকে নীলবর্ণ করে তাহাকে মহানীল বলে।

মূল্য—মহাগুণ পদ্মরাগের যে মূল্য ইহারও ঠিক সেই মূল্য হইবে। (গরুড়পুরাণে ইন্দ্রনীল-পরীক্ষা।)

ইন্দ্রনন্দী। নিগমস্তবন বা বেদান্তস্তবন নামক গ্রন্থকার।

ইন্দ্রনেত্র (পুং) ইন্দ্রস্য নেত্রং ৬তৎ। ইন্দ্রের চক্ষু। হাজার সংখ্যা।

ইন্দ্রপতি। (মহামহোপাধ্যায়)। মীমাংসাপল্বল নামক গ্রন্থকার। ২ বেরার প্রদেশস্থ রাঙ্গোলী জাতির একটী শাখা।

ইন্দ্রপত্নী (স্ত্রী) ইন্দ্রস্য পত্নী। শচীদেবী [illegible] ইন্দ্রস্য পতিঃ

পালয়িত্রী। (বিভাষা সপূর্ব্বস্য। পা ৪। ১। ৩৪। ইতি ঙীপ্ নুক্ চ। নকারাদেশ) ইন্দ্রের পালয়িত্রী।

ইন্দ্রপর্ণী (স্ত্রী) ইন্দ্রবৎ নীলং পর্ণং যস্যাঃ বহুব্রী। এক প্রকার গাছ। [ইন্দ্রপুষ্পা দেখ।]

ইন্দ্রপর্ব্বত (পুং) ইন্দ্রনামকঃ বা ইন্দ্রবর্ণঃ পর্ব্বতঃ শাকতৎ। ১ মহেন্দ্রপর্ব্বত। ২ নীল পর্ব্বত।

ইন্দ্রপুত্রা (স্ত্রী) ইন্দ্রঃ পুত্রো যস্যাঃ বহুব্রী। অদিতি।

ইন্দ্রপুষ্পা (স্ত্রী) ইন্দ্রং নীলং পুষ্পমস্যাঃ বহুব্রী। লাঙ্গলী-বৃক্ষ। বিষলাঙ্গলা। স্বার্থে কন্। ইন্দ্রপুষ্পিকা। জাতিত্বাৎ ঙীপ্। ইন্দ্রপুষ্পী। ঐ অর্থ।

ইন্দ্রপুরী (স্ত্রী) ৬তৎ। অমরাবতী।

ইন্দ্রপুরোহিত (পুং) ৬তৎ। বৃহস্পতি।

ইন্দ্রপ্রমতি (পুং) প্রকৃষ্টা মতিঃ প্রমতিঃ কর্ম্মধা। ইন্দ্রা প্রমতির্যস্যাঃ বহুব্রী। ঋগ্বেদ অধ্যয়নের জন্য গৃহীত ব্যাসের শিষ্য পৈল ঋষির শিষ্য। (অগ্নিপুরাণ। ভাগবত ১২। ৬।)

ইন্দ্রপ্রস্থ (ক্লী) একটী নগর।

এই নগরটী খাণ্ডবারণ্যের মধ্যে ছিল। মহারাজ যুধিষ্ঠির এই নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। তৎকালে এই নগর সমুদ্রসদৃশ পরিখা দ্বারা অলঙ্কৃত, গরুড়ের ন্যায় দ্বিপক্ষ দ্বারসমূহ ও পরম রমণীয় সৌধসমূহে সমাকীর্ণ ছিল, সেই সময়ে উহার পরম রমণীয় প্রদেশে কুবেরাগার-সদৃশ ধনসম্পন্ন কৌরবগৃহ বিরাজিত ছিল। ইহার চারিদিকেই উদ্যান এবং নানা-জাতীয় ফলশালী বৃক্ষে আকীর্ণ। [ভারত আদি।]

সৌভরিসংহিতায় ইন্দ্রপ্রস্থ একটী পবিত্র তীর্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যথা—

"ইন্দ্রপ্রস্থমিদং ক্ষেত্রং স্থাপিতং দৈবতৈঃ পুরা।
পূর্ব্বপশ্চিময়োস্তাত একযোজন বিস্তৃতম্॥ ১৫॥
কালিন্দ্যা দক্ষিণে যাবদ্দ্বোজনানাং চতুষ্টয়ম্।
ইন্দ্রপ্রস্থস্য মর্য্যাদা কথিতৈষা মহর্ষিভিঃ॥ ১৬॥

২য় অধ্যায়ঃ।

পুরাকালে দেবগণ এই ইন্দ্রপ্রস্থের স্থাপন করেন। ইহা পূর্ব্ব পশ্চিমে এক যোজন এবং যমুনার দক্ষিণ অবধি চারিযোজন বিস্তৃত। মহর্ষিগণ ইন্দ্রপ্রস্থের পরিমাণ এইরূপ বলিয়া গিয়াছেন।

এই স্থানে পূর্ব্বকালে ইন্দ্র বিষ্ণুর পূজা করিয়াছিলেন, বোধ হয় তদনুসারে ইহার ইন্দ্রপ্রস্থ নাম হয়। এই তীর্থে দেহত্যাগ করিলে বিষ্ণুতুল্য হয়।

"ইন্দ্রপ্রস্থাখ্যমেতদ্বৈ ক্ষেত্রমিন্দ্রস্য পাবনম্।
তেনাত্র পূজিতো বিষ্ণুঃ ক্রতুভির্ব্বহুদক্ষিণৈঃ॥ ২৪॥
তুষ্টেন বিষ্ণুনা তস্মৈ বরো দত্তো নিশম্যতাম্।
ভো শক্র তাবকে ক্ষেত্রে সর্ব্বতীর্থময়া জনাঃ॥ ২৫॥
তনুং ত্যক্ষন্তি যে তে বৈ মত্তুল্যাহিংসকাবাপি।" ২ অঃ।
"ইন্দ্রস্য খাণ্ডবারণ্যে ইন্দ্রপ্রস্থাভিধং শুভম্।"

সৌভরিসংহিতায় ইন্দ্রপ্রস্থমাহাত্ম্য ৮ অঃ।

বর্ত্তমান দিল্লীতে এই প্রাচীন নগরটী ছিল। এখন উহার সামান্য ধ্বংসাবশেষ মাত্র পড়িয়া আছে। এখনও ঐ স্থানকে 'ইন্দরপৎ' বলে। দিল্লীপতি পৃথ্বীরাজের সময় বোধ হয় ঐখানে একটী গড় ছিল। চাঁদ কবি লিখিয়াছেন—

"গড়ং ইন্দপথং সহায়ং সুকজ্জৈ।
উভৈ দীন জুট্টে করে যগ্গ ধজ্জৈ॥"

পৃথিরাজ রাসৌ ২৮। ৭৫॥

এখন দিল্লীতে 'পুরাণ কিল্লা' নামে একটী প্রাচীন দুর্গ দৃষ্ট হয়, উহাকে কেহ কেহ ইন্দরপৎ বলে; ঐ দুর্গটী মুসলমান-দের নির্ম্মিত হইলেও, উহা প্রাচীন হিন্দুরাজ-নির্ম্মিত কোন গড়ের উপর রচিত হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। (Archoælogical Survey Reports, India. Vol, iv. 2)

ইন্দ্রপ্রহরণ (ক্লী) ৬তৎ। বজ্র, দধীচি মুনির হাড়ে নির্ম্মিত।

ইন্দ্রভূতি (পুং) একজন জৈন গণধর। মহাবীরের প্রধান শিষ্য।

ইন্দ্রভেষজ (ক্লী) ইন্দ্রং মহৎ ভেষজমৌষধং কর্ম্মধা। শুণ্ঠী, শুঁঠ।

ইন্দ্রমখ (পুং) ৬তৎ। ইন্দ্রের প্রীতির জন্য যে যজ্ঞ করা হয়।

ইন্দ্রমহ (স্ত্রী) ৬তৎ, বা বহুব্রী। ইন্দ্রের প্রীতিজনক উৎসব যজ্ঞাদি।

ইন্দ্রমহকামুক (পুং) ইন্দ্রমহং কাময়ে ইন্দ্রমহ-কম-উকঞ্। কুকুর।

ইন্দ্রমার্গ (পুং) ইন্দ্রলোকপ্রাপ্ত্যর্থো মার্গঃ শাকতৎ। বদরী পাচনের (কুরুক্ষেত্রের পরবর্ত্তী স্থানের) নিকটবর্ত্তী তীর্থ। ঐ স্থানে বশিষ্ঠের আশ্রম ছিল। (ভারত বন ২৫ অঃ।)

ইন্দ্রযব (পুং) ইন্দ্রস্য কুটজবৃক্ষস্য যবঃ বীজমিব উপ ৬তৎ। যবের আকার একপ্রকার তিক্ত ফল। কুড়চীর বীজ। ইহার ব্যবহারে ত্রিদোষ (বাতপিত্তকফ) নষ্ট হয়। ইহার গুণ—কটু ও শীতল। ইহাতে জ্বর, অতিসার, রক্ত, অর্শ, কৃমি, বিসর্প, কুষ্ঠ এই সমস্ত রোগ ভাল হয়। ইহা উদ্দীপক, গুহ্যকীল (হালিস) এবং বায়ু জন্য রক্ত শ্লেষ্মা নষ্ট করে।

ইন্দ্রলাজী (স্ত্রী) ইন্দ্রস্য কুটজস্য লাজা ইব লাজা যস্যাঃ। ওষধি, ধান, কলা প্রভৃতির গাছ। (কুর্ব্বাদিভ্যঃ ণ্যঃ। পা ৪। ১। ১৫১।) ইতি ণ্য। ঐন্দ্রলাজ্য। কুড়চির ফল প্রভৃতি।

ইন্দ্রলুপ্ত (পুং) ইন্দ্রাণাং তদ্বর্ণানাং কেশানাং লুপ্তং লোপঃ যস্মাৎ বহুব্রী। শিরোরোগ, টাক্।

(Alopecia, Baldness.) ইহাকে কেশহীনতা, খালিত্য বা রুহ বলে। ভাষা কথায় ইহার নাম টাকরোগ।

কারণ—সর্ব্বাঙ্গীন দুর্ব্বলতা, জ্বর, পারদদোষ, উপদংশ-দোষ, রক্তস্রাব প্রভৃতি কারণে কেশগ্রন্থি রুগ্ন বা বিনষ্ট হইয়া এই রোগ জন্মে। কেশগ্রন্থি সকল সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইলে এই রোগ প্রায় আরোগ্য হয় না। বৈদ্যদিগের মতে পিত্তের সহিত রোমকূপস্থ রক্ত কুপিত হইয়া রোম সকলকে পাতিত করে, পরে কফ ও রক্ত রোমকূপকে রুদ্ধ করে, এ কারণ ঐ সকল স্থানে পুনরায় কেশ উৎপন্ন হয় না।

(১) অবধৌত মতে—তিক্ত ঝিঙ্গে পাতার রস টাকের উপর ঘর্ষণ করিলে উহা সত্বর আরোগ্য হয়।

(২) হস্তিদন্ত ভস্ম ও রসাঞ্জন ছাগী দুগ্ধে মাড়িয়া টাকের উপর লেপন করিলে শীঘ্র ঐ স্থানে কেশ জন্মায়।

(৩) আলপিন বা সূচ দ্বারা টাকের স্থান বিদ্ধ করিয়া একটী পেঁয়াজের অর্দ্ধেক কাটিয়া ঐ স্থানে ঘষিলে শীঘ্র টাকের উপর লোম জন্মায়।

(৪) গোক্ষুর, তিলফুল, মধু ও ঘৃত একত্রে বাটিয়া মলমের মত করিয়া টাকের উপর লেপনে উপকার হয়।

(৫) শ্বেত বিছুটির বীজ ঘর্ষণে সপ্তাহ মধ্যে টাক স্থানে লোম জন্মে।

(৬) ভেলা, বৃহতী ফল, কুঁচফল ও কুঁচমূল মধুসহ বাটিয়া টাকের উপর প্রলেপ দিবে।

(৭) যষ্টিমধু, নীলোৎপল, মুগরা মূল, তিল, ঘৃত, দুগ্ধ, ভৃঙ্গরাজ এই সমস্ত একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে ঘন দৃঢ়মূল ও বক্রকেশ উৎপন্ন হয়।

এই রোগে বার বার মাথা কামাইয়া গরম জলে মাথা ধুইয়া ফেলিবে, গরম কাপড়ে সর্ব্বদা মাথা মুছিবে ও বক্সউড নামক কাষ্ঠের ক্বাথ টাকের উপর লেপন করিবে।

হোমিওপ্যাথিক মতে টাক রোগে এসিডাম ফস্‌ফরিকাম (কোন কঠিন রোগের পরে কিংবা সর্ব্বাঙ্গীন দুর্ব্বলতাবশতঃ), এসিডাম নাইট্রিকম (স্নায়বীয় জ্বরের পর), এসিডাম ক্লোরি-কম, হিপার সালফর (উপদংশ কিংবা পারদ দোষবশতঃ), আর্সেনিক, নেট্রাম মিউরেটিকম্, কেলকেরিয়া, হিপার, ফস্‌ফরস্, কোন প্রাচীন শিরঃপীড়ার জন্য কেশ পতন হইলে সালফর ব্যবহার করিবে।

ইন্দ্রলোক (পুং) ইন্দ্রস্য লোকঃ ভুবনং ৬তৎ। অমরাবতী।

ইন্দ্রবংশা (স্ত্রী) ১২ অক্ষরের বৃত্ত (ছন্দঃ)। স্যা দি ন্দ্র বং শা ত ত জৈ র সং যু তৈঃ। (বৃত্তরত্নাকর।) এই ছন্দের ৩য় ৬ষ্ঠ ৭ম ৯ম ১১শ বর্ণ লঘু, অবশিষ্ট বর্ণ গুরু।

ইন্দ্রবজ্রা (স্ত্রী) ১১শ অক্ষরের ছন্দঃ। স্যা দি ন্দ্র ব জ্রা য দি তৌ জ গৌ গঃ। (বৃত্তরত্নাকর।) ইহার ৩য় ৬ষ্ঠ ৭ম ৯ম-বর্ণ লঘু, অবশিষ্ট বর্ণ গুরু।

ইন্দ্রবটী, বৈদ্যকোক্ত ঔষধ বিশেষ। রসসিন্দুর, বঙ্গ, অর্জ্জুন ছাল সমভাগে লইয়া শিমুলমূলের রসে মাড়িয়া ৬ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—মধু ও শিমুল-মূল চূর্ণ; কেহ কেহ চিনি অনুপান করেন। ইহাতে প্রমেহ রোগ নিবারণ হয়।

ইন্দ্রবল (পুং) একজন প্রাচীন শবর রাজা। উদয়নের পুত্র। ইনি শবর হইলেও পাণ্ডুবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। (Fleet's Inscrip. Indicarum, III. 293-294)

ইন্দ্রবল্লরী (স্ত্রী) ইন্দ্রশ্চাসৌ বল্লরী চেতি কর্ম্মধা। রাখাল শসা। এটী লতা গাছ। ইহার লতায় তিক্ত রস আছে, ফুলগুলি পীতবর্ণ, মূল শুভ্র। [ইন্দ্রবারুণী দেখ।]

ইন্দ্রবল্লী (স্ত্রী) ইন্দ্রপ্রিয়া বল্লী লতা শাকতৎ। ১ পারি-জাত লতা। ২ রাখালশসা লতা।

ইন্দ্রবস্তি (পুং) ইন্দ্রস্যাত্মনো বস্তিরিব। জঙ্ঘার মধ্যভাগ।

ইন্দ্রবারা, বিহারপ্রদেশস্থ মঘয়া তেলিদিগের একটী ডি। ইহারা আপানাদের ডি ছাড়িয়া অপর তেলির সঙ্গেও আদান প্রদান করিতে পারে।

ইন্দ্রবারুণিকা (স্ত্রী) ইন্দ্রবারুণী স্বার্থে কন্। [ইন্দ্র-বারুণী শব্দ দেখ।]

ইন্দ্রবারুণী (স্ত্রী) ইন্দ্রবরুণয়োরিয়ং, বা ইন্দ্রবরুণৌ দেবতে অস্যাঃ ইত্যণ্ ঙীপ্। ইন্দ্রস্য আত্মনো বারুণীব প্রিয়া। লতাবিশেষ। বৈদ্যশাস্ত্রমতে ইহার পর্য্যায়—বিশালা, ঐন্দ্রী, ইন্দ্র, অরুণা, গবাদনী, ক্ষুদ্রসহা, ইন্দ্রচিভিটী, সূর্য্যা, বিষঘ্নী, গজকর্ণিকা, অমরা মাতা, সুকর্ণী, সুফলা, তারকা, বৃষভাক্ষী, পীতপুষ্পা, ইন্দ্রবল্লরী, হেমপুষ্পী, ক্ষুদ্রফলা, বারুণী, বালকপ্রিয়া, রক্তৈর্ব্বারু, বল্লী, চিত্রফলা, চিত্রা, গবাক্ষী, গজ-চিভিটী মৃগের্ব্বারু, পিটঙ্কীকী, মৃগাদনী।

(Citrallus Colocynthis)। এই বৃক্ষ উত্তমাশা অন্তরীপ, মিশর, তুরুস্ক ও ভূমধ্যস্থ সাগরের দ্বীপসমূহে এবং ভারত-বর্ষের বঙ্গদেশে বিস্তর জন্মে। ভাষা কথায় ইহাকে রাখালশসা, ইন্দ্রায়ণ ও মাখাল বলে।

বৈদ্যক মতে ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, শীতল, ভেদক; গুল্ম, পিত্ত, উদররোগ শ্লেষ্মা, কৃমি কুষ্ঠ ও জ্বরনাশক।

এলোপ্যাথিক মতে ইহা অতি বিরেচক—অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীকে উগ্রতা প্রকাশ করিয়া বিরেচক হয়। অধিক মাত্রায় সেবন করিলে প্রদাহিক বিষক্রিয়া প্রকাশ করে।

শোথ, উদরী, কোষ্ঠবদ্ধ, সংন্যাস প্রভৃতি রোগে বিরেচন ও প্রত্যুগ্রতা সাধনের জন্য ব্যবহার হয়, ইহা সেবনে কখন কখন উদরে বেদনা, গা বমিবমি ও বমন উপস্থিত হয়। এরূপ স্থলে কর্পূর কিম্বা কোনারম সেবনে তাহা নিবারণ হয়। এলোপ্যাথিক মাত্রায় এ ঔষধ সেবনে অনেক সময়ে নানারূপ বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা। এ কারণ সহজে কেহ ইহা ব্যবহার করেন না। বিশেষ আবশ্যক হইলে বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যবহার করা উচিত। ইহার সার ও বটিকা ব্যবহার্য্য। মাত্রা ২ হইতে ১০ গ্রেণ।

হোমিওপ্যাথিক মতে ইহা সরল অন্ত্রের প্রদাহ, অতিসার, রক্তাতিসার, গৃধ্রসী, অর্দ্ধশিরঃশূল, স্নায়ুশূল, অন্ত্রশূল, বাত, সন্ধিবাত, ডিম্বাশয়ের স্নায়বীয় রোগ এবং নানাপ্রকার পীড়ায় ব্যবহৃত হয়। অত্যন্ত উদরবেদনা সংযুক্ত, বিশেষ কষ্টদায়ক রক্তাতিসারে এই ঔষধ ও মারকিউরিয়স করোসাইভাস পাল্টাপাল্টি সেবনে অতি দুঃসাধ্য হইলেও সত্বর নিবৃত্তি পায়।

ডাক্তার হিউস শূলরোগে এই ঔষধ ব্যবহার করিয়াছেন। উদর ঢাকের ন্যায় স্ফীত ও তীব্র বেদনাবিশিষ্ট পৈত্তিক বিবমিষা ও বমন লক্ষণ থাকিলে বৃহদন্ত্র ও সরল অন্ত্রের প্রদাহে এই ঔষধ দেওয়া যায়। ডাক্তার হিউসের মত তরুণ গৃধ্রসী রোগে ইহা যেরূপ উপকার করে, পুরাতন রোগে তত হয় না। ব্যথিত অঙ্গ উত্তোলনে বেদনার বৃদ্ধি এবং ক্রমাগত সঞ্চালনে উপশম, বিশেষতঃ এই রোগের সঙ্গে উদরাময় ও অন্ত্রশূল বর্ত্তমান থাকিলে ঐ ঔষধে অত্যন্ত উপকার হয়।

প্রথমে জলবৎ ও আমামিশ্রিত, পরে পিত্ত ও রক্তমিশ্রিত এবং অন্ত্র যেন প্রস্তরখণ্ড মধ্যে পেষিত হইতেছে এরূপ উদর বেদনাবিশিষ্ট রক্ত আমাশয়ে কলোসিন্থ উপযোগী। মস্তক সাঁড়াসীর দ্বারা যেন চাপিয়া আছে, চক্ষু ও কপালের মধ্যে অত্যন্ত জ্বালাকর, সূচ বা আলপিন বিদ্ধের ন্যায় যন্ত্রণাবিশিষ্ট অর্দ্ধশিরঃশূলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

ফল—ইন্দ্রবারুণীর ফল কমলালেবুর মত বড়। খাইতে অতিশয় কটু। ইহার শাসে ঔষধ প্রস্তুত হয়। মহিষ ও উষ্ট্র-পক্ষীতে ঐ শাঁস খাইয়া থাকে। আফ্রিকার কেহ কেহ ইহার বীজ খায়।

ব্যবহার—ইহার টাট্‌কা মূল দন্তমার্জ্জনে লাগে। আফ্রিকার নীল নদের তীরোবর্ত্তী কোন কোন স্থানের লোকেরা ইহার ফল হইতে একপ্রকার রস বাহির করে, জল তুলিবার মশকের গায়ে ঐ রস মাখায়। ইহার গন্ধে উটেরা ঐ মশক ছিঁড়িতে পারে না।

ইন্দ্রবিদ্ধ, (Herpes)। বায়ু ও পিত্ত কর্ত্তৃক ত্বকের উপর জলপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিংবা বড় বড় স্তবকে স্তবকে শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে পীড়কা হয় তাহাকে ইন্দ্রবিদ্ধ বলে। এই সকল উদ্ভেদ পামার ন্যায় একত্রিত না হইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিতি করে। এই রোগে প্রথমে পরিষ্কার জলবৎ বা দুগ্ধবৎ স্রাব নির্গত হইয়া থাকে। উহা শুখাইয়া গিয়া চাপ্‌ চাপ্‌ চিপিটিকা জন্মে। চিকিৎসকদিগের মতে ইহা চারি জাতি। যথা—বিম্বাকার (Herpes-phlyctenoaes), চক্রাকার (Herpes-circinatus), রামধনুকাকার (Herpes-zoster), কটিবন্ধাকার (Herpes-iris) এ ছাড়া এই রোগ শিশ্নত্বকে হয় (Herpes-prepulacis) এবং কখন ওষ্ঠে (Herpes-labialis) জন্মিয়া থাকে। স্নায়ুর উপদাহ ইহার প্রধান কারণ। এই রোগে শরীরে গ্লানি, শিরঃপীড়া, পার্শ্বশূল ও ঈষৎ জ্বর থাকে। ইহা দশ বার দিবসেই আরোগ্য হয়। ইন্দ্রবিদ্ধ দদ্রুজাতীয় রোগ।

চিকিৎসা—বৈদ্যদিগের মতে ইহাতে পিত্ত জন্য বিসর্পের ন্যায় চিকিৎসা করিবে এবং ঐ সকল পীড়কা পাকিলে কাকোল্যাদিগণোক্ত দ্রব্য ঘৃতপাক করিয়া চিকিৎসা করিবে।

হোমিওপ্যাথিক মতে, এই রোগ যুবকদিগের হইলে রসটক্স, বৃদ্ধদিগের হইলে মেজেরিয়ম, প্রাধানতঃ ব্যবহার হইয়া থাকে। সলফর, সিপিয়া, (উপসর্গশূন্য রোগে) মার্কুরিয়স্ (লিঙ্গত্বকে পুঁযযুক্ত রোগে) কাইটো ও গ্রাফাইটীস, (অত্যন্ত যন্ত্রণাবিশিষ্ট রোগে) আর্সেনিক, (দুর্ব্বল ও স্নায়ুশূলগ্রস্ত রোগে) টেলুরিয়ম্।

ইন্দ্রবীজ (পুং) ইন্দ্রস্য কুটজস্য বীজম্। ইন্দ্রযব।

ইন্দ্রবৃক্ষ (পুং) ইন্দ্রস্য বৃক্ষঃ। দেবদারু গাছ। লোকেরা ঐ গাছে ইন্দ্রধ্বজ উঠায়, এজন্য উহার নাম ইন্দ্রবৃক্ষ হইল।

ইন্দ্রবৃদ্ধা (স্ত্রী) রোগ বিশেষ, এক প্রকার ব্রণ। ঐ রোগ বায়ু ও পিত্তের প্রকোপে জন্মে। [ইন্দ্রবিদ্ধ দেখ।]

ইন্দ্রব্রত (ক্লী) ইন্দ্রস্যেব ব্রতং। ব্রতবিশেষ। ইন্দ্র যেমন লোকের উপকার করিবার জন্য বৎসরের মধ্যে চারি মাস সম্যক্ বৃষ্টি করেন, সেইরূপ রাজা নিজের রাজ্যে প্রজার সুখের জন্য ধনাদি বর্ষণ করেন। এইরূপ নিয়মের নাম ইন্দ্রব্রত।

ইন্দ্রশত্রু (পুং) ইন্দ্রঃ শত্রুঃ যস্য বহুব্রী। বৃত্রাসুর। (ইন্দ্রোহস্য শময়িতা বা তস্মাৎ ইন্দ্রশত্রুঃ। নিরুক্ত)।

ইন্দ্রশৈল (পুং) ইন্দ্রাভিধঃ শৈলঃ শাকতৎ। ইন্দ্রকীল-পৰ্ব্বত।

ইন্দ্রসারথি (পুং) ইন্দ্রস্য সারথিঃ। ১ মাতলি, ইন্দ্রের রথচালক। ২ বায়ু। (ঋক্ ৪। ৪৫। ২)।

ইন্দ্রসাবর্ণি (পুং) ইন্দ্রস্য সাবর্ণিঃ। চতুর্দ্দশ মনু।

ইন্দ্রসুত (পুং) ৬তৎ। ১ জয়ন্ত। ২ অর্জ্জুন। ৩ অর্জ্জুন-বৃক্ষ। ৪ বানররাজ বালী।

ইন্দ্রসুরস (পুং) ইন্দ্রঃ কূটজ ইব সুরসঃ। উপং কর্ম্মধা। নিসিন্দা, সিন্ধুবার বৃক্ষ।

ইন্দ্রসুরা (স্ত্রী) ইন্দ্রস্য আত্মনঃ সুরা ইব প্রিয়া। রাখাল-শসা।

ইন্দ্রসুরিস (পুং) নিসিন্দা বা নিসুন্দা।

ইন্দ্রসূক্ত (ক্লী) ইন্দ্রদৈবতং সূক্তং শাকতৎ। ইন্দ্র দৈবত সূক্ত মন্ত্র। এই মন্ত্রে ইন্দ্রের স্তব করিতে হয়।

ইন্দ্রসেন (পুং) ইন্দ্রস্য সেনেব মহতী সেনা যস্য বহুব্রী। ১ পরীক্ষিতের পুত্র স্বনামপ্রসিদ্ধ রাজা। ২ যুধিষ্ঠিরের পুত্র। ৩ নলের পুত্র।

ইন্দ্রসেনা (স্ত্রী) ৫তৎ। ১ ইন্দ্রের সৈন্য। ২ মৌদ্‌গল্যের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ, ব্রধ্নের মাতা। ৩ নলের কন্যা।

ইন্দ্রসেনানী (স্ত্রী) সেনাং নয়তি সেনানী ক্বিপ্‌ ৬তৎ। কার্ত্তিক। ইন্দ্র কার্ত্তিকের বল পরাক্রম দেখিয়া বলিলেন, তুমি ইন্দ্রত্ব কর, আমাকে যাহা আদেশ করিবে তাহাই করিব। তাহা শুনিয়া কার্ত্তিকেয় বলিলেন, আমার ইন্দ্রত্বে প্রয়োজন নাই, আপনিই করুন। বরং আমাকে যাহা বলিবেন তৎক্ষণাৎ তাহা করিব। ইহা শুনিয়া ইন্দ্র কহিলেন, তবে তুমি আমার সেনাপতি হও। কার্ত্তিকেয় তাহাই স্বীকার করিলেন।

(ভারত, আদি ৯৪ অঃ।)

ইন্দ্রস্তুৎ (পুং) ইন্দ্রঃ স্তূয়তে যস্মিন্ ইন্দ্র-স্তু-ক্বিপ্‌। ইন্দ্র-যজ্ঞ, যে যজ্ঞে ইন্দ্রের আরাধনা করিতে হয়।

ইন্দ্রস্তোম (পুং) ইন্দ্রস্য স্তোমঃ স্তুতিঃ যস্মিন্। অতি রাত্রাঙ্গভূত যাগবিশেষ। রাজার অনুষ্ঠেয় যজ্ঞ, তাহার দক্ষিণা ১০০০৲ টাকা। (কাত্যায়ন ৪। ৪। ৬।)

ইন্দ্রহব (পুং) হ্বে-অল্ ৬তৎ। ইন্দ্রের আহ্বান।

ইন্দ্রহূ (স্ত্রী) ইন্দ্রঃ হূয়তেঽনয়া ইন্দ্র-হ্বে-ক্বিপ্‌ সম্প্রসারণম্, ৬ তৎ। ১ ইন্দ্রের আরাধনার মন্ত্র। ২ ইন্দ্রের উপাসক মুনি। (পা ৪। ৪। ১০৪। গর্গাদি।)

ইন্দ্রা (স্ত্রী) ইদ-রন্ টাপ্‌। [ইন্দ্রশব্দে সূত্র দেখ।] ১ কাটাজামির। ২ শচীদেবী। ৩ রাখালশসা।

ইন্দ্রাগ্নি (পুং) ইন্দ্রশ্চ অগ্নিশ্চ দ্বন্দ্বঃ। (দেবতাদ্বন্দ্বে চ। পা ৬। ২। ১৪১। ইত্যাকারস্য আকারঃ।) ১ ইন্দ্র এবং অগ্নি। ২ বজ্রের আগুন।

ইন্দ্রাগ্নিধূম (পুং) ইন্দ্রাগ্নেঃ মেঘানলস্য ধূম ইব উপং ৬তৎ। ১ হিম, বরফ। ২ বাজ। ঐ অগ্নি প্রতিবৎসর বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রায়ই পৃথিবীতে পড়ে এবং তাহাতে মহিষ গোরু, গাছ, বাড়ী অনেক পুড়িয়া থাকে।

ইন্দ্রাণিকা (স্ত্রী) ইন্দ্রাণী-স্বার্থে কন্। নিসিন্দা। সিন্ধু-বার। (সিন্ধুবারেন্দ্রসুরিসৌ নির্গুণ্ডীন্দ্রাণিকেত্যপি। অমর।)

ইন্দ্রাণী (স্ত্রী) ইন্দ্রস্য পত্নী ঙীষ্‌ (আনুক্ চ। পা ৪। ১। ৪৯।) ১ ইন্দ্রের স্ত্রী, শচী। যাহার পরম ঐশ্বর্য্য। ২ দুর্গাশক্তি, দেবদানব যাহার বশতাপন্ন। ইদ ধাতুর অর্থ পরম ঐশ্বর্য্য, এজন্য তাঁহার নাম ইন্দ্রাণী, অতএব সকলের মঙ্গলদাত্রী। "ঐশ্বর্য্যং পরমং যস্যাঃ বশে চৈব সুরাসুরাঃ। ইদি পরম ঐশ্বর্য্যে চ ইন্দ্রাণী তেন সা শিবা।" (দেবীপুরাণ।) ইন্দ্র ইব আনয়তি জীবয়তি রোগোপশ-মনেন ইন্দ্র-অন ণিচ্‌ অচ্‌ (পূর্ব্বপদাৎ সংজ্ঞায়ামগঃ। পা ৮। ৪। ৩।) ইতি ণত্বম্। ৩ স্থূলৈলা। ৪ সূক্ষ্মৈলা। ৫ স্ত্রী-লোকের কার্য্য। ৬ সোন্দাল। ৭ নিসিন্দা।

ইন্দ্রাদৃশ (পুং) ইন্দ্রস্যেবাদর্শনমস্য ইন্দ্র-আ-দৃশ-টক্। ৬তৎ। ইন্দ্রগোপকীট।

ইন্দ্রানুজ (পুং) ৬তৎ। ১ বামন। বামনাবতার নারায়ণ। ইনি ইন্দ্রের জন্মের পর অদিতির গর্ভে কশ্যপের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন, এজন্য ইন্দ্রানুজ নাম হইয়াছে [ইহার জন্মবিবরণ বামনশব্দে দেখ।]

ইন্দ্রাভ (পুং) ইন্দ্রস্যেবাভা যস্য, অথবা ইন্দ্র ইবাভাতি ইন্দ্র আ-ভা-ক। কুরুবংশীয় ধৃতরাষ্ট্রের ৭ম পুত্র।

ইন্দ্রায়ুধ (ক্লী) ইন্দ্রস্যায়ুধমিব ৬তৎ। ১ ইন্দ্রের অস্ত্র, বজ্র। ২ রামধনু গণ্ডী। [ইহার উৎপত্তি বিবরণ ইন্দ্র শব্দ দেখ।]

আকাশে রামধনু দেখিয়া কাহাকেও দেখাইবে না।

"ন দিবীন্দ্রায়ুধং দৃষ্ট্বা কস্যচিদ্দর্শয়েদবুধঃ"। মনু।

কেহ কেহ বলেন পর্ব্বতাদির উপর দেখিয়া দেখাইলে দোষ হয় না।

(কেচিত্তু পর্ব্বতাদিস্থস্য দর্শনে ন দোষঃ"। মেধাতিথি।)

ইন্দ্রারি (পুং) ৬তৎ। অসুর, সর্ব্বদাই ইহারা ইন্দ্রের যজ্ঞ বিঘ্ন করে।

ইন্দ্রালিশ (পুং) ইন্দ্রং আলিশতি ইন্দ্র-আ-লিশ-ক। ইন্দ্র-গোপকীট, এক প্রকার পোকা।

ইন্দ্রাবরজ (পুং) ৬তৎ। বিষ্ণু। (উপেন্দ্র ইন্দ্রাবরজঃ। অমর।)

ইন্দ্রাবসান (পুং) ইন্দ্রস্যাবসানং যত্র বহুব্রী। মরুভূমি।

ইন্দ্রাশন (পুং) ৬তৎ। ১ সিদ্ধি, ভাঙ্‌। ২ কুঁচফল।

ইন্দ্রাসন (পুং ক্লী) ইন্দ্র আস্যা অস্যতে ক্ষিপ্যতে যেন। ইন্দ্র-অস-করণে ল্যুট্‌। ১ সিদ্ধি। ২ পঞ্চমাত্রিক প্রস্তাবে আদি লঘু শেষের দুইটী গুরুবিশিষ্ট প্রথম।

ইন্দ্রিয় (ক্লী) ইন্দ্রস্যাত্মনো লিঙ্গমনুমাপকং ইন্দ্র (ইন্দ্র-লিঙ্গেত্যাদি। পা ৫।২।৯৩) ইতি ঘ। ১ বল। ২ শুক্র। (নিপাং) (বিজ্ঞান ইন্দ্রিয়াণি চ। অমর) ৩ জ্ঞানসাধন।

চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা. নাসিকা, ত্বক্‌, এই কএকটী জ্ঞানেন্দ্রিয়। বাক্য, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, এই কএকটী কর্ম্মেন্দ্রিয়। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত. এইগুলি অন্তরেন্দ্রিয়। সর্ব্বশুদ্ধ ইন্দ্রিয় ১৪টী। মন সকল ইন্দ্রিয়ের নিয়ামক। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের এক একটী নিয়ন্তা (চালক) আছে। কর্ণের দেবতা দিক্‌। চর্ম্মের বায়ু। চক্ষুর সূর্য্য। জিহ্বার বরুণ। নাসিকার অশ্বিনীকুমার। বাক্যের অগ্নি। হস্তের ইন্দ্র। চরণের বিষ্ণু। পায়ুর মিত্র। উপস্থের প্রজাপতি। মনের চন্দ্র। বুদ্ধির ব্রহ্মা। অহঙ্কারের শঙ্কর। চিত্তের অচ্যুত। ন্যায়মতে পৃথিবীর ইন্দ্রিয় নাসিকা, জলের জিহ্বা, তেজের চক্ষু, বায়ুর চর্ম্ম, আকাশের কর্ণ। সুশ্রুতের মতে বুদ্ধির দেবতা ব্রহ্মা, অহঙ্কারের ঈশ্বর, মনের চন্দ্র, গাত্রের দিক্‌, চর্ম্মের বায়ু, চক্ষুর সূর্য্য, জিহ্বার জল, নাসিকার পৃথিবী, বাক্যের অগ্নি, হস্তের ইন্দ্র, চরণের বিষ্ণু, পায়ুর মিত্র।

ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার সকল কর্ত্তার অধীন। কেননা ইন্দ্রিয়ের অপর নাম করণ। ("করণং করণে কায়ে সাধনেন্দ্রিয়-কর্ম্মসু" রত্নকোষ। "হেত্বধীনঃ কর্ত্তা, কর্ত্রধীনং করণম্‌"। পদ্মনাভ।) তন্মধ্যে মন কখনও কর্ত্তা হয়, কখনও করণ হয়, কারণ কোন একটী রূপ দেখিতে হইলে সেই বিষয়ে প্রথমে মন হইবে, পরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে সেই দর্শন জন্য সুখ মনই অনুভব করিবে। আবার সেই মনের দ্বারা তুমিও দর্শনসুখ অনুভব করিতেছ। জ্ঞানের কার্য্যে মন কারণ ভিন্ন করণ হয় না। এটী নৈয়ায়িকের মত। বৈদান্তিকেরা মনকে ইন্দ্রিয় বলেন না এবং বুদ্ধিকেও ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্‌ বলেন। কর্ণ দ্বারা বাহিরের শব্দ শুনা যায়, ঐ কর্ণ ঢাকা থাকিলেও অন্তরে অন্তরে শব্দ শুনা যায়।

চর্ম্মের দ্বারা স্পর্শ অনুভব হয়। চক্ষুর দ্বারা রূপ দেখা যায়। জিহ্বা দ্বারা আস্বাদ পাওয়া যায়। নাসিকার দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করা যায়। বাক্যেন্দ্রিয় দ্বারা কথা বলা যায়। হস্ত দ্বারা সমস্ত বস্তু গ্রহণ করা যায়। চরণ দ্বারা যাতায়াত কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। পায়ু দ্বারা মলত্যাগ, উপস্থ দ্বারা মূত্রত্যাগ প্রভৃতি কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। অন্তঃকরণ তিন প্রকার, বুদ্ধি ১ অহঙ্কার ২ মন ৩; শরীরের মধ্যে কার্য্য হয় বলিয়া ইহার নাম অন্তঃকরণ। অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয় ১০টী। ইন্দ্রিয় কোন কোন মতে ১০টী, কোন কোন মতে ১১।১২।১৩।১৪টী।

৪ বীর্য্য। ('শুক্রবীর্য্যেন্দ্রিয়াণি চ.' অমর।) ইন্দ্রশব্দে পরমাত্মা বুঝায়। ইহা হইতেই সমস্ত ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ"—শ্রুতি। জগদীশ্বর ইন্দ্রিয়গণকে নিজ শক্তি অর্পণ করিয়াছেন বলিয়া উহারা প্রাণিগণকে বলপূর্ব্বক নিজ নিজ বিষয় গ্রহণের জন্য প্রবর্ত্তিত করে। তাহা না হইলে ইন্দ্রিয় অনিবার্য্য হইবে কেন? চক্ষুঃ প্রভৃতিরও এইরূপ জানিবে।

ইন্দ্রিয়কার্য্য (ক্লী) ৩ বা ৬তৎ। জ্ঞান, চাক্ষুষ, শ্রাবণ, ঘ্রাণ, রাসন, ত্বাচ, মনন, এই ছয় রূপ প্রত্যক্ষ।

ইন্দ্রিয়গোচর (পুং) ৬তৎ। জ্ঞানপথবর্ত্তী, অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক্‌, মন, এই ছয়টী ইন্দ্রিয় দ্বারা ছয়রূপ জ্ঞান হয়, প্রথমতঃ বস্তুর উপর ইন্দ্রিয় পড়ে, পরে আত্মাতে জ্ঞান হয় যে, অমুক বস্তু, সুতরাং ইন্দ্রিয় সকল জ্ঞানের পথ হইল। ঐ জ্ঞানপথে পতিত বস্তুকে ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু বলিতে হয়।

"ঘ্রাণজাদিপ্রভেদেন প্রত্যক্ষং ষড়্‌বিধং মতং।
ঘ্রাণস্য গোচরো গন্ধো গন্ধত্বাদিরপি স্মৃতঃ।
উদ্‌ভূতস্পর্শবদ্দ্রব্যং গোচরঃ সোঽপি চ ত্বচঃ।"

ভাষাপরিচ্ছেদ।

ঘ্রাণজ আদি করিয়া ছয় প্রকার প্রত্যক্ষ হয়। ঘ্রাণের গোচর গন্ধ এবং গন্ধগত ধর্ম্মসকল, যেমন গন্ধত্ব। উদ্ভূত অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হয় এমন যে স্পর্শ, সেই স্পর্শ এবং সেইরূপ স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্য এবং স্পর্শের ধর্ম্ম স্পর্শত্ব প্রভৃতি পদার্থ সকল ত্বকের গোচর হয়।

"তথা রসো রসজ্ঞায়াস্তথা শব্দোঽপি চ শ্রুতেঃ।" রস (অম্লতিক্ত কটুকষায়াদি) রসনার অর্থাৎ জিহ্বার গ্রাহ্য এবং রসগত ধর্ম্ম রসত্বাদিও বটে। এবং শব্দ ও শব্দগত ধর্ম্ম, শব্দত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম শ্রুতির (কর্ণের) গ্রাহ্য।

"উদ্ভূতরূপং নয়নস্য গোচরো দ্রব্যানি তদ্বন্তি পৃথক্ত্ব সংখ্যা।
বিভাগসংযোগপরাপরত্বং স্নেহদ্রবত্বং পরিমাণযুক্তং।"

উদ্‌ভূতরূপ (প্রত্যক্ষের যোগ্য যেরূপ) যেরূপ দেখা যায়। (রূপরস প্রভৃতি গুণ সকল দুইরূপ, উদ্‌ভূত আর অনুদ্ভূত। যে সকল রূপ রসাদি দেখা যায় বা শোনা যায়, তাহার নাম উদ্‌ভূত, যেমন ঘটাদির রূপ উদ্‌ভূত রূপ। আর ভর্জন

কপালস্থ অর্থাৎ যাহাতে মুড়ী ইত্যাদি ভাজা হয়, তাহাতে থাকে যে আগুন (তাহাতে আগুন অবশ্য আছে নচেৎ কিছু দিলে দগ্ধ হয় কেন?) সেই আগুনের রূপ অনুদ্‌ভূত রূপ, রস গন্ধাদিও ঐ রূপ।

অতএব উদ্‌ভূত রূপ এবং ঐ রূপবিশিষ্ট যে দ্রব্য তাহা, ও পৃথকত্ব=বিভিন্নতা, সংখ্যা=একত্ব দ্বিত্বাদি (এক দুই ইত্যাদি) বিভাগ=যাহাতে কোন বস্তুর আধখানা বা কতক অংশ হয়, তাহার নাম বিভাগ। সংযোগ যাহার দ্বারা দ্রব্য মিলিত হয়। পরত্ব=দূরত্ব, অপরত্ব—নিকটত্ব, স্নেহ=তৈল জলাদিতে থাকে মিশ্র করণসমর্থ যে পদার্থ, অর্থাৎ জলে ধূলা দিলে যে গুণে ধূলা জলে মিশিয়া যায়, তাহার নাম স্নেহ। দ্রবত্ব=তরলত্ব (গলান।) পরিমাণ=মহৎ (বড়) ক্ষুদ্র (ছোট) এই সমস্ত পদার্থ চক্ষুর গ্রাহ্য হয়।

"ক্রিয়াং জাতিং যোগ্যবৃত্তিং সমবায়ঞ্চ তাদৃশং।
গৃহ্লাতি চক্ষুঃ সম্বন্ধাদালোকোদ্ভূতরূপয়োঃ॥"

ক্রিয়া=উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, গমন প্রভৃতি ক্রিয়া, আর জাতি=মনুষ্যত্ব, পশুত্ব প্রভৃতি জাতি ও সমবায়=সম্বন্ধ বিশেষ, এই সকল পদার্থ যদি যোগ্য বৃত্তি হয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হয়, যে সকল দ্রব্য তাহাতে থাকে যে ক্রিয়া, জাতি ও সমবায়, তাহাকেও আলো এবং উদ্‌ভূত রূপের সাহায্যে, চক্ষু গ্রহণ করেন। (চক্ষু দ্বারা চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয়।)

"উদ্‌ভূতস্পর্শবদ্দ্রব্যং গোচরঃ সোঽপি চ ত্বচঃ।
রূপাণ্যচ্চক্ষুষো যোগ্যং রূপমত্রাপি কারণং॥"

পূর্ব্বে যে উদ্‌ভূত স্পর্শ, শৈত্য, উষ্ণ ও রূপের কথা বলা হইয়াছে, সেই স্পর্শ উদ্‌ভূত হইলে তাহা ত্বকের গ্রাহ্য হয় এবং ঐরূপ স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্যও ত্বকের গোচর হয় এবং রূপ ছাড়া চক্ষুর গোচর যত বস্তু আছে, সকলই ত্বকের গ্রাহ্য। এই ত্বাচ প্রত্যক্ষতেও রূপ কারণ হয়, অর্থাৎ যে বস্তুতে উদ্‌ভূত রূপ নাই, তাহার ত্বাচ প্রত্যক্ষও হয় না, যাহাতে আছে তাহারই হয়।

ইন্দ্রিয়ঘ্ন (ত্রি) ইন্দ্রিয়ং হন্তি ইন্দ্রিয় হন-ক। রোগ, পীড়া।

ইন্দ্রিয়জ (ত্রি) ইন্দ্রিয়েভ্যো জায়তে ইন্দ্রিয়-জন-ড। ৫তৎ। ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষে জাত প্রত্যক্ষ। যেমন দুগ্ধ পান না করিলে তাহা জানা যায় না, কিন্তু পান করিবার সময়ে তাহার সন্নিকর্ষেই তাহার জ্ঞান হয়, এজন্য ইন্দ্রিয় বলিলে ইন্দ্রিয় হইতে যেটী উৎপন্ন হয়, তাহাকেই বুঝায়। বিষয় সন্নিকর্ষ দ্বারা সমস্ত অনুভব হয়, তজ্জন্য ইন্দ্রিয় সকল জ্ঞানের কারণ হয় এবং বিষয় সন্নিকর্ষ তাহার ব্যাপার, এই জন্য জ্ঞানের জনক সন্নিকর্ষ এবং জ্ঞানই জন্য।

ইন্দ্রিয়জ্ঞান (পুং) শাকতৎ। প্রত্যক্ষ জ্ঞান।

ইন্দ্রিয়দমন (পুং) ৬তৎ। ইন্দ্রিয়গণকে নিগ্রহ করা, ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি কমান।

ইন্দ্রিয়দোষ (পুং) শাকতৎ। ইন্দ্রিয় জন্য দোষ, পরস্ত্রীগমন, চুরি করা প্রভৃতি।

ইন্দ্রিয়নিগ্রহ (পুং) ৬তৎ। স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়গণের নিজ নিজ বিষয়ে স্থাপন। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অধীন না হইয়া তাহাদিগকে দমনে রাখা। ইহা সকল ধর্ম্মের মধ্যে সাধারণ ধর্ম্ম। সন্তোষ, ক্ষমা, দয়া, অস্তেয়, সর্ব্বদা পবিত্রভাবে থাকা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সৎবুদ্ধি, বিদ্যা, সত্যপালন ও ক্রোধ পরিত্যাগ, মনুক্ত এই দশ ধর্ম্ম। যোগ সাধনের সময়ে নাসিকা, কর্ণ, বাক্য, মন, প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের স্ব স্ব বিষয়ে অবরোধ করা। এই ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যদি একটীও অনিরুদ্ধ থাকে, তবে তাহার যোগসাধনাদি ধর্ম্মকার্য্য কিছুই হয় না। প্রথম, মনের নিরোধ করিতে পারিলে সকল ইন্দ্রিয়ের রোধ হইতে পারে, কিন্তু মনকে বশ করিতে না পারিলে যোগীর কোন কর্ম্ম সিদ্ধ হয় না।

ইন্দ্রিয়বধ (পুং) ৬তৎ। ইন্দ্রিয়ের স্ব স্ব বিষয়ে শক্তির প্রতিঘাত অর্থাৎ আঘাত।

ইন্দ্রিয়বোধন (ত্রি) ইন্দ্রিয়ং বোধতি ইন্দ্রিয়-বুধ-ণিচ্-ল্যু। পানসাধ্য বিকলতাবোধ মদ্য। ইহা পান করিলে সকল ইন্দ্রিয় স্ব স্ব কার্য্যে রোধ করে, পরে নিজ বীর্য্য সেই সমস্ত জানাইয়া দেয়, এই জন্য ইহার নাম ইন্দ্রিয়বোধন।

ইন্দ্রিয়বৎ (ত্রি) প্রশস্তং বা বশ্যং ইন্দ্রিয়ং অস্ত্যস্য ইন্দ্রিয়-মতুপ্। মতুপো মো বঃ। ১ যাহার ইন্দ্রিয় বশ্য আছে। ২ যাহার ইন্দ্রিয় প্রশস্ত। ইবার্থে বতি। ইন্দ্রতুল্য।

ইন্দ্রিয়বৃত্তি (স্ত্রী) ৬তৎ। শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি বিষয়ে বহিরিন্দ্রিয়ের আলোচনা। বচন, আদান, বিহার, ত্যাগ, আনন্দ, এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বৃত্তি। সংকল্প, বিকল্প ও অধ্যবসায় এই কয়টী মনের বৃত্তি।

ইন্দ্রিয়প্রয়োগ (পুং) ৬তৎ। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ।

ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ (পুং) ৬তৎ। স্ব স্ব বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ, প্রত্যক্ষজনক ব্যাপার।

ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ কার্য্যমাত্রই দুইরূপ কারণ হইতে জন্মায়। একটী কারণ করণ-বিধায় কারণ হয়, অর্থাৎ সেটী পরম্পরা কারণ। আর একটী ব্যাপার-বিধায় কারণ হয়, সেটী সাক্ষাৎ কারণ।

যেমন কাষ্ঠচ্ছেদন একটী কার্য্য, তাহাতে কুঠার হইল করণ-বিধায় কারণ, আর কুঠার-সংযোজনা যে ক্রিয়া, অর্থাৎ যে ক্রিয়া হইলেই কাঠ চিরিয়া যায়, সেইটী হইল ব্যাপার, কিনা সাক্ষাৎ কারণ।

আমাদের নাক, কাণ, চোক, জিহ্বা, চামড়া, মন, এই ছয়টী ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ছয় প্রকার প্রত্যক্ষ হয়। সেই ছয়রূপ প্রত্যক্ষ ছয়রূপ ব্যাপার সাক্ষাৎ কারণ হইবে। বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের যে সম্বন্ধ, তাহারই নাম ব্যাপার। এখন কোন্ বস্তুর প্রত্যক্ষতে কিরূপ ব্যাপার কারণ হইবে, তাহাই এক একটী করিয়া দেখান যাইতেছে। দ্রব্যের প্রত্যক্ষেতে, দ্রব্যের সহিত ইন্দ্রিয়ের যে সংযোগ হইল, অমনি তাহার দর্শন প্রত্যক্ষ হইয়া যায়। ঐরূপ চামড়ার সংযোগ হইলে স্পর্শ প্রত্যক্ষ হয় ইত্যাদি।

আর যে সকল পদার্থ, দ্রব্যেতে থাকে (গুণক্রিয়া ইত্যাদি) তাহার প্রত্যক্ষেতে, ইন্দ্রিয়সংযুক্ত সমবায় ব্যাপার হইবে। যেমন, কোন দ্রব্য প্রত্যক্ষ হইলে তাহার গুণ রং প্রভৃতি প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু সে গুণের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইতে পারে না। কারণ গুণে গুণ থাকে না। রংটাও গুণ, ইন্দ্রিয়ের সংযোগও গুণ, সুতরাং গুণেতে ইন্দ্রিয়সংযোগ কখন হয় না। ইন্দ্রিয়সংযোগকে গুণাদির প্রত্যক্ষ কারণ বলা যায় না, এই জন্য সংযুক্ত সমবায়কে ব্যাপার বলা হইল। সংযুক্ত হইল বস্তু, কারণ যাহাতে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইবে, ইন্দ্রিয়সংযুক্ত হইতেই সেই বস্তু হইল। সেই সংযুক্তের যে সমবায়, অর্থাৎ যে সমবায় সম্বন্ধে সেই বস্তুতে গুণাদি থাকে সেই সমবায়, সেটা গুণাদিতেও আছে। অতএব ইন্দ্রিয়সংযুক্ত সমবায়ই দ্রব্যগত গুণক্রিয়া; জাতি প্রভৃতি যে পদার্থ সমবায় সম্বন্ধে দ্রব্যে থাকে, তাহাদের প্রত্যক্ষ উক্ত সমবায়ই ব্যাপার হইবে।

দ্রব্যেতে সমবেত (সমবায় সম্বন্ধে থাকে) যে পদার্থ তাহার প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়সংযুক্ত সমবায়কে ব্যাপার বলা হইল। কিন্তু দ্রব্যে সমবেত সমবেত (দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকে যে, তাহাতে আবার সমবায় সম্বন্ধ যে থাকে) পদার্থের প্রত্যক্ষ সংযুক্ত সমবেত সমবায়কে ব্যাপার বলিতে হইবে। দ্রব্যে সমবেতই গুণক্রিয়া, তাহাতে সমবেত জাতি। তবেই দ্রব্য সমবেত পদার্থ হইতে গুণত্ব প্রভৃতি জাতি হইল। তাহাদের প্রত্যক্ষ হইতে গেলে ইন্দ্রিয়সংযুক্তসমবেত সমবায় থাকা চাই। ইন্দ্রিয়সংযুক্ত হইল দ্রব্য, তাহাতে সমবেত যে গুণক্রিয়াদি, ইন্দ্রিয়সংযুক্ত সমবেত করিয়া গুণক্রিয়াদি পাওয়া গেল। সেই গুণক্রিয়াতে সমবেত যে গুণত্ব কর্ম্মত্ব জাতি, ইন্দ্রিয়সংযুক্ত সমবেত করিয়া ঐ জাতি পাওয়া গেল এবং জাতিতে ইন্দ্রিয়সংযুক্ত যে দ্রব্য সেই দ্রব্য সমবেত যে গুণক্রিয়াদি, সেই গুণক্রিয়াদির সমবায় আছে। অতএব ইন্দ্রিয়সংযুক্ত সমবেত সমবায়রূপ ব্যাপার থাকিতেও ঐ জাতিতে আছে। সুতরাং জাতির প্রত্যক্ষেতে ইন্দ্রিয়সংযুক্ত সমবেত সমবায়কে কারণ বলিতে হইল।

শব্দের প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয় (কর্ণ) সমবায় ব্যাপার হইবে। শব্দ গুণ পদার্থ, কাণ দ্রব্য পদার্থ. কাণে শব্দ আসিয়া সমবায় সম্বন্ধে লাগে; সুতরাং ঐ কর্ণ সমবায় সম্বন্ধে শব্দের প্রত্যক্ষ হয়। অতএব শব্দ প্রত্যক্ষে কর্ণ সমবায়-কারণ হইল।

আর শব্দ-সমবেত যে শব্দত্ব জাতি, তাহার প্রত্যক্ষে কর্ণ-সমবেত-সমবায়-ব্যাপার হইবে। কাণে সমবেত হইল শব্দ, তাহাতে থাকে যে সমবায়, সে ঐ শব্দত্ব জাতি; শব্দে থাকে যে সমবায় সম্বন্ধে, সেই সমবায় হইল। সুতরাং শব্দত্ব জাতির প্রত্যক্ষে ঐ সমবায়কে কারণ বলিতে পারা গেল।

দ্রব্যগুণ-কর্ম্ম-জাতি প্রত্যক্ষে যে যে সন্নিকর্ষ যাহার প্রত্যক্ষে কারণ হইবে তাহা এই বলা হইল। এখন অভাবও একটা পদার্থ, তাহার প্রত্যক্ষে যে কারণ হইবে, তাহা বলা যাইতেছে।

ফল কথা, যেথানে যে বস্তুর স্বরূপ কিছু দেখা যায় না, সেইখানে তাহার একটী বিশেষণতা-বিশেষরূপ সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া এই সম্বন্ধ বলা যাইতেছে।

অভাবের প্রত্যক্ষ সেই বিশেষণতা-বিশেষরূপ সম্বন্ধই ব্যাপার হইবে। উদাহরণ, যেমন জলেতে আগুন থাকে না, আগুনের অভাব জলে আছে; কিন্তু ঐ আগুনের অভাবের কোন আকার নাই। তথাচ জলে আগুনের অভাবকে আমরা দেখিতে পাই কেন? আমরা জলে আগুনের অভাব যদিও না দেখি, কিন্তু জলে আগুনের বিশেষণতা-বিশেষরূপ সম্বন্ধ দেখিতে পাই, সেই বিশেষণতা-বিশেষরূপ সম্বন্ধে অভাবকেও দেখা যায়। নচেৎ জলে চোক্ পড়ামাত্র সে অভাব জানা যাইবে কেন? অতএব অভাবের প্রত্যক্ষে বিশেষণতা-বিশেষরূপ সন্নিকর্ষকেই ব্যাপার অর্থাৎ সাক্ষাৎ কারণ বলা হইল।

ইন্দ্রিয়স্বাপ (পুং) বহুব্রী। ১ সুষুপ্তি। তখন ইন্দ্রিয়বর্গের উপরম অর্থাৎ বিরাম সময়, তখন কিছু দেখা যায় না, অনুভব হয় না। ২ প্রলয়। মরণকালে ইন্দ্রিয়ের প্রলয় হয়, এজন্য উহাকে প্রলয় বলে।

ইন্দ্রিয়াত্মন্ (পুং) ইন্দ্রিয়মেবাত্মা, কর্ম্মধা। ১ বিষ্ণুর নাম। ২। ইন্দ্রিয়

ইন্দ্রিয়াদি (পুং) ৬তৎ। ইন্দ্রিয়ের কারণরূপ অহঙ্কার।

ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ (পুং) ৬তৎ। অচেতন ইন্দ্রিয়গণের নিজ নিজ কার্য্যে ব্যাপার-সম্পাদনের জন্য ঈশ্বরের নিযুক্ত দেবতা। [ইন্দ্রিয় শব্দ দেখ।]

ইন্দ্রিয়ায়তন (ক্লী) ৬তৎ। ১ শরীর। (ইন্দ্রিয়ায়তনমঙ্গবিগ্রহৌ। হেম ৩। ২২।) চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের আধার অর্থাৎ শরীরে ইন্দ্রিয় সকল বাস করে বলিয়া এই নাম হইল। ২ আত্মা। ন্যায়মতে স্থূল দেহের নাম ইন্দ্রিয়ায়তন। বেদান্ত মতে সূক্ষ্মশরীর, এইমাত্র ভেদ।

ইন্দ্রিয়ারাম (পুং) ইন্দ্রিয়েষু আরমতি ইন্দ্রিয় আ রম্-ঘঞ্। ইন্দ্রিয় চরিতার্থের জন্য ভোগাসক্ত ব্যক্তি।

ইন্দ্রিয়ার্থ (পুং) ৬তৎ। রূপ, রস, স্পর্শ প্রভৃতি, মনোহর যুবতী, বংশীগীত, স্বাদুবিশিষ্ট রস, কর্পূরাদি গন্ধ, অনুরাগান্বিত স্পর্শ প্রভৃতি। ("ইন্দ্রিয়ার্থেষু সর্ব্বেষু ন প্রসজ্যেত কামতঃ"। মনু। ৪। ১৬।) "প্রসজ্যংশ্চেন্দ্রিয়ার্থেষু প্রায়শ্চিত্তীয়তে নরঃ।" মনু। ১১। ৪৪। ইন্দ্রিয়ার্থ লোক প্রায়শ্চিত্ত করিবার যোগ্য হন।

ইন্দ্রিয়াবৎ (ত্রি) ইন্দ্রিয়-মতুপ্, (মন্ত্রে সোমাশ্বেন্দ্রিয়বিশ্বদেব্যস্য মতৌ। পা ৬। ৩। ১৩১। ইতি দীর্ঘঃ। মন্ত্রার্থে মতুপ্ পরে থাকিলে সোম প্রভৃতি শব্দের আকার দীর্ঘ হয়।) ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট।

ইন্দ্রিয়াবিন্ (ত্রি) ইন্দ্রিয় প্রাশস্ত্যেন বাস্ত্যস্য বাহুং বিনি। প্রশস্ত ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট। প্রশস্ত ইন্দ্রিয়যুক্ত।

ইন্দ্রিয়েশ (পুং) ৬তৎ। ১ জীব। ২ ইন্দ্রিয়ের দেবগণ।

ইন্দ্রেজ্য (পুং) ৬তৎ। বৃহস্পতি।

ইন্দ্রেশ্বর (পুং) ইন্দ্রেণ স্থাপিতঃ ঈশ্বরঃ শিবলিঙ্গম্। শিবলিঙ্গ বিশেষ।

ইন্ধ (ধা) রুধাং আত্মং অকং সেট। দীপ্তি পাওয়া, শোভা। লট্ ইন্ধে। লুঙ্ ঐন্ধিষ্ট। লীঙ্ ইন্ধীত। লোট্ স্ব-ইন্ধস্ব। লঙ্ ঐন্ধ। লিট্ ইন্ধাঞ্চক্রে। সমীধে নলোপচ্ছন্দসি। লুট ইন্ধিতা। লৃট্ ইন্ধিষ্যতে।

ইন্ধ (পুং) ইন্ধ-করণে ঘঞ্। ১ দীপ্তি। ২ ইন্ধনামক ঋষি। ণিচ্-অচ্। ৩ প্রদীপ।

ইন্ধন (ক্লী) ইন্ধে দীপ্যতেঽনেন ইন্ধ-করণে ল্যুট্। ১ যাহার দ্বারা আগুন জ্বালা যায়। তৃণ, কাঠ, জ্বালানী কাঠ। ইন্ধ-ণিচ্ ল্যু। ২ যে অগ্নিকে প্রজ্বালিত করে। ভাবে ল্যুট্। ৩ জ্বালান।

ইন্ধনবৎ (ত্রি) ইন্ধনং প্রজ্বালনং বিদ্যতেঽস্মিন্-মতুপ্। জ্বালাযুক্ত।

ইন্ধন্বন্ (ত্রি) ইন্ধন-মত্বর্থীয়ঃ। বেদে বনিপ্ নিপাতনোপঃ। জ্বালাযুক্ত।

ইনফিসাল (আরব্য) ১ নিষ্পত্তি। ২ বিভাগ।

ইন্সাফ্ (আরব্য) নিষ্পত্তি। বিচার।

ইন্ব (ধা) গত্যৌ ভ্বা সকং সেট্। ১ ব্যাপিয়া থাকা। ২ প্রীণন, প্রীতিকর। লট্ ইন্বতি। লিট্ ইন্বাঞ্চকার। লুট্ ইন্বিতা। লুঙ্ ঐন্বীৎ।

ইন্বকা (স্ত্রী) ইন্ব-অচ্-স ইব কায়তি ইন্ব-কৈ-ক। ইন্বলা, মৃগশিরা নক্ষত্রের উপরিস্থিত পাঁচটী তারা।

ইব্তিদা (আরব্য) আরম্ভ।

ইবন্-আবু উসৈবিয়া, মুবাফিক-উদ্দীন্ আবুল আব্বাস আহ্মদ; একজন মুসলমান গ্রন্থকার। ইনি আয়ুন-অল্ অম্বা ফি-তব-কাতুল অতিবা (অর্থাৎ বৈদ্যসম্প্রদায় সম্পর্কীয় সংবাদ-নির্ঝর) নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থখানি সংস্কৃত ভাষা হইতে আরব্য ভাষায় অনুবাদিত। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এখানি রচিত হয়। ভারতবর্ষীয় যে যে প্রাচীন বৈদ্য বিদেশে যাইতেন, তাঁহাদের কিছু কিছু বিবরণ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। ১২৬৯ খৃষ্টাব্দে ইবন্ আবু উসৈবিয়ার মৃত্যু হয়।

ইবন্-বতুতা, একজন আরবদেশীয় ভ্রমণকারী। মুহম্মদ তোগলকের সময়ে ইনি ভারতবর্ষে ছিলেন। মুহম্মদ ইহাঁকে দিল্লীর বিচারপতি করেন। ইনি আপন ভ্রমণবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া যান। ঐ গ্রন্থে ভারতবর্ষের তৎসাময়িক অবস্থা, ইতিহাস, ভূতত্ত্ব প্রভৃতির বিবরণ জানা যায়।

ইব্রাহিম আদিল শাহ্ (১ম), ইস্মাইল আদিল শাহের পুত্র। বিজয়পুরের একজন সুলতান। ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে বিজয়পুরের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ইনি আলাউদ্দীন্ ইমাদ্ শাহের কন্যা রবিয়া সুলতানাকে বিবাহ করেন। ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

ইব্রাহিম আদিল শাহ্ (২য়); আদিল শাহের ভ্রাতা তহ্মাস্পের পুত্র। অপর নাম আবুল মুজাফর। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে ৯ বৎসর বয়সে ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার নাবালক অবস্থায় কমাল খাঁ এবং চাঁদবিবি সুলতানা তাঁহার রক্ষকস্বরূপে রাজকার্য্য দেখিতেন। প্রথমে কমাল খাঁ সরল ভাবেই কার্য্য চালাইতেছিলেন, কিন্তু কোন কুঅভিসন্ধিবশতঃ চাঁদবিবির সহিত তাঁহার বিবাদ হইল। চাঁদবিবির ন্যায় বুদ্ধিমতী রমণী সে সময় অল্পই ছিল। তিনি কমাল খাঁকে সরাইবার জন্য একজন উচ্চপদস্থ লোক নিযুক্ত করিলেন, তৎকর্ত্তৃক কমাল খাঁ পৃথিবী ছাড়িলেন।

এই ঘটনার পর কিশোর খাঁ কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তিনিও অকস্মাৎ একদিন শিঙ্গা ফুঁকিলেন। অকলাশ খাঁ রাজকীয় পদ প্রাপ্ত হইলেন। কিছুদিন পরে দিলাবার তাঁহার চক্ষু দুইটী তুলিয়া লইলেন এবং আপনি সাম্রাজ্যের কর্ত্তা হইলেন। কিন্তু তাহারও সুখের আশায় ছাই পড়িল। বিজয়পুরের রাজা তাঁহার দুষ্কর্ম্মের শাস্তি দিবার জন্য প্রথমে তাঁহার চক্ষু দুইটী উপড়াইয়া লইলেন, পরে কারাগারে কয়েদ করিয়া রাখিলেন। এইরূপে আদিল শাহ ৩৮ চান্দ্র বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে ইহলীলা সম্বরণ করিলেন। যেখানে তাঁহার গোর হইয়াছিল, সেই সুন্দর সমাধি স্থানটী এখনও 'ইব্রাহিম রৌজা' নামে রহিয়াছে। বিজয়পুরের এই আলয়টী দেখিবার জিনিস, ইহার প্রস্তরময় দেয়ালগুলিতে সমস্ত কোরাণখানি জলন্ত অক্ষরে লিখিত হইয়াছে। ইব্রাহিমের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র মুহম্মদ আদিল শাহ রাজা হইলেন।

ইব্রাহিম কুতব্ শাহ, গোলকুণ্ডারাজ কুলী কুতব শাহের পুত্র। তাঁহার ভ্রাতা জমশেদ কুতব শাহের মৃত্যু হইলে, অমাত্যবর্গ তৎপুত্র সুভান কুলীকে রাজা করিলেন। এই সময়ে সুভানের বয়স বার বর্ষমাত্র, তিনি রাজদণ্ড ধারণে একান্ত অক্ষম। তখন সকলে ইব্রাহিমকে পছন্দ করিল। তিনি বিজয়নগরে ছিলেন। ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে গোলকুণ্ডায় আসিয়া রাজপদ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি অপর মুসলমানরাজগণের সহিত যোগ দিয়া বিজয়নগরাধিপ রামরাজের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করেন। ৩২ বৎসর সুখে রাজত্ব করিয়া ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে অকস্মাৎ কালগ্রাসে পতিত হন। তৎপরে তাঁহার পুত্র মুহম্মদ কুতব শাহ রাজা হইলেন।

ইব্রাহিম খাঁ, আমীর-উল্-ওমরা আলীমর্দ্দন খাঁর পুত্র। সম্রাট্ আলমগীরের রাজত্বকালে, ইনি প্রথমে পাঁচহাজারীর পদ প্রাপ্ত হন। তৎপরে সময়ে সময়ে কাশ্মীর, লাহোর, বিহার, বাঙ্গালা প্রভৃতি স্থানের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন।

ইব্রাহিম খাঁ ফথে জঙ্গ, বিহারের একজন শাসনকর্ত্তা নূরজাহানের মেসো। কাসীম খাঁ পদচ্যুত হইলে সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের আদেশে ইব্রাহিম চারহাজারী সেনানায়ক ও বিহারের শাসনকর্ত্তার পদ প্রাপ্ত হন। শাহজাহান নিজ পিতার বিপক্ষে বিদ্রোহী হইলে, ইব্রাহিম তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য ঢাকায় গমন করেন, এই যুদ্ধেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

ইব্রাহিম খাঁ সূর, বয়ানের শাসনকর্ত্তা গাজী খাঁর পুত্র, মুহম্মদ শাহ আদিলীর ভগিনীপতি। ইনি বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লী ও আগ্রা জয় করেন। কিন্তু তাঁহাকে আর সিংহাসনে বসিতে হয় নাই, এই সময় পঞ্জাবে আহ্মদ খাঁ প্রবল হইয়া উঠিলেন। তিনি ইব্রাহিম খাঁকে পরাস্ত করিয়া দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিলেন। ইব্রাহিম খাঁ শম্ভলে গিয়া আশ্রয় লইলেন। ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যায় একটী যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বঙ্গাধিপ সুলেমান ইব্রাহিম খাঁকে বিনাশ করিলেন।

ইব্রাহিম নিজাম শাহ, বুর্হান্ নিজাম শাহের পুত্র। পিতার মৃত্যু হইলে ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে আহ্মদনগরের রাজা হন। চারি মাস রাজত্বের পর ইব্রাহিম আদিল শাহের সহিত যুদ্ধে নিহত হইলেন।

ইব্রাহিম হুসেন লোদী, সিকন্দর শা লোদীর পুত্র। সিকন্দরের মৃত্যু হইলে ইনি আগ্রার সুলতান হইলেন। ১৬ বর্ষ মাত্র রাজত্ব করেন। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে পাণিপথে বাবরের সহিত যুদ্ধে ইনি নিহত হন।

ইভ (পুং) ই (ইণ্‌: কিৎ। উণ্ ৩।১৫৩।) ইতি ভন্। ১ হস্তী। ২ আট সংখ্যা। আট দিকেই এক একটী দিগ্‌গজ আছে। এজন্য ইভশব্দে ৮ সংখ্যা বুঝায়। ৩ শ্রেষ্ঠার্থবাচক।

ইভকণা (স্ত্রী) ইভোপপদা কণা পিপ্পলী শাকতৎ। গজ-পিপ্পলী, এক প্রকার পিপুল। ইহাতে ঔষধ হয়।

ইভকেশর (পুং) ইভমদ ইব কেশরঃ যস্য বহুব্রী। নাগ-কেশর। ইহার গাছগুলি ঠিক বাবলাগাছের মত, বাবলা গাছ একটু বড়, ইহা তাহা অপেক্ষা ছোট, ইহার ফুলে সুগন্ধ আছে, এমন কি এক ক্রোশ দূরে থাকিয়া তাহার গন্ধ পাওয়া যায়।

ইভগন্ধা (স্ত্রী) ইভস্য গন্ধ একদেশো দন্ত ইব পুষ্পং যস্যাঃ বহুব্রী। নাগদন্তী বৃক্ষ। এই বৃক্ষের ফল, ফুল, পাতা, ছাল প্রভৃতি সমস্তই বিষাক্ত অর্থাৎ এই সকল যদি কেহ খায়, তবে তাহার প্রাণ বিনষ্ট হইতে পারে। [নাগদন্তী দেখ।]

ইভদন্তা (স্ত্রী) ইভস্য দন্তবৎ শুভ্রং পুষ্পমস্যাঃ। নাগদন্তী বৃক্ষ।

ইভনিমীলিকা (স্ত্রী) ইভং ইব নিমীলয়তি ইভ-নিমীল-ক-টাপ্। ইভস্যেব নিমীলিকা ৬তৎ। ১ ভাঙ্, সিদ্ধি। এই গাছের পাতা বা বীজ খাইলে নেশা হয়, তাহাতে চক্ষু দুটী হাতীর চক্ষের মত বুজিয়া থাকে ও ঢুলু ঢুলু করে। এজন্য ইহাকে ইভনিমীলিকা বলে। [সিদ্ধি দেখ।] ২ বৈদগ্ধী, পটুতা, রসিকতা, পাণ্ডিত্য।

ইভপালক (পুং) ৬তৎ বা উপতৎ। হস্তিপক, মাহুত, যে হাতী চালায়।

ইভপোটা (স্ত্রী) পোটা পুংলক্ষণা ইভী ইতি সমাসঃ।

জাতিত্বাৎ পূর্ব্বনিপাৎ পুংবদ্‌ভাবশ্চ। যে হস্তিনীর চিহ্ন-সকল পুরুষহস্তীর ন্যায় সেই হস্তিনী।

ইভভর (পুং) ৬তৎ। হস্তিসমূহ, হাতি-দল।

ইভমাচল (পুং) ইভমাচলয়তি ইভ-আ-চল্-ণিচ্ বাহুং। সিংহ। পর্ব্বতে সিংহসকল হস্তীর রক্তপানের জন্য সর্ব্বদা তাড়াইয়া বেড়ায়, এজন্য উহাদের নাম ইভমাচল হইয়াছে।

ইভয়া (স্ত্রী) ইভৈর্যায়তে ভক্ষ্যতে ইভ-যা-কর্ম্মণি ঘঞর্থে ক ৩তৎ। স্বর্ণক্ষীরী বৃক্ষ। হাতিরা এই গাছ খায়, এজন্য ঐরূপ নাম হইয়াছে।

ইভযুবতি (স্ত্রী) যুবতিঃ ইভী পূর্ব্বনিপাৎ পুংবৎ চ। যুবতি-হস্তিনী।

ইভরাজ, ইভরাট্ (পুং) ৬তৎ। ঐরাবত হস্তী। সকল হস্তীর রাজা।

ইভষা (স্ত্রী) ইভ-ষা-ক টাপ্। স্বর্ণক্ষীরী বৃক্ষ।

ইভাখ্য (পুং) ইভস্যাখ্যা নাম যস্য বা যস্মিন্। নাগকেশরের গাছ।

ইভানন (পুং) ইভাননমেবাননং যস্য বহুব্রী। গণেশ। গজানন।

ইভারি (পুং) ৬তৎ। সিংহ।

ইভোষণা (স্ত্রী) ইভোপপদা উষণা শাকতৎ। গজপিপ্পলী, লম্বা পিপুল।

ইভ্য (পুং) ইভ (পা ৫।১।৬৬ ইতি সূত্রেণ) য। ১ ধন-বান্ ব্যক্তি। ২ রাজা। ৩ হস্তিপক, মাহুত। হাতী রাখিবার যোগ্য লোক।

ইভ্যকা (স্ত্রী) ইভ্য-স্বার্থে কন্ টাপ্। ১ হস্তিনী। ২ শল্লকী বৃক্ষ; বাব্‌লা। ইভিকা শব্দেরও এই অর্থ।

ইভ্যতিল্বিল (ত্রি) ইভ্যঃ তিল্বিল ইব। যাহার অনেক হাতি ঘোড়া আছে।

ইভ্যা (স্ত্রী) ইভমর্হতীতি যৎ। ১ হস্তিনী। ২ পল্লকী বৃক্ষ, বাব্‌লা।

ইমক, ইদম্ শব্দের টির পূর্ব্বে অক্ হইলে ইমক নিষ্পন্ন হয়। [ইদম্ শব্দ দেখ।]

ইমথা (অব্য) ইদম্। (প্রত্ন-পূর্ব্ব-বিশ্বে···মাৎ থাল্ ছন্দসি। পা ৫।৩।১১১) ইতি ইবার্থে থাল্ ইমাদেশশ্চ নিপাৎ বেদে। ইদানীন্তন তুল্য, এখানকার মত।

ইমন্ (সঙ্গীত) আধুনিক রাগ বিশেষ, মুসলমানদিগের সৃষ্টি। আমীর খুস্রু এইটী বাহির করিয়াছেন। সচরাচর ইহা সম্পূর্ণ জাতি বলিয়া ব্যবহার্য্য। ইহাতে তীব্র মধ্যমের বিশেষ প্রয়োজন, প্রকৃত মধ্যমের বড় আবশ্যক দেখা যায় না।

ইমন্-কল্যাণ (সঙ্গীত) ইমন ও কল্যাণ এই দুই রাগ মিশ্রণে ইমন্-কল্যাণ রাগের উৎপত্তি। ইহা সংস্কৃত শাস্ত্রসঙ্গত রাগ নহে, পরন্তু এদেশে সম্পূর্ণ বলিয়া ব্যবহৃত হয়।

ইমন্-পুরিয়া (সঙ্গীত) ইমন্ ও সংস্কৃত মতানুযায়িক পুরিয়া, এই উভয় রাগ মিশ্রণে ইমন্-পুরিয়ার সৃষ্টি। এই নাম সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থে নাই। ইহা খাড়ব রাগ—পঞ্চম বিবাদী।

ইমন্-বেলাবলী (সঙ্গীত) ইমন্ ও বেলাবলী সংযোগে এই রাগের উৎপত্তি। ইহা সংস্কৃত মতানুযায়িক রাগ নহে, আধুনিক সৃষ্টি।

ইমন্-ভৈরবী (সঙ্গীত) ইমন্ ও ভৈরবী মিশিয়া ইমন্-ভৈরবী হয়। এটীও সংস্কৃত সঙ্গীতশাস্ত্রানুযায়ী রাগ নহে।

ইমাদুল মুলক্, দক্ষিণাপথে ইমাদশাহী রাজবংশের স্থাপয়িতা। বিজয়নগরে একজন কাপাড়ী মুসলমানের ঘরে ইহাঁর জন্ম। বাল্যকালে বন্দী হইয়া বেরারে আনীত হন। কিছুদিন পরে তথাকার সেনাপতি ও শাসনকর্ত্তা খাঁ জাহান ইমাদকে তাঁহার শরীররক্ষী পদে নিযুক্ত করিলেন। মুহম্মদ শাহ বাহ্মণীর রাজত্বকালে ইনি ইমাদ-উল্-মুলক্ উপাধি পাইলেন এবং পরে বেরারের সেনানায়ক হইলেন। তাঁহার পরিপোষক খাজা মাহ্মূদ গবানের মৃত্যু হইলে, তিনি বেরারের শাসনকর্ত্তা হইলেন। সুলতান মাহ্মূদ বাহ্মণী তথাকার রাজা হইলে, ইমাদ উজীরের পদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু অপরাপর অমাত্যেরা ইহাঁকে দেখিতে পারিতেন না, তাহাতে ইনি আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়া উজীরের পদত্যাগ করিলেন এবং একজন স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজা হইয়া উঠিলেন। ইলিচপুরে রাজধানী স্থাপন করিলেন। ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তৎপরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র তাঁহার উত্তরাধিকারী হইল।

ইমান্ (আরব্য) বিশ্বাস। ধর্ম্ম।

ইমান্‌দার (আরব্য-পারস্য) বিশ্বাসী।

ইমাম্ (আরব্য) প্রধান যাজক, যে স্তুতি পাঠ করে। মুসলমানদের শিয়া সম্প্রদায় মুহম্মদের জামাতা আলী এবং তাঁহার পর পর বংশধরদিগকে ইমাম্ আখ্যায় সম্বোধন করিয়া আসি-তেছেন। তাহাদের মতে সর্ব্বশুদ্ধ ১২ জন ইমাম্—

১	ইমাম্	আলী।
২	ঐ	হাসন।
৩	ঐ	হুসেন।
৪	ঐ	জৈন্-উল-আবদীন্।
৫	ঐ	মুহম্মদ-বাকির।

৬	ইমাম্	জাফর সাদিক।
৭	ঐ	মুসী কাজিন।
৮	ঐ	আলী মুসী রজা।
৯	ঐ	মুহম্মদ তকী।
১০	ঐ	আলী নকী।
১১	ঐ	হাসন অস্করী।
১২	ঐ	মাহ্‌দী।

কাহারও মতে ইমাম্ মাহ্‌দী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি লুকাইয়া আছেন। তিনিই জগতে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার করিবেন। সম্প্রতি গত কয়েক বৎসর মিসর যুদ্ধে একজন ইমাম্ মাহ্‌দী দেখা দিয়াছেন। তিনি আপনাকে দ্বাদশ ইমাম্ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন! চারি দিক্ হইতে মুসলমানগণ আফ্রিকায় যাইয়া তাঁহার সাহায্য করিতেছে। তিনি এক্ষণে শাহারার কোন স্থানে অবস্থান করিতেছেন। ধর্ম্ম-যুদ্ধে বিধর্ম্মীদিগকে পরাজয় করা ও মুসলমান ধর্ম্ম রক্ষা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

সুন্নী সম্প্রদায়ের মত স্বতন্ত্র। তাঁহারা বলেন প্রত্যেক ভজনামন্দিরে একজন করিয়া সাক্ষাৎ গুরু থাকিবে, তিনিই ইমাম্ পদবাচ্য। তাঁহারা চারিজন ইমাম্ স্বীকার করেন, যথা—হানিফা, মালিক, শাফাই ও হনবল।

ইমারৎ (আরব্য) ঘর, বাড়ী।

ইম্‌তিহান্ (আরব্য) পরীক্ষা। পরিদর্শন।

ইম্‌লা (আরব্য) লিখন-প্রণালী।

ইয়, (প্রত্যয়) পাণিনি মতে ছ প্রত্যয়।

ইয়ক্ষু (ত্রি) যজ-উ-বেদে নিপাৎ সংপ্রসাং। যিনি যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করেন। (ঋক্ ১০।৪।১)

ইয়ৎ (ত্রি) ইদম্ পরিমাণমস্য (কিমিদম্ভ্যাং বো ঘঃ। পা ৫।২।৪০) ইতি বতুপ্, ঘাদেশশ্চ। এই পরিমাণ, এত দ্রব্যাদি।

ইয়ত্তক (বি) ইয়ত্তা ইতি কুৎসিতার্থে কন্ হ্রস্বশ্চ। নিন্দিত ইয়ত্তা। অল্প প্রমাণ। (ইয়ত্তকঃ কুৎসিতেয়ত্তঃ অল্পপ্রমাণঃ। ঋগ্‌ভাষ্যে সায়ণ ১১।১৯।৪।)

ইয়ত্তা (স্ত্রী) ইয়তো ভাবঃ ইতি তল্। ১ এতাবত্ব, এত পরিমাণ। ২ সীমা। সংখ্যা ইত্যাদি।

ইয়স্ (ত্রি) ই-কর্ত্তরি অসুন্ কিচ্চ। ১ গন্তা, যে গমন করে। ভাবে অসুন্। ২ গমন।

ইয়াৎবার (আরব্য) ১ বিশ্বাস। ২ সম্মান।

ইরজ্যু (পুং) পৃথিবীর ঈশ্বর। (ইরজব্যো ভুবনানামীশ্বরঃ। ঋগ্‌ভাষ্যে সায়ণ ১০।৯।৩।)

ইর (পুং) ইর-ক। উর্ব্বরাভূমি।

ইরণ (ক্লী) ইরণ ঈরিণ ঋ-অন্। পৃষো০। ১ উষর ভূমি, শূন্যমরু, জল বৃক্ষাদিশূন্য ভূমিভাগ। ইহাতে কোন শস্য জন্মে না, তৃণ লতাদি কিছুই থাকে না।

ইরম্মদ (পুং) ইরয়া জলেন মদ্যতে ইরা-মদ (উগ্রম্পশ্যে-ত্যাদি। পা ৩।২।৩৭) ইতি খচ্ নিপাৎ হ্রস্বঃ। ১ মেঘের হল্কা। বজ্রানল। এই অগ্নি মেঘের পরস্পর ঘর্ষণে উৎপন্ন হইয়া বৃক্ষাদির উপর পড়ে, ইহাকে বাজও বলে। ২ বাড়বানল।

ইরসাল (আরব্য) প্রেরণ। চালন।

ইরা (স্ত্রী) ই-রন্ (ঋজ্রেন্দ্রাদি ইতি। উণ্ ২।২৮। গুণা-ভাবশ্চ নিপাৎ, অথবা ই কামং রাতি ই-রা-ক টাপ্। ১ ভূমি। ২ রাত্রি। ৩ জল। ৪ অন্ন। ৫ সুরা, মদ। ৬ বাক্য। (ইরা ভূ বাক্ সুরাপস্তু স্যাৎ। অমর।) ৭ সরস্বতী। ৮ কশ্যপের স্ত্রী। ইরাদেবী বৃক্ষলতা বল্লী এবং সমস্ত তৃণ-জাতি প্রসব করেন। ৯ দৈত্য।

ইরাক্, এই নামে দুইটী প্রদেশ আছে, একটী পারস্যে, তাহাকে সেখানকার লোকে ইরাক্ আজেমি বলে, উহা খোরাসানের পূর্ব্বে এবং আজরবিজানের উত্তরে। মুসলমান-নবাবদিগের সময়ে এখানকার লোকেরা ভারতবর্ষে আসিয়া সৈনিকের কার্য্য করিত। ভারতচন্দ্র প্রভৃতি বঙ্গকবিগণ ঐ সৈনিকদিগকে ইরাকী নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

অপরটী আসিয়াস্থ তুরুস্কে। এখানকার লোকে ইরাক্-আরবী বলে। এখানে বাবিলন, সেলিউকিয়া, টেসিফোন প্রভৃতি প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে।

ইরাক্ষীর (পুং) ইরা জলং ক্ষীরমিব যস্য বহুব্রী। ক্ষীর সমুদ্র। ঐ সমুদ্রের জল দুধের মত আস্বাদযুক্ত।

ইরাচর (ক্লী) ইরায়াং চরতি ইরা-চর, (চরেষ্ট। পা ৩।২। ১৬।) ইতি ট। ১ করকা, বৃষ্টির শিল। চৈত্রবৈশাখ মাসে মেঘ হইলে প্রায়ই শিল পড়ে, জল জমিয়া শিল হয়, ইহাকে একপ্রকার বরফ বলা যায়। ২ ভূচর, যাহারা পৃথিবীতে চরিয়া বেড়ায়, গোরু মানুষ কুকুর প্রভৃতি। ৩ খেচর, যাহারা শূন্যে চরে, পক্ষী দেবতা ভূত প্রেতাদি। (স্ত্রী) ইরাচরী।

ইরাজ (পুং) ইরায়া জায়তে ইরা-জন-ড। কন্দর্প, কাম।

ইরাণ, একটী দেশ। প্রাচীন পারসিকদিগের বেন্দিদাদ নামক ধর্ম্মপুস্তকে 'ঐর্যন-বএজো' নামক মানবজাতির আদিম স্থানের নাম পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে, ঐ আদিম স্থান বর্ত্তমান পামির ও বেলুরতাবের নিকট ছিল। উহা অক্ষান্তর ৩৭° হইতে ৪০° উঃ এবং দেশান্তর ৮৬° হইতে

১০° পুঃ মধ্যে অবস্থিত ছিল। [আর্য্যশব্দে আর্য্য জাতির আদিনিবাসের বিবরণ দেখ।] ঐ স্থানকেই অনেকে ইরাণ বলিয়া থাকেন। অনেকে আবার কাস্পীয় সাগরের দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে ইরাণরাজ্য নির্ণয় করিয়াছেন। প্রিচার্ড সাহেব ঐখানেই আর্য্যজাতির আদিম বাসস্থান বলিয়া মনে করিয়াছেন। [আর্য্যশব্দে উহার প্রতিবাদ দেখ।] ইরাণরাজ কাইরসের পুত্র একদিন বলিয়াছিলেন, "আমার পিতার রাজ্যে এক দিকে লোক যেন শীতে সর্ব্বদাই কাতর, আবার অপর স্থানের লোক তেমনি গ্রীষ্মে অভিভূত।" ইহাতে বোধ হইতেছে, পূর্ব্বকালে ইরাণ (এখন পারস্য) একটী বিস্তীর্ণ রাজ্য ছিল। ইরাণভূমি ইউফ্রেতিস্ নদীতীরস্থ সুমেসাৎ হইতে ভারতবর্ষে তক্ষশিলা পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ ১২৮০ মাইল ও গেদ্রোসিয়া হইতে অক্ষস্ নদীর তীর পর্য্যন্ত প্রস্থে ৯০০ মাইল ছিল।

পূর্ব্বকালে ইরাণ আরমিয়াক ও এলামাইট নামক জাতির অধিকারে ছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে পশ্চিম ভাগের আরমিয়াক জাতি হইতে আস্কারী, সিরীয় ও হিব্রু প্রভৃতি এবং পূর্ব্বভাগের আরমিয়াক হইতে আসিরীয়, বাবিলনীয় ও কালদীয় ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। [পারস্য শব্দে অপর বিবরণ দেখ।] প্রাচীন ইরাণবাসীদের মধ্যে বিবাহের ভয়ানক কুপ্রথা প্রচলিত ছিল, ইরাণীর মধ্যে এক রক্তের স্ত্রী পুরুষে বিবাহ হইত। এমনও শুনা যায় যে তাহারা অপরাপর সহোদরা ভগিনী, এমন কি বিমাতা ও আপন মাতাকে পর্য্যন্ত বিবাহ করিত।

[বিবাহ শব্দে ও Jour. Bombay Branch of R. As. Soc., Vol. XVII. p, 97—136 দেখ।]

ইরাদা (আরব্য) ইচ্ছা, অভিপ্রায়, মৎলব।

ইরামুখ (ক্লী) ৬তৎ। প্রদোষ, সন্ধ্যা।

ইরাম্বর (ক্লী) ইরা জলমম্বরং বস্ত্রমিব যস্য বহুব্রী। করকা, শিল।

ইরাবৎ (পুং) ইরা-বিদ্যতেঽত্র ইরা-ভূমি-মতুপ্. মস্য চ বঃ। ১ সমুদ্র। ২ অর্জ্জুনের পুত্র (ইরাবান্), ইনি নাগরাজকন্যার গর্ভে অর্জ্জুনের ঔরসে জন্মলাভ করেন। তাঁহার পিতৃব্য অর্জ্জুনের প্রতি রাগ করিয়া ইহাঁকে ত্যাগ করেন, তাহাতে জননীকর্ত্তৃক নাগলোকেই প্রতিপালিত হন। একদিন পিতা ইহলোকে আছেন শুনিয়া তথায় গমনপূর্ব্বক সকল বৃত্তান্ত জানাইলেন। পরে পিতৃ আজ্ঞায় রণে গিয়া আর্ষশৃঙ্গ রাক্ষস কর্ত্তৃক নিহত হন।

ইরাবতী (স্ত্রী) ইরাবনং তদাসামস্তি ইরা-মতুপ্। বত্বং ঙীষ্। ১ নদী। (নিঘণ্টু ১। ১৩।) ২ নদীবিশেষ। এই নদী পঞ্জাবের অন্তর্গত। ৩ বটপত্রী বৃক্ষ। ঐ বৃক্ষদ্বারা পর্ব্বত ভেদ করা যায়। ৪ রুদ্রপত্নী। ৫ ব্রহ্মদেশস্থ একটী নদী।

ইরিকা (স্ত্রী) ইরৈব ইরা-কন্ অত ইত্বম্। জল।

ইরিকাবন (ক্লী) ইরিকা প্রধানং বনং শাকতৎ, বা ৬তৎ। (বিভাষৌষধি বনস্পতিভ্যঃ। পা ৮।৪। ৬। ইতি নত্বং বাহুং।) জলের নিকটস্থ বন। নল, হোগলা, কেওড়া প্রভৃতি।

ইরিণ (ক্লী) ঋ-অর্ত্তেঃ কিদিচ্চ (উণ্ ২। ৫১।) ইতি ইনন্। ১ উষরভূমি, উষর ভূমিতে বীজ পুতিলে ফল হয় না। ২ শূন্য। ৩ উর্ব্বর।

ইরিণ্য (ক্লী) উষরক্ষেত্র। (শতপথব্রাহ্মণভাষ্যে সায়ণ ৫।২।৩।৩)

ইরিন্ (ত্রি) হরি-কণ্ড্বাদিং গিনি যলোপঃ। "১ প্রেরক, যে পাঠায় (ইরী ঈরীতা প্রেরিতা। ঋগ্‌ভাষ্যে সায়ণ ৫। ৮৭। ৩।) ২ ঈর্ষ্যক, যে ঈর্ষ্যা করে।

ইরিমেদ (পুং) ইরী ব্যাধিজনকতয়া ঈর্ষ্যকঃ মেদো নির্য্যাসো যস্য বহুব্রী। অরিমেদ, বিট্ খদির। এক প্রকার খএর, ইহার গুণ কষায় ও উষ্ণ। ইহাতে মুখরোগ ও দন্তরোগের ঔষধ হয় ও রক্ত বন্ধ হয়। ও চুলকনা, বিষ, শ্লেষ্মা, কৃমি, কুষ্ঠ (কুট), বিষাক্ত ব্রণ এই সমস্ত নষ্ট করে।

ইরিবিল্লা (স্ত্রী) ইরিণী চাসৌ বিল্লাচেতি। মাথায় এক প্রকার ক্ষুদ্র ব্রণ।

ইরিবেল্লিকা, (Carbnnclo of head) অতিশয় বেদনা ও জ্বরসংযুক্ত ত্রিদোষ লক্ষণাক্রান্ত মস্তকের গোলাকার পিড়কা বিশেষ।

চিকিৎসা—পিত্তজন্য বিসর্প রোগে যেরূপ চিকিৎসা বিধান আছে ইরিবেল্লিকার চিকিৎসাও তদ্রূপ। [বিসর্প শব্দ দেখ।]

হোমিওপ্যাথিক মতে এইরূপ রোগে হিপার সল্‌ফার ৬ ক্রম ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। কোন কোন চিকিৎসক সিলিসিয়া, বেলেডোনা প্রভৃতি অন্যান্য ঔষধও ব্যবহার করিতে বলেন।

ইরেশ (পুং) ৬তৎ। ১ বিষ্ণু। ২ বরুণ। ৩ রাজা। ৪ বাগীশ।

ইর্য্য (ত্রি) ইরস্ (কণ্ড্বাদিং যক্। পা ৩। ১। ৩৭) বেদে নিপাৎ। প্রেরক।

ইর্ব্বারু (পুং) ইরুং বীজং ইয়ত্তি ব্যাপ্নোতি ইরু-ঋ-বাহুং উণ্। ১ কর্কটী, কাঁকুড়। ২ হিংস্রক জন্তু, ইহারা পর্ব্বত গুহায় বাস করে এবং মৃগ প্রভৃতিকে ধরিয়া খায়। রস্ত

চ লঃ। ইর্ব্বালু। ঐ অর্থ। ৩ বিশাল। (ইর্ব্বারু স্ত্রী তথেৰ্ব্বালু স্যাৎ কর্কটী বিশালয়োঃ। শব্দাব্ধি।)

ইর্ব্বারুশুক্তিকা (স্ত্রী) ইর্ব্বারুঃ শুক্তিকা ইব উপ-কর্ম্মধা। কর্কটীবিশেষ। এক প্রকার কাঁকুড়।

ইর্ব্বারুক (পুং) ইর্ব্বারু-কন্। মৃগবিশেষ।

ইর্ম্মন্ (ক্লী) ঋ মন্। ব্রণ, ক্ষত ঘা।

ইল, তুদাং পরং অকং সেট্। শয়ন করা। গমন করা, ক্ষেপণ করা। চুরা° উভ° সক° সেট্। গীত, গান করা (ধাতুরত্ন।)

ইল (পুং) ইল-ক। কর্দ্দম প্রজাপতির পুত্র। [ইলা দেখ।]

ইল্শা (চলিত) ইলীশ মাছ। [ইলীশ দেখ।]

ইলবিলা (স্ত্রী) কুবেরের মাতা, পুলস্ত্যের পত্নী।

ইলা (স্ত্রী) ইল-ক-টাপ। ১ পৃথিবী। ২ বাক্য। ৩ গো। ৪ স্বপ্নশীল, যিনি স্বপ্ন দেখেন বা অধিক শয়ন করেন। ৫ জম্বু-দ্বীপের নববর্ষ মধ্যে বর্ষ বিশেষ। ৬ বৈবস্বত মনুর কন্যা। ইনি বিষ্ণুর বরেতে পুরুষভাব পাইয়া সুদ্যুম্ন নামে খ্যাত ছিলেন। অনন্তর মহাদেবের অভিশপ্ত কুমারবনে প্রবেশ করিয়া পুনরায় স্ত্রীভাবাপন্ন হইলেন। বুধ ইহাকে বিবাহ করিয়া পুরূরবা নামে একটী পুত্র উৎপাদন করেন। অনন্তর তাঁহার পুরোহিত বশিষ্ঠদেব শিবের উপাসনা করিয়া তিনি একমাস স্ত্রী এবং একমাস পুরুষভাবে থাকিবেন এইরূপ বর পাইলেন। *। ৭ কর্দ্দম প্রজাপতির পুত্র ইল কার্ত্তিকের জন্মস্থানে গিয়া স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হইলে তিনি ইলা নামে খ্যাত হন, অনন্তর ভগবতীর আরাধনা করিয়া একমাস স্ত্রীভাব ও এক মাস পুরুষ ভাব প্রাপ্ত হন। [ইড়া দেখ।]

ইলাকা (পারস্য) নিষ্পত্তি, সীমা।

ইলাবৃত (ক্লী,পুং) ইলা পৃথিবী বাবৃতঃ। ১জম্বুদ্বীপের নববর্ষের মধ্যে চতুর্থ। ইলাবৃতবর্ষ মেরুপর্ব্বত বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ইহার উত্তরে নীল পর্ব্বত, দক্ষিণে নিষধ, পশ্চিমে মাল্যবান্ ও পূর্ব্বে গন্ধমাদন পর্ব্বত। ২ বুধগ্রহ। ৩ অগ্নীধ্রের পুত্র। ইনি পিতার নিকট ইলাবৃতবর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ইলাহী, শেখ। বয়ানা নামক স্থানের একজন বিখ্যাত মুসলমান দার্শনিক। দিল্লীর পাদশা সেলিমের সময় ইনি আপনাকে ইমাম্ মাহ্দী বলিয়া পরিচয় দেন এবং নূতন ধর্ম্ম-মত প্রচার করেন। সেই সময় বিস্তীর্ণ দিল্লীসাম্রাজ্যের চারিদিকে ইলাহীকে লইয়া বড় গোলযোগ উপস্থিত হইল। পাদশা ইলাহীর প্রাণবিনাশের আদেশ দিলেন। ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে ইলাহী নিহত হইলেন।

ইলাহী গজ। এক প্রকার গজ। পূর্ব্বে জমিজমার মাপ লইয়া বড় গোলযোগ হইত। সম্রাট্ অকবরের সময় হইতে নিয়ম হইল ৪১ অঙ্গুলিতে এক গজ গণিত হইবে। ঐ গজ ইলাহী নামে প্রচলিত।

ইলি, ইলী (স্ত্রী) ইল্-ক-ঙীপ্। ছুরিকা, ছুরী।

ইলিকা (স্ত্রী) ইলা-স্বার্থে কন্ আকারস্যেকারঃ টাপ্ চ। পৃথিবী।

ইলিনী (স্ত্রী) ইলা-অস্ত্যর্থে ইনি ঙীপ্। চন্দ্রবংশীয় মেধাতিথি রাজার কন্যা। (হরিবংশ ২২ অঃ।)

ইলী (স্ত্রী) ইল-ক-ঙীষ্। করপালিকা, কাটারি, দা।

ইলীবিশ (পুং) বেদোক্ত অসুরবিশেষ। (নিরুক্ত ৬। ১৯।)

ইলীশ (পুং) মৎস্য বিশেষ। (Clubea Ilisha)। কেহ কেহ হিল্শা মাছ বলে। তৈলঙ্গে ইহাকে পলাশা, তামিলে উলম্ ও সিন্ধুদেশে পুল্লা বলে। সংস্কৃত ভাষায় ইহার পর্য্যায়— গাঙ্গেয়, বারিকর্পূর, শফরাধিপ, জলতাল, রাজশফর, ইল্লীশ, জলতাপী।

এই মাছ পারস্যোপসাগরে, সিন্ধুনদের উপকূলে, ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের বড় বড় নদীতে এবং মলয় দ্বীপের নদীতে বাস করে। এখানকার গঙ্গায় দক্ষিণ-পশ্চিমে বাতাস বহিলে এই মাছ দেখা যায়। কৃষ্ণা নদীতে আশ্বিন মাসের প্রথমে, গোদাবরীতে কার্ত্তিক মাসের প্রথমে, কাবেরীতে জ্যৈষ্ঠমাসে, সিন্ধুনদে ফাল্গুন-চৈত্রে, ব্রহ্মদেশের ইরাবতী নদীতে কার্ত্তিক মাসে এই মাছ বিস্তর দেখা যায়।

এই মাছের গা, রূপার মত পরিষ্কার তাহার উপর সোণালী রঙ, মাঝে মাঝে লালের আভা। এই মাছ দেড়হাত পর্য্যন্ত বড় হয়।

এই মাছ খাইতে অতি সুস্বাদু। বৈদ্যশাস্ত্রের মতে ইলীশের গুণ—মধুর, স্নিগ্ধ, রোচক, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তকর, কফকর, কিঞ্চিৎ লঘু, বৃষ্য ও বায়ুনাশক।

এই মাছের শরীরে অধিক তৈলপদার্থ জন্মে।

ইলুষ (পুং) কবসের পিতা।

ইলেক (লেখার অপভ্রংশ) কালি বা কমলের দাগ।

ইলোরা (ইলুরা বা বেলুর)—বোম্বাই দ্বীপের পূর্ব্বাংশে দৌলতাবাদের সন্নিকটে একটী স্থান। গুহামন্দিরের নিমিত্ত এই স্থান বহুদিন হইতে প্রসিদ্ধ হইয়া আসিতেছে। এইখানে পাহাড় খুদিয়া বড় বড় দেবমন্দির সকল নির্ম্মিত হইয়াছে। বৌদ্ধ, হিন্দু ও জৈন এই তিন পৃথক ধর্ম্মাবলম্বীদিগের দেবমূর্ত্তি ঐ সকল গুহা মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে।

প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র ইলোরা ঘৃষ্ণেশ্বর নামক শিবতীর্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই তীর্থটী দেখিবার জন্য লক্ষ

লক্ষ বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু সন্তান এখানে আগমন করিতেন।

ভারতবর্ষমধ্যে অনেক স্থানে গুহামন্দির আছে, তন্মধ্যে ইলোরার গুহামন্দিরই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত। ইলোরার পাহাড় অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, উহার উপর দেবালয় প্রতিষ্ঠিত। উহার দক্ষিণ ভুজে বৌদ্ধমন্দির, উত্তরভুজে ইন্দ্রসভা বা জৈনমন্দির, মধ্যস্থলে হিন্দুদেবদেবীর মন্দির।

দক্ষিণভাগের গুহাগুলি অতিপ্রাচীন। কেহ কেহ অনুমান করেন, ঐগুলি খৃষ্টের ৩৫০ হইতে ৫৫০ অব্দে মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই ভাগকে এখানকার লোকেরা ঢেরাবাড়া বলে। ইহার প্রথম গুহাটি একটী বৌদ্ধবিহার, এখানে বড় বড় আটটী ঘর আছে। দ্বিতীয়টী নাট্য-মন্দিরের মত,বোধ হয় এখানে বসিয়া সকলে উপাসনা করিত। ইহার বারান্দায় অনেকগুলি বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। এখানকার তৃতীয় গুহাটী প্রথমটীর মত, কিন্তু প্রথম দুইটী অপেক্ষা অনেক প্রাচীন। তাহার পর পাঁচটী গুহা আছে, কিন্তু ঐগুলি প্রায় একেবারে নষ্ট হইয়াছে। ইহার একটীতে বৃহদাকার লোকেশ্বরের মূর্ত্তি আছে, তাঁহার ভৈরব বেশ দেখিলে মনে ভয় ও ভক্তির সঞ্চার হয়।

উক্ত গুহাগুলি অতিক্রম করিয়া কিছু উপরে উঠিলে মহারবাড়াগুহা। ইহা একটী বিস্তীর্ণ বিহার, ইহার গভীরতা প্রায় ১১৭ ফিট্, বিস্তার ৫৮॥ ফিট্। এই বিহারের ছাদ ২৪টী থামের উপর। দেখিলেই বোধ হয় এই গুহাবিহারে বৌদ্ধযতিদিগের দরবার হইত। ইহার বাম প্রবেশদ্বারে ধ্যানাবস্থায় উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি। চারিদিকে স্ত্রীপুরুষ মূর্ত্তি, যেন বুদ্ধের পরিচর্য্যায় তাহারা নিযুক্ত। এই গুহার দক্ষিণে আর একটী মন্দির, তাহাতেও উপবিষ্ট বুদ্ধ ও অনেকগুলি পদ্মগুচ্ছধারী নরনারী মূর্ত্তি রহিয়াছে। এই মন্দিরের পরে অনেকগুলি বিহার ও জলাশয় আছে। উক্ত গুহাগুলি ছাড়াইয়া একটু উপরে বিশ্বকর্ম্মার গুহা। এখানে বিশ্ব-কর্ম্মারূপী বুদ্ধমূর্ত্তি রহিয়াছে। ঐ মূর্ত্তির পূজা দিবার জন্য নানাস্থানের ছুতারেরা এখানে আসিয়া থাকে।

ঐ গুহা ছাড়াইয়া কিছু উত্তরে দ্বিতল (দো থাল) নামে একটী গুহা আছে। পূর্ব্বে কেবল একতলা দেখা যাইত, তাহাও আবার মাটি ভরা ছিল। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে নীচের তলার সিঁড়ি বাহির হয়; তৎপরে ঐ স্থান পরিষ্কার করিলে নীচের তলায় মন্দির ও গুহাগুলির উদ্ধার হয়। এখানে বুদ্ধদেব, পদ্মপাণি, বজ্রপাণি প্রভৃতি বৌদ্ধ দেবমূর্ত্তি ও আরও অনেক মূর্ত্তি আছে। ইহার পর ত্রিতল (তিন থাল) গুহা। এই গুহাটীর কারিকুরী অতি চমৎকার। দেয়ালের উপর ফুলকাটা ও নানাপ্রকার মানুষ আঁকা। এক স্থানে একটী বুদ্ধমূর্ত্তি সিংহাসনে বসিয়া আছে। এই সমাসীন মূর্ত্তিটী উচ্চে প্রায় ৮ হাত। এক স্থানে সাতজন ধ্যানিবুদ্ধ বসিয়া আছেন, দেখিলেই বোধ হয় পাষাণের মধ্যেও যেন জীবন রহিয়াছে, প্রকৃতই যেন তাঁহারা অপার্থিব ধ্যানে নিমগ্ন। এ ছাড়া লোচনাতারা, মামুখী প্রভৃতি বোধিসত্ত্ব রমণীগণের মূর্ত্তিও সেই স্থান অলঙ্কৃত করিয়াছে। এ গুহাটী বোধ হয় বৌদ্ধদিগের মহাযান সম্প্রদায় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত।

পাহাড়ের মধ্যস্থলে ত্রিতল গুহার নিকট হইতে হিন্দু দেবদেবীর মন্দির আরম্ভ হইয়াছে, ঐ গুহামন্দির প্রায় ১৫।১৬টী হইবে। বৌদ্ধদিগের নির্ম্মিত গুহার ন্যায়, এ গুলিতেও বিস্তর শিল্পনৈপুণ্য এবং অসাধারণ ভাস্করকার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষতঃ বৌদ্ধদিগের গুহা অপেক্ষা এইগুলি অধিক সুসজ্জীভূত। এখানকার রাবণ-কা-খাই, কৈলাস, রামেশ্বর, নীলকণ্ঠ, তেলি-কা-গণ, কুম্বার-বাড়া, জনবাস ও গোপীমন্দিরই প্রধান।

রাবণ-কা খাই গুহার চারিদিকে প্রদক্ষিণা। এই মন্দির মধ্যে মহিষমর্দ্দিনী, হরপার্ব্বতী, শিবতাণ্ডব প্রভৃতি সুন্দর দেবতামূর্ত্তি শোভা পাইতেছে। কোনখানে দশস্কন্ধ রাবণ কৈলাস তুলিতে গিয়াছেন, তাহার দৃশ্য। কোনস্থানে করিচর্ম্মপরিধান ভয়ঙ্কর ভৈরবমূর্ত্তি রক্তাসুরকে বিনাশ করিতে-ছেন, তাঁহার এক হস্তে অসি, অপর হস্তে পাত্র। কোথায় বা ঐরাবতের উপর ইন্দ্রাণী, শূকরের উপর বারাহী, গরুড়ের উপর লক্ষ্মী, ময়ূরের উপর কৌমারী, বৃষভের উপর মাহেশ্বরী, হংসের উপর সরস্বতী উপবিষ্ট আছেন। কোথায় বা নির্জ্জনে বসিয়া ভোলা ডমরু বাজাইতেছেন। এই নির্জ্জন পার্ব্বত্য-প্রদেশে এই দেবমূর্ত্তিসকল দেখিলে হিন্দুমাত্রেরই হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হয়।

এখনকার 'দশ অবতার গুহা' আরও চমৎকার। দশ অবতার এবং তাঁহাদের লীলাচিত্র ব্যতীত গণপতি, পার্ব্বতী, সূর্য্য, অর্দ্ধনারী প্রভৃতি অনেক দেবতামূর্ত্তি আছে। এই মন্দিরে অস্পষ্ট প্রস্তরলিপি পাওয়া যায়। বোধ হয়, মন্দিরপ্রতিষ্ঠার বিবরণ ঐ প্রস্তরখণ্ডে লিখিত ছিল, কিন্তু কালে তাহা অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, যে ব্যক্তি কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় করিয়া এই অমানুষী কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার নাম পরিচয় দিবার নিদর্শন-মাত্র নাই।
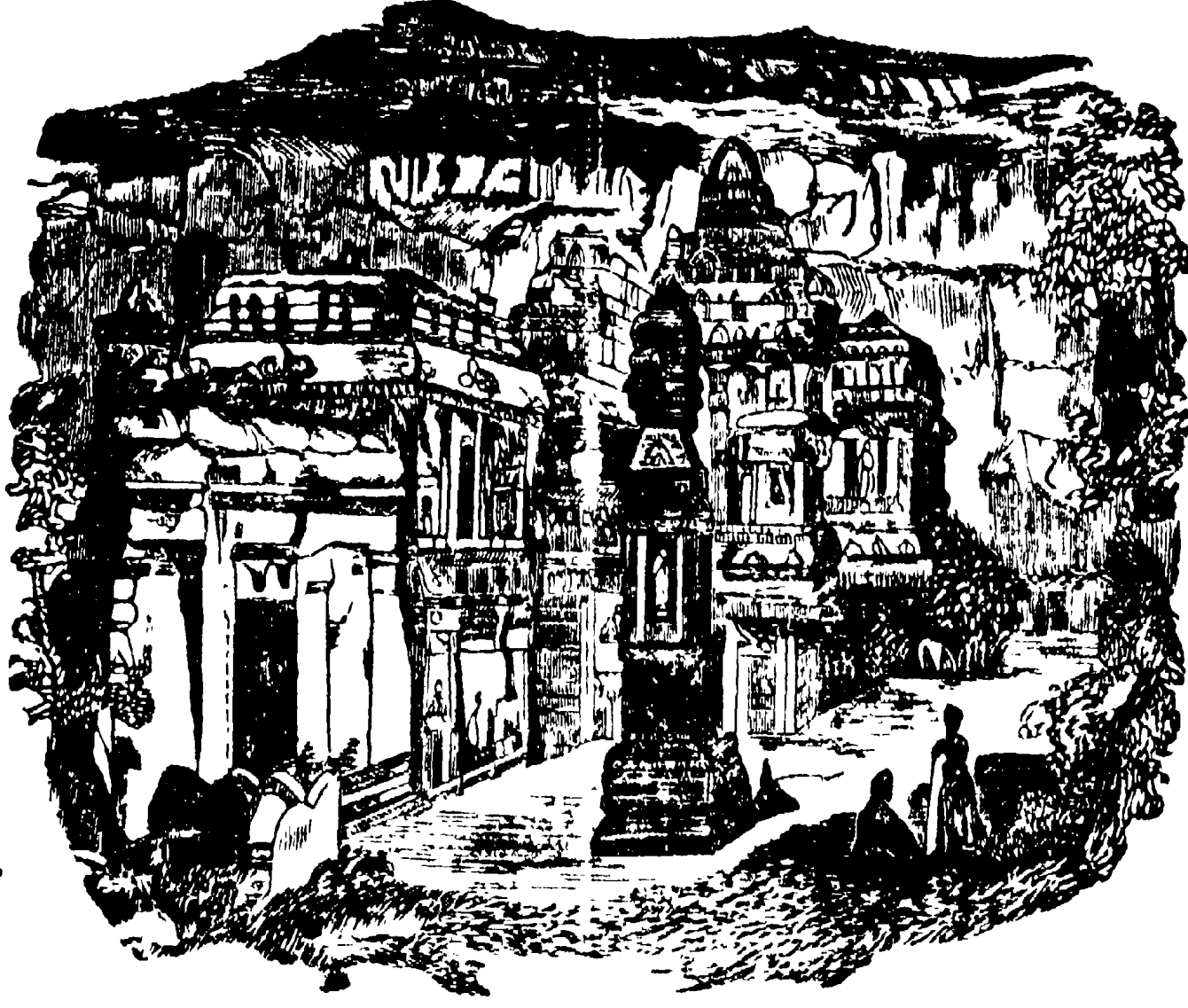
কৈলাস।

ইলোরার কৈলাস বা রঙ্গমহল ভারতবর্ষের মধ্যে গুহা-মন্দিরের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে। পাহাড় খুদিয়া এমন সুবৃহৎ দেবালয় অতি অল্পই দেখা যায়। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পী, ভাস্কর ও স্থপতিগণ কি অসাধারণ ক্ষমতা ও কৌশলের পরিচয় দিয়াছে, তাহা এই কৈলাস দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। এই নির্জ্জনবনরাজি-বেষ্টিত কৈলাসভবনে আসিলে মনে হয়, যেন সত্যই আমরা সেই দেবাদিদেব মহাদেবের কৈলাসে আসিয়াছি। লোকে ইজিপ্টের পিরামিডের কথা শুনিয়া বিস্মিত হন, চীনের প্রাচীরের কথা শুনিয়া প্রশংসা করেন, আগ্রার তাজমহল দেখিয়া চমৎকৃত হন. তাঁহারা একবার ইলোরার কৈলাস দেখিয়া আসুন, ধর্ম্ম, ভক্তি ও হৃদয়ে শান্তিলাভ করিবেন; প্রাচীন হিন্দুরাজগণের অসাধারণ দেবভক্তি, স্বধর্ম্মানুরাগ, নিঃস্বার্থপরোপকারিতা এবং অলৌকিক কীর্ত্তি দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন।

পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিদেরা স্থির করিয়াছেন, কৈলাস-মন্দির রাষ্ট্রকুটাধিপতি দন্তিদুর্গকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু এই মন্দির তাহা অপেক্ষা পুর্ব্বকালে নির্ম্মিত হওয়াই সম্ভব। দন্তিদুর্গ এই মন্দিরটী সজ্জিত বা পুনঃসংস্কার করিয়া থাকিবে। এই মন্দির মধ্যে আমাদের প্রধান দেবদেবীর মূর্ত্তিসকল এবং রামায়ণ ও মহাভারতের বীরগণের মূর্ত্তি ও লীলাখেলা খোদিত আছে। এই মন্দিরটী নানা চিত্রবিচিত্রে চিত্রিত থাকায় ইহার রঙ্গমহল নাম হইয়াছে।

কৈলাস ছাড়াইয়া রামেশ্বর ও নীলকণ্ঠ প্রভৃতি গুহা। ঐ গুহাগুলিতেও নানাপ্রকার খোদাই কাজ এবং দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে।

ইলোরার পাহাড়ে উত্তরভুজের প্রান্ত মন্দিরের নাম পার্শ্বনাথ। এটী ভূমি হইতে ৪৮০ হস্ত উর্দ্ধে অবস্থিত, এ মন্দিরটী প্রাচীন নহে, ইহা ইষ্টকনির্ম্মিত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরঙ্গাবাদের একজন জৈন বণিক্ ঐ মন্দির নির্ম্মাণ করেন, এখানে পার্শ্বনাথ দেবের ৬॥ হাত উচ্চ একটী দিগম্বর মূর্ত্তি আছে, তিনি ধ্যানে বসিয়া আছেন। গুজরাটের জৈনেরা ভাদ্র মাসে শুক্ল চতুর্দ্দশীতে ঐখানে আসিয়া ঐ মূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকেন। এক মণ ঘৃত দ্বারা ঐ মূর্ত্তির পূজা করিতে হয়।

পার্শ্বনাথের দক্ষিণে ইন্দ্রসভা। উহা তিনটী গুহায় বিভক্ত। প্রথমটী ৪০ হাত দীর্ঘ ও ২০ হাত প্রস্থ। ইহাতে ষোলটী থাম ও বারটী ছড় আছে। ইহার প্রাচীরের চারিদিকে জৈন দেবদেবীর মূর্ত্তি আঁকা। ইহার রচনাচাতুর্য্য প্রশংসনীয়। দ্বিতীয়টী জগন্নাথসভা। ইহার মধ্যে একটী প্রকাণ্ড গর্ভগৃহ আছে; পার্শ্বনাথ, মহাবীর, প্রভৃতি জৈন তীর্থঙ্কর এবং অম্বিকা প্রভৃতি জৈনদেবীর মূর্ত্তি আছে। ৩য়টী রঙ্খোড়জীর মন্দির। ইহার গর্ভগৃহে এবং প্রাচীরের সর্ব্বত্র জিন গণধর এবং তীর্থঙ্কর প্রভৃতির মূর্ত্তি খোদিত। ঐ সকল মূর্ত্তিকে এখন লোকে রঙ্খোড়জী বলে। তাহার সম্মুখস্থ বারান্দায় হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ় এক পুরুষমূর্ত্তি ও এক স্ত্রীমূর্ত্তি আছে, ব্রাহ্মণেরা ঐ

দুইটীকে ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর মূর্ত্তি বোধ করেন। তাঁহাদের মতে, ঐ দুইটী মূর্ত্তির নামানুসারে এই গুহার নাম ইন্দ্রসভা হইয়াছে। বস্তুতঃ ইন্দ্রদেবের পূজার্থ এ মন্দির নির্ম্মিত হয় নাই।

এ ছাড়া ইলোরার দুমার লেনা বা বিবাহসভা, সীতা কা নানি, এহরভদ্র প্রভৃতি গুহাও দেখিবার জিনিস।

ইলোরার উৎপত্তি সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবাদ আছে।—

কেহ বলেন, বুধপত্নী ইলার নামানুসারে ইহার নাম ইলোরা হইয়াছে। এখানে যুবনাশ্ব, দণ্ডক, ইন্দ্রদ্যুম্ন, দরুথ্য, রাম প্রভৃতি রাজগণ রাজত্ব করিতেন। [Wilson's Analysis of the Mackenzie Mannscripts Vol. I. p. civ.] মুসলমানেরা কহে, "ইলোরা নগর পূর্ব্বকালে রাজা ইল কর্ত্তৃক স্থাপিত, তিনিই এখানকার পাহাড় খুদিয়া মন্দির সকল নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি নয়শত বর্ষ পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন।"

আবার এদিক্‌কার ব্রাহ্মণেরা বলেন, "৭৮৯৪ বর্ষ পূর্ব্বে ইলিচপুরে ইলু নামে একজন রাজা ছিলেন। দৈব দুর্বিপাকবশতঃ তাঁহার সর্ব্বশরীরে পোকা জন্মিল। তিনি ইলোরাশৃঙ্গস্থ শিবালয় সরোবর নামক পবিত্র তীর্থে অবগাহন মানসে যাত্রা করেন। এই তীর্থ প্রথমে বাইট ধনু পরিমিত ছিল, কিন্তু যমের প্রার্থনায় বিষ্ণু তাহাকে গোষ্পদতুল্য খর্ব্ব করিয়াছিলেন। ইলু রাজা এখানে আসিয়া ঐ তীর্থের জলে কাপড় ভিজাইয়া আপন ক্ষত শরীর ধৌত করিলেন, তাহাতে তাঁহার ব্যাধি সারিল। পরে আপন কৃতজ্ঞতা চিরস্মরণীয় করিবার অভিলাষে ইলোরার পর্ব্বত খনন করাইয়া, ইহার গুহাতে নানাপ্রকার দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন।" (Asiatic Researches VI. 385).

ইল্লক (পুং) একপ্রকার পক্ষী।

ইল্লিশ (পুং) ইলীশ মাছ। [ইলীশ দেখ।]

ইল্বড় (ইল্বল) (পুং) ইল (সানসীত্যাদিনা। উণ্ ৪। ১০৭।) ইতি বলচ্। ১ মৎস্য বিশেষ, এক প্রকার মাছ। ২ দৈত্যবিশেষ। এই দৈত্যের মাতা সিংহিকা, পিতা বিপ্রচিত্তি, ইহার অপর নাম সৈংহিকেয়। ব্যংশ্ব, শল্য, নভ, বাতাপি, নমুচি, ইল্বল, খসৃম, আঞ্জিক, নরক, কালনাভ, রাহু, (শুক, পোত্তরণ, বজ্রনাভ) এই গুলি ইল্বলের সহোদর ভাই।

মণিমতীপুরে ইহার বাসস্থান ছিল। ইহার কনিষ্ঠ বাতাপি এক তপস্বিব্রাহ্মণের নিকট ইন্দ্রতুল্য পুত্রের বর প্রার্থনা করে। ব্রাহ্মণ ইহার অভিমত বর না দেওয়ায় বাতাপি ও ইল্বল উভয়েই তাহার উপর ক্রুদ্ধ হইল, তখন হইতেই ইল্বল ব্রহ্মহত্যায় প্রবৃত্ত হইল এবং নিজ কনিষ্ঠকে মায়াবলে ভেড়া করিয়া ব্রাহ্মণের সাক্ষাতে কাটিত, পরে কাটিয়া সুন্দররূপে মাংস রাঁধিয়া ব্রাহ্মণকে খাইতে দিত। পরে বাহিরে থাকিয়া বাতাপিকে ডাকিবামাত্র সে ব্রাহ্মণের এক পাশ ভেদ করিয়া বাহির হইত এবং তখনিই সেই ব্রাহ্মণ মরিত। ইল্বল এত মায়া জানিত যে, যে ব্যক্তি মরিয়া যমের বাড়ী গিয়াছে, ইল্বল ডাকিলে সে তখনই সশরীরে হাজির হইত। একদিন কতকগুলি রাজর্ষি মুনিগণের সহিত ইল্বলের বাড়ীতে যান। তখন সে অতি সমাদরে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করে। পরে ভেড়ার রূপধারী বাতাপিকে কাটিয়া মাংস প্রস্তুত করিল। তাহা দেখিয়া রাজর্ষিগণ বিস্মিত হইলেন। তখন অগস্ত্য বলিলেন, ভয় নাই আমিই ঐ মাংস খাইব, তোমরা স্থির হও। ইল্বল তাঁহাকে সেই মাংস খাওয়াইয়া যখন বাতাপি বাতাপি বলিয়া ডাকিতে লাগিল, তখন অগস্ত্যের বায়ু নিঃসরণ হইল এবং বলিলেন তোমার বাতাপি কোথায়? সে যে আমার পেটে জীর্ণ হইয়াছে। তখন ইল্বল তর্জ্জন করিতে লাগিল। অবশেষে অগস্ত্যের নেত্রনির্গত অগ্নিদ্বারা সে ভস্মীভূত হইল। (রামায়ণ ও মহাভারত।)

ইল্বল (স্ত্রী) ইল্-বল বা, ইল-ক্বিপ্, ততো বলচ্। নিত্য-বহুবচনান্ত শব্দ। মৃগশিরা নক্ষত্রের শিরস্থিত পাঁচটী ক্ষুদ্র তারা।

ইব্, ইদিৎ ভ্বা সকং সেট্। ব্যাপ্তি, প্রীতকরা।

ইব (অব্য) ১ সদৃশ, তুল্য। উৎপ্রেক্ষা, (যেন ইত্যাদি) ৩ ঈষৎ অর্থবোধক। ৪ বাক্যালঙ্কার, বাক্যে বাহারের জন্য যাহা প্রয়োগ করা হয়। ৫ অবধারণ নির্ণয়।

ইল্লৎ (আরব্য) ময়লা। কাদা। এদেশের নীচ বা নোংরা লোককে 'ইল্লৎ' বা 'ইল্লোথ্' বলা হয়। ("ইল্লোথ্ যায় ধুলে, স্বভাব যায় মোলে।") প্রাচীন গ্রীকেরাও নীচ লোককে হিলৎ (Helot) বলিত।

ইল্লোৎখানা (পারস্য) পাইখানা।

ইবীলক (পুং) লম্বোদরের পুত্র। (বিষ্ণুপু॰)

ইশ্‌তিহার (পারস্য) বিজ্ঞাপনপত্র।

ইশাক খাঁ, ওরফে মোতসিন্ উদ্দৌলা। দিল্লীসম্রাট্ মুহম্মদ শাহের অতি প্রিয়পাত্র ও বন্ধু। ইনি উত্তম কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। আপনার কবিতায় ইনি ইশাক্ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে ইহাঁর মৃত্যু হয়। ইহাঁর আদি নাম মীর্জা গোলাম আলী। ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে ইহাঁর কন্যার সহিত নবাব সুজা উদ্দৌলার বিবাহ হয়।

ইশাদী (আরব্য) সাক্ষী।

ঈশীকা (স্ত্রী) ইষীকা পৃষোং। হস্তীর চক্ষুগোলক, হাতির চোকের মণি।

ইষ (ধা) দিবা॰ পর॰ সক॰ সেট্। ১ গমন। করা ২ সরিয়া যাওয়া। তুদা॰ সক॰ সেট্। ৩ বাঞ্ছা। পরং অক॰ সেট্। ৪ আভীক্ষ্ণ, বারংবার।

ইষ্ (ত্রি) ইষ-ইচ্ছার্থে ক্বিপ্। ১ ইচ্ছাযুক্ত। কর্ম্মণি ক্বিপ্। ২ অভিলষিত দ্রব্য, যাহা অভিলাষ করা হয়। ৩ অন্ন খাদ্য। ৪ ইচ্ছার বিষয়, যাহা ইচ্ছা করা হয়। ইষ-গতৌ ভাবে ক্বিপ্। ৫ যাত্রা, প্রেরণ।

ইষ (পুং) ইষ গত্যর্থে ক্বিপ্ ইট্, যাত্রা সা বিদ্যতে যস্মিন্ মাসে (অর্শ আদিভ্যোঽচ্। পা ৫। ২। ১২৭।) ইত্যচ্। ১ সৌর ও চান্দ্র আশ্বিন মাস। "যুবতীগৃহগতে চার্থলাভঃ প্রদিষ্টঃ।" (রাজমার্ত্তণ্ড।) কন্যারাশিতে সূর্য্য গেলে অর্থাৎ আশ্বিন মাসে যাত্রা করিলে অর্থলাভ হয়। শরৎকালে যাত্রা করিলে সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ হয়।

ইষণি (স্ত্রী) ইষ-অনি নিপাং। প্রেষণ। প্রেরণ।

ইষণ্যা (স্ত্রী) ইষণিমিচ্ছতীতি ইষণি-ক্যচ্-অঙ্ ভাবে টাপ্। প্রেরণ।

ইষব্য (ত্রি) ইষুণা বিধ্যতি ইষৌ কুশলো বা ইষু-যৎ। ১ শরলক্ষ্য, বাণের দ্বারা যাহাকে মারিবার জন্য লক্ষ্য করা হয়। ২ যে ভালরূপে বাণ চালিতে পারে।

ইষিকা (স্ত্রী) ইষ-(কৃঞাদিভ্যো বুন্। উণ্ ৫।৩৫।) ইতি বুন্। ১ হস্তীর চক্ষুগোলক, মণি। ২ তুলিকা, তুলী, চিত্রকর্ম্মের যন্ত্রবিশেষ, ইহা শূকর বা ঘোড়ার লোমে প্রস্তুত হয়।

ইষির (ত্রি) ইষ (ইষি মদীত্যাদিনা। উণ্ ১। ৫২) ইতি কিরচ্। ১ অগ্নি। ২ গমনশীল, যিনি যাইতে উদ্যত বা পটু।

ইষীকা (স্ত্রী) ঈষ (ঈষেঃ কিদ্ধ্রস্বশ্চ। উণ্ ৪। ২১।) ইতি ইকন্। ১ হস্তীর চক্ষুগোলক। ২ কাশতৃণ, কেশে। ৩ মুঞ্জামধ্যবর্ত্তিতৃণ। ৪ শরের কাটী। ৫ বেনার কাটী। ঐ তৃণে এক প্রকার অস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। ("তস্মিন্নাস্থদিষীকাস্ত্রং"। রঘু।)

ইষু (পুং স্ত্রী) ঈষ (ঈষেঃ কিচ্চ। উণ্ ১। ১৪) ইতি উ। ১ বাণ। ২ সংখ্যা। ৩ বৃত্তক্ষেত্রের মধ্যের রেখাবিশেষ। ৪ সামবেদ-বিহিত যজ্ঞ বিশেষ। (স্থূলাং প্রকারে কন্। ইষুকা।)

ইষুকামশমী (স্ত্রী) ইষৌ কামঃ ইষুকামঃ স শম্যতে যত্র, ইষুকাম-শম-অধিকরণে ঘঞ্ ঙীপ্। গ্রামবিশেষ, পুরীবিশেষ।

ইষুকার (পুং) ইষুং করোতীতি ইষু-কৃ অণ্ উপ॰ স। যে বাণ প্রস্তুত করে, কামার।

ইষুকৃৎ (পুং) ইষু-কৃ-ক্বিপ্। কর্ম্মকার, কামার।

ইষুধর (পুং) ইষু-ধৃ-অচ্ ৬তৎ, ধৃ উপতৎ। বাণধারী। ইষুভৃৎ প্রভৃতি শব্দেরও এই অর্থ।

ইষুধি (পুং স্ত্রী) ইষু-ধা-অধিকরণে কি। বাণাধার, যাহাতে বাণ রাখা যায়। তূণ। (তূণোপাসঙ্গতূণীরনিষঙ্গা ইষুধির্দ্বয়োঃ। অমর।)

ইষুধ্যা (স্ত্রী) ইষুধি কণ্ড্বাদি যক্-অ-টাপ্। প্রার্থনা।

ইষুপ (পুং) ইষু-পা-ক উপতৎ। অসুরবিশেষ। এই অসুর অংশরূপে অবতীর্ণ হইয়া নগ্নজিৎ নামক রাজা হইয়াছিল।

ইষুপথ (পুং) ৬তৎ। বাণের পথ।

ইষুপুষ্পা (স্ত্রী) ইষুরিব পুষ্পং যস্যাঃ, দূরবিসারিগন্ধত্বাং বহুব্রী। শরপুষ্পা বৃক্ষ। এই গাছের ফুলের গন্ধ ইষুর ন্যায়। ঐ গন্ধ অনেক দূর যায় বলিয়া এই নাম হইয়াছে।

ইষুভৃৎ (ত্রি) ইষু-ভৃ-ক্বিপ্। বাণধারী।

ইষুমৎ (ত্রি) ইষু-অস্ত্যর্থে প্রাশস্ত্যে মতুপ্ মস্য চ বঃ। বাণধারী, প্রশস্ত বাণধারা, যিনি ধনুর্বিদ্যা জানেন।

ইষুমাত্র (স্ত্রী) ইষুঃ প্রমাণমস্য ইষু-(প্রমাণেদ্বয়সজ্ দঘ্নমাত্রচঃ। পা। ৫। ২। ৩৭) ইতি মাত্রচ্। ১ বাণ প্রমাণ, অর্থাৎ বাণ ছাড়িলে যতদূর যায় ততটা পরিমাণ। ২ ঋগ্বেদিদিগের কুণ্ড। ৩ বাণ প্রমাণমাত্র, বাণ যত বড়, যতটা পরিমাণ। ৪ কেবলই বাণ।

ইষুর মূল (গ্রাম্য) ইসের মূল, অর্কমূলা।

ইষুবিক্ষেপ (পুং) ৬তৎ। বাণ ছাড়িবার স্থান, ১৫০ হাত পরিমাণ বিশিষ্ট প্রদেশ।

ইষেত্বাক (পুং) ইষেত্বা ইতি অস্তি যস্মিন্ অনুবাকে অধ্যায়ে বা ইষেত্বা (গোষদাদিভ্যো বুন্। পা ৫। ২। ৬২) ইতি বুন্। ইষেত্বা শব্দবিশিষ্ট অনুবাক বা অধ্যায়। যজুর্বেদের ১ম অধ্যায় সেই অধ্যায়ের প্রথমে ইষে ত্বোর্জ্জেত্বা ইত্যাদি মন্ত্র রহিয়াছে, এইজন্য ইষেত্বা এই নাম হইয়াছে। (বাজসনেয় সং ১।১)

ইষ্কর্ত্তৃ (ত্রি) নিস্-কৃ-তৃচ্। (নিশব্দোবহুলম্। এই প্রাতিশাখ্য সূত্রানুসারে উপসর্গের (নিস্ শব্দের) ন লোপ হইল।) নিষ্কর্ত্তা, নিষ্পাদনকারী।

ইষ্কৃতি (স্ত্রী) নিস-কৃ-ক্তিচ্ পূর্ব্ববৎ। ধাই, জননী।

ইষ্ট (ত্রি) যজ বা ইষ কর্ম্মণি ক্ত। ১ অভিলষিত। ২ প্রিয়। ভাবে ক্ত। (ক্লী) ৩ যজ্ঞাদি কর্ম্ম। ৪ পূজিত। (পুং) ৫ এরণ্ড বৃক্ষ। (ক্লী) ৬ সংস্কার। ৭ শ্রৌতকর্ম্ম। ৮ জাতুকর্ণোক্ত ধর্ম্মকার্য্য। ৯ কৃত। ১০ ইচ্ছাকল্পিত। (কামং প্রকামং পর্য্যাপ্তং নিকামেষ্টে যথেপ্সিতে। হেম ৬। ১৪১।) ১১ যজ্ঞ দ্বারা তুষ্ট পরমাত্মা। ১২ বিষ্ণু। (ত্রি) ১৩ হিত।

ইষ্টক (পুং) ইট, দগ্ধমৃত্তিকাখণ্ড।

ইষ্টকা (স্ত্রী) ইষ-(ইষ্যাশিভ্যাং তকন্। উণ্ ৩। ১৪৮।) ইতি তকন্। টাপ্। (কেহণঃ। পা ৭। ৪। ১৩) ইতি বা অস্য ইৎ। ১ ইট্। ইহা দ্বারা পাকা বাড়ী প্রস্তুত হয়। ভাল মাটি ভিজাইয়া কাদা করিবে। পরে তাহা ফারমে অর্থাৎ এক-প্রকার ছাঁচে ফেলিয়া চারি পাশ সমান করিয়া দিবে। শেষে কিছুদিন রৌদ্রে রাখিয়া ভালরূপ শুকাইলে তাহা একে একে কতকগুলি থাকে সাজাইয়া তাহার উপর কিছু কিছু কাঠ বা কায়লা দিয়া ক্রমে ১০। ১২ হাত উচু করিয়া সাজাইবে। পরে তাহাতে আগুন দিবে, কিছুদিন পরে ইষ্টকা পরিপক্ক হইবে। শঙ্খ ও লিখিত, ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহে শ্রাদ্ধাদি পিতৃকার্য্য করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ২ যজ্ঞাগ্নি চয়নের জন্য মৃত্তিকাদি নির্ম্মিত দ্রব্য বিশেষ।

ইষ্টকচিত (ত্রি) ৩তৎ। (ইষ্টকেষীকামালানাং চিত-তূলভারিষু। পা ৬। ৩। ৬৫। ইত্যাকারস্য হ্রস্বত্বম্। ইষ্টকা, ইষীকা, মালা, এই কএকটী শব্দের পরে ক্রমান্বয়ে চিত, তূল, ভারিন্ এই কএকটী শব্দ থাকিলে ঐ কএকটী শব্দের আকার হ্রস্ব হয়।) ইষ্টক দ্বারা ব্যাপ্ত স্থানাদি, ইটে পরিপূর্ণ স্থান।

ইষ্টকর্ম্মন্ (ক্লী) ইষ্ট প্রসিদ্ধ্যর্থং কর্ম্ম-শাকতৎ। গণিত বিশেষ।

"উদ্দেশকালাপবদিষ্টরাশিঃ
ক্ষুণো হৃতোহংশৈ রহিতো যুতো বা।
ইষ্টাহতং দৃষ্টমনেন ভক্তং
রাশির্ভবেৎ প্রোক্তমিতীষ্টকর্ম্ম॥" লীলাবতী।

ইষ্টকাপথ (ক্লী) ইষ্টকায়ামপি পন্থা যস্য, ইষ্টং কাপথং অগম্যবর্ত্ম যস্য ইষ্টকেব সুদৃঢ়ঃ পন্থাঃ যস্যেতি বা (ঋক্ পূরব্দূঃ পথামানক্ষে। পা ৫। ৪। ৭৪। ইতি সর্ব্বত্রাচ্ সমাসান্তঃ।) ১ বীরণমূল, বেণার মূল। ২ ইষ্টকনির্ম্মিত পথ, ইটের রাস্তা।

ইষ্টকামদুহ্ (স্ত্রী) ইষ্টং প্রিয়ং কামমাভলষিতং ইষ্ট-কাম-দুহ-ক। যে অভিলষিত প্রিয়কার্য্যসম্পন্ন করে।

ইষ্টকাব (ত্রি) ইষ্টকা বিদ্যতেহস্য ইষ্টকা। (অন্যেভ্যোহপি দৃশ্যতে। পা ৫। ২। ৯ সূত্রে কাশিকা) ইতি বঃ। ইষ্টকযুক্ত স্থান, যেখানে ইট আছে।

ইষ্টকাবৎ (ত্রি) ইষ্টকা-(চতুরর্থ্যাং। পা ৪। ২। ৮৬ মধ্বাদিত্বাৎ মতুপ্) মস্য চ বঃ। ইষ্টকার নিকটস্থ দেশ প্রভৃতি। (স্ত্রী) ঙীপ্। ইষ্টকাবতী।

ইষ্টকারিন্ (ত্রি) ইষ্টং করোতীতি ণিনি। হিতৈষী।

ইষ্টগন্ধ (ত্রি) ইষ্টো গন্ধো যস্য, বহুব্রী। ইষ্টশ্চাসৌ গন্ধশ্চেতি বা কর্ম্মধা। ১ সুগন্ধ। ২ সুগন্ধি দ্রব্য। (ইষ্টগন্ধঃ সুগন্ধিঃ স্যাৎ। অমর) ৩ বালুকা, বালি। (ক্লীবমিষ্ট-গন্ধং বালুকে সুরভৌ ত্রিষু শব্দাব্ধি।)

ইষ্টজন (পুং) ইষ্টশ্চাসৌ জনশ্চেতি। প্রিয় ব্যক্তি।

ইষ্টতম (ত্রি) অয়মেষাং অতিশয়েন ইষ্টঃ, ইষ্ট (অতিশায়নে তমবিষ্ঠনৌ। পা ৫। ৩। ৫৫।) ইতি তমপ্। অতিশয় প্রিয়। গৃহস্থের স্ত্রী পুত্রাদি ও উদাসীনের ব্রহ্ম অতিশয় প্রিয় হয়। ২ অত্যন্ত মনোমত।

ইষ্টদেব (পুং) কর্ম্মধা। ১ পূজ্য দেবতা। ২ যাঁহার নিকট হইতে তন্ত্রাদি বিহিত মন্ত্র গ্রহণ করা যায়, গুরুঠাকুর।

ইষ্টদেবতা (স্ত্রী) উপাস্য দেবতা, দীক্ষাগুরু।

ইষ্টপ্রয়োগ (পুং) ৬তৎ। শিষ্টপ্রয়োগ, মহতের বাক্য।

ইষ্টবৎ (ত্রি) যজ বা ইষ্-ক্ত বতু। ১ যজ্ঞকারী। ২ ইচ্ছা-বিশিষ্ট। ইষ্ট-মতুপ্। ৩ ইষ্টকর্ম্মকারী, যিনি বেদাদির অধ্যয়নাদি কার্য্য করেন।

ইষ্টমূলাংশজাতি (পুং) লীলাবতীকথিত মূলাংশ জাত বিশেষ। [মূলাংশ জাতি দেখ।]

ইষ্টসাধন (ক্লী) ৬তৎ। অভীষ্ট সিদ্ধি।

ইষ্টা (স্ত্রী) যজ-করণে ক্ত টাপ্। শমীবৃক্ষ। সমিধ্ দ্বারা হোম করে, এজন্য তাহার নাম ইষ্টা।

ইষ্টাদি (পুং) বহুব্রী। পা ৫। ২। ৮৮ সূত্র। এই সূত্রে অনেন (দ্বারা) এই অর্থে ইনি প্রত্যয় হয়। যেমন ইষ্ট-মনেন ইতি ইনি ইষ্টী যজ্ঞে। এইরূপ সাধ্য হয়। *। ইষ্ট, পূর্ত্ত, উপসাদিত, নিগদিত, পরিগদিত, পরিবাদিত, নিকথিত, নিষাদিত, নিপঠিত, সংকলিত, পরিকলিত, সংরক্ষিত, পরিরক্ষিত, অর্চ্চিত, গণিত, অবকীর্ণ, অযুক্ত, গৃহীত, আম্নাত, শ্রুত, অধীত, অবধান, আসেবিত, অবধারিত, অবকল্পিত, নিরাকৃত, উপকৃত, উপাকৃত, অনুযুক্ত, অনুগণিত, অনুপঠিত, ব্যাকুলিত। এই কএকটী ইষ্টাদিগণ।

ইষ্টাপত্তি (স্ত্রী) ৬তৎ। অভিলষিত-প্রাপ্তি, ইষ্টসিদ্ধি। লাভ, উপকার।

ইষ্টাপূর্ত্ত (ক্লী) সমাহারদ্বন্দ্বঃ পূর্ব্বপদ-দীর্ঘশ্চ। ১ অগ্নি-হোত্রাদি যজ্ঞ। ২ সাধারণের উপকারের জন্য যজ্ঞ ও কূপ খননাদি কর্ম্ম।

দীঘী, কুয়ো, গভীর দীঘী প্রভৃতি কাটিয়া দেওয়া এবং অন্ন দান, উপবন নির্ম্মাণ করা ইত্যাদিকে পণ্ডিতেরা পূর্ত্ত বলেন। একাগ্নিকর্ম্ম হোমাদি ত্রেতায় যাহা হুত হয়, আর যাহা বেদী মধ্যে দান করা হয়, তাহাকে ইষ্ট কহে। এই উভয়কে ইষ্টাপূর্ত্ত বলে।

ইষ্টার্থোদ্যুক্ত (ত্রি) ৭তৎ। উৎসুক। উৎসাহযুক্ত (ইষ্টার্থোদ্যুক্ত উৎসুকঃ। অমর।) অভীষ্ট বস্তুর জন্য ত্বরান্বিত হওয়া।

ইষ্টালাপ (পুং) কর্ম্মধা। সদালাপ, পরস্পর ভদ্রালাপ।

ইষ্টি (স্ত্রী) যজ বা ইষ-ক্তিন্। ১ যজ্ঞ। ২ ইচ্ছা। (ইষ্টি-র্যাগেচ্ছয়োঃ। অমর।) অভিলাষ। ৩ শ্লোকসংগ্রহ। ৪ দান-সংগ্রহ। (ইষ্টিস্ত যাগকে। অভিলাসেচ্ছয়োশ্চাপি সংগ্রহে শ্লোকদানয়োঃ। শব্দাব্ধি।) "ইষ্টীঃ পার্ব্বায়নান্তীয়াঃ কেবলা নির্ব্বপেৎ সদা"। মনু ৪।১০।

ইষ্টিকা (স্ত্রী) ইষ তিকন্। [ইষ্টকা দেখ।] "উদ্ঘর্ষণস্ত্বিষ্ট-কয়া কণ্ডুকোঠবিনাশনম্।" সুশ্রুত। ইষ্টিকা (ইট) দ্বারা চুল্‌কাইলে চুল্‌কনা ও কোঠ বিনষ্ট হয়।

ইষ্টিকাপথিক (ক্লী) ৬তৎ। লামজ্জক নামক তৃণ।

ইষ্টিকৃৎ (ত্রি) ইষ্টি কৃ-ক্বিপ্ তুক্। যিনি যাগ করেন।

ইষ্টিন্ (ত্রি) ইষ্টমনেন (ইষ্টাদিভ্যশ্চেতি। পা ৫।২।৮৮) ইষ্ট-ইনি। যজ্ঞকারী, যিনি যাগ করিয়াছেন।

ইষ্টিপচ (পুং) ইষ্টয়ে পচতি ইষ্টি-পচ্-অচ্। ১ কৃপণ। ২ অসুর, দানব। অসুরেরা নিজের জন্যই পাক করে, যজ্ঞাদির জন্য নয়, এজন্য তাহাদিগকে ইষ্টিপচ বলে।

ইষ্টিমুষ্ [ষা] (পুং) ইষ্টিং মুষ্ণাতি ইষ্টি-মুষ-ক্বিপ্। দৈত্য। (ইষ্টিমুষোমতো দৈত্যঃ। শব্দাব্ধি।)

ইষ্টীকৃত (ক্লী) নেষ্টমিষ্টং কৃতং সম্পদ্যমানং ইষ্ট-কৃ-(কৃভ্বস্তি-যোগে সংপদ্যকর্ত্তরি চ্বিঃ। পা ৫।৪।৫০) ইতি চ্বিঃ। (কাশিকায়ান্ত, অভূততদ্ভাব ইত্যধিকঃ পাঠো দৃশ্যতে।) ১ যাহা ইচ্ছা করা হয় নাই, তাহার ইচ্ছা করা। (অনিষ্টিরিষ্টিঃ কৃতেতি চ্বিং) ২ যজ্ঞবিশেষ।

ইষ্টু (স্ত্রী) ইষ-তুন্। ইচ্ছা।

ইষ্ম (পুং) ইষ-মক্ (ইষিযুধীন্ধিত্যাদিনা মক্। উণ্ ১।১৪৪।) ১ কামদেব। ২ বসন্তকাল। কেহ কেহ ঈষ্ম এইরূপ পাঠ করেন। ৩ গমন। (ইষ্মঃ কামবসন্তয়োঃ। উজ্জ্বলদত্ত।)

ইষ্ট্যয়ন (ক্লী) ইষ্টিভিরয়নং গমনং যত্র বহুব্রী। যাগ-বিশেষের অনুষ্ঠান। সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধাদি। অগ্নিদৈবত্য প্রভৃতি, ইহার অনেক প্রকার ভেদ আছে।

ইষ্য (পুং) ইষ-বরণে ক্যপ্। বসন্তকাল। (বসন্ত ইষ্যঃ সুরভিঃ পুষ্পকালো বলাঙ্গকঃ। হেম ২। ৭০।)

ইষ্ব (পুং) ইষ (সর্ব্বনিঘৃষেত্যাদিনা। উণ্ ১। ১৫৩।) ইতি বন্। আচার্য্য। (ইষ্বঃ পুংস্যুপদেষ্টরি। শব্দাব্ধি।) উজ্জ্বলদত্ত ঈষ্ব ঐইরূপ পাঠ করেন।

ইষ্বগ্র (ক্লী) ৬তৎ। বাণের অগ্রভাগ, ডগা। গহাদিং ইষ্বগ্রীয়। (ত্রি) বাণের অগ্রেভব পদার্থ, বাণের ডগায় যাহা হয়।

ইষ্বনীক (ক্লী) ৬তৎ। বাণের অবয়ব।

ইষ্বসন (ক্লী) ইষু-অস করণে-ল্যুট্। ধনুক, যাহা দ্বারা বাণক্ষেপ করা যায়।

ইষ্বস্ত্র (ক্লী) ইষুরেবাস্ত্রং। বাণাস্ত্র।

(ইষ্বস্ত্রে জ্যেষ্ঠো বভূব। রামায়ণ।)

ইষ্বাস (ত্রি) ইষবোঽস্যন্তে অনেন ইষু-অস-করণে-ঘঞ্। কর্ত্তর্য্যণ্ বা। ১ বাণক্ষেপক, যে বাণক্ষেপ করে। তীরন্দাজ। ২ ধনুক। (ধনুশ্চাপৌ ধন্বশরাসনকোদণ্ডকার্ম্মুকম্। ইষ্বাসঃ। অমর।)

ইস্ (অব্য) ইং কাম স্যতি ই-সো-ক্বিপ্ নিপাং আলোপঃ। ১ কোপ। ২ সন্তাপ। ৩ দুঃখ অনুভব করা। ৪ ভাবনা। (ইদুঃখে ভাবনায়াং চ কোপে সন্তাপনেঽব্যয়ম্। শব্দাব্ধি।)

ইসম (পুং) কামদেব।

ইসপগুল, এক প্রকার বৃক্ষবীজ (Plantago ispaghula) এই বীজ পারস্যদেশ হইতে ভারতবর্ষে আনীত হয়। ইহার বীজই ব্যবহারে লাগে। ইহার গুণ শীতল ও নরম। প্রদাহ ও পিত্তকর, পাকবন্ত্রীয় রোগে ইহা বিশেষ উপকারী। ইহার বীজ গুঁড়া করিয়া তৈল ও তিলে মিশ্রিত করিবে, উহার পুলটিশ করিয়া বাত বা গ্রন্থিবাতের স্ফীত স্থানে প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়। পুরাতন উদরাময়ে ইহা বড় হিতকর। ইহার কাথ কাশরোগে প্রয়োগ করা যায়।

এই বীজ পারস্য দেশ হইতে বোম্বাই সহরে বিস্তর আম-দানী হয়।

হাকিমীমতে ইহার গুণ—চট্‌চটে, শীতল, সঙ্কোচক; মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্ররোধ, মূত্রাঘাত, প্রমেহ, আমরক্ত, রক্তাতিসার উন্মাদ, দাহ, প্রলাপ ও মাদকতানিবারক।

ইসেরমূল, (বাঙ্গালা) এক প্রকার গাছ। (Aristolochia Indica) ইহার সংস্কৃত নাম—অর্কপত্র, অর্কমূলা, সুনন্দা, বিষাপহা।

ইহার ফুলে কেশরের পূর্ব্বে গর্ভকেশর এবং অন্যান্য অধিকাংশ স্থলে গর্ভকেশরের পূর্ব্বে পরাগকোষ পরিপক্ক হয়।

এই গাছ প্রায় ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই জন্মে। ইহার মূল ও কাণ্ড ব্যবহার্য্য।

কবিরাজীমতে ইহার গুণ—মলহা, রজোনিঃসারক, বাত-নাশক ও বালকদিগের দন্তোদ্গম কালে উদররোগে বিশেষ উপকারী। পর্ত্তুগীজেরা যখন ভারতবর্ষে বাস করিত,

তাহারা ইহাকে রেজ্-ডি-কোব্রা (Kaiz de cobra) বলিয়া ডাকিত। উহা কিন্তু এক জাতীয় সাপের নাম। ঐ সাপ কামড়াইলে ইসের মূলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়, এই জন্য বোধ হয় ইসের মূল ঐ সাপের নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে। বাঙ্গলা-প্রদেশে অন্ত্রসম্বন্ধীয় রোগে ইহার সার ব্যবহৃত হয়।

এদেশে বেদের কাছে ও বেনিয়ার দোকানে ইসের মূল পাওয়া যায়। তাহারা মূল ও কাণ্ড উভয়ই বিক্রয় করে।

এই গাছের ছাল পুরু। তাহা কটু ও কর্পূরবৎ সুগন্ধ-বিশিষ্ট।

ইস্মাইল, ইমাম্ জাফর সাদিকের জ্যেষ্ঠ পুত্র। মুসলমান-দিগের ইস্মাইলী ধর্ম্মসংপ্রদায় ইঁহারাই প্রবর্ত্তিত। পিতার জীবদ্দশায় ইঁহার মৃত্যু হয়। ইস্মাইলীরা ইঁহাকে সপ্তম ইমাম বলিয়া থাকে।

ইস্মাইল আদিল শাহ, সুলতান য়ুসফ আদিল শাহের পুত্র। ইঁহার পিতার মৃত্যু হইলে, ১৫১০ খৃষ্টাব্দে বিজয়-পুরের রাজা হন। ইনি ২৫ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন।

ইস্মাইল নিজাম শাহ, আহ্মদনগরাধিপ বুর্হান্ নিজাম শাহের পুত্র। বুর্হান্ তদীয় ভ্রাতা মুর্ত্তজা নিজামকে রাজ্য-চ্যুত করিবার চেষ্টা করেন, তাহাতে হিতে বিপরীত হইল। শেষে তাঁহাকে অকবরের কাছে পলাইয়া আসিয়া আত্মরক্ষা করিতে হয়। মুর্ত্তজা তাঁহার দুই পুত্র ইব্রাহিম ও ইস্মাইলকে লোহাগড়ে কয়েদ করিলেন। মীরান্ হুসেন শাহের মৃত্যু হইলে জমাল খাঁ ইস্মাইলকে আহ্মদনগরের রাজা করিলেন। (১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে)। বুর্হান্ এই সংবাদ শুনিলেন। তিনি অক-বর পাদশার সাহায্যে সৈন্যসংগ্রহ করিয়া পুত্রের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে আসিলেন; আবার পুত্রের কাছেও হার মানি-লেন। শেষে অনেক চেষ্টার পর ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে ইস্মাইলের প্রধান উজীর জমাল খাঁ নিহত হইলেন। ইস্মাইল প্রায় দুই বর্ষ রাজত্ব করিয়া শেষে পিতাকর্ত্তৃক বন্দী হইলেন।

ইসর, বিহারস্থ দোসাধ ও বাঁস ফোঁড় ডোমের মধ্যে একটী পঙ্গৎ বা শাখা।

ইসলাম খাঁ মষদী, বঙ্গদেশের একজন সুবাদার। প্রথমে ইনি মষদে বাস করিতেন। তৎকালে সকলে ইঁহাকে মীর আবদুস্ সলাম বলিয়া ডাকিত। জাহাঙ্গীরের রাজত্ব কালে, ইনি পাঁচ হাজারী মুন্সবদার এবং বাঙ্গালার সুবে-দারের পদ প্রাপ্ত হইলেন। সম্রাট্ শাহজহানের সময় ইনি ছয় হাজারী, মোতম্ উদ্দৌলা উপাধি ও দক্ষিণাপথের শাসনকর্ত্তার পদ প্রাপ্ত হন। পরে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। শাহজহান ইঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন, তিনিই ইঁহাকে ইস্লাম খাঁ নাম দেন। ইনি মৃত্যুর কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে সাত হাজারী মন্সবদার এবং উজীরের পদলাভ করিয়াছিলেন। দক্ষিণাপথে ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। আরঙ্গবাদে ইঁহার গোরস্থান আছে। কেহ কেহ ইঁহাকে ইস্লাম খাঁ রুমী বলিয়া থাকেন। কিন্তু এ নামটী ভুল। ইস্লাম খাঁ রুমী অপর এক ব্যক্তির নাম, তিনি বসরা-নগরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তথা হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে বিজয়পুরের যুদ্ধে ইস্লাম খাঁ রুমী নিহত হন।

ইস্লাম গড়, রাজপুতনার প্রান্তভাগে, বহাবলপুরের অন্ত-র্গত একটী দুর্গ। খাঁপুর হইতে জশলমের যাইবার পথে এই দুর্গটী আছে। এটী বহুদিনের প্রাচীন, পূর্ব্বে জশল-মেরের রাজপুতদিগের অধিকারে ছিল, তাহাদিগের নিকট হইতে বহাবলপুরের খাঁয়েরা কাড়িয়া লয়।

ইসলামনগর, বুদায়ুনপ্রদেশের অন্তর্গত বিসৌলি পরগণার একটী নগর। অক্ষা ২৮° ১৯´ ৪৫´´ উঃ, দেশা ৭৮° ৪৬´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এই নগরটীর চারিদিকে আমের বাগান। (১৮৮১ সালে) লোকসংখ্যা ৫৮৯০।

ইসলামাবাদ, চট্টগ্রামের একটী প্রধান নগর। [চট্টগ্রাম দেখ।]

ইসলামাবাদ, কাশ্মীরের একটী নগর। অক্ষা° ৩৩° ৪১´ উ এবং দেশা° ৭৫° ১৭´ পূঃ মধ্যে, ঝিলম্ নদীতীরে অব-স্থিত। এই নগর গিরিশৃঙ্গের উপর। এই গিরির নিম্নে প্রস্রবণ আছে। লোকে বলে, বিষ্ণু এই প্রস্রবণটী সৃষ্টি করেন। ইহার প্রাচীন নাম অনন্তনাগ। অম্বরনাথ যাইবার যাত্রীরা এইখান হইতে আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া লয়।

খৃষ্টের অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুসলমানেরা এই নগরটীর নাম ইস্লামাবাদ রাখে। এখানে কাশ্মিরী শাল ও নানা প্রকার তুলা ও পশমের কাপড় আমদানী হইয়া থাকে। এখানে বিস্তর জাফরাণ পাওয়া যায়।

ইসাখেল, আফগান জাতিবিশেষ। মোগলপাদশাহদিগের রাজত্বকালে এই জাতি পঞ্জাবের পশ্চিমাঞ্চলে বড় উপদ্রব করিত। শেষে দেরাগাজী খাঁর নবাব কর্ত্তৃক শাসিত হয়।

২ ইসাখেল জাতীর নামানুসারে পঞ্জাবস্থ বনু জেলার একটী জায়গা আছে, ঐ স্থান বিচালী ও ময়দানী গিরিপুঞ্জ হইতে সিন্ধু নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এখানকার অধিবাসীর মধ্যে মিয়াজাই নামক আফগান জাতিই অধিক, তাহারা অধিক দিন হইতে এখানে থাকায়, আপনাদের মাতৃভাষা ভুলিয়া পঞ্জাবীভাষায় কথা কয়। (১৮৮১ সালে) লোকসংখ্যা ৫৭,৫৫৬।

ইসাখেল পরগণার প্রধান নগর ইসাখেল। উহা অক্ষা° ৩২° ৪০´ ৫০´´ উঃ, এবং দেশা° ৭১° ১৯´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। অনুমান ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে আহ্মদ খাঁ নামক এক ব্যক্তি এই নগরটী স্থাপন করেন।

ইস্কাতর (ফরাশী ইক্রিটোয়র Escritoire শব্দের অপভ্রংশ) এক প্রকার লিখিবার বাক্স। ইহার নীচের দিকে খানিকটা বাহির করা থাকে, তাহারই উপর ভাগে লেখার স্থান। এদেশে পূর্ব্বে ইস্কাতরের অধিক চলন ছিল, এখন আর তেমন দেখা যায় না।

ইস্কার্দো (স্কার্দ) কাশ্মীর রাজ্যের বল্‌তি নামক প্রদেশের অন্তর্গত একটী প্রধান নগর। অক্ষা° ৩৫° ১২´ উঃ, এবং দেশা° ৭৫° ৩৫´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। পর্ব্বতমালায় বেষ্টিত। এই নগরে একটী দুর্গ আছে, তাহা পাহাড়ের উপর, নিকটস্থ সিন্ধুনদী হইতে ৮০০ ফিট্ উচ্চে। এখানকার শেষ রাজা আহ্মদ শাহের নিকট হইতে এই নগর তৎকালীন কশ্মীররাজ গোলাপ সিংহ কাড়িয়া লন, তদবধি কশ্মীরের সামিল হইয়াছে।

ইস্তক্ (হিন্দী) এইখানে।

ইস্তক্‌লাগাদি (অব্য) (হিন্দী-আরব্য) এখান হইতে ওখান পর্য্যন্ত।

ইস্তাহার (আরব্য) বিজ্ঞাপন। ঘোষণা।

ইস্তিআঘাল (আরব্য) দৈনিক কার্য্য, অভ্যাস।

ইস্তিম্‌রারী (আরব্য) পুনঃ পুনঃ, অনবরত।

ইস্ত্রি (সম্ভবতঃ ইংরাজী Steel শব্দের অপভ্রংশ। লোহার পাত। ধোবারা এই সমান পাত তাতাইয়া কাপড়ের উপর দেয়, তাহাতে কাপড় সোজা হয় ও পরিষ্কার হয়।

ইস্তিয়াফা (আরব্য) ১ ক্ষমা। ২ ছাড়।

ইস্পন্দ (পারস্য) এক জাতীয় বীজ।

ইহ (অব্য) ইদম্ (ইদমোহঃ। পা ৫। ৩। ১১) ইতি হঃ। এই স্থানে এই কালে এই দেশে এই যুগে ইত্যাদি ইদম্-শব্দের ৭মীর অর্থ বুঝাইবে। "পতির্ভার্য্যাং সম্প্রবিশ্য গর্ভো-ভূত্বেহ জায়তে"। পতি শুক্ররূপে ভার্য্যাগর্ভে প্রবেশপূর্ব্বক এই সংসারে জন্মগ্রহণ করেন।

ইহকাল (পুং) ইদম্ (ইতরাভ্যোঽপি দৃশ্যতে। পা ৫। ৩। ১৪) ইতি প্রথমায়া হঃ, ততঃ কর্ম্মধা। এইকাল, বর্ত্তমান সময়।

ইহতন (ত্রি) ইদম্-ভবার্থে ট্যুল্ তুট্ চ। এই জগতে যাহা জন্মে।

ইহতিআৎ (আরব্য) অভাব। প্রয়োজন।

ইহতিরাৎ (আরব্য) মিতাচার।

ইহত্য (ত্রি) ইহ-ভবং (অব্যয়াত্ত্যপ্। পা ৪। ২। ১০৪) ইতি সপ্তম্যন্তাৎ ত্যপ্। এইকালে যাহা হয়।

ইহলোক (পুং) ইদম্ প্রথমায়া হঃ কর্ম্মধা। এই জগৎ। মনুষ্যলোক।

ইহদ্বিতীয়া (স্ত্রী) (ময়ূরব্যংশকাদয়শ্চ। পা ২। ৪। ৭২।) ইতি সমা। এই কালের দ্বিতীয়া।

ইহপঞ্চমী (স্ত্রী) ময়ূ° স। এখানকার পঞ্চমী।

ইহল (পুং) ইহ—লা-ক। চেদিদেশ।

ইহসান্ (আরব্য) দয়া।

ইহস্থান (ক্লী) এই জগৎ।

ইহা (বাঙ্গালা) ইদম্ শব্দের প্রথমার একবচন। এই।

ইহামুত্র (অব্য) দ্বন্দ্ব স। ইহলোক ও পরলোক।

ঈ

ঈ (চতুর্থ স্বরবর্ণ) ঈ তালুতে উচ্চারিত হয়, এজন্য তালব্য বর্ণ বলে। ইহার উচ্চারণ কখনও দীর্ঘ, কখন বা প্লুত হয়। তন্ত্রের মতে, ইনি স্বয়ং কুণ্ডলিনী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবগণ ইহাতে বাস করেন। ইহার উপাসনায় চতুর্বর্গ ফললাভ হয়। (কামধেনুতন্ত্র।)

ঈ লিখিবার নিয়ম—উপর-নীচ ও মধ্যদিকে কিছু কুঞ্চিত হইবে এবং অধোগত তিনটী কোণ হইবে, ঐ কোণ দক্ষিণ-দিক্ হইতে উপর দিকে কুঞ্চিত হইবে। উপরের দক্ষিণ কোণে কোণযুক্ত আর একটী রেখা কুঞ্চিত ভাবে টানিতে হইবে। ইহাতে চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি আছেন। ইহার মাত্রা শক্তি। (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র) ইহার এই কয়টী নাম তন্ত্রে লিখিত আছে—ত্রিমূর্ত্তি, মহামায়া, লোলাক্ষী, বামলোচন, গোবিন্দ, শেখর, পুষ্টি, সুভদ্রা, রত্নসংজ্ঞা, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, প্রহাস, বাগ্বিশুদ্ধ, পরাপর, কালোত্তরীয়, ভেরুণ্ডা, রীতি, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, শিবোত্তম, শিবা, তুষ্টি, চতুর্থী, বিন্দু, মালিনী, বৈষ্ণবী, বৈন্দবী, জিহ্বা, কামকলা, সনান্দকা, পাবক, কোটর, কীর্ত্তি, মোহনী, কাম্যকারিকা, কুচদ্বন্দ্ব, তর্জ্জনী, শান্তি, ত্রিপুরসুন্দরী। (বর্ণাভিধান।) মাতৃকান্যাসে ইহার স্থান বাম চক্ষু (ঈং নমো বামচক্ষুষি)

ঈ (অদা° পর° সক° অনিট্) ১ ইচ্ছা ক। ২ গমন ক।

৩ ক্ষেপ ক্ত। ৪ ব্যাপ্তি। ৫ ভক্ষণ। ৬ (সক‍ং) প্রজন, গর্ভধারণ। লট্ এতি ঈতঃ, ইয়ন্তি। লট্ ইয়ায়। লুট্ এতা। লোট্ এতু। লৃট্ এষ্যতি। লুঙ্ ঐষীৎ।

ঈ (দিবা° আত্ম° সক° অনিট্) গমন। লট্-ঈয়তে। ইত্যাদি।

ঈ (অব্য) ১ বিষাদ। ২ অনুকম্পা, কৃপা। (ঈ বিষাদেঽনুকম্পায়াম্। মেদিনী।) ৩ ক্রোধ। ৪ দুঃখানুভব, ক্লেশাদিবোধক। ৫ প্রত্যক্ষ। ৬ সন্নিধি, নিকট।

ঈ (স্ত্রী পুং) অস্ত বিষ্ণোঃ পত্নী অ-ঙীপ্। ১ কামদেব। ২ লক্ষ্মী। (ঈ লক্ষ্ম্যাপুনরনব্যয়ম্। মেদিনী।)

গোবিন্দশ্চ ত্রিমূর্ত্তীশঃ শান্তিঃ শ্যামলোচনঃ।
নৃসিংহান্ত্রং তথা মায়াঃ ঈকারোঽপি সুরেশ্বরঃ॥
মাতৃকাকোষ।

১ গোবিন্দ। ২ ত্রিমূর্ত্তীশ। ৩ শান্তি। ৪ বামলোচন। ৫ নৃসিংহাস্ত্র। ৬ মায়া। ৭ সুরেশ্বর (ইন্দ্র)। ঈকারের এই কয়টী তান্ত্রিক অর্থ। ৮ কন্যাযুগ্ম। ৯ কর্কট। ('ঈ কন্যাযুগ্মকর্কটৌ।' পঞ্চপক্ষী।)

ঈকার (পুং) ঈ-স্বার্থে কার। চতুর্থ বর্ণ ঈ।

ঈক্ষ (ভ্বা° আত্ম° সক° সেট্) ১ দর্শন ক্ত। ২ পর্য্যালোচনা ক্ত। লট্-ঈক্ষতে। লিট্-ঈক্ষাঞ্চক্রে। লুঙ্ ঐক্ষিষ্ট।

"নেক্ষেতোদ্যন্তমাদিত্যং নাস্তং যান্তং কদাচন।
নোপসৃষ্টং ন বারিস্থং ন মধ্যং নভসো গতম্॥" মনু ৪।৩৭।)

উঠিবার সময়ে, অস্ত যাইবার সময়ে, গ্রহণের সময়ে এবং জলে প্রতিবিম্বিত ও দুই প্রহরের সময়ে নভোমণ্ডলের সূর্য্য কখনই দেখিবে না। অধি পূর্ব্বক বিশ্বাস। অনু পশ্চাৎ গমন। ("অন্বীক্ষমাণো রামস্তু।" রামায়ণ ২।৪০।৩৯।)

ঈক্ষক (ক্লী) ঈক্ষ-কন্। দর্শক।

ঈক্ষণ (ক্লী) ঈক্ষ-ভাবে ল্যুট্। ১ দর্শন। করণে ল্যুট্। ২ চক্ষু।

(লোচনং নয়নং নেত্রমীক্ষণং চক্ষুরক্ষিণী।
নির্বর্ণনন্তু নিধ্যানং দর্শনালোকনেক্ষণম্॥ অমর।)

৩ নিরূপণ। ৪ পর্য্যবেক্ষণ। ("শৌচে ধর্ম্মেঽন্নপক্ত্যাঞ্চ পারিণাহ্যস্য বেক্ষণে।" মনু ৯।১১।)

ঈক্ষণিক (পুং) ঈক্ষণং হস্তপদাদি রেখা দর্শনেন শুভাশুভং অস্তি অস্মিন্ ঈক্ষণ-ঠন্। ১ দৈবজ্ঞ। যাহারা হস্তপদাদির রেখা দেখিয়া ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের শুভাশুভ ঘটনা বলিতে পারে তাহাদিগকে ঈক্ষণিক বলে। (সাম্বৎসরো জ্যৌতিষিকো মৌহূর্ত্তিকো নিমিত্তবিৎ। দৈবজ্ঞগণকাদেশিজ্ঞানি কার্ত্তান্তিকা অপি। বিপ্রশ্নিকেক্ষণিকৌ চ। হেম।৩।১৪৬।) (ভদ্রাশ্চেক্ষণিকৈঃ সহ। মনু।৯।২৫৮।)

ঈক্ষণিকা (স্ত্রী) ঈক্ষণিক-টাপ্। গণকের স্ত্রী। (বিপ্রশ্নিকস্ত্রীক্ষণিকা দৈবজ্ঞা। অমর। ৮। ২০।) বিপ্রশ্নিকা, ঈক্ষণিকা, দৈবজ্ঞা। এই কএকটী দৈবজ্ঞ স্ত্রীর নাম।

ঈক্ষা (স্ত্রী) ঈক্ষ দর্শনে। (গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩।৩।১০৩।) ইতি অঃ টাপ্ চ। দর্শন, দেখা।

ঈক্ষিত (ত্রি) ঈক্ষ-তৃচ্। দ্রষ্টা, যিনি দেখেন।

"একোঽহমস্মীত্যাত্মানং যৎ ত্বং কল্যাণমন্যসে।
নিত্যং স্থিতস্তে হৃদ্যেষ পুণ্যপাপেক্ষিতা মুনিঃ॥" মনু ৮।৯১।

ঈখ, ঈখি (ভ্বা° উভ° সক° সেট্) গমন করা। ঈখতে। ঈখতি, ঈখ্যতে।

ঈঙ্ (দিবা° আত্ম° সক° সেট্) গমন করা।

ঈজ (ভ্বা° আত্ম° সক° সেট্।) ১ গমন করা। ২ নিন্দা করা।

ঈজাদ (আরবী) প্রকাশ। আবিষ্কার।

ঈজিক (পুং) জনপদ বিশেষ। ঈজক এইরূপ ভিন্ন পাঠও দেখা যায় (ভীষ্মপর্ব্ব।) ঐস্থানে অনেক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতি বাস করে।

ঈড় (চুরা° পর° সক° সেট্) স্তুতি করা, স্তব করা। ঈড়য়তি, ঐড়িড়ৎ, ঈড়য়াঞ্চকার।

ঈড় (অদা° আত্ম° সক° সেট্) স্তুতি করা, স্তব করা।

ঈড়া (স্ত্রী) ঈড়-অ-টাপ্। স্তুতি, প্রশংসা। ঘোষণা। (উচ্চৈর্ঘুষ্টং বর্ণনেড়া। হেম ২।১৮৩।)

ঈড্য (ত্রি) ঈড়-(ঈড়বন্দবৃশংসদুহাং ণ্যতঃ। পা ৬।১।২১৪। ঈড়, বদি বৃঙ্, শংসু ও দুহ ধাতুর উত্তর ণ্যৎ করিলে তাহার আদ্য উদাত্ত হয়।) ইতি ণ্যৎ। স্তব করিবার বা প্রশংসার উপযুক্ত।

ঈড়িত (ত্রি) ঈড়-কর্ম্মণি ক্ত। স্তুত, প্রশংসিত। যাহার প্রশংসা করা হইয়াছে। (ঈলিত-শস্ত-পণায়িতপনায়িত প্রণুতপণিতপনিতানি। অপি গীর্ণ বর্ণিতাভিষ্টুতেড়িতানি স্তুতার্থানি। অমর। ১৩।১০৯।)

ঈতয়োপদ্রব (পুং) অনাবৃষ্ট্যাদি।

ঈত (ভ্বা° পর° সক° সেট্) ই ইৎ। বন্ধন করা, বাঁধা। ঈন্তৃতি, ঈন্তাঞ্চকার, ঐন্তীৎ।

ঈতি (স্ত্রী) ঈয়তে গম্যতে ঈ-ভাবে ক্তিন্। ১ ডিম্ব, ডিম্। ২ প্রবাস। ৩ অতিবৃষ্টি প্রভৃতি ছয় প্রকার উপদ্রব। (ঈতি ডিম্বে প্রবাসেঽতিবৃষ্ট্যাদি ষট্সু চ স্ত্রিয়াম্। মেদিনী।)

"অতিবৃষ্টিরনাবৃষ্টিঃ শলভা মূষিকাঃ খগাঃ।
প্রত্যাসন্নাশ্চ রাজানঃ ষড়েতা ঈতয়ঃ স্মৃতাঃ।"

স্মৃতিতে এই ছয় প্রকারকে ঈতি বলা হইয়াছে। যথা—অতিবৃষ্টি (অধিক বর্ষা হওয়া), অনাবৃষ্টি (একবারেই বৃষ্টি না

হওয়া), শলভ (পতঙ্গের দৌরাত্ম্য, ইঁদুরের দৌরাত্ম্য, খগ (পাখির দৌরাত্ম্য) এবং শত্রুরাজা নিকটে থাকা, এই ছয় প্রকার উপদ্রব হইলে শস্যাদি জন্মে না। তাহাতে প্রজাদিগের বড়ই কষ্ট হইয়া উঠে। "নিবারিতাস্তেন মহীতলেঽখিলে নিরীতিভাবং গমিতেঽতিবৃষ্টয়ঃ।"

ঈদ্ (আরব্য) মুসলমানদিগের ধর্ম্মোৎসব দিন।

ঈদৃক্ (ত্রি) ইদমিব দৃশ্যতে ইদম্। (ইদং কিমোরীশ্‌কী। পা ৬।৩।৯০) দৃশ্-ক্বিপ্। ইতি ঈশ্ ইত্যাদেশঃ। দৃক্ দৃশ্ বতু পরে থাকিলে ইদম্ শব্দ স্থানে ঈশ্, কিম্ শব্দ স্থানে কী এইরূপ আদেশ হয়।) ইহার ন্যায়, এবম্ভূত, এইরূপ। (ঈদৃগীদৃগনীদৃগাশয়ঃ প্রথমং বক্তুমুপক্রমেতকঃ।)

ঈদৃক্তা (স্ত্রী) ঈদৃশো ভাবঃ, ঈদৃশ্ তল্ টাপ্। এইরূপের ভাব অর্থাৎ এইরূপ। (বিস্ফোরিবাস্যানবধারণীয়মীদৃক্তয়া রূপমিয়ত্তয়া বা। রঘু ১৩।৫।)

ঈদৃক্ষ (ত্রি) ইদম্-দৃশ-ক্স। পূর্ব্ববদস্যৎ। এইরূপ, এমন।

ঈদৃশ (ত্রি) ইদম্-দৃশ-ঘঞ্। ইহার মত, এমন।

ঈন্ত (ধা) বন্ধন করা।

ঈপ্সা (স্ত্রী) আপ্-সন্-অঙ্-টাপ্। পাইতে ইচ্ছা, বাঞ্ছা।

ঈপ্সিত (ত্রি) আপ্তুমিষ্টং আপ-সন্ কর্ম্মণি ক্ত। বাঞ্ছিত, যাহা পাইতে ইচ্ছা হয়।

ঈপ্সু (ত্রি) আপ-সন্ উ। পাইতে ইচ্ছুক, ইচ্ছু। ("ধর্ম্মেপ্সবস্তু ধর্ম্মজ্ঞাঃ সতাং বৃত্তিমনুষ্ঠিতাঃ।" মনু। ১০। ১২৭।) যাহারা ধর্ম্ম কামনা করে এবং সাধুদিগের বৃত্তি অনুষ্ঠান করে তাহারাই ধর্ম্মজ্ঞ, ধার্ম্মিক।

ঈয়ংমৃগ (পুং) ১ মৃগ। ২ বৃক।

ঈয়িবস্ (ত্রি) ঈ-লিটঃ কস্থ নিপাৎ সাধু। যিনি গিয়াছেন।

ঈর্ (অদা• আত্ম• সেট্) ঈর্ত্তে ঐর্ত্ত। ঐরিষ্ট। (চু• পর• সক• সেট্) ঈরয়তি। ঐরিয়ৎ ঈরয়ামাস। (অদা•)। ১ গমন করা। ২ কম্পন। (চু•) ৩ প্রেরণ করা। ৪ ক্ষেপণ করা, ফেলে মারা। এই ধাতু উৎ-পূর্ব্বক হইলে এই কয়টী অর্থ হয়—যথা ১ উৎক্ষেপণ। ২ কথন, বলা। ৩ উচ্চারণ। ৪ প্রকটন, প্রকাশ করা। প্র-পূ ৫। প্রেরণ। অভ্যুদ্-পূ। ৬ বলা। (উদীরয়ামাসুরিবোন্মদানামালোকশব্দং বয়সাং বিরাবৈঃ। রঘু।)

ঈরণ (ত্রি) ১ উষর। ২ শূন্য। (ঋত্বিক্‌কস্মাদীরণ ঋগ্‌যষ্ঠা ভবতীতি। নিরু।৩।১৯।)

ঈরামা (স্ত্রী) নদী বিশেষ। (ভারত বন)

ঈরিকা (স্ত্রী) ঈর-ণ্বুল্ অত-ইৎ, টাপ্‌চ। বৃক্ষবিশেষ।

ঈরিণ (স্ত্রী) ঈর-গতৌ (বহুলমন্যত্রাপি। উণ্ ২। ৪৯।) ১ শূন্য আকাশ। ২ উষর, ক্ষারভূমি। বৃক্ষ লতাতৃণাদি শূন্য স্থানকে উষর বলে। (ঈরিণং শূন্য উষরে। হেম ৩।১৯৩)

ঈরিত (ত্রি) ঈর-ক্ত। ১ ক্ষিপ্ত, ফেলিয়া দেওয়া। ২ প্রেরিত, পাঠান। ৩ কম্পিত। ৪ গত। ৫ কথিত। ৬ বিসর্জ্জিত। ৭ বিক্ষিপ্ত। ৮ চালিত (সুরসুত্তাস্তনিষ্ঠ্যুতাস্তাবিদ্ধং ক্ষিপ্তমীরিতম্। হেম ৬। ১১৮।)

ঈরিন্ (ত্রি) ঈর-ইনি। গমনশীল ব্যক্তি। যে ভালরূপে গমন করিতে পারে।

ঈর্ক্ষ্য (ভ্বা• পর• অক• সেট্) ঈর্ষ্যা করা; অন্যের ভাল দেখিতে না পারা।

ঈর্ম্ম (পুং ক্লী) ঈর-বাহুলকাৎ মক্। (উণ্ ১।১৪৪। সুরবৃত্তি।) ব্রণ বিশেষ। ব্রণ দুই প্রকার, শারীরিক ও আগন্তুক। রক্তাদি দূষিত হইলে শারীরিক ব্রণ জন্মে। অস্ত্রাঘাতাদি দ্বারা আগন্তুক ব্রণ, অর্থাৎ হঠাৎ কোথাও কাটিয়া যাওয়া বা বৃক্ষাদি হইতে পড়িয়া যাওয়া ইত্যাদি। (অথ ক্ষতং ব্রণঃ। অরুরীর্ম্মং ক্ষণামুশ্চ। হেম।৩।১২৯।)

ঈর্য্যা (স্ত্রী) ঈর্য্যতে গুরোঃ শাস্ত্রোপাসনয়া জ্ঞায়তে ঈরি গতৌ যাচনে চ ণ্যৎ টাপ্। ভিক্ষুব্রত, ধ্যান ধারণাদি। গুরুর নিকটে থাকিয়া ইহা অভ্যাস করিতে হয়।

ঈর্য্যাপথ (পুং) ৬ তৎ। ভিক্ষুব্রত, ধ্যান ধারণাদি শিখিবার উপায়। (চর্য্যাস্তীর্য্যাপথাস্থিতি। হেম।৬।১৩৭।)

ঈর্ব্বারু (পুং স্ত্রী) ঈরুং বীজমিয়র্ত্তি ঈরু-ঋ বাহু• উণ্। কর্কটী, কাঁকুড়। ইহা স্বয়ং ফাটিয়া যায়, এই জন্য ইহার নাম ফুটী হইয়াছে।

ঈর্ষা, ঈর্ষ্যা (স্ত্রী) ঈর্ষ্যণং। ঈর্ষ্য-ঘঞ্। হলাল্লোপঃ ইতি যলোপঃ।

ঈর্ষ্য-অচ্ টাপ্। ১ রীষ। ২ পতির অন্য স্ত্রী সহবাসজনিত কোন চিহ্নাদি দেখিয়া স্ত্রীর অভিমান বিশেষ। পরশ্রীকাতরতা, অক্ষমা, হিংসা, দ্বেষ। অন্যের সৌভাগ্য সুখ সমৃদ্ধি দর্শনে অসুখানুভব। (ঈর্ষা স্ত্রিয়ামক্ষমায়ামীর্য্যাক্ষমাবিসর্জ্জনে। শব্দার্ণ।)

ঈর্ষালু, ঈর্ষ্যালু (ত্রি) ঈর্ষ্যাস্ত্যস্যেতি ঈর্ষ্য-আলুচ্। (ঈর্ষ্যাস্পৃহি গৃহাতি। পা ৩। ২। ১৫৮।) আলুচ্। ১ অক্ষম। পরশ্রীকাতর, হিংসাযুক্ত। (ঈর্ষালুরক্ষমে ত্রিষু। ঈর্ষ্যালুরক্ষাস্তিশীলঃ। শব্দার্ণ।)

ঈর্ষী, ঈর্ষ্যী (ত্রি) ঈর্ষা-ঈর্ষ্য ছ, ইনি। ঈর্ষাবিশিষ্ট। ঈর্ষ্যাশীল, কোপনস্বভাব। হিংসাযুক্ত।

ঈর্ষিত (ত্রি) ঈর্ষ্যাম সঞ্জাতা ঈর্ষ্যা-ইতচ্। সঞ্জাতের্ষ্যা,

যাহার ঈর্ষা জন্মিয়াছে। ("পত্যুর্বার্দ্ধকমীর্ষিতং প্রসবনং নাশস্য হেতুঃ স্ত্রিয়াঃ।" হিতোপদেশ। পতি বৃদ্ধ ভাবাপন্ন হইলে স্ত্রীর ঈর্ষ্যা জন্মে এবং তখন যদি গর্ভ হয় তবে ঐ গর্ভ রমণীর বিনাশের কারণ হইয়া উঠে।

ঈলি (স্ত্রী) ঈড্যতে স্তূয়তে ঈড়-কি। ডস্য চ লঃ। খড়্গাকার ছুরিকা বিশেষ। খড়্গের মতন এক প্রকার ছুরি। হ্রস্বগদাকৃত হস্ত-দণ্ড বিশেষ। সোঁটা, করছুরী, একধারা নামক যবনাস্ত্র বিশেষ। (রায়মুকুট ও ভরতমল্লিক 'ইলি' এইরূপও পাঠ করেন।)

ঈলিকা (স্ত্রী) ঈলি-স্বার্থে কন্ টাপ্। [ঈলি দেখ।]

ঈলিত (ত্রি) ঈড-ক্ত। স্তুত, যাহার স্তব করা হইয়াছে, প্রশংসিত।

ঈলী (স্ত্রী) ঈড়-কি ঙীপ্। [ঈলি দেখ।] ইহার এই কএকটী পর্য্যায় পাওয়া যায়—ঈলি। ঈলিকা। ঈলী। করপালী। করপালিকা। গুপ্তিকা। এই অস্ত্র অতি যত্নের সহিত লোকে সর্ব্বদা হাতে রাখে, সুতরাং উহার নাম করপালিক ও গুপ্তা হইয়াছে।

ঈশ (অদা০ আত্ম০ অক০ সেট্) ১ ঐশ্বর্য্য। ২ প্রভুত্ব। ঈষ্টে, ঈশিষে। ঈশিধ্বে। ঈশাঞ্চক্রে। ঐশিষ্ট। অধীগর্থদয়েশাং কর্ম্মণি। পা ২।৩।৫২। স্মরণার্থ ও দয় ঈশ ধাতুর যোগে কর্ম্মে ষষ্ঠী হয়। যথা সর্পিষ ঈষ্টে। ঈশঃ সে। পা। ৭। ৭৭। স পরে থাকিলে ঈশ ধাতুর উত্তর ইট্ হয়। ঈশিষে। ঈশিষ্ব। নেড়্ বশি কৃতি। পা ৭।২।৮। বশ্ প্রত্যাহার কৃৎ পরে থাকিলে ইট্ আগম হয় না। যথা ঈশিতা। ঈশিতুম্।

ঈশ (ত্রি) ঈশ-ক। ১ ঈশ্বর, প্রধান। ২ প্রভু, স্বামী। ৩ শিব, মহাদেব। ৪ বিষ্ণু। ৫ নেতা, নায়ক। (ঈশঃ প্রভৌ মহাদেবঃ। (মেদিনী।)

ঈশলাঙ্গলিয়া, লতাবিশেষ। (Gloriosa Superba) এই গাছ ভারতবর্ষের নানাদেশে জন্মে, বঙ্গদেশে ইহাকে ঈশেলাঙ্গলিয়া বা বিষলাঙ্গলিয়া বলে। ইহার এই কয়েকটী সংস্কৃত পর্য্যায়—গর্ভঘাতিনী। অগ্নিজিহ্বা। অগ্নিমুখী। লাঙ্গলী। শৈরি। দীপ্তা। হলিনী। কলিহারী। বহ্নিচক্রা। করহারী। কলিনী। শুক্রপুষ্পিকা। বিশল্যা। অগ্নিশিখা। ইন্দ্রপুষ্পা। প্রথমা। বিদ্যুজ্জিহ্বা। কলিকারী। হলা। নক্তা। অনন্তা। বহ্নিচক্রা। গর্ভনুৎ। ইন্দ্রপুষ্পিকা। বিদ্যুজ্জ্বালা। ব্রণহৃৎ। পুষ্পসৌরভা। স্বর্ণপুষ্পা। বহ্নিশিখা। অগ্নিজ্বালা। লাঙ্গলিকা।

বৈদ্যশাস্ত্রের মতে ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, সারক, কফ ও বাতনাশক, গর্ভান্তঃশল্যানিষ্ক্রামক। শাকের গুণ—তীক্ষ্ণ, কটু, তেজ, গরম, তুবর, রেচক, ক্ষার, হাল্কা, পিত্ত ও কফকর এবং কফ, শোথ, ব্রণ, শূল, কৃমি ইত্যাদি রোগনাশক। গর্ভপাতক।

এই গাছ (মুসলমান) হাকিমী গ্রন্থে লাঙ্গলী ও কুলহারী নামে গৃহীত হইয়াছে। এই লতা ভয়ানক বিষাক্ত বলিয়া সকলে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ১২ গ্রেণ পর্য্যন্ত খাওয়াইয়া দেখা গিয়াছে, যে ইহাতে কোনরূপ বিষজনক অনিষ্ট ঘটে নাই। তৎপরিবর্ত্তে সারক, পরিবর্ত্তক ও জ্বরনাশক গুণ প্রকাশ পাইয়াছে। এই লতানিয়া গাছ বর্ষাকালে উদ্গত হয়। ইহার ছাল কষায় ও কিঞ্চিৎ কটু।

ঈশসখ (পুং) ঈশস্য সখা, তত্টচ্ সমাসান্তঃ। কুবের।

ঈশা (স্ত্রী) ঈশ-অ-টাপ্। (অমরটীকায়াং ঈষা-ক টাপ্। ইতি তালব্যান্তশ্চ।) ১ লাঙ্গলদণ্ড। (ঈশলাঙ্গলদণ্ডঃ স্যাৎ। অমর। ১১।১৪) ঈশস্য ভার্য্যা আপ্। ২ শিবপত্নী, দুর্গা। ঈশস্য প্রভোঃ পত্নী। ৩ স্বামীর স্ত্রী। প্রভুর স্ত্রী।

ঈশত্ব (ক্লী) ঈশস্য ভাবঃ ত্ব। ঈশিত্ব, নায়কের ভাব।

ঈশন (ক্লী) ঈশ-ল্যুট্। নিয়মন। শাসন, শিক্ষা।

ঈশাদণ্ড (পুং) ৬তৎ। গাড়ী প্রভৃতির চাকার মধ্যে যে দণ্ডাকার কাঠ দিতে হয় তাহার নাম ঈশাদণ্ড।

"যোজনানাং সহস্রাণি ভাস্করস্য রথো নব।
ঈষাদণ্ডস্তথৈবাস্য দ্বিগুণো মুনিসত্তম॥" বিষ্ণুপু। ২।৮।২।

নয় যোজন পর্য্যন্ত সূর্য্যরথ বিস্তৃত। ইহার ঈষাদণ্ড তাহার দ্বিগুণ। (১৮ হাজার।)

ঈশাদন্ত (পুং) ঈশেব দীর্ঘো দন্তোঽস্য বহুব্রী। হস্তী।

ঈশাধ্যায় (পুং) ৬তৎ। ঈশোপনিষৎ।

ঈশান (ক্লী) ঈশ-চানশ্। জ্যোতিঃ। (ঈশানং জ্যোতিষি ক্লীবং পুংলিঙ্গঃ স্যাৎ ত্রিলোচনে। মেদিনী।) ঈশশক্তিসম্পন্ন বুঝাইলে (ত্রি) তিন লিঙ্গই হয়।

ঈশান (পুং) ঈশ-(তাচ্ছীল্যবয়োবচনশক্তিষু চানশ্। পা ৩।২।১২৯।) ইতি চানশ্। ১ মহাদেব। ২ একাদশ রুদ্রের মধ্যে রুদ্রবিশেষ। ৩ শিবের অষ্টমূর্ত্তি মধ্যে সূর্য্যমূর্ত্তি। ৪ রুদ্রসংখ্যা (১১)। ৫ আর্দ্রানক্ষত্র। ইহার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা ঈশান ;—ঈশানশব্দে আর্দ্রাকেও বুঝায়। ৬ সাধ্য দেববিশেষ।

ঈশানকোণ (পুং) ঈশানাধিষ্ঠিতঃ কোণঃ শাকতৎ। পূর্ব্ব ও উত্তর দিকের মধ্যবর্ত্তী দিক্‌কোণ। ঐ কোণের অধিপতি শিব।

ঈশানজ (পুং) ঈশানে ইন্দ্রস্য কল্পে জাতঃ, ঈশান-জন ড। ঈশানকল্পভব। (সৌধর্ম্মেশান-মাহেন্দ্র-ব্রহ্মলান্তকজাঃ। শুক্রসহস্রারানতপ্রাণতজা আরণাচ্যুতজাঃ। হেম। ২।৭।)

ঈশানবর্ম্ম, একজন প্রাচীন মৌখরীরাজ। ইঁহার মহিষীর নাম লক্ষ্মীবতী। মগধরাজ কুমারগুপ্ত ইঁহাকে পরাজয় করেন। (F. Fleets, Inscrip. Ind. III. 209, 221)

ঈশানাদিপঞ্চমূর্ত্তি (স্ত্রী) ঈশান আদির্যাসাং তাদৃশঃ পঞ্চমূর্ত্তয়ঃ। মহাদেবের পাঁচটী মূর্ত্তির নাম—ঈশান, তৎপুরুষ, অঘোর, বামদেব, সদ্যোজাত। (তন্ত্রসার)।

ঈশানাধ্যুষিত (পুং) ঈশানেন অধ্যুষিতঃ। তীর্থবিশেষ। (ভারত। ৩। ৮৪। ৮।)

ঈশানী (স্ত্রী) ঈশানস্য পত্নী ঙীপ্। ১ দুর্গা। ২ শমীবৃক্ষ।

ঈশাবাস্য (ক্লী) ঈশা বাস্যং পদং বর্ত্ততে অর্শ আদ্যচ্। উপনিষৎগ্রন্থভেদ।

ঈশিতৃ (ত্রি) ঈষ্টে ঈশ-তৃচ্। অধিপতি, প্রভু।

ঈশ্বর, প্রধান, সমর্থ। "অধিপস্ত্বীশা নেতা পরিবৃঢ়োহধিভূঃ। পতীন্দ্রস্বামীনাথার্য্যাঃ প্রভুঃ ভর্ত্তেশ্বরো বিভুঃ। ঈশিতেনো নায়কশ্চ। হেম। ৩।২৩। (তদীশিতারং চেদীনাং ভবাংস্তমবমংস্ত মা।" মাঘ।)

ঈশিতব্য (ত্রি) ঈশ-তব্য। ১ অধীন, যাহার প্রতি আধিপত্য করা যায়, সেই ব্যক্তি বা বস্তু। ভাবে তব্য। ২ ঐশ্বর্য্য।

ঈশিতা (স্ত্রী) ঈশিন্-ভাবে—তল্। অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যের মধ্যে প্রথম ঐশ্বর্য্য। সকলের উপর আধিপত্য খাটান। (ঈশিতাচাষ্টমৈশ্বর্য্যে। শব্দার্থ।)

ঈশিত্ব (ক্লী) ঈশিনো ভাবঃ ঈশত্ব। ঐশ্বর্য্য, যাহাতে স্থাবর জঙ্গমাদি জীবজন্তু সকল বশীভূত হয়, তাদৃশ যোগজন্য ধর্ম্মবিশেষ, ঐ শক্তি জন্মিলে জগৎ বশ্য হইতে পারে। (লঘিমাবশিতেশিত্বম্। হেম। ২।১১৬।)

ঈশিন্ (ত্রি) ঈশ-ণিনি। ১ ঈশ্বর। ২ পতি। ৩ প্রভু। (শংসেদ্‌গ্রামদশেশায় দশেশো বিংশতীশিনে। মনু ৭। ১১৬।)

ঈশোপনিষদ্ (স্ত্রী) ঈশা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে সমর্থা উপনিষদ্-ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিপাদকং শাস্ত্রম্ কর্ম্মধা। ব্রহ্মসাক্ষাৎ করিবার প্রধান উপায় জানিবার শাস্ত্র বিশেষ।

ঈশ্বর, সঙ্গীতশাস্ত্রকার। ভরত মুনি প্রভৃতির ন্যায় ইনিও সঙ্গীতশাস্ত্র রচনা করেন। ২ রামস্তোত্র ও বিষ্ণুস্তুতি নামক সংস্কৃত গ্রন্থকার।

ঈশ্বর (ত্রি) ঈষ্টে ঈশ—(স্থেশভাসেতি। পা ৩।২।১৭৫।) বরচ্। ১ শিব। ২ ব্রহ্ম। ৩ পরমেশ্বর। ৪ কামদেব। ৫ নিয়ন্তা। ৬ প্রভবাদির মধ্যে একাদশ বৎসর। ৭ আঢ্য। ৮ স্বামী। ৯ ঐশ্বর্য্যশালী। ১০ রাজবিশেষ। (ঈশ্বরঃ শম্ভুকাময়োঃ। নাঢ্যঃ প্রভৌ তু ত্রিলিঙ্গম্। শব্দার্থ।) (ঈশ এবাহমত্যর্থং ন চ মামীশতে পরে। দদামি চ সদৈশ্বর্য্যং ঈশ্বরস্তেন কীর্ত্ত্যতে। স্কন্দপুং।) আমিই সকলের অতিশয় নিয়ন্তা, আমার নিয়ন্তা নাই, আমি সর্ব্বদাই ঐশ্বর্য্য দান করি, এ জন্য লোকে আমাকেই ঈশ্বর বলে।

। * । জগতের প্রথম অবস্থায় মানব যাহা আপনার চতুর্দ্দিকে দেখিত, যাহাকে দেখিলে প্রফুল্ল হইত, যাহাকে দেখিলে ভয় পাইত, যাহা দ্বারা তাহাদের উপকার হইত; তাহাকেই ভক্তি করিত, পূজা করিত। কালে যতই তাহাদের একটু জ্ঞানোন্মেষ হইতে লাগিল, তাহারা ভাবিয়া দেখিল—যাহাদের ভয় ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে ইচ্ছা জন্মে, তাহারা কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? তাহাদের পিতার পিতা কে? কে তাহাদের সৃষ্টি করিল?—এই যে তরুগুল্মলতা দেখিতে পাই, ইহারা কি স্বভাবতঃই উৎপন্ন হইয়াছে? এই যে অগ্নি দাহ করিতেছে, ইহার দাহিকাশক্তি কোথা হইতে আসিল? আকাশে চন্দ্র সূর্য্য তারাসকল উঠিতেছে, তাহাদের রূপে জগৎ মুগ্ধ হইতেছে, তাহাদের নিকট কতই উপকার পাইতেছি। কে তাহাদের স্রষ্টা? যে শক্তিতে চন্দ্রসূর্য্য উদিত হয়, যে শক্তিবলে তাহারা কিরণ দান করিতেছে, সেই শক্তি কোথা হইতে আসিল? এইরূপ চিন্তা যখন মানবের মনে উদিত হইল, তখনই তাহারা এক অজ্ঞাত পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইল, তখন হইতে তাহারা সেই অজ্ঞাত পুরুষকে জানিবার ইচ্ছায় অগ্রসর হইল;—ইহাই ঈশ্বরতত্ত্বের প্রথম সোপান। আমাদের চিরারাধ্য বেদসংহিতায় এই মহাতত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়। প্রথমে আর্য্যগণ ইন্দ্র, অগ্নি, মিত্র, বরুণ, সূর্য্য, সোম, বনস্পতি প্রভৃতির আরাধনা করিতেন। সেই সময় হইতে আর্য্য ঋষির মনে ঈশ্বরচিন্তা উদ্ভূত হইল, আর্য্যঋষি ভাবিলেন—

"অচিকিত্বাঞ্চিকিতুষশ্চিদত্র
কবীন্ পৃচ্ছামি বিদ্মনে ন বিদ্বান্।
বি যস্ত স্তম্ভ ষ ড্ ইমা রজাংস্যজস্য
রূপে কিমপি স্বিদেকং॥ ঋক্‌সংহিতা ১।১৬৪।৬।

আমি জ্ঞানহীন, কিছু না জানিয়া জ্ঞানিগণের কাছে জানিবার ইচ্ছায় জিজ্ঞাসা করি; যিনি এই ছয়লোক স্তম্ভন করিয়াছেন, তিনি কি এক অজ রূপে বাস করেন?

আর্য্যঋষি স্থির করিলেন, সেই অসীম অনন্তময় দৌষ্পিতা হইতে সকলের সৃষ্টি হইয়াছে, তাই তিনি প্রাণ খুলিয়া ডাকিলেন—

"অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষং
অদিতির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ।

বিশ্বেদেবা অদিতিঃ পঞ্চ জনাঃ
অদিতির্জাতমদিতির্জনিত্বম্ ॥"

(ঋক্ ১।৮৯।১০, বাজসনেয় ২৫।২৩, ঐতরেয়ব্রাহ্মণ ১।৩, নিরুক্ত ৪।৪।২।)

অদিতি আকাশ, অদিতি অন্তরীক্ষ, অদিতি মাতা, পিতা ও পুত্র, অদিতি সকল দেব, অদিতি পঞ্চ শ্রেণীলোক, অদিতি জন্ম ও জন্মের কারণ।

সামসংহিতায় ঈশ্বরতত্ত্ব আরও সুপরিষ্কার হইল—ঋষি গাইলেন—

২ ১ ২ ৩২ ৩ ১ ২ ৩২
"যদ্দ্যাব ইন্দ্র! তে শত ৺ শতং ভূমী রুত স্যুঃ।
১ ২ ৩২৩ ২৩ ২৩ ২৩ ১২৩ ১২
ন ত্বা বজ্রিংৎ সহস্র ৺ সূর্য্যা অনু ন জাত মষ্ট রোদসী ॥"

সাম ১।৩।২।৪।৬।

হে ইন্দ্র! তোমার পরিমাণার্থ যদি সমস্ত দ্যুলোক শত সংখ্যক হয় এবং সমস্ত পৃথিবীও শত সংখ্যক হয়, তবু তাহারা তোমায় ছাড়াইয়া উঠিতে পারে না। হে বজ্রিন্! তোমায় সহস্র সহস্র সূর্য্যও অনুভব করিতে পারিতেছেন না, অধিক কি দ্যাবাপৃথিবীও তোমাকে ব্যাপিয়া উঠিতে পারেন না।

সেই প্রাচীন কালেই আর্য্য ঋষি স্থির করিলেন, সেই পরমাত্মাই (ঈশ্বর) জ্ঞান দান করেন। ঋষি সামগান করিলেন—

২৩ ১২৩ ১২ ৩২ ৩২ ৩ ১২
"ইন্দ্র! ক্রতুন্ন আভর পিতা পুত্রেভ্যো যথা।
১৩ ৩১ ২ ৩ ১২ ৩১ ২১
শিক্ষা ণো অস্মিন্ পুরুহূত! যামনি জীবা জ্যোতি রশীমহি ॥"

সাম ১।৩।২।২।৭।

হে ইন্দ্র! সর্ব্বভূত-প্রকাশকপরমাত্মন্! পিতা যেমন পুত্রদিগকে বিদ্যা বা ধন প্রদান করেন, তদ্রূপ তুমিও আমাদিগকে আত্মবিষয়ক জ্ঞানধন প্রদান কর। হে পুরুহূত! আমরা জীবগণ যেন সকলের পাইবার যোগ্য পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া পরজ্যোতিঃ সেবা করি।

(সায়ণভাষ্যসঙ্গত অনুবাদ। *)

অথর্ব্বসংহিতায় কালই ঈশ্বরস্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

"কালো অশ্বো বহতি সপ্তরশ্মিঃ সহস্রাক্ষো অজরো ভূরিরেতাঃ।
তমা রোহন্তি কবয়ো বিপশ্চিতস্তস্য চক্রা ভুবনানি বিশ্বা ॥ ১
কালো ভূমিমসৃজত কালে তপতি সূর্য্যঃ।
কালে হ বিশ্বা ভূতানি কালে চক্ষুর্বি পশ্যতি ॥ ৬
কালে মনঃ কালে প্রাণঃ কালে নামসমাহিতম্।
কালেন সর্ব্বা নন্দন্ত্যাগতেন প্রজা ইমাঃ ॥ ৭।

অথর্ব্বসংহিতা ১৯ কাণ্ড, ৫৩ সূক্ত।

এইরূপে সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণ বেদের সংহিতাভাগে ঈশ্বরের অস্তিত্বের আভাস মাত্র দেখাইলেন।

যে বীজ সংহিতায় অঙ্কুরিত হইতে দেখিলাম,—বেদের ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক অংশে তাহাই যেন মুকুলিত হইল।

বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের প্রথমাংশে কর্ম্মকাণ্ডের দ্বারা ঈশ্বরের আরাধনা নিশ্চিত হইয়াছে। কিন্তু বৈদিক ঋষি দেখিলেন, কেবল কর্ম্মকাণ্ডের দ্বারা ঈশ্বরের পূজা হইতে পারে সত্য, সেই মহাপ্রভুও প্রীত হইতে পারেন এবং আমরাও যথেষ্ট ইহসুখ লাভ করিতে পারি; কিন্তু সেই ঈশ্বরপ্রাপ্তির উপায় কি? কিরূপ আচরণ করিলে মানব অনন্তসুখ লাভ করিবে, ঈশ্বরে বিলীন হইবে? তখন সকলেই জ্ঞানের জন্য লালায়িত হইয়াছেন; জ্ঞানকাণ্ডে ঈশ্বরের পূজা করিবার জন্য, জ্ঞানতত্ত্বে ঈশ্বরকে জানিবার জন্য, জ্ঞানযোগে পরব্রহ্মরূপী ঈশ্বরে বিলীন হইবার পথ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সেই সময় জ্ঞানময় ঈশ্বরের জন্য সকলেই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখন সময় বুঝিয়া বৈদিক ঋষি জ্ঞানকাণ্ড প্রচার করিলেন। ইতিপূর্ব্বেই বেদে নিরূপিত হইয়াছে, ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, ইন্দ্র ও সোম প্রভৃতি দেবতা পরমাত্মার নাম মাত্র।

"সুপর্ণং বিপ্রাঃ কবয়ো বচোভিরেকং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি।" ঋক্ ১০।১১৪।৫।

পক্ষী (পরমাত্মা) একই আছে, বুদ্ধিমান্ কবিগণ তাঁহাকে কল্পনাপূর্ব্বক নানাপ্রকার বর্ণনা করেন। [নিরুক্ত ৭।৪ দেখ।]

উপনিষদে ঐ পরমাত্মতত্ত্বটী সুন্দররূপে বুঝান হইল। জ্ঞানপিপাসু জানিতে পারিলেন—

"মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥"

কঠবল্লী ৩।১১।

মহত্তত্ত্ব হইতে পৃথিবীর আদি বীজ সূক্ষ্ম, তাহা অপেক্ষা

* যদি ঋক্সংহিতা ও অপরাপর বেদে ইন্দ্রের জন্মকথা ও তাঁহার পিতামাতার কথা পাওয়া যায়; তাহা বৈদিক ঋষিগণের প্রথম অবস্থার কথা স্বীকার করিতে হইবে। কারণ তাহার পরেই ইন্দ্র অজর, অমর, অসীম ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত হওয়ায় তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। কৌষাতকী ব্রাহ্মণোপনিষদে (৩।২) ইন্দ্রের উক্তিতে আছে—ইন্দ্রই প্রাণ, তিনিই প্রজ্ঞাত্মা। সেই প্রজ্ঞাত্মার ধ্যান করিলে অক্ষয় ও অমর স্বর্গলাভ হয়। [তৈত্তিরীয়সংহিতা ৩।১।১ দেখ]

পরমাত্মা আরও সূক্ষ্ম হন, সেই পুরুষ অপেক্ষা সূক্ষ্ম আর কিছু নাই।

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ
নায়ং কুতশ্চিৎ ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥" কঠ ২। ১৮।

সেই পরম পুরুষের জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, তিনি জ্ঞানস্বরূপ, কোন কারণের দ্বারা তাঁহার উৎপত্তি হয় নাই। তিনি আপনিও আপনার কারণ নন। তিনি অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ। শরীর বিনষ্ট হইলে তিনি বিনষ্ট হন না।

"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥"
মুণ্ডকোপনিষৎ ২। ১। ৩।

এই পুরুষ হইতে প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়সকল ও তাহাদের বিষয়, আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ, জল এবং বিশ্বের ধারণকর্ত্রী পৃথিবী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

"অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ
দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য
পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা॥" ঐ ২।১।৪।

অগ্নি তাঁহার মস্তক, চন্দ্রসূর্য্য তাঁহার দুই চক্ষু, দিক্ সকল কর্ণ, তাঁহার প্রসিদ্ধ বাক্যই বেদ, বায়ু তাঁহার প্রাণ, এই বিশ্ব তাঁহার হৃদয়, পৃথিবী তাঁহার পদ, তিনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা।

এইরূপে জ্ঞানতত্ত্বের দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ নিরূপিত হইল। ঋষিগণ প্রচার করিলেন, আত্মাই ঈশ্বর। কিন্তু এই ঈশ্বরকে কে দেখিতে পায়?

"এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥"
কঠোপনিষৎ ৩। ১২।

আত্মা সর্ব্বব্যাপী হইলেও অবিদ্যার মায়াতে আচ্ছন্ন থাকায় অজ্ঞানীর হৃদয়ে প্রকাশিত হন না, অর্থাৎ অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত মূর্খলোকে আত্মার দর্শন পান না, সূক্ষ্মদর্শীর সূক্ষ্ম বুদ্ধিতেই তাঁহার দর্শন পাওয়া যায়। [পরমাত্মা শব্দে বিশেষ বিবরণ দেখ।] তখন ঋষিগণ মানবকে শিক্ষা দিলেন।

"যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
সতু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে॥"
কঠ ৩।৮।

যাঁহার বুদ্ধিরূপ সারথি নিপুণ, যাঁহার মনোরূপ রজ্জু নিজবশে থাকে, যিনি সর্ব্বদা সৎকর্ম্মান্বিত, তিনিই পরমপদ (ঈশ্বরকে) প্রাপ্ত হন, সে পদ পাইলে পুনরায় জন্ম হয় না।

উপনিষদে যেরূপে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, যেরূপে মানব ঈশ্বরে লয় হইবে, যেরূপে ইহসংসারের জ্বালা যন্ত্রণা, মায়া মোহ দূর হইবে, তাহা সকলই নির্ণীত হইল। এই সময়ে জ্ঞানস্রোতে ভাসিয়া কল্পনার তরঙ্গে ভাবতরা হইয়া মানবের মনে ঈশ্বরবিষয়ক নানাপ্রকার ভাব উদিত হইতে লাগিল। নানাভাবের সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কেহ বা বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের দ্বারা, কেহ বা আরণ্যক ও উপনিষদোক্ত জ্ঞানকাণ্ডের দ্বারা ঈশ্বরলাভে যত্নবান্ হইলেন। এই মতবিভিন্নতার জন্য ক্রমে আর্য্যঋষিগণের মধ্যে নানাপ্রকার বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। কোন ঋষি শ্রৌতসূত্র রচনা করিয়া বনবাসী ঋষিগণকে যাগাদি কর্ম্মকাণ্ড শিক্ষা দিতে লাগিলেন, কোন ঋষি গৃহ্যসূত্র প্রচার দ্বারা গার্হস্থ ব্যক্তিবর্গকে কর্ম্মকাণ্ডের রীতি নীতি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এই সময় একদিকে যেমন কর্ম্মকাণ্ডের প্রাধান্য বাড়িল, অপরদিকে সেইরূপ ঋষিগণ দর্শনসূত্র প্রণয়ন করিয়া জ্ঞানবলে ঈশ্বরের সূক্ষ্মতম সূক্ষ্ম-তত্ত্ব অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সকল দর্শনসূত্রেও মতবিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

সাংখ্যসূত্রে কপিলমুনি স্থির করিলেন—

"ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ।" ১। ৯২।

যেহেতু ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয় না।

"নেশ্বরাধিষ্ঠিতে ফলনিষ্পত্তিঃ কর্ম্মণা তৎসিদ্ধেঃ।"
৫। ২।

ঈশ্বরাধিষ্ঠিত কারণে কর্ম্মদ্বারা কর্ম্মফলরূপ পরিণামের নিষ্পত্তি সপ্রমাণ হয় না।

"নাত্মাবিদ্যা নোভয়ং জগদুপাদানকারণং নিঃসঙ্গত্বাৎ।"
৫। ৬৫।

আত্মা বা অবিদ্যা উভয়েই জগতের উপাদান-কারণ হইতে পারে না, কেননা (আত্মা) নিঃসঙ্গ।

"পুরুষবহুত্বং ব্যবস্থাতঃ।" ৬। ৪৫।

পুরুষের বহুত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

"প্রমাণাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ।" ৫। ১০।

নিত্যেশ্বর আছে এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না, কারণ তাহার প্রমাণের (প্রত্যক্ষের) অভাব রহিয়াছে। তবুও যদি বল নিত্যেশ্বর আছেন, তাহা হইলে—

"স্বোপকারাদধিষ্ঠানং লোকবৎ।" ৫। ৩।

সামান্য লোকের ন্যায়, তাহার নিজের স্বার্থপূরণের জন্য অধিষ্ঠান। (কেন না তিনি কর্ম্মফল ভোগ করেন।)

"লৌকিকেশ্বরবদিতরথা।" ৫। ৪।

(তবে নিশ্চয়ই তিনি) লৌকিক রাজার ন্যায় হইতেছেন। (তাহা হইলে তিনি জগতের উপাদান কারণ হইতে পারেন না।)

"মূলে মূলাভাবাদমূলং মূলম্।" ১। ৬৯।

মূলের (প্রকৃতির) মূল নাই, সুতরাং মূল (প্রকৃতি) মূলশূন্য। (অতএব মূলশূন্য প্রকৃতই জগতের উপাদান কারণ হইতে পারে।)

"প্রকৃতিবাস্তবে চ পুরুষস্যাধ্যাসসিদ্ধিঃ।"

বস্তুতঃ প্রকৃতিতে পুরুষের অধ্যাসসিদ্ধ হইয়াছে, কেননা বেদই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, পুরুষ হইতে জগৎ উৎপন্ন হইল, (আত্মা হইতে নয়।)

ঈশ্বরবাদী ব্রহ্ম ও হিরণ্যগর্ভশব্দে যেমন ঈশ্বরকে বুঝেন, কপিল সেইরূপ সমুদয় জীবের এক আদিবীজ পুরুষকে স্বীকার করিলেন।

"ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা।" ৩। ৫৭।

এই প্রকার (প্রকৃতিলীন) জন্যেশ্বর অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ।

"প্রধানসৃষ্টিঃ পরার্থং স্বতোঽপ্যভোক্তৃত্বাদুষ্ট্র-
কুঙ্কুমবহনবৎ।"

(সেই) প্রধানের জগৎসৃষ্টি অপরের জন্য, কারণ উষ্ট্রের কুঙ্কুমবহনের মত তিনি নিজে ভোক্তা নন।

"প্রকৃতিপুরুষয়োরন্যৎ সর্ব্বমনিত্যম্।" ৫। ৭২।

প্রকৃতি পুরুষ ছাড়া, সকলি অনিত্য। (অতএব প্রকৃতি-পুরুষই জগতের উপাদান কারণ হইতেছেন।)

অবশেষে মহর্ষি কপিল স্থির করিলেন, ধারণা, ধ্যান, আসন, বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান ও বৈরাগ্য দ্বারাই মোক্ষ হয়। [সাংখ্যসূত্র ৩। ৩০-৩৬ দেখ।]

যোগসূত্রে পতঞ্জলি মুনি প্রকাশ করিলেন—

"ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ
ঈশ্বরঃ।" ১। ২৪।

ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয় যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কালত্রয় হইতে পৃথক্ ও আত্মা হইতে স্বতন্ত্র, তিনিই ঈশ্বর।

"তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্ববীজম্।" ১। ২৫।

তাঁহাতে নিরতিশয় জ্ঞান থাকায় তিনি সর্ব্বজ্ঞ।

"স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।" ১। ২৬।

তিনি পূর্ব্বতন (আদি সৃষ্টিকর্ত্তা) দিগেরও গুরু। কোন কালের দ্বারা তিনি অবচ্ছিন্ন নন।

"তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।" ১। ২৭। প্রণব তাঁহার বোধক।

"তজ্জপস্তদর্থভাবনম্।" ১। ২৮।

সেই প্রণবের জপ ও তাঁহার অর্থের ধ্যান করাই উপাসনা।

"ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ।"

১। ২৯।

(পূর্ব্বোক্ত উপায় দ্বারা চিত্ত যখন নির্ম্মল হইয়া আসে) তখন তাহার প্রত্যক্‌চৈতন্যের জ্ঞান (অর্থাৎ শরীরান্তর্গত আত্মাসম্বন্ধীয় জ্ঞান) জন্মে। তখন আর কোন বিঘ্নই থাকে না, (নির্ব্বিঘ্নে সমাধিলাভ হয়।)

কণাদ ঋষি ঈশ্বর অথবা পুরুষ নামে কাহারও অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই বটে, (এজন্য অনেকেই তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়া থাকেন) কিন্তু তিনিও যে গৌণরূপে ঈশ্বর স্বীকার করিতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার মতে—

"বৃক্ষাভিসর্পণমিত্যদৃষ্টকারিতম্।" বৈশেষিক ৫। ২। ৭।

বৃক্ষেতে যে রস সঞ্চার হয়, অদৃষ্টই তাহার কারণ।

"অপসর্পণমুপসর্পণমশিতপীতসংযোগাঃ
কার্য্যান্তরসংযোগাশ্চেত্যদৃষ্টকারিতানি।" ৫। ২। ১৭।

অপসর্পণ, উপসর্পণ, ভুক্ত ও পীত বস্তুর সংযোগ অদৃষ্ট হইতেই উৎপন্ন হয়।

এ ছাড়া অন্যান্য স্থলে অদৃষ্টকে অনেক বস্তুর কারণ বলা হইয়াছে। ইহাতে এই জানা যায়, কণাদ-কথিত অদৃষ্টই অর্থাৎ যাহার কার্য্যকারণ প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর হয় না, তাহাই ঈশ্বর। কণাদমতে অদৃষ্ট-কারণ-বিশেষ দ্বারা পরমাণু সমুদায়ের সংযোগ হইয়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে। [পরমাণু দেখ।]

মহর্ষি গৌতমের মতে—

"ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্ম্মাফল্যদর্শনাৎ।"

ন্যায়সূত্র ২। ১। ১৯।

ঈশ্বর কারণ, কেন না মনুষ্যকৃত কর্ম্ম সর্ব্বদা সফল হয় না। [ন্যায় দেখ।]

গৌতমের মতে পরমেশ্বরের নিত্য জ্ঞান, ইচ্ছা ও যত্নাদি কতিপয় গুণ আছে। তিনি জগতের কেবল নিমিত্ত কারণ, উপাদান কারণ নন। জৈমিনি ঋষির মতে বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা পুরুষার্থ লাভ হইতে পারে। তৎকৃত পূর্ব্ব মীমাংসায় (১২। ১। ৩৬) "ব্রহ্মাপীতি চেৎ।" এই সূত্রের দ্বারা তিনি ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

মহর্ষি বাদরায়ণ সমগ্র উপনিষদের সার গ্রহণ করিয়া বেদান্তসূত্রে সুন্দররূপে ঈশ্বরতত্ত্বের মীমাংসা করিলেন।

তিনি কপিল, কণাদ, গৌতম প্রভৃতির মত খণ্ডন করিয়া এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের স্বরূপ প্রচার করিলেন। তাঁহার মতে—

"জন্মাদ্যস্য যতঃ।" বেদান্ত ১।১।২।

যাঁহা হইতে জন্মাদি (উৎপত্তি, স্থিতি, ভঙ্গ) তিনিই ব্রহ্ম।

"আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ।" ১।১।১২।

পরমাত্মবিষয়ে আনন্দ শব্দের বহু উচ্চারণ দেখা যায়, (সেই হেতু শ্রুতি-উক্ত আনন্দময় পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নন।)

"নেতরোঽনুপপত্তেঃ।" ১।১।১৬।

কেননা, আনন্দময়ের জীবত্ব উপপন্ন হয় না। (পরমাত্মা ও জীব ভিন্ন।)

"গতিসামান্যাৎ।" ১।১।১০।

সমানরূপে চেতনেরই জগৎ কারণতা প্রতীত হয়।

"শ্রুতত্বাচ্চ।" ১।১।১১।

শ্রুতির মতে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরই জগৎকারণ।

"অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ।" ১।২।৩।

ব্রহ্মে জীবধর্ম্ম খাটিতে পারে, কিন্তু জীবে ব্রহ্মধর্ম্ম খাটান যায় না।

"পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ।" ২।৩।৪১।

কি কর্ত্তৃত্ব কি ভোক্তৃত্ব সমস্তই পরমাত্মার অধীন।

[পরমাত্মা ও বেদান্ত দেখ।]

প্রধানের জগৎকর্ত্তৃত্ব মত ছাড়া, বেদান্তের অপরাপর মত অনেকাংশে সাংখ্যের সহিত ঐক্য দেখা যায়।

যাহা হউক, এতদিন যে কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ড লইয়া গোলযোগ চলিতেছিল, দর্শনকারগণের মধ্যে স্ব স্ব বিভিন্ন মত লইয়া বিবাদ চলিতেছিল, শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়া সেই সেই গোলযোগ নিবারণ করিলেন, সাধারণের সন্দেহ ভঞ্জন করিলেন, সর্ব্বশাস্ত্রসঙ্গত বিশুদ্ধ ঈশ্বরতত্ত্ব প্রচার করিলেন। বেদ, উপনিষদ্ ও দর্শনশাস্ত্রের একত্র মিলন হইল, শ্রীকৃষ্ণ-প্রোক্ত ভগবদ্গীতা তাহার পরিচায়ক। বাস্তবিক ভগবদ্গীতার তুল্য সার্ব্বজনিক উপদেশশাস্ত্র এ পর্য্যন্ত কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না।

গীতায় ভগবান্ সাংখ্যের 'প্রধান' যোগের 'ঈশ্বর', বৈশেষিকের 'পরমাণু', ন্যায়ের 'কারণ', মীমাংসার 'ব্রহ্ম'কে, ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তিনি প্রচার করিলেন, বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড ও উপনিষদোক্ত জ্ঞানকাণ্ড উভয়ের দ্বারাই ঈশ্বরপ্রাপ্তি বা মোক্ষলাভ হয়।

তাঁহার মতে—

"ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥ ২০
নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষং॥ ২১
যদৃচ্ছা লাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে॥ ২২
গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥ ২৩
ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥" ২৪

গীতা ৪ অঃ।

"যিনি কর্ম্মফলে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া চিরতৃপ্ত হইয়া থাকেন, যিনি কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করেন না, তিনি কর্ম্মে সম্যক্ প্রবৃত্ত হইলেও তাঁহার কিছুমাত্র কর্ম্ম করা হয় না। যিনি কামনা ও পরিগ্রহ সকল পরিত্যাগ করেন, যাঁহার মন ও আত্মা বিশুদ্ধ, তিনি কেবল শরীর দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও পাপভোগী হন না। যিনি যদৃচ্ছা লাভে সন্তুষ্ট, শীত উষ্ণ ও সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু, শত্রুবিহীন, যিনি সিদ্ধি ও অসিদ্ধি সমান জ্ঞান করেন, তিনি কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মবন্ধনে জড়িত হন না। যিনি কামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, রাগাদি হইতে মুক্ত হইয়াছেন, যাঁহার চিত্ত জ্ঞানে অবস্থান করিতেছে, তিনি যজ্ঞার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে কর্ম্ম সকল বিলুপ্ত হইয়া যায়। স্রুক্ স্রবাদি পাত্রসকল ব্রহ্ম, হবনীয় ঘৃতাদি ব্রহ্ম, অগ্নি ব্রহ্ম, যিনি হোম করেন তিনিও ব্রহ্ম। এই প্রকার কর্ম্মস্বরূপ ব্রহ্মে যাঁহার সমাধি হইয়াছে, তিনি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।"

এইরূপে ভগবান্ কর্ম্মযোগীকে ঈশ্বরতত্ত্বের উপদেশ দিলেন। পরে প্রকাশ করিলেন—

"আরুরুক্ষোর্ম্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥" গীতা ৬।৩।

যে মুনি জ্ঞানযোগে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করেন, কর্ম্মই তাঁহার সহায়, যিনি যোগে আরোহণ করিয়াছেন, কর্ম্মত্যাগই তাঁহার সহায়।

এইরূপে কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ডের মিলন হইল, একটী অভাবে অপরটী হইতে পারে না, তাহাই গীতায় ব্যক্ত হইল।

শ্রীকৃষ্ণের মতে (উপনিষদোক্ত) যিনি অজ, অক্ষয় ও জগতের মূল কারণ তিনিই ব্রহ্ম। [গীতা ৮।২] তিনি জন্মরহিত, অনশ্বরস্বভাব ও সকলের ঈশ্বর হইয়াও মায়ায়

অধিষ্ঠিত হইয়া জন্মান্তরীণ কর্ম্মানুসারে প্রলয়কাল বিলীন কর্ম্মাদি-পরবশ ভূতসকল সৃষ্টি করেন, কিন্তু তিনি সেই সকল সৃষ্টির আয়ত্ত নন। মায়া তাঁহার অধিষ্ঠান লাভ করিয়া এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করিতেছে। ঈশ্বরের অধিষ্ঠান নিমিত্তই এই জগৎ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতেছে। * তিনি সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম। [গীতা ৮। ৯] তিনি স্বীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া সময়ে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। †

ঈশ্বরকে যিনি যে ভাবে ডাকেন, তিনি সেই ভাবে প্রাপ্ত হন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও স্ত্রীলোক সকলেই সেই পরম পুরুষকে আশ্রয় করিয়া অত্যুৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারে। [গীতা ৯ অঃ দেখ]

এইরূপে গীতায় সর্ব্ববাদিসম্মত ঈশ্বরতত্ত্ব স্থাপিত হইল। গীতায় ঈশ্বরের অবতারের কথা নির্দ্দিষ্ট হইলে, পুরাণে সেই মহাপুরুষের লীলাকাহিনী বর্ণিত হইল। সকল পুরাণের মতে ঈশ্বর নিজ মায়ায় সগুণ হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন।

মাৎস্যে লিখিত আছে, প্রকৃতির গুণত্রয়ের নামই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর; রজোগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু, ও তমোগুণ রুদ্রস্বরূপ। তিন দেবতা রূপকভাবে বর্ণিত হইয়াছেন।

"সত্ত্বরজস্তমশ্চৈব গুণত্রয়মুদাহৃতম্।
সাম্যাবস্থিতিরেতেষাং প্রকৃতিঃ পরিকীর্ত্তিতা ॥ ১৪
কেচিৎ প্রধানমিত্যাহুরব্যক্তমপরে জগুঃ।
এতদেব প্রজাসৃষ্টিং করোতি বিকরোতি চ ॥ ১৫
গুণেভ্যঃ ক্ষোভ্যমাণেভ্যস্ত্রয়ো দেবা বিজজ্ঞিরে।
একা মূর্ত্তিস্ত্রয়ো ভাগা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ ॥"

মাৎস্য ৩ অঃ ॥

পুরাণে ঐ তিন দেবতার উপাসনাই বর্ণিত আছে এবং ঐ ত্রয়ীমূর্ত্তি সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরভাবে পূজিত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন মহামায়া লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবী ও অনেকগুলি দেবতার উপাসনা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সকলেই বিশুদ্ধ সত্ত্বোপাধিবিশিষ্ট পরাৎপর পরব্রহ্ম বলিয়াই বর্ণনা করা হইয়াছে।

সকল পুরাণেই ঈশ্বরের সাকার উপাসনা নিরূপিত হইয়াছে। পুরাণ মতে এই উপাসনা দ্বারা ঈশ্বরকে পাওয়া যাইতে পারে। এস্থলে অনেকে আশ্চর্য্য বোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যে দেশে জ্ঞানপ্রধান উপনিষদ্ ও দর্শন দ্বারা ঈশ্বরের নিরাকার উপাসনা প্রতিপাদিত হইয়াছে, যে স্থানে ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বনিয়ন্তা বলিয়া সর্ব্বত্র ঘোষিত হইয়াছে, সেই জ্ঞানপ্রধান দেশে সেই জগদ্ব্যাপী ঈশ্বরের রূপকল্পনা কিরূপে অবধারিত হইল? যাঁহাকে নিরাকার বলা হইল, তাঁহার আবার আকার কল্পনা করিবার আবশ্যকতা কি?

পুরাণকার ব্যাসদেব দেখিলেন, যেমন সময় পড়িয়াছে, তদনুযায়ী ঈশ্বরোপাসনা প্রচার করা কর্ত্তব্য। কর্ম্ম ও জ্ঞানমার্গে অনেকেই যাইতে চাহেন বটে, কিন্তু সহজেই সাধারণে বুঝিতে পারেন না, কিরূপে আমরা সেই পরমেশ্বরের কল্পনা করি। কর্ম্ম করিতেছি বটে, জ্ঞানালোচনাও করিতেছি বটে, কিন্তু কৈ, মন ত তৃপ্ত হইতেছে না। আমি সংসারী, সংসারবন্ধনে প্রায় নিয়তই জড়ীভূত! যেটুকু সময় পাই, তাহাতে মন এমন স্থির হয় না, যাহাতে সেই নিরাকার অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে ভাবিতে পারি। সংসারে এমন নিভৃত স্থান খুঁজিয়া পাই না, যেথানে থাকিয়া মনকে স্থির করি, চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করিতে পারি। যেটুকু সময়ে কর্ম্মকাণ্ডের ও জ্ঞানকাণ্ডের আলোচনা করি, তাহাতে ত মন শান্ত হয় না, প্রাণে ত ভক্তি আসে না, কেবলমাত্র সংসার-বৈরাগ্যই উপস্থিত হয়! তবে সংসারে থাকিয়া কিরূপে সেই

---

* বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ ৮
ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু ॥ ৯
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে স চরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥ ১০ (গীতা ৯ অঃ)

আমি স্বীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া এই অবিদ্যা পরবশ প্রাণিসমূহকে বারংবার সৃষ্টি করিতেছি। কিন্তু আমি সেই সৃষ্ট কর্ম্মের আয়ত্ত নই। আমি সকল কর্ম্মেই অনাসক্ত হইয়া উদাসীনের ন্যায় সর্ব্বদা অবস্থান করিয়া থাকি। প্রকৃতি আমার অধিষ্ঠান লাভ করিয়া এই সচরাচর জগৎ সৃষ্টি করিতেছে। আমার অধিষ্ঠান হেতুই জগৎ নিয়তই পরিবর্ত্তন (অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন) হইতেছে।

† "অজোহপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥" ৮ (গীতা ৪ অঃ)

আমি জন্মরহিত, অব্যয়াত্মা এবং সর্ব্বভূতের ঈশ্বর হইয়াও নিত্য প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া জন্মগ্রহণ করি। যে যে সময়ে ধর্ম্মের বিপ্লব ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সেই সময়ে আমি আত্মারে সৃষ্টি করিয়া থাকি। আমি সাধুদিগের পরিত্রাণ, অসাধুগণের বিনাশ ও ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি।

পরম পিতাকে জানিতে পারিব? এই সংসারীদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য, যাহাতে তাহারা সহজেই ঈশ্বরকে বুঝিতে সক্ষম হয়, তন্নিমিত্তই ভক্তিপ্রধান অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও উপপুরাণ সকলের কল্পনা সৃষ্টি হইল।

ইতি পূর্ব্বেই ভগবান্ গীতায় প্রচার করিয়াছেন—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥" ৯। ২৬।

যে ভক্তি সহকারে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল প্রদান করে, আমি সেই সংযমী ব্যক্তির দ্রব্য ভক্ষণ ও পান করিয়া থাকি।

পুরাণে তাই পত্র, পুষ্প, ফল ও জল লইয়া সহজ উপাসনা প্রচারিত হইল। তখন পৌরাণিক ঈশ্বরের রূপকল্পনা করিয়া সাকার উপাসনা প্রচার করিলেন। যাহার যে রূপে ভক্তি হইবে, সে সেই রূপকেই পূজা করিবে, এই জন্য পুরাণকার ঈশ্বরের অসংখ্য মূর্ত্তি কল্পনা করিলেন। * ইহাও সকলকে বারংবার বুঝাইয়া দিলেন, তাঁহার রূপ এবং বর্ণ ইত্যাদি কিছুই যথার্থ নহে, কল্পনা মাত্র। (মার্ক পু ৪ অঃ।)

পুরাণের মতে তিনিই পুরুষ, দ্বিজাতিগণ তাঁহাকেই ব্রহ্ম কহেন এবং লয়কালে তিনিই সঙ্কর্ষণ নামে অভিহিত হইবেন।

"পুরাণে পুরুষঃ প্রোক্তো ব্রহ্ম প্রোক্তো দ্বিজাতিষু।
ক্ষয়ে সঙ্কর্ষণঃ প্রোক্তস্তমুপাস্যমুপাস্মহে॥"

গরুড় ২ অঃ।

এখন পুরাণে গীতার সেই মূল তত্ত্বটী প্রচারিত হইল।

"ময্যাবেশ্যমনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥ ২
যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥ ৩
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥ ৪
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাং।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥ ৫
যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥ ৬
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।"

গীতা ১২ অঃ।

যাহারা আমার (ঈশ্বরের) প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত ও নিবিষ্টমনা হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমার উপাসনা করিয়া থাকে, তাহারাই প্রধান যোগী। আর যাহারা জিতেন্দ্রিয়, সকলকে সমান দেখে ও যাহারা অক্ষর, অনির্দ্দিষ্ট, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, সর্ব্বব্যাপী, হ্রাসবৃদ্ধিহীন, কূটস্থ ও নিত্য পরব্রহ্মের উপাসনা করে, তাহারাও আমাকেই প্রাপ্ত হয়। দেহী অতি-কষ্টে অব্যক্ত গতি লাভ করিতে সমর্থ। যাহারা অব্যক্ত ব্রহ্মে আসক্তমনা হয়, তাহারা অধিকতর দুঃখ পায়। যাহারা আমার প্রতি সকল নির্ভর করিয়া একান্ত ভক্তিপূর্ব্বক আমারই ধ্যান ও উপাসনা করে, আমি তাহাদিগকে এই মৃত্যুর আকর সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি।

---

* আমাদের শাস্ত্রে ঈশ্বরের শরীর সম্বন্ধীয় যে যে কথা বলা হইয়াছে সে সমস্তই রূপক। বেদান্তসূত্র স্পষ্ট বলিতেছেন—

"আনুমানিকমপ্যেকেষামিতি চেন্ন শরীররূপকবিন্যস্ত গৃহীতের্দর্শয়তি চ।" ব্রহ্মসূত্র ১। ৪। ১ ইত্যাদি।

একটু স্থির হইয়া ভাবিলে স্পষ্টই জানা যায়, যে পুরাণোক্ত ঈশ্বরের অবতারে যে সকল লীলা বর্ণিত হইয়াছে তাহা প্রকৃত সত্যঘটনা নয়, সমস্তই রূপক। এখানে একটী প্রমাণ দেওয়া গেল,—

ভগবানের কূর্ম্ম অবতারে সমুদ্রমন্থনের উপাখ্যান আছে। এই উপাখ্যান পাঠে ইহাই উপলব্ধি হয়—

"দেহিমাত্রেই ইন্দ্রিয়াদি অসুরগণ কর্ত্তৃক পরিপীড়িত। তাহার কর্ত্তব্য ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া বিবেকাদি দেবতার সাহায্যে কৈবল্যরূপ অমৃত উৎপাদন করা। কিন্তু এ বড় সাধারণ কথা নয়। ইন্দ্রিয়রূপী অসুরগণ সহজে বশীভূত হয় না। কাজেই ভগবান্ প্রথমে বিবেকাদি দেবতাগণের সহিত তাহাদের মিলন করাইলেন। তখন ইন্দ্রিয়াদির অধি-পতি মোহ অর্থাৎ দেহাত্মবোধ, তাহার সহিত বিবেকাদি সন্ধি করিয়া উভয় দলে বুদ্ধিকে মন্থন দণ্ড এবং আশাকে রজ্জু করিয়া শ্রুতিসমুদ্র মন্থনে প্রবৃত্ত হইল। আত্মা কূটস্থ, তাই কূর্ম্ম উপাধিবিশিষ্ট আত্মা মন্দার নামক দেহকূটে অবস্থিত রহিলেন। মন্থনে প্রথমেই উপসর্গরূপ কালকূটের উৎপত্তি হয়, মহাদেবরূপ তমোনাশকারী গুরুদেব তাহা পান করিয়া শিষ্যগণের ব্যাঘাত নিবারণ করিলেন। (কারণ প্রথমে গুরুকে অনেক কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, তবে শিষ্যের জ্ঞান জন্মে।) পরে নিদিধ্যাসন বেদাভ্যাস আরম্ভ হইল। ক্রমে যজ্ঞরূপ সুরভি, ঐশ্বর্য্যরূপ উচ্চৈঃশ্রবা ঘোটক, সাংখ্যযোগরূপ ঐরাবত নামক হস্তী, অষ্টাঙ্গযোগরূপ অষ্ট দিগ্-হস্তী, অষ্টসিদ্ধিরূপা অষ্টহস্তিনী, জীবোপাধিক কৌস্তুভ মণি, আত্মো-পাধিক পদ্মরাগ মণি, চিত্তোল্লাসজনক আনন্দময় পারিজাত বৃক্ষ, শান্তি ও করুণা, শ্রদ্ধাদি অপ্সরাগণ, চিৎশক্তিরূপা লক্ষ্মী, মিথ্যাদৃষ্টি অর্থাৎ অবিদ্যারূপী বারুণী উৎপন্ন হইলেন। পরিশেষে কৈবল্যামৃত হস্তে জ্ঞানরূপ ধন্বন্তরি আবির্ভূত হইলেন। ইন্দ্রিয়াদি অসুরগণ অমৃতরূপ কৈবল্য প্রাপ্তির অযোগ্য। তাই ভগবান্ বিদ্যারূপা মোহিনীর বেশে তাহাদিগকে মোহিত করিয়া, বিবেকাদি দেববর্গকে তৎপ্রদানে চিরজীবী করিলেন। এই সময় তমঃ * গুপ্তভাবে অমৃত পান করে, রজঃ ও সত্ত্বরূপী চন্দ্রসূর্য্য উহার পরিচয় দেন। তখন অন্তর্যামী ভগবান্ জ্ঞানস্বরূপ চক্র দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন।

* রাহুর একটী নাম তমঃ।

এখন সংসারী বুঝিতে পারিল ভক্তিসহকারে সেই ইষ্ট-দেবের উপর সকল সমর্পণ করিয়া তাঁহার ধ্যান উপাসনা করিলেই মুক্তিলাভ হয়।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে পুরাণে ঈশ্বরের নানারূপ কল্পিত হইয়াছে, উহা কেবল সাধকের সুবিধার জন্য। বস্তুত ঐ নানারূপ কল্পনা রূপক মাত্র। পুরাণে যে ভগবানের মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহাদি নানা দেহধারণপূর্ব্বক অবতার হইবার প্রসঙ্গ পাওয়া যায়; তৎবিবরণ পাঠে এই উপলব্ধি হয় যে সেই সর্ব্বনিয়ন্তা, সুর, নর, তির্য্যগাদি যাবতীয় জীবের আভাস-রূপে অবস্থান করিতেছেন, ইহাই তাঁহার পরিচায়ক। তন্ত্রে সেই ঈশ্বরকে আকর্ষণশক্তি বলিয়াও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

"কামাকর্ষণরূপা চ বুদ্ধ্যাকর্ষণরূপিণী।
অহঙ্কারাকর্ষিণী চ সর্ব্বাকর্ষস্বরূপিণী॥
রসাকর্ষণরূপা চ গন্ধাকর্ষণরূপিণী।
চিন্তাকর্ষণরূপা চ দৈর্য্যাকর্ষণরূপিণী॥
বীজাকর্ষস্বরূপা চ তথা চাকর্ষিণী পুনঃ।
অমৃতাকর্ষিণী দেবী শরীরাকর্ষিণী তথা॥"

বারাহীতন্ত্রে ৬ পটল।

তাই সাধক তন্ত্রে ঘোষণা করিলেন—

"চিন্ময়স্যাপ্রমেয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥"

কুলার্ণবতন্ত্রে ৫ পঃ ৬ অঃ।

চিন্ময়, অপ্রমেয়, নিষ্কল ও অশরীরী যে ব্রহ্ম, তাঁহার রূপ কল্পনা কেবল সাধকদিগের হিতের জন্য।

এইরূপে সাকার উপাসনা প্রচলিত হইল। সাকার উপাসনার প্রচার হইবার প্রধান কারণ, মন অদৃশ্য বস্তুর ধারণা করিতে পারে না। বিশেষতঃ নিরাকার অক্ষয় অব্যয় ইত্যাদি বিশেষণযুক্ত ঈশ্বরের নাম শুনিলে প্রথমে তাঁহার চিন্তা করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। সুতরাং যাহাতে সহজেই কোনরূপ ধারণা হইতে পারে, এরূপ সাকার মূর্ত্তি হওয়া চাই, সেই আকার অবলম্বন করিলে ধ্যানার্চ্চনা উভয়েই চলিতে পারে। মন নিয়তই পরিবর্ত্তনশীল, নিয়তই নব নব ভাব গ্রহণ করিতে প্রয়াসী। এই জন্য সংসারী সাকার-উপাসক নানামূর্ত্তিতে তাঁহার পূজা করেন। আজ ষোড়শোপচারে দশভুজার মূর্ত্তি পূজা করিলেন, দুইদিন পরে আবার ভয়ঙ্করা ভীষণা মহাকালীর মূর্ত্তি পূজা করিলেন, কিন্তু সাধক জানে যে সেই এক মহাশক্তির উপাসনা করিতেছে, কেবল রূপভেদ ও উপাধিভেদ মাত্র।

এই সময় শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য প্রভৃতি বিভিন্ন মতাবলম্বীর উদয় হইল।

শাক্ত স্তব করিলেন—

"নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্॥ ৭
অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমো নমঃ।
নমো জগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমো নমঃ॥ ১১
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ১২
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥" ইত্যাদি

মার্কণ্ডেয় ৮৫ অঃ।

"নমো দেবি মহামায়ে সৃষ্টিসংহারকারিণি।
অনাদিনিধনে চণ্ডি! ভুক্তিমুক্তিপ্রদে শিবে॥
ন তে রূপং বিজানামি সগুণং নির্গুণন্তথা।
চরিত্রাণি কুতো দেবি সংখ্যাতীতানি যানি তে।"

দেবীভাগবত ১। ৯। ৪০-৪১।

শৈব ডাকিলেন—

"তং প্রপদ্যে মহাদেবং সর্ব্বজ্ঞমপরাজিতম্।
বিভূতিঃ সকলং যস্য চরাচরমিদং জগৎ॥"

শিবপু-বায়ুসংহিতা ১। ৭।

বৈষ্ণব ডাকিলেন—

"অবিকারায় শুদ্ধায় নিত্যায় পরমাত্মনে।
সদৈকরূপরূপায় বিষ্ণবে সর্ব্বজিষ্ণবে॥
নমো হিরণ্যগর্ভায় হরয়ে শঙ্করায় চ।
বাসুদেবায় তারায় স্বর্গস্থিত্যন্তকারিণে॥" ইত্যাদি।

বিষ্ণুপু ১। ২। ১৪।

যদিও ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ভিন্ন রূপে ও ভিন্ন নামে উপাস্য দেবতাকে ডাকিতেছেন, কিন্তু সকলেই যে সেই এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরকেই লক্ষ্য করিয়া তাঁহারই স্তুতি করিতেছেন, তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়।

তন্ত্রেই উক্ত হইয়াছে—

"নির্গুণা প্রকৃতিঃ সত্যমহমেব চ নির্গুণঃ।
যদৈব সগুণা ত্বং হি সগুণোঽহং সদাশিবঃ॥
সত্যং হি সগুণা দেবী সত্যং হি নির্গুণঃ শিবঃ।
উপাসকানাং সিদ্ধ্যর্থং সগুণা সগুণো মতঃ॥"

মুণ্ডমালা তন্ত্রে ৭ পটল।

সত্য বটে, প্রকৃতি নির্গুণা এবং আমিও (শিব) নির্গুণ; যখন তুমি সগুণা হও, তখন আমি সগুণ (অর্থাৎ মূর্ত্তিমান্) হই। দেবী যে সগুণা ইহাও সত্য, শিবও নির্গুণ। কিন্তু উপাসকের কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্তই উভয়ে সগুণরূপে কল্পিত হন।

এই সাকার উপাসনা এখনকার সকল সংসারী ঈশ্বর-তত্ত্বানুসন্ধায়ী প্রাথমকল্পিক মাত্রেরই গ্রহণ করা উচিত। শ্রীমদ্ভাগবত নির্দ্দেশ করিতেছে—

"অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েৎ তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্॥"

শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২০।২৫।

আমি ঈশ্বর, আমাকে প্রতিমাদিতে পূজা করা কর্ম্মী লোকের সেই পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য, যাবৎ সে নিজ হৃদয়ে এবং সর্ব্বভূতে আমাকে অবস্থিত জানিতে না পারে।

কিন্তু যখন দেহী জানিতে পারিবে, ঈশ্বর তাঁহার হৃদয়ে ও সর্ব্বভূতে রহিয়াছেন, যখন দেহী প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিবে, তখন আর তাঁহার প্রতিমার্চ্চনা আবশ্যক নাই। ভগবান্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্।
অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা॥"

শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২৯।২৭।

অনন্তর আমি সর্ব্বভূতে আছি, (জানিতে পারিলে) সর্ব্বত্র সকলকে দান, মান ও মিত্র জ্ঞান করিবে, এবং সকলকে অভিন্ন দৃষ্টিতে (আত্মতুল্য) দেখিবে, (ইহাই আমার প্রকৃত পূজা।)

প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে যেরূপে ঈশ্বরকে গ্রহণ করিয়াছে, তাহা একে একে প্রদর্শিত হইল।

এক্ষণে চার্ব্বাকাদি ভিন্ন সম্প্রদায়গণ যেরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করে, তাহাও দেখা আবশ্যক।

চার্ব্বাকের মতে,—ঈশ্বর নাই, চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা, এ ছাড়া স্বতন্ত্র আত্মা নাই। লোকসিদ্ধ রাজাই পরমেশ্বর, দেহের উচ্ছেদই মোক্ষ।

জৈনসম্প্রদায় ঈশ্বর মানেন না। তাঁহাদের মতে জিনদেবই সর্ব্বজ্ঞ মুক্তিদাতা, তিনি সকল প্রাণীর হৃদিপদ্মে জীবরূপে অবস্থান করিতেছেন। জৈনদিগের আচারাঙ্গ ও ভগবতীসূত্র মতে, এক আত্মা সকলের দেহে আছে, এ কথা কি প্রকারে সম্ভব? কারণ, এক আত্মা যদি সকলের দেহে থাকে, তবে একজন সুখী হইলে অপরে কেন সুখী হয় না?—জীব, লোক, সিদ্ধ ও সিদ্ধিতত্ত্ব জানিলে লোক ধর্ম্মপদ প্রাপ্ত হয়। ইহাই প্রাচীন জৈনশাস্ত্রের মত। এখনকার নব্য জৈনেরা সম্পূর্ণ নাস্তিক, তাহারা ঈশ্বর হইতে জগৎ অথবা তাঁহার কোনরূপ অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মত অনেকটা চার্ব্বাকের মতের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। [জৈনতত্ত্বাদর্শ ২ পরিচ্ছেদ দেখ।]

বৌদ্ধদের মধ্যে প্রধানতঃ দুই সম্প্রদায়, হীনযান ও মহাযান। হীনযানেরা গৌতমবুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম্মমত গ্রহণ করেন। তাঁহাদের মতে দেহ ক্ষণভঙ্গুর; ধ্যান, ধারণা ও যোগ দ্বারাই জ্ঞান লাভ হয়, তৎপরে নির্ব্বাণ হয়। তাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। মহাযানেরা শূন্যবাদ স্বীকার করেন। তাঁহাদের শাস্ত্রে ঈশ্বর কথা আদৌ উল্লেখ নাই। যদিও পরবর্ত্তীকালে তাঁহারা হিন্দুদিগের তন্ত্রোক্ত দেবদেবীকে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা বলেন—আত্মা, ভোগী, বিনাশী ও ক্ষণস্থায়ী। শূন্যতাই নিত্য, অক্ষয় ও অব্যয়। শরীরস্থ ইন্দ্রিয়গণ অবধি অভাববিশিষ্ট, অর্থাৎ কোন ইন্দ্রিয়ের আত্মদর্শন করিবার ক্ষমতা নাই। অতএব অভাব-স্বভাব জানিয়া ভবার্ণব অতিক্রম করাই মুমুক্ষুর ধর্ম্ম। জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে কেবল শূন্য ছিল, তাই শূন্যের আশ্রয় প্রয়োজন। শূন্যব্যতীত সকল মিথ্যা। শূন্যে মনঃসংযোগ করিয়া সমাধিস্থ হইলে ক্রমে দেহী নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হয়। [সমাধিরাজ, মাধ্যমিকসূত্রবৃত্তি ও অভিধর্ম্মকোষব্যাখ্যা নামক বৌদ্ধগ্রন্থ দেখ।]

উক্ত জৈন ও বৌদ্ধ ব্যতীত পূর্ব্বে আরো অনেক সম্প্রদায় ছিল; তাহাদের মধ্যে কেহ ঈশ্বর স্বীকার করিত, কেহ বা ঈশ্বরের জড়রূপ স্বীকার করিত, কেহ বা আদৌ ঈশ্বরকে স্বীকার করিত না। [তাহাদের বিবরণ আনন্দগিরিকৃত শঙ্করদিগ্বিজয় দেখ।]

বৌদ্ধ ও জৈনের প্রাধান্য বাড়িলে, ভারতবর্ষ হইতে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের লোপ হইবার উপক্রম হয়। এই সময় ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়া বিধর্ম্মীর করাল কবল হইতে সনাতন ধর্ম্মের উদ্ধার করিলেন। তিনি বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি ভ্রান্তমত নিরাকরণ করিয়া অদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। তাঁহার মতে—

"ন তাবদয়মেকান্তেনাবিষয়ঃ। অস্মৎ প্রত্যয়-বিষয়ত্বাৎ, অপরোক্ষত্বাচ্চ প্রত্যগাত্মপ্রসিদ্ধেঃ। ন চায়মস্তি নিয়মঃ পুরোহবস্থিত এব বিষয়ে বিষয়ান্তরমধ্যসিতব্যমিতি। অপ্রত্যক্ষেঽপি হ্যাকাশে বালাস্তলমলিনতাদ্যধ্যস্যন্তি। এবমবিরুদ্ধঃ প্রত্যগাত্মন্যপ্যনাত্মাধ্যাসঃ।" শারীরিকভাষ্য ১।১।

আত্মা যে একবারেই অবিষয়, কোন প্রকার বিষয় (জ্ঞানগোচর) নন, এমন নয়। এই জীবাবস্থায় অস্মদ্ প্রত্যয়ের বিষয়তা আছে এবং অন্তরাত্মরূপে প্রতীত হওয়ায় অপরোক্ষতাও আছে। আত্মা যখন অহং (আমি) এইরূপ জ্ঞানের বিষয়, তখন আর তাঁহাকে একান্ত অবিষয় বলা

যায় না এবং পরোক্ষ (অপ্রত্যক্ষ) বলাও যায় না। অবিদ্যা-কল্পিত অহং যে পর্য্যন্ত থাকিবে, সে পর্য্যন্ত তিনি অহং বৃত্তির বিষয়। আত্মা অপ্রত্যক্ষ নন, তিনি পূর্ণ প্রত্যক্ষ, কেননা জীবমাত্রেই আত্মাকে অর্থাৎ আপনাকে অহং (আমি) রূপে সাক্ষাৎ করিয়া থাকে। বালকেরা অপ্রত্যক্ষ আকাশে তাহার মলিনতাদির অধ্যাস করিয়া থাকে। অতএব আত্মা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ না হইলেও, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও তাহাতে আত্মার অধ্যাস হওয়া বাধা নাই।

"যোৎপত্তির্ব্রহ্মণঃ কারণাৎ তত্রৈব স্থিতিঃ প্রলয়স্থ তে গৃহ্যন্তে। ন যথোক্তবিশেষণস্থ জগতো যথোক্তবিশেষণমীশ্বরং মুক্ত্বান্যতঃ প্রধানাদচেতনাদণুভ্যোবাহভাবাদ্বা সংসারিণো বা উৎপত্ত্যাদি সম্ভাবয়িতুং শক্যম্।" শারীরকভাষ্য ১।১।২।

ব্রহ্ম হইতেই জগতের উৎপত্তি, ব্রহ্মেই ইহার স্থিতি এবং ব্রহ্মেই ইহার লয় হইতেছে। ঐরূপ ঈশ্বর ব্যতীত শূন্য বা অভাব হইতে, জড় প্রকৃতি হইতে কিংবা পরমাণু হইতে, অথবা জন্মমৃত্যুর অধীন সংসারী জীব হইতে এরূপ জগতের এ প্রকার সৃষ্টি স্থিতি লয় হওয়া কোন মতে সম্ভাবিত হইতে পারে না।

তিনি ভিন্ন ভিন্ন মত খণ্ডন করিয়া এইরূপে বিশুদ্ধ বেদান্ত মত প্রচার করিলেন—

"অয়ং যৎ সৃজতে বিশ্বং তদন্যথয়িতুং পুমান্।
ন কোপি শক্তস্তেনায়ং সর্ব্বেশ্বর ইতি শ্রুতঃ ॥ ১০৭
অশেষপ্রাণিবুদ্ধীনাং বাসনাস্তত্র সংস্থিতাঃ।
তাভিঃ ক্রোড়ীকৃতং সর্ব্বং তেন সর্ব্বজ্ঞ ঈরিতঃ ॥ ১০৮
বিজ্ঞানময়মুখ্যেষু কোষেষন্যত্র চৈব হি।
অন্তস্তিষ্ঠন্ যময়তি তেনান্তর্যামিতাং ব্রজেৎ।
বুদ্ধৌ তিষ্ঠন্নান্তরোহস্যাধিয়ানীক্ষ্যশ্চ ধীবপুঃ।
বিয়মন্তর্যময়তীত্যেবং বেদেন ঘোষিতম্ ॥ ১০৯

পঞ্চদশী ৬ পরিঃ।

ঈশ্বর যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার অন্যথা করিতে কেহই সমর্থ নয়, এজন্য তাঁহাকে সর্ব্বেশ্বর বলা যায়। যে হেতু, সমস্ত প্রাণিদিগের বুদ্ধি বাসনা সেই ঈশ্বরে অবস্থিত। বুদ্ধি বাসনায় এই ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত আছে। অতএব বুদ্ধি বাসনা ঈশ্বরের পরাধীন, সুতরাং ঈশ্বরকে সর্ব্বজ্ঞ বলা যায়। বিজ্ঞান-ময় প্রভৃতি কোষ ও অন্যান্য বস্তুসমূহের অন্তরে অবস্থিতি করিয়া ঈশ্বর তাহাদিগকে যথানিয়মে নিযুক্ত করেন, তজ্জন্য তাঁহাকে অন্তর্যামী বলা যায়। যিনি বুদ্ধিতে অবস্থিতি করিয়াও বুদ্ধির অন্তর হন, ধীময় হইয়াও বুদ্ধির বিষয় নন, তিনি বুদ্ধির অন্তরস্থ হইয়া বুদ্ধিকে নিযুক্ত করেন।

"নার্থঃ পুরুষকারেণেত্যেবং মা শঙ্ক্যতাং যতঃ।
ঈশঃ পুরুষকারস্য রূপেণাপি বিবর্ত্ততে ॥" ১১৯

পুরুষের কৃতিসাধ্য কিছুই নয়, এ প্রকার আশঙ্কা করিও না, কেননা ঈশ্বরই পুরুষরূপে পরিণত হন।

"রাত্রিঘস্রৌ সুপ্তিবোধাবুন্মীলননিমীলনে।
তুষ্ণীম্ভাবমনোরাজ্যে ইব সৃষ্টিলয়াবিমৌ ॥" ১২৩

যেমন দিবা ও রাত্রি, জাগ্রৎ ও সুষুপ্তি, চক্ষুর উন্মীলন ও নিমীলন, এবং তুষ্ণীভাব ও মনোরাজ্য প্রভৃতিতে জ্ঞানের তিরোভাব ও আবির্ভাব স্পষ্ট উপলব্ধি হয়, সেইরূপ ঈশ্বরে জগতের তিরোভাব ও আবির্ভাবকে প্রলয় ও উৎপত্তি বলা যায়।

"মায়ী সৃজতি বিশ্বং সন্নিরুদ্ধস্তত্র মায়য়া।
অন্য ইত্যপরা ব্রূতে শ্রুতিস্তেনেশ্বরঃ সৃজেৎ ॥
আনন্দময় ঈশোহয়ং বহুস্যামিত্যবৈক্ষত।
হিরণ্যগর্ভরূপোহভূৎ সুপ্তিঃ স্বপ্নো যথা ভবেৎ ॥ ১৩০।

মায়াবী ঈশ্বর নিজ মায়ায় বদ্ধ হইয়া এই সমস্ত বিশ্ব সৃজন করেন। তিনি পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, শ্রুতিতেই উক্ত হইয়াছে। যেমন সুযুপ্তি অবস্থাভেদে স্বপ্নরূপে পরিণত হয়, তেমনি আমি বহু শরীরে প্রবিষ্ট হইব এই সঙ্কল্প দ্বারা তিনি হিরণ্যগর্ভরূপ হইয়াছেন।

"ঈশসূত্রবিরাট্ বেধো বিষ্ণুরুদ্রেন্দ্রবহ্নয়ঃ।
বিঘ্নভৈরবমৈরালমারিকাযক্ষরাক্ষসাঃ ॥
বিপ্রক্ষত্রিয়বিট্শূদ্রা গবাশ্বমৃগপক্ষিণঃ।
অশ্বত্থবটচূতাদ্যা যবব্রীহিতৃণাদয়ঃ ॥
জলপাষাণমৃৎকাষ্ঠবাস্যকুদ্দালকাদয়ঃ।
ঈশ্বরাঃ সর্ব্ব এবৈতে পূজিতাঃ ফলদায়িনঃ ॥" ১৩৪।

ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ, বিরাট্, প্রজাপতি, বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্র, অগ্নি, বিঘ্নভৈরব, মৈরাল, মারিক, যক্ষ, রাক্ষস, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, গো, অশ্ব, মৃগ, পক্ষি, অশ্বত্থ, বট, আম্র, যব, ধান্য, তৃণ, জল, প্রস্তর, মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, বাসী ও কুদ্দাল প্রভৃতি সকলেই ঈশ্বরের অবয়ব হয় এবং পূজিত হইয়া শুভফল প্রদান করে।

"অদ্বিতীয়ব্রহ্মতত্ত্বে স্বপ্নোহয়মখিলং জগৎ।
ঈশজীবাদিরূপেণ চেতনাচেতনাত্মকম্ ॥
আনন্দময়বিজ্ঞানময়াবীশ্বরজীবকৌ।
মায়য়া কল্পিতাবেতৌ তাভ্যাং সর্ব্বং প্রকল্পিতম্ ॥"১৩৬

ঈশ্বর, জীব ও দেহ প্রভৃতি চেতন ও অচেতনাত্মক এই জগৎ সমুদায় অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বে মায়াকল্পিত স্বপ্নস্বরূপ, কারণ আনন্দময় ঈশ্বর এবং বিজ্ঞানময় জীব উভয়ই মায়া দ্বারা

কল্পিত। এই উভয় হইতে এই সমুদায় বিশ্ব রচিত হইয়াছে।

"ঈক্ষণাদিপ্রবেশান্তা সৃষ্টিরীশেন কল্পিতা।
জাগ্রদাদি বিমোক্ষান্তঃ সংসারো জীবকল্পিতঃ॥" ১৩৭

সৃষ্টিবিষয়ক সংকল্প হইতে সর্ব্ববস্তুতে প্রবেশ পর্য্যন্ত সমুদায় ব্যাপার ঈশ্বরের কার্য্য এবং জাগ্রৎ অবস্থাদি হইতে মোক্ষ পর্য্যন্ত সমুদায় ব্যাপার জীবকল্পিত। [ব্রহ্ম ও শঙ্করাচার্য্য দেখ।]

কিছুকাল পরে পূজ্যপাদ রামানুজ প্রচার করিলেন,—ঈশ্বর সকলের অন্তর্যামী। জগৎসৃষ্টির প্রারম্ভে চিৎ ও অচিৎ সূক্ষ্মভাবে তাঁহার অঙ্গরূপে অবস্থিতি করে, কিন্তু চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর এই তিনের মধ্যে পরস্পর ভেদ থাকে। সেই চিৎ ও অচিৎ স্থূলরূপে পরিণত হইলে ঈশ্বর তাঁহাদের অন্তর্যামী হন।' ঈশ্বর জীবসমূহ ও জড় জগতের নানা উপকরণে বর্ত্তমান আছেন এবং থাকিবেন।

চৈতন্যদেবকে রামানন্দ এইরূপ ঈশ্বরতত্ত্ব বলেন—

"সচ্চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপ-শক্তি হয় তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিত যারে জ্ঞান করি মানি॥
কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।
সেই শক্তিদ্বারে সুখ আহ্লাদে আপনি॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥
হ্লাদিনী যার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ চিন্ময় রূপ রসের আখ্যান॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী॥"

চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা।

পরমসাধক রামপ্রসাদ বলেন, মা (শক্তি)ই মূলাধার। তিনি যা করেন, তাই হয়। তাঁহার রূপ কল্পনা করা যায় না। মনেই তাঁহাকে বুঝা যায়, মনে তাঁহার দর্শন হয়। প্রকৃতি পুরুষই বিশ্বের স্রষ্টা। প্রসাদ গাহিয়াছিলেন—

"মন গরিবের দোষ কি আছে?
তুমি বাজীকরের মেয়ে গো শ্যামা,
যেমন নাচাও তেমনি নাচে॥
তুমিই ধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম মর্ম্মকথা বুঝা গেছে।
তুমিই ক্ষিতি তুমিই জল ফল ফলাচ্ছ ফলাগাছে॥
প্রসাদ বলে, কর্ম্মসূত্র সূতোর কাট্‌না কেটেছে।
মায়াডোরে বেঁধে জীবে ক্ষেপা ক্ষেপী খেল্ খেলেছে॥"

আবার একদিন তিনি গাহিয়াছিলেন—

"কে জানে কালী কেমন।
ষড়্‌দর্শনে না পায় দর্শন॥
প্রসাদ ভাষে, লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধুগমন।
আমার মন বুঝেছে, প্রাণ বুঝে না,
ধরবে শশী হ'য়ে বামন॥"

মহাত্মা রামমোহন রায়ের মতে, ব্রহ্মের কালীকৃষ্ণাদি রূপধারণ কেবল মায়ার কার্য্য; সেইজন্য ভক্ত কেবল রূপ নামে বদ্ধ থাকেন না। ঈশ্বরকে জন্ম স্থিতি ভঙ্গের কারণ জানিয়া ভক্ত তটস্থ লক্ষণেও তাঁহার উপাসনা করিতে পারেন। বাদ্যোদ্যম, শঙ্খঘণ্টাধ্বনি, বেদমন্ত্রযুক্ত দেবোৎসবেও তাঁহার আবির্ভাব দর্শনপূর্ব্বক সাধক তাঁহার পূজা করিতে সমর্থ হন। যাঁহার মন ভগবদ্ভক্তি ও ব্রহ্মজ্ঞানে পরিপূর্ণ তিনি সকল রকমে ব্রহ্মপূজা করিতে পারেন। বস্তুতঃ প্রতিমাদি অর্চ্চনা, এমন কি ব্রত হোমাদি কর্ম্ম পর্য্যন্ত তাঁহার পক্ষে ঈশ্বরভক্তির উদ্দীপক। পরমেশ্বর সর্ব্বজীবে ও সর্ব্বত্র বিক্ষিপ্ত ব্যষ্টি প্রকৃতিতে বিরাজমান। ব্রহ্মজ্ঞ সাধু সর্ব্বত্রই ভগবানকে দর্শনপূর্ব্বক তাঁহার পবিত্র আবির্ভাবকে হৃদয়ে স্পর্শ করেন। ঈশ্বরের শক্তি বড়ই বিচিত্র, তিনি নরলোকের মঙ্গলের জন্য অবশ্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হইতে পারেন। যেমন প্রকৃতিতে অবতীর্ণ, জীবে অবতীর্ণ, সেইরূপ স্বেচ্ছারচিত শরীরযোগেও অবতীর্ণ হইতে পারেন। শাস্ত্রে রামকৃষ্ণাদি সেই প্রকার অবতার কথিত আছে।

মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের মতে "বেদের ঈশ্বর নিশ্চেষ্ট, পুরাণের ঈশ্বর কর্ম্মশীল। নিশ্চেষ্ট ও কর্ম্মশীল দুই কিরূপে সিদ্ধ হইবে? তিনি মানুষের মত এখানে ওখানে বেড়ান না। এ কার্য্য একবার, ও কার্য্য একবার, করেন না। ঈশ্বর তোমার মুখে আমার মুখে প্রকাশ্যরূপে অন্ন তুলিয়া না দিয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের শক্তির ভিতর দিয়া অন্ন যোগাইতেছেন। ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, অথচ তিনি গূঢ় নিয়মে আমাদের সমুদায় অভাব মোচন করিতেছেন। নগর, সহর, দেশ, গ্রামে সর্ব্বত্র ব্রহ্মের পূজা করিব, অথচ তাঁহাকেই আমরা ঘরের লক্ষ্মী বলিয়া মানিব। বিশ্বমধ্যে নিগূঢ় কল্যাণের কৌশলে কার্য্যের স্রোত নিয়ত চলিতেছে। সেই কল্যাণের কৌশলে নিপীড়িত ভক্তকে সুখী করে ও সত্যকে জয়ী করে।

[সেবকের নিবেদন ১ম ও ২য় খণ্ড, ২০৬ পৃঃ।]

ঈশ্বর অজর, অমর, তাহাতে দিন নাই, রাত্রি নাই শাস্ত্রে এইরূপ কথিত হইয়াছে। তবে তাঁহার রূপকল্পনা করিয়া লোক পূজা করে কেন? কেশব বলেন—"দেখ, এই কয়েক

দিন পূর্ব্বে বঙ্গবাসিগণ দুর্গাকে নমস্কার করিল, পূজা করিল, তাঁহার সুন্দর মূর্ত্তি সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিল, প্রাণকে মোহিত করিল, তাঁহার রূপে হিন্দুর ঘর আলোকিত হইল। এমন সুন্দর বর্ণ কৃষ্ণবর্ণে পরিবর্ত্তিত হইল। লোকে সুন্দরী দেবীকে পরিবর্জ্জন করিয়া কালীদেবীর পূজা করিতে গেল কেন ?...অবশ্য কোন নিগূঢ় অর্থ আছে। মানুষের প্রকৃতি, মানুষের স্বভাব ও মতি যাঁহারা জানেন, তাঁহারা এ পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারেন, বুঝাইতে পারেন। দেবী প্রকৃতি একই ; যিনি দুর্গা, তিনিই কালী। শক্তি এক, যিনি পূজা করিলেন তিনি দুয়েতেই শক্তি দেখিলেন। কেবল মনের ভাব দেবীকে দুই বর্ণে প্রতিফলিত করিল। যে মূর্ত্তি দেখিয়া পূর্ব্বে ভক্তি উদ্দীপ্ত হইয়াছে, মন মুগ্ধ হইয়াছে, সেই মূর্ত্তির পরিবর্ত্তন দেখিয়া এখন ভয় উপস্থিত! এ মূর্ত্তি কোথায় দেখিবে, ভক্তি-পূর্ব্বক শুন। একবার হৃদয়ের মধ্যে যাও, সেখানে খুঁজিয়া এই মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে। ভিতরে আলোক নাই, অন্ধকার তোমাকে পরিবেষ্টন করিবে। অনন্ত আকাশ কাল, সেই অনন্ত আকাশে বিলীন এই শক্তি। এখানে অন্ধকারে অন্ধকার, এক নিরাকারে সকল একাকার হইয়া গিয়াছে। আকাশ ও অন্ধকারে কিছুই প্রভেদ করা যায় না। সেই ঘন কাল আকাশের ভিতরে, অন্ধকারের ভিতরে ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মজ্ঞান। বাহিরে তাঁহারই কালীমূর্ত্তি ; দেবী বাহিরে, অন্তরে ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মজ্ঞান।"

[সেবকের নিবেদন ৪র্থ খণ্ড ১৪৭-৮ পৃঃ।]

পরমহংস রামকৃষ্ণ সে দিন বলিয়া গিয়াছেন,—সচ্চিদানন্দ হরি বহুরূপী। তিনি এক, তিনি অনন্ত, তিনি বিশ্বরূপী ভগবান্। যে তাঁহাকে দেখে নাই, যে তাঁহার মর্ম্ম বুঝে নাই, সেই সাকার নিরাকার লইয়া তর্ক করে, কিন্তু প্রকৃত ভক্ত বলেন, হাঁ ইনি সাকার, ইনি নিরাকার। ব্রহ্মের অনন্ত নাম এবং অনন্ত ভাব। যাহার যে নামে যে ভাবে তাঁহাকে ভাবিতে ভাল লাগে, সেই নামে ও সেই ভাবে ডাকিলে ঈশ্বর লাভ হয়। আমিত্ব দূর হইলে ঈশ্বর দর্শন হয়। কলিকালে ঈশ্বরের নামই একমাত্র সাধন।

খৃষ্টানদিগের বাইবেলের মতে, ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা, সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র তিনিই ছিলেন। তাঁহা হইতে এই চরাচর জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। [খৃষ্টান দেখ।]

কোরাণের মতে ঈশ্বর দেবদূতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনি সকলের স্রষ্টা, তিনি মানব জাতিকে টাট্‌কা রক্ত হইতে সৃষ্টি করেন। তিনি সর্ব্বদর্শী, অসীম, অমর ইত্যাদি।

[মুসলমান দেখ।]

বর্ত্তমান সময়ে খৃষ্টানদিগের মধ্যে নানাশ্রেণীর ধর্ম্মসম্প্রদায় উত্থিত হইয়াছে। কেহ ঈশ্বরকে সর্ব্বস্রষ্টা বলিয়া গ্রহণ করেন, কাহারও মতে স্বভাব হইতে জগতের উৎপত্তি, ঈশ্বর হইতে নয়। কেহ বা সংযোগবিয়োগের দ্বারা পৃথিবীর উৎপত্তি স্থির করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করেন। রুষদেশে নিহিলিষ্ট নামে এক দল শূন্যবাদী আছে, তাহারা পুরা নাস্তিক। [উপাসনা দেখ।]

ঈশ্বরকৃষ্ণ, প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। ইহাঁর সাংখ্যকারিকা আমাদের দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে চিরপ্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থ ৫৫৭—৫৮৯ খৃষ্টাব্দ মধ্যে চন্-তি (পরমার্থ) কর্ত্তৃক চীনভাষায় অনুবাদিত হয়। ঈশ্বরকৃষ্ণকে কেহ কেহ কালিদাস বলিয়া গ্রহণ করেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে, ইনি খৃষ্টের ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মত গ্রহণ করা যাইতে পারে না, কারণ যে গ্রন্থ ষষ্ঠ শতাব্দীতে চীনদেশে লইয়া গিয়া অনুবাদিত হইল, সেই গ্রন্থ ঐ সময়ের অন্ততঃ পঞ্চাশ বা এক শত বর্ষ পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে, বরং এরূপ স্বীকার করা যায়। ঐ গ্রন্থ রচিত হইবামাত্র কিছু চীনে যায় নাই, উহা নানাস্থানে বিখ্যাত হইলে চীনদেশের লোক এ দেশে আসিয়া লইয়া যায় এবং অনুবাদ করে। অতএব ষষ্ঠ শতাব্দীরও বহুপূর্ব্বে ঈশ্বরকৃষ্ণ বিদ্যমান ছিলেন।

নারায়ণ সাংখ্যচন্দ্রিকা নাম্নী টীকা এবং বিজ্ঞানভিক্ষু আর্য্যভাষ্য নামে সাংখ্যকারিকার ভাষ্য রচনা করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্গদেশের অন্তর্গত কৃষ্ণনগরের একজন রাজা। রাজা শিবচন্দ্রের পুত্র। ১৭১৮ খৃঃ অব্দে শিবচন্দ্রের মৃত্যু হইলে ইনি রাজপদ প্রাপ্ত হন। ইনি রূপবান্, বলবান্ ও বড় সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। ১৮০২ খৃঃ অব্দে ৫৫ বর্ষ বয়সে শারীরিক নিয়মলঙ্ঘনবশবতঃ ইহাঁর মৃত্যু হয়। গিরীশচন্দ্র নামে তাঁহার একটী পুত্র হয়।

ঈশ্বরচন্দ্রের সভায় বাক্‌পতি নামে একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ থাকিতেন, তিনি সারদামঙ্গল নামে একখানি বাঙ্গালা সঙ্গীত গ্রন্থ রচনা করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, বিখ্যাত বাঙ্গালী কবি। কাঁচড়াপাড়া-নিবাসী হরিনারায়ণ গুপ্তের ২য় পুত্র। তাঁহার মাতার নাম শ্রীমতী দেবী। তাঁহার পিতা কাঁচড়াপাড়ার নিকটবর্ত্তী শিয়ালডাঙ্গার নীলকুঠিতে চাকুরী করিতেন।

১৭৩২ শকে (১২১৮ সালে) ২৫এ ফাল্গুন শুক্রবারে ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন।

বাল্যকালে ঈশ্বরচন্দ্র বড় দুরন্ত ছিলেন। লেখাপড়ায় বিশেষ মনোযোগ ছিল না। কিন্তু এই বাল্যকাল হইতেই

তাঁহার কবিতা লিখিবার সখ হয়। তখন গ্রামস্থ অপরাপর বালকেরা পার্শী পড়িত। ঈশ্বরচন্দ্র তাহাদের মুখে ঐ পার্শী কবিতার অর্থ শুনিয়া নিজেই আবার বাঙ্গালায় কবিতা বাঁধিতেন। বালককালে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতপুত্র মহেশচন্দ্রের সঙ্গে সর্ব্বদাই কবিতার লড়াই হইত। বাস্তবিক মহেশচন্দ্র একজন সুকবি ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র একদিন ঠাট্টা করিয়া তাঁহাকে বলেন, "দাদা! লেজ লুকালে কেন?" মহেশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন—

"ওরে দুই ভায়ের দুই থাক্‌লে লেজ,
থাক্‌ত না সংসার।
একে তোমার লেজে গেছে মজে,
সোণার লঙ্কা ছারখার॥"

তদবধি ঈশ্বরচন্দ্র মহেশকে বড় ভক্তি করিতে লাগিলেন। মহেশ এক সময় প্রতিজ্ঞা করেন, ঈশ্বরচন্দ্র বাঁচিয়া থাকিতে তিনি কলম ধরিবেন না; বস্তুতঃ মহেশ এই বাক্য পালন করিয়াছিলেন। সকলেই তাঁহাকে 'মহেশাপাগলা' বলিত।

ঈশ্বরচন্দ্রের দশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। অল্প বয়সে মাতৃহীন হইলেন; এই কষ্ট না যাইতে যাইতে, তাঁহার পিতা হরিনারায়ণ দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। এই বিবাহে তিনি বড়ই চটিয়া যান। শুনা যায়, তাঁহার পিতা বিবাহ করিয়াই কর্ম্মস্থানে চলিয়া আসেন, নববধূ গৃহে আসিলে হরিনারায়ণের মাতা বরণ করিয়া বধূকে ঘরে তুলিতে যান। ঈশ্বরচন্দ্রের তখন মহা রাগ, আর একজনকে মা বলিতে হইবে, এ বড়ই কষ্টকর। তিনি বিমাতাকে লক্ষ্য করিয়া একটি রুল ছুঁড়িলেন, ঘটনাক্রমে তাঁহাকে না লাগিয়া অন্যত্র গিয়া পড়িল। তাঁহার জ্যেঠা মহাশয় আসিয়া বিলক্ষণ দুই এক ঘা জুতা কসাইলেন। পরে তাঁহার মাতামহ আসিয়া ঠাণ্ডা করিয়া বলেন, "ঈশ্বর, তোদের মা নাই, মা হইল, বেশ হইল। তোদের যত্ন আয়ত্তি করিবে।" তা বলিলে কি হয়, এ কটী কথা তাঁহার অন্তরে অন্তরে প্রবেশ করিল। একে তিনি বরাবর নকলের উপর চটা, তাহাতে আজ নিজের মাকে ভুলিয়া নকলকে মা বলিতে হইবে, এ কি রকম কি রকম ঠেকিল। তিনি আর বেশী দিন কাঁচড়াপাড়ায় থাকিলেন না, কলিকাতায় মাতুলালয়ে আসিলেন। এখানে থাকিয়া ইংরাজী বিদ্যাভ্যাসের জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু লেখাপড়ায় তাঁহার তাদৃশ আটা না থাকায় বড় কিছু হইল না। তিনি জন্ম কবি। পাঠাবস্থায় তিনি কেবল কবিতার চর্চ্চা করিতেন। কবিতাই যেন তাঁহার জীবন, কবিতাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য। যেমন তাঁহার কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁহার সেইরূপ শ্রুতিশক্তি বড় চমৎকার শুনা যায়। যখন তাঁহার ১৭।১৮ বর্ষ বয়স, দেড় মাস মধ্যে তিনি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের মিশ্র পর্য্যন্ত অর্থের সহিত মুখস্থ করিয়াছিলেন। কলিকাতার ঠাকুরগোষ্ঠীর সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের মাতামহবংশের কিছু আত্মীয়তা ছিল। সেই সূত্রে তিনি ঠাকুরবাড়ীতে সদা সর্ব্বদাই যাতায়াত করিতেন। ক্রমে পাথুরিয়াঘাটা-নিবাসী গোপীমোহন ঠাকুরের পৌত্র যোগেন্দ্রমোহনের সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্ব জন্মে। উভয়ে সমবয়স্ক। ঈশ্বরচন্দ্রের সহবাসে যোগেন্দ্র মোহনেরও রচনাশক্তি জন্মিয়াছিল।

১৫ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে গুপ্তীপাড়ার গৌরহরি মল্লিকের কন্যা দুর্গামণি দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। দুর্গামণিকে দেখিতে বড় ভাল নয়, হাবা বোবার মত। ঈশ্বরচন্দ্রের মনে ধরিল না, বিবাহের পর হইতে স্ত্রীর সহিত আর কথা কহিলেন না, উভয়েই চিরদিন মনাগুনে জ্বলিতে লাগিলেন।

১২৩৭ সালের ১৬ই মাঘে, যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সাহায্যে ঈশ্বরচন্দ্র "সংবাদপ্রভাকর" নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিলেন। মধ্যে ১২৩৯ সালে যোগেন্দ্রমোহনের মৃত্যু হওয়ায় সংবাদপ্রভাকর উঠিয়া যায়। ঐ বর্ষে ঈশ্বরচন্দ্রের কবিত্ব ও রচনাশক্তি দর্শনে আন্দুলের জমিদার বাবু জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক "সংবাদরত্নাবলী" প্রকাশ করেন, ঈশ্বরচন্দ্র ঐ পত্রিকায় বিশেষ সাহায্য করিতেন।

কিছুদিন পরে তিনি শ্রীক্ষেত্রাদি দর্শনমানসে কটকে যাত্রা করেন। এইখানে তাঁহার খুড়া শ্যামামোহন রায়ের বাটীতে থাকিয়া একজন দণ্ডীর কাছে তন্ত্রাদি শিক্ষা করেন। ১২৪২ সালে বৈশাখ মাসে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। এই বর্ষে ২৭এ শ্রাবণ বুধবার হইতে তিনি কানাইলাল ঠাকুরের সাহায্যে পুনরায় প্রভাকর প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ১২৪৫ সালের ১লা আষাঢ় হইতে প্রভাকর প্রাত্যহিকরূপে প্রকাশিত হইতে থাকে। দেশীয় প্রাত্যহিক সংবাদপত্রের মধ্যে প্রভাকরই প্রথম। এই সময় পণ্ডিতমণ্ডলী এবং সহর ও মফঃস্বলের সম্ভ্রান্ত জমিদারগণ নানাপ্রকারে ঈশ্বরচন্দ্রের সাহায্য করিতে লাগিলেন।

১২৫৩ সালের ৭ই আষাঢ় তিনি 'পাষণ্ডপীড়ন' নামে আর একখানি পত্র প্রকাশ করেন। এই সময় ভাস্কর-সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য) 'রসরাজ' নামে একখানি পত্র প্রকাশ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত কবিতা-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ঈশ্বরচন্দ্রও পাষণ্ডপীড়নপত্রে ভাস্কর-সম্পাদকের কবিতার প্রতিবাদ [illegible] রূপে
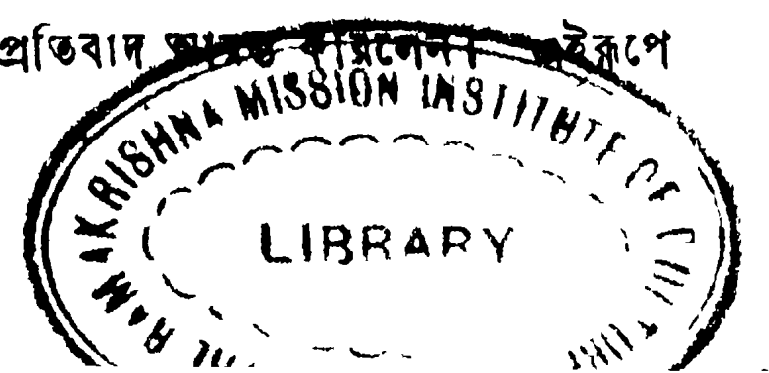
উভয়ে অনেক দিন ধরিয়া কুৎসাপূর্ণ কবির লড়াই চলিয়াছিল। কিছুদিন পরে উভয় পত্রই বন্ধ হইয়া যায়।

পাষণ্ডপীড়ন উঠিয়া যাইলে, ১২৫৪ সালে ভাদ্র মাসে ঈশ্বরচন্দ্র 'সাধুরঞ্জন' নামে আর একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহাতে তাঁহার ছাত্রগণের কবিতা ও প্রবন্ধাদি ছাপা হইত।

১২৬০ সালের ১লা বৈশাখ হইতে তিনি একখানি করিয়া বৃহৎ কলেবর প্রভাকর প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এইখানি প্রতিমাসের ১লা তারিখে প্রকাশিত হইত, ইহা কেবল তাঁহার স্বীয় কবিতায় পূর্ণ থাকিত। এই স্বতন্ত্র মাসিক প্রভাকর প্রকাশ করিতে তাঁহাকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইত। এই কারণে ক্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে লাগিল। এই সময় কলিকাতায় থাকিলে, অধিকাংশ সময়েই কোন বাগানে অতিবাহিত করিতেন। শারদীয়া পূজার পর প্রায়ই জলপথে বাহির হইতেন। তিনি পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া প্রাচীন গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ ও রাজবল্লভের কীর্ত্তিনাশ প্রভৃতি দর্শন করিয়া তাঁহার কবিতা রচনা করেন, এ ছাড়া আদিশূরের যজ্ঞস্থলের ইতিবৃত্তও প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি প্রায় ১০ বর্ষকাল নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া রামপ্রসাদ সেন, রামনিধি সেন (নিধুবাবু), হরুঠাকুর, রামবসু, নিতাইদাস বৈরাগী, লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, রাসু ও নৃসিংহ প্রভৃতি অনেকগুলি প্রাচীন খ্যাতনামা বাঙ্গালী কবির জীবনচরিত, গীত ও পদাবলী প্রকাশ করেন। তৎপরে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের জীবনী ও তাঁহার অনেক লুপ্তপ্রায় কবিতা বহু পরিশ্রমে সংগ্রহ করিয়া ১২৬২ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ প্রকাশ করেন। বাস্তবিক প্রাচীন বাঙ্গালা কবির জীবনবৃত্তাদি উদ্ধার পক্ষে ঈশ্বরচন্দ্রই প্রথম ও প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

১২৬৪ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে তিনি 'প্রবোধ প্রভাকর' নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন, ঐ গ্রন্থ ১লা ভাদ্রে শেষ হয়। তৎপরে প্রতিমাসের মাসিক প্রভাকরে 'হিতপ্রভাকর' ও 'বোধেন্দু-বিকাশ' ক্রমশঃ প্রকাশ করিয়া সমাপ্ত করেন।

তৎপর বর্ষে শ্রীমদ্ভাগবতের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু মঙ্গলাচরণ ও কয়েকটী শ্লোকের অনুবাদ করিয়াই মৃত্যুশয্যায় শয়ন করেন।

১২৬৫ সালের ১০ই মাঘ, রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের সময় কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিলেন। বঙ্গভাষা তাঁহার একটী অমূল্য রত্ন হারাইলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র দেখিতে সুপুরুষ, তাঁহার দেহকান্তি মনোহর, কথার স্বর বড় মিষ্ট ছিল। তাঁহার মুখখানি সদাই হাসিমাখা। সংসারে থাকিয়াও সংসার-বৈরাগী; তিনি স্বদেশীয়কে বড়ই ভালবাসিতেন, তাহা তাঁহার কবিতাতে প্রকাশ আছে—

"ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥"

অপর রসে তেমন প্রাধান্য না থাকিলেও হাস্যরসের কবিতা-রচনায় তিনি অদ্বিতীয়; হাস্যরসে কবিতা লিখিয়া এ পর্য্যন্ত কেহই তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। তিনি এখনকার মত, তত্ত্ববোধিনী সভা, টাকীর নীতিতরঙ্গিণী সভা ও দর্জ্জিপাড়ার নীতিসভার সভাপদে নিযুক্ত ছিলেন। ঐ সব সভায় মধ্যে মধ্যে বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ করিতেন। আবার তখনকার কলিকাতা ও নিকটস্থ সখের কবি ও হাফ্-আখড়াই দলের সংগীত-সংগ্রামের সময় কোন না কোন পক্ষে থাকিয়া সংগীত রচনা করিয়া দিতেন। তিনি যে পক্ষে থাকিতেন, সেই দলেরই জয় হইত। বাস্তবিক ঈশ্বরগুপ্ত এ কাল আর সেকালের সন্ধিস্থানে বর্ত্তমান ছিলেন। তখনকার রুচি এখনকার মত ছিল। সে সময়ে সকলেই অশ্লীলতাপ্রিয় ছিল, এই জন্য ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় অশ্লীলতার ভাগ অধিক। তাহা বলিয়া তাঁহার মন অশ্লীল ছিল না। তাঁহাকে একজন সাধুপুরুষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি অনেক সময়ে অনেক টাকা রোজগার করিতেন। কিন্তু সে সকলই সাধারণের উপকারার্থে ব্যয় হইত। শুনা যায়, তাঁহার বাটীতে সমস্ত দিন উনান জ্বলিত, যে আসিত, সেই পরিতোষের সহিত অন্ন ব্যঞ্জনাদি পাইত। ঈশ্বরচন্দ্র বিলাসী ছিলেন না, অনেক সময়ে অনেক টাকা পাইলেও, তিনি কখন বাবুয়ানা করিতেন না। সহর ও মফঃস্বলের সকল সমাজে লোকেই ঈশ্বরচন্দ্রকে ভাল বাসিত, মহাসম্ভ্রান্ত জমিদার অবধি তাঁহার বাড়ীতে গিয়া সামান্য সতরঞ্চে বসিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া পরিতুষ্ট হইয়া আসিতেন।

মৃত্যুর পর তাঁহার অনুজ রামচন্দ্র প্রভাকরের সম্পাদক হন। এই সময় সেই মহেশচন্দ্র দুঃখ করিয়া লেখেন—

"দাতে মেতাতে জড়ো হয়ে নষ্ট কর্‌লে প্রভাকর।
জন্মে কলম ধরেনিকো, রাম হ'ল এডিটর॥
আগা গাছা বাদ দিয়ে শ্যাম হ'ল কমাণ্ডর॥"

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্গদেশের একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ নামক গ্রামে

১৭৪২ শকে (১৮২০ খৃষ্টাব্দ) ১২ই আশ্বিন মঙ্গলবার দিবসে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺ ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন তারিখে বিদ্যাসাগর বিদ্যাশিক্ষার্থ সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। গভীর গবেষণা ও ধীশক্তি-প্রভাবে অল্পদিবস মধ্যেই সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিলেন। ইনি গঙ্গাধর তর্কবাগীশের নিকট ব্যাকরণ, জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের নিকট সাহিত্য, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের নিকট অলঙ্কার, শম্ভুচন্দ্র বিদ্যাবাচস্পতির নিকট বেদান্ত, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট স্মৃতি, নিমাইচন্দ্র শিরোমণি ও পরে জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের নিকট ন্যায় ও সাংখ্য অধ্যয়ন করেন। সংস্কৃত কলেজ হইতে ইনি 'বিদ্যাসাগর' উপাধি প্রাপ্ত হন।

ইঁহার পিতা তাদৃশ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন না; সেই কারণে বালককাল হইতে পাঠাবস্থা পর্য্যন্ত দরিদ্রতা-নিবন্ধন অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন।

১৮৪১ খৃঃ অব্দে ডিসেম্বর মাসে, ইনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধানপণ্ডিতরূপে নিযুক্ত হন। ইঁহার কার্য্য-কারিতা ও বিচক্ষণতাদর্শনে সংস্কৃত কলেজের কর্তৃপক্ষগণ ১৮৪৬ খৃঃ অব্দের এপ্রেল মাসে, ইঁহাকে সংস্কৃত কলেজের সহকারী কর্ম্মাধ্যক্ষের (Assistant Secretary) পদ প্রদান করেন। কিন্তু তৎপর বর্ষেই বিদ্যাসাগর ঐ পদ হইতে অবসর লইলেন।

১৮৪৯ খৃঃ অব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে আবার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রবেশ করেন, এবং তথায় 'হেড রাইটার' (Head writer) কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

বিদ্যাসাগরের সুখ্যাতি ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ১৮৫০ খৃঃ অব্দে ডিসেম্বর মাসে ইনি সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যাধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হইলেন। ইঁহার নানা বিষয়ে পাণ্ডিত্য দর্শন করিয়া, তৎকালীন এ দেশস্থ সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণ বিদ্যাসাগরের পক্ষপাতী হইয়া উঠেন। তাঁহাদের যত্নে পরবর্ষের প্রারম্ভেই বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ (Principal) হইলেন। এই সময়ে তিনি সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে অনেক সুনিয়ম স্থাপন করেন।

তৎপরে ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে, কলেজের অধ্যক্ষতাসহেও গবর্ণমেণ্ট ইঁহার প্রতি সাধারণ বিদ্যালয়-পরিদর্শকের (Special Inspector of Schools) ভার সমর্পণ করেন। উভয় কার্য্যেই ইনি সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অবস্থানকালে কাপ্তেন মার্শেল সাহেব বিদ্যাসাগরকে ইংরাজী শিক্ষা করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন। তৎপর হইতে ইনি ইংরাজী শিক্ষায় যত্নবান্ হইলেন। তৎকালে সিবিলিয়নদিগকে শিক্ষা করিবার জন্য হিন্দীভাষা প্রয়োজন হইত। এই নিমিত্ত বিদ্যাসাগর হিন্দীভাষা শিক্ষা করেন।

সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনার সময়ে, তৎকালীন গবর্ণমেণ্ট সেক্রেটরী হালিডে সাহেবের সহিত বিদ্যাসাগরের আলাপ পরিচয় হয়। তিনি নানা বিষয়ের পরামর্শ করিবার জন্য প্রতিসপ্তাহে একদিন করিয়া বিদ্যাসাগরকে লইয়া যাইতেন, অনেক সময়ে তিনি বিদ্যাসাগরের সৎপরামর্শ গ্রহণ করিতেন। তাঁহারই যত্নে বিদ্যাসাগর 'স্কুল ইন্স্পেক্টর' হইয়াছিলেন। তৎকালে বাঙ্গালাবিভাগের চারিটী জেলায় সর্ব্বশুদ্ধ ২০টী মডেল স্কুল স্থাপিত হয়, এই কুড়িটী বিদ্যালয়ের পরিদর্শনভার বিদ্যাসাগরের উপর ন্যস্ত হয়। এই সময়ে বেথুন সাহেবের মৃত্যু হইলে তৎপ্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিদ্যালয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে আইসে। ঐ সময়ে বিদ্যাসাগর বেথুন স্কুলের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন, তিনি স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন করিতেন। এই সময়ে ইনি হালিডে সাহেবের উৎসাহবাক্যে উৎসাহিত হইয়া বাঙ্গালার স্থানে স্থানে প্রায় ৫০ ৬০টী বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গবর্ণমেণ্ট এই বৃহৎ কার্য্যে মনোযোগ করিলেন না। কিছুদিন পরে বিদ্যাসাগর ঐ সমস্ত বালিকা-বিদ্যালয়ের খরচপত্রাদির বিল করিয়া পাঠাইলে গবর্ণমেণ্ট ঐ টাকা দিতে অসম্মত হইলেন; যাঁহার উৎসাহে ঐ সকল বিদ্যালয় স্থাপিত হইল, সেই হালিডে সাহেবও তখন নিরুত্তর রহিলেন। তখন বিদ্যাসাগর নিজ হইতে ঐ সমস্ত টাকা দিয়া বিদ্যালয়গুলি কিছুদিন চালাইয়াছিলেন।

তৎকালে বিদ্যাসাগরের একজন বন্ধু তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি যে কোন বিষয় তত্ত্ববোধিনীর জন্য লিখিয়া পাঠাইতেন, তিনি তাহা দেখিয়া দিতেন, পরে তাহা তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হইত। বিদ্যাসাগর ঐ বন্ধুর নিকট তত্ত্বাদি সংশোধন করিতে যাইতেন; ঐ বন্ধুবরের অনুরোধে তত্ত্ববোধিনীর প্রবন্ধাদি মধ্যে মধ্যে সংশোধন করিয়া দিতেন। ক্রমে তত্ত্ববোধিনীর লেখকগণ বিদ্যাসাগরের পরিচয় পাইলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত স্বয়ং বিদ্যাসাগরের নিকট গিয়া তাঁহাকে তত্ত্ববোধিনীতে প্রবন্ধাদি লিখিতে অনুরোধ করেন এবং আপনি তৎকালে যে যে গ্রন্থ লিখিতেন বিদ্যাসাগরের দ্বারা সংশোধন করাইয়া প্রকাশ করিতেন। বস্তুতঃ

বিদ্যাসাগরের সাহায্যে অক্ষয়কুমারের রচনাপ্রণালী তত প্রাঞ্জল হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মধ্যে মধ্যে তত্ত্ববোধিনীতে প্রবন্ধাদি লিখিতে লাগিলেন। ইনিই সর্ব্বাগ্রে মহাভারতের বাঙ্গালা অনুবাদ তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশ করেন। * তৎকালে তত্ত্ববোধিনী-সভার সভ্যগণের অনুরোধে তথাকার তত্ত্বাবধায়ক হইয়াছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই কোন বিশেষ কারণে তত্ত্ববোধিনীর সংস্রব ত্যাগ করেন।

তৎপূর্ব্বে ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে, বিদ্যাসার নিজ জন্মভূমি বীরসিংহে তত্রত্য গরীব বালকবালিকাদিগের উপকারার্থ অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। রাখাল-বালকেরা সমস্ত দিন অবকাশ পাইত না বলিয়া, তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য রাত্রিকালেও বিদ্যালয় বসিত। বিদ্যালয় স্থাপনের পর নিজ গ্রামে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন।

এই সময়ে গবর্ণমেণ্ট হইতে সংস্কৃতশিক্ষা উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব হয়। অনেক কৃতবিদ্য সাহেব ও বাঙ্গালী ঐ প্রস্তাবের সমর্থন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ প্রস্তাব রহিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত হন। ইনি তখনকার অনেকানেক কৃতবিদ্যগণের মত খণ্ডন করেন এবং যাহাতে ভারতবর্ষে সংস্কৃতশিক্ষার বহুল প্রচার হয়, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করেন। বিদ্যাসাগরের জয় জয়কার হইল, গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের যাবতীয় বিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষা প্রচারের আদেশ দিলেন। এই সময়ে যাহাতে সহজেই লোক সংস্কৃত শিক্ষা করিতে পারে, তজ্জন্য বিদ্যাসাগর সহজ সহজ সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক সঙ্কলন করেন।

বিদ্যাসাগর কেবল স্ত্রী-শিক্ষা ও সাধারণ গরীবের শিক্ষাপক্ষে যত্নবান্ ছিলেন, এমন নয়। ইনি ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে বিধবাবিবাহ প্রচলন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। সেই সময়ে সমস্ত স্মৃতিশাস্ত্র হইতে বিধবাবিবাহ বিষয়ে যে সকল ব্যবস্থা সংগ্রহ করেন, তাহাতে ইহাঁর শাস্ত্রপারদর্শিতা বিলক্ষণ ব্যক্ত হইয়াছে, নিরপেক্ষ ভাবে ইহাঁর মত গ্রহণ করিলে, এই মত অখণ্ডনীয় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এই সময়ে হিন্দুসমাজের অনেক কৃতবিদ্য, সম্ভ্রান্ত ও মূর্খ প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকই বিদ্যাসাগরের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর দেশীয় লোকের গ্লানি, কুৎসা ও নিন্দাবাদ অকাতরে সহ করিয়াও প্রতিবাদিগণের মত খণ্ডন করিয়া স্বীয় গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলেন। তৎকালে তারানাথ তর্কবাচস্পতি, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, রামগতি ন্যায়রত্ন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বিদ্যাসাগরের সাহায্য করেন। বিদ্যাসাগরের যত্নে ও চেষ্টায় গবর্ণমেণ্ট বিধবা-বিবাহ প্রচলনার্থ ১৮৫৬ সালের ৫ আইন লিপিবদ্ধ করিলেন। বিদ্যাসাগরের যত্নে কএকটী বিধবাবিবাহ সমাধা হইল। এই সময়ে বিদ্যাসাগর সমাজের একটী বিশেষ হিতকর কার্য্যে মনোযোগ করেন। এদেশে বহুবিবাহরূপ কুপ্রথা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, এই তামসিক কার্য্যে হিন্দুসমাজের কত অনিষ্ট হইয়াছে, তাহার প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন। এই কুপ্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য বিদ্যাসাগর প্রাণপণে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। এই উপলক্ষে 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার' নামে দুইখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। দেশীয় প্রায় সমস্ত কৃতবিদ্য পণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে বহু বিবাহ রহিত করিবার জন্য উত্তেজিত করিয়া তুলেন। এই কার্য্যে কৃষ্ণনগরের রাজা শ্রীশচন্দ্র, বিদ্যাসাগরকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তৎকালে সিপাহীবিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট বহু বিবাহ রহিত করিবার আইন লিপিবদ্ধ করিতে পারেন নাই।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে, নানা কারণে বিরক্ত হইয়া বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষতা ও স্কুল ইনেস্পেক্টরের উচ্চপদ পরিত্যাগ করিলেন।

কিছুদিন পরে আপন তত্ত্বাবধানে ও নিজ ব্যয়ে মেট্রপলিটন নামে ইংরাজী-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই সময়ে বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ সাহেবগণ জাঁক করিয়া বলিতেন, যে বাঙ্গালীদের ইংরাজী কলেজ চালাইবার ক্ষমতা নাই। ইংরাজ ভিন্ন কলেজ চালান অসম্ভব। বিদ্যাসাগর তাঁহাদের এই কথা অগ্রাহ্য করিয়া নিজ বিদ্যালয়ে বাঙ্গালীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে কলেজ ক্লাস খুলিলেন; এই কলেজ লইয়া ই সি বেলির সহিত অনেক কথাবার্ত্তা হয়। ই সি বেলি বলেন, "বিদ্যাসাগর! কিরূপে নিজ কলেজ চালাইবেন? ইংরাজসাহায্য ভিন্ন ইংরাজী কলেজ চলিতে পারে না।" বিদ্যাসাগর বলেন, তিনি আপন ছাত্রকে ইংরাজী-বিদ্যা শিখাইতে না পারিলেও পাস করাইতে পারিবেন, ইহা নিশ্চয়। ফলে তাহাই হইল। এখন ইহাঁর যত্নে স্থাপিত সর্ব্বশুদ্ধ ৫টী বিদ্যালয় ও একটী কলেজ চলিতেছে।

বিদ্যাসাগরের পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষা সরল ও সুগম ছিল

* বিদ্যাসাগর-বিরচিত মহাভারতের বাঙ্গালা অনুবাদ সম্পূর্ণ হয় নাই। ৺ কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার অনুবাদ দৃষ্টে তাঁহার পরামর্শ মতে পণ্ডিতগণের সাহায্যে মহাভারতের সম্পূর্ণ বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করেন।

না, তখন বাঙ্গালা ভাষা এখনকার মত পরিশুদ্ধ হয় নাই। সাধারণে যাহাতে সহজেই বাঙ্গালা ভাষা শিখিতে পারে, এই উদ্দেশে বিদ্যাসাগর পাঠ্যপুস্তক রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; ইনি যে যে গ্রন্থ রচনা করেন, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল—

পুস্তকের নাম।	রচনাকাল।
বেতাল পঞ্চবিংশতি	১৮৪৭ খৃঃ অব্দ।
বাঙ্গালার ইতিহাস	১৮৪৮ ,,
জীবনচরিত	১৮৫০ ,,
বোধোদয়	১৮৫১ ,,
উপক্রমণিকা ব্যাকরণ	১৮৫২ ,,
ঋজুপাঠ (তিন ভাগ)	ঐ ,,
ব্যাকরণ কৌমুদী ১ম ভাগ	১৮৫৩ ,,
ঐ ২য় ও ৩য় ভাগ	১৮৫৪ ,,
শকুন্তলা	১৮৫৫ ,,
বিধবা-বিবাহ ১ম,	১৮৫৫ ,,
ঐ ২য়,	ঐ ,,
বর্ণপরিচয় (১ম ও ২য় ভাগ)	ঐ ,,
কথামালা	ঐ ,,
সংস্কৃত প্রস্তাব	ঐ ,,
চরিতাবলী	১৮৫৭ ,,
মহাভারতের উপক্রমণিকা	১৮৬০ ,,
সীতার বনবাস	১৮৬২ ,,
ব্যাকরণ কৌমুদী ৪র্থ ভাগ	১৮৬২ ,,
আখ্যানমঞ্জরী ১ম ভাগ	১৮৬৪ ,,
ঐ ২য় ভাগ	১৮৬৮ ,,
ঐ ৩য় ভাগ	
ভ্রান্তিবিলাস	১৮৭০ ,,
বহু বিবাহ (রহিত হওয়া উচিত কি না)	১৮৭২ ,,

বর্ত্তমান বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষা যেরূপ আকার ধারণ করিয়াছে, বিদ্যাসাগরই তাহার আদি, ইনিই তাহার প্রবর্ত্তক। এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াই বর্ত্তমান বঙ্গীয় অনেক লেখক নানা ছাঁদে নানা ভাবে বাঙ্গালা লিখিতেছেন, তাহা বিদ্বান্ মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন।

বিদ্যাসাগর সমাজসংস্কার ও বাঙ্গালা ভাষায় উন্নতিকল্পে যে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, কেবল তাহাই নয়। ইহাঁর পরোপকারিতা ও দানশীলতা বঙ্গদেশের মহাধনবান্ হইতে দীন দরিদ্র পর্য্যন্ত সকলেই অবগত আছেন। ইনি দেশীয় বিপন্ন, দরিদ্র ও বিধবাদিগকে প্রতিমাসে অনেক টাকা দিয়া থাকেন। ইনি প্রকাশ্যে কিছু দান করেন না, ইহাঁর দানকার্য্য গুপ্তভাবেই সম্পন্ন হয়। ইনি ধনাঢ্য না হইলেও বাহাত্তর মন্বন্তরের সময়ে অজস্র অর্থ বিতরণ করিয়া যেরূপে বীরসিংহের দরিদ্র লোকদিগকে রক্ষা করেন, শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়, তাহাতে বিদ্যাসাগরের উদারচরিত্রের বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যায়। সেই দারুণ দুর্ভিক্ষের সময়ে ইনি প্রায় ছয়মাস কাল বীরসিংহে প্রত্যহ সহস্র ব্যক্তিকে অন্নদান করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে বস্ত্রহীন দরিদ্রদিগকে প্রায় দুই হাজার টাকার বস্ত্র দান করেন। ইহাঁর এই দানশীলতা ও পরদুঃখকাতরতা আপন মাতার নিকট হইতে লাভ করিয়াছেন। শুনা যায়, ইহার মাতা নাকি অতিশয় দয়াশীলা ছিলেন, কাহারও দুঃখ দেখিলে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইত, যে কোন প্রকারে হউক দুঃখীর দুঃখ দূর করিতে প্রয়াস পাইতেন। সেই সদাশয়া জননীর যেরূপ নানা গুণ ছিল, বিদ্যাসাগরে সেই সকল গুণ দেখা যায়। ইনি বলেন,—"দরিদ্রের দুঃখ কয়জন দেখিয়াছে, তাহাদের হৃদয়ের ব্যথা কয়জন বুঝিয়াছে!" বাস্তবিক দরিদ্রের দরিদ্রতা ও বিধবার দুঃখ দেখিলে নয়নজলে ইহাঁর বক্ষ ভাসিয়া যায়, দুঃখীর দুঃখ যখন কাহারও নিকট বর্ণনা করেন, তখনও অশ্রু প্লাবিত হয়। এই ছত্র কেহ অতিরঞ্জিত মনে করিও না। ইহা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ। মুক্তকণ্ঠে বলিতে কি, এমন হৃদয়বান্ পুরুষ বঙ্গদেশে অতি বিরল। ইনি সামান্য রাখাল হইতে অতিবড় রাজা, সকলেরই বন্ধু। যে কেহ হউক, আপনার বিপদ বিদ্যাসাগরকে জানাইলে ইনি অর্থ দ্বারা, পরিশ্রম দ্বারা, পরামর্শ দ্বারা, অপর লোকের সাহায্য দ্বারা, অথবা যে কোন উপায়ে হউক, সাধ্য মতে সেই ব্যক্তির উপকার করিয়া থাকেন।

বৈদ্যনাথের নিকটে কর্ম্মাটাঁড় নামে একটী স্থান আছে। বিদ্যাসাগর স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য মধ্যে মধ্যে এই স্থানে গিয়া বাস করেন। ইনি এখানকার সাঁওতালদিগকে বড়ই যত্ন করিয়া থাকেন। তাহারাও ইহাঁকে দেবতার তুল্য জ্ঞান করে।

ইহাঁর হৃদয় ভক্তিময়, পিতামাতাকে ঈশ্বরের তুল্য ভক্তি করিয়া থাকেন। পিতামাতাই ইহাঁর আরাধ্য দেবতা। যখন কেহ ইহাঁর কাছে পিতামাতার কথা উত্থাপন করেন, তখন দেখা গিয়াছে,—পুলকে, ভক্তিতে অথবা তাঁহাদের অদর্শন-নিবন্ধন দুঃখেতে এই মহাত্মার হৃদয় প্রেমাশ্রুতে বিগলিত হয়।

সংক্ষেপে বলিতে কি, ইনি একজন শাস্ত্রবিশারদ, সমাজসংস্কারক, রাজনৈতিক এবং দেশহিতৈষী মহাপুরুষ। অধিক কি, ইনি বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্য-জগতের পিতাস্বরূপ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গত সাতবর্ষ হইতে ইনি পীড়িত, যে ব্যক্তি বৈদ্যবাটী হইতে বীরসিংহ গ্রামে অনায়াসে হাঁটিয়া যাইতেন, এখন তিনি বাটীর বাহির হইতে কষ্ট বোধ করেন। এখন ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরকে চিরজীবী করিয়া বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষাকে উপকৃত করুন!

ঈশ্বরতীর্থ, সিংহগিরির শিষ্য। শৃঙ্গগিরির শাঙ্কর সম্প্রদায়ের একজন গুরু।

ঈশ্বরত্ব (ক্লী) ঈশ্বর-ত্ব [ঈশিতা দেখ।]

ঈশ্বরনিষেধ (পুং) ৬তৎ। ঈশ্বরের নিষিদ্ধ কার্য্য, অনিষ্টজনক কার্য্য।

ঈশ্বরদাস, জ্যোতিষরায়ের পুত্র। মুহূর্ত্তরত্নাকর নামক সংস্কৃত গ্রন্থকার।

ঈশ্বরনিষ্ঠ (ত্রি) ঈশ্বরে নিষ্ঠা দৃঢ়তা বা ভক্তির্যস্য বহুব্রী। ঈশ্বরপরায়ণ, ঈশ্বর বিষয়ে যাহার একান্ত ভক্তি।

ঈশ্বরপরায়ণ (ত্রি) ঈশ্বর এব পরং মুখ্যং অয়নং আশ্রয়ঃ যস্য বহুব্রী। ঈশ্বরনিষ্ঠ, যে কেবল ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়াছে, ভক্ত।

ঈশ্বরপুরী, একজন সাধু। গয়াধামে ইহাঁর কাছে চৈতন্যদেব দীক্ষিত হন।

ঈশ্বরপূজক (ত্রি) ৬তৎ। ঈশ্বরের উপাসক।

ঈশ্বরপূজা (ত্রি) ৬তৎ। ভগবানের আরাধনা।

ঈশ্বরপ্রসাদ (পুং) ৬তৎ। ঈশ্বরের অনুগ্রহ।

ঈশ্বরবিভূতি (স্ত্রী) ৬তৎ। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য, অংশ। সংসারের সর্ব্বত্র ইহা বিরাজ করিতেছে। আত্মজ্ঞান ইহার প্রমাণ।

ঈশ্বরশর্ম্মা, ব্যবস্থাসেতু নামক স্মৃতিগ্রন্থকার।

ঈশ্বরসদ্মন্ (ক্লী) ৬তৎ। ত্রিভুবন।

ঈশ্বরসাক্ষিন্ (পুং) ঈশ্বর এব সাক্ষী কর্ম্মধা। বৈদান্তিক মতসিদ্ধ মায়াবৃত চৈতন্যবিশেষ। যথা, ("ঈশ্বরসাক্ষী তু মায়োপহিতং চৈতন্যং তচ্চৈকং তদুপাধিভূতমায়ায়া একত্বাৎ।" বেদান্তপরিভাষা।) মায়া দ্বারা আচ্ছাদিত চৈতন্যকে ঈশ্বরসাক্ষী বলে, কারণ ঈশ্বরের উপাধি নামান্তরস্বরূপ, মায়া ও তাদৃশ চৈতন্য একই পদার্থ।

ঈশ্বরসাধন (ক্লী) ৬তৎ। ভগবৎপূজা।

ঈশ্বরসুমতি, পার্ব্বতীপরিণয় নামক সংস্কৃত গ্রন্থরচয়িতা।

ঈশ্বরসেবা (স্ত্রী) ৬তৎ। ঈশ্বরের উপাসনা।

ঈশ্বরা (স্ত্রী) ঈশ্বরস্য স্ত্রী ঈশ্বর-টাপ্। দুর্গা। ("উমা কাত্যায়নী গৌরী কালী হৈমবতীশ্বরা।" অমর। ১। ৩১।) "বিস্তুস্তমঙ্গলমহৌষধিরীশ্বরায়া স্রাতো রণপ্রতিসরেণ করেণ পাণিঃ।" ভারবি।

ঈশ্বরানন্দ (পুং) ৬তৎ। ঈশ্বরের আমোদ, লীলাখেলা।

ঈশ্বরী (স্ত্রী) অশ-(অশ্নোতেরাশুকর্ম্মণি বরট্ চ। উণ্ ৫। ৫৭।) ইতি বরট্, চকারাৎ উপধায়া ঈত্বম্, টিত্বাৎ ঙীপ্। ১ দুর্গা। ২ লক্ষ্মী। সরস্বতী। ৪ সকল প্রকার শক্তি ৫ লিঙ্গিনী বৃক্ষ। ৬ বন্ধ্যাকর্কোটকী বৃক্ষ। ৭ রুদ্রজটা লতা। ৮ নাকুলীকন্দ। ৯ ঐশ্বর্য্যান্বিত স্ত্রী।

ঈশ্বরেচ্ছা (স্ত্রী) ৬তৎ। ঈশ্বরের ইচ্ছা।

ঈশ্বরোপাসনা (স্ত্রী) ৬তৎ। আরাধনা, ভগবানের পূজা।

ঈষ (তুদা॰ পর॰ সক॰ সেট্) ১ উঞ্ছবৃত্তি, শোড়া কুড়ান, জীবিকার্থ ধান্যাদি খুটিয়া লওয়া। ঈষতি। (ভ্বা॰ আত্ম॰ সক॰ সেট্।) ২ দান। ৩ দর্শন। ৪ গমন। ৫ হিংসা।

ঈষ (পুং) ঈষ-ক। ১ উত্তমমনুর পুত্র। ২ আশ্বিনমাস। (অমরটীকায় মথুরানাথ।)

ঈষৎ (অব্য) ঈষ-বাহু॰ অতি। অল্প। কিঞ্চিৎ। মনাক্। সূক্ষ্ম। (কিঞ্চিন্মনাগীষচ্চ কিঞ্চন। হেম ৬। ১৭২।)

ঈষৎকর (পুং) ঈষৎ-কৃ-খল্। ১ অত্যল্প। ২ লেশ। ৩ অনুবন্ধ। যাহা ধাতু হইতে চলিয়া যায়। ৪ অল্প প্রয়াসসাধ্য বস্তু। ৫ অল্পকারী, যিনি অল্পকার্য্যাদি করেন। (ঈষৎকরোহনুবন্ধে স্যাৎ স্বল্পকারিণি চ ত্রিযু। শব্দাব্ধি।) ৬ উপপদ। গন্ধ (ত্রিকাণ্ড।)

ঈষৎপাণ্ডু (ত্রি) ঈষৎ চাসৌ পাণ্ডুশ্চ। ১ ধূসরবর্ণযুক্ত দ্রব্যাদি। ধূলার রঙ্। (ঈষৎপাণ্ডুস্তু ধূসরঃ। অমর।)

ঈষদুষ্ণ (ত্রি) ঈষৎ চ তদুষ্ণঞ্চেতি কর্ম্মধা ১ অল্পতপ্ত। ২ ঈষদুষ্ণদ্রব্যাদি। ঈষদুষ্ণের এই কএকটী পর্য্যায়—কোষ্ণ, কবোষ্ণ, মন্দোষ্ণ, কদুষ্ণ।

ঈষদ্রক্ত (পুং) সমাস পূর্ব্ববৎ। অত্যল্প রক্তবর্ণ, যাহার রক্তের ভাগ অল্প প্রকাশ পায় তাদৃশ বর্ণ, অব্যক্ত রাগ, অরুণ।

ঈষা (স্ত্রী) ঈষ-ক-টাপ্। ১ লাঙ্গলদণ্ড, লাঙ্গলের ঈষ্। ২ রেথাদির দীর্ঘ দণ্ড, যে লম্বা কাঠে ঘোড়া প্রভৃতি যুড়িয়া দেয়। (ঈষা সীতে তদ্দণ্ডপদ্ধতী। হেম ৩। ৫৫৫।) ("একেষং বিশ্বতঃ প্রাঞ্চমপশ্যৎ।" ঋক্ ১০। ১৩৫। ৩।) রথ।

ঈষাদন্ত (পুং) ঈষা ইব দন্তোহস্য বহুব্রী। বড় দাঁতবিশিষ্ট হস্তা। (উদগ্রদন্তীষাদন্তঃ। হেম ৪। ২৮৯।)

ঈষাধার (পুং) ৬তৎ। লাঙ্গল, রথ প্রভৃতি।

ঈষিকা (স্ত্রী) ঈষ-ইকণ্ আপ্। ১ হস্তির নেত্রগোলক, হস্তির চক্ষের গোলাকার পদার্থ, মণি। ২ তুলিকা, তুলী। ৩ একপ্রকার অস্ত্র। ৪ কাশতৃণ, খড়কে। (অমরে ইষীকা এরূপ লিখিত আছে। গোবর্দ্ধন মতে ঈষিকা এইরূপ হইবে। *। ঈষীকা তূলিকেষিকা। হেম। ৩। ৫৮৪।) "শরৎ সময়মিব রোচমানেষীকং জয়মঙ্গলনামানং দ্বিরদবরমারোঢ়ুং কাময়তি।"

ঈষির (পুং) ঈষ-কিরচ্ ইতি কেচিৎ। অগ্নি। (উজ্জ্বলদত্ত হ্রস্বাদি লিখিয়াছেন।)

ঈষীকা (স্ত্রী) [ঈষিকা দেখ।]

ঈষ্ম (পুং) ঈষ (ইষুযুধীত্যাদি। উণ্ ১। ১৪৪।) ইতি মক্। ১ কামদেব। ২ বসন্ত ঋতু, বসন্ত (উজ্জ্বলদত্ত হ্রস্বাদি লিখিয়া 'কেচিৎ ঈষ্ম গতাবিতি পঠন্তি' লিখিয়াছেন।)

ঈস্‌পগোল (পারস্য) একপ্রকার বীজ। বেণিয়ার দোকানে সর্ব্বদাই পাওয়া যায়। ইহা অতিশয় শীতল, মেহ প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগের ঔষধে লাগে। [ইসপগুল দেখ।]

ঈহ্ (ভ্বা০ আত্ম০ অক০ সেট্) চেষ্টা, যত্ন। লট্ ঈহতে। লিট্ ঈহাঞ্চক্রে বভূব আস। লুঙ্ ঐহিষ্ট। ঐহিষৎ ঐহিঢ্যাম্। ণিচ্—ঐজিহৎ। (সুগ্রীবমৈজিহৎ। ভট্টি।) সম্পূর্ব্বকঃ সকর্ম্মকঃ। (যজ্ঞকর্ম্ম সমীহন্তাং ভবন্তঃ। রামায়ণ।)

ঈহ (ত্রি) ঈহ-ক,। সঞ্চায়ক, চেষ্টাকারী।

ঈহা (স্ত্রী) ঈহ-ভাবে অ টাপ্। ১ উদ্যম। ২ বাঞ্ছা, ইচ্ছা ৩ চেষ্টা। (আশেচ্ছেহা তৃট্ মনোরথাঃ। হেম ৩। ৯৪।) ("ইচ্ছয়া জায়তে কাম ঈহয়ার্থো বিবদ্ধতে।" রামায়ণ। ইচ্ছায় কামনা জন্মে, চেষ্টায় ধন বাড়ে।)

ঈহামৃগ (পুং) ঈহামৃগঃ শাকতৎ। ১ নেকড়ে বাঘ। ঈহামৃগের এই কএকটী পর্য্যায়—কোক, বৃক, অরণ্যশ্বা, বনকুক্কুর। ইহাদের আকৃতি ঠিক্ কুকুরের মত, বর্ণ পীত অথচ নীল, অর্থাৎ পিঙ্গল বর্ণ। ইহারা হরিণ প্রভৃতি মারিতে পারে। ২ রূপক নাটকবিশেষ। নায়ক মৃগের ন্যায় নায়িকা খুজিয়া লয়, এজন্য ঈহামৃগ নাম হইয়াছে। ঈহামৃগ নাটক চারিটী অঙ্কবিশিষ্ট। ইহাতে প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ উভয় ইতিবৃত্ত বর্ণন করিতে হয়। ইহাতে মনুষ্য অথবা দেবতা নায়ক ও প্রতি-নায়ক উভয় হইতে পারে। নায়ক গূঢ়ভাবে নায়িকা অন্বেষণ করে। নায়ক মনুষ্য ও নায়িকা দেবতা। নায়ক উদ্ধতগুণযুক্ত ও নায়িকা ক্রুদ্ধা হইবে। বলাৎকার বা ছলনাদি দ্বারাও নায়িকা সংগ্রহ হয়। কিছু কিছু শৃঙ্গার রস থাকা আবশ্যক, প্রতিনায়কের ক্রোধ জন্মাইয়া বা কোন কার্য্যাচ্ছলে নিবৃত্ত করিবে। ইহাতে মহাত্মা বধ্য হইলে বধ বর্ণনীয়। একাঙ্কে দেব বিনয় থাকে। দিব্যহেতু যুদ্ধ বর্ণনীয়। এ ছাড়া অন্য দুটী নায়ক থাকিবে।

ঈহাবৃক (পুং) [ঈহামৃগ দেখ।] ।

ঈহিত (ত্রি) ঈহ-ক্ত। ১ চেষ্টিত। ২ অপেক্ষিত : ভাবে ক্ত। ৩ উদ্যোগ। ৪ চরিত।

উ

উ (হ্রস্ব উকার) স্বরবর্ণ মধ্যে পঞ্চমবর্ণ। ইহার উচ্চারণ স্থান ওষ্ঠ। "ওষ্ঠজাবুপূ"। (শিক্ষা।) হ্রস্ব উ দীর্ঘ উ এবং পবর্গ ওষ্ঠজাত। হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত, উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিৎ ভেদে নয় প্রকার, আবার অনুনাসিক ও অননুনাসিক ভেদে আঠার প্রকার। উকার স্বয়ং কুণ্ডলিনী। বর্ণ চাঁপাফুলের মত, পঞ্চদেবময়, পঞ্চপ্রাণময় ও চতুর্ব্বর্গফলদায়ক। (কামধেনু তন্ত্র।)

লিখিবার নিয়ম—উর্দ্ধ, অধো ও মধ্যস্থানে বামদিগ্‌গামি তিনটী কুব্জরেখা থাকিবে। ঐ রেখাতে অগ্নি বায়ু ইন্দ্র বাস করেন। মাত্রায় শক্তি থাকেন (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র।) মাতৃকান্যাসে ইহার স্থান দক্ষিণকর্ণ। ইহার এই কএকটী নাম—শঙ্কর, বর্ত্তুলাক্ষী, ভূত, কল্যাণ, অমরেশ, দক্ষকর্ণ, ষড়্‌বক্ত্র, মোহন, শিব, উগ্র, প্রভু, ধৃত, বিষ্ণু, বিশ্বকর্ম্মা, মহেশ্বর, শত্রুঘ্ন, চটিকা, পুষ্টি, পঞ্চমী, বহ্নিবাসিনী, কামঘ্ন, কামনা, ঈশ, মোহিনী, বিঘ্নহৃৎ, মহী, উড়ঢ়, কুটিলা, শ্রোত্র, পারদ্বীপী, বৃষ, হর।

"অমরেশস্তথা বিষ্ণুর্ঋক্ষিকাচগজাঙ্কুশঃ।
দক্ষকর্ণশ্চ বিজয় ওকারো মন্মথাভিধঃ॥" মাতৃকাকোষ।

১ অমরেশ। ২ বিষ্ণু। ৩ ঋক্ষি। ৪ কাচ। ৫ গজাঙ্কুশ। ৬ দক্ষিণ কর্ণ। ৭ বিজয়। ৮ মন্মথ।

উ (ভ্বা০ আত্ম০ অক০ অনিট্) শব্দ। লট্ অবতে। লিট্-উবে। লুঙ্-ঔষ্ট।

উ (অব্য) উ-ক্বিপ্ তুগভাবঃ। ১ সম্বোধন। ২ কোপপ্রকাশ। ৩ অনুকম্পা, দয়া। ৪ নিয়োগ, অনুমতি। ৫ পদপূরণ, বাক্য-পূরণ। ৬ কোপযুক্ত কথা। ৭ অঙ্গীকার। ৮ প্রশ্ন। ৯ বিতর্ক। ১০ বিমর্শ। ১১ বিকল্প। ১২ সম্ভাবনা। (উ সম্বোধন রোষোক্ত্যোরনুকম্পা নিয়োগয়োঃ। পদস্য পূরণে পাদপূরণে-ঽপি চ দৃশ্যতে॥ মেদিনী।)

(স্ত্রিয়ঃ সতীস্তাঁ উ মে পুংস আহুঃ। ঋক্ ১। ১৬৪। ১৬।) উ-মেব একাচ্ প্রযুক্ত প্রগৃহ্য হয়, তজ্জন্য সন্ধি হয় না। উ উত্তিষ্ঠ। উ উমাপতে। (উমেতি মাত্রা তপসো নিষিদ্ধা। কুমার। ১। ২৬।)

উ (পুং) অত-ডু। ১ শিব। ২ ত্রাস। (উ পুমাংস্তু শঙ্করে ত্রাসে। শব্দাব্ধি।)

উঃ (অব্য) ক্রোধসূচক। দুঃখসূচক

উঁআচুআঁ (দেশজ) রাঁধিবার কালে চুঁইয়া যাওয়া।

উঁচু (উচ্চ শব্দের অপভ্রংশ।)

উঁচু, উপরিভাগ।

উঁচকপালীয়া (দেশজ) যাহার কপাল উঁচ। কেহ কেহ 'উটুকপালে' বলে।

উঁচন (দেশজ) উঠান, তোলা, উত্তোলন, উত্থাপন।

উঁচনীচ (উচ্চনীচ শব্দের অপভ্রংশ।) অসমান, আবড়্খাবড়া।

উঁচল (দেশজ) চালন, ঝাড়ন, তৃণাদি উড়াইয়া ধান্যাদি একত্র করা।

উঁচলাইতে (দেশজ) উড়াইয়া ফেলিতে।

উঁচলান (দেশজ) উড়ান, উঠান, উছান।

উঁচা (দেশজ, উঞ্ছশব্দের অপভ্রংশ ?) ১ নিকৃষ্ট।

উঁচান (দেশজ) উঠিয়া ফেলান। তোলা।

উঁছাউঁছি (দেশজ) উঠাউঠি, রোকারুকি, পরস্পর বিবাদ।

উঁছান (দেশজ) উঠাইয়া ফেলা, উচ্ছন্ন। ২ তোলা। যেমন কাহাকে মারিবার জন্য লাঠি উঁচান।

উঁছোট (দেশজ) ঠোকর লাগা, পদাঙ্গুলিতে আঘাত লাগা।

উঁধিপোকা (গ্রাম্য) উইপোকা। [উই দেখ।]

উঁহ (সর্ব্বনাম) উনি। যেমন, "উঁহারে বলিলাম।"

উঁহুঁ (অব্য) অসম্মতিসূচক, না।

উই (দেশজ) এক প্রকার পিপীলিকা, উইপোকা, (Termes bellicosus) পিপীলিকা জাতি হইতে স্বতন্ত্র। পিপীলিকা, মধুমক্ষিকা প্রভৃতি কীটের ন্যায় ডিম্ব হইতে নির্গত হইবার পূর্ব্বে এবং পরে প্রথমাবস্থায় ইহাদের কোন প্রকার শারীরিক পরিবর্ত্তন ঘটে না। কেবল ছানা বেলায় চক্ষু উঠে না ও পক্ষ হয় না। উইপোকা পৃথিবীর নানা স্থানে বাস করে, তন্মধ্যে দক্ষিণ আমেরিকায় কিছু অধিক। ইহাদের মাথা গোলাকার ও অপেক্ষাকৃত বড়। দুইটী প্রধান চক্ষু ব্যতীত, দেহের উপরিভাগে আরো তিনটী চক্ষু থাকে। ইহাদের মাথা হইতে পেটের উপর পর্য্যন্ত স্পর্শেন্দ্রিয় ১৮ গাঁইটে বিভক্ত।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে উইপোকার বড় উৎপাত। ইহারা সহস্র সহস্র একত্র দল বাঁধিয়া থাকে। এই দল তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসক। নপুংসকের ডানা উঠে না, কিন্তু তাহারা অপরের অপেক্ষা বলিষ্ঠ হয়। নপুংসকেরাই সমস্ত কার্য্য করে ও অপর সকলকে রক্ষা করে। ইহারা মরিয়া প্রমাণ মাটি আনিয়া ক্রমে ক্রমে পর্ব্বতাকার করে। উপরে মাটি ঢাকা থাকে, ভিতরে সুন্দর সুন্দর বাসা প্রস্তুত করে। এই বাসা কোন অসভ্য জাতির বাসা বলিয়া বোধ হয়। বাসায় এত কারিকুরি থাকে যে, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই বাসার মধ্যস্থলে উইপোকার রাজা ও রাণী থাকে। রাজা ও রাণী অপরগুলি অপেক্ষা অধিক বড়। এই পোকা নিগ্রো ও হটেণ্টট জাতির বড় প্রিয়। তাহারা ইহাদের বাসায় চূণ অথবা বিষ দিয়া ইহাদিগকে বিনাশ করে। কেহ কেহ উই ধরিয়া খায়। নূতন মেঘ হইলে উই উড়িয়া উপরে উঠে। তখন পাখীরা ধরিয়া খায়। এজন্য চলিত কথায় বলে "উইপোকার পাখ্‌না উঠে মরিবার তরে।" ইহাদের পেটে ঠিক্ দুধের মত এক প্রকার পদার্থ থাকে, টিপিলে বাহির হয়।

উইপোত (দেশজ) উয়ের ঢিপি। বল্মীক। [বল্মীক দেখ।]

উক (উল্কাশব্দের অপভ্রংশ) ১ উল্কাপিণ্ড। ২ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। ৩ অস্ত্রবিশেষ। [উখ দেখ।]

উকষ্কি, এক প্রকার গাছ (Ageratum cordifolium)

উকট (উৎকট শব্দের অপভ্রংশ) উৎকট; কঠিন। অতিশয়।

উকনাহ (পুং) পীতরক্ত মিশ্রিত বর্ণবিশিষ্ট ঘোটক, কাল ও রক্তবর্ণ ঘোড়া। (উকনাহস্তু পুংস্ত্বয়স্। পীতরক্ত-তুরঙ্গে স্যাৎ। শব্দাব্ধি।)

উকলক্ষেত্র, বদায়ুন প্রদেশের অন্তর্গত সোরণের প্রাচীন নাম।

উখ (ক) মণ্ডল, গুজরাট প্রদেশের পশ্চিম ভূভাগ। মহাভারতোক্ত 'অনুপ' নামক দেশ। [আর্য্যাবর্ত্ত মানচিত্রে অনুপ দেখ।] জরাসন্ধের উৎপাতে শ্রীকৃষ্ণ এইখানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। (Burgess, Arch. Sur. of Western India, Vol. I. P. 130; Indian Antiquary I. 234.)

পিণ্ডারক, দ্বারকা প্রভৃতি প্রাচীন তীর্থস্থান এই ভূভাগের মধ্যে।

এখানকার প্রাচীন অধিবাসীদের মধ্যে এইরূপ প্রবাদ আছে,—"কৃষ্ণ ওক নামক অসুরকে এইখানে বিনাশ করেন, সেই অসুরের নামানুসারে ইহার নাম ওকমণ্ডল হইয়াছে।" এই ভূভাগের অধিকাংশ স্থানই জঙ্গলময় ও অধিক নাবাল। এখানে ৫টী দুর্গ ও ২০।২৮টী গ্রাম আছে। তন্মধ্যে বট, পসিত্রা, ভুর্বধ, দ্বারকা, ধঞ্জী প্রভৃতি কএকটী স্থানই প্রধান। বটগ্রামটী দ্বীপাকার। পুরাণাদিতে বটদ্বীপ নামে উক্ত হইয়াছে। এখানেও প্রাচীন হিন্দু দেবদেবীর মন্দির আছে।

প্রাচীন কাল হইতে উকমণ্ডল জলদস্যুদিগের আবাস বলিয়া বিখ্যাত। এখানকার অধিবাসিগণ প্রায় সকলেই দস্যুবৃত্তির দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিত। বিশেষতঃ এই স্থানে অসংখ্য নদী, নালা ও গিরিপথ থাকায় দস্যুদিগের

বিশেষ সুবিধা। তাহারা দ্বারকেশ্বরের (রণ্ছোড়জীর) নাম করিয়া ডাকাইতী করিতে বাহির হয়, যে দিন যাহা লাভ করে, তাহা হইতে কিছু দ্বারকেশ্বরের পূজার জন্য রাখে। ১০৫৪ খৃঃ অব্দে হিরোল ও চোবার রাজপুতেরা উকমণ্ডল ভাগ করিয়া লয়। তৎপরে মাড়োবারের রাঠোর রাজপুতেরা আসিয়া তাহাদের নিকট হইতে অধিকার করে।

১৮০৩, ১৮৫৮ ও ১৮৫৯ খৃঃ অব্দে এখানকার দস্যুগণ ইংরাজদিগকে ক্রমান্বয়ে তিনবার তাড়াইয়া দেয়। তৎপরে কর্ণেল লিন্‌কন্ ষ্টানহোপ্ অনেক যত্নের পর, বটদ্বীপের বধাইল সামন্ত সংগ্রামসিংহকে হস্তগত করেন।

এখানকার বাঘের ও বধাইলরাই প্রসিদ্ধ ডাকাইত। কচ্ছরাজবংশীয় কোন সামন্তের ঔরসে নীচজাতীয় কন্যার গর্ভে বাঘের জাতির উৎপত্তি। বাঘেরগণ হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু তাহাদের সহিত আরব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও হিঙ্গলাজের বণিক্‌দিগের সংস্রব দৃষ্ট হয়।

উকমণ্ডলের মাটী রাঙ্গা। এখানে জোয়ারা ও বজরা উৎপন্ন হয়। স্থানে স্থানে একজাতীয় নিকৃষ্ট অশ্বতর পাওয়া যায়। সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানে ক্ষীরিকা ও বাবুল গাছই অধিক জন্মে। এখানকার পাহাড়ে লোহা পাওয়া যায়।

উকৃড়ী (গ্রাম্য) অসভ্য স্ত্রীলোকের কপালে যে ক্ষত করিয়া দাগ করে সেই দাগ। উল্‌কী।

উকমনা (দেশজ) একপ্রকার গাছ।

উকা (উল্কা শব্দের অপভ্রংশ।) [উখ দেখ।]

উকার (পুং) উ স্বরূপার্থে কার। উ দেখ।] ১ মহেশ্বর। (অকারঞ্চাপ্যুকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ। বেদত্রয়ান্নিরদুহদ্ভূর্ভুবঃ স্বরিতীতি চ॥ মনু ৪।৭৬।) ব্রহ্মা বেদ হইতে ওঙ্কারের অবয়ব স্বরূপ আকার, উকার, মকার এবং ভূলোক, ভুবলোক ও স্বর্লোক প্রকাশ করেন।

উকি (দেশজ) ১ গোপনে থাকিয়া দেখা। (উদ্গার শব্দের অপভ্রংশ) ২ উদ্গার। ছর্দ্দি।

উকি-উঠন (দেশজ) ঢেঁকুর তোলা।

উকিঝুকি (দেশজ) এদিক্ ওদিক্ চাওয়া। দৃষ্টি নিক্ষেপ করা।

উকীল (আরব্য) ব্যবহারজীব।

উকীলী (আরব্য) উকীলসম্বন্ধীয়।

উকুণ (উৎকুণ শব্দের অপভ্রংশ।) কেশকীট। উৎকুণের এই কএকটী সংস্কৃত পর্য্যায়—মৎকুণ, কোলকুণ, উৎকুণ, উদ্দংশ, কিটিভ (মৎকুণস্তু কোলকুণ উদ্দংশঃ কিটিভোৎকুণৌ। হেম ৪।২৭৫) (Anoplura) এই পোকা প্রায় ৫০০ প্রকার। তন্মধ্যে মনুষ্যের দেহে প্রধানতঃ দুইপ্রকার দেখা যায়—একপ্রকার মাথায় (Pediculus capitis), আর একপ্রকার শরীরে (Pediculus vestimenti) জন্মে। কোন কোন স্থলে পীড়িত ব্যক্তির চর্ম্মমধ্যে আর একজাতীয় (P. tabescentium) দেখা যায়, ইহারাই বড় ভয়ানক, এই পোকা জন্মিলে অনেক স্থলে রোগীর প্রাণসংশয় হয়। সাধারণতঃ এই পোকা পশুপক্ষীতেও অধিক দৃষ্ট হয়। ইহাদের দেহের আয়তন চেপ্টা। ১১।১২টী খাঁজ থাকে। তন্মধ্যে শুঁড়ের ৩টী অংশ। প্রত্যেকের ২টী পা, স্পর্শেন্দ্রিয়ে ৫টী গাঁইট। মাথার দুই ধারে এক বা দুইটী করিয়া ক্ষুদ্র চক্ষু। ইহাদের দুইটী হুল থাকে, এই হুলের দ্বারা পশুপক্ষীর চুলে বা পালকে বেড়াইয়া বেড়ায়। সময়ে সময়ে ঐ হুল ফুটাইয়া ঠোঁট দিয়া পশুপক্ষীর রক্ত চুষিয়া খায়। শিশুদিগের মাথায়ই প্রায় উকুণ জন্মে। ইহারা চুলের উপর বিন্দু বিন্দু ডিম পাড়ে, আট দিন তা দিলেই ডিম ফোটে, একমাসের মধ্যেই বড় হইয়া উঠে। শরীরে যে উকুণ হয়, তাহাদের স্ত্রীজাতি প্রতি সপ্তাহে প্রায় ৬।৭ শত ডিম ফুটাইয়া ছানা বাহির করে।

চক্ষুর পাতায় একজাতীয় উকুণ জন্মে, (ইহারা কখন মাথার চুলে জন্মে না।) ইহারাও বড় অনিষ্টকর। বাঁদরের লোমে একপ্রকার উকুণ জন্মে, তাহা স্বতন্ত্র জাতীয়। তাহারা কখন কখন সিন্ধু-ঘোটকের গাত্রেও দৃষ্ট হয়।

উকুনচাঁদা (দেশজ) এক প্রকার মাছ।

উকুনীয় পোকা, এক জাতীয় ক্ষুদ্র কীট। এই পোকার স্পর্শেন্দ্রিয়ে ৮টী গ্রন্থি থাকে। মাথার গ্রন্থি অপেক্ষাকৃত বড়। ঠোঁটটা কিছু লম্বা ও নীচের দিকে বাঁকা এবং পা ছোট হয়। এই পোকা শস্যক্ষেত্রে দৃষ্ট হয়। ইহারা শস্যের অনিষ্ট করে।

এই পোকা যব অথবা গমে হুল ফুটাইয়া তন্মধ্যে গর্ত্ত করে, এই গর্ত্তে ডিম পাড়ে। ক্রমে ডিম ফুটিয়া ছানা হয়, ঐ ছানাগুলি শস্যের সমস্ত শাঁস খাইয়া কেবল তুষ আস্ত রাখে। এই জাতীয় আর একপ্রকার পোকা ধান্য মধ্যে ঐরূপে ডিম পাড়ে, তাহাতে ধানের ক্ষতি হয়। ইহাদের দেখিতে রক্তবর্ণ।

আমেরিকায় এক জাতীয় উকনীয়া পোকা আছে, ইহারা শিশুকালেই প্রায় এক ইঞ্চি দেড় ইঞ্চি বড় হয়। ইহাদের দেখিতে মিস্ কাল; কেহ কেহ এই ছানা খায়।

উকুনবাড়ি (দেশজ) ধান হইতে ছোট ছোট খড় ও ময়লা ঝাড়িয়া বাছিয়া লইবার লাঠি।

উক্করিকা (স্ত্রী) মিষ্টান্ন বিশেষ। (দিব্যাবদান ৫০০।২৩।)

উক্করী (দেশজ) বাদ্যবিশেষ।

উকলী [উক্করী দেখ।]

উক্ত (ত্রি) বচ বা ব্রূ-ভাবে ক্ত। ১ বলা, কথা কওয়া। কর্ম্মণি ক্ত। ২ যাহা বলা হইয়াছে তাদৃশ ব্যক্তি বা বস্তু। ৩ একাক্ষরী ছন্দোবিশেষ। (উক্থা এরূপও কেহ কেহ পড়িয়া থাকেন।) (উক্তমেকাক্ষরচ্ছন্দস্যুক্তঃ স্যাৎ ভাষিতে ত্রিষু। মেদিনী।) ভাষিত, উদিত, জল্পিত, আখ্যাত, অভিহিত, লপিত, গদিত, নিগদিত, ঈরিত, উদীরিত, ভণিত, লড়িত, রপিত, ভটিত, রটিত,ব্যাহৃত এই কএকটী উক্ত শব্দের পর্য্যায়।

উক্তপুংস্ক (ত্রি) উক্তঃ পুমান্ যেন বহুব্রী, সমাসান্তঃ কশ্চ।
"ভাষিতপুংস্কং যদ্বিশেষণতাং প্রাপ্য স্ত্রিয়াং পুংসি চ বর্ত্ততে।
ভবেন্নপুংসকে বৃত্তিভাষিতপুংস্কং তদুচ্যতে ॥" কারিকা।
যে শব্দ বিশেষণ হইয়া স্ত্রী পুং ক্লীবলিঙ্গ হয় তাহাকে ভাষিতপুংস্ক বলে।

উক্তবৎ (ত্রি) বচ-ক্ত-বতু। কথিত, কথনবিশিষ্ট।

উক্তানুক্ত (ত্রি) উক্তং চ কিঞ্চিৎ অনুক্তঞ্চ কিঞ্চিৎ। কথিত ও অকথিত, যাহার কিছু বলা হইয়াছে এবং কিছু হয় নাই।

উক্তি (স্ত্রী) বচ-ভাবে কর্ম্মণীতি ক্তিন্। কথা, বাক্য। (ব্রাহ্মী তু ভারতী ভাষা গীর্বাগ্বাণী সরস্বতী। ব্যাহার উক্তির্লপিতং ভাষিতং বচনং বচঃ॥ অমর। ১। ১৫১।) ব্রাহ্মী, ভারতী, ভাষা, গির্, বাক্, বাণী, সরস্বতী, ব্যাহার, উক্তি, লপিত, ভাষিত, বচন, বচস্। •

উক্থ (ক্লী) বচ (পাতৃতুদিবচিরিচিসিচিভ্যস্থক্। উণ্ ২। ৭।) ইতি থক্। ১ সামবেদ। ২ সামবেদের অংশ বিশেষ। সামবিশেষ। (উক্থতোটকে। অমর। *। "স্তোমাসঃ শস্যমানাস উক্থৈঃ।" ঋক্ ৬। ৬৯। ৩।
৩ অপ্রগীত মন্ত্রসাধ্য স্তব। স্তব দুই প্রকার প্রগীত মন্ত্রসাধ্য ও অপ্রগীত মন্ত্রসাধ্য।
"ইন্দ্রায় নূনমর্চতোক্থানি চ ব্রবীত ন।" ঋক্ ১। ৮৪। ৫। *। উক্থানি অপ্রগীতমন্ত্রসাধ্যানি স্তোত্রাণি। ভাষ্য।)

উক্থপত্র (পুং) উক্থানি পত্রং বাহনমিব যস্য বহুব্রী। ১ একপ্রকার যজ্ঞ। ঐ যজ্ঞ কেবল স্তব দ্বারাই নিষ্পন্ন হয় বলিয়া উক্থপত্র নাম হইয়াছে। ২ যজ্ঞকর্ত্তা। ("সমিদ্ধে অগ্নৌ অধিঃ মামহান উক্থপত্র ঈড্যো গৃভীতঃ।" যজুঃ ১৭। ৫৫।)

উক্থপাত্র (ক্লী) উক্থস্য পাত্রং ভাজনং ৬তৎ। যজ্ঞ-কারী। (মামহান উক্থপাত্রং, মমহান ইতি বা। পা ৬। ১। ৭ বার্ত্তিক।)

উক্থভৃৎ (ত্রি) উক্থানি বিভর্ত্তি সম্যক্ বিভজতে উকথ-ভৃ-কিপ্। অপ্রগীত স্তবের বিভাগকারী মুনিবিশেষ। (উক্থভৃতং সামভৃতং বিভর্ত্তি গ্রাবাণং বিভ্রৎ প্র বদাত্যগ্রে।" ঋক্ ৭। ৩৩। ১৪। উক্থভৃতং উক্থানাং সংভর্ত্তারম্। সায়ণ।)

উক্থবর্দ্ধন (পুং) উক্থৈর্বর্দ্ধ্যতে উক্থ-বৃধ-ণিচ্ কর্ম্মণি ল্যুট্। ইন্দ্র। উক্থ দ্বারা ইন্দ্রের স্তব করা হয় এজন্য ইন্দ্রের ঐ নাম হইয়াছে। ("ত্বং হি স্তোমবর্দ্ধন ইন্দ্রাস্যুক্থ-বর্দ্ধনঃ।" ঋক্ ৮। ১৪। ১১। *। উক্থৈঃ স্তোত্রৈর্বর্দ্ধনীয়ঃ। ইন্দ্রায়েন্দ্রার্থং বর্দ্ধনং বৃদ্ধিসাধনং উক্থং শস্ত্রম্। সায়ণ।)

উক্থবাহস্ (পুং) উক্থ-বহ-অসুন্ ণিচ্ চ। শস্ত্রপাঠক। (ঋক্ ৮। ১২। ১৩।)

উক্থশাস (পুং) উক্থানি শংসতি উক্থ-শন্স্ (মন্ত্রে শ্বেতবহোক্থশস্পুরোডাশো ণ্বিন্। পা ৩। ২। ৭১। ন লোপশ্চ নিপা০। মন্ত্র বিষয়ে শ্বেতবহ, উক্থশস্ পুরোডাশ, এই সকলের উত্তর ণ্বিন্ প্রত্যয় হয়।) ইতি ণ্বিন্। যজমান, যাজ্ঞিক। (ব্রাহ্মণের বিদথ উক্থশাসা। ঋক্ ২। ৩৯। ১।)

উক্থা (স্ত্রী) উক্থ-টাপ্। একাক্ষরী ছন্দোবিশেষ। এই ছন্দ দুই প্রকার, ১ম সলগুরু-স্ত্রী-স্তে। সাহংস্তাম্। (ছন্দোমঞ্জরী।) ২য় সলঘু—উর। বহু। ছন্দোহর্ণব।

উক্থাদি, উক্থ, লোকায়ত, ন্যায়, ন্যাস, পুনরুক্ত, নিরুক্ত, নিমিত্ত, দ্বিপদা, জ্যোতিষ, অনুপদ, অনুকম্প, যজ্ঞ, ধর্ম্ম, চর্চ্চা, ক্রমেতর, শ্লক্ষ, সংহিতা, পদক্রম, সংঘট্ট, বৃত্তি, পরিষদ্, সংগ্রহ, গণ, গুণ, আয়ুর্ব্বেদ। এই কএকটী উক্থাদিগণ। পা ৪। ২। ৬০ সূত্রে ঐ সকল শব্দের উত্তর অধ্যয়ন ও জানা এই অর্থে ঠক্ হয়।

উক্ষ (ভ্বা° সক° পর° সেট্) সেচন, বর্ষণ, জলঢালা বা ছেচা। লট উক্ষতি। লিট্ উক্ষাঞ্চকার আস বভূব। লুঙ ঔক্ষীৎ। (উক্ষাম্প্রচক্রুর্নগরস্য মার্গান্। ভট্টি। ৩। ৫।) উপসর্গ পূর্ব্বে থাকিলে নানাপ্রকার অর্থ হইতে পারে।

অব—হস্ত বক্রভাবে সেচন।
আ—সর্ব্বতোভাবে বা ঈষৎ সেচন।
অভি—অধোমুখ, (উবুড়) হাতে সেচন।
প্র—হাত চিত করিয়া ছেচা।
পরি—ঘুরিয়া ফিরিয়া ছেচা।
নিস্—সমস্ত সেচন।
উপ—নিকটে থাকিয়া সেচন।
উদ্—উপরে থাকিয়া সেচন।
বি—ভাল করিয়া সেচন।
সম্—সম্যক্ সেচন।

উক্ষ (ত্রি) উক্ষ-অচ্। ১ সিক্ত, শোচনীয়। ধৌত। ২ সেককারী।

উক্ষণ (ক্লী) উক্ষ-ভাবে লুট্। সেচন, সেক। প্রোক্ষণ, শুদ্ধ, ধৌত। (বশিষ্ঠমন্ত্রোক্ষণজাৎ প্রভাবাৎ। রঘু। ৫। ২৭। *। উক্ষণং সেচনে মতম্। শব্দাব্ধি।)

উক্ষতর (পুং) উক্ষ (বৎসোক্ষাশ্বর্ষভেভ্যশ্চ তনুত্বে। পা ৫।৩। ৯১) ইতি ইতি ষ্টরচ্। ছোট বৃষ, যাহারা ভার বহিতে শিখে নাই। মহাবৃষ। (মহোক্ষঃ স্যাদুক্ষতরঃ। হেম ৪।৩২৪।)

উক্ষতরী (স্ত্রী) উক্ষতর-ঙীপ্। ১ বাছুর। ২ বৃদ্ধগবী। বুড়োগাই।

উক্ষা [ন্] (পুং) উক্ষ-ঋন্ (শনউক্ষন্নিত্যাদি। উণ্ ১।১৫৮) ইতি কনিন্। ১ বৃষ, ষাঁড়, বলদ। ২ ঋষভ নামক ওষধি। (উক্ষা ভদ্রো বলীবর্দ্দ ঋষভো বৃষঃ। অমর বৈশ্য ৫৯।) (ত্রি) সেচক। ("উক্ষা সমুদ্রো অরুষঃ সুপর্ণঃ।" ঋক্ ৫। ৪৭। ৩।)

উক্ষাল (ত্রি) ১ ত্বরিত। ২ শ্রেষ্ঠ। ৩ করাল, দন্তুর। ৪ উৎকট। (পুং) ৫ বানর (উক্ষালস্ত্বরিতে শ্রেষ্ঠে করালোৎকটয়োরপি, বাচ্যলিঙ্গে বানরে চ পুমানেব নিগদ্যতে। শব্দাব্ধি।)

উক্ষিত (ত্রি) উক্ষ-ক্ত। ১ সিক্ত, জল দ্বারা ধৌত। ২ লিপ্ত।

উখ (ভ্বাঃ পর° সক° সেট্।) গমন। লট্ ওখতি। লিট্ উবোখ, উখতু উখাঞ্চকার। লুঙ্ ঔখীৎ। (উখ, উঙ্খ, উংখ, উখি একরূপ কার্য্য হইবে।) লুঙ্ ঔখিষ্যৎ।

উখ (ত্রি) উখ-ক। গমনকারী।

উখ (দেশজ) কর্ম্মকারের ঘর্ষণী, যাহা দ্বারা ছুরী কাঁচি প্রভৃতি ঘষিয়া ধার করে, তাদৃশ অস্ত্র।

উখ (ত্রি) উৎ-খন-ড নিপাৎ তৎলোপঃ। যাহারা উর্দ্ধদিকে খনন করে, কেচো প্রভৃতি।

উখড় (উৎখ্যাতি শব্দের অপভ্রংশ) বঙ্গদেশের কুলীনদের কুলদোষ বিশেষ।

উখড়া (দেশজ) একপ্রকার মুড়্কি।

উখড়াকুখড়া (দেশজ) উস্কাখুস্কা, অসমান।

উখড়া (দেশজ) ১ নারিকেল মালা প্রভৃতি ও শলা দ্বারা নির্ম্মিত একপ্রকার হাতা। দেশবিশেষে উহাকে 'ওড়ঙ্' বলে। ২ কোথাও কোথাও কপালাদিতে চিহ্নিত দাগকে উখড়ী বলে।

উখরা (দেশজ, উৎখণ্ড শব্দের অপভ্রংশ।) ১ মুড়্কি।

উখর্বল (পুং) পৃষো°। একপ্রকার তৃণ। উখল, ভূরিপত্র, তৃণোত্তম, সুতৃণ। ইহা ভক্ষণে পশুগণের রুচি বৃদ্ধি, বল এবং শারীরিক হিতসাধন হয়।

উখল (পুং) ভুরিপত্র তৃণ। [উখর্বল দেখ।]

উখা (স্ত্রী) উখ-ক-টাপ্। ১ হাঁড়ী। পাকপাত্র। ২ উনান, চুলা। (স্থাল্যুখা পিঠরং কুণ্ডং। হেম ৪। ৮৫।)

উখুলী (দেশজ) উদূখল।

উখ্য (ত্রি) উখায়াং সংস্কৃতং উখা-যৎ। স্থালীপক্কমাংসাদি। (শূল্যমুখ্যঞ্চ হোমবান্। ভট্টি। ৪। ৯।) উখ্যের নামান্তর পৈঠর (উখ্যং তু পৈঠরম্। অমর, বৈশ্য ৪৫।) "উখ্যান্ হস্তেষু বিভ্রতঃ।" অথর্ব ৪। ১৪। ২।

উগরণ (উদ্গীরণ শব্দজ) বমন, ঢ্যাকার।

উগরাণ (উদ্গীরণ শব্দজ) বমি করান।

উগান (উদ্গমন শব্দের অপভ্রংশ) কোন কিছুর উঠা।

উগ্র (পুং) উচ্যতি ক্রোধেন সম্বধ্যতে অর্থাৎ যনি সর্ব্বদাই ক্রোধযুক্ত। উচ্ (মিলন)—(ঋজ্রেন্দ্রাগ্রবজ্রবিপ্রকুব্রচুব্রক্ষুরখুবভদ্রোগ্রভেরমেরশুক্রশুক্লগৌরবক্রেরামালাঃ। উণ্ ২। ২৮ এই সূত্রানুসারে রক্ ও নিপাতনে চ স্থানে গ হইল।) ১ শিব। শিবের বায়ুমূর্ত্তি। ২ রাজবিশেষ। ৩ ক্ষত্রিয়ের বীর্য্যে শূদ্রার গর্ভে উৎপন্ন জাতিবিশেষ, যাহাকে আগুরি কহে। ("ক্ষত্রিয়াৎ শূদ্রকন্যায়াং ক্রূরাচারবিহারবান্। ক্ষত্রশূদ্রবপুর্জন্তুরুগ্রো নাম প্রজায়তে॥ মনু ১০। ৯) ইহাদিগের কার্য্য গর্ত্তস্থিত গোধা (সর্পবিশেষ) প্রভৃতির বধ ও বন্ধন। (ক্ষত্ত্রুগ্রপুক্কসানান্তু বিলৌকো বধবন্ধনম্।) ৪ পূর্ব্বফাল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ, মঘা ও ভরণী নক্ষত্র। ৫ শোভাঞ্জন বৃক্ষ। ৬ কেরল দেশ। ৭ স্বনামখ্যাত দানববিশেষ (বেগবান্ কেতুমাংশ্চগ্রঃ সোগ্রবাগ্রো মহাসুরঃ। হরিবংশ ৩৬৩ অঃ।) ৮ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র বিশেষ। (ভারত আদি ১১৭ অধ্যায়)। ৯ নরেন্দ্রাদিত্য নামক কাশ্মীররাজের গুরু। ১০ বিষ্ণু। (ভারত অনু ১৪৯ অধ্যায়)। (ত্রি) ১১ উৎকট (উগ্রঃ শূদ্রাসুতে ক্ষত্রাৎ রুদ্রে পুংসি ত্রিষূৎকটে। মেদিনী)। ১২ যে যষ্টি প্রভৃতি ধারণ করে। ১৩ যে অতিশয় দারুণ কার্য্য করে ("চিকিৎসকস্য মৃগয়োঃ ক্রূরস্যোচ্ছিষ্টভোজিনঃ। উগ্রান্নং সূতিকান্নঞ্চ পর্য্যাচান্তমনির্দ্দশম্॥" মনু ৪। ২১২। এই শ্লোকের টীকায় "উগ্রো দারুণকর্ম্মা" এইরূপ ব্যাখ্যাত আছে।) ১৪ (ক্লী) বৎসনাভ নামক বিষ। (স্ত্রী) ১৫ বচ। ১৬ ধনিয়া ১৭ জোয়ান। ১৮ তীক্ষ্ণবীর্য্য বস্তু। (স্ত্রী) ১৯ যোগিনী বিশেষ। (ত্রি) ২০ উৎকৃষ্ট। ২১ দীর্ঘ।

উগ্র, ১ শৈবসম্প্রদায় বিশেষ, ইহারা বাহুতে ডমরু ধারণ করে। ২ তীর্থ বিশেষ।

"উগ্রং কনখলঞ্চৈব কেদারং ভৈরবস্তথা।" রেবাখণ্ডে ২অঃ

উগ্রক (ত্রি) উগ্র-সংজ্ঞায়াং কন্ প্রত্যয়ঃ। ১ বলবান্ (পুং) ২ নাগবিশেষ (ভারত আদি ৩৫ অধ্যায়)।

উগ্রকর্ম্মন্ (ত্রি) উগ্রং কর্ম্ম যস্য বহুব্রী। ১ হিংস্রস্বভাব পশু প্রভৃতি। ২ প্রাণিহিংসাকারী। ৩ খল।

উগ্রকাণ্ড (পুং) উগ্রঃ কাণ্ডো যস্য বহুব্রী। করেলা।

উগ্রগন্ধ (স্ত্রী) উগ্রো গন্ধো যস্য বহুব্রী। ১ হিঙ্গু, হিঙ্ (পুং) ২ রশুন। ৩ কটুফল। ৪ অর্জক বৃক্ষ। ৫ চম্পক। (ত্রি) ৬ উৎকট গন্ধযুক্ত। ৭ (স্ত্রিয়াং টাপ্।) অজমোদা, জোয়ান। ৮ বচ। ৯ ছিক্কিকৌষধি। ("উগ্রগন্ধাঽজমোদায়াং বচায়াং ছিক্কিকৌষধৌ।" মেদিনী)।

উগ্রচণ্ডা (স্ত্রী) উগ্রা চণ্ডা কোপনা স্ত্রী কর্ম্মধা। ১ ভগবতীর মূর্ত্তিবিশেষ। এই মূর্ত্তির প্রাদুর্ভাব যথা—আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের নবমীতিথিতে কোটি যোগিনীর সহিত অষ্টভুজামূর্ত্তি আবির্ভূতা হন। (উগ্রচণ্ডা তু যা মূর্ত্তিরষ্টাদশভুজাভবৎ। সা নবম্যাং পুরা কৃষ্ণপক্ষে কন্যাং গতে রবৌ। প্রাদুর্ভূতা মহাভাগা যোগিনীকোটিভিঃ সহ।") এই মূর্ত্তিই দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ করিয়াছিলেন। আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিতে দক্ষ দ্বাদশবর্ষ নিষ্পন্ন যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করেন। সেই যজ্ঞে সকল দেবতাই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। কিন্তু দক্ষ (অস্থিমালাধারী বলিয়া) শিবকে নিমন্ত্রণ করেন নাই ও তাহার পত্নী সতীও কপালীপত্নী এই হেতু নিজ কন্যা হইলেও দক্ষের নিমন্ত্রিতা হন নাই। এইজন্য সতী অতিশয় ক্রুদ্ধা হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। দেহত্যাগানন্তর সতীরূপ পরিত্যাগ করিয়া কোটিযোগিনীগণের সহিত উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক শিবের অনুচরগণ ও স্বয়ং শিবের সহিত যজ্ঞ ধ্বংস করিলেন। (কালিকাপুরাণ) ২ দুর্গার আবরণ বিশেষ।

উগ্রতা (স্ত্রী) উগ্রস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা তল্। ১ উগ্রের ভাব। ২ উগ্রের কর্ম্ম। ৩ অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত ব্যভিচারী গুণবিশেষ। অপরাধাদি জন্য যে রোকা মেজাজ হওয়া তাহাকে উগ্রতা কহে। এই উগ্রতা ঘর্ম্ম, শিরঃকম্পন, তর্জ্জন, তাড়না প্রভৃতি দ্বারা প্রকাশিত হয়। ("শৌর্য্যাপরাধাদিভবং ভবেচ্চণ্ডত্বমুগ্রতা। তত্র স্বেদশিরঃকম্পঃ তর্জ্জনাতাড়নাদয়ঃ॥" সাহিত্যদর্পণ ৩ পরিচ্ছেদ।)

উগ্রতারা (স্ত্রী) উগ্রভয় হইতে যিনি ভক্তদিগকে ত্রাণ করেন। উগ্র-তৃ-ণিচ্-অচ্-টাপ্। ১ ভগবতীর মূর্ত্তি বিশেষ। তাহার উৎপত্তি যথা—

কোন সময়ে শুম্ভ এবং নিশুম্ভ দেবগণের যজ্ঞভাগ অপহরণ করিয়াছিল ও তাহারা স্বয়ংই দিক্‌পাল হইয়াছিল। তখন সমস্ত দেবতা ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া হিমালয়ে গমন করেন। তথায় উপস্থিত হইয়া গঙ্গাবতার নিকটে সকলে মহামায়া ভগবতীর স্তব করিলেন। তখন ভগবতী দেবগণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া মাতঙ্গের স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবগণ! তোমরা এই স্থানে কোন স্ত্রীর স্তব করিতেছ এবং তোমরা এই মাতঙ্গের আশ্রমেই বা কি নিমিত্ত আসিয়াছ। তিনি এই রূপ বলিতেছেন এই সময়ে এক দেবী তাঁহার শরীর কোষ হইতে বাহির হইয়া বলিলেন যে দেবগণ আমারই স্তব করিতেছে। শুম্ভ নিশুম্ভ নামে দুই দানব দেবগণকে বাধা দিতেছে। এজন্য তাহাদের বধের নিমিত্ত দেবগণ এ স্থানে আসিয়া আমারই স্তব করিতেছে। মাতঙ্গপত্নীর শরীর হইতে সেই দেবী বাহির হইলে পর সেই হিমালয়স্থিতা গৌরবর্ণা মাতঙ্গী তৎক্ষণাৎ অতিশয় কৃষ্ণবর্ণা হইলেন। ঋষিগণ তাঁহাকেই উগ্রতারা বলিয়া থাকেন। উগ্রচণ্ডার এই মূর্ত্তি চতুর্ভুজা, কৃষ্ণবর্ণা, মুণ্ডমালাধারিণী, ইহার দক্ষিণ দিকের উপরের হাতে খড়্গ ও নীচের হাতে চামর এবং বামদিকের উপরের হাতে কাতারী ও নীচের হাতে খর্পর। মাথায় আকাশভেদী একটী জটা আছে, মাথা ও গলায় মুণ্ডমালা। বুকে সাপের হার, চক্ষু রক্তের ন্যায় লাল, কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া আছেন, কটীদেশ ব্যাঘ্রচর্ম্মে ভূষিত, বামপদ শবের বুকে ও দক্ষিণ পদ সিংহের পৃষ্ঠে আছে। স্বয়ং শবশরীর চাটিতেছেন।

উগ্রত্ব (স্ত্রী) [উগ্রতা দেখ।]

উগ্রধন্বা [ন্] (পুং) উগ্রং ধনুর্যস্য অনঙ্। ১ শিব। ২ ইন্দ্র। (ত্রি) শত্রুর অসহ্য ধনুর্বিশিষ্ট। ("বাহু শর্দ্ধ্যুগ্রধন্বা প্রতিহিতাভিরস্তা।" ঋক্ ১০। ১০৩। ৩।) (পুং) মগধরাজ নন্দের কনিষ্ঠ পুত্র। শকটাল কর্ত্তৃক ইনি মগধের রাজা হন। চন্দ্রগুপ্ত নেপালরাজ পর্ব্বতেশ্বরের সাহায্যে উগ্রধন্বাকে রাজ্যচ্যুত করিবার চেষ্টা করেন। তাহাতে উগ্রধন্বা ক্রুদ্ধ হইয়া চন্দ্রগুপ্তের ভ্রাতৃগণকে বিনাশ করেন। পরে পর্ব্বতেশ্বরের সহিত যুদ্ধে উগ্রধন্বা প্রাণত্যাগ করেন।

উগ্রপুত্র (পুং) উগ্রস্য শূরস্য পুত্রঃ। ১ শূরবংশজাত। (উগ্রপুত্রঃ শূরান্বয়ঃ। শতপথব্রাহ্মণ ভাষ্য ১৪। ৬। ৮। ২) ২ শিবপুত্র, কার্ত্তিকেয়। ৩ গভীর জলাশয়। ("আঁ উগ্রপুত্রে জিঘাংসত।" ঋক্ ৮। ১৭। ১১। উগ্রপুত্রে উগ্রাঃ উদপূর্ণা পুত্রা যস্মিন্ তস্মিন্ দকে। সায়ণ।)

উগ্রম্পশ্য (ত্রি) উগ্র-দৃশ্-খশ্ মুম্। উগ্র-দৃষ্টিযুক্ত বন্যজন্তু, ব্যাঘ্রাদি। ('উগ্রম্পশ্যাকুলেহরণ্যে।" ভট্টি।) (স্ত্রী) টাপ্। অপ্সরা বিশেষ। (অথর্ব্বসংহিতা। ৬। ১১৮। ১)।

উগ্ররেতাঃ [স্] (পুং) রুদ্র বিশেষ। (ভাগবত)।

উগ্রশক্তি, রাজবিশেষ, অমরশক্তির পুত্র। (পঞ্চতন্ত্র।)

উগ্রশেখরা (স্ত্রী) উগ্রশেখর। (অর্শআদিভ্যোঽচ্।

পা ৫।২।১২৭) ইতি অচ্। গঙ্গা। (ব্রাহ্মণগাগোদ্ধিনী গঙ্গা হেমবত্যুগ্রশেখরা। ত্রিকাণ্ড-শে ২।২।৩৯)।

উগ্রশ্রবাঃ [স্] (পুং) ১ লোমহর্ষণ, সৌতি। ২ ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র।

উগ্রসেন (পুং) ১ পরীক্ষিৎপুত্র, জনমেজয়ের ভ্রাতা। (শতপথ ব্রা ১৩।৫।৪।৩।) ২ মথুরাদেশের একজন রাজা। আহুকের পুত্র, কংসের পিতা। তাঁহার পত্নীর নাম কর্ণী। কংস উগ্রসেনকে রাজচ্যুত করিয়া নিজে সিংহাসন অধিকার করে। পরে কৃষ্ণ কংসকে বিনাশ করিয়া উগ্রসেনকে পুনর্ব্বার রাজ্য প্রদান করেন। (শ্রীমদ্ভাগবত)

উগ্রসেনজ (পুং) কংস। [কংস দেখ।]

উগ্রসেনা (স্ত্রী) অক্রূরের স্ত্রী। (হরিবংশ)।

উগ্রাদেব (পুং) একজন বৈদিক রাজর্ষি। (ঋক্ ১৷৩৬৷১৮।)

উগ্রায়ুধ (পুং) একজন প্রাচীন পৌরব রাজা। কৃতের পুত্র। তৎপুত্র ক্ষেম্য। তিনি নিজ বাহুবলে যুদ্ধক্ষেত্রে নীপবংশ ও অন্যান্য রাজাদিগের প্রাণসংহার করেন। যখন কুরুবীর ভীষ্ম পিতৃবিয়োগে কাতর ছিলেন, উগ্রায়ুধ তাঁহার নিকট দূত দ্বারা বলিয়া পাঠান—"ভীষ্ম! তোমার জননী গন্ধকালী স্ত্রীগণের মধ্যে রত্নস্বরূপ, তাঁহাকে আমায় প্রদান কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে অতুল ঐশ্বর্য্যশালী করিব।" তখন ভীষ্ম কিছু বলিলেন না। পিতার অশৌচ কাল গত হইলে, তিনি ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া উগ্রায়ুধকে বিনাশ করেন। (হরিবংশ ২০ অঃ)। ২ ধৃতরাষ্ট্রের একজন পুত্র।

উগ্রেশ (পুং) উগ্রাণাং ঈশঃ। শিব।

উঘারণ (দেশজ) খোলা। অনাবরণ।

উঙ্কুণ (পুং) উৎকুণ, উকুণ।

উঙ্কোশ (পুং) নূতন নূতন আলাপ, আভাস।

উচ (দিবা° পরং সক° সেট্) সমবায়। মিশ্রণ।

উচ (উচ্চ শব্দের অপভ্রংশ) উন্নত। উপরিভাগ।

উচকা (গ্রাম্য) দুরন্ত, সাহসী, রোকা।

উচক্কা (দেশজ) দুষ্ট, দুরন্ত, নিষ্ঠুর।

উচনয়না (দেশজ) একজাতীয় মাছ। (Latianus Polata)

উচলন (উচ্চলন শব্দের অপভ্রংশ) নড়া। কাঁপা। চলস্বভাব।

উচলান (দেশজ) উথলান। উথলে উঠা।

উচহর, (উচাহর) বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত একটী প্রাচীন রাজ্য, এখন ইহাকে নাগোধ বলে। মহারাজ সমুদ্র গুপ্তের শিলাফলকোক্ত 'উস্থানক' নামক জনপদ এই উচহর বলিয়া অনুমিত হয়। পূর্ব্বে এখানে পরিহার রাজপুতদিগের রাজত্ব ছিল।

উচাটন (উচ্চাটন শব্দের অপভ্রংশ।) দুঃখ, সন্তাপ।

উচিত (ত্রি) ১ যোগ্য, কর্ত্তব্য। ২ পরিচিত, অভ্যস্ত।

উচুঙ্গা (গ্রাম্য) উইচিংড়ী, উচ্চিঙ্গড়া।

উচোট (গ্রাম্য) হোঁচট। যাইতে যাইতে হঠাৎ কিছু লাগিয়া পড়া।

উচ্চ (ত্রি.) উচ্চিনোতীতি উৎ-চি-ড (অথবা অর্শআদিভ্যোঽচ্) ইতি টিলোপঃ। ১ উপরি, উন্নত, উঁচু। (পুং) ২ রাশিভেদ।

"মেষো বৃষো মৃগঃ কন্যা কর্কমীনতুলাধরাঃ।
ভাস্করাদের্ভবন্ত্যচ্চা রাশয়ঃ ক্রমশস্ত্বিমে॥" জ্যোতিস্তত্ত্ব।

৩ অংশ, ভাগ। যথা—

"স্বোচ্চাচ্চ সপ্তমং নীচং প্রাপ্যস্তাগৈর্বিনির্দ্দিশেৎ।
উচ্চাস্তঃ স্বচ্চসংজ্ঞঃ স্যাৎ নীচাস্তে তু সুনীচকঃ॥"

উচ্চকৈঃ [স্] (অব্য) উচ্চৈস্-অকচ্। অতিশয় উচ্চ, উন্নত (মাঘ ১।১২)।

উচ্চক্ষুঃ [স্] (ত্রি) উৎক্ষিপ্তমুৎপাটিতং বা চক্ষুর্যস্য প্রাদি বহু°। ১ যে চক্ষু উপর দিক্ দেখিতেছে। ২ যে চক্ষু উৎপাটন করা হইয়াছে।

উচ্চঙ্গম (পুং) উচ্চগামী পক্ষী, বিহঙ্গম। (দিব্যাবদান ৪৭৬৷১০)

উচ্চটা (স্ত্রী) উৎ-চট-অচ্-টাপ্। ১ গুঞ্জা, কঁচ। ২ ভুঁই আমলা। ৩ একপ্রকার লশুন। নাগরমুথা। ৫ দম্ভ। ৬ চর্চ্চা। (উচ্চটা দম্ভে চর্য্যায়াং প্রভেদে লশুনস্য চ। হেম° অনে ৩। ১৫৪।) ৭ স্বভাব। ৮ একপ্রকার তৃণ, এ দেশে চোচ্ বা চেচুয়া বলে। (Cyperus compressus) ইহার এই কএকটী পর্য্যায়—নিস্বিষী, চূড়ালা, চক্রলা, অম্বুপত্রা, জটিলা, শুক্রলা, উত্তানক। বৈদ্যকমতে ইহার গুণ—স্নিগ্ধ, শীতল, কষায় ও অম্ল। ইহাতে পিত্ত, প্রমেহ, দাহ, তৃষ্ণা, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত, উন্মাদ, অপস্মার, রক্তপিত্ত ও বাতরক্ত নষ্ট হয়।

এই গাছ ছোটনাগপুর, আসাম, লক্ষ্ণৌ এবং সিংহলের গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে জন্মে।

উচ্চণ্ড (ত্রি) উৎ-চড-অচ্। ত্বরান্বিত, তাড়াতাড়ি। (উচ্চণ্ডং ত্ববিলম্বিতম্। হেম ৫। ১১৪)

উচ্চতরু (পুং) উচ্চ উন্নতস্তরুঃ। ১ বড়গাছ। ২ নারিকেল গাছ।

উচ্চতাল (ক্লী) গানাদিতে নৃত্য।

(মণ্ডলেন তু যন্নৃত্যং স্ত্রীণাং হল্লীসকং হি তৎ।
পানগোষ্ঠ্যামুচ্চতালং রণে বীরজয়ন্তিকা॥ হেম ২। ১৯৫।)

উচ্চদেব (পুং) উচ্চঃ প্রধানো দেবঃ। বিষ্ণু।

উচ্চধ্বজ (ক্লী) তুষিত নামক স্বর্গস্থ বুদ্ধের নাম।

উচ্চনীচ (ত্রি) উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট, ভালমন্দ, উন্নত অবনত।
"দ্রষ্টারমুচ্চনীচানাং কর্ম্মভির্দেহিনাং গতিম্॥" (ভারত অশ্বমেধ)

উচ্চন্দ্র (পুং) উৎ স্বল্পং অবশিষ্টশ্চন্দ্রো যত্র প্রাদি বহু°। শেষরাত্রি, রাত্রিশেষ। (উচ্চন্দ্রস্ত্বপররাত্রঃ। হেম ২।৫৯।)

উচ্চপদ (ক্লী) সম্মানের পদ। উন্নতাবস্থা।

উচ্চভাষী [ন্] (ত্রি) যে কড়া কথা বলে, মন্দবক্তা।

উচ্চস্ত (হিন্দী) উপহাসজনক। বিদ্রূপকর।

উচ্চয় (পুং) উদ্‌-চি-অচ্। ১ চয়ন। ২ পরিধান বস্ত্রগ্রন্থি। (উচ্চয়ো নীবী বরস্ত্রার্দ্ধোরুক্যাংশুকম্। হেম ৩। ৩৩৭) ৩ রচনা। যেমন, কেশোচ্চয়—কেশাদির রচনা। (পাশো রচনা ভার উচ্চয়ঃ। হেম ৩।২৩২।) ৪ রাশি, পুঞ্জ।
"বাক্যং স্যাদ্‌যোগ্যতাকাঙ্ক্ষাসত্তিযুক্তঃ পদোচ্চয়ঃ।"
সাহিত্যদর্পণ।

উচ্চরিত (ত্রি) উৎ-চর্‌-কর্ম্মণি ক্ত। কীর্ত্তিত, কথিত। শব্দিত।

উচ্চল, (ক্লী) উৎ চল-অচ্। মন (হৃচ্চেতো হৃদয়ং চিত্তং স্বান্তং গূঢ়পথোচ্চলে। হেম ৬। ৫।)

উচ্চাটন (ক্লী) উৎ-চট্‌-ণিচ্‌ ল্যুট্। ১ উৎপাটন। ২ উচাটন, চঞ্চলকরণ। ৩ ষট্‌কর্ম্মান্তর্গত অভিচার বিশেষ। এই কার্য্যের দেবতা দুর্গা, তিথি কৃষ্ণা অষ্টমী অথবা চতুর্দ্দশী, বার শনি, জপমালা সাধুর চুলে গাঁথা ঘোড়ার দাঁত। (শারদাতিলক) ৪ উৎকণ্ঠা। ৫ বিবাদ।

উচ্চার (পুং) ১ মল, বিষ্ঠা, হাগা।
"উচ্চারে মৈথুনে চৈব প্রস্রাবে দন্তধাবনে।
স্নানে ভোজনকালে চ ষট্‌সু মৌনং সমাচরেৎ॥" স্মৃতি।

উচ্চারক (ত্রি) উচ্চার স্বার্থে কন্। উচ্চারণকারী।

উচ্চারণ (ক্লী) উৎ চর-ণিচ্‌-ল্যুট্। কথন, শব্দপ্রয়োগ।

উচ্চারিত (ত্রি) উচ্চার (তদস্য সংজাতং তারকাদিভ্য-ইতচ্। পা ৫।২।৩৬।) ইতি ইতচ্। কথিত, শব্দায়িত।

উচ্চার্য্য (ত্রি) উৎ-চর-ণিচ্‌-ল্যপ্। ১ উচ্চারণযোগ্য, কথনীয়।

উচ্চাবচ (ত্রি) উদক্ উৎকৃষ্টঞ্চ অবাক্ নিকৃষ্টঞ্চ (ময়ূরব্যংসকাদয়শ্চ। পা ২।১।৭২) ইতি নিপা° সাধু। ১ বিবিধ, নানাপ্রকার। ২ অসমান, উচুনীচু। ৩ ভালমন্দ। (উচ্চাবচং নৈকভেদে। হেম ৬।৮৫) "উচ্চাবচৈরভিপ্রায়ৈ ঋষীণাং মন্ত্রদৃষ্টয়োঃ।" নিরুক্ত ৭।৩।

উচ্চিঙ্গট (পুং) ১ তৃণগড়ুমৎস্য। চিংড়ীমাছ। ২ কোপনস্বভাব। (উচ্চিঙ্গট কোপনে মীনভিত্তপি। হেম° অনে ৪। ৫৭।)

উচ্চিঙ্গ্‌ড়া (উচ্চিটিঙ্গ শব্দের অপভ্রংশ) উইচিংড়ী, এক প্রকার পোকা। এই পোকা তিন চারি জাতীয় দেখিতে পাওয়া যায়। এক জাতীয় (Acheta domestica) সহরে বিশেষতঃ পল্লিগ্রামেই অধিক থাকে। ইহাদিগকে দেখিতে কটা। ইহারা উষ্ণস্থানে থাকিতে ভালবাসে। গ্রীষ্মকালে বাহির হয়। ঠাণ্ডা লাগিলেই নিজ আবাসে আশ্রয় লয়। গরম না পাইলে ঠাণ্ডায় মৃতবৎ পড়িয়া থাকে। ইহারা নিশাচর, সন্ধ্যার পর আহার অন্বেষণে বহির্গত হয়। এই গ্রাম্য উচ্চিংড়া অপেক্ষা বন্য অথবা ক্ষেত্রের উচ্চিংড়া (Acheta campestris) অনেক বড় ও দেখিতে মিস্ কাল। ইহারা ৭।৮ হাত মাটির নীচে গর্ত্ত করে। রাত্রিকালে গর্ত্তের মুখে বসিয়া প্রথমে অল্প অল্প ডাকে, তৎপরে প্রণয়িনী আসিয়া যোগ দান করিলে উভয়ে উল্লাসে প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে থাকে। ইহাদের স্বর দূর হইতে মনোযোগপূর্ব্বক শুনিলে অতি মিষ্ট লাগে, তাহাতে সঙ্গীতের নানা প্রকার ধ্বনি শুনা যায়। এক একটী উচ্চিংড়ার স্ত্রী প্রায় দুইশত ডিম পাড়ে। ডিম ফুটিলে, ছানার আকার প্রায় বড় ধেড়ে উচ্চিংড়ার মত, কেবল তাহাতে ডানা উঠে না।

আর এক জাতীয় উচ্চিংড়া আছে, ইহারা উক্ত উভয় জাতি অপেক্ষা বড় হয়। ইহাদিগকে এদেশে ঘুঘুর বা ঘুঘুরা পোকা বলে। [ঘুঘুর দেখ।]

মহর্ষি সুশ্রুতের মতে উচ্চিংড়া (উচ্চিটিঙ্গ) বিষাক্ত কীট, ইহার দংশনে বায়ুজন্য রোগ জন্মে। (সুশ্রুত কল্পস্থান ৩য় ও ৮ম অধ্যায়।)

উচ্চিটিঙ্গ (পুং) পতঙ্গ বিশেষ। [উচ্চিঙ্গ্‌ড়া দেখ।]

উচ্চুঙ্গ (দেশজ) উইচিংড়া [উচ্চিঙ্গ্‌ড়া দেখ।]

উচ্চূড় [ল] (পুং) উন্নতা চূড়া যস্য তস্য লক্ষ্ম্। ধ্বজের উপরিভাগের বস্ত্র খণ্ড, নিশানের পাগ।

উচ্চৈঃ [স্] (অব্য) ১ উচ্চ, উন্নত। ২ যথেষ্ট, অধিক।

উচ্চৈর্ঘোষ (ত্রি) উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণাবিশিষ্ট। উচ্চশব্দ। (যদুচ্চৈর্ঘোষস্তনয়ন্নবাকুর্বন্নিব দহতি। ঐতরেয় ব্রা ৩। ৪)

উচ্চৈশিরঃ [স্] (ত্রি) উচ্চৈরুন্নতং শিরোহস্য। উচ্চমস্তক, মহত্তর।

উচ্চৈঃশ্রবাঃ [স্] (পুং) ইন্দ্রের ঘোটক, সমুদ্রমন্থনে ইহার উৎপত্তি।

উচ্চৈর্ঘুষ্ট (ক্লী) উচ্চৈস্ ঘুষ ভাবে ক্ত। সকলকে জানাইবার জন্য ঘোষণা। ঢেঁট্‌রা।

উচ্ছ (তুদা° ইদিৎ পর° সক° সেট্‌) উঞ্ছ।

উচ্ছ্‌ (তুদা° পর° সক° সেট্) ১ বন্ধ। ২ সমাপ্ম। আতিক্রম। ৪ ত্যাগ।

উচ্ছন্ন (ত্রি) উৎ-ছদ-ক্ত। নষ্ট।

উচ্ছন্নসন্ধি (স্ত্রী) সন্ধিবিশেষ। কোন রাজার উত্তম রাজ্য কাড়িয়া লইয়া পরে তাঁহার সহিত যে সন্ধি হয়।

উচ্ছয় (স্ত্রী) ত্রিকোণের পশ্চাৎ পদ।

উচ্ছরথি, বঙ্গদেশস্থ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ভরদ্বাজ-গোত্রের একটী গাঁই।

উচ্ছল (ত্রি) উৎ-শল-অচ্। আধার অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে প্রাবিত হওয়া। উথলে উঠা।

উচ্ছলিত (ত্রি) উৎ-শল-ক্ত। উৎক্ষিপ্ত। উত্থিত। ঊর্দ্ধে উঠা।

উচ্ছা (দেশজ) ফল বিশেষ। এদেশে উচ্ছে করলা এরূপও বলিয়া থাকে। (Momordica charantia)। ইহা দুই প্রকার, এক প্রকার বড়, অপর প্রকার ছোট। কিন্তু উভয়েই এক জাতীয়। এদেশে ছোটকে উচ্ছা ও বড়কে করেলা বলে। করেলা হিন্দী শব্দ, হিন্দুস্থানীরা এই শব্দে উভয় প্রকারকেই বুঝিয়া থাকে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কঠিল্লক, সুষবী, শুষবী, সুশবী, সুকাণ্ড, উগ্রকাণ্ড, কঠিল্ল, কারবেল্ল, নাসা-সম্বেদন, পটু। কোন কোন কবিরাজ বলেন, সংস্কৃত কারবল্লী শব্দে কেবল উচ্ছাকে বুঝাইয়া থাকে।

বৈদ্যকমতে ইহার গুণ—তিক্ত, কটু, কষায় ও গরম, কফ, পিত্ত, জ্বর, শ্বাস, কাস, ক্রিমি, ক্ষত, রক্তদোষ, বাত ইত্যাদি রোগনাশক। বিশেষতঃ উচ্ছের দীপক ও লঘু গুণ আছে, করলার তাহা নাই। (ভাবপ্রকাশ)

হাকিমীমতে, ইহার গুণ বলকর, পাকস্থলীর হিতকর। ইহা গ্রন্থিবাত, প্লীহা ও যকৃৎরোগে ব্যবহার করা যায়। কুষ্ঠরোগে উচ্ছে ও উচ্ছের পাতা বাটিয়া লেপন করিলে উপকার হয়।

এই লতা বর্ষাকালে জন্মে। এদেশের সকলেই প্রায় উচ্ছে খায়। ইহা খাইতে কিছু তিক্ত বটে, কিন্তু বড় স্বাস্থ্য-কর। এদেশে ও পশ্চিমাঞ্চলে উচ্ছে করলার নানা প্রকার আচার প্রস্তুত হয়।

উচ্ছাদন (ক্লী) উচ্ছাদ্যতে মলোঽনেন ইতি উৎ-ছদ-ণিচ্ ল্যুট্। ১ গাত্রমার্জ্জন, শরীরের মলাতোলা। ২ আচ্ছাদন।

উচ্ছাস্ত্র (ত্রি) উৎ উৎক্রান্তং শাস্ত্রং। শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

উচ্ছাস্ত্রবর্ত্তী [ন্] (ত্রি) শাস্ত্রোল্লঙ্ঘনকারী।

"নাচক্ষীত ধয়ন্তীং গাং নাদ্বারেণ বিশেৎ ক্বচিৎ।
ন রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্ণীয়াল্লুব্ধস্যোচ্ছাস্ত্রবর্ত্তিনঃ॥"
যাজ্ঞবল্ক্য ১। ১৪০।

(উচ্ছাস্ত্রবর্ত্তী শাস্ত্রমতিক্রম্য ব্যবহরতি। মনুভাষ্যে মেধা-তিথি ৪। ৮৭।)

উচ্ছিখ (ত্রি) উন্নতা শিখা যস্য। প্রাদি বহুব্রী। ১ উন্নত শিখা। ২ প্রজ্বলিত আগুন।

"মাঙ্গল্যোর্ণাবলয়িনি পুরঃ পাবকস্যোচ্ছিখস্য।" রঘু। ১৬। ১৭।

(পুং) নাগবিশেষ। (ভারত আদি)

উচ্ছিঙ্ঘন (ক্লী) নস্যের ন্যায় নাসিকায় টানিয়া লওন।

"বিধাতো যোঽন্যপার্শ্বেঽক্ষ্‌স্তং রুদ্ধ্বা নাসিকাপুটং।
উচ্ছিঙ্ঘনেন হর্ত্তব্যো দৃষ্টিমণ্ডলজঃ কফঃ॥"
সুশ্রুতে উত্তর ১৭ অঃ।

উচ্ছিত (ত্রি) উৎ-শি-ক্ত। রুদ্ধ।

উচ্ছিত্তি (স্ত্রী) উৎ-ছিদ ভাবে ক্তিন্। উচ্ছেদ, বিনাশ।

উচ্ছিন্ন (ত্রি) উৎ-ছিদ-ক্ত। সমূলে উৎপাটিত, বিনাশিত, উন্মূলিত।

উচ্ছিরস্ (ত্রি) উন্নতং শিরোঽস্য। ১ উন্নত, মহিমান্বিত। (পুং) ২ বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত উত্তরকুরুর একটী পর্ব্বত।

উচ্ছিলীন্ধ্র (ক্লী) উদ্গতং শিলীন্ধ্রম্। কোঁড়ক, ছাতা। (ত্রি) প্রস্ফুটিত, শিলীন্ধ্রযুক্ত।

উচ্ছিষ্ট (ত্রি) উৎ শিষ্যতে যৎ উৎ-শিষ-ক্ত। ১ ভুক্তাব-শিষ্ট, এঁটো। (পাত্রস্থমন্নমাস্যস্পর্শদূষিতমুচ্ছিষ্টমুচ্যতে। মেধাতিথি।) শাস্ত্রে এঁটো খাওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। মনু বলেন—

"নোচ্ছিষ্টং কস্যচিদ্দদ্যান্নাদ্যাচ্চৈব তথান্তরা।
ন চৈবাত্যশনং কুর্য্যান্নচোচ্ছিষ্টঃ ক্বচিদ্ব্রজেৎ॥" ২। ৫৬।

কাহাকেও উচ্ছিষ্ট দিবে না, সায়ং প্রাতর্ভোজন কালের মধ্যে আর ভোজন করিবে না। অতিশয় আহার করিবে না। উচ্ছিষ্টমুখে কোথাও যাইবে না।

ভিন্ন ভিন্ন জাতির উচ্ছিষ্ট স্পর্শ অথবা ভোজন করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। যথা—

"অজ্ঞানাদ্যস্তু ভুঞ্জীত শূদ্রোচ্ছিষ্টং দ্বিজোত্তমঃ।
ত্রিরাত্রোপোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি॥" আপস্তম্ব।

যে ব্রাহ্মণ অজ্ঞানে শূদ্রের উচ্ছিষ্ট ভোজন করেন, তিনি তিন রাত্রি উপবাস করিয়া পঞ্চগব্যের দ্বারা শুদ্ধ হইবেন।

"অন্নানাং ভুক্তশেষন্তু ভক্ষিতো বৈদ্বিজাতিভিঃ।
চান্দ্রং কৃচ্ছ্রং তদর্দ্ধঞ্চ ক্রমাত্তেষাং বিশোধনম্॥"

দ্বিজাতি অন্নের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিলে ক্রমান্বয়ে চান্দ্রায়ণ, তপ্তকৃচ্ছ্র, বা তাহার অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধ হইবেন।

"চাণ্ডালপতিতাদীনামুচ্ছিষ্টান্নস্য ভক্ষণে।
দ্বিজঃ শুধ্যেৎ পরাকেণ শূদ্রঃ কৃচ্ছ্রেণ শুধ্যতি॥"

চাণ্ডাল, পতিত প্রভৃতির উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন করিলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ইঁহারা পরাক এবং শূদ্র কৃচ্ছ্র দ্বারা

শুদ্ধ হইবে। (জ্ঞানতঃ উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত বিধি।)

"শূদ্রোচ্ছিষ্টাশনে মাসং পক্ষমেকং তথা বিশঃ।
ক্ষত্রিয়স্য তু সপ্তাহং ব্রাহ্মণস্য তথা দিনম্॥" শঙ্খ ১৭।৪২।

শূদ্রের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে এক মাস, বৈশ্যের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে এক পক্ষ, ক্ষত্রিয়ের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে সপ্তাহ এবং ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে একদিন ব্রত করিবে।

"শ্বশূকরান্ত্যচাণ্ডালমদ্যভাণ্ডরজস্বলা।
বহ্ব্যুচ্ছিষ্টঃ স্পৃশেত্তত্র কৃচ্ছ্রং সান্তপনং চরেৎ॥" কাশ্যপ।

কুক্কুর, শূকর, শূদ্র, চণ্ডাল, মদ্যভাণ্ড ও রজস্বলার উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিলে কৃচ্ছ্র ও সান্তপন দ্বারা শুদ্ধ হইবে।

চিকিৎসা শাস্ত্রেও উচ্ছিষ্ট ভোজন নিষিদ্ধ হইয়াছে। কারণ, যে ব্যক্তি প্রথমে ভোজন করিয়া উচ্ছিষ্ট করিয়াছে, তাহার যদি কোন সংক্রামক রোগ থাকে, যে ব্যক্তি পরে সেই উচ্ছিষ্ট ভোজন করে, তাহাকেও সহজেই পূর্ব্ব ব্যক্তির রোগ আক্রমণ করিতে পারে। অতএব উচ্ছিষ্ট ভোজন না করাই ভাল।

২ ত্যক্ত। ৩ দত্তাবশিষ্ট।

"অসংস্কৃতপ্রমীতানাং যোগিনাং কুলযোষিতাম্।
উচ্ছিষ্টং ভাগধেয়ং স্যাৎ দর্ভেষু বিকিরশ্চ যঃ॥"
শ্রাদ্ধতত্ত্বে ব্রহ্মপুরাণ।

৪ মধু। ("উচ্ছিষ্টং শিবনির্মাল্যং...শ্রাদ্ধে প্রশস্যতে।"

উচ্ছিষ্টগণপতি, কাঞ্চলিয়া বা হেরম্ব সম্প্রদায়। ইহাদের মতে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে এক, তাহাদের সংযোগবিয়োগে পাপ নাই।

উচ্ছিষ্টগণেশ (পুং) তন্ত্রোক্ত গণেশমূর্ত্তিভেদ। [গণেশ দেখ।]

উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনী (স্ত্রী) তন্ত্রোক্ত মাতঙ্গীদেবীর মূর্ত্তি বিশেষ। [মাতঙ্গী দেখ।]

উচ্ছিষ্টভোজন (পুং) দেব-নৈবেদ্য-বলিভোজন-কর্ত্তা। (হেম ৩।৫২১)। (ক্লী) ২ অপরের উচ্ছিষ্ট খাওয়া।

উচ্ছিষ্টভোজী [ন্] (ত্রি) যে নীচলোকের ভুক্তাবশিষ্ট খায়।

উচ্ছিষ্টমোদন (ক্লী) উচ্ছিষ্টং মধু তেন মোদতে। সিক্থ। মোম। [মোম দেখ।]

উচ্ছীর্ষক (ক্লী) উৎ ঊর্দ্ধস্থং শীর্ষং যেন ইতি কন্ বহুব্রী। ১ মাথার বালিশ, উপাধান। (উচ্ছীর্ষকমুপাধান-বর্হো। হেম ৩।৩৪৭।)

২ মস্তক, শিরস্থান। (উচ্ছীর্ষকং প্রসিদ্ধদেবতাশরণং শীর্ষস্থানং। মেধাতিথি।)

"উচ্ছীর্ষকে শ্রিয়ৈ কুর্য্যাৎ ভদ্রকাল্যৈ চ পাদতঃ।
ব্রহ্মবাস্তোঃ পতিভ্যাস্তু বাস্তুমধ্যে বলিং হরেৎ॥" মনু ৩।৮৯।

৩ উন্নত মস্তক, মাথা উঁচু।

"উচ্ছীর্ষকে সমুন্নাহং বস্তিঃ কুর্য্যাচ্চ মেহনম্।"
সুশ্রুতে চিকিৎসা ৩৬ অঃ।

উচ্ছুষ্ক (ত্রি) ১ উপরিভাগে শুষ্ক। উৎশুষ্ক। ("উচ্ছুষ্ক মাংস-রুধিরত্বচ স্নায়ুনদ্ধঃ।" ললিতবিস্তর।) ২ সন্তপ্ত।

উচ্ছূন (ত্রি) উৎ-শ্বি-ক্ত। ১ স্ফীত, ফুলা। ২ উন্নত। ৩ উচ্ছ্বসিত।

উচ্ছৃঙ্খল (ত্রি) উদ্গতং শৃঙ্খলং যস্য। বিশৃঙ্খল, নিয়ম-রহিত, অবাধ। (অবাধোচ্ছৃঙ্খলোদ্দামাস্তুযন্ত্রিতমনর্গলং। হেম ৬।১০২)

উচ্ছেত্তা [তৃ] (ত্রি) উৎ-ছিদ্-তৃচ্। উচ্ছেদকারক, নাশক।

উচ্ছেদ (পুং) উৎ-ছিদ্-ভাবে ঘঞ্। ১ উৎপাটন, উন্মূলন। ২ বিনাশ, ধ্বংস। ("সতাং ভবোচ্ছেদকরঃ পিতা তে।" রঘু।)

উচ্ছেষ (পুং) উৎ-শিষ্-ঘঞ্। অবশেষ।

উচ্ছেষণ (ক্লী) উৎ-শিষ্-কর্ম্মণি ল্যুট্। উচ্ছিষ্ট।

"উচ্ছেষণং ভূমিগতমজিহ্মস্যাশঠস্য চ।
দাসবর্গস্য তৎ পিত্র্যে ভাগধেয়ং প্রচক্ষতে॥"
মনু ৩।২৪৬।

শ্রাদ্ধকার্য্যে যে উচ্ছিষ্ট অন্ন ভূমিতে পড়িয়া যায়, তাহা সরল, আলস্যশূন্য অকুটিলহৃদয় দাসবর্গের প্রাপ্য ভাগ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

উচ্ছেষ্য (ত্রি) উৎশিষ্-(ছন্দসিনিষ্টর্ক্য...পৃড়ানি। পা ৩।১।১২৩) ইতি নিপাং ক্যপ্। অবশেষণীয়।

উচ্ছোচন (ত্রি) উৎ-শুচ্-ল্যুট্। শোকোদ্গম।

উচ্ছোষণ (ত্রি) উ-শুষ্-ণিচ্-ল্যুট্। ১ সন্তাপক। ঊর্দ্ধশোধক। যথা—

"ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্—
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।" গীতা ২।৮।

(ক্লী) ভাবে ল্যুট্। সম্যক্শোষণ। ("উচ্ছোষণং সমুদ্রস্য পতনং চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।" রামায়ণ ৩।৩৬।২১।)

উচ্ছোষুক (ত্রি) উৎ-শুষ-বাহুলকাৎ উকঞ্। ঊর্দ্ধ-শোষযুক্ত।

উচ্ছ্রয় (পুং) উৎ-শ্রি অচ্। ১ উচ্চতা। ২ উন্নতি। ৩ উচ্চ সংখ্যা। (উচ্ছ্রয়েণ গুণিতং চিতেঃ ফলম্।" লীলাবতী।

উচ্ছ্রয়ণ (ক্লী) উৎ-শ্রি-করণে ল্যুট্। ১ উন্নতি। উৎ-শ্রি-

কর্তরি ল্যু। (ত্রি) উৎকৃষ্ট। (উচ্ছ্রয়ণানি উৎকৃষ্টানি। নারায়ণকৃত আশ্বলায়নগৃহ্যবৃত্তি ৪।৯।)

উচ্ছ্রায় (পুং) উৎ-শ্রি-(উদি শ্রয়তিযৌতিপূক্রবঃ। পা ৩।৩।৪৯।) ইতি ঘঞ্। উচ্ছ্রয়, উচ্চতা। আরোহ, সমুচ্ছ্রয়, উৎসেধ, উদয়। (উৎসেধ উদয়োচ্ছ্রায়ৌ। হেম ৬।৬৭)

উচ্ছ্রিত (ত্রি) উৎ-শ্রি-ক্ত। ১ উন্নত, উন্নমিত, সমুন্নত, উদিত। ২ সঞ্জাত, উৎপন্ন। ৩ প্রবৃদ্ধ। (উচ্ছ্রিতং ত্রিষু সঞ্জাতে সমুন্নতপ্রবৃদ্ধয়োঃ। মেদিনী।) ৪ ত্যক্ত।

উচ্ছ্রিতি (স্ত্রী) উৎ-শ্রি-বাহুং করণে ক্তিন্। ১ উচ্ছ্রায়। ২ উৎকর্ষ। ("যজ্ঞার্থং নিধনং প্রাপ্তা প্রাপ্নুবন্ত্যুচ্ছ্রিতীঃ পুনঃ।" মনু ৫।৪০) ৩ উচ্চসংখ্যা। (লীলাবতী।)

উচ্ছ্বসিত (ত্রি) উৎ-শ্বস্-ক্ত। ১ বিকসিত, প্রস্ফুটিত। ২ স্ফীত। ৩ জীবিত। ৪ উচ্ছ্বাসযুক্ত। ৫ কম্পিত। ৬ আশ্বাসযুক্ত। (ক্লী) ১ উচ্ছ্বাস। ২ কম্পন। ৩ স্ফুরণ।

উচ্ছ্বাস (পুং) উৎ-শ্বস্-ঘঞ্। ১ অন্তর্মুখ শ্বাস। (সোঽন্তর্মুখ উচ্ছ্বাস আহরঃ, আনঃ। হেম ৬।৪।) ২ আশ্বাস। ৩ বিশ্লেষ। ৪ বিকাশ। ৫ স্ফীতি। ৬ আকাঙ্ক্ষা। ৭ ফাঁক। ৮ প্রাণন। ৯ অধ্যায়, পরিচ্ছেদ।

(উচ্ছ্বাসঃ প্রাণনে শ্বাসে গন্থপন্থান্তরেঽপি চ। হেম০ অনে০ ৩।৭৪৬।)

উচ্ছ্বাসী [ন্] (ত্রি) উৎ-শ্বস-ণিনি। ১ ঊর্দ্ধশ্বাসযুক্ত। ২ উদ্গত। ("উচ্ছ্বাসিকালাঞ্জনরাগমক্ষ্ণোঃ।" কুমার।)

উছ (তুদা০ ইদিৎ পর০ সক০ সেট্) উঞ্ছ। উঞ্ছতি ঔঞ্ছীৎ। (তুদা০ পর০ সক০ সেট্) ১ বন্ধ। ২ সমাপন। ৩ বিরাম। উচ্ছতি, ঔচ্ছীৎ ইত্যাদি।

উছনিয়া (দেশজ, উচ্ছন্ন শব্দের অপভ্রংশ) ১ নষ্ট। ২ যে সমস্ত বৃথা অপব্যয় বা নষ্ট করে, উড়নচণ্ডী।

উছি (গ্রাম্য) উচ্ছা, উচ্ছে। [উচ্ছা দেখ।]

উজ (উজ শব্দের অপভ্রংশ) সমান, সরল।

উজই (গ্রাম্য) নদী প্রভৃতিতে ভাসিয়া বেড়ান, সাঁতার।

উজড় (দেশজ, উৎজটশব্দের অপভ্রংশ) নির্ম্মূল।

উজড়ন (দেশজ) ১ খালি। ২ নির্ম্মূল। ৩ বমন।

উজড়িয়া (দেশজ) অপব্যয়কারী, খরুচিয়া।

উজন (দেশজ) ১ বিপরীত, উল্টা। ২ স্রোতের বৈপরীত্য।

উজনোয় (দেশজ) বর্ষাকালে মাছের ভাসান দেওয়া; ভাসিয়া উঠা।

উজর্ (আরব্য) ওজর। আত্মসমর্থন।

উজল (দেশজ) ১ কোন দ্রব্য নড়ান বা কাঁপান। ২ স্রোত ভাঙ্গিয়া যাওয়া। ৩ (উজ্জ্বল শব্দের অপভ্রংশ, ব্রজবুলিতে প্রয়োগ দেখা যায়।)

উজলন (দেশজ) চলন। কম্পন।

উজলপাজল (দেশজ) গোলমাল। এলোমেলো।

উজলা, বঙ্গদেশের সপ্তশতী ব্রাহ্মণদিগের একটী গাঁই।

উজলান (দেশজ) কাঁপান। নড়ান।

উজা (উজ শব্দের অপভ্রংশ) সোজা। সরল।

উজাইন্, বেহারনিবাসী সূর্য্যবংশীয় রাজপুতদিগের শ্রেণীভেদ।

উজাউজি (দেশজ) সোজাসুজি।

উজার (দেশজ, উৎজট শব্দের অপভ্রংশ।) উজড়, নির্ম্মূল।

উজান (দেশজ) ১ স্রোতের বৈপরীত্য। ২ উচ্চজনপদ, পাহাড়িয়া দেশ।

উজি (গ্রাম্য) কাণাকাণি, সাধারণে জানা।

উজীর (আরব্য) রাজ্যের মন্ত্রী।

উজীরী, মন্ত্রীর পদ।

উজুটী (দেশজ) গুল্মবিশেষ। (Bileria ciliata) এদেশে পল্লিগ্রামে এই গাছ দেখিতে পাওয়া যায়।

উজুষিয়া (গ্রাম্য) একস্থান হইতে অন্য স্থানে উঠা। যেমন, বর্ষাকালে কইমাছ উজুষিয়া থাকে।

উজ্জট (উৎজট শব্দের অপভ্রংশ) নষ্ট, নির্ম্মূল, খালি।

উজ্জড়ীয় [উজড়ীয় দেখ।]

উজ্জন (ক্লী) স্থূল বা বলিষ্ঠ হওন।

উজ্জয়(য়ি)নী (স্ত্রী) মালবরাজ্যের রাজধানী। শিপ্রানদীর দক্ষিণকূলে ২৩°১১´১০´´ উত্তর অক্ষা, ও ৭৫°৫১´৪৫´´ পূর্ব্ব দেশান্তরের মধ্যে অবস্থিত। দেশের লোকে "উজৈন্" বলিয়া থাকে। এক্ষণে উজ্জয়িনী গোয়ালিয়ার রাজ্যের অন্তর্গত। এখান হইতে আফিম রপ্তানি হইয়া থাকে। (১৮৮১ সালের) লোকসংখ্যা ৩২,৯৩২।

উজ্জয়িনী একটী অতিপ্রাচীন নগরী, অবন্তিরাজ্যের রাজধানী। মহাভারতের সময়ে এই নগরটী 'অবন্তী' নামে বিখ্যাত ছিল। (ভারত ভীষ্ম।) পৌরাণিক সময় হইতে উজ্জয়িনী নামে প্রসিদ্ধ হইয়া আসিতেছে।

উজ্জয়িনীর এই কএকটী পর্য্যায়—বিশালা, অবন্তী, পুষ্পকরণ্ডিনী। [অবন্তি দেখ।]

পাশ্চাত্য প্রাচীন ঐতিহাসিক টলেমি ও পেরিপ্লাস্ এই নগর ওজিনি (Ozene) নামে উল্লেখ করিয়াছেন। টলেমি লিখিয়াছেন—ওজিনি তিয়াস্তনের রাজধানী। [Ptolem. Geog. Bk. VII. c. I, 53] তিয়াস্তন 'চষ্টান' শব্দের অপলিপি, পূর্ব্বে চষ্টান নামে একজন রাজা মালব ও

ধারার নিকটস্থ প্রদেশে রাজত্ব করিতেন, প্রাচীন মুদ্রা ও শিলালিপির দ্বারা জানা গিয়াছে। পেরিপ্লাস্ লিখিয়াছেন—বারিগজের (বর্ত্তমান বরোচ) পূর্ব্বে ওজিনি, এইখানে রাজা বাস করিতেন। এই স্থান হইতে সাধারণের ব্যবহারের জন্য বারিগজনগরে অকীক পাথর, বাসন, উৎকৃষ্ট মলমল, কল্পরবর্ণের কাপাস বস্ত্র এবং নানাপ্রকার উপাদেয় দ্রব্যের আমদানী হইত।

প্রাচীন কালে অনেক রাজচক্রবর্ত্তী এই উজ্জয়িনীতে বসিয়া রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাদের প্রাচীন ইতিহাস অতি অল্পই পাওয়া যায়। সিংহলীদিগের মহাবংশ নামক বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে, চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোক পিতার রাজপ্রতিনিধি হইয়া কিছুকাল উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন; তৎকালে অশোকের পিতা পাটলি-পুত্রে রাজত্ব করিতেন। (২৬৩ খৃঃ পূঃ অব্দ।) তৎপরে প্রায় শতাব্দী গত হইলে (১৫৭ খৃঃ পূঃ), একজন বৌদ্ধ যতি প্রায় ৪০০০০ শিষ্য সমভিব্যাহারে উজ্জয়িনীর দক্ষিণগিরি-মঠ হইতে সিংহলদ্বীপে গমন করেন।

তৎপরে আমরা রাজা বিক্রমাদিত্যের নাম প্রাপ্ত হই। এই সময় কালিদাস প্রভৃতি নবরত্ন উজ্জয়িনী উজ্জল করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে ইন্দ্রপ্রস্থ, হস্তিনাপুর প্রভৃতি যেমন ভারতের সমৃদ্ধি-শালী প্রধান রাজধানী ছিল, বিক্রমাদিত্যের সময়ে উজ্জয়িনীরও তদ্রূপ সমৃদ্ধি বাড়িয়াছিল। খৃষ্টের সপ্তম শতাব্দীতে চীন-পরিব্রাজক হিউএন্-সিয়ঙ্ উজ্জয়িনী (উ-যে-যেন্-ন) দর্শন করিতে আসেন। তখনও উজ্জয়িনী বহুলোকের বাসভূমি এবং রত্নশালিনী ছিল। তখনও এখানে হীনযান ও মহাযান উভয় সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ বাস করিতেন এবং হিন্দুরাজা রাজত্ব করিতেন। হিউএন্-সিয়ঙ্ নগরের নিকটেই অশোক-রাজনির্ম্মিত একটী স্তূপ দেখিয়া যান।

কিন্তু এখন আর সে সমৃদ্ধি কোথায়? কালে লোপ হইয়াছে। সেই প্রাচীন উজ্জয়িনী পর্য্যন্ত এখন ভূগর্ভে প্রোথিত! রত্নগর্ভা আপনার সমস্ত রত্ন হারাইয়া দুঃখে লজ্জায় আর মুখ দেখাইতে পারিলেন না, তাই বুঝি মাতা বসুন্ধরার কোলে অন্তর্হিতা হইলেন। এখন সেই প্রাচীন বিশালা নগরী নাই, তাহারই উত্তর পার্শ্বে একটী নূতন নগরী স্থাপিত হইয়া উজ্জয়িনী নাম ধারণ করিতেছে। প্রাচীন উজ্জয়িনী কতকাল হইল ভূমি মধ্যে নিহিত হইয়াছে, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, অথবা কি কারণে ভূমিসাৎ হইল, তাহাও কেহ স্থির করিয়া বলিতে পারেন না। এ সম্বন্ধে কেবল নানা মতভেদ দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান উজ্জয়িনীর দক্ষিণে বনমধ্যে প্রাচীন উজ্জয়িনী বিলুপ্ত হইয়াছে। মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে প্রায় ১০।১২ হাত নীচে এখনও প্রাচীন নগরের চিহ্ন পাওয়া যায়। এখনও মৃত্তিকা মধ্যে প্রস্তরের অভগ্ন স্তম্ভসকল প্রোথিত রহিয়াছে।

বর্ত্তমান নগর কে স্থাপন করে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। আলাউদ্দীন্ খিল্জীর সময় হইতে এই নগর মুসলমানদের হস্তগত হয়। ১২৯৫ খৃঃ অব্দ হইতে ১৩৮৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত একজন রাজপ্রতিনিধির উপর ইহার শাসন-ভার ছিল। ১৩৮৯ খৃঃ অব্দে মুসলমান রাজপ্রতিনিধির স্বাধীন হইলেন। ১৫৩১ খৃঃ অব্দ অবধি তাঁহারা স্বাধীনভাবে রাজ-কার্য্য চালাইয়াছিলেন। তৎপরে গুজরাটের রাজা বাহাদুর শাহ অধিকার করেন। ১৫৭১ খৃঃ অব্দে অকবর পাদশাহ এই স্থান জয় করিলেন। ১৬৫৮ খৃঃ অব্দে এই নগরের নিক-টেই আরঙ্গজিব ও দারা উভয় ভ্রাতায় ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ১৭৯২ খৃঃ, হোলকর এই স্থান অধিকার করে এবং ইহার অনেকস্থান পোড়াইয়া দেন। তৎপরে সিন্ধিয়ার হস্তগত হইল। ১৮১০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত সিন্ধিয়া-রাজগণ ভোগ দখল করেন।

উজ্জয়িনী একটি পবিত্র তীর্থস্থান। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় আপনাদের পুণ্যতীর্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। স্কন্দপুরাণের অবন্তিখণ্ডে এই তীর্থের বিস্তারিত বিবরণ লিখিত আছে।

এখানে মহাকাল নামক শিবলিঙ্গ আছে। স্কন্দ, মৎস্য, নারসিংহ প্রভৃতি পুরাণে ঐ মহাকাল শিবলিঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং এই লিঙ্গের নিমিত্ত ইহা একটি পীঠস্থান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মহাকালের মন্দিরে দিবারাত্রি ঘৃতের প্রদীপ জ্বলিতেছে। প্রতি সোমবারে মন্দিরের সেবকেরা পঞ্চমুখী-মুকুট লইয়া মহাসমারোহে কুণ্ডাভিমুখে গমন করে, তৎকালে মন্ত্রপাঠ, বাদ্যধ্বনি ও সাধারণের জয়ধ্বনি হইতে থাকে। দুই পার্শ্ব হইতে পাণ্ডারা ময়ূরপুচ্ছের চামর ব্যজন করে। কুণ্ডে আনীত হইলে প্রধান পুরোহিত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক মুকুটটিকে ধৌত করেন, তৎপরে পূর্ব্ববৎ মহাসমারোহে মন্দিরে আনিয়া মহাকালের মাথায় পরাইয়া দেন। তখন মহাকাল কৌষেয় বস্ত্র ও মণিমাণিক্যাদি ভূষিত হইয়া ভক্তের পূজা গ্রহণ করেন। মহাকাল মন্দিরের সমস্ত কার্য্যের ভার তৈলঙ্গী ব্রাহ্মণ ও বাহোরী নামে কতকগুলি মাড়োয়ারীর উপর। এই লিঙ্গকে সাধারণে অনন্ত-কল্পেশ্বর বলিয়া থাকে।

মহাকাল শিবের মন্দিরও অতি বৃহৎ। এই সুন্দর মন্দির দর্শন করিলে হিন্দুশিল্পিগণের শিল্পনৈপুণ্যের কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। এই সুবৃহৎ দেবালয় রক্ষার জন্য এবং মহাকালের

সেবার জন্য অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে সিন্ধিয়া মাসিক প্রায় তিন শত, দেবাসের পুয়ারগণ প্রায় মাসিক ৫০৲।৬০৲, পাইকবার মাসিক ১২০৲ এবং হোলকর মাসিক ৬০৲ হিসাবে দিয়া থাকেন।

মহাকালের মন্দির তিন শত বৎসর ধরিয়া নির্ম্মিত হয়। ফিরিস্তা নামক মুসলমান ইতিহাসে কথিত আছে, এই মন্দির সোমনাথের সমতুল্য, ইহার বৃহৎ স্বর্ণস্তম্ভসমূহ মণি-মাণিক্য খচিত ছিল। গর্ভগৃহ মধ্যে একটি সামান্য আলোক জ্বালাইয়া দিলে সেই আলোক অসামান্য হীরকে প্রতিফলিত হইয়া সমস্ত মন্দির যেন সূর্য্যালোকের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। সেই অসংখ্য রত্নরাজিপূর্ণ মন্দিরের এখন আর পূর্ব্বমত অনুপম শোভা নাই। আল্‌তমাস্ মন্দিরের সমস্ত মণিমাণিক্য রত্নাদি লুট করিয়া মন্দিরের বিস্তর ক্ষতি করিয়া যায়। এই সময়ে পাণ্ডারা অশেষ যত্নে লিঙ্গমূর্ত্তিকে গুপ্তভাবে স্থানান্তর করিয়া রক্ষা করেন। প্রায় শত বৎসর হইল, রামচন্দ্রবাপু নামক এক ব্যক্তি মন্দিরের পুনঃসংস্কার করাইয়া দেন। এখনও এই মন্দিরের স্বর্ণকলস দূর হইতে যাত্রিগণের নয়ন আকর্ষণ করে।

উজ্জয়িনীর কেদারেশ্বর নামে শিবের একটী ক্ষুদ্র মন্দির আছে, অবন্তিখণ্ডের মতে এই শিবলিঙ্গ দর্শন করিলে মহাপুণ্য লাভ হয়। এই লিঙ্গের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি উপাখ্যানও প্রচলিত আছে,—"কোন সময়ে হিমশৃঙ্গবাসী দেবগণ মহাদেবকে আসিয়া বলিলেন, দেবদেব! দারুণ হিমে আমাদের বড়ই আকুল করিয়াছে, আমরা চিরদিন হিম সহ্য করিতে পারি না। আপনি যাহা ভাল হয়, তাহার উপায় করুন। তখন মহাদেব হিমালয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, চিরকালই এরূপ দারুণ হিম হইবার কারণ কি? হিমালয় প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, আমার উপরে আসিয়া বাস করুন, আমি চিরকাল আপনার পূজা করিব এবং আট মাস আমাদের প্রভাব কমাইব। মহাদেব গিরিশৃঙ্গের একটি উষ্ণকুণ্ডের নিকট আসিয়া অবস্থান করিলেন। তথায় যোগিঋষিগণ কেদারেশ্বর নামে তাঁহার অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। কালে পৃথিবী মানবের পাপে কলুষিত হইল। দেবাদিদেবও অন্তর্ধান হইলেন। একদিন কতিপয় ঋষি কেদারেশ্বর দর্শন করিতে আসেন। তাঁহারা তথায় কেদারশ্বরকে দেখিতে না পাইয়া সকলেই আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন—হায়! কোথায় আমরা সেই হৃদয়েশ্বরের দেখা পাইব? আর কি তিনি দয়া করিয়া দেখা দিবেন, পরম দয়াল ব্যতীত কে আমাদের শান্তি প্রদান করিবে? এই সময় দৈববাণী হইল—"মহাকাল বনে যাও, তথায় শিপ্রা নদীর উপর তাঁহার দেখা পাইবে।" অনন্তর ঋষিগণ উল্লাসহৃদয়ে উজ্জয়িনীতে আগমন করিলেন, শিপ্রা নদীতীরে আসিয়া প্রেমভরে দেবাদিদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। তখন স্রোতস্বতীর বক্ষে একটী শিলা ভাসিয়া উঠিল, ঋষিগণ তাঁহাকেই কেদারেশ্বরের লিঙ্গ বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে উজ্জয়িনীতেও পাপস্পর্শ করিল। কেদারেশ্বর পুনরায় অন্তর্হিত হইলেন। ভীম একজন ঋষির সহিত পরামর্শ করিলেন, কি প্রকারে পুনরায় কেদারেশ্বরকে পাওয়া যাইবে। ঋষি ভীমকে পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইতে বলিলেন, এবং রাজ্যের সমস্ত বৃষ তাঁহার নীচে দিয়া যাইবার আদেশ করিলেন। ভীমও তাহাই করিলেন। সমস্ত বৃষই একে একে চলিয়া গেল। শেষে একটা আর কিছুতে যাইতে চাহিল না। ভীম তাহাকে ধরিবার জন্য যেমনি অগ্রসর হইবেন, অমনি সেই বৃষরূপী কেদারেশ্বর ভূমধ্যে অন্তর্ধান করিলেন। কিছুদিন পরে কেদারেশ্বর হিমালয়ে আবির্ভূত হইলেন, তাঁহার মস্তক হিমালয়ে এবং দেহ উজ্জয়িনীতে রহিল।

উজ্জয়িনীতে অসংখ্য ভৈরবমূর্ত্তি ও কতকগুলি ভৈরব-মন্দির আছে। শিপ্রা নদীর দক্ষিণকূলে ভৈরবগড়, তাহার আকার অশ্বখুরের মত। শিপ্রার ধারে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ বিস্তৃত গড়ের প্রাচার ও কতকগুলি বড় বড় দ্বার আছে। পশ্চিম দ্বার দিয়া ভৈরব গড়ে প্রবেশ করিলে, ডানদিকে একটি বৃহৎ দেবালয় দৃষ্টিগোচর হয়। এই দেবালয়ে কালভৈরবের মূর্ত্তি আছে, এই মূর্ত্তি বহুকালের প্রাচীন এবং অপর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এখানকার লোকেরা বলিয়া থাকে, কালভৈরব উজ্জয়িনীকে রক্ষা করিতেছেন। মধুজী সিন্ধিয়া কালভৈরবের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

উজ্জয়িনীর দশাশ্বমেধঘাটের নিকট "অঙ্কপাত" নামে একটি তীর্থস্থান আছে, এই স্থানটি বৈষ্ণবদিগের অতি প্রিয়। বৈষ্ণবেরা বলেন, এইখানে কৃষ্ণবলরাম সান্দীপনী মুনির নিকট অধ্যয়ন করিতে আসেন। এইখানে কৃষ্ণবলরাম প্রথমে অঙ্কপাত লিখিতে আরম্ভ করেন, এই জন্য ইহার নাম 'অঙ্কপাত' হইয়াছে। অঙ্কপাতে বিষ্ণুর বিশ্বরূপ মূর্ত্তি আছে। মলহররাও, কাহারও মতে রঙ্গরাও আপ্পা অঙ্কপাতের বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। অহল্যা বাইয়ের নির্দ্দিষ্ট বৃত্তিতে এখানে প্রত্যহ ১০ জন করিয়া ব্রাহ্মণভোজন হইয়া থাকে।

অঙ্কপাতের কিছুদূরে দামোদর, গোমতী, বিষ্ণুসাগর প্রভৃতি কএকটী প্রাচীন কুণ্ড আছে।

উপরোক্ত মন্দিরাদি ব্যতীত মঙ্গলেশ্বর, সহস্রধনুকেশ্বর, পিশাচমোচন, দত্তাত্রেয়, চামুণ্ডা, সরস্বতী প্রভৃতি দেবমন্দিরও প্রসিদ্ধ। অনন্তখণ্ডে ২৪ মাতা ও ৩ জন দেবের পূজা উল্লেখ আছে, এক্ষণে কেবল লক্ষ্মী, সরস্বতী ও অন্নপূর্ণা মূর্ত্তির পূজা হইয়া থাকে। [নারদীয়পুরাণে উত্তরখণ্ডে ৭৮ অঃ দেখ।]

সরস্বতী দেবীর মন্দির অতি প্রাচীন, এই মন্দিরে অনেকগুলি মাতৃকামূর্ত্তি আছে। বিক্রমাদিত্য এই মন্দিরে আসিয়া দেবীপূজা করিতেন।

উজ্জয়িনীর কালিয়দহ (কালিয়দীঘী) দেখিবার জিনিস। বৃন্দাবনে কালিয়দহে যেমন শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি আছে, এই কালিদীঘীতেও সেইরূপ দেবস্থল দৃষ্টিগোচর হয়। কালিয়দীঘীর মধ্যস্থলে দ্বীপাকার ভূমিখণ্ডের উপর জল-প্রাসাদ রহিয়াছে। পূর্ব্বে এখানেও বিষ্ণুমন্দির ছিল। মিরাট ইস্কন্দরী নামক মুসলমান ইতিহাসের মতে, ঐ জল-প্রাসাদ নাসির উদ্দীন্ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু এই প্রাসাদ যে অনেক প্রাচীন, তাহা দেখিলে সহজেই জানা যায়।

কালিদাস তাঁহার ঋতুসংহারে 'জলযন্ত্রমন্দিরের' উল্লেখ করিয়াছেন—

"নিশাঃ শশাঙ্কক্ষতনীলরাজয়ঃ
ক্বচিদ্বিচিত্রং জলযন্ত্রমন্দিরম্।" ১।২।

কালিদাসের 'জলযন্ত্রমন্দির' উক্ত জলপ্রাসাদ বলিয়াই বিলক্ষণ অনুমান হয়। তাহা হইলে রাজা বিক্রমাদিত্যের সময়েও ঐ জলপ্রাসাদটী ছিল, তাহা স্বীকার করিতে হয়। বোধ হয়, রাজা বিক্রমাদিত্য গ্রীষ্মকালে জলপ্রাসাদে বাস করিতেন, কালিদাস স্বচক্ষে দেখিয়া ঋতুসংহারে লিপিবদ্ধ করেন। যদিও এখন এই প্রাসাদের চারিদিকে কোন ফোয়ারা নাই, কিন্তু পূর্ব্বে যে অনেকগুলি ফোয়ারা ছিল, তাহা অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন। এই জলপ্রাসাদের নির্ম্মাণপ্রণালী অতি চমৎকার। যে মালমসলায় এই প্রাসাদটি নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বাংশেই উৎকৃষ্ট। জলের স্রোতে ইহার চিহ্নমাত্র বিকৃত হয় না। ইহার প্রাচীরের গায়ে সর্পোপরি শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের চারিদিকে গোপীগণ যোড়হস্তে দণ্ডায়মান,—দূর হইতে এই দৃশ্য বড়ই সুন্দর দেখায়।

জলপ্রাসাদে যাতায়াতের জন্য সেতু আছে। পূর্ব্বে এইখানেই (অবন্তিখণ্ডোক্ত) ব্রহ্মকুণ্ড ছিল। বোধ হয় ব্রহ্মকুণ্ডের কালিয়দহ নাম হইয়াছে; কারণ এই নাম অবন্তিখণ্ডে নাই। কিন্তু আবুল-ফজল প্রভৃতি প্রাচীন মুসলমান ঐতিহাসিক কালিয়দীঘী উল্লেখ করিয়াছেন। সর্ টমাস্ রো জাহাঙ্গীর পাদশাহের সহিত এইখানে আসিয়াছিলেন।

উজ্জয়িনীর সিদ্ধনাথের ঘাট অতি মনোরম স্থান। এখানকার সরোবরে অনেক অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়া থাকে। শুনা যায়, ঐ সরোবরে নাগকন্যাগণ মধ্যে মধ্যে আসিয়া থাকে, তাহাদের উপরিভাগ নারীমূর্ত্তি এবং নিম্নভাগ মৎস্যের মত। (Journal As. Soc. Bengal. vol. vi. 820).

এখানে জৈনদিগেরও কতকগুলি মঠ আছে। তন্মধ্যে শ্বেতাম্বরীদিগের ১০টি ও দিগম্বরীদিগের ৮টি, কতকগুলি জৈনমঠ এক্ষণে হিন্দুদিগের হইয়াছে, তন্মধ্যে জবরেশ্বর ও জৈনভঞ্জনীশ্বরের মন্দিরই প্রধান।

উজ্জয়িনীতে গুজরাটী ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক।

এখানে রামসনেহী, দাদূ, কবীরপন্থী, রামাৎ, রামানুজ প্রভৃতি সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়।

উজ্জয়িনীর প্রায় প্রতি গাছের তলে সতীস্তম্ভ দেখিতে পাইবে। সতীর যে কত আদর, কত সম্মান তাহা ঐ প্রস্তরখণ্ড দেখিলেই জানিতে পারা যায়। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণক্রমে ঐ প্রস্তরে স্ত্রীপুরুষ মূর্ত্তি খোদিত আছে। ব্রাহ্মণ জাতির পরিচয়ের জন্য গো, ক্ষত্রিয়ের পরিচয়ের জন্য অশ্ব প্রভৃতিও ঐ সঙ্গে অঙ্কিত থাকে। এখানকার ধার্ম্মিকা রমণীগণ সতীস্তম্ভের পূজা করিয়া থাকে।

নগরের দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে যোগসহীদ নামে একটী পাহাড় আছে, অনেকে বলিয়া থাকেন ইহারই নীচে রাজা বিক্রমাদিত্যের বত্রিশসিংহাসন প্রোথিত ছিল। এই পাহাড়ে উঠিলে নগরের প্রাকৃতিক শোভা দেখিতে পাওয়া যায়। রাজা বিক্রমাদিত্যের সময় উজ্জয়িনীতে মানযন্ত্র ছিল, এ দেশের প্রাচীন ভৌগলিকগণ সেই যন্ত্র দ্বারা এই স্থান হইতে প্রথম যাম্যোত্তরবৃত্ত গণনা করিতেন। অকবরের পিতামহ বাবর ঐ যন্ত্রের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। (Erskine's Bader 51) কিন্তু এখন আর কেহ ঐ যন্ত্রের কথা বলিতে পারেন না, বোধ হয় প্রাচীন উজ্জয়িনী সঙ্গে তাহাও লুপ্ত হইয়াছে। এখনও এখানে জয়সিংহের মানমন্দির আছে। কিন্তু তাহারও অবস্থা বড় শোচনীয়। কে তাহার উদ্ধার করিবে? [জয়সিংহ দেখ।]

উজ্জয়িনীতে প্রত্নতত্ত্ববিদের দেখিবার জিনিষও অনেক আছে। এই স্থান হইতে প্রাচীন গ্রীক্, বাহ্লিক, শক এবং এ দেশীয় হিন্দু নরপতিগণের সময়ে প্রচলিত প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এখনও প্রাচীন উজ্জয়িনী বনস্থলী খুঁড়িতে খুঁড়িতে পাথর, হীরা, জহরৎ, অকীক পাথর, স্বর্ণ ও

রৌপ্যমুদ্রা এবং স্ত্রীলোকের অলঙ্কার মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়। বোধ হয়, এই জন্যই এই স্থানকে লোকে 'রোজগার কা সদাব্রত' বলিয়া থাকে।

উজ্জয়িনী নগরের পার্শ্বে রাজা ভর্তৃহরির গুহা। রাজা ভর্তৃহরি সংসারত্যাগ করিয়া প্রথমে এইখানে আশ্রয় লন। কেহ কেহ বলেন, এইখানেই ভর্তৃহরির প্রাসাদ ছিল, কিন্তু তাহা সম্ভবপর নয়। গুহার মধ্যে সোজা হইয়া দাঁড়াইলে উপরে মাথা ঠেকে। গুহার মধ্যে তিন দিকে থাম আছে; থামে কতকগুলি অস্পষ্ট মূর্ত্তি খোদিত আছে। স্থানে স্থানে কএকটী লিঙ্গমূর্ত্তি পড়িয়া আছে, তন্মধ্যে কেবল কেদারেশ্বরের লিঙ্গের পূজা হয়। বামদিকের গুহায় দুইটী কাল পাথরের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, একটী কিছু উচ্চে, অপরটী তাহারই নীচে। এখানকার লোকে বলে, উপরে গোরখনাথ, নীচে তাঁহারই শিষ্য ভর্তৃহরি।

উজ্জয়ন্ত, কাথিয়াবাড়ের অন্তর্গত একটি পবিত্র পাহাড়। ইহার বর্ত্তমান নাম গির্ণার। জুনাগড় হইতে প্রায় ৫ ক্রোশ পূর্ব্বে। ২১°৩১´ উঃ অক্ষাং এবং ৭০°৪২´ পূঃ দেশান্তরের মধ্যে অবস্থিত। অতি প্রাচীনকাল হইতে এই পাহাড় হিন্দু ও জৈনদিগের পুণ্যপ্রদ তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া আসিতেছে। মহাভারতে লিখিত আছে—

> "প্রভাসকোদধৌ তীর্থং ত্রিদশানাং যুধিষ্ঠির।
> তত্র পিণ্ডারকং নাম তাপসাচরিতং শিবম্।
> উজ্জয়ন্তশ্চ শিখরী ক্ষিপ্রং সিদ্ধিকরো মহান্ ॥ ২১
> পুণ্যে গিরৌ সুরাষ্ট্রেষু মৃগপক্ষিনিষেবিতে।
> উজ্জয়ন্তে স্ম তপ্তাঙ্গো নাকপৃষ্ঠে মহীয়তে ॥" ২৩

বনপর্ব্ব ৮৮ অঃ।

সমুদ্রের তীরে সুরাষ্ট্রের নিকটে দেবগণের প্রভাসতীর্থ আছে। এইখানে পিণ্ডারক তীর্থ ও আশুসিদ্ধিদায়ক উজ্জয়ন্ত পর্ব্বত পরিলক্ষিত হয়। মৃগপক্ষিসমাকুল সুরাষ্ট্রদেশীয় পবিত্র উজ্জয়ন্ত পর্ব্বতে তপস্যা করিলে স্বর্গলোকে পূজ্য হয়।

স্কন্দপুরাণে প্রভাসখণ্ডে লিখিত আছে—

> "সোমনাথস্য সান্নিধ্যে উজ্জয়ন্তো গিরির্মহান্।
> তস্য পশ্চিমভাগে তু রৈবতক ইতি স্মৃতঃ॥"

§ ২৮৬। ১। ৯।

> "উজ্জয়ন্তে পদং গত্বা ততঃ স্বর্গং নিরাময়ঃ।" § ২। ৯।

> "ঐরাবতপদাক্রান্তো উজ্জয়ন্তো মহাগিরিঃ।
> সুস্রাব তোয়ং বহুধা গজপাদোদ্ভবং শুচি॥"

§ ৩০৩। ২। ৮।

> উজ্জয়ন্তং গিরিবরং কৈলাকস্য সহোদরম্।
> সুরাষ্ট্রদেশে বিখ্যাতং যুগাদৌ প্রথমস্থিতম্ ॥"

§ ৩১। ১। ১৩।

ইত্যাদি বচনের দ্বারা উজ্জয়ন্ত গিরির মাহাত্ম্য সূচিত হইয়াছে। এই পাহাড়ের কাছেই সুপবিত্র বস্ত্রাপথক্ষেত্র, এই স্থানকেও এক্ষণে গির্ণার বলে।

প্রভাসখণ্ডে লিখিত আছে, ভারতবর্ষের সকল তীর্থের মধ্যে প্রভাসতীর্থ শ্রেষ্ঠ, আবার প্রভাসতীর্থ অপেক্ষা বস্ত্রাপথ সমধিক পুণ্যপ্রদ।

> "পরং দেব ত্বয়া পুণ্যং প্রভাসং কথিতং মম।
> তস্মাদপ্যধিকং প্রোক্তং ক্ষেত্রং বস্ত্রাপথং ত্বয়া॥"

§ ২৮৯। ১। ১২-১৭।

প্রভাসখণ্ডে বস্ত্রাপথক্ষেত্রের এইরূপ সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

> "উত্তরে তু নদী ভদ্রা পূর্ব্বস্যাং যোজনদ্বয়ম্।
> দক্ষিণে চ বলিস্থানমুজ্জয়ন্তীনদীমনু।
> অপরস্যাং পরং নদ্যোঃ সঙ্গমং বামনাৎ পুরাৎ।
> এতদ্বস্ত্রাপথং ক্ষেত্রং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্।
> ক্ষেত্রস্য বিস্তরো জ্ঞেয়ো যোজনানাং চতুষ্টয়ম্॥"

§ ৩০৩। ২। ১১-১২।

উত্তরে ভদ্রানদী, পূর্ব্বে ও দক্ষিণে দুই যোজন অবধি বিস্তৃত বলিস্থান, তাহারই পশ্চাতে উজ্জয়ন্তী নদী; এবং পশ্চিমে বামনপুর হইতে উভয় নদীর সঙ্গম পর্য্যন্ত। এই স্থান মধ্যে ভুক্তিমুক্তিপ্রদ বস্ত্রাপথক্ষেত্র। ক্ষেত্রের বিস্তার চারি যোজন।

প্রভাসখণ্ডে বস্ত্রাপথ ক্ষেত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটী উপাখ্যান আছে—

"একদিন কৈলাসে শিব ও পার্ব্বতী বসিয়া আছেন। পার্ব্বতী শিবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—প্রভো! আমাকে দয়া করিয়া বলুন, কি প্রকার কার্য্যের দ্বারা মানব আপনাকে পূজা করে, কি প্রকার আচরণ করিলে, কিরূপ উপাসনা করিলে, আপনি সন্তুষ্ট হন? শিব কহিলেন, যে জীবহিংসা করে না, যে সর্ব্বদা সত্য কথা কয়, যে কখন কুকর্ম্ম করে না, যে যুদ্ধক্ষেত্রে অকাতরে অগ্রসর হয়, আমি সেই সকল ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্ট হই। এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময়ে ব্রহ্মাদি দেবগণ কৈলাসে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে বিষ্ণু শিবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আপনি সর্ব্বদাই দৈত্যদিগকে বর প্রদান করেন, সেই বরপ্রভাবে তাহারা নিরন্তর মনুষ্যের অনিষ্টাচরণ করে। তাহারা

সদাই আমার পালনকার্য্যে ব্যাঘাত জন্মাইতেছে। পৃথিবীর পালন আমা দ্বারা আর ঘটিয়া উঠে না। এক্ষণে কে আমার পদগ্রহণ করিবে? শিব কহিলেন, আমি আশুতোষ, অল্পেই আমি সন্তুষ্ট হইয়া থাকি, আমার এ স্বভাব যাইবার নয়। তোমাদের যদি ভাল না লাগে, তবে আমি চলিলাম। এই বলিয়া শিব কৈলাস হইতে অন্তর্ধান করিলেন। তখন পার্ব্বতী কহিলেন, তিনিও শিব ব্যতীত এক দণ্ড থাকিতে পারিবেন না। তখন দেবগণ পার্ব্বতীর সহিত শিবের অন্বেষণে বাহির হইলেন। এদিকে শিব বস্ত্রাপথ ক্ষেত্রে আসিয়া আপনার বস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন এবং তথায় অদৃশ্য ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পার্ব্বতী ও দেবগণ খুঁজিতে খুঁজিতে বস্ত্রাপথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিষ্ণু গরুড় ছাড়িয়া রৈবতক পর্ব্বতে অবস্থান করিলেন, পার্ব্বতী উজ্জয়ন্ত গিরি-চূড়ায় বিশ্রাম করিলেন। এই সময় নাগরাজ এবং গঙ্গাদি নদীসমূহ পাতাল হইতে এই স্থানে উপস্থিত হইলেন। দেব-গণও নিজ নিজ মনোনীত স্থানে উপবেশন করিলেন। তখন পার্ব্বতী উজ্জয়ন্ত গিরিশৃঙ্গ হইতে শিবস্তোত্র গান করিতে লাগিলেন। আশুতোষ আর লুকাইয়া থাকিতে পারিলেন না, পার্ব্বতীর স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া সর্ব্বসমক্ষে দেখা দিলেন। দেবগণ তাঁহাকে কৈলাসে গমন করিতে অনুরোধ করিলেন। শিব বলিলেন, তিনি যাইতে পারেন, কিন্তু দেবগণও পার্ব্ব-তীকে এই বস্ত্রাপথে থাকিতে হইবে। দেবতারা তাহাই করিলেন। শিব নিজের অংশ রাখিয়া কৈলাসে চলিলেন। সেই পর্য্যন্ত বিষ্ণুর রৈবতকে এবং পার্ব্বতী অম্বা নামে উজ্জ-য়ন্ত গিরিশৃঙ্গে অবস্থান করিতেছেন।”

বস্ত্রাপথের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে এইরূপ উপাখ্যান আছে—

“ভোজ নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি বৃদ্ধবয়সে পুত্রকে রাজ্যভার দিয়া সস্ত্রীক গঙ্গাতীরে আগমন করেন। কিছুদিন পরে ভদ্র নামে একজন মুনি অপর কতিপয় মুনির সহিত সেই নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। পূতনীরা গঙ্গায় স্নান করিয়া মুনিবর ধ্যানে বসিলেন। এই সময়ে রাজা ভোজ তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। দর্শনমাত্রে ভোজ-রাজের হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হইল। তিনি মুনির নিকট আসিয়া তাঁহাকে নিজ আশ্রমে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ভদ্র রাজার বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহার আশ্রমে আসিলেন। ভোজ সস্ত্রীক মুনিবরের পরিচর্য্যা করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—‘মুনিবর! মানব সংসার-প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া জন্মমরণরূপচক্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ভগবন্! আপনি কি দয়া করিয়া বলিতে পারেন, কিরূপে মানব নিত্য শান্তিলাভ করিতে পারে?’ মুনি কহিলেন, ‘পৃথিবীতে গঙ্গা প্রভৃতি অনেক পুণ্যতোয়া নদী এবং বিষ্ণু ও শিবের তীর্থ আছে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে নদীতে স্নান ও তীর্থদর্শনে অশেষ পুণ্য লাভ হয়। কিন্তু বস্ত্রাপথ তীর্থযাত্রীকে নিত্যই অনন্ত সুখময় স্বর্গ প্রদান করে। একদা আমি বস্ত্রাপথ দর্শনে গমন করি। তথায় বিষ্ণু অবস্থান করেন। তিনি আমাকে বলেন, সকল তীর্থ দর্শনের নিমিত্ত বৃথা পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন কি? বস্ত্রাপথের দামোদর দর্শন ও দামোদরকুণ্ডে স্নান করিলে সর্ব্বতীর্থের ফল হয়। বিষ্ণুর আদেশ মত আমি সেই তীর্থ দর্শন করিতে যাই।’ তখন রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘ভগবন্! বস্ত্রাপথক্ষেত্র কোথায়? এই স্থানে কোন্ কোন্ পর্ব্বত, কোন্ কোন্ নদী, কি কি বন আছে?’ মুনি কহিলেন, ‘এই ক্ষেত্রের চারিদিকে সমুদ্র। ইহাতে অনেকগুলি নগর আছে। এখানে ভবনাথের নিকটে উজ্জ-য়ন্ত পর্ব্বত, তাহার পশ্চিমে রৈবতক, এই পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে স্বর্ণরেখা নদী নির্গত হইয়াছে। পাতাল হইতে স্বর্ণরেখার উৎপত্তি। শাম্ব, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি যাদবগণ সস্ত্রীক এই ক্ষেত্রে অবস্থান করেন। দামোদরের নিকটে রৈবতক কুণ্ড, উহা রেবতী নির্ম্মাণ করেন। এইখানে ব্রহ্মকুণ্ড নামে আর একটি কুণ্ড আছে। দামোদর এই কুণ্ডে স্নান করিতে আসেন। এই ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি পঞ্চ প্রস্তরের মন্দির নির্ম্মাণ করেন, তিনি পাঁচ হাজার বর্ষ নিরাময় স্বর্গে বাস করেন। রৈবতকের সন্নিকটে দুই ক্রোশ বিস্তৃত অন্ত-র্গ্রহক্ষেত্র *। এই ক্ষেত্র অধিকতর পুণ্যপ্রদ। এখানকার জলে শবের অস্থি পড়িলে তৎক্ষণাৎ তাহা বিলীন হয়, এজন্য ইহাকে বিলীয়ক বলে। এখানে অনেক সংসারমুক্ত সন্ন্যাসী বাস করেন।’ ভদ্র এই বলিয়া চলিয়া গেলেন। রাজা ও রাণী বস্ত্রাপথে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমাতে এখানে পৌঁছিলেন। তথায় স্নান করিয়া রাজা ভবনাথ ও দামোদর দর্শন করিলেন। স্বর্গ হইতে রথ আসিয়া তাঁহা-দের অপেক্ষা করিতেছিল; রাজা ও রাণী স্বজনসহ সেই রথে আরোহণ করিয়া নিরাময় স্বর্গে গমন করিলেন।”

বস্ত্রাপথ বা গির্ণারে গমন করিলে, হিন্দুদিগের যে যে স্থান দেখা উচিত, তাহাও প্রভাসখণ্ডে বর্ণিত আছে—

“বস্ত্রাপথের পশ্চিমে উদ্রবিক গিরি, এই খানে ভীম

* অন্তর্গ্রহক্ষেত্র কর্ণকুব্জের পূর্ব্বে স্বর্ণরেখা নদী হইতে উজ্জয়ন্ত গিরি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহাতে এই তীর্থগুলি আছে,—দামোদর, ভবনাথ, বিষ্ণু, স্বর্ণরেখা, ব্রহ্মকুণ্ড, ব্রহ্মেশ্বর, গঙ্গেশ্বর, কালমেঘ, ইন্দ্রেশ্বর, রৈব-তক, উজ্জয়ন্ত, রেবতীকুণ্ড, কুন্তীশ্বর, ভীমকুণ্ড ও ভীমেশ্বর। (প্রভাসখণ্ড।)

উম্রক নামক অসুরকে বিনাশ করেন। এখানে অনেকগুলি শিবলিঙ্গ ও স্বর্ণের খনি আছে। তীর্থযাত্রী এখানকার কার্য্য সমাধা করিয়া, মঙ্গলগিরির পশ্চিমে প্রবাহিত গঙ্গাস্রোতে স্নান করিবেন। পরে তথাকার গঙ্গেশ্বরের পূজা করিয়া শ্রাদ্ধাদি সমাপন করিবেন। তৎপরে তিনি একে একে সিদ্ধেশ্বরের পশ্চিমস্থিত ইন্দ্রেশ্বর দর্শন, অনন্তর মঙ্গলগিরির পশ্চিমে যক্ষবনস্থ যক্ষেশ্বরী দর্শন করিয়া তাঁহার পূজা করিবেন। পরে তিনি রৈবতকে উপনীত হইবেন। এখানে রেবতী ও ভীমকুণ্ডে স্নান করিয়া দামোদর দর্শন করিবেন। দামোদর দর্শনান্তে ভবনাথে আসিবেন। তথায় মৃগী প্রভৃতিতে স্নান করিয়া উজ্জয়ন্ত গিরিতে আরোহণ করিবেন। হেথা অম্বাদেবী, হস্তিপদ, রসকূপিকা, সপ্তকুণ্ড, গোমুখ, গঙ্গা, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি দর্শন করিয়া তীর্থযাত্রীর কর্ত্তব্য পুণ্যকর্ম্মাদি করিবেন।" এই ত গেল হিন্দুদের কথা।

জৈনেরাও, এই গির্ণারকে আপনাদের একটি অতিপবিত্র তীর্থ বলিয়া স্বীকার করেন। উজ্জয়ন্ত বা গির্ণারে প্রতিবর্ষে সহস্র সহস্র জৈন তীর্থ করিতে আসেন। এখানে তীর্থঙ্করদিগের অনেকগুলি মন্দির আছে। তন্মধ্যে নেমিনাথের মন্দিরই অতি প্রাচীন। ১২৭৮ খৃষ্টাব্দে এই মন্দিরের একবার সংস্কার হইয়াছিল, এখানকার শিলালিপির দ্বারা জানা যায়, বস্তুপাল ও তেজোপাল উভয় ভ্রাতা দ্বারা নির্ম্মিত একটি প্রাচীন অতি বৃহৎ মন্দিরও আছে। জৈনশাস্ত্রের মতে এই তীর্থ-দর্শন করিলে অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়।

পূর্ব্বকালে এই উজ্জয়ন্তে বৌদ্ধেরাও তীর্থ করিতে আসিত। বৌদ্ধরাজ অশোকের শিলালিপি এই গিরিতে খোদিত ছিল। ঐ অনুশাসনপত্রে প্রাচীন গ্রীক ও বাহ্লিক রাজগণের নাম পাওয়া যায়। খৃষ্টের সপ্তম শতাব্দীতে পরিব্রাজক হিউএন্-সিয়ঙ্ এই গিরি দর্শন করিতে আসেন। তিনি ঐ গিরি দর্শন করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন—

"উজ্জয়ন্ত (যুহ্-চেন-তো) গিরির উপরে (বৌদ্ধদিগের) সঙ্ঘারাম আছে। এখানকার আশ্রমাদি পাহাড়ের পার্শ্ব খুদিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। এই পাহাড় বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ, একটী নদী ইহার শিখর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এখানে সিদ্ধগণ যাতায়াত করেন। আত্মজ্ঞানী ঋষিগণ একত্রে অবস্থান করিয়া থাকেন।" হিউএন্‌সিয়ঙ্-বর্ণিত সেই প্রাচীন সঙ্ঘারাম এখন আর নাই।

উজ্জানক (পুং) ১ কাশ্মীরের উত্তরস্থিত দেশবিশেষ। বর্ত্তমান নাম স্বাৎ (সুয়াৎ) মহাভারতের মতে, উজ্জানক একটি পবিত্র তীর্থ।

"উজ্জানক উপস্পৃশ্য আর্ষ্টিসেনস্য চাশ্রমে।
পিঙ্গায়াশ্চাশ্রমে স্নাত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥"
অনুশাসন ২৫।৫০।

পূর্ব্বকালে এই দেশ বিতস্তা নদীর পশ্চিমতট অবধি বিস্তৃত ছিল। মার্কণ্ডেয়পুরাণের মতে ইহার নাম উজ্জিহান।

"বেদমন্ত্রা বিমাণ্ডব্যাঃ শাল্বনীপাস্তথা শকাঃ।
উজ্জিহানাস্তথা বৎসা ঘোষসংখ্যাস্তথা খশাঃ॥" ৫৮।৬।

[আর্য্যবর্ত্তের মানচিত্রে উজ্জিহান দেখ।]

মহাভারতে লিখিত আছে, "কার্ত্তিকেয় ও বশিষ্ঠ এই স্থানে শান্তিলাভ করিয়াছিলেন। ইহার পরে কুশবান্ নামে হ্রদ, যাহাতে প্রচুর কুশেশয় সমুৎপন্ন হইয়া থাকে।"
(বনপর্ব্ব ১৩০ অঃ)।

পূর্ব্বে এখানে বৌদ্ধধর্ম্মও বড় প্রবল ছিল। ফাহিয়ান্ সুঙ্‌যুন্, হিউএন্-সিয়ঙ্ প্রভৃতি চীনপরিব্রাজক এই স্থান দর্শন করিয়া এখানকার বৌদ্ধধর্ম্মসম্পর্কীয় সকল কথাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

সুঙ্‌যুন লিখিয়াছেন, 'এই দেশ উত্তরে সুঙ্-লিঙ্গ পর্ব্বত ও দক্ষিণ সীমা ভারতবর্ষে মিলিত হইয়াছে। এখানকার আব হাওয়া উষ্ণ অথচ মনোরম। রাজ্যটি প্রায় শত ক্রোশ বিস্তৃত। অধিবাসী ও উপাদেয় দ্রব্য বিস্তর। ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা। এইখানে পেলো (বেসন্তর) রাজা নিজ পুত্রকে ভিক্ষাস্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। এখানে বোধিসত্ব নিজ দেহ ব্যাঘ্রীকে খাইতে দেন। এখানকার রাজা শাকান্নভোজী, পরম ধার্ম্মিক, সায়ং ও প্রাতঃকালে বুদ্ধদেবের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন; তৎকালে ঢাক, ঢোল, বীণা প্রভৃতি বাদ্য বাজিয়া উঠে। মধ্যাহ্নকালে তিনি রাজকার্য্য দেখিয়া থাকেন। এখানকার লোকেরা যথাকালে নদীর বান আসিতে দেয়, তাহাতে ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি হয়। সন্ধ্যাকালে সকল মঠ হইতে বাদ্য বাজিয়া উঠে, শ্রমণবর্গ বুদ্ধদেবের পূজা করিতে থাকেন। বুদ্ধ উজ্জানকে উপস্থিত হইলে প্রথমে নাগরাজের মঠে গমন করেন। নাগরাজ তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ করিল। বৃষ্টিতে বুদ্ধের সঙ্ঘাটি ভিজিয়া গেল। বৃষ্টি থামিলে বুদ্ধদেব একখানি পাথরের উপর অবস্থান করেন। এইখানে তিনি আপনার কষায় বসন শুকাইয়া ছিলেন, সেই শুষ্ক কষায় এখনও সেই পাথরের নিকট রহিয়াছে। বহু কাল গত হইয়াছে, কিন্তু বুদ্ধের কষায়বাস এখনও তেমনই আছে। যেখানে বুদ্ধ বসিয়াছিলেন, সেইখানে তাঁহার স্মরণার্থ একটি মঠ নির্ম্মিত হইয়াছে। রাজধানী

হইতে প্রায় ৩ পোয়া উত্তরে পাহাড়ের উপর বুদ্ধের পাদুকার চিহ্ন রহিয়াছে। এখানেও মঠ হইয়াছে। নগরের উত্তরে তারামন্দির। এই মন্দির অতি বৃহৎ ও উচ্চ। ইহার মধ্যে বৌদ্ধ দেবদেবী ও উপাসকগণের মূর্ত্তি আছে। রাজধানী হইতে দক্ষিণপূর্ব্বে আট দিন যাত্রা করিলে একটি পার্ব্বতীয় প্রদেশে যাওয়া যায়। এইখানে বুদ্ধ তপস্যা করিতেন। এইখানেই তিনি ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রকে আপনার দেহের মাংস খাইতে দিয়াছিলেন। হেথায় কল্পতরু জন্মে। রাজধানী হইতে প্রায় ৮৯ ক্রোশ দূরে একটি তীর্থ আছে, এইখানে বুদ্ধ লিখিবার নিমিত্ত আপনার দেহের চর্ম্ম খুলিয়া লয়েন। ঐ পবিত্র স্থান রক্ষা করিবার জন্ত রাজা অশোক একটি বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।" ইত্যাদি।

হিউ-এন্ সিয়ঙ্গের মতে, হিন্দুকুশের দক্ষিণস্থ সমস্ত পার্ব্বতীয় প্রদেশ এবং চিত্রল হইতে সিন্ধুনদী পর্য্যন্ত দরদ রাজ্য উজ্জানক দেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল।

হিউ-এন্ সিয়ঙ্ লিখিয়াছেন, এই রাজ্য দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ৫০০০ লি (প্রায় ২১৭ ক্রোশ), গিরিপুঞ্জ ও উপত্যকায় সম্মিলিত। উচ্চ সমতল ভূমিতে থাকে থাকে উপত্যকা ও জলাশয় আছে। এখানে নানাপ্রকার বীজ রোপিত হয়, কিন্তু তাদৃশ শস্য উৎপন্ন হয় না। আঙ্গুর ও ইক্ষু বিস্তর জন্মিয়া থাকে। ভূমিতে লৌহ ও স্বর্ণ উৎপন্ন হয়। এখানকার জমি হলুদ চাসের পক্ষে অতি প্রশস্ত।

এখানে শীত গ্রীষ্ম সমান; যথাকালে বর্ষা হইয়া থাকে। অধিবাসীরা মৃদুভাষী, লাজুক ও চতুর। তাহারা বিদ্যার সুখ্যাতি করে, অথচ কার্য্যে কিছু করে না। ইন্দ্রজালবিদ্যা সকলেই প্রায় শিখিয়া থাকে। অনেকেই প্রায় মহাযান-সম্প্রদায়ভুক্ত।

এখানে পাঁচপ্রকার হীনযান সম্প্রদায় দেখা যায়। যথা—সর্ব্বাস্তিবাদী, ধর্ম্মগুপ্ত, মহীশাসক, কাশ্যপীয় ও মহাসাঙ্ঘিক। এখানকার ভাষা অনেকটা ভারতবর্ষের মত। লিখনপ্রণালীও তদ্রূপ। তৎকালে এখানে ৪।৫টা প্রধান নগর ছিল। রাজা মঙ্গলী নগরীতে বাস করিতেন। ঐ রাজা শাক্যবংশীয়। তৎকালে এখানকার সুবাস্তু (বর্ত্তমান স্বাৎ) নদীর উভয় তীরে প্রায় ১৪০০ সঙ্ঘারাম ছিল। তৎকালে মঙ্গলী নগরীর চারিদিকে অসংখ্য বৌদ্ধকীর্ত্তি দেখা যাইত। তখনও এখানে ১০টি হিন্দুদের দেবমন্দির ছিল। [Beal's Buddhist Records of the Western World. Vol, I, p. 119-134 দেখ।]

এই প্রদেশে মৈত্রেয়বুদ্ধের অতি প্রকাণ্ড মূর্ত্তি ছিল। ফাহিয়ান লিখিয়াছেন, ঐ মূর্ত্তি বুদ্ধের নির্ব্বাণের ৩৮০ বর্ষ পরে (অশোকরাজের সময়ে) নির্ম্মিত হয়। হি-উএন্-সিয়ঙ্গ এই মূর্ত্তি ১০০ ফিট্ উচ্চ দেখিয়া যান।

ফা-হিয়ান ও সুঙ্গ-যুন্ এই স্থানকে 'উচঙ্' এবং হিউন্ সিয়ঙ্গ 'উচঙ্-ন' নামে উল্লেখ করিয়াছেন। জুলে, কানিংহাম প্রভৃতি ইউরোপীয়গণ চীনপরিব্রাজকোক্ত উক্ত শব্দগুলির সংস্কৃত নাম 'উদ্যান' বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

[Cunningham's Anc. Geog India, P. 81 দেখ।]

কিন্তু এই মত ভ্রমপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। উক্ত নাম সংস্কৃত 'উদ্যান' না হইয়া 'উজ্জানক' হওয়াই অধিক সম্ভবপর। বিশেষতঃ মহাভারত পুরাণাদি ও চীনপরিব্রাজক নিরূপিত স্থানে উভয়ে সমধিক ঐক্য থাকায়, উজ্জানক ও 'উ-চঙ্' যে একই নাম, ভিন্ন দেশে উচ্চারণ ও লিখনপ্রণালীভেদে ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা সহজেই স্বীকার করা যায়।

এখনকার পাঞ্জকোরা, বিজাবর, স্বাৎ ও বুনীর প্রদেশ প্রাচীন উজ্জানক রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। [স্বাৎ শব্দে অন্যান্য বিবরণ দেখ।]

২ মহর্ষি উতঙ্কের আশ্রমের নিকটবর্ত্তী একটী সুবিস্তীর্ণ বালুকাপূর্ণ সমতল মরুভূমি। (হরিবংশ ১১ অঃ)। মৎস্য-পুরাণের মতে এই মরুস্থলের মধ্য দিয়া নলিনী নদী প্রবাহিত হইতেছে। (মৎস্যপু° ১২৩ অঃ।)

উজ্জালক, মহাভারত ও হরিবংশের স্থানে স্থানে উজ্জানক শব্দের পরিবর্ত্তে উজ্জালক লিখিত হইয়াছে। [উজ্জানক দেখ।]

উজ্জাসন (ক্লী) উৎ-জস-ণিচ্-ল্যুট্। মারণ, বধ।

উজ্জিঘ্র (ত্রি) উৎ-ঘ্রা-শ। আঘ্রাণকর্ত্তা।

উজ্জিতি (স্ত্রী) উৎ-জি-ক্তিন্। ১ উৎকৃষ্ট জয়। (উজ্জিতিমনুপহতবিঘ্নেন হবিঃ স্বীকরণরূপমুৎকৃষ্টজয়ম্। বেদদীপে মহীধর।)

উজ্জিহান (পুং) দেশবিশেষ। খশ দেশের নিকট। কাশ্মীরের উত্তর পশ্চিমে। [উজ্জানক দেখ।]

উজ্জিহানা (স্ত্রী) একটি প্রাচীন নগরী। ভরত রাজগৃহ হইতে অযোধ্যায় আসিবার কালে এই নগরী হইয়া আসেন। তখন এই নগরী প্রিয়ক বৃক্ষ ও উপবনে শোভিত ছিল।

"তত্র রম্যে বনে বাসং কৃত্বাসৌ প্রাঙ্মুখো যযৌ।
উদ্যানমুজ্জিহানায়াঃ প্রিয়কা যত্র পাদপাঃ॥"

রামায়ণ ২। ৭১। ১২।

এই নগরী সম্ভবতঃ বর্ত্তমান রোহিলখণ্ডে ছিল।

উজ্জীবী [ন্] (ত্রি) উৎ-জীব-ণিনি। যে পুনর্ব্বার বাঁচিয়া উঠে।

উজ্জৃম্ভ (ত্রি) উৎ-জৃম্ভি-ঘঞ্। প্রফুল্ল, প্রস্ফুটিত। (প্রবুদ্ধোজ্জৃম্ভফুল্লানি ব্যাকোশং বিকচং স্মিতম্। হেম ৪। ১৯২।) ২ হাইতোল'।

উজ্জৃম্ভণ (ক্লী) উৎ-জৃম্ভি-ভাবে ল্যুট্। মুখবিকাশ, হাইতোলা।

উজ্জৃম্ভিত (ক্লী) উৎ-জৃম্ভি-ক্ত। বিকাশিত। ২ বেষ্টিত। (উজ্জৃম্ভিতমুৎফুল্লে চেষ্টিতেঽপি চ। হেম° অনে ৪। ১৩১।) (ক্লী) ভাবে ক্ত। ১ চেষ্টা। (উজ্জৃম্ভিতং ত্রিষুৎফুল্লে চেষ্টায়াঞ্চ নপুংসকম্। মেদিনী।) ২ হাইতোলা।

উজ্জেষ (পুং) উৎ-জিষ গত্যর্থে, ভাবে ঘঞ্। উন্নতি, উৎকর্ষপ্রাপ্তি। ভাবে অচ্ (ত্রি) উৎকৃষ্ট জয়যুক্ত।

উজ্জেষী [ন্] (ত্রি) উৎ-জিষ-ণিনি। উৎকৃষ্ট জয়শীল।

উজ্জ্য (ত্রি) আরোপিত জ্যা। (উজ্জ্যধন্বা আরোপিজ্যধনুষ্কঃ। কাত্যা° শ্রৌ° ভাষ্যে কর্কাচার্য্য।)

উজ্জ্বল (ত্রি) উৎ-জ্বল-অচ্। ১ দীপ্তিমান্, দীপ্ত। ২ বিমল, বিশদ। ৩ বিকাশী। (পুং) ৪ শৃঙ্গাররস। (উজ্জ্বলস্তু বিকাসিনি, শৃঙ্গারে বিশদে দীপ্তে। হেম° অনে° ৩। ৬২৬) (ক্লী) ৫ স্বর্ণ, সোণা।

উজ্জ্বলদত্ত, একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। ইনি উণাদিসূত্রের বৃত্তি রচনা করেন। ঐ বৃত্তিতে প্রাচীন কোষ ও স্থানে স্থানে প্রমাণরূপে প্রাচীন কাব্য সকল উদ্ধৃত হইয়াছে। উজ্জ্বলদত্ত কোন্ সময়ের লোক, ঠিক বলা যায় না। মহেশ্বর ১১১১ খৃঃ অব্দে বিশ্বপ্রকাশ প্রণয়ন করেন, ঐ কোষ উজ্জ্বলদত্ত আপন বৃত্তিতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। আবার ১৪৩১ খৃঃ অব্দে রায়মুকুট অমরকোষের টীকায় উজ্জ্বলদত্তের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা হইলে উজ্জ্বলদত্ত সম্ভবতঃ খৃষ্টের দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

উজ্জ্বলন (ক্লী) উৎ-জ্বল-ভাবে ল্যুট্। ১ উদ্দীপ্তি। ২ নির্ম্মলতা।

উজঝ (তুদা° পর°সক° সেট্) ত্যাগ। উজ্ঝতি, ঔজ্ঝীৎ।

উজ্ঝ (পুং) উজ্ঝ-অচ্। ত্যাগ, বিসর্জ্জন। (মনু ১১।৫৬।)

উজ্ঝন (ক্লী) উজ্ঝ-ল্যুট্। বিসর্জ্জন। (মিতাক্ষরা)

উজ্ঝিত (ত্রি) উজ্ঝ-ক্ত। ত্যক্ত, বর্জ্জিত।

উঞ্ছ (পুং ক্লী) উছি-ঘঞ্। ১ ধান্যকণা গ্রহণ, জীবিকানির্ব্বাহার্থ ধান্যাদি খুঁটিয়া লওয়া। (উঞ্ছো ধান্যকণাদানং। হেম ৩। ৪২৯।)

"শিলোঞ্ছমপ্যাদদীত বিপ্রোঽজীবন্ যতস্ততঃ।
প্রতিগ্রহাচ্ছিলঃ শ্রেয়াংস্ততোঽপ্যুঞ্ছঃ প্রশস্যতে॥"
মনু ১০। ১১২।

ব্রাহ্মণ জীবিকা নির্ব্বাহে অক্ষম হইলে শিলোঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবেন, কারণ অসৎপ্রতিগ্রহ অপেক্ষা শিল শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা উঞ্ছবৃত্তি আরও প্রশস্ত।

"কুশূলকুম্ভীধান্যো বা ত্র্যৈহিকোঽশ্বস্তনোঽপি বা।
জীবেদ্বাপি শিলোঞ্ছেন শ্রেয়ানেষাং পরঃ পরঃ॥"
যাজ্ঞবল্ক্য ১। ১২৮।

(একৈকধান্যাদি গুড়কোচ্চয়নমুঞ্ছঃ। কুল্লুক।)

(পুং) উঞ্ছশীল।

উঞ্ছন (ক্লী) উছি-ল্যুট্। খুঁটিয়া লওয়া, কুড়াইয়া লওয়া।

উঞ্ছশিল (ক্লী) 'উঞ্ছশ্চ শিলশ্চেতোকবদ্ভাবঃ।' উঞ্ছবৃত্তি। ধান্যাদি খুঁটিয়া লওয়া কাজ।

"ঋতমুঞ্ছশিলং জ্ঞেয়মমৃতং স্যাদযাচিতম্।" মনু ৪। ৫।

উঞ্ছশীল এইরূপ পদও হইয়া থাকে।

উট (পুং) ১ ঘাস পাতা। ২ (দেশজ, উষ্ট্র শব্দের অপভ্রংশ) ক্রেমেল, উষ্ট্র।

উটক্‌করা (গ্রাম্য) উটক্‌কারা। অজ্ঞান। মূর্খ। অজ্ঞানিত।

উটঙ্গন (দেশজ) একপ্রকার গাছ।

উটজ (পুং) উটাঃ তৃণপর্ণাদয়স্তেভ্যো জায়তে জন-ড। ১ পর্ণশালা। (পর্ণশালোটজঃ। হেম ৪। ৬০) ঘাস পাতা নির্ম্মিত মুনিদিগের কুটীর।

("মৃগৈর্বর্ত্তিতরোমন্থমুটজাঙ্গনভূমিষু।" রঘু ২। ৫২।)

২ গৃহমাত্র। (অমরমালা।)

উট্‌ন্ (দেশজ) কোন জিনিস ধারে লওয়া।

উট্‌না (দেশজ) ধারে ক্রয় করণ।

উট্‌কন, উট্‌কান (দেশজ) কোন দ্রব্যের জন্য অন্বেষণ।

উট্‌কান্‌পাটকান্ (দেশজ) কোন জিনিস পাইবার জন্য ঘাঁটা।

উট্‌কানীয়া (দেশজ) যে কোন জিনিস উট্‌কাইয়া বাহির করে।

উট্‌কো (দেশজ) ১ ভ্রম, ভ্রান্ত, না জানিয়া যে ঘোরে। ২ নির্ব্বোধ।

উটুঙ্ক (দেশজ) নিশানা, ছুতানতা।

উঠ (ভ্বা° পর° সক° সেট্।) উপঘাত। আঘাত।

উঠন (দেশজ) ১ গাত্রোত্থান। ২ উঠান।

উঠনি (দেশজ) উত্থান, আরোহণ।

উঠাউঠি (অব্য, দেশজ) পুনঃপুনঃ।

উঠান (দেশজ) ১ উত্থান। তোলন। ২ বাড়ীর মধ্যস্থিত ভূমিখণ্ড।

উঠানঘাটা (উত্থানঘট্ট শব্দের অপভ্রংশ।) নদী প্রভৃতি হইতে উঠিবার স্থান।

উঠানি (দেশজ) কোন স্থানে পৌছান।

উঠাপড়া (উত্থান ও পতন শব্দের অপভ্রংশ) ১ উত্থান ও পতন। ২ অতিশয় তৎপর।

উঠ্‌তি (দেশজ) ১ দ্রব্যাদির বিক্রয়। ২ উন্নতি। ৩ যৌবন। যেমন, উঠ্‌তি বয়স।

উড় (পর০ সক০ সেট্) সংহতি।

উড়কী (দেশজ) ১ ওড়ঙ্। [উকৃড়ী দেখ।] ২ উল্‌কী, স্ত্রীলোকের কপালে যে দাগ থাকে।

উড়কুড় (দেশজ) আন্তন্ত। শেষ।

উড়ঙ্কুড়ীয়া (দেশজ) উড়নচণ্ডীয়া।

উড়ন (উড্ডয়ন শব্দের অপভ্রংশ) ১ উপরে উঠা বা পলায়ন। ২ উঠিয়া যাওয়া।

উড়নচণ্ডী, উড়নচণ্ডীয়া (দেশজ উড্ডয়ন ও চণ্ড শব্দের অপভ্রংশ) অতিশয় চণ্ড। উগ্রস্বভাব। বৃথা অপব্যয়কারী।

উড়নী (দেশজ) এ দেশে প্রচলিত গাত্রে দিবার চাদর।

উড়পড়ন (দেশজ) যাইতে যাইতে উঠাপড়া।

উড়া (দেশজ, উড্ডয়ন শব্দের অপভ্রংশ।) ১ উর্দ্ধে উঠা। ২ নষ্ট, দূষিত। ৩ মৈথুনজনিত রোগবিশেষ। [উপদংশ দেখ।]

উড়ান (উড্ডয়ন শব্দের অপভ্রংশ।) কোন কিছু উর্দ্ধে তোলা। যেমন ঘুড়ি উড়ান।

উড়ানচণ্ডীয়া, [উড়নচণ্ডী দেখ।]

উড়ানী (দেশজ) ১ অপব্যয়, খরচ। ২ উড়নী, চাদর। [উড়নী দেখ।]

উড়াবাও (দেশজ) উপদংশরোগ, উড়া। [উপদংশ দেখ।]

উড়িধান (দেশজ) ধান্যবিশেষ। এই ধান চাস ব্যতীত আপনি জন্মে।

উড়িয়া (ওড্র শব্দজ) উড়িষ্যার লোক। [উৎকল দেখ]

উড়িষ্যা, উৎকল দেশ। [উৎকল দেখ।]

উড়ী (দেশজ) ১ বস্ত্র। ২ উড়িধান। ৩ সংস্কার।

উড়ীগাব (দেশজ) এক জাতীয় গাব গাছ (Diospyros ramiflora)

উড়ীধান [উড়িধান দেখ।]

উড়ু (স্ত্রী, ক্লী) উ-ড়ী (মিতদ্বাদিত্বাৎ) ইতি ডু। ১ নক্ষত্র। ("ইন্দুপ্রকাশান্তরিতোড়ুতুল্যাঃ।" (রঘু ক্লী) ২ জল।

উড়ুকমৎস্য, একজাতীয় মৎস্য (Exocetus) এই মাছ সময়ে সময়ে জল ছাড়িয়া ২০।২৫ হাত উর্দ্ধে উঠিতে পারে, এই জন্য ইহার নাম উড়ুক মৎস্য বা উড়ামাছ। দেখিতে বাটা মাছের মত। ইহার দেহ দীর্ঘাকার, কিন্তু স্থূল নয়, চক্ষু অতি বৃহৎ। উভয় পার্শ্বের ডানা অধিক লম্বাচৌড়া। কেহ
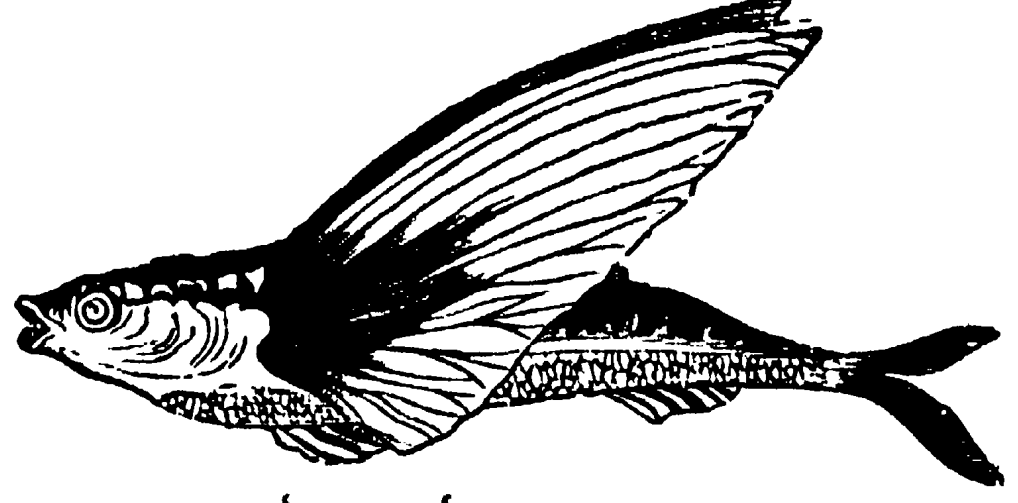
কেহ বলেন, ঐ মাছ ঐ ডানা অবলম্বন করিয়াই উড়িতে সমর্থ হয়, কিন্তু তাহা নহে। প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ অনেক অনুসন্ধানের পর সম্প্রতি স্থির করিয়াছেন, এই মাছ দৈহিক পেশীর অধিকতর শক্তিপ্রযুক্ত উর্দ্ধে উঠিতে পারে,' বস্তুতঃ পাখীর মত উর্দ্ধে উড়িতে পারে না। ডলফিন নামক সমুদ্রমৎস্য ইহাদের পশ্চাতে তাড়া করে, তখন ইহারা প্রাণভয়ে জল হইতে ১৫।২০ হাত পর্য্যন্ত লাফাইয়া উঠিয়া কিছু দূরে গিয়া পড়ে। জল ছাড়িয়া এক মিনিটের অধিককাল শূন্যে থাকিতে পারে না। ভূমধ্যস্থ সাগর, আটলাণ্টিক মহাসাগর এবং আমেরিকার স্থানে স্থানে এই জাতীয় কএক প্রকার মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায়।

উড়ুচক্র (ক্লী) নক্ষত্রমণ্ডল।

উড়ুপ (ক্লী) উড়ুনি জলে পাতি রক্ষতি, উড়ু-পা-ক। ১ প্লব, ভেলা। পর্য্যায়—প্লব, কোলি, উড়ুপ, ভেলক, তরণ, তারণ, তারক। ২ (পুং) চন্দ্র। (উড়ুপঃ প্লবশশিনোঃ। হেম০ অনে০। ৩। ৪৫০)

"অপশ্যদ্বদনং তস্য -রশ্মিবন্তমিবোড়ুপম্।" ভারত।

৩ চামড়ার পানপাত্র। (চর্ম্মারনদ্ধমুড়ুপং প্লবঃ কাষ্ঠং করণ্ডবৎ। সজ্জন।)

উড়ুপতি (পুং) উড়ুনাং পতিঃ। ১ চন্দ্র। ২ সমুদ্র। ৩ বরুণ।

উড়ুপথ (পুং) আকাশ। (হেম০ ২। ৭৭)

উড়ুম্বর (ক্লী) উড়ুং বৃণাতীতি উড়ু-বৃ-অচ্। ১ তাম্র, তামা। (তাম্রং শুল্বমুড়ুম্বরং। রত্নমালা।) ২ দেশবিশেষ [উদুম্বর দেখ।] ৩ কার্ষ্য, দুই তোলা পরিমাণ। (পুং) ৪ উদুম্বর, যজ্ঞডুমুর গাছ ও ঐ গাছের ফল। ৫ দেহলী। [উদুম্বর দেখ।]

উড়ুম্বরপর্ণী (স্ত্রী) উড়ুম্বরস্য পর্ণমিব পর্ণমস্যাঃ গৌরাদি০ ঙীষ্। দন্তী বৃক্ষ।

উড়ুরাট্ [জ্] (পুং) চন্দ্র।

উড়ুলোমা [ন্] (পুং) প্রবর ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়)

উড়ূপ (পুং, ক্লী) [উড়ূপ দেখ।]

উড্ডয়ন (ক্লী) উৎ ডী-ল্যুট্। আকাশবিহার,শূন্তে গমন, উড়া।

উড্ডামর (ত্রি) ১ উদ্ভট, শ্রেষ্ঠ। ২ (পুং) তন্ত্রবিশেষ। [ডামর দেখ।]

উড্ডীং (দেশজ) লাফাইয়া অগ্রসর হওয়া।

উড্ডীংফুড্ডীং (দেশজ) লাফালাফি।

উড্ডীন (ক্লী) উৎ-ডী-ক্ত। নভোগতি, উড্ডয়ন, শূন্তে গমন। (প্রডীনোড্ডীনসংডীন-ডয়নানি নভোগতৌ। হেম৽ ৪।৩৮৪) (ত্রি) উর্দ্ধগামী।

উড্ডীয়ন (ক্লী) উড্ডঃ স ইবাচরতি ক্যঙ্, উড্ডীয়-ভাবে ল্যুট্। উড্ডয়ন, উড়ন।

উড্ডীয়মান (ত্রি) উৎ-ডী-শানচ্। উড়ন্ত, আকাশগামী।

উড্ডীশ (পুং) ১ শিব। ২ তন্ত্রশাস্ত্রভেদ। (উড্ডীশঃ চণ্ডীশে শাস্ত্রভিত্ত্যপি। হেম৽ অনে৽ ৩।৭১৬।)

উড়্তি (দেশজ) ১ উর্দ্ধগামী। ২ উন্নতিশীল। ৩ অনর্থক, বৃথা।

উড্ (ওড্র) (পুং) উড়িষ্যাদেশ। [উৎকল দেখ।]

উর্ণক (ত্রি) ওণ অপসারণে ণ্বুল্, নিপাং হ্রস্বঃ। অপসারক। *। (ষিদ্গৌরাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৪১।) ইতি ঙীষ্ উণকী।

উণাদি (পুং) যাহার আদিতে উণ্ প্রত্যয় হয়। শাকটায়ন ও পাণিনি উক্ত উণ্ প্রত্যয় সমুদায়। উজ্জ্বলদত্ত উণাদি সূত্রের বৃত্তি করিয়াছেন।

উণ্ডুক (পুং) দেহস্থ কোষ্ঠভেদ। সুশ্রুত লিখিয়াছেন—

"স্থানান্যামগ্নিপক্কানাং মূত্রস্য রুধিরস্য চ।
হৃদুণ্ডুকঃ ফুস্ফুসশ্চ কোষ্ঠ ইত্যভিধীয়তে॥"

চিকিৎসা ২ অঃ।

আশয় সাতটী—আমাশয়, পক্বাশয়, মূত্রাশয়, রক্তাশয়, হৃদয়, উণ্ডুক ও ফুস্ফুস্।

"শোণিতফেনজঃ ফুস্ফুসঃ শোণিতকিট্টপ্রভবউণ্ডুকঃ।"

ফুস্ফুস্ রক্তফেনজাত এবং উণ্ডুক রক্তমল হইতে উৎপন্ন।

উণ্ডেরক (পুং) পিষ্টকাদি।

"মূলকং পুরিকাপূপাংস্তথৈবোণ্ডেরকস্রজঃ।"

যাজ্ঞবল্ক্য ১।২৮।

কোন কোন মুদ্রিত পুস্তকে 'উণ্ডেরক' স্থানে 'তথৈবৈরণ্ডিকাঃ স্রজঃ।' এইরূপ পাঠান্তর লক্ষিত হয়।

উৎ (অব্য) উ-ক্বিপ্। ১ প্রশ্ন। ২ বিতর্ক। (উৎ স্যাৎ প্রশ্নে বিতর্কে চ। মেদিনী।) ৩ সমুচ্চয়। ৪ অধিক। ৫ সন্দেহ।

উত (অব্য) উ-ক্ত। ১ অত্যর্থ, অত্যন্ত। ২ বিকল্প। ৩ সমুচ্চয়। ৪ বিতর্ক। ৫ প্রশ্ন। ৬ অহো। (উতাত্যর্থবিকল্পয়োঃ, সমুচ্চয়ে বিতর্কে চ প্রশ্নে চ পাদপূরণে। মেদিনী।) ৭ আরো।

("নমঃ পুরা তে বরুণোত নূনম্।" ঋক্ ২।২৮।৮।)

(ত্রি) তন্তুবায়নির্ম্মিত, গ্রথিত।

উতঙ্ক (পুং) ১ বেদ নামক মুনির একজন শিষ্য। তিনি জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ ও বড় গুরুভক্ত ছিলেন। মহাভারতে উতঙ্ক সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান আছে—

জনমেজয় ও পৌষ্য নামক রাজদ্বয় বেদকে আপনাদের উপাধ্যায় রূপে বরণ করেন। কোন সময়ে বেদ উতঙ্ককে গৃহে রাখিয়া ও তাঁহার উপর সকল ভার দিয়া প্রবাসে গমন করিলেন। একদিন বেদপত্নী উতঙ্ককে ডাকিয়া বলিলেন, উতঙ্ক! তোমার গুরু গৃহে নাই, তোমার গুরুপত্নী ঋতুমতী হইয়াছেন, এখন যাহাতে তাঁহার ঋতু নিষ্ফল না হয়, তাহা কর। গুরুপত্নী অনুরোধ করিলেও, তিনি এরূপ কুকর্ম্ম করিলেন না। গুরু গৃহে আসিয়া উতঙ্কের বিশুদ্ধ চরিত্রের কথা শুনিলেন। তিনি উতঙ্ককে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে, গমন কর। উতঙ্ক গুরুদক্ষিণা দিতে চাহিলেন। গুরু কহিলেন, বৎস উপমন্যু! গুরুদক্ষিণা আর কি দিবে? তবে যদি নিতান্তই তোমার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তোমার গুরুপত্নীকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি যাহা বলিবেন, তাহাই করিও। গুরুপত্নী তাহাকে কহিলেন, পৌষ্যরাজের ধর্ম্মপত্নী যে কুণ্ডল ধারণ করিতেছেন, তাহাই আনিয়া দাও।

উতঙ্ক পৌষ্যরাজের নিকট আসিয়া কহিলেন, মহারাজ! গুরুদক্ষিণা দিবার নিমিত্ত আপনার নিকট কুণ্ডলদ্বয় ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি, তাহা প্রদান কর। রাজা কহিলেন, কুণ্ডল আমি দিতেছি, কিন্তু আপনি অতি সাবধানে লইয়া যাইবেন; কারণ এই কুণ্ডলের উপর নাগরাজ তক্ষকের সর্ব্বদাই নজর আছে।

উতঙ্ক কুণ্ডল লইয়া আসিতেছেন, পথিমধ্যে একজন উলঙ্গ ক্ষপণককে আসিতে দেখিলেন। সে মধ্যে মধ্যে অদৃশ্য হইতেছে। উতঙ্ক কুণ্ডলদ্বয় ভূতলে রাখিয়া স্নান তর্পণাদির জন্য সরোবরে গমন করিলেন, ইতিমধ্যে ক্ষপণকরূপী তক্ষক কুণ্ডল লইয়া নাগলোকে প্রবেশ করিল। উতঙ্ক স্নানান্তে উঠিয়া দেখিলেন যে কুণ্ডল নাই। পৌষ্যরাজের কথা স্মরণ হইল। তিনি বহুকষ্টে ইন্দ্রের বজ্রের সাহায্যে নাগলোকে গমন করিলেন, তথা হইতে কুণ্ডল আনিয়া গুরুপত্নীকে প্রদান করিলেন। তিনি নাগলোকে যে সমস্ত দেখিয়াছিলেন, গুরুকে তাহা বলিলেন। গুরু কহিলেন,

"বৎস! তুমি তথায় যে দুটী স্ত্রীলোক দেখিয়াছ, তাঁহারা পরমাত্মা ও জীবাত্মা। দ্বাদশ অরযুক্ত যে চক্র দেখিয়াছ, উহা সম্বৎসর। শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ যে সকল বস্ত্র দেখিয়াছ, উহা দিবা ও রাত্রি। ছয়টি কুমার ছয় ঋতু। যে পুরুষ দেখিয়াছ, তাহা পর্জ্জন্য। অশ্বটি অগ্নি। পথিমধ্যে যে বৃষভ দেখিয়াছ, তাহা নাগরাজ ঐরাবত। অশ্বোপরি যে পুরুষ ছিলেন, তিনি ইন্দ্র। তুমি এখান হইতে যাইবার সময় বৃষের যে পুরীষ ভক্ষণ করিয়াছ, তাহা অমৃত। অমৃতপ্রভাবেই তুমি নাগলোকে যাইতে সমর্থ হইয়াছ, আর ঐ কুণ্ডল আনিতে পারিয়াছ।" উতঙ্ক গুরুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া রাজা জনমেজয়ের নিকট আগমন করিলেন। এখানে তক্ষককে বিনাশ করিবার জন্য রাজা জনমেজয়কে উত্তেজিত করিয়া তাহা দ্বারা সর্পযজ্ঞ করাইলেন। (ভারত আদি ৩ অঃ।)

২ গৌতম মুনির শিষ্য, একজন মহর্ষি। ইহাঁর জীবনীও অনেকটা পূর্ব্বোক্ত উতঙ্কের ন্যায়। ইনিও গুরুপত্নী অহল্যার বাক্যে সৌদাস রাজপত্নীর কুণ্ডল আনয়ন করিয়া গুরুদক্ষিণা প্রদান করেন। ইনি ঘোরতর তপস্যায় আসক্ত ও গুরুভক্তিপরায়ণ ছিলেন। গৌতমও অপর সকল শিষ্য অপেক্ষা উতঙ্ককেই অধিক ভালবাসিতেন। এমন কি যথাসময়ে অপরাপর শিষ্য পাঠশেষ করিয়া গৃহে গমন করিল; কিন্তু গৌতম স্নেহপ্রযুক্ত উতঙ্ককে গৃহে যাইবার আদেশ করিলেন না। উতঙ্কও গুরুভক্তিতে গৃহের কথা ভুলিয়াছিলেন। প্রায় শত বৎসর গত হইল। একদিন উতঙ্ক দূর বন হইতে কাষ্ঠভার বহন করিয়া আনিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তাড়াতাড়ি আশ্রমের নিকট আসিয়া যেমন কাষ্ঠভার ফেলিতে যাইবেন, কাষ্ঠের সহিত তাঁহার একগাছি চুল ছিঁড়িয়া পড়িল। তিনি ছেঁড়া চুলগাছি দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। গৌতম আসিয়া তাঁহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, 'আমার চুল পাকিল, আমি এখানেই বৃদ্ধ হইলাম, তথাপি গুরুদেব আমাকে গৃহে যাইতে আদেশ করিলেন না। তখন গৌতম বলিলেন, 'তোমাকে আমি বড় ভালবাসি, তোমার শুশ্রূষায় আমি বড় প্রীত আছি, তাই তোমাকে ছাড়িতে পারি নাই। এখন আমি আহ্লাদের সহিত বলিতেছি, গৃহে গমন কর।' তৎপরে গৌতম আপনার কন্যার সহিত উতঙ্কের বিবাহ দিলেন। (ভারত, আশ্বমেধিক।)

উতথ্য (পুং) মুনিবিশেষ। মহর্ষি অঙ্গিরার ঔরসে তৎপত্নী শ্রদ্ধার গর্ভে ইহাঁর জন্ম। বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। উতথ্য মমতাকে বিবাহ করেন। মমতার গর্ভে দীর্ঘতমা নামে এক পুত্র হয়। [দীর্ঘতমা দেখ।]

উতথ্যানুজ (পুং) ৬তৎ। বৃহস্পতি।

উতাহো (অব্য) দ্বন্দ্ব সঃ। ১ বিকল্প। ২ প্রশ্ন। ৩ বিচার। (উতাহো পরিপ্রশ্নবিচারয়োঃ। মেদিনী।)

উৎক (ত্রি) উৎ-ক নিপা°। উৎসুক, উৎকণ্ঠিত। (উৎকস্তূৎসুক উন্মনাঃ। হেম ৩।১০০।)

উৎকচ (ত্রি) উদ্গতঃ উন্নতো কচোঽস্য। ১ কেশশূন্য। ২ উন্নতকেশ। [ঘটোৎকচ দেখ।]

উৎকট (ত্রি) উৎ-কট-অচ্। ১ তীব্র। ("যো ভবেদ্দোষ উৎকটঃ।" সুশ্রুত।) ২ মত্ত। (উৎকটস্তীব্রমত্তয়োঃ। মেদিনী।) (পুং) ৩ ভিন্নকট গজ। ৪ তেজপাত। ৫ শর। ৬ রক্তেক্ষু। ৭ (স্ত্রী) দারুচিনি।

উতর্ (দেশজ, উত্তর শব্দের অপভ্রংশ) উত্তর।

উতরখানা (দেশজ) উত্তরণ স্থান, আড্ডা।

উতরডাঙ্গা (দেশজ) সরাই, থাইবার আড্ডা।

উতরা (দেশজ) পৌছান।

উতলপাতল (অব্য) ১ উপর নীচে, উজলপাজল। ২ সাঁতরাইবার কালে ডোবা উঠা। ৩ জল ঠেলা।

উতলা (দেশজ) ১ উৎকণ্ঠিত। ২ চিন্তিত। ৩ জলে ভাসিয়া যাওয়া।

উতারা (দেশজ) আদর্শ, একখানি দেখিয়া সেইরূপ আর খানি লিখিয়া রাখা।

উতাস (দেশজ) একজাতীয় গাছ। (Echites cymosa)

উৎকটা (স্ত্রী) সৈংহলী লতা।

উৎকণ্ঠ (পুং) উদ্গতঃ কণ্ঠো যস্য। আসন, শৃঙ্গারের ষোড়শবন্ধান্তর্গত ত্রয়োদশ বন্ধ।

"নারীপাদৌ চ হস্তেন ধারয়েদ্গলকে পুনঃ।
স্তনার্পিতকরঃ কামী বন্ধশ্চোৎকণ্ঠসংজ্ঞকঃ॥" রতিমঞ্জরী।

(ত্রি) উৎগ্রীব। ("রথস্বনোৎকণ্ঠমৃগে বাল্মীকিয়ে তপোবনে।" ১৫।১১।)

উৎকণ্ঠা (স্ত্রী) উৎকণ্ঠি-অ-টাপ্। ঔৎসুক্য। (ঔৎসুক্যং রণরণকৌৎকণ্ঠে আয়ল্লকারতী। হেম ২।২২৮।) ভাবনা। উদ্বেগ।

উৎকণ্ঠিত (ত্রি) উৎকণ্ঠা জাতাঽস্য, উৎকণ্ঠা—(তারকাদিভ্যঃ) ইতচ্। উদ্বিগ্ন। উৎসুক।

উৎকণ্ঠিতা (স্ত্রী) নায়িকা ভেদ।

"সঙ্কেতস্থলং প্রতি ভর্ত্তুরনাগমনকারণং চিন্তয়তি যা।"

সঙ্কেতস্থানে যে নায়িকা নায়কের আগমন জন্য দুঃখিত

হয়। অরতি, সন্তাপ, হাই, অঙ্গাকর্ষণ ও কম্পন, রোদন, ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। (রসমঞ্জরী) বিরহোৎকণ্ঠিতা।

"আগন্তু কৃতচিত্তোঽপি দৈবান্নায়াতি যৎপ্রিয়ঃ।
তদনাগমনদুঃখার্ত্তা বিরহোৎকণ্ঠিতা তু সা॥"
সাহিত্যদর্পণ ৩ পরি০।

প্রিয় আসিবে নায়িকা এইরূপ স্থিরসঙ্কল্প করিয়া আছে, কিন্তু দৈবাৎ যদি প্রিয় না আসে, তাহার আগমন জন্য দুঃখিত হইলে তাহাকে বিরহোৎকণ্ঠিতা কহে।

উৎকতা (স্ত্রী) উৎক-তল্। ১ গজপিপুল। ২ উৎকণ্ঠা।

উৎকন্ধর (স্ত্রী) উন্নতঃ কন্ধরোঽস্য, প্রাদিবহুব্রী। উন্নতগ্রীব।

উৎকম্প (পুং) কামাদিজনিত কম্পন। ("সোৎকম্পানি প্রিয়সহচরীসম্ভ্রমালিঙ্গিতানি।" মাঘ।) (ত্রি) উৎকম্প-অচ্। উৎকম্পান্বিত।

উৎকম্পী [ন্] (ত্রি) উ-কম্প-ণিনি। কম্পান্বিত। ("কিমিদং হৃদয়োৎকম্পি মনো মম বিষীদতি।" রামায়ণ।)

উৎকর (পুং) উৎ-কৃ-অপ্। ১ রাশি, সমূহ, কাঁড়ি। (পুঞ্জোৎকরৌ সংহতিঃ। হেম ৬। ৪৭) ২ প্রসারণ। ৩ বিক্ষেপ। (কর্ম্মণি অচ্) ৪ বিক্ষিপ্ত ধূল্যাদি।

উৎকরাদি, পাণিনিকথিত একটি গণ। উৎকর, সংফল, শফর, পিপ্পল, পিপ্পলীমূল, অশ্মন্, সুবর্ণ, খলাজিন, তিক, কিতব, অণক, ত্রৈবণ, পিচুক, অশ্বত্থ, কাশ, ক্ষুদ্র, ভস্ত্রা, শাল, জন্যা, অজির, চর্ম্মন্, উৎক্রোশ, ক্ষান্ত, খদির, শূর্পণায়, শ্যাবনায়, নৈবাকব, তৃণ, বৃক্ষ, শাক, পলাশ, বিজিগীষা, অনেক, আতপ, ফল, সম্পর, অর্ক, গর্ত্ত, অগ্নি, বৈরাণক, ইড়া, অরণ্য, নিশান্ত, পর্ণ, নীচায়ক, শঙ্কর, অবরোহিত, ক্ষার, বিশাল, বেত্র, অরীহণ, খণ্ড, বাতাগর, মন্ত্রণার্হ, ইন্দ্রবৃক্ষ, নিতান্তাবৃক্ষ, আদ্রবৃক্ষ, এইগুলি উৎকরাদি। •। উৎকরাদিভ্যশ্ছঃ। পা ৪। ২। ৯০। চতুরর্থে উৎকরাদিগণের উত্তর ছ হয়। যেমন উৎকর-ছ=উৎকরীয়।

উৎকর্কর (পুং) বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। (হেম শে ৮৬)

উৎকর্ণ (ত্রি) উন্নতঃ কর্ণো যস্মিন্ যস্য বা। যে কাণ খাড়া করিয়া আছে। (রথস্বনোৎকর্ণমৃগঃ। রঘু ১৫। ১১)

উৎকর্ত্তন (ক্লী) উৎ-কৃত-ল্যুট্। ১ ছেদন। ২ উৎপাটন। সুশ্রুতোক্ত মূঢ়গর্ভচিকিৎসোপায়। [মূঢ়গর্ভ দেখ।]

উৎকর্ষ (পুং) উৎ-কৃষ-ঘঞ্। ১ অতিসার। ২ শ্রেষ্ঠতা, উৎকৃষ্টতা। ("উৎকর্ষং যোষিতঃ প্রাপ্তাঃ স্বৈঃ স্বৈর্ভর্তৃগুণৈঃ শুভৈঃ।" মনু ৯। ২৪।) ৩ বৃদ্ধি, উন্নতি। (ত্রি) ১ উন্নত। ২ উৎকর্ষনিমিত্ত। অতিশয়যুক্ত।

উৎকর্ষক (ত্রি) উৎ-কৃষ-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ উন্নতিকারক। ২ (উৎ-কৃষ-ণ্বুল্।) উৎপাটনকারী। ৩ কর্ষণকারী।

উৎকর্ষণ (পুং) উৎ-কৃষ-ল্যুট্। ঊর্দ্ধে আকর্ষণ। সুশ্রুতোক্ত মূঢ়গর্ভচিকিৎসার একটি উপায়। [মূঢ়গর্ভ দেখ।]

উৎকর্ষী [ন্] (ত্রি) উৎ-কৃষ-ণিন। ১ উর্দ্ধাকর, উর্দ্ধে আকর্ষণকারী। ২ উৎকর্ষান্বিত।

উৎকল, ভারতবর্ষের একটি অতিপ্রাচীন রাজ্য। ওড্র-দেশ। ইহার বর্ত্তমান নাম উড়িষ্যা। এখন উড়িষ্যা প্রদেশের উত্তর সীমা—বাঙ্গালা প্রদেশের অন্তর্গত সিংহভূম, ধলভূম ও মেদিনীপুর, পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণে মান্দ্রাজ-প্রদেশের অন্তর্গত গঞ্জম, শুমসর জেলা এবং পশ্চিমে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত শোণপুর, রাধাঘোল, বামবা ও বোনাই জেলা। ৮৩°৩৬′৩০″ হইতে ৮৭°৩১′৩০″ পূঃ দেশান্তর এবং ১৯°২৮′ হইতে ২২°৩৪′১৫″ উঃ অক্ষান্তর মধ্যে অবস্থিত।

উড়িষ্যা প্রদেশ বৃটীশ ও কএকজন করদরাজার অধিকারভুক্ত। তন্মধ্যে কটক, বালেশ্বর ও পুরী এই তিনটী জেলা বৃটীশ শাসনাধীন। ১ অঙ্গুল, ২ আঠগড়, ৩ আঠমালিক, ৪ বাঙ্কি, ৫ বরম্বা, ৬ বোদ, ৭ দশপাল্লা, ৮ ঢেঙ্কানল, ৯ হিন্দোল, ১০ কুঞ্জর (কেঁউনঝর), ১১ খণ্ডপাড়া, ১২ ময়ূরভঞ্জ, ১৩ নরসিংহপুর, ১৪ নীলগিরি, ১৫ নয়াগড়, ১৬ পাললহরা, ১৭ রণপুর, ১৮ তালচের, ১৯ তিগরিয়া, এই উনিশটী জেলা করদরাজাদিগের শাসনে আছে।

বৃটীশ উড়িষ্যার ভূমিপরিমাণ ৯০৫৩ বর্গমাইল। করদরাজ্যের সহিত ১৫,১৮৭ বর্গমাইল। (১৮৮১ সালের সংখ্যানুসারে) উড়িষ্যার লোকসংখ্যা ১৪,৬৯,১৪২।

অকবর পাদশাহের সময়ে প্রধানতঃ এই কয়েকটী সরকার ছিল—১ জলেশ্বর, ২ ভদ্রক, ৩ কটক, ৪ কলিঙ্গ, দণ্ডপাৎ ও ৫ রাজমহেন্দ্রী। [আইন-ই-অকবরী, ২। ২০৯ পৃঃ দেখ।] প্রত্যেক সরকার আবার অনেকগুলি মহলে বিভক্ত ছিল। [জলেশ্বর, প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

রাজা অনঙ্গভীমের সময়ে, উত্তরে ভাগীরথীর উপকূল, দক্ষিণে গোদাবরী, পশ্চিমে শোণপুরের জঙ্গল, পূর্ব্বে সমুদ্রতট পর্যান্ত উড়িষ্যারাজ্য বিস্তৃত ছিল।

উৎকলের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে নানা লোকের নানা মত। কেহ বলেন, উৎ-কল=কটিল কাটা, এইরূপে উৎকল হইয়াছে। অধ্যাপক ল্যাসেনের মতে, উৎকলের অপর নাম 'ওড্র' এই শব্দটী সংস্কৃত 'উত্তর' শব্দের প্রাকৃতরূপ।

পণ্ডিতবর রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন, উট্+কোল বা ওড়্-জাতীয় কোল হইতে উৎকল নাম হইয়াছে।

কিন্তু উক্ত মতগুলি আমাদের শাস্ত্রীয় মতের সহিত মিলিতেছে না। হরিবংশাদির মতে, অতি প্রাচীনকালে সুদ্যুম্নপুত্র উৎকল রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহারই নামানুসারে এই স্থানের নাম উৎকল হইয়াছে।

"সুদ্যুম্নস্য তু দায়াদাস্ত্রয়ঃ পরমধার্ম্মিকাঃ।
উৎকলশ্চ গয়শ্চৈব বিনতাশ্বশ্চ ভারত ॥
উৎকলস্যোৎকলা রাজন্ বিনতাশ্বস্য পশ্চিমা।
দিক্‌পূর্ব্বা ভরতশ্রেষ্ঠ গয়স্য তু গয়পুরী ॥" হরিবংশ ১০ অঃ।

সুদ্যুম্নের পরম ধার্ম্মিক তিন পুত্র জন্মে, উৎকল, গয় ও বিনতাশ্ব। উৎকল উৎকল, বিনতাশ্ব পশ্চিম দিক্ এবং গয় পূর্ব্বদিকে গয়পুরী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করেন।

মহাভারতের সময়ে এই প্রদেশের অন্তর্গত বৈতরণী নদী পর্য্যন্ত কলিঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

"এতে কলিঙ্গাঃ কৌন্তেয় যত্র বৈতরণী নদী।
যত্রাযজত ধর্ম্মোঽপি দেবাঞ্ছরণমেত্য বৈ ॥ ৪
ঋষিভিঃ সমুপাযুক্তং যজ্ঞীয়ং গিরিশোভিতম্।
উত্তরং তীরমেতদ্ধি সততং দ্বিজসেবিতম্ ॥" বন ১১৪ অঃ।

হে কৌন্তেয়! এই সমস্ত প্রদেশকেই লোকে কলিঙ্গ বলিয়া থাকে। এই স্থানে স্রোতস্বতী বৈতরণী নদী প্রবাহিত হইতেছে। হেথায় ভগবান্ ধর্ম্ম দেবগণের আশ্রয়-গ্রহণ করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই বৈতরণীর উত্তর তীর দ্বিজাতিসেবিত, ঋষিগণের ব্যবহারযোগ্য যজ্ঞীয় উপকরণসংযুক্ত ও গিরিমালায় পরিশোভিত।

পঞ্চ পাণ্ডব তীর্থযাত্রাকালে গঙ্গাসাগর দর্শন করিয়া সমুদ্রতীরবর্ত্তী এই বৈতরণী নদীতটে প্রথমে উপনীত হইয়াছিলেন। তৎকালে কলিঙ্গরাজ্য চিত্রাঙ্গদের অধিকারভুক্ত ছিল। (শান্তিপর্ব্ব ৪ অঃ) [কলিঙ্গ দেখ।]

পূর্ব্বকালে এই স্থানেই কলিঙ্গের রাজধানী কলিঙ্গনগরী স্থাপিত হয়, তাহা প্রাচীন শিলালিপিতে পাওয়া গিয়াছে। অনেকে বর্ত্তমান ভুবনেশ্বর বা উহার নিকটে কলিঙ্গনগরী ছিল বলিয়া অনুমান করেন।

উৎকল বা ওড্র দেশের নামও বহুপ্রাচীন, রামায়ণাদিতে উক্ত হইয়াছে। (রামায়ণ কিষ্কিন্ধ্যা ৪১ অঃ, ভারত দ্রোণ ৪ অঃ।)

সম্ভবতঃ কালিদাসের সময়ে, উৎকল প্রদেশ কলিঙ্গ হইতে পৃথক্ রাজ্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছিল। রঘুবংশের এই শ্লোকের দ্বারা অনুমিত হয়—

"স তীর্ত্বা কপিশাং সৈন্যৈর্বদ্ধদ্বিরদসেতুভিঃ।
উৎকলাদর্শিতপথঃ কলিঙ্গাভিমুখো যযৌ ॥" রঘু ৪। ৩৮।

তিনি (রঘু) হস্তী দ্বারা সেতু প্রস্তুত করিয়া সসৈন্যে কপিশানদী উত্তীর্ণ হইলেন এবং উৎকলদেশবাসী রাজগণের সাহায্যে গমনপথ অবগত হইয়া কলিঙ্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বহুকাল হইতে উৎকল পবিত্র পুণ্যতীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া আসিতেছে। কপিলসংহিতার মতে—

"বর্ষাণাং ভারতঃ শ্রেষ্ঠো দেশানামুৎকলঃ শ্রুতঃ।
উৎকলস্য সমো দেশো দেশো নাস্তি মহীতলে ॥"
১ অঃ ৮ শ্লোঃ।

"সর্ব্বপাপহরং দেশমোড্রং দেবৈস্তু কল্পিতম্ ॥" ২ অঃ ২ শ্লোঃ।

বর্ষ সকলের মধ্যে ভারত শ্রেষ্ঠ, দেশের মধ্যে উৎকল। উৎকলের সমান দেশ পৃথিবীতে আর নাই। এই সর্ব্ব-পাপহর ওড্রদেশ দেবগণ কর্ত্তৃক কল্পিত।

স্কন্দপুরাণের উৎকলখণ্ডে লিখিত আছে—

"সাগরস্যোত্তরতীরে মহানদ্যাস্তু দক্ষিণে।
স প্রদেশঃ পৃথিব্যাং হি সর্ব্বতীর্থফলপ্রদঃ ॥" ১ অঃ।

বাস্তবিক ভারতবর্ষের মধ্যে উৎকল একটি মহাতীর্থ স্থান। অতি পূর্ব্বকাল হইতে অদ্যাবধি বর্ষে বর্ষে সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী অকাতরে বিপদ্ আপদ্ সহ্য করিয়া, এমন কি জীবনকে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিয়া এই মহাতীর্থ দর্শনে আসিতেছেন।

উৎকলের মধ্যে চারিটি ক্ষেত্রই প্রধান,—১ যাজপুরের পার্ব্বতী বা বিরজাক্ষেত্র, ২ ভুবনেশ্বরের একাম্র বা শাম্ভব ক্ষেত্র, ৩ কণারকের অর্ক বা পদ্মক্ষেত্র এবং ৪ পুরীর পুরুষোত্তম বা জগন্নাথক্ষেত্র। এই চারিটি ক্ষেত্রের মধ্যে অথবা সন্নিকটে হিন্দুদিগের দেখিবার অনেকগুলি তীর্থস্থান আছে। উৎকলখণ্ড, পুরুষোত্তমমাহাত্ম্য, শিবউপপুরাণ, একাম্রপুরাণ, কপিলসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থের মতে,—বৈতরণী, রোহিণকুণ্ড, যমেশ্বর, শঙ্খাকার, কপালমোচন, শবরাগার, বিরজমণ্ডল, বিন্দুতীর্থ, কপোতেশস্থলী, বিল্বেশ, মহাদেবী, বটসাগরসঙ্গম, শ্বেতগঙ্গা, ইন্দ্রদ্যুম্নসরঃ, কপিল, সোমতীর্থ, সিদ্ধেশ্বর, কেদারেশস্থলী, গন্ধবতী, মেঘেশ্বর, নীলাচল, স্বর্ণকূট, স্বর্ণরেখা, ঋষিকুল্যা, মহানদী, চিত্রোৎপলা, ব্রাহ্মী, ভার্গবী, পুষ্পভদ্রা প্রভৃতি কয়েকটি তীর্থই উৎকলের মধ্যে প্রাচীন। এ ছাড়া আরও অনেকগুলি অপ্রাচীন তীর্থও আছে। [একাম্র, বিরজা, কণারক, জগন্নাথ প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

অতি প্রাচীনকাল হইতে আর্য্যহিন্দুগণ যেমন তীর্থযাত্রা উপলক্ষে আগমন করিতেন, তৎপরবর্ত্তিকালে বৌদ্ধগণও আপনাদের পবিত্র স্থান ভাবিয়া এই স্থানে আসিতেন। দাথাবংশ নামক পালিগ্রন্থে লিখিত আছে, "ক্ষেম নামে বুদ্ধদেবের একজন শিষ্য ছিলেন। বুদ্ধের নির্ব্বাণ হইলে ক্ষেম তাঁহার চিতা হইতে দন্ত আনিয়া কলিঙ্গ-রাজ ব্রহ্মদত্তকে সমর্পণ করেন। কলিঙ্গরাজ মহাযত্নে দন্তপুরে মণিমুক্তাবিভূষিত শত শত গৃহসংযুক্ত একটী সুবৃহৎ স্বর্ণমন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন। তাহার অভ্যন্তরে ঐ পবিত্র দন্ত স্থাপন করিবার জন্ম একখানি মণিমাণিক্য-বিজড়িত জ্যোতির্ম্ময় সিংহাসন রক্ষা করিলেন। কলিঙ্গরাজ দিবারাত্র ঐ পবিত্র দন্তের পূজা করিয়া থাকেন।" ইহা দ্বারা অনুমান হইতেছে, বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের পর হইতেই উৎকলস্থ দন্তপুর বৌদ্ধপীঠস্থান বলিয়া বিখ্যাত হইল। তখন হইতে বৌদ্ধগণ পীঠদর্শন করিবার নিমিত্ত এই স্থানে আসিতে লাগিলেন। খণ্ডগিরির শিলাতে বৌদ্ধরাজ অশোকের অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে। (Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. I. p. 27.) এই শিলা-লিপির দ্বারা স্পষ্টই জানা যায়, তৎকালে খণ্ডগিরিতে নানা দেশীয় লোক বিশেষতঃ বৌদ্ধতীর্থযাত্রী উপস্থিত হইত।

খৃষ্টের সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধপরিব্রাজক হিউএন্-সিয়ঙ্গ উড়িষ্যায় আগমন করেন। তিনি লিখিয়াছেন, উড্র (উ-চ) রাজ্যের পরিমাণ ৭০০০ লি (প্রায় সাড়ে পাঁচশত ক্রোশ।) এখানকার লোক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। এখানে প্রায় শত সঙ্ঘারাম এবং ২০,০০০ বৌদ্ধযতি বাস করিতেন। সকলেই মহাযান-সম্প্রদায়ভুক্ত। সে সময়েও এখানে ৫টি দেবমন্দির ছিল। সেই সময়ে হিউএন্-সিয়ঙ্গ এই রাজ্যের দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত পর্ব্বতোপরে স্থাপিত পুষ্পগিরি* নামক সঙ্ঘারামে আগমন করেন। তিনি লিখিয়াছেন—উপবাসের দিন সেই গিরি হইতে অকস্মাৎ উজ্জ্বল আলোক প্রকাশিত হইত, তাহা দেখিবার জন্য নানা স্থানের লোক আগমন করিত। সেই স্থান হইতে তিনি চরিত্রপুরে † (চে-লি-ত-লো) আগমন করেন। এই স্থান সমুদ্রের নিকট হওয়ায় তৎকালে এখানে নানা দেশের লোক বাণিজ্য করিতে আসিত।

বৌদ্ধদিগের রাজত্বকালে উৎকলদেশ যে বৌদ্ধধর্ম্মের একটি প্রধানস্থান ছিল, তৎপক্ষে আরও অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এমন কি বর্ত্তমান জগন্নাথদেবের পবিত্র মূর্ত্তিকে অনেকে বৌদ্ধকল্পিত ত্রিমূর্ত্তি বলিয়া অনুমান করেন। বৌদ্ধদিগের জাতিভেদ ছিল না। এই প্রথা বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে উৎকলবাসীরা শিক্ষা করেন। সেই প্রথা এখনও জগন্নাথক্ষেত্রে চলিতেছে। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই জাতিভেদ প্রথা এখনও বিলক্ষণ জাগরূক রহিয়াছে। কিন্তু কেবল এই ক্ষেত্রধামে তাহার অন্যথা দৃষ্ট হইয়া থাকে। তুমি জাতিতে ব্রাহ্মণ, শ্রীক্ষেত্র দর্শনে যাও। এক-জন চণ্ডাল আসিয়া তোমার মুখে মহাপ্রসাদ দিয়া যাইবে, তুমি অত্যুক্তি করিবে না, তোমার মনে ঘৃণা হইবে না, তুমি সাদরে উহা গ্রহণ করিবে। এমন সাম্যভাব আর কোথায় আছে ?

যবনগণও (Ionion) পূর্ব্বকালে উড়িষ্যায় যাতায়াত করিত। পাশ্চাত্য ভূতত্ত্ববিদ্ প্লিনি বোধ হয় তাহাদের নিকট হইতে শুনিয়াই কলিঙ্গ (Colingo) নামে এই স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন *। শ্রীক্ষেত্রের মাদলাপঞ্জীতে লিখিত আছে, সেবকদেবের রাজত্বকালে (১৫০ শকে) যবনেরা পুরী আক্রমণ করিয়াছিল। আবার শোভনদেবের রাজত্ব-কালে (২৪৫ শকে) রক্তবাহু নামে একজন যবন জাহাজে করিয়া এখানে আসে। তাহার প্রবল পরাক্রম শুনিয়া রাজা শোভনদেব † জগন্নাথমূর্ত্তি লইয়া শোণপুরে পলাইয়াছিলেন। ঐখানে তিনি জগন্নাথদেবের একটি মন্দির নির্ম্মাণ করান। রক্তবাহু বিনা আয়াসে পুরী অধিকার করে। কিছুকাল পরে যবনবীর সসৈন্যে সমুদ্র মগ্ন হয়। তৎপরে শোভনের পুত্র চন্দ্রদেব রাজা হইলেন। কিন্তু যবনের অত্যাচার থামিল না। যবনের ষড়যন্ত্রে চন্দ্রদেব জীবন হারাইলেন। এই সময়ে বৌদ্ধ ও যবনগণ উড়িষ্যার চারিদিকে প্রবল হইয়া উঠিল।

* পুষ্পগিরি সঙ্ঘারাম সম্ভবতঃ উদয়গিরির বর্ত্তমান রাণীনুর নামক গুহা বলিয়া বোধ হয়। এখনও এখানে বৌদ্ধ সঙ্ঘারামের চিহ্ন রহিয়াছে। এই গিরির কিছু দূরে কপিলসংহিতোক্ত পুষ্পভদ্রা নদী প্রবাহিত হইতেছে। [কপিলসংহিতা ২০।১০ দেখ।]

† চরিত্রপুরের বর্ত্তমান নাম চোরপুর, ইহা বাগারী নদীর উত্তরকূলে অবস্থিত।

* প্লিনির মতে, ভারতের পূর্ব্ব প্রদেশ তিন ভাগে বিভক্ত—কলিঙ্গ, মধ্যকলিঙ্গ (Modocolingo) ও মগকলিঙ্গ (Maccocolingo)। ইহার মধ্যে কলিঙ্গ গঙ্গম্ হইতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত। [Pliny Hist. Nat. II. 75.] [কলিঙ্গ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

† বৌদ্ধদিগের দাথাবংশ নামক পালি গ্রন্থে লিখিত আছে, কিন্তু এই সময়ে রাজা গুহশিব ভিন্নমতাবলম্বীর আক্রমণ ভয়ে নিজ রাজ্য হইতে বুদ্ধদেবের দন্ত স্থানান্তর করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হইতেছে, শোভনদেবের সময়ে উড়িষ্যায় বৌদ্ধরাজও বাস করিতেন এবং বৌদ্ধগণ প্রবল ছিল।

তখন হিন্দুধর্ম্ম পুনরুদ্ধারের জন্য পরম ভাগবত যযাতি-কেশরী মগধ হইতে উড়িষ্যায় আগমন করিলেন। তাঁহার উৎসাহে ও যত্নে উড়িষ্যায় বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারিত হইল। যেখানে পূর্ব্বে বৌদ্ধদিগের মঠ ও সঙ্ঘারাম ছিল, এখন সেই সেই স্থানে বিষ্ণু ও শিবের মূর্ত্তি স্থাপিত হইল।

৩৯৬ শকে (৪৭৪ খৃঃ অব্দে) যযাতিকেশরী উড়িষ্যার রাজা হইলেন। তিনি কেশরীবংশের প্রথম রাজা। তিনিই জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি আনাইয়া পুনরায় পুরীতে স্থাপন করেন। ভুবনেশ্বরের বিখ্যাত শিবমন্দির তাঁহার সময়ে নির্ম্মিত হয়। তাঁহার বংশের অনেকগুলি রাজপুত্র ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের যশঃকীর্ত্তি এখনও উৎকলের নানা তীর্থে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। তাঁহাদিগের মধ্যে অলাবুকেশরীর সময়ে (৫৯৯ শকে) ভুবনেশ্বরের নিকটস্থ অলাবুকেশ্বরের মন্দির, কুণ্ডলকেশরীর সময়ে (৭৫০ শকে) পুরীর মার্কণ্ডেয়েশ্বরের মন্দির, মৎস্যকেশরীর সময়ে ভুবনেশ্বরের নিকটবর্ত্তী আঠারনালা এবং শালিনীকেশরীর সময়ে তৎপত্নী কর্ত্তৃক ভুবনেশ্বরের নাটমন্দির নির্ম্মিত হয়। কেশরী-বংশ অস্তমিত হইলে গঙ্গবংশীয় নৃপতিগণ উড়িষ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই বংশের প্রথম রাজা চোড়গঙ্গ।

তৎপুত্র গঙ্গেশ্বর পিপ্‌লীর নিকটস্থ কোশল্যাগঙ্গা নামক সরোবর খনন করাইয়া দেন। তাঁহার পুত্র একজটা-মহাদেব কেশরীরাজদিগের নির্ম্মিত মন্দিরগুলির রীতিমত মেরামত করাইতে সবিশেষ যত্নবান্ হইয়াছিলেন। গঙ্গবংশীয় ৫ম রাজা অনঙ্গভীমদেব। তাঁহার গুণগ্রামের কথা বিস্তর আছে। তিনি সর্ব্বপ্রথমে বীরশ্রী গজপতি গৌড়েশ্বর নব-কোটি কর্ণাটক বর্গেশ্বর বীরাধিবীরবর প্রতাপশ্রী এই উপাধি প্রাপ্ত হন। [অনঙ্গভীম দেখ।]

এই বংশের ৭ম রাজা লাঙ্গড়িয়া নৃসিংহ ১২০৪ শকে কণারকের অরুণস্তম্ভ স্থাপন করেন। তৎপুত্র কেশরীসিংহ বলগণ্ডী নদী ভরাট করিয়াছিলেন। ১৩৭৪ শকে এই বংশের লোপ হইলে কপিল নামে সূর্য্যবংশী একজন লোক কপিলেন্দ্রদেব নাম ধারণপূর্ব্বক উড়িষ্যার রাজা হইলেন। তিনি সেতুবন্ধ রামেশ্বর অবধি দখল করেন। এই বংশে প্রতাপরুদ্র জন্মগ্রহণ করেন। প্রতাপরুদ্রের রাজত্বকালে চৈতন্যদেব শ্রীক্ষেত্রদর্শনে আসেন। প্রতাপরুদ্রের পৌত্র কথারুয়া দেবের রাজত্বের পর কপিলবংশ বিলুপ্ত হয়। ১৫৫২ খৃঃ অব্দে মুকুন্দদেব রাজা হন। তাঁহার রাজত্বের অন্তিম-কালে দেবদ্বেষী কালাপাহাড় উড়িষ্যায় আসিয়া উপস্থিত হয়। মুকুন্দের পুত্র গৌড়িয়াগোবিন্দ রাজা হইলে কালাপাহাড় পুরী লুট করিতে যায়। এই সময় গোবিন্দ জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি লইয়া গড় পারিকুদে পলায়ন করেন। তৎপরে ১৯ বৎসর অরাজকে কাটিয়া যায়। অনন্তর ভূয়া-বংশীয় রামচন্দ্রদেব নামে এক ব্যক্তি রাজা হইলেন। তিনি জগন্নাথের অবশিষ্ট মূর্ত্তি আনাইয়া পুনরায় পুরীতে স্থাপন করিয়া যান। [জগন্নাথ দেখ।] (১)

---

(১) জগন্নাথের মাদলাপঞ্জী নামক পুথিতে রাজা যুধিষ্ঠির হইতে পর পর যে সকল হিন্দুরাজা উড়িষ্যায় রাজত্ব করেন, তাঁহাদের নাম পাওয়া যায়। আবশ্যক বিবেচনা করিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

রাজার নাম	বর্ষ	রাজত্বকাল	
১ যুধিষ্ঠির (২)	১২	১০৮—১২০	কল্যব্দ
পরীক্ষিৎ	৭৫৭	.১২০—৮৭৭	,,
জনমেজয়	৭১২	৮৭৭—১৫৮৯	,,
* শঙ্করদেব (১ম রাজা)	৪৮০	১৫৮৯—১৯৮৯	,,
গোতমদেব	৩৭০	১৯৮৯—২৩৫৯	,,
মহেন্দ্রদেব	২১৫	২৩৫৯—২৫৭৪	,,
ইষ্টদেব	১৩৪	২৫৭৪—২৭০৮	,,
* সেবকদেব	১৫০	২৭০৮—২৮৫৮	,,
বজ্রনাভদেব	১১৭	২৮৫৮—২৯৭৫	,,
নৃসিংহদেব	১১৫	২৯৭৫—৩০৯০	,,
মনকৃষ্ণদেব	১২২	৩০৯০—৩২১২	,,
ভোজরাজ	১২৭	৩২১২—৩৩৩৯	,,
* বিক্রমাদিত্য ও শকাদিত্য	১৩৫	৩৩৩৯—৩৪৭৪	,,
কর্ম্মাজিতদেব	৬৫	১—৬৫	শকাব্দ
চাটকেশ্বর	৫১	৬৫—১১৬	,,
বীরভুবনদেব	৪৩	১১৬—১৫৯	,,
নির্ম্মলদেব	৪৫	১৫৯—২০৪	,,
ভীমদেব	৩৭	২০৫—২৪১	,,
* শোভনদেব	৪	২৪১—২৪৫	,,
চন্দ্রদেব	৫	২৪৫—২৫০	,,
(যবনভোগ)	১৪৬	২৫০—৩৯৬	,,
* যযাতি কেশরী	৫২	৩৯৬—৪৪৮	,,
সূর্য্যকেশরী	৫৭	৪৪৮—৫০৫	,,
অনন্তকেশরী	৪০	৫০৫—৫৪৫	,,
* অলাবুকেশরী	৫৪	৫৪৫—৫৯৯	,,
কনককেশরী	১৬	৫৯৯—৬১৫	,,

---

(২) মাদলাপঞ্জীর সহিত রাজতরঙ্গিণীর অনৈক্য হইতেছে। রাজতরঙ্গিণীর মত ধরিলে কলির ৬৫৩ গতাব্দে যুধিষ্ঠির বিদ্যমান ছিলেন।

"শতেষু ষট্‌সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ॥" রাজতরঙ্গিণী ১।৫১

রাজার নাম	বর্ষ	রাজত্বকাল।	
বীরকেশরী	৮	৬১৫—৬২৩	শকাব্দ।
পদ্মকেশরী	৫	৬২৩—৬২৮	,,
বন্ধকেশরী	৯	৬২৮—৬৩৭	,,
বটকেশরী	১১	৬৩৭—৬৪৮	,,
গজকেশরী	১২	৬৪৮—৬৬০	,,
বসন্তকেশরী	২	৬৬০—৬৬২	,,
গন্ধর্ব্বকেশরী	১৬	৬৬২—৬৭৬	,,
জনমেজয়কেশরী	৯	৬৭৬—৬৮৫	,,
ভরতকেশরী	১৫	৬৮৫—৭০০	,,
কলিকেশরী	১৪	৭০০—৭১৪	,,
কমলকেশরী	১৯	৭১৪—৭৩৩	,,
কুন্দলকেশরী	১৮	৭৩৩—৭৫১	,,
চন্দ্রকেশরী	১৭	৭৫১—৭৬৮	,,
বীরচন্দ্রকেশরী	১৯	৭৬৮—৭৮৭	,,
অমৃতকেশরী	১৫	৭৮৭—৭৯৭	,,
বিজয়কেশরী	১৫	৭৯৭—৮১২	,,
চণ্ডপালকেশরী	১৪	৮১২—৮২৬	,,
মধুসূদনকেশরী	১৭	৮২৬—৮৪২	,,
ধর্ম্মকেশরী	১০	৮৪২—৮৫২	,,
জনকেশরী	১১	৮৫২—৮৬৩	,,
নৃপকেশরী	১২	৮৬৩—৮৭৫	,,
মকরকেশরী	৮	৮৭৫—৮৮৩	,,
ত্রিপুরকেশরী	১০	৮৮৩—৮৯৩	,,
মাধবকেশরী	১৮	৮৯৩—৯১১	,,
গোবিন্দকেশরী	১০	৯১১—৯২১	,,
নৃত্যকেশরী	১৪	৯২১—৯৩৫	,,
নৃসিংহকেশরী	১১	৯৩৫—৯৪৬	,,
কূর্ম্মকেশরী	১০	৯৪৬—৯৫৬	,,
* মৎস্যকেশরী	১৬	৯৫৬—৯৭২	,,
বরাহকেশরী	১৫	৯৭২—৯৮৭	,,
বামনকেশরী	১৩	৯৮৭—১০০০	,,
পরশুকেশরী	২	১০০০—১০০২	,,
চন্দ্রকেশরী	১২	১০০২—১০১৪	,,
সুজনকেশরী	৭	১০১৪—১০২১	,,
শালিনীকেশরী	৫	১০২১—১০২৬	,,
পুরঞ্জনকেশরী	৩	১০২৬—১০২৯	,,
বিষ্ণুকেশরী	১২	১০২৯—১০৪১	,,
ইন্দ্রকেশরী	৪	১০৪১—১০৪৫	,,
সুবর্ণকেশরী	৯	১০৪৫—১০৫৪	,,
(অরাজক)	১		
* চোরগঙ্গা	১৯	১০৫৫—১০৭৪	,,
* গঙ্গেশ্বর	১৪	১০৭৪—১০৮৮	,,
* একজটা-কামদেব	৫	১০৮৮—১০৯৩	,,
* মদন-মহাদেব	৪	১০৯৩—১০৯৭	,,

রাজার নাম	বর্ষ	রাজত্বকাল।	
* অনঙ্গভীমদেব	২৭	১০৯৭—১১২৪	শকাব্দ।
রাজরাজেশ্বরদেব	৩৫	১১২৪—১১৫৯	,,
* নাঙ্গুড়িয়া নৃসিংহদেব	৪৫	১১৫৯—১২০৪	,,
* কেশরীনৃসিংহ	২৫	১২০৪—১২২৯	,,
প্রতাপনৃসিংহ	২০	১২২৯—১২৪৯	,,
গতিকান্ত	২	১২৪৯—১২৫১	,,
কপিলনৃসিংহ	১	১২৫১—১২৫২	,,
* শঙ্খভাস্করনৃসিংহ	৭	১২৫২—১২৫৯	,,
শঙ্খবাসুদেব	২৪	১২৫৯—১২৮৩	,,
* বলিবাসুদেব	২১	১২৮৩—১৩০৪	,,
বীরবাসুদেব	১৯	১৩০৪—১৩২৩	,,
কলিবাসুদেব	১৩	১৩২৩—১৩৩৬	,,
* নেঙ্গট্‌ঝাঁটা বাসুদেব	১৫	১৩৩৬—১৩৫১	,,
নেত্রবাসুদেব	২৩	১৩৫১—১৩৭৪	,,
* কপিলেন্দ্রদেব	২৭	১৩৭৪—১৪০১	,,
* পুরুষোত্তমদেব	২৫	১৪০১—১৪২৬	,,
* প্রতাপরুদ্র	২৮	১৪২৬—১৪৫৪	,,
কানুয়াদেব	১	১৪৫৪—১৪৫৫	,,
কথারুয়াদেব	১	১৪৫৫—১৪৫৬	,,
গোবিন্দবিদ্যাধর	৭	১৪৫৬—১৪৬৩	,,
চক্রপ্রতাপ	৮	১৪৬৩—১৪৭১	,,
নৃসিংহ	১	১৪৭১—১৪৭২	,,
রঘুরাম ছোট্‌রা	১	১৪৭২—১৪৭৩	,,
* মুকুন্দদেব	৮	১৪৭৩—১৪৮১	,,
* গৌড়িয় গোবিন্দ	২	১৪৮১—১৪৮৩	,,
(অরাজক)	১৯	১৪৮৩—১৫০২	,,
* রামচন্দ্রদেব	২৯	১৫০২—১৫৩১	,,
পুরুষোত্তমদেব	২১	১৫৩১—১৫৫২	,,
* নৃসিংহদেব	২৫	১৫৫২—১৫৭৭	,,
গঙ্গাধরদেব	১	১৫৭৭—১৫৭৮	,,
বলভদ্রদেব	৮	১৫৭৮—১৫৮৬	,,
* মুকুন্দদেব	২৮	১৫৮৬—১৬১৪	,,
দ্রব্যসিংহদেব	২৩	১৬১৪—১৬৩৭	,,
* কৃষ্ণদেব	৫	১৬৩৭—১৬৪২	,,
গোপীনাথদেব	৭	১৬৪২—১৬৪৯	,,
* রামচন্দ্রদেব	১১	১৬৪৯—১৬৬০	,,
* বীরকিশোরদেব	৩৭	১৬৬০—১৬৯৭	,,
দ্রব্যসিংহদেব (২য়)	১৮	১৬৯৭—১৭১৫	,,
* মুকুন্দদেব	১৯	১৭১৫—১৭৩৪	,,
* রামচন্দ্রদেব	৪৭	১৭৩৪—১৭৮১	,,

* চিহ্নিত রাজগণের বিবরণ বিশ্বকোষে তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।

১৫১০ খৃষ্টাব্দে ইস্মাইল গাজী মুসলমানদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম উড়িষ্যা আক্রমণ করিতে আইসে। কিন্তু সে সময়ে মুসলমানেরা আধিপত্যস্থাপন করিতে সমর্থ হয় নাই। তখনও হিন্দুরাজগণের প্রবল প্রতাপ ছিল। কালাপাহাড়ের সময় হইতে উড়িষ্যার রাজারা নানাপ্রকারে হীনবল হইয়া পড়েন। এই সময়ে বাঙ্গালার নবাব সুলেমান করয়াণী উড়িষ্যার অনেক স্থান জয় করেন।

১৫৭৪ খৃঃ অব্দে অকবরের সেনাপতি মুনিম খাঁ ও রাজা তোড়রমল উড়িষ্যা আক্রমণে আসিলেন। বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার নবাব দাউদের সহিত তাহাদের জলেশ্বরের নিকট মোগলমারীতে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে দাউদ পরাস্ত হন। তাহাতে বাঙ্গালা ও বেহার অকবরের হইল। দাউদ কেবলমাত্র উড়িষ্যার নবাব রহিলেন। [দাউদ দেখ] মধ্যে দাউদের প্ররোচনায় আফগানেরা পুনরায় মোগলদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিল। মোগল পাঠানে নানা স্থানে যুদ্ধ হইল। ১৫৭৯ খৃঃ অব্দে, অকবর মসুম খাঁ কাবুলীকে উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে মসুম খাঁ পাঠানদিগের সহিত যোগ দিয়া মোগলদিগকে উড়িষ্যা হইতে তাড়াইয়া দিলেন। তৎপরে কুৎলু খাঁ নামে একজন পাঠান উড়িষ্যার সিংহাসন অধিকার করিলেন। অকবর কুত্‌লুর বিরুদ্ধে মোগলসেনা পাঠাইয়া দেন। সলিমাবাদে কুত্‌লু খাঁ সপ্তগ্রামের শাসনকর্ত্তা নজাৎকে পরাজয় করেন। [কুত্‌লু খাঁ দেখ।]

১৫৯০ খৃঃ অব্দে, রাজা মানসিংহ বাঙ্গালা ও বেহারের শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিলেন। বর্ষাকালে বর্দ্ধমানের দক্ষিণ-পশ্চিমদিকস্থ গড়মান্দারণে অবস্থান করিয়া উড়িষ্যাবিজয়ে অগ্রসর হইলেন। ধরপুরে কুত্‌লু খাঁর সহিত যুদ্ধ হয়। সেবারও মোগলসৈন্য পরাস্ত হইল এবং মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ বন্দী হইলেন, কুত্‌লু খাঁ বিষ্ণুপুর অধিকার করিলেন। অল্পদিন পরেই সহসা কুত্‌লু খাঁর মৃত্যু হয়। তাঁহার প্রধান উজীর ঈশা খাঁ মানসিংহের সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। জগৎসিংহ মুক্ত হইলেন। এই সময়ে পুরী অকবরের অধিকারভুক্ত হইল।

১৫৯২ খৃঃ, সুলেমান ও ওস্মান নামক কুত্‌লু খাঁর দুই পুত্র সন্ধিভঙ্গ করিয়া পুরী আক্রমণ করিলেন। তখন রাজা মানসিংহ দ্বিতীয়বার উড়িষ্যায় উপস্থিত হইলেন। বনাপুরে মোগলপাঠানে আবার দেখাদেখি হইল। এবারেও পাঠানসৈন্য পরাভূত হইল। অবশেষে সুলেমান ও ওসমান পুনরায় অবশিষ্ট পাঠানসৈন্য একত্র করিয়া সারণগড়ে যুদ্ধার্থ অস্ত্রধারণ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা আর মোগলতেজ সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না। এই স্থানেই মোগলপাঠানে শেষ যুদ্ধ হইয়া গেল। তখন সুলেমান ও ওস্মান মানসিংহের কাছে অবনত হইল। উড়িষ্যারাজ্য অকবরের অধিকারে আসিল। রাজা মানসিংহ বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার রাজপ্রতিনিধি হইলেন। এই সময়ে উড়িষ্যার দেশীয় রাজা রামচন্দ্রদেব অকবর কর্ত্তৃক মহাসম্মান প্রাপ্ত হন। অকবরের অধিকারে আসিলে উড়িষ্যা, (বাঙ্গালা ও বেহারের সহিত) একজন শাসনকর্ত্তা দ্বারা শাসিত হইত।

১৬০৭ খৃঃ উড়িষ্যা স্বতন্ত্র হইল। হাশিম খাঁ নামক এক ব্যক্তি শাসনকর্ত্তা হইলেন।

১৬১১ খৃঃ রাজা কল্যাণমল উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিলেন। এই সময়ে, ওসমান পুনরায় লুপ্ত-স্বাধীনতা উদ্ধারে প্রয়াসী হইলেন। তিনি পাঠানদিগের সহিত মিলিত হইয়া একবার শেষ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু এবার আর তাঁহাকে ফিরিতে হইল না, সুবর্ণরেখাতীরে তিনি রণশয্যায় শয়ন করিলেন।

এতদিন খোরদা ও রাজমহেন্দ্রী ছাড়া উড়িষ্যার সকল স্থানই অকবরের অধীন হইয়াছিল। ১৬১৮ খৃঃ, মুকরম খাঁ নামক তৎকালীন শাসনকর্ত্তা খোরদার রাজাকে পরাস্ত করিয়া খোরদাও দিল্লীসম্রাটের অধিকারভুক্ত করিলেন। কিন্তু রাজমহেন্দ্রী স্বাধীন রহিল।

১৬২১ খৃঃ, শাহজহান বিদ্রোহী হন। তিনি নিজ পিতা জাহাঙ্গীরের নিযুক্ত তৎকালীন শাসনকর্ত্তা আহ্মদবে-কে পরাস্ত করিয়া উড়িষ্যা অধিকার করেন। এখানে পাঠান সামন্তেরা শাহজানের সঙ্গে যোগ দেয়।

১৬২৪ খৃঃ,: শাহজহান ইংরাজদিগকে বঙ্গদেশে জাহাজ লইয়া বাণিজ্য করিতে আদেশ প্রদান করেন, কিন্তু তৎকালীন বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা আজিম খাঁ ইংরাজদিগকে বালেশ্বরের নিকটবর্ত্তী পিপলী নামক স্থানে কেবল জাহাজ লাগাইতে আদেশ দেন।

১৭০৬ খৃঃ, বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যার নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ উড়িষ্যা হইতে মেদিনীপুর জেলা স্বতন্ত্র করিয়া লয়েন। ইতিপূর্ব্বে মেদিনীপুর উড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল।

১৭২৫ খৃঃ, মহম্মদ তকি খাঁ উড়িষ্যার সহকারী শাসনকর্ত্তা হইয়া আসেন। এই সময়ে খোরদার হিন্দুরাজা রামচন্দ্রদেব মুসলমান বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। অনেক যুদ্ধের পর হিন্দুরাজ কটকে বন্দী হইলেন, এই সময়ে জগন্নাথের পাণ্ডারা মুসলমান ভয়ে দেবমূর্ত্তি লইয়া পলায়ন করেন।

১৭৩৪ খৃঃ, মুর্শিদকুলী খাঁ উড়িষ্যার সহকারী শাসনকর্ত্তা হইয়া আসেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন যে পূর্ব্বকার মত তেমন খাজনা আদায় হয় না ; ইহার প্রধান কারণ জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি পুরীতে না থাকায়, দূর দেশান্তর হইতে যাত্রিগণ আর আসে না। পূর্ব্বে যাত্রীদের গমনাগমন থাকায় খাজনার পরিমাণ ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতেছিল। তখন মুর্শিদকুলী পাণ্ডাদিগকে মূর্ত্তি আনাইয়া পুনরায় মন্দিরে স্থাপন করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন, তদনুসারে জগন্নাথের মূর্ত্তি পুনরায় আনীত হইল। খাজনাও অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

১৭৩৯ খৃঃ, সরফরাজ খাঁ বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা হইলেন। তৎপরবর্ষেই আলীবর্দ্দী খাঁ তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া আপনি সিংহাসন অধিকার করিলেন।

১৭৪১-৪২ খৃঃ, মার্হাট্টাদিগের উৎপাত আরম্ভ হয়। মুর্শিদকুলীর দেওয়ান মীর হবীব মার্হাট্টাদিগকে গুপ্তভাবে উড়িষ্যায় আহ্বান করিল। আলীবর্দ্দী তাহাদিগকে তাড়াইবার জন্য অনেক বার যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু তাহাতে বড় কিছু হইল না। ১৭৪৫ খৃঃ রঘুজী ভোন্‌সলা বঙ্গদেশ আক্রমণ করিতে আসেন। এই সময়ে উড়িষ্যা তাঁহার হস্তগত হয়। তিনি মীর হবীবকে প্রতিনিধি রাখিয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করেন। ১৭৪৭ খৃঃ মিরজাফর মার্হাট্টাদিগকে কটক হইতে বিদূরিত করিবার জন্য প্রেরিত হইলেন। কিন্তু তিনিও কিছু করিতে পারিলেন না। মার্হাট্টারা আফগানদিগের সহিত মিলিত হইল।

১৭৫১ খৃঃ, আলীবর্দ্দী মার্হাট্টাদিগকে উড়িষ্যা হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য সসৈন্যে কটকে উপস্থিত হইলেন। মার্হাট্টাগণ পরাস্ত হইল, কিন্তু কিছুতেই তাহারা দেশত্যাগ করিতে চাহিল না। তখন আলীবর্দ্দী অগত্যা তাহাদিগকে উড়িষ্যা ছাড়িয়া দিলেন এবং বঙ্গদেশের চৌথ হিসাবে প্রতিবর্ষে ১২ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন।

মার্হাট্টাদিগের মধ্যে শিবভাট শাস্ত্রী প্রথম শাসনকর্ত্তা হইলেন। তাঁহারা ১৭৫৬ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮০৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত উড়িষ্যা শাসন করেন। ইতিমধ্যে মার্হাট্টা পীড়নে উৎপীড়িত হইয়া অনেক প্রজা জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইংরাজদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে।

১৮০৩ খৃঃ ১৮ অক্টোবর ইংরাজেরা কটকের দুর্ভেদ্য দুর্গ হস্তগত করেন। এই দিবসের যৎসামান্য যুদ্ধে তাহারা মার্হাট্টাদের হস্ত হইতে উড়িষ্যার শাসনভার কাড়িয়া লইলেন। মার্হাট্টাদিগের প্রবল প্রতাপ সেই দিবস হইতে উড়িষ্যা রাজ্য পরিত্যাগ করিল। উড়িষ্যা অধিকার হইল বটে, কিন্তু যাহাদের লইয়া রাজ্য তাহারা কোথায়? ভূম্যধিকারি নাই যে ভূমির খাজনা দিবে, কৃষক নাই যে শস্য উৎপাদন করিবে। ইংরাজ দেখিল শত শত গ্রাম মানবশূন্য পড়িয়া আছে ; শৃগাল তাহার রাজা, কুকুর তাহার প্রহরী। ইংরাজেরা ঘোষণা করিলেন, প্রজাদের আর কোন ভয় নাই, যে যেখানে থাক, আসিয়া নিজ নিজ ভূমি উপভোগ কর। প্রথমে বড় একটা কেহ ঘেঁসে নাই। ক্রমে ক্রমে প্রজা আসিয়া জুটিল, পূর্ব্বে যেমন সমৃদ্ধিশালী ছিল, আবার সেইরূপ হইয়া উঠিল।

ইংরাজের হাতে আসিলে প্রধানতঃ তিন নিয়ম প্রচলিত হইল। ১ম, খণ্ড নামক অসভ্যজাতির প্রতি কোন প্রকার কর বা নিয়ম ধার্য্য হইবে না ; তাহারা পরস্পর বিবাদ করিয়া রক্তপাত না করে এইজন্য সর্ব্বদাই তাহাদিগের উপর ইংরাজ কর্ম্মাধ্যক্ষের নজর থাকিবে। ২য়, করদরাজদিগকে রীতিমত কর দিতে হইবে, তাহাদিগের প্রতিও গবর্ণমেণ্ট করবৃদ্ধি করিতে পারিবেন না। ৩য়, কটক, পুরী ও বালেশ্বর এই তিনটি গবর্ণমেণ্টের খাসমহল থাকিল, উপস্বত্ব গবর্ণমেণ্ট পাইবেন।

আবহাওয়া—উড়িষ্যার আবহাওয়া বঙ্গপ্রদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের মত। এখানে গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীতঋতুই প্রধান। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়মাসে তীর্থযাত্রীদের জনতার জন্য এখানে সচরাচর ওলাউঠা দেখা দেয়।

বাণিজ্য—উড়িষ্যা ভারতের সমুদ্রতটস্থ হওয়ায় অতি প্রাচীন কাল হইতে ইহা একটি প্রধান বাণিজ্যস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বকালে এখানে মুদ্রার পরিবর্ত্তে কড়ি ও মুক্তা দ্বারা আদান প্রদান চলিত।

এখানকার শস্যের মধ্যে চাউল সর্ব্বপ্রধান। এই স্থান হইতে নানা দেশে চাউল ও কার্পাস রপ্তানী হইয়া থাকে।

উদ্ভিদ্—উড়িষ্যায় নানা প্রকার উদ্ভিদ্ জন্মাইয়া থাকে। তন্মধ্যে শিশু, শাল, পিয়াশাল, কেন্দু, গম্ভারী, পনস, জেওত, কদম্ব, কেলিকদম্ব, দেবদারু, ঝাউ, বট, তিনিশ, পিপুল, ইটা প্রভৃতিই প্রধান। ফুলের মধ্যে মল্লিকা, মালতী রজনী, কাটচাঁপা, গোলাপ, চাঁপা, পদ্ম, সিমুল, অপরাজিতা, সূর্য্যমুখী, কেয়া, কাঞ্চন, কৃষ্ণচূড়া, মন্দার, জাতি, গাংশিউলী প্রভৃতি।

ফল মূল ও শাক সবজীর মধ্যে—আম, গোলাপজাম, লিচু, কদলী, কামরাঙ্গা, আতা, তাল, খেজুর, নারিকেল,

কন্দমূল, কয়মচা, মূলা, পিচ, মউল, তেঁতুল, কাগজীনেবু, কমলানেবু, বাতাপীনেবু, তরমুজ, খরা, নার্কুলী, আমড়া, চিচিঙ্গা, উচ্ছা, করোলা, ঝিঙ্গা, খরবুজ, কাকুড়, ফুটী, কুমড়া, লাউ, পেঁপিয়া, খামআলু, কৎবেল, বেল, আনারস, পিয়ারা, তিখুর, সকরকন্দ, পিঁয়াজ, লশুন, অড়হর, বুট, গম, রাই-সরিষা, সরিষা, মকা, পাণ, সুপারি, পুঁইশাক, নটিয়াশাক ইত্যাদি।

ঔষধের ব্যবহারযোগ্য এই কয়েকটি দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে—ঘৃতকুমারী, সাদাধুতরা, কালধুতরা, ভেজিবেগুন, অক্রান্তি, নাভি-অঙ্কুরী, ফুটফুটিয়া, কুচিলা, নির্ম্মল্লী, আকন্দ, মেঁদি, অনন্তমূল, খদির, বাবুল, পুদীনা, তুলসী, কালতুলসী, (রুকুণী হাড়পোড়া), চন্দ্রচূড়, পলাশ, গোক্ষুর, চিতা, গাঁজা, বচ, গাব, পাণমৌরী, জোয়ান, গুগগুল, দাড়িম, গিলা, নিম, বাদাম, বএড়া, গুলঞ্চ, হরীতকী, বাগভেরেণ্ডা, হাড়ভাঙ্গা, সোঁদাল ইত্যাদি।

উৎকল, উড়িয়া জাতিবিশেষ। পঞ্চগৌড়ের মধ্যে পঞ্চম। [গৌড় দেখ।] এই জাতি উৎকলদেশে বাস করে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ব্রাহ্মণদিগের মত জাতিভেদপ্রথার উপর উড়িয়া ব্রাহ্মণদের তত আঁটাআঁটি নাই। কিন্তু ইহারা বড় অহঙ্কারী, স্ব স্ব জাতির গৌরব করিতে ভালবাসে। ইহারা স্বভাবতই চতুর, কার্য্যকুশল ও পরিশ্রমী। উড়িয়া-ব্রাহ্মণেরা সকল প্রকার ব্যবসাই করিয়া থাকে, তাহাতে লজ্জা বোধ করে না। ইহাদের আচার ব্যবহার অনেকটা বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ-দিগের মত, কিন্তু এদেশের মত শুদ্ধাচারী নয়।

উৎকলদেশে চারিশ্রেণীর ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হয় ;—১ দক্ষিণশ্রেণী, ২ পণ্যারিশ্রেণী, ৩ যাজপুরশ্রেণী, ৪ উৎকলশ্রেণী।

উহাদিগের এই কয়েকটি উপাধি পাওয়া যায়,—মিশ্র, তেওয়ারী, ষট্‌পথী, পাঁড়ে, রাহা, নন্দ, ওঠ, দাস, সরঙ্গী, মহাপাত্র, পাণ্ডা, সাবুণ, সেনাপতি, নেকাব, মেকাব, পাঠী, পাত্রী, সোথা, পশুপালক, বরু, মুধিরথ, পরিহারী, খুণ্টিয়া, গয়া-বরু, নাহাক, ত্রিপতী, আচার্য্য, উপাধ্যায় ইত্যাদি।

এখন উড়িয়ারা ভারতবর্ষের নানা স্থানে বাস করিতেছে।

(ত্রি) উৎ-কল-অচ্। ভারবাহক। মুটে।

উৎকালপ (ত্রি) উচ্চ ময়ূরপুচ্ছ ("তীরস্থলী বর্হিভিরুৎ-কলাপৈঃ।" রঘু ১৬। ৬৪।)

উৎকলিকা (স্ত্রী) উৎ-কল-বুন্-টাপ্। ১ উৎকণ্ঠা। ২ ঊর্ম্মি, ঢেউ। ৩ ফুলের কুঁড়ি। ৪ হেলা। উৎকলিকোৎকণ্ঠা হেলা সলিলবীচিষু। মেদিনী।)

উৎকলিকাপ্রায় (ক্লী) সমাসযুক্ত গদ্যভেদ। ("ভবে-দুৎকালিকাপ্রায়ং সমাসাঢ্যদৃঢ়াক্ষরম্।" ছন্দোম০)

উৎকলিত (ত্রি) উৎ-কল-ক্ত। ১ উৎকণ্ঠিত। ২ বুদ্ধিমান্।

উৎকর্ষণ (ক্লী) উৎ-কর্ষ-ল্যুট্। কর্ষণ। (মেঘদূত ১৬)

উৎকা (স্ত্রী) উৎ-কন্-টাপ্। উৎকণ্ঠিতা নায়িকা।

উৎকাকা (স্ত্রী) উৎক-অক-অচ্-টাপ্। প্রতিবর্ষপ্রসূতা গাভী।

উৎকাকুৎ (ত্রি) উন্নতং কাকুদমস্য। (উদ্বিভ্যাং কাকুদস্য। পা ৫। ৪। ১৪৮। উদ্ ও বি ইহার পর কাকুদ শব্দ থাকিলে বহুব্রীহি সমাসে অন্তের লোপ হয়।) উন্নত তালুযুক্ত।

উৎকার (পুং) উৎ-কৄ-(কৄ ধান্যে। পা ৩। ৩। ৩০।) ইতি ঘঞ্। ধান্যোৎক্ষেপণ, ধানসারা।

উৎকারিকা (স্ত্রী) উৎ-কৄ-ণ্বুল্। সুশ্রুতোক্ত শোকাদি নিবারক এক প্রকার পাচন। যথা:

"নিবর্ত্ততে ন যঃ শোফো বিরেকান্তৈরুপক্রমৈঃ ॥
তস্য সম্পাচনং কুর্য্যাৎ সমাহৃত্যৌষধানি তু।
দধিতক্রসুরাসুক্তধান্যাম্লৈর্যোজিতানি তু ॥
স্নিগ্ধানি লবণীকৃত্য পচেদুৎকারিকাং শুভাং ॥
সৈরণ্ডপত্রয়া শোফং নাহয়েদুষ্ণয়া তয়া ॥" চিকিৎসিত ১অঃ

উপবাস হইতে বিরেচন পর্য্যন্ত প্রক্রিয়া দ্বারা যদি ভাল না হয়, তবে দধি, তক্র, সুরা, শুক্ত, কাঞ্জি, ঘৃত ও লবণ মিশাইয়া উৎকারিকা উষ্ণ পাক করিবে। উষ্ণ থাকিতে এরণ্ড পত্র সহযোগে শোফে বাঁধিয়া দিবে।

উৎকাস (পুং) উৎকমস্তি অস-অণ্। কাশরোগ বিশেষ, ঊর্দ্ধগত শ্লেষ্মোৎক্ষেপক রোগ। কাসী। ণিচ্ ল্যুট্। উৎকাসন।

উৎকির (ত্রি) উৎ-কৄ-কর্ত্তরি শ। উৎক্ষেপক।

উৎকীর্ণ (ত্রি) উৎ-কৄ-ক্ত। ১ উৎক্ষিপ্ত। ২ উল্লিখিত। ৩ ক্ষত, বিদ্ধ। ৪ ক্ষোদিত।

উৎকীর্ত্তন (ক্লী) ঘোষণা। প্রচার।

উৎকুঞ্চিকা (স্ত্রী) ওষধিভেদ। কালজীরা। [কাল-জীরা দেখ।]

উৎকুট (পুং) উন্নতং কুটো যত্র। উত্তানশয়ন, চিৎ হইয়া শোয়া।

উৎকুণ (পুং) উৎ-কুণ হিংসনে অদ০ চুরা০ কর্ম্মণি অচ্। কেশকীট, উকুণ [উকুণ দেখ]

উৎকুজ (পুং) কোকিলের শব্দ।

উৎকূট (পুং) ছত্র, ছাতা।

উৎকৃতি (স্ত্রী) ২৬ অক্ষর ছন্দোবিশেষ।

উৎকৃত্ত (ত্রি) উৎ-কৃৎ-ক্ত। ১ ছিন্ন। ২ উৎখাত।

উৎকৃষ্ট (ত্রি) উৎ-কৃষ্-ক্ত। ১ প্রশস্ত। ২ উত্তম, শ্রেষ্ঠ। ৩ উৎকর্ষান্বিত। ৪ কর্ষণবৎ ক্ষেত্রাদি।

উৎকোচ (পুং) উৎ-কুচ সঙ্কোচে ক। ঘুস। ঢৌকন। (প্রাভৃতং ঢৌকনং লঞ্চোৎকোচঃ কৌশলিকামিষে। উপাচারপ্রদানন্দাহায়ো গ্রাহয়নে অপি॥ হেম ৩। ৪০১।)

উৎকোচক (ত্রি) উৎকোচ-কন্। যে ঘুস্ দেয়। (পুং) ধৌম্যাশ্রম নিকটস্থ তীর্থবিশেষ। (ভারত০ আদি০ ১৮৩ অঃ)

উৎক্রম (পুং) উৎ-ক্রম-অচ্। ব্যতিক্রম। বৈপরীত্য। (ব্যুৎক্রমস্তূৎক্রমোঽক্রমঃ। হেম ৬। ১৪৭।)

উৎক্রমণ (ক্লী) উৎ ক্রম-ল্যুট্। অপসরণ।

"দেহাদুৎক্রমণঞ্চাস্মাৎ পুনর্গর্ভে চ সম্ভবম্।" মনু ৬। ৬৩।

উৎক্রান্ত (ত্রি) উৎ-ক্রম-ক্ত। ১ উদ্গত। ২ অতিক্রান্ত, উল্লঙ্ঘিত।

উৎক্রান্তি (স্ত্রী) উৎ-ক্রম-ক্তিন্। দেহ হইতে অপসরণ। ("ম্রিয়মাণস্যোৎক্রান্তিপ্রকারঃ।" মধুসূদন সরস্বতী।)

উৎক্রোশ (পুং) উৎ-ক্রুশ-অচ্। জলচর পক্ষিবিশেষ। কুররপক্ষী। ২ চীৎকার।

উৎক্ষিপ্ত (ত্রি) উৎ-ক্ষিপ-ক্ত। ঊর্দ্ধে ক্ষিপ্ত। (পুং) ধুতরাফল।

উৎক্ষিপ্তকম্পন (ক্লী) ভূমিকম্পবিশেষ; এই প্রকার কম্প হইলে ভূমি যেন উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে।

উৎক্ষিপ্তিকা (স্ত্রী) উৎ-ক্ষিপ-ক্তিন্-কন্-টাপ্। কর্ণালঙ্কারবিশেষ। কাণকড়া, কাণতড়্কা। (উৎক্ষিপ্তিকা তু কর্ণান্দূ। হেম ৩। ৩২০।)

উৎক্ষেপ (পুং) উৎ-ক্ষিপ-ঘঞ্। ঊর্দ্ধে ক্ষেপণ। কর্ত্তরি অচ্। (ত্রি) উৎক্ষেপকারক।

উৎক্ষেপক (ত্রি) উৎ-ক্ষিপ-ণ্বুল্। ১ ঊর্দ্ধে নিক্ষেপকারী। ২ যে ঊর্দ্ধে ফেলিয়া দিয়া অপহরণ করে।

"উৎক্ষেপকগ্রন্থিভেদৌ করসন্দংশহীনকৌ।"

যাজ্ঞবল্ক্য ২। ২৭৭।

উৎক্ষেপণ (ক্লী) উৎ-ক্ষিপ-ল্যুট্। ১ ঊর্দ্ধে ক্ষেপণ। ২ উদঞ্চন, ধান্যোৎক্ষেপণ বস্তু। ৩ ষোড়শপণ। (উৎক্ষেপণমুদঞ্চনং, পণং ষোড়শকে। হেম০ অনে ৪। ৭৫।) ৪ ব্যজন। ৫ ন্যায়মতে পঞ্চকর্ম্মান্তর্গত কর্ম্মবিশেষ।

"উৎক্ষেপণং ততোঽবক্ষেপণমাকুঞ্চনং তথা। প্রসারণঞ্চ গমনং কর্ম্মাণ্যেতানি পঞ্চ চ॥" ভাষাপরি০ ৬।

উৎখলা (স্ত্রী) উৎ-খল-অচ্-টাপ্। মুরা নামক গন্ধদ্রব্য। [মুরা দেখ।]

উৎখাত (ত্রি) উৎ-খন-ক্ত। ১ উন্মূলিত। ২ উৎপাটিত। ("রথেনানুৎখাতস্তিমিতগতিনা।" শকুন্তলা।) (ক্লী) ৩ উৎখনন।

উৎখাতকেলি (পুং) কেলিবিশেষ, শৃঙ্গাদি দ্বারা বৃষগজাদির ন্যায় মৃত্তিকাখনন।

উৎখেদ (পুং) উৎ-খিদ-ভাবে ঘঞ্। ছেদন।

উত্ত (ত্রি) উন্দ ক্লেদনে ক্ত, নুদবিদেতি পক্ষে নত্বাভাবঃ। আর্দ্রবস্তু, ভিজা।

উত্তংস (পুং) উৎ-তংস-অচ্, হলশ্চেতি ঘঞ্ বা। ১ কর্ণভূষণ, কাণের গহনা। ২ শিরোভূষণ, শিরোপা। (আপীড়শেখরোত্তংসাবতংসাঃ শিরসঃ স্রজি। হেম ৩। ৩১৮)।

উত্তংসিক (পুং) নাগবিশেষ।

উত্তপ্ত (ক্লী) উৎ-তপ-ক্ত। ১ শুষ্কমাংস। ২ সন্তাপ। (ত্রি) ১ তপ্ত। ২ সন্তপ্ত, দগ্ধ। ৩ পরিপ্লুত। (উত্তপ্তং শুষ্কমাংসেঽথ ত্রিষু তপ্তে পরিপ্লুতে। মেদিনী।)

উত্তভিত (ত্রি) উন্নমিত।

উত্তম (ত্রি) উৎ-তমপ্। ১ উৎকৃষ্ট। শ্রেষ্ঠ।

"উত্তমঃ পুরুষস্তন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।" গীতা। ২ অন্ত্য। (উত্তমশব্দোঽন্ত্যার্থঃ। সি০ কৌ০)।

(পুং) ৩ বিষ্ণু। ৪ উত্তানপাদরাজপুত্র সুরুচির গর্ভজাত। কুবেরের হস্তে তিনি নিহত হন। ৫ প্রিয়ব্রতপুত্র, তৃতীয় মনু। ৬ একবিংশতি ব্যাস। ৭ জনপদ বিশেষ। (ভারত ভীষ্ম ৯ অঃ) ইহা বিন্ধ্যপ্রদেশে ছিল। (পুরাণান্তরে উত্তমর্ণ, উত্তামার্ণ এইরূপ পাঠ লক্ষিত হয়।)

উত্তমফলিনী (স্ত্রী) উত্তম-ফল-ণিনি-ঙীপ্। দুগ্ধিকাবৃক্ষ, ক্ষীরাই।

উত্তমর্ণ (পুং) উত্তমমৃণমস্য। ঋণদাতা, মহাজন। উত্তমং দেয়ত্বেনাস্ত্যস্য ঠন্। উত্তমর্ণিক।

"রাজ্ঞাধমর্ণিকো দাপ্যঃ সাধিতাদ্দশকং শতম্। পঞ্চপঞ্চ শতং দাপ্যঃ প্রাপ্তার্থোহ্যুত্তমর্ণিকঃ॥" যাজ্ঞবল্ক্য ২। ৪৩।

উত্তমসংগ্রহ (পুং) ১ সম্যক্ সংগ্রহণ। ২ নির্জ্জনে পরস্ত্রীসহ পরস্পর আলিঙ্গন উপবেশনাদিরূপ প্রেমালাপ।

উত্তমসাহস (পুং) স্মৃত্যুক্ত দণ্ড বিশেষ। ১০০০ বা ৮০০০ পণ দণ্ড। ১,৮০,০০০ পণ দণ্ড।

"পরস্য পতনীয়াক্ষেপে কৃতে তূত্তমসাহসম্।" যাজ্ঞবল্ক্য।

উত্তমা (স্ত্রী) উৎ-তমপ্-টাপ্। ১ উৎকৃষ্টা স্ত্রী। ২ স্বীয়াদি নায়িকা ভেদ, ইহার লক্ষণ মন্দকারিণী হইলেও প্রিয়তমের প্রতি হিতকারিণী। ৩ দুগ্ধিকা বৃক্ষ, ক্ষীরাই।

উত্তমাঙ্গ (ক্লী) উত্তমং প্রশস্তমঙ্গং, কর্ম্ম। ১ মস্তক। [মস্তক দেখ।] ২ মুখ।

"উত্তমাঙ্গোদ্ভবাজ্জ্যৈষ্ঠ্যাদ্‌ ব্রাহ্মণশ্চৈব ধারণাৎ।" মনু ১। ৯৩।

উত্তমারণী (স্ত্রী) ইন্দীবরী, শতমূলী।

উত্তমৌজা [স্] (পুং) ১ দশম মনুপুত্র ভেদ। ২ একজন মহাবীর। কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবদিগের পক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করেন। (ভারত)

উত্তম্ভ (পুং) উৎ-স্তন্ভ-ঘঞ্। ১ স্তম্ভীভাব, থামা। ২ নিবৃত্তি। ৩ অবলম্ব।

উত্তম্ভন (ক্লী) উৎ-স্তন্ভ-ল্যুট্। অবলম্বন। করণে ল্যুট্। ঠেকো, খুঁটি।

উত্তর (ক্লী) উৎ-তৃ-অপ্, উৎ-তরপ্ বা। ১ প্রতিবাক্য, জবাব। ("প্রশ্নশ্চোত্তধি র্ষা পৃচ্ছা তস্ত খণ্ডনমুত্তরম্।" যাজ্ঞবল্ক্য) ২ দোষভঞ্জন বাক্য। ৩ জিজ্ঞাসিত বিষয়ে আপন মত প্রকাশ। ৪ কেহ আহ্বান করিলে তৎশ্রবণসূচক বাক্য।

(ত্রি) ৫ ঊর্দ্ধ। ৬ উদীচী, উত্তরদিক্। ৭ প্রধান, শ্রেষ্ঠ। ৮ অনন্তর।

(পুং) ৯ শিব। ১০ বিরাটরাজপুত্র। কৌরবেরা বিরাট-রাজের গোহরণ করিলে ইনি অর্জ্জুনকে সারথি করিয়া তাঁহাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে যান। ১১ পর্ব্বতবিশেষ।

উত্তরকাল (পুং) ১ ভবিষ্যৎকাল। ২ যৌগকাল।

উত্তরকুরু (পুং) জম্বুদ্বীপের বর্ষবিশেষ। কুরুবর্ষ। বর্ত্তমান রুষতাতার, তুর্কস্থান ও তিব্বতের উত্তর পশ্চিমাংশকে অতি পূর্ব্বকালে উত্তরকুরু বলিত।

উত্তরকুরু সম্বন্ধে অনেকের মত ভেদ আছে। অধ্যাপক লাসেনের মতে এই জনপদ তিব্বতের মধ্যে, ব্রহ্মপুত্র (সানপু) নদের উভয় তীরে। (Karte von Alt Indien দেখ)। উইলফোর্ডের মতে হিমালয়ের সানুদেশে, তিব্বতের একটি নগর। (As. Researches, Vol. IX 63. 67 : XIV. 387) ভৌগোলিক সেন্টমার্টিন এই স্থানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে, ইহা একটি কল্পিত স্বর্গ। (E'tude sur la Géographie Grecque et Latine de'l Inde, 413-414)। কিন্তু এতন্নামক স্থান যে পূর্ব্বকালে ছিল, তাহা নিম্নলিখিত প্রমাণগুলি পাঠ করিলে সহজেই স্বীকার করা যায়। যথা—ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ৮। ১৪।

"যে কে চ পরেণ হিমবন্তং জনপদা উত্তরকুরব উত্তর-মদ্রা ইতি।"

রামায়ণে অরণ্যকাণ্ডে ৩৯। ১৮।

"উত্তরাংশ্চ কুরূন্ পশ্যন্ পশ্চংশ্চৈব নগোত্তমান্।
দেবদানবযক্ষৈশ্চ সেবিতং হ্যমৃতার্থিভিঃ॥" ইত্যাদি।

মহাভারতের মতে সুমেরুর উত্তর ও নীল পর্ব্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে উত্তরকুরু অবস্থিত। (ভীষ্ম ৫ অঃ)

জৈনদিগের অরিষ্টনেমিপুরাণান্তর্গত হরিবংশে লিখিত আছে—

"নীলমন্দরমধ্যস্থা উত্তরাঃ কুরবো মতাঃ।" ৫। ১৬৬।
নীল ও মন্দর পর্ব্বতের মধ্যে উত্তরকুরু। (বিষ্ণু-পু ২। ২। ১৩)
এখন দেখা যাউক, প্রাচীন শাস্ত্রানুসারে বর্ত্তমান কোন স্থান হইতে কতদূর অবধি উত্তরকুরু নিরূপিত হইয়াছে। আমাদের হরিবংশে লিখিত আছে—

"ততোঽর্ণবং সমুত্তীর্য্য কুরূনপ্যুত্তরান্ বয়ম্।
ক্ষণেন সমতিক্রান্তা গন্ধমাদনমেব চ॥" ১৭০। ১০।

"সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া উত্তরকুরু প্রবেশ, তৎপরে ক্ষণকাল মধ্যে গন্ধমাদন অতিক্রম করিলাম।" উক্ত শ্লোকের দ্বারা অনুমান হইতেছে, সমুদ্রতীর হইতে গন্ধমাদন পর্ব্বত পর্য্যন্ত সমুদায় ভূখণ্ড পূর্ব্বকালে উত্তরকুরু বা কুরুবর্ষ বলা হইত।

রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে, কাশ্মীররাজ ললিতা-দিত্য কাম্বোজ, ভুঃখার *, দরদ, স্ত্রীরাজ্য প্রভৃতি জয় করিলে উত্তরকুরুবাসীরা ভয়ে পর্ব্বতপ্রদেশে পলাইয়া যায়।

"ভুঃখারাঃ শিখরশ্রেণীর্যাতঃ সন্ত্যজ্যবাজিনঃ।
কুণ্ঠভাবস্তদুৎকণ্ঠাং নিহ্নুদৃ ষ্ট্বা হয়াননাম্॥
চিন্তা ন দৃষ্ট্বা ভৌট্টানাং বক্ত্রে প্রকৃতিপাণ্ডুরে।
তস্য প্রতাপো দরদাং ন সেহেঽনারতং মধু॥
স্ত্রীরাজ্যদেবাস্তস্যাগ্রে বীক্ষ্য কম্পাদিবিক্রিয়াম্।
উত্তরাকুরবোঽবিক্ষংস্তত্তয়াজ্জন্মপাদপান্॥" ৪।১৬৭-১৭৫।

উক্ত শ্লোকের দ্বারা স্ত্রীরাজ্যের পরই উত্তরকুরু নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। স্ত্রীরাজ্য গন্ধমাদনের উত্তরপশ্চিমে, উহার বর্ত্তমান স্থান তিব্বতের পশ্চিমাংশে। [আর্য্যাবর্ত্তের মানচিত্রে স্ত্রীরাজ্য ও গন্ধমাদন দেখ।]

টলেমি ওত্তরকোর্হ (Ottarokorrha) নামক একটি জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন, উহা সংস্কৃত উত্তরকুরু শব্দের রূপান্তর মাত্র। তাঁহার মতে এই স্থান সেরিকা (চীনে)র কিয়দংশ। (Ptolemy, Geog. VI. 16.)

রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে লিখিত আছে—

"তং তু দেশমতিক্রম্য শৈলোদা নাম নিম্নগা।
উভয়োস্তীরয়োস্তস্য কীচকা নাম বেণবঃ॥
তে নয়ন্তি পরং তীরং সিদ্ধান্ প্রত্যানয়ন্তি চ।
উত্তরাঃ কুরবস্তত্র কৃতপুণ্যপ্রতিশ্রয়াঃ॥" ৪৩। ৩৭-৩৮।

সেইস্থান অতিক্রম করিয়া শৈলোদা নামী নদী, সেই নদীর উভয়তীরে কীচক নামক বেণু আছে, সিদ্ধগণ সেই বেণু দ্বারা নদীর পূর্ব্ব ও পরপারে গমনাগমন করেন। উত্তরকুরু সেই নদীর নিকটবর্ত্তী, তথায় পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ বাস করিয়া থাকেন।

* ভুঃখারার বর্ত্তমান নাম বোখারা, তাতার রাজ্যের অন্তর্গত।

রামায়ণোক্ত শৈলোদা নদী মহাভারতের কোন কোন স্থানে শিলানামে কথিত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমকগণ শিলিস্ (Silis) নামে একটী নদীর উল্লেখ করিয়াছেন। এই নদীর সহিত মহাভারতের শিলা নদীর বিশেষ সাদৃশ্য আছে। ঐ শিলিস্ নদীর বর্ত্তমান নাম জকর্তেশ বা সরীকুল (Ukert Geographie der Griechen and Romer, Vol. iii. 2. p. 238) এক্ষণে এই সরীকুল নদী আরল হ্রদে পতিত হইয়াছে। য়ুরোপীয় ভূবেত্তারা বলেন, পূর্ব্বকালে আরল ও কাস্পিয়সাগর একত্র মিলিত ছিল। (London Geogr. Journal) পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিদ্ ষ্ট্রাবোর মতে এখনকার কাস্পিয়সাগর পূর্ব্বকালে উত্তরমহাসাগর অবধি বিস্তৃত ছিল।

রামায়ণে লিখিত আছে, উত্তরকুরু অতিক্রম করিয়া উত্তরসমুদ্র।

"তমতিক্রম্য শৈলেন্দ্রমুত্তরঃ পয়সাম্নিধিঃ।"

কিষ্কিন্ধ্যা ৪৩। ৫৪।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতেও এই স্থানের উত্তরে ঊর্ম্মিসমাকুল সমুদ্র। যথা—

"উত্তরাণাং কুরূণান্তু পার্শ্বে জ্ঞেয়স্তুত্তরঃ।
সমুদ্রঃ সোর্ম্মিমালোক্য নাগাসুরনিষেবিতাম্ ॥" ব্রহ্মাণ্ডপু ৫০অঃ

উক্ত প্রমাণসমূহের দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, পূর্ব্বকালে উত্তরকুরু বর্ত্তমান কাস্পিয়সাগরের দক্ষিণতীর হইতে গন্ধমাদন পর্ব্বতের উত্তরাংশ অবধি বিস্তৃত ছিল।

রামায়ণ ও মহাভারতের মতে এই স্থান মণিময় ও কাঞ্চনবালুকাসম্পন্ন, স্থানে স্থানে হীরক, বৈদূর্য্য ও পদ্মরাগতুল্য রমণীয় ভূমিখণ্ড আছে। এখানে কামফলপ্রদ বৃক্ষ সকলের মনোরথ পূর্ণ করিয়া থাকে। এখানকার ক্ষীরী নামক বৃক্ষ ক্ষীর বর্ষণ করে, এই বৃক্ষের ফলগর্ভে বস্ত্র ও আভরণ উৎপন্ন হয়। হেথা পুষ্করিণী সকল পঙ্কশূন্য ও মনোরম, এই জন্য সকল সময়েই সুখস্পর্শা হইয়া থাকে। এখানকার লোকেরা প্রিয়দর্শন ও শুক্লবংশসম্ভূত। স্ত্রীগণ অপ্সরাসদৃশ। সকলে ক্ষীরিবৃক্ষের অমৃতসদৃশ ক্ষীর পান করিয়া থাকে। চক্রবাকচক্রবাকীর ন্যায় দম্পতী এককালে জন্মগ্রহণ করিয়া সমভাবে পরিবর্দ্ধিত হয়। তাহারা একাদশ সহস্র বৎসর জীবিত থাকে, কেহ কাহারে কখন পরিত্যাগ করে না। মৃত্যু হইলে ভারুণ্ড পক্ষিসকল তাহাদিগকে হরণ করিয়া গিরিদরীতে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। * (মহাভারত, ভীষ্ম ৭ অঃ; রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যা ৪৩ সর্গ।)

* প্লিনি অত্তকোরম্ নামে একটী জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন; ইহার সহিত সংস্কৃত উত্তরকুরুর অনেকটা সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়—

"*Gens hominum Attacorum, apricis ab omnio noxio afflatu seclusa collibus, eadem, qua Hyperborei degunt, temperie,*' Pliny, His, Nat. vi. 17. অর্থাৎ তপনতাপিত গিরিমালা-বিঘ্নকারি-বায়ু হইতে অত্তকোরবাসীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য মেখলারূপে তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছে। তাহারা উত্তরপ্রান্তদেশবাসীর ন্যায় চিরবসন্ত উপভোগ করে।

উত্তরকোশল, প্রাচীন জনপদবিশেষ। বর্ত্তমান অযোধ্যা প্রদেশের উত্তরাংশ। (রামায়ণ উত্তরা ১০৭ সর্গ।)

উত্তরকোশলা (স্ত্রী) অযোধ্যানগরী।

উত্তরকেন্দ্র (পুং) পৃথিবীর উত্তরপ্রান্ত।

উত্তরক্রিয়া (স্ত্রী) ১ উত্তরকালকর্ত্তব্য কর্ম্ম। ২ সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধাদি পিতৃকার্য্য।

উত্তরঙ্গ (ক্লী) উত্তরমঙ্গম্ কর্ম্মং শকন্ধ্যা°। দ্বারোর্দ্ধস্থ দারু। দ্বারের উপরিস্থ বক্রকাষ্ঠ, কুমীরকা। (তিৰ্য্যগ্‌দ্বারোর্দ্ধ্বদারুত্তরঙ্গং। হেম° ৪। ৭২) (ত্রি) উদগততরঙ্গ, তরঙ্গিত। ("অপামিবাধারমনুত্তরঙ্গম্।" কুমার ৩। ৪৮।)

উত্তরচ্ছদ (পুং) কর্ম্মধা। শয্যার উপরি আস্তরণবস্ত্র, বিছানার চাদর। (নিচোলঃ প্রচ্ছদপটো নিচুলশ্চোত্তরচ্ছদঃ হেম ৩। ৩৪০।)

উত্তরজ্যোতিষ (পুং) ভারতের পশ্চিমদিক্‌স্থ জনপদবিশেষ।

"কৃৎস্নং পঞ্চনদঞ্চৈব তথৈবামরপর্ব্বতম্।
উত্তরজ্যোতিষঞ্চৈব তথা দিব্যকটং পুরম্ ॥"

ভারত, সভা ৩১ অঃ।

উত্তরণ (ক্লী) উৎ-তৃ-ল্যুট্। ১ উত্তরণ, নদ্যাদি পার হওয়া। ২ কোন স্থানে উপস্থিত হওয়া।

উত্তরণ-স্থান (ক্লী) সরাই, আড্ডা, যে স্থানে পৌছান যায়।

উত্তরদায়ক (ত্রি) উত্তরং দদাতি দা-ণ্বুল্। ১ প্রত্যুত্তরদাতা, যে জবাব দেয়। ২ যে ভৃত্যাদি প্রভুর সমক্ষে জবাব দিয়া নিজ দোষ ঢাকিতে চেষ্টা করে।

"পরপুংসি রতা নারী ভৃত্যশ্চোত্তরদায়কঃ।
সসর্পে চ গৃহে বাসো মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ ॥" হিতোপদেশ।

উত্তরদিক্ (স্ত্রী) দিক্‌বিশেষ। উদীচী।

উত্তরদিক্‌কাল (পুং) রবিবারে উত্তরদিগ্‌ঘটিকালচক্র।

উত্তরদিক্‌পাশ (পুং) বৃহস্পতিবারে উত্তরদিকে যাত্রাযুদ্ধাদি নিষেধজ্ঞাপক পাশচক্র। (রত্নসার)

উত্তরদিগীশ (পুং) ১ কুবের। ২ বুধ।

উত্তরদিগ্বলী [ন্] (পুং) উত্তরস্যাং দিশে বলী। ১ শুক্র। ২ চন্দ্র।

উত্তরপক্ষ (পুং) ১ বিচারপক্ষ। পূর্ব্বপক্ষের নিরাসক সিদ্ধান্তপক্ষ। ২ উত্তরবিকল্প। ৩ কৃষ্ণপক্ষ।

উত্তরপট (পুং) ১ উত্তরীয়, উড়ানী। ২ বিছানার চাদর।

উত্তরপথিক (ত্রি) উত্তরঃ তদ্দেশভবঃ পন্থানং (পথঃ কন্। পা ৫।১।৭৫।) ইতি কন্। পথিক। উত্তরদেশবাসী।

উত্তরপদ (ক্লী) ১ সমাসের শেষ পদ। ২ সমাসযোগ্য পদ।

উত্তরপশ্চিম (পুং) উত্তর ও পশ্চিমদিকের মধ্যবর্ত্তী স্থান। নৈর্ঋত কোণ।

উত্তরপাড়া, বাঙ্গালা প্রদেশের অন্তর্গত হুগলী জেলাস্থ একটি নগর। বালির উত্তরে হুগলীনদীর পশ্চিমপার্শ্বে অবস্থিত। (১৮৮১ সালের গণনানুসারে) লোকসংখ্যা ৫৩০৭, তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই অধিক, কেবল ১৪২ জন মুসলমান। এখানে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় আছে।

উত্তরপাড়ার পুস্তকাগার প্রসিদ্ধ, উহা মৃত জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

উত্তরপাদ (পুং) চতুষ্পাদ ব্যবহারান্তর্গত দ্বিতীয়পাদ।

"পূর্ব্বপক্ষঃ স্মৃতঃ পাদো দ্বিতীয়শ্চোত্তরঃ স্মৃতঃ।" বৃহস্পতি।

উত্তরপূর্ব্ব (পুং) ঈশানকোণ।

উত্তরফল্গুনী } **উত্তরাফাল্গুনী** } (স্ত্রী) উত্তরা ফলতি ফল (ফলেগুর্ক্ চ। উণ্ ।) ইতি উনন্ গুক্ চ গৌরাদিং ঙীষ্ ফল্গুনশব্দাৎ স্বার্থে অণ্ ঙীষ্—ফল্গুনী।) দ্বাদশনক্ষত্র। (*B Leonis*) ইহার রূপ দক্ষিণোত্তর মিলি পর্য্যঙ্কাকৃতি তারকদ্বয়। অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—অর্য্যমা। এই নক্ষত্রে জন্ম গ্রহণ করিলে মানুষ দাতা, দয়ালু, সুশীল, কীর্ত্তিমান্, সুমতি, শ্রেষ্ঠ, ধীর ও অত্যন্ত মৃদুস্বভাব হয়। ইহার প্রথম পাদ সিংহরাশি, উত্তরপাদত্রয় কন্যারাশি।

উত্তরভাদ্রপদ (পুং) ষড়্বিংশনক্ষত্র। স্ত্রিয়াং টাপ্। পর্য্যায়—প্রোষ্ঠপদা, অহির্ব্রধ্নদেবতা (*a Andromedæ.*) পর্য্যঙ্করূপ অষ্টতারাত্মক। এই নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে ধনী, কুলীন, কার্য্যকুশল, রাজমান্য, বলবান্, মহাতেজস্বী, সৎকর্ম্মকারী ও বন্ধুভক্ত হয়

উত্তরমানস (ক্লী) মানসের উত্তরস্থ তীর্থবিশেষ।

"কালোদকং নন্দিকুণ্ডং তথা চোত্তরমানসম্।
অভ্যেত্য যোজনশতাদ্ভ্রূণহা বিপ্রমুচ্যতে॥"

ভারত অনু০ ২৫ অঃ।

উত্তরমীমাংসা (স্ত্রী) উত্তরস্য বেদান্তভাগস্য উপনিষদ্‌রূপস্য মীমাংসা। পঞ্চাধ্যায়োপেত বাক্যসমূহাত্মক বিচার-বিষয়কগ্রন্থ। অপর নাম ব্রহ্মসূত্র। [মীমাংসা দেখ।]

উত্তররাঢ়ী ১ বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগের মধ্যে শ্রেণী বিশেষ। ইহারা রাঢ়ের উত্তরাংশে বাস করিত বলিয়া উত্তররাঢ়ী নাম হইয়াছে। ২ চব্বিশ পরগণাস্থ কামারদিগের একটী শ্রেণী। ৩ চাসাধোপা ও নাপিতদিগের একটী শ্রেণী। ৪ বঙ্গদেশীয় জেলে-কৈবর্ত্ত ও মুচীদিগের মধ্যে একটী শ্রেণী।

উত্তরবস্তি (পুং) সুশ্রুতোক্ত মূত্রাশয়ে স্নেহপ্রয়োগ করিবার যন্ত্রবিশেষ। সুশ্রুত বলেন, "এই যন্ত্র রোগীর অঙ্গুলির চতুর্দ্দশাঙ্গুলি পরিমিত দীর্ঘ, অগ্রভাগ মালতীপুষ্পের বৃন্তের ন্যায় এবং ইহাতে সরিষার মত ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকিবে। উত্তর-বস্তিতে স্নেহের পরিমাণ এক কুঁচ। রোগী ২৫ বৎসরের কম হইলে বিবেচনাসঙ্গত স্নেহমাত্রা প্রয়োগ করিবে। স্ত্রীলোকের অপত্যপথের চারি অঙ্গুলি অন্তরে মূত্রনালী, তাহার ছিদ্র পরিমাণ মুদ্গতুল্য ও দশাঙ্গুলি দীর্ঘ। উত্তর-বস্তি প্রয়োগ করিতে হইলে অপত্যপথের ৪ আঙ্গুল ও মূত্রনালী মধ্যে ২ অঙ্গুল ও অল্পবয়স্কা কন্যা হইলে ১ আঙ্গুল নল প্রয়োগ করিবে। এরূপ স্থলে ঔরভ্র বা শূকরের বস্তিই ব্যবহার্য্য, অভাবে পক্ষীদের গলদেশের চর্ম্ম, তদভাবে হরিণের পায়ের চর্ম্ম, বা অন্য কোন প্রকার কোমল চর্ম্ম ব্যবহার করিবে। রোগীকে প্রথমে স্নিগ্ধ ও স্বেদ প্রয়োগ করিয়া ঘৃত দুগ্ধসহ যথাশক্তি যবাগূ পান করাইবে। পরে জানু পরিমিত স্থানে পৃষ্ঠদেশ রাখিয়া (উপবিষ্ট ভাবে) এবং বস্তি ও মুষ্কদেশ উষ্ণ তৈলে অভ্যক্ত করিয়া মেঢ্রনলে দৃঢ় ও ঋজু করিবে। তৎপরে মেঢ্র মধ্যে অগ্রে শলাকা দ্বারা অন্বেষণ করিয়া ঘৃতাক্ত শলাকা ৬ অঙ্গুলি পরিমাণে অল্প অল্প প্রবিষ্ট করিবে। বস্তি প্রয়োগ করিয়া পুনরায় নল অল্প অল্প নির্গত করিবে। স্নেহ বাহির হইলে অপরাহ্নে দুগ্ধ, যূষ, বা মাংসরস পরিমিত মাত্রায় ভোজন করাইবে। এই নিয়মে তিন কি চারি বস্তি প্রয়োগ করিবে। দূষিত শুক্র বা শোণিত, মূত্রাঘাত, মূত্রদোষ, যোনিদোষ, শুক্রদোষ, শর্করা-শ্মরী, বস্তিশূল, বঙ্ক্ষণশূল ও মেঢ্রশূল এই সমস্ত এবং মেহরোগ ভিন্ন অন্যান্য উৎকট বস্তিজাত রোগ উত্তরবস্তি দ্বারা আরোগ্য হয়।

উত্তরবস্ত্র (ক্লী) উত্তরীয়। চাদর।

উত্তরবাদী [ন্] (ত্রি) উত্তর-বদ-ণিনি। প্রতিবাদী, আসামী।

"সাক্ষিষূভয়তঃ সৎসু ভবন্তি পূর্ব্ববাদিনঃ।
পূর্ব্বপক্ষেঽধরীভূতে ভবন্ত্যুত্তরবাদিনঃ॥" যাজ্ঞবল্ক্য ২।১৭।

উত্তরবারেন্দ্র (পুং) বঙ্গদেশীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-মধ্যে শাখা-ভেদ। [বারেন্দ্র দেখ।]

উত্তরবেদি (স্ত্রী) ১ বেদোক্ত বেদিভেদ। ("যে বেদী বা-বগ্নী ভবতঃ। স উত্তরস্যামেব বেদৌ উত্তরবেদিম্ উপকিরন্তি ন দক্ষিণস্যাম্।" শতপথব্রা° ২।৫।২।৬।) ২ কুরুক্ষেত্র সমন্তপঞ্চক তীর্থের অপর নাম। ভারতে বন ৮৩ অঃ।

"তরন্তকারন্তকয়োর্যদন্তরং রামহ্রদানাঞ্চ মচক্রুকস্য চ।
এতৎ কুরুক্ষেত্রসমন্তপঞ্চকং পিতামহস্যোত্তরবেদিরুচ্যতে॥"

তরন্তক, অরন্তক, রামহ্রদ ও মচক্রুক এই কএক স্থানের মধ্যবর্ত্তিস্থান কুরুক্ষেত্রসমন্তপঞ্চক, উহাই পিতামহের উত্তর-বেদি বলিয়া বিখ্যাত।

উত্তরসক্থ (ক্লী) একদেশিতৎ। সক্থির উত্তর ভাগ।

উত্তরসাক্ষী [ন্] (ত্রি) সাক্ষিভেদ।

"সাক্ষিণামপি যঃ সাক্ষ্যং স্বপক্ষং পরিভাষতাম্।
শ্রবণাচ্ছ্রাবণাদ্বাপি স সাক্ষ্যুত্তরসংজ্ঞকঃ॥" নারদ।

উত্তরহনু (পুং) চোয়ালের উপরিভাগ। (অথর্ব্ব ৯।৭।২।)

উত্তরা (স্ত্রী) ১ উত্তর দিক্। বিরাটরাজকন্যা, অভিমন্যুর সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। ইহাঁর গর্ভে পরীক্ষিতের জন্ম।

উত্তরাধর (ত্রি) উচ্চ নীচ। ("উত্তরাধরা ইব ভবন্ত্যো-যন্তি।" শতপথব্রাঃ ৫।৩।৪।২১।)

উত্তরাধিকারী [ন্] (ত্রি) পূর্ব্বস্বামীর অভাবে তাঁহার ধনাদির অধিকারী পুত্র প্রভৃতি। এ দেশে স্মৃতির মতে, কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে প্রথমে তাহার পুত্র, তদভাবে পৌত্র, তদভাবে প্রপৌত্র পুত্রের ন্যায় সমান অধিকারী হয়। প্রপৌত্র পর্য্যন্ত না থাকিলে পত্নী, তাহার অভাবে স্বামি-কুল, তদভাবে পিতৃকুল প্রাপ্ত হইবে। এই ধনে স্ত্রী জীবিত-স্বত্ব ভোগ করিবে, নিজ স্ত্রীধনের মত দান বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে পারিবে না। তাহার অভাবে তাহার কুমারী, তদভাবে বাগদত্তা, তদভাবে বিবাহিতা (পুত্রবতী) বা যাহার পুত্র হইবে এমত সম্ভাবনা আছে। (কন্যা, পুত্র-হীনা ও বিধবা ইহারা অধিকারিণী হয় না।) বিবাহিতা দুহিতা অভাবে দৌহিত্র। তদভাবে পিতা। তদভাবে মাতা, তদভাবে ভ্রাতা, প্রথমে সোদর, সোদর না থাকিলে বৈমাত্রেয়। সোদরের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র, তাঁহার পুত্র না হইলে বৈমাত্রের ভ্রাতৃপুত্র। সোদরের মাতৃবিষয়ে প্রথমে আপন সোদর, তদভাবে বৈমাত্রেয়। এইরূপে বিমাতার বিষয়ে প্রথমে বিমাতৃপুত্র, তদভাবে তাহার অসংসৃষ্ট পুত্র। ভ্রাতার অভাবে ভ্রাতৃপুত্র, তদভাবে বৈমাত্রের ভ্রাতৃপুত্র। ভ্রাতৃপুত্রা-ভাবে ভ্রাতৃপৌত্র। তদভাবে পিতৃদৌহিত্র অর্থাৎ নিজ ভগিনীপুত্র বা বৈমাত্রের ভগিনীপুত্র, তদভাবে পিতামহ, তদভাবে পিতামহী, তদভাবে পিতার সহোদরভ্রাতা, তদভাবে পিতার বৈমাত্রের ভ্রাতা, তদভাবে পিতার সহোদর-পুত্র, তদভাবে পিতার সহোদর পৌত্র, তদভাবে পিতার বৈমাত্রের পুত্র, তদভাবে পিতার বৈমাত্রের পৌত্র ইত্যাদি ক্রমে অধিকারী হইবে। পিতার কুলে কেহ না থাকিলে পিতামহদৌহিত্র, তদভাবে প্রপিতামহদৌহিত্র, তদভাবে প্রপিতামহ, তদভাবে প্রপিতামহী। তাহার অভাবে পিতামহের সহোদর বা বৈমাত্রের ভ্রাতা পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে অধিকারী। এই ভাবে পিণ্ডদগণের অভাবে মাতামহ, মাতুল, মাতুলপুত্র ক্রমান্বয়ে অধিকারী। তদভাবে অধস্তন সগোত্রীয়, আহারদাতা প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে অধিকারী। তদভাবে ঊর্দ্ধতন সগোত্রীয় ধনী, দত্তঅন্নভুক্, বৃদ্ধপ্রপিতা-মহাদি পুত্রপৌত্রাদিক্রমে অধিকারী। তদভাবে চতুর্দ্দশ পুরুষের জ্ঞাতিসম্পর্কীয় অধিকারী। ধনীর আপনার উভয়কুলে কেহ না থাকিলে তাহার গুরু, তদভাবে শিষ্য, তদভাবে সতীর্থ, তদভাবে একগ্রামভুক্ত গ্রামবাসী। এরূপ কেহ না থাকিলে রাজা উত্তরাধিকারী হইয়া থাকেন।

উত্তরাপথ (পুং) উত্তরা উত্তরস্যাং পন্থাঃ অচ্। ভারত-বর্ষের উত্তরস্থিত দেশ।

"উত্তরাপথদেশস্য রক্ষিতারো মহীক্ষিতঃ।"

হরিবংশ ১১।১৪।

উত্তরাভাস (পুং) দুষ্ট উত্তর, অসদুত্তর।

উত্তরায়ণ (ক্লী) উত্তরা উত্তরস্যাং অয়নং সূর্য্যাদেঃ (পূর্ব্বপদাৎ সংজ্ঞায়ামগঃ। পা ৮।৪।৩।) ইতি ণত্বম্। সূর্য্যের উত্তরদিগ্-গমনকাল, মকরসংক্রান্তি হইতে ছয় মাস।

"ভানোর্মকরসংক্রান্তেঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।" সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

"শিশিরশ্চ বসন্তোঽপি গ্রীষ্মঃ স্যাদুত্তরায়ণে।"

হারীত ১।৪ অঃ।

উত্তরায়ণে শিশির, বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতু হইয়া থাকে।

উত্তরায়ণান্তবৃত্ত, সূর্য্যের উত্তরে গতির সীমানির্ণায়ক রেখা, বিষুবরেখার ২৩॥০ অংশ উত্তরে যে অক্ষরেখা কল্পিত হইয়া থাকে (Tropic of Cancer)।

উত্তরার্দ্ধ (ক্লী) উৎকৃষ্টমর্দ্ধম্। ১ দেহের পূর্ব্বার্দ্ধ। ২ শেষার্দ্ধ।

"মধ্যে নৈবোত্তরার্দ্ধেনাজ্যমবেক্ষতে।" শতপথব্রা ১।২১।১৩।

উত্তরাশা (স্ত্রী) উত্তর দিক্।

উত্তরাশ্ম [ন্] (পুং) পার্ব্বতীয় দেশ বিশেষ। (রাজ-তরঙ্গিণী ৪।১৫৭।)

উত্তরাষাঢ়া (স্ত্রী) উত্তরা-আষাঢ়া। একবিংশ নক্ষত্র

ইহার রূপ সূর্য্যের ন্যায়, ১ তারাযুক্ত, ইহার অধিদেবতা বিশ্ব। কাহারও মতে গজদন্তবৎ ৮টী তারকাযুক্ত। এই নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে দাতা, দয়াবান্, বিজয়ী, বিনীত, সৎকর্ম্মী, ধনশালী ও স্ত্রীপুত্র পাইয়া অত্যন্ত সুখী হয়।

উত্তরাসঙ্গ (পুং) ঊর্দ্ধে আসজ্যতে উত্তর-আ-সঞ্জ-ঘঞ্। উত্তরীয়ক (হেম ৩। ৩৩৫), উড়ানী, চাদর।

উত্তরাহ (পুং) উত্তর-অহঃ-টচ্। পরদিন।

উত্তরিকা (স্ত্রী) নদীবিশেষ। ভরত রাজগৃহ হইতে অযোধ্যা আসিবার কালে সর্ব্বতীর্থ নামক গ্রামে এই নদী পার হইয়া আসেন। 'উত্তরগা' এইরূপ পাঠান্তর লক্ষিত হয়। (রামায়ণ, অযোধ্যা ৭১। ১৪।)

উত্তরীয় (ক্লী) উত্তরস্মিন্ দেহভাগে (গহাদিভ্যশ্ছঃ। পা ৪। ২। ১৩৮।) ইতি ছ। উত্তরীয় বস্ত্র, উড়ানী, দোছট।

উত্তরেদ্যুঃ [স্] (অব্য) পর দিনে, কল্য, আগামী দিবসে।

উত্তরোত্তর (ক্রি বিং) উত্তরস্মাদুত্তরঃ। ক্রমে ক্রমে, পর পর।

উত্তরো(রৌ)ষ্ঠ (পুং) উপরের ওষ্ঠ।

উত্তর্জ্জন (ক্লী) উচ্চৈস্তর্জ্জনম্, প্রাদি-স। উচ্চৈঃস্বরে ভর্ৎসনা।

উত্তলিত (ত্রি) উৎ-তল-ক্ত। উৎক্ষিপ্ত।

উত্তান (ত্রি) উদ্গতস্তানো বিস্তারো যস্মাৎ। ১ ঊর্দ্ধমুখে শায়িত, চিৎ। ২ অগভীর।

(উত্তানমগভীরে স্যাদূর্দ্ধাস্য শয়িতে ত্রিষু। মেদিনী।)

৩ ঊর্দ্ধতল।

উত্তানক (পুং) উৎ-তন-ণ্বুল্। উচ্চটাবৃক্ষ।

উত্তানপত্রক (পুং) রক্ত এরণ্ড বৃক্ষ, লাল ভেরাণ্ডা।

উত্তানপদ্ (স্ত্রী) ১ বৃক্ষ। ২ শক্তি। (ঋক্‌সংহিতামতে, উত্তানপদ্ হইতে দিক্ ও পৃথিবী জন্মে। ঋক্ ১০। ৭২। ৩-৪)

উত্তানপাদ (পুং) স্বায়ম্ভুব মনুপুত্র, ধ্রুবের পিতা। এই রাজার দুই পত্নী, সুনীতি ও সুরুচি। সুনীতির গর্ভে ধ্রুব, কীর্ত্তিমান্, আয়ুষ্মান্ ও বসু, সুরুচির গর্ভে উত্তম জন্মে। (হরিবংশ, বিষ্ণুপু°, ভাগবত)

উত্তানপাদজ (পুং) উত্তান-পাদ-জন-ড। ধ্রুব। [ধ্রুব দেখ।]

উত্তানশয় (ত্রি) উত্তানঃ ঊর্দ্ধমুখঃ শেতে শী-অচ্। অতি-শিশু (হেম ৩। ২) (ত্রি) যে চিৎ হইয়া শয়ন করে।

উত্তানশীব [ন্] (ত্রি) উত্তানস্থিত। (অথর্ব্ব ২। ২১। ১০)

উত্তাপ (পুং) উৎ-তপ ঘঞ্। ১ উষ্ণতা। ২ তাপ, উষ্মা।

উত্তার (পুং) উৎ-তৃ-ণিচ্-ঘঞ্। ১ মহান্, উদ্ভট, উত্তম। ২ বমন। ৩ উল্লঙ্ঘন। ৪ পারে গমন। ৫ (ত্রি) অত্যন্ত উচ্চ শব্দাদি।

উত্তারক (ত্রি) উৎ-তৃ-ণিচ্-ণ্বুল্। যে পার হইয়াছে।

উত্তারণ (ক্লী) উৎ-তৃ-ণিচ্-ল্যুট্। পারে গমন, উত্তরন। কর্ত্তরি ল্যু। বিষ্ণু। (ত্রি) উপরে গমনকারী।

উত্তারী [ন্] (ত্রি) উৎ-তৃ-ণিনি। চপল।

উত্তাল (ত্রি) উৎ-চুরাং তল-ঘঞ্। ১ বিকস্বর। (বিকস্বরোত্তালয়োঃ। হেম° অনে ৩। ৬২৮।) ২ উৎকট। ৩ শ্রেষ্ঠ, মহান্। ৪ প্রবল। (উত্তাল উৎকটে শ্রেষ্ঠে বিকরালে প্রবল্গমে। মেদিনী।)

উত্তিষ্ঠদ্ধোম (পুং) যজ্ঞবিশেষ, উপবেশন না করিয়া এই যজ্ঞ করিতে হয়।

উত্তিষ্ঠমান (ত্রি) উৎ-স্থা-শানচ্। ১ উত্থানশীল। ২ বৃদ্ধিশীল, বর্দ্ধমান।

উত্তীর্ণ (ত্রি) উৎ-তৃ-কর্ত্তরি ক্ত। ১ পারগত। ২ জল হইতে উত্থিত। ৩ নির্গত। ৪ অতিক্রান্ত। ৫ উপস্থিত। ৬ কৃতকার্য্য। ৭ মুক্ত, নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত।

উত্তুঙ্গ (ত্রি) উৎ-অতিশয়েন তুঙ্গঃ। উচ্চ, উন্নত, অত্যুচ্চ।

উত্তুর, বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত পুণা জেলার একটি নগর। ১৯° ১৭´ উঃ অক্ষা° এবং ৭৪´ ৩´ ৩০´´ পূঃ দেশান্তর মধ্যে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৫১৮০।

এই স্থানের নিকটে দুইটি দেবমন্দির আছে, একটী তুকারাম সাধুর গুরু কেশবচৈতন্যের উদ্দেশে, অপরটি মহাদেবের। প্রতিবর্ষে ভাদ্র মাসে এই মহাদেবের উৎসব হইয়া থাকে, তৎকালে বিস্তর লোক উপস্থিত হয়। মাহাট্টাদের শাসনকালে এই স্থানের চারিদিক্ ভীল জাতির উৎপাতে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে।

উত্তুষ (পুং) উদ্গতঃ তুষোহস্মাৎ। লাজ, খই।

উত্তেজনা (স্ত্রী) উৎ-তিজ-ণিচ্-যুচ্। ১ শাণাদি দ্বারা তীক্ষ্ণীকরণ। ২ উস্কন, প্রেরণা। ৩ প্রবর্ত্তন। ৪ ধমকান। ৫ উদ্দীপন। ৬ উৎসাহদান। ৭ সজীবকরণ। ৮ উৎপীড়ন।

উত্তেজিত (ত্রি) উৎ-তিজ-ণিচ্-ক্ত। ১ উদ্দীপিত। ২ প্রেরিত। ৩ শাণিত। ৪ উত্ত্যক্ত। ৫ বিরক্ত। ৬ প্রবর্ত্তিত। (ক্লী) ৭ অশ্বগতিবিশেষ।

উত্তেরিত (ক্লী) উৎ-তৃ-ভাবে ইতচ্। ১ অশ্বগতিভেদ। (পুং) ২ অশ্ব।

উত্তোরণ (ত্রি) উন্নতং তোরণমত্র। উচ্চপুরদ্বারযুক্ত নগরাদি।

উত্তোলন (ক্লী) উৎ-তুল-ভাবে ল্যুট্। উত্থাপন, ঊর্দ্ধে তোলা।

উত্তোলিত (ত্রি) উৎ-চুরাং তুল-ক্ত। ১ উৎক্ষিপ্ত, উঠান।

উত্ত্যক্ত (ত্র) উৎ-ত্যজ-ক্ত। ১ পরিত্যক্ত। ২ বিরক্ত। ৩ ঊর্দ্ধ ক্ষিপ্ত।

উত্রাস (পুং) উৎ-ত্রস্-ঘঞ্। অতিভয়।

উত্থ (ত্রি) উৎ-স্থা-ক। ১ উত্থিত। ২ উন্নত। ৩ উদ্গত। ৪ উৎপন্ন।

উত্থান (ক্লী) উৎ-স্থা-ল্যুট্। ১ উর্দ্ধে পতন। ২ উদ্যম। ৩ উদয়। ৪ উন্নতি। ৫ উঠান। ৬ তন্ত্র। ৭ পৌরুষ। ৮ পুস্তক। ৯ যুদ্ধ। (উত্থানমুদ্যমে তন্ত্রে পৌরুষে পুস্তকে রণে। মেদিনী।)

উত্থানৈকাদশী (স্ত্রী) চান্দ্র কার্ত্তিক মাসের শুক্ল একাদশী। [একাদশী দেখ।]

উত্থাপন (ক্লী) উৎ-স্থা-ণিচ্-ল্যুট্। ১ উত্তোলন। ২ প্রেরণ। ৩ প্রবোধন। ৪ উপস্থিত করণ। ৫ ক্ষোভণ।

উত্থাপিত (ত্রি) উৎ-স্থা-ণিচ্-ক্ত। ১ উত্তোলিত। ২ প্রেরিত। ৩ প্রবোধিত। ৪ ক্ষোভিত। ৫ যাহা উত্থাপন করা হইয়াছে।

উত্থিত (ত্রি) উৎ-স্থা-ক্ত। ১ উৎপন্ন। ২ উদ্গত। ৩ উদ্যত। ৪ বৃদ্ধিযুক্ত, বর্দ্ধিত।

উত্থিতাঙ্গুলি (পুং) ১ বিস্তৃতাঙ্গুলি। ২ করতল। ৩ চপেট, চাপড়।

উৎপট (পুং) উৎ-পট-অচ্। বৃক্ষাদির ত্বক্ ভেদ করিয়া উদ্গত নির্যাস।

("ত্বচ এবাস্য রুধিরং প্রস্যন্দি ত্বচ উৎপটঃ।" শতপথব্রা ১৪।৬।৯।৩১। 'উৎপটঃ বৃক্ষনির্যাসঃ।' ভাষ্য।)

উৎপত (পুং) উৎ পততি উর্দ্ধে গচ্ছতি উৎ-পত-অচ্। পক্ষী।

উৎপতন (ক্লী) উৎ-পত-ল্যুট্। ১ উর্দ্ধে গমন। ২ উৎপত্তি। ৩ উদয়। ৪ উত্থান। ৫ উৎপ্লবন। (উৎপতমুৎপত্তৌ তথোর্দ্ধগমনেঽপি চ। মেদিনী।)

উৎপতনিপতা (স্ত্রী) উৎপত নিপত ইত্যুচতে যস্যাং ক্রিয়ায়াম্। (ময়ূরব্যংসকাদয়শ্চ। পা ২।১।৭২।) ইতি ময়ু, সমা। উৎপতনাদি নির্দেশার্থ ক্রিয়া।

উৎপতাক (ত্রি) উত্তোলিতা পতাকা যস্মিন্। উত্তোলিত পতাকাযুক্ত পুরাদি।

"উৎপতাকধ্বজচ্ছত্রশোভিযুগ্যার্পিতাসনম্।"
রাজতরঙ্গিণী ৫।৪৭০।

উৎপতিত (ত্রি) উৎ-পত-ক্ত। ১ উত্থিত। ২ উদ্গত।

উৎপতিষ্ণু (ত্রি) উৎ-পত-ইষ্ণুচ্। উৎপতনশীল।

উৎপত্তি (স্ত্রী) উৎ-পত-ক্তিন্। ১ উদ্ভব, জন্ম। ২ আবির্ভাব। ৩ উর্দ্ধপতন। (উৎপত্তির্জন্মজন্মুষী। হেম ৬।৩।)

উৎপত্তিক্রম (পুং) জগতের উৎপত্তি-পরিপাট্য। যেমন উপনিষদের মতে, আত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ওষধি, ওষধি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে রেতঃ, রেতঃ হইতে পুরুষ উৎপন্ন হইয়াছে।

উৎপত্তিব্যুৎক্রম (পুং) বিপরীত ভাবে উৎপত্তি।

উৎপথ (পুং) শাস্ত্রবিরুদ্ধ, ন্যায় অতিক্রম। ("প্রমদা হ্যুৎপথং নেতুং কামক্রোধবশানুগম্।" মনু ২।২১৪।) ২ অসৎপথ, কুপথ।

উৎপথপ্রতিপন্ন, উৎপথপ্রবৃত্ত (ত্রি) যে কুপথ অবলম্বন করিয়াছে, অসৎ, মন্দ।

উৎপদ্যমান (ত্রি) উৎ-পদ-যৎ-শানচ্। জায়মান, যাহা উৎপন্ন হইয়াছে।

উৎপন্ন (ত্রি) উৎ-পদ-ক্ত। ১ জাত, উদ্ভূত। ২ উত্থিত।

উৎপল (ক্লী) উৎ-পল-অচ্। জলজাত লতাবিশেষ, জলপুষ্প। সংস্কৃত পর্য্যায়—পদ্ম, নল, নলিন, অম্ভোজ, অম্বুজন্ম, অম্বুজ, শ্রী, অম্বুরুহ, অম্বুপদ্ম, সুজল, অম্ভোরুহ, সারস, পঙ্কজ, সরসীরুহ, কুটপ, পাথোরুহ, পুষ্কর, বাজ্জ, তামরস, কুশেশয়, কঞ্জ, কঞ্জ, অরবিন্দ, শতপত্র, শতদল, বিসকুসুম, সহস্রপত্র, মহোৎপল, বারিরুহ, সরসিজ, সলিলজ, পঙ্কেরুহ, রাজীব, কমল।

হিন্দীতে কমল, বোম্বাইয়ে কন্বল, তামিলে অম্বল, ও তিব্বতে উৎপল বলে। (Nelumbium speciosum) ইহার ফুল বহুকাল হইতে হিন্দুদিগের অতি পবিত্র পুষ্প বলিয়া উক্ত হইয়া আসিতেছে। বেদসংহিতাতেও "কমলায় স্বাহা" এইরূপ মন্ত্র পাওয়া যায়। [তৈত্তিরীয়সংহিতা ৭।৩।১৮।১ দেখ।]

মহাভারতের মতে ভগবানের নাভি হইতে পদ্ম উত্থিত হয়, ইহা হইতে আবার ব্রহ্মা বাহির হন।

"প্রধানসমকালস্তু প্রজাহেতোঃ সনাতনঃ।
ধ্যানমাত্রে তু ভগবন্নাভ্যাং পদ্মঃ সমুত্থিতঃ॥
ততশ্চতুর্মুখো ব্রহ্মা নাভিপদ্মাদ্বিনিঃসৃতঃ।"
মহাভারত বন ২৭১।৪১-৪২।

পদ্ম লক্ষ্মী ও সরস্বতীর প্রিয়।

পাশ্চাত্যগণের মধ্যে থিওফ্রেষ্টেশ 'Kuamos Aigyptios (ইজিপ্টের সিম) এবং 'নীলুফর' নামে আরব্য ও পারস্য-বাসিগণ উল্লেখ করিয়াছে। এই লতা আমেরিকা, কাস্পীয় সাগরের তটস্থ প্রদেশ, ভারতবর্ষ, পারস্য, চীন ও মিসর দেশে জন্মে। তন্মধ্যে শ্বেত ও রক্তপদ্ম ভারতবর্ষের অনেক স্থানে, পারস্যে, তিব্বতে, চীনে ও জাপানে জন্মে। নীলপদ্ম কেবল কাশ্মীরের উত্তরাংশে, তিব্বতের অন্তর্গত গন্ধমাদনে এবং চীনের কোন কোন স্থানে পাওয়া যায়।

পৃথিবীর মধ্যে চীনদেশেই অধিক পদ্ম দেখা যায়। চীনেরা ইহার মূল খাইতে ভালবাসে।

উৎপল তিন প্রকার শ্বেত, রক্ত ও নীল।

শ্বেতপদ্মের নাম—শতপত্র, মহাপদ্ম, পুণ্ডরীক, শিতাম্বুজ, নল, সরোজ, নলিন, অরবিন্দ, মহোৎপল। বৈদ্যক শাস্ত্রের মতে ইহার গুণ—শীতল, মধুর, কফ ও পিত্তনাশক।

রক্তপদ্মের নাম—কোকনদ, রক্তোৎপল, হল্লক, রক্তসন্ধিক, রক্তসরোরুহ, রক্তাম্ভ, অরুণকমল, শোণপদ্ম, অরবিন্দ, রবিপ্রিয়, রক্তবারিজ। বৈদ্যকমতে ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, মধুর, শীতল, সন্তর্পণ, বৃষ্য। পিত্ত, কফ ও রক্তদোষনাশক। শ্বেত অপেক্ষা রক্তের গুণ কম।

নীলপদ্মের নাম ইন্দীবর, নীলোৎপল, মৃদুৎপল, কুবলয়,

নীলাব্জ, নীলমুৎপল, ভদ্র। রক্তোৎপল অপেক্ষা ইহা অল্পগুণযুক্ত।

পদ্মের বীজকোষের নাম কর্ণিকর, মধুর নাম মকরন্দ, পদ্মের পাপ্‌ড়িকে কিঞ্জল্ক এবং নালকে মৃণাল কহে।

হাকিমীর মতে ইহার গুণ—তিক্ত ও শৈত্যকারক।

পারস্য দেশ হইতে নানা স্থানে পদ্মবীজ রপ্তানি হইয়া থাকে। পদ্মফুল ভারতবর্ষের নানাস্থানের দেবমন্দিরে ও ভোটানে পূজার জন্ম ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্বকালে ইজিপ্টীয়গণও পদ্মকে পবিত্র পুষ্প ভাবিয়া পূজায় ব্যবহার করিত।

২ কুমুদাদি। ৩ কুষ্ঠৌষধি। ৪ একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিৎ। [ভট্টোৎপল দেখ।] ৫ বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত নরক। (দিব্যাবদান ৬৭। ২৩।)

উৎপলগন্ধি (ক্লী) গোশীর্ষ, চন্দনবিশেষ।

উৎপলপত্র (ক্লী) ১ তিলকভেদ। ২ স্ত্রীলোকের স্তনে নখক্ষত। ৩ কুবলয়দল।

উৎপলপত্রক (ক্লী) সুশ্রুতোক্ত চিকিৎসাশাস্ত্রবিশেষ। পূর্ব্বকালে এই অস্ত্র ছেদ বা ভেদ করিবার সময়ে ব্যবহৃত হইত। (সুশ্রুত সূত্র° ৮ অঃ)

উৎপলপুর (ক্লী) কাশ্মীরের একটি প্রাচীননগর। উৎপল কর্তৃক স্থাপিত। (রাজতরঙ্গিণী ৪। ৬৯৭)

উৎপলভেদ্যক (পুং) সুশ্রুতোক্ত কর্ণবন্ধাকৃতি ভেদ।

"বৃত্তায়তসমোভয়পালিরুৎপলভেদ্যকঃ।" (সুশ্রুত)

উৎপলশারিবা (স্ত্রী) শ্যামালতা।

উৎপলষট্‌ক (ক্লী) অরাতিসার রোগের ঔষধবিশেষ।

উৎপলাক্ষ (পুং) কাশ্মীরের একজন প্রাচীন রাজা। সিদ্ধের পুত্র। ইনি ৫৩ বৎসর রাজত্ব করেন। রাজ্যপ্রাপ্তিকাল ২১৭৮ কল্যব্দ। (রাজতরঙ্গিণী ১। ২৮৬)

উৎপলাদি, বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। রক্তপদ্মের মূল, লাল কার্পাসমূল, করবীমূল, গন্ধমাত্রা, জীরক, রক্তচন্দন এই সমুদয় সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশাইবে। ইহা চেলুনীর জল দিয়া খাইতে হয়। সেবনে রক্তমূত্র, যোনিশূল, কটিশূল, প্রদর ও কুক্ষিশূল সত্বর নিবারিত হয়।

উৎপলাপীড় (পুং) কাশ্মীররাজবিশেষ। অজিতাপীড়ের পুত্র। ৩১ বৎসর রাজত্বের পর ইনি রাজ্যচ্যুত হন। তৎপরে অবন্তিবর্ম্মা রাজা হইলেন। (রাজতরঙ্গিণী ৪। ৭০৮-৭১৫)

উৎপলাবন (ক্লী) পাঞ্চালস্থ একটি অতি প্রাচীন তীর্থ। (ভারত অনুশাসন ২৫। ৩৩)

"পাঞ্চালেষু চ কৌরব্য কথয়ন্ত্যুৎপলাবনম্‌।" বনপর্ব্ব ৮৭।১৪।

এখানে নারদরূপী লিঙ্গমূর্ত্তি আছে।

"বশিষ্ঠশ্চ বিদাভূম্যাং নারদশ্চোৎপলাবনে।"

প্রভাসখণ্ড ৮০অঃ।

উৎপলিনী (পুং) জলজ পুষ্পবিশেষ। হিন্দিতে ছোটি কোঞ্চি বলে। সংস্কৃত পর্য্যায়—কৈরবিণী, কুমুদ্বতী, কুমুদিনী, চন্দ্রেষ্টা, কুবলয়িনী, ইন্দিবরিণী, নীলোৎপলিনী। বৈদ্যকমতে ইহার গুণ—শীতল ও তিক্ত। তৃষ্ণা, শ্রম, বমি, কাস, ক্ষয়, যক্ষা, কফ, বাত, পিত্ত, আমরক্ত, রক্তাতিসার, অর্শ ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগনাশক। বীজের গুণ—স্বাদু, রুক্ষ, শীতল, গুরু। ২ ছন্দোবৃত্তিভেদ। ৩ নদীবিশেষ। ৪ কোষগ্রন্থবিশেষ।

উৎপলেশ্বর (পুং) মহানদীর নামান্তর। [মহানদী দেখ।]

উৎপবন (ক্লী) ১ প্লাবন। ('প্লাবনমুৎপবনমাহুঃ।' মনুভাষ্যে মেধাতিথি ৫। ১১৫।) ২ যজ্ঞীয় পাত্রাদি সংস্কারভেদ। (আশ-গৃহ্য-সূ ১। ৩। ২। ৩) ৩ কুশাদিদ্বারা জলোৎক্ষেপণ।

উৎপশ্য (ত্রি) ঊর্দ্ধমুখ, ঊর্দ্ধদৃষ্টি। (উৎপশ্য উন্মুখঃ। হেম ৩। ১২১।)

উৎপাট (পুং) উৎ-পট-ঘঞ্‌। উৎপাত।

উৎপাটক (পুং) রোগবিশেষ। কাণের পাটার এই রোগ

হয়. ইহাতে কাণ চড়চড়্ করিতে থাকে। (সুশ্রুত সূত্র ১৬।)

উৎপাটন (ক্লী) উৎ-পট-ণিচ্-ল্যুট্ ভাবে। ১ উন্মূলন, উপড়ান। ২ সুশ্রুতোক্ত ব্রণবেদনা ভেদ।

উৎপাটিকা (স্ত্রী) উৎ-পট-ণিচ্-ণ্বুল্-টাপ্ অত ইৎ। বৃক্ষের শুষ্ক ছাল। (ত্রি) উৎপাটনকর্ত্রী।

উৎপাটিত (ত্রি) উৎ-পট্-ণিচ্-ক্ত। উন্মূলিত।

উৎপাত (পুং) উৎ-পত-ভাবে ঘঞ্। ১ ঊর্দ্ধপতন। উৎ-পত-ণ। ২ প্রাণীদিগের অশুভসূচক অকস্মাৎ দৈবঘটনা। তাহা দিব্য, আন্তরীক্ষ্য ও ভৌমভেদে তিন প্রকার। চন্দ্র-সূর্য্যগ্রাস-আদি দিব্য, উল্কাপাতাদি আন্তরীক্ষ্য ও ভূমি-কম্পাদি ভৌম।

উৎপাতক (পুং) উৎ-পত-ণিচ্-ণ্বুল্। ঊর্দ্ধপতনশীল জন্তু-বিশেষ। মৃগ। ("দংশোৎপাতকভল্লুকমক্ষিকামশকাবৃতম্।" ভারত স্বর্গা ২ অঃ) উৎ-পত-ণ্বুল্, (ত্রি) ঊর্দ্ধপতনশীল।

উৎপাতকেতু (পুং) অমঙ্গল চিহ্ন; উল্কাপাত, ভূমিকম্প। উপদ্রবপাতনিমিত্তক উদিত ধূমকেতু প্রভৃতি।

উৎপাদ (পুং) উৎ-পদ-ভাবে ঘঞ্। উৎপত্তি।

উৎপাদক (পুং) ঊর্দ্ধস্থিতাঃ পাদা অস্য উৎ-পদ-ণিচ্-ণ্বুল্। পশুবিশেষ। অষ্টাপদ, শরভ, গজারাতি।

(শরভঃ কুঞ্জরারাতিরুৎপাদকোঽষ্টপা অপি। হেম ৪। ৩৫২।)

(ত্রি) উৎপত্তিকারক, জনক। (মনু ২। ১৪৬।)

উৎপাদন (ক্লী) উৎ-পদ-ণিচ্-ল্যুট্। জন্মান, উৎপত্তিকরণ।

উৎপাদপূর্ব্ব (ক্লী) জৈনশাস্ত্রোক্ত ১৪ পূর্ব্বের প্রথম। (হেম ২। ১৬১।)

উৎপাদশয়ন (পুং স্ত্রী) উৎপাদ-শী-ল্যু। টিট্টিভপক্ষী, টিটির পাখী। (টিট্টিভস্তু কটুকাণ উৎপাদশয়নশ্চ সঃ। হেম ৪। ৩৯৬।)

উৎপাদিকা (স্ত্রী) উৎ-পদ্-ণিচ্-ণ্বুল্-টাপ্ অত ইৎ। ১ দেহিকানামক কীট। ২ হিলমোচিকা, হিঞ্চাশাক। ৩ পূতিকা, পুঁইশাক।

উৎপাদ্য (ত্রি) উৎ-পদ-ণিচ-ণ্যৎ। জননীয়, উৎপাদনযোগ্য।

উৎপারণ (ক্লী) উত্তরণ, লাফাইয়া পার হওন। (অথর্ব্ব ৫। ৩৩। ১২।)

উৎপালী (স্ত্রী) উৎ-পল-ঘঞ্-ঙীপ্। আরোগ্য।

উৎপিঞ্জল (ত্রি) ১ অতিশয় ব্যাকুল। (উৎপিঞ্জলসমুৎ-পিঞ্জপিঞ্জলাকুলমাকুলে। হেম ৩। ৩০।) ২ পিঙ্গলবর্ণ।

উৎপিষ্ট (ত্রি) উৎ-পিষ-ক্ত। ১ উন্মথিত। ২ সুশ্রু-তোক্ত সন্ধিমুক্তরূপ অস্থিভঙ্গবিশেষ। সন্ধি উৎপিষ্ট হইলে উভয় পার্শ্বেই শোফ ও বেদনা জন্মে, বিশেষতঃ রাত্রিতে নানাপ্রকার বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে। (সুশ্রুত নিদান ১৫ অঃ।)

উৎপীড় (ত্রি) উৎ-পীড় ভাবে ঘঞ্। ১ উত্তেজ। ২ সংঘর্ষণ। ৩ বাধা। ৪ উন্মথন। ("আকাঙ্ক্ষীঃ নয়ন-সলিলোৎপীড়রুদ্ধাবকাশাম্।" মেঘদূত।)

উৎপীড়ন (ক্লী) উৎ-পীড়-ল্যুট্। ১ উত্তেজন। ২ ঠাসাঠাসি। ৩ প্রবর্ত্তন। ৪ আধিক্য, ছাপাছাপি। ৫ পীড়াপীড়ি, উপদ্রব, ক্লেশ দেওয়া।

উৎপুটক (পুং) উৎ-পুট-কন্। কর্ণপালীগতরোগ বিশেষ। ইহাতে কাণের পাটা পিট্ পিট্ করে। সুশ্রুত কহেন, এই রোগ হইলে সোঁদাল ছাল, সজিনার ছাল, নাটাকরঞ্জার ছাল, গোসাপের মেদ অথবা বসা, বন্য শূকরের, গরুর ও হরিণের পিত্ত এবং ঘৃত এই সকল দ্রব্য দ্বারা প্রলেপ দিবে, অথবা তৈল পাক করিয়া দিবে। (সুশ্রুত সূত্র ১৬ অঃ)

উৎপ্রভ (ত্রি) প্রভাবিত, উদর্চ্চিঃ। (পুং) অগ্নি। (উদ-র্চ্চিরুৎপ্রভোঽংশো চ। হেম° অনে° ৩। ৭৪৭।)

উৎপ্রাস (পুং) উৎ-প্র-অস-দীপ্ত্যাদৌ ঘঞ্। উপহাস।

উৎপ্রেক্ষণ (ক্লী) উৎ-প্র-ঈক্ষ-ভাবে ল্যুট্। ১ উদ্ভাবন। ২ সম্ভাবনা। ৩ ঊর্দ্ধদৃষ্টি।

উৎপ্রেক্ষা (স্ত্রী) উৎ-প্র-ঈক্ষ-অ-টাপ্। ১ অনবধান। উপেক্ষা। ২ বিতর্ক। ৩ কাব্যালঙ্কার বিশেষ।

(উৎপ্রেক্ষাঽনবধানেঽপি কাব্যালঙ্করণান্তরে। মেদিনী।)

প্রকৃত বস্তুতে অন্যপ্রকার সম্ভাবনা।

"সম্ভাবনমথোৎপ্রেক্ষা প্রকৃতস্য সমেন যৎ।" কাব্যপ্রকাশ।

এই অলঙ্কার দুই প্রকার। বাচ্যা ও প্রতীয়মানা। 'যেন' 'ন্যায়' প্রভৃতি বাচক শব্দের উল্লেখ থাকিলে বাচ্যা। আর যদি তাহা না থাকে, কিন্তু প্রতীয়মান হয়, তাহাকে প্রতীয়মানা কহে।

উৎপ্লবন (ক্লী) উৎ-প্লু ল্যুট্। ১ উল্লম্ফন; লাফান। ২ অভি-মন্ত্রিত কুশাদিযুক্ত বারি দ্বারা দ্রব্যশুদ্ধি।

উৎপ্লবা (স্ত্রী) উৎ-প্লু-অচ্-টাপ্। নৌকা।

উৎফাল (পুং) উৎ-ফল-ঘঞ্। লম্ফ।

উৎফুল্ল (ত্রি) উৎ-ফল-ক্ত, উৎফুল্লসংফুল্লয়োরুপসংখ্যান-মিতি নিষ্ঠা তস্য লঃ। ১ প্রফুল্ল, বিকসিত। ২ স্ফীত, বর্দ্ধিত। ৩ স্ত্রীলোকের করণবিশেষ। ৪ উত্তান।

(উৎফুল্লং করণে স্ত্রীণামুত্তানেঽপি বিকস্বরে। মেদিনী।)

উৎরৌলা, অযোধ্যাপ্রদেশের অন্তর্গত গোণ্ডা জেলার একটি বিভাগ। ২৬°২৩´ হইতে ২৭° ২৫´ উঃ অক্ষা° মধ্যে এবং ৮২°৮´ হইতে ৮২°৩৮´ পূঃ দেশান্তর মধ্যে অবস্থিত। ভূমি-

পরিমাণ ১৪৪৮ বর্গমাইল, তন্মধ্যে ৯৮৭ বর্গমাইলে কৃষিকার্য্য হইয়া থাকে। লোকসংখ্যা ৫৫৬৭২৯, তন্মধ্যে হিন্দুই অধিক। এই বিভাগ বা তহসীল ৭টী পরগণায় বিভক্ত— উৎরৌলা, সাদুল্লানগর, বুড়াপাড়া, বহিপুর, মাণিকপুর, বলরামপুর ও তুলসীপুর। বার্ষিক খাজনা ৭,৫৮,২৭৭৲ টাকা।

২ গোণ্ডা জেলার পরগণা বিশেষ। ইহার উত্তরে রাপ্তি নদী, পূর্ব্বে বস্তি জেলা, দক্ষিণে কুবানা নদী ও পশ্চিমে বলরামপুর পরগণা। পরগণার মধ্য দিয়া শুভাবন নদী প্রবাহিত হইতেছে, এই নদী ও কুবানা নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান 'উপরহার' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এখানে রবি, খরীফ ও হেমন্ত শস্য বেশ উৎপন্ন হয়। শুভাবন নদীর তীর কঙ্করময়। এখানকার লোকসংখ্যা ৯০,৮৩৬; তন্মধ্যে আহীর, কুর্মী, কোরি প্রভৃতি নীচজাতীয় হিন্দুর সংখ্যাই অধিক।

এখানে অনেকগুলি প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। এ গুলি মুসলমানদিগের আসিবার পূর্ব্বে হিন্দু-রাজারা নির্ম্মাণ করেন। বর্ত্তমান মুসলমানরাজের আদিপুরুষ আলী খাঁ নামে একজন পাঠান এই স্থান একজন রাজপুতের নিকট হইতে জয় করেন। মোগল পাদশাহেরা প্রবল হইয়া উঠিলে, এখানকার পাঠানরাজ তাঁহাদের অধীনতা স্বীকার করিতে চাহিলেন না। অবশেষে আলী খাঁ অকবরের বশীভূত হইয়া আপন পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেন। পিতাপুত্রে যুদ্ধ হইল। আলী খাঁ আপন পিতার মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া জয়চিহ্নস্বরূপ দিল্লীতে পাঠাইলেন এবং পিতৃমূর্ত্তির স্মরণার্থ একটি সুন্দর সমাধিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইলেন। ২০ বৎসর রাজত্বের পর, তৎপুত্র দাউদ খাঁ পিতৃপদ প্রাপ্ত হইলেন, ইহাঁর রাজত্বকালে উৎরৌলা বহ্নিপুরের কহ্লন রাজাদিগের অধিকারভুক্ত হয়। ১৬২৯ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বরাজবংশীয় সলিম খাঁ নামক এক ব্যক্তি পুনরায় এই স্থান অধিকার করেন। তাঁহার রাজত্বকালে দারুণ গৃহবিবাদ উপস্থিত হয়। সলিম বিবাদ মিটাইবার জন্য রাজ্য ৫ অংশে ভাগ করিলেন। ফতে খাঁ, পাহাড় খাঁ, রস্তম খাঁ ও মুবারক খাঁ এই চারি পুত্রকে চারি অংশ ছাড়িয়া দিলেন এবং নিজে এক অংশ রাখিলেন। সলিম খাঁর প্রপৌত্র মহাবত (দিলার খাঁ) গোণ্ডরাজ দত্তসিংহের সহিত মিলিত হইয়া বাণসি রাজের বিরুদ্ধে অনেকবার যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে বাণসিরাজ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। পাহাড় খাঁর বংশধরগণ ক্রমান্বয়ে উৎরৌলায় রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন, বর্ত্তমান রাজার নাম মুমতাজ আলী খাঁ।

৩ গোণ্ডাজেলার একটি নগর। উৎরৌলা পরগণার মধ্যে প্রধান স্থান। ২৭°১৯´ উঃ অক্ষা, এবং ৮২°২৭´২৫´´ পূঃ দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৫৮১৫। রাজপুতেরা এই নগর স্থাপন করেন, তাঁহাদের সময়ে এই স্থানে পরিখা-পরিবেষ্টিত সুন্দর দুর্গ ছিল, অদ্যাপি তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। এই নগরটি আম্র-উপবনে সমাকীর্ণ। এখানে বিদ্যালয়, থানা ও দাতব্য চিকিৎসালয় আছে।

উৎস (পুং) উনত্তি জলেন উন্দ (উন্দিগুধিকুষিভ্যশ্চ। উণ্ ৩।৬৮।) উন্দ, গুধ, কুষ এই কয়েকটী ধাতুর উত্তর স, এবং তাহা কিৎ হয়।) ইতি স-কিৎ। ১ ধাতু। কূপ। (নিঘণ্টু ৩।২৩।) ২ উৎসরণ। (নিরুক্ত ১০।৯।) প্রস্রবণ। যে স্থানে মন্দবেগে অজস্র জল প্রবাহিত হয়। (উৎসঃ স্রবঃ প্রস্রবণং। হেম ৪।১৬২।)

উৎসঙ্গ (পুং) উৎ-সঞ্জ-ঘঞ্। ১ ক্রোড়, কোল। (অঙ্কক্রোড় উৎসঙ্গঃ। হেম ৩।২৬৬।) ২ পর্ব্বতের শিখরদেশ। সানু। (রঘু ৬।৩) ৩ অট্টালিকার উপরিভাগ, ছাদ। (মেঘদূত ২৯।) ৪ অভ্যন্তর ভাগ। (কুমার ১।১০) ৫ উর্দ্ধতল। ৬ বহির্ভাগ। (রঘু ৪।৭৫) ৭ সঙ্গম। ৮ আলিঙ্গন। ৯ একশত সংখ্যা=বিবাহ। (ব্যুৎপত্তি ১৮৫)। ১০ ব্রণের ভিতরভাগ, শোষ। (সুশ্রুত, সূত্র) ১১ গর্ভ। (ভারত অশ্ব ৬৮।১৮)

উৎসঞ্জন (ক্লী) উৎ-সন্জ-ণিচ্ ল্যুট্। ১ উর্দ্ধে সংযোজন, উৎক্ষেপণ।

উৎসত্তি (স্ত্রী) উৎ-সদ্-ক্তিন্। উচ্ছেদ।

উৎসধি (পুং) উৎসো ধীয়তে অত্র। ধা-কি। জল-প্রবাহশীল কূপ। (ঋক্ ১।৮৮।৪)

উৎসন্ন (ত্রি) উৎ-সদ-ক্ত। ১ উচ্ছিন্ন, সমূলচ্ছেদন। ২ নষ্ট। ৩ অনায়াসসাধ্য। (শতপথব্রা, ২।৫।২।৪৮)

উৎসর্গ (পুং) উৎ-সৃজ-ঘঞ্। ১ ত্যাগ। ২ দান। ৩ সামান্যবিধি। ৪ ন্যায়। (উৎসর্গঃ পুংসি সামান্যে ন্যায়ে চ ত্যাগদানয়োঃ। মেদিনী।) ৫ সাগ্নিক কর্ত্তব্য ক্রিয়াবিশেষ। স্নান, সন্ধ্যা ও আচমনাদির পরে প্রথমে নারায়ণ, নবগ্রহ ও গুরুপূজা করিয়া প্রদান করিতে হয়। দ্রব্য বামহস্তে ধারণ করিবে। দক্ষিণ হস্তে তিনবার পূজা করিয়া তত্তদ্‌ব্যাধিপতি দেবতাকে সম্প্রদান করিবে, পরে সঙ্কল্প করিয়া কুশ, তিল ও জলত্যাগপূর্ব্বক দান করিবে। এই ক্রিয়ার নাম বৈধোৎসর্গ। ৬ মলমূত্রাদি ত্যাগক্রিয়া। (মনু ১২।১২১)।

উৎসর্জ্জন (ক্লী) উৎ-সৃজ-ল্যুট্। ১ দান। ২ ত্যাগ।

(দানমুৎসর্জ্জনং ত্যাগঃ। হেম ৩।৫০।) ৩ বেদোৎসর্গ রূপ ছয় মাস কর্ত্তব্য বৈদিকদিগের ক্রিয়াবিশেষ। পূর্ব্বকালে বেদশিক্ষার্থিগণ এই ক্রিয়া করিতেন। মনু লিখিয়াছেন—

"শ্রাবণ্যাং প্রৌষ্ঠপদ্যাং বাপ্যুপাকৃত্য যথাবিধি।
যুক্তশ্ছন্দাংস্যধীয়ীত মাসান্ বিপ্রোঽর্দ্ধপঞ্চমান্ ॥
পুষ্যে তু ছন্দসাং কুর্য্যাদ্বহিরুৎসর্জ্জনং দ্বিজঃ।
মাঘশুক্লস্য বা প্রাপ্তে পূর্ব্বাহ্ণে প্রথমেঽহনি ॥
যথাশাস্ত্রন্তু কৃত্বৈবমুৎসর্গং ছন্দসাং বহিঃ।
বিরমেৎ পক্ষিণীং রাত্রিং তদেবৈকমহর্নিশম্ ॥
অত ঊর্দ্ধন্তু ছন্দাংসি শুক্লেষু নিয়তঃ পঠেৎ।
বেদাঙ্গানি চ সর্ব্বাণি কৃষ্ণপক্ষেষু সম্পঠেৎ ॥"
মনুসংহিতা ৪। ৯৫-৯৮।

শ্রাবণ অথবা ভাদ্রমাসের পূর্ণিমা হইতে আরম্ভ করিয়া গৃহ্যানুসারে উপাকর্ম্ম সমাপনান্তর সার্দ্ধ চারি মাস বেদাধ্যয়ন করিবে। ঐ সময়ের পর পৌষ মাসের পুষ্যানক্ষত্রে গ্রামের বহির্ভাগে যাইয়া উৎসর্গক্রিয়া (বিসর্জ্জন হোমাদি) করিবে। অথবা মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের প্রথম দিনে পূর্ব্বাহ্ণে ঐ উৎসর্গ কর্ম্ম করিবে। যে ব্যক্তি ভাদ্রমাসের পূর্ণিমাতে উপাকর্ম্ম করিয়াছেন, তিনিই মাঘের শুক্ল প্রতিপদে উৎসর্গ করিবেন। গ্রামের বহির্ভাগে এইরূপে যথাশাস্ত্র দেবের উৎসর্গ করিয়া একপক্ষ অহোরাত্র বেদাধ্যয়নে বিরত থাকিবে। এই উৎসর্গক্রিয়ার পর হইতে প্রতি শুক্লপক্ষে সংযতভাবে বেদপাঠ করিবে। কৃষ্ণপক্ষে সমুদায় বেদাঙ্গ পাঠ করিবে।

উৎসর্পণ (ক্লী) উৎ-সৃপ-ভাবে-ল্যুট্। ১ উল্লঙ্ঘন। ২ ঊর্দ্ধগমন। ৩ ত্যাগ।

উৎসর্পী [ন্] (ত্রি) উৎসর্পতি ণিনি। ১ ঊর্দ্ধগামী। ২ উল্লঙ্ঘনকারী।

উৎসর্পিণী (স্ত্রী) উৎ-সৃপ-ণিনি-ঙীপ্। জৈনদিগের কালবিভাগ। [অবসর্পিণী দেখ।] (ত্রি) ঊর্দ্ধগমনশীলা।

উৎসর্য্যা (স্ত্রী) উৎ-সৃ-ণ্যৎ টাপ্। ঋতুমতী বা গর্ভযোগ্যাবস্থা গো, যে গাভীর পাল লইবার সময় হইয়াছে। (জটা°)

উৎসব (পুং) উ-সূ-অচ্। ১ আরম্ভ। (ঋক্ ১। ১০০। ৮) ২ আনন্দজনক ব্যাপার। ৩ আনন্দ। ৪ উৎসেক। ৫ ইচ্ছাপ্রসব। ৬ কোপ। (উৎসবো মহ উৎসেকে ইচ্ছাপ্রসবকোপয়োঃ। মেদিনী।) ৭ উন্নতি। ৮ অভ্যুদয়।

উৎসবসঙ্কেত (পুং) ১ পুষ্করারণ্যবাসী জাতিবিশেষ। (ভারত সভা ৩১ অঃ) ২ ম্লেচ্ছ জাতিবিশেষ, ইহারা সাত প্রকার। ভারতের উত্তরে পার্ব্বত্য প্রদেশে ইহারা বাস করিত, ইহাদের জনপদকেও উৎসবসঙ্কেত কহে। (ভারত সভা, ২৭ অঃ, ভীষ্ম ৯ অঃ)

উৎসাদন (ক্লী) উৎ-সদ-ণিচ্-ল্যুট্। ১ উৎসারণ। ২ স্থানান্তর করণ। (কাত্যা° শ্রৌ° সূ ১৪। ১। ১৩) ৩ উদ্বর্ত্তন, তৈলাদি দ্বারা পরিশোধন। ৪ বিনাশন। ৫ উন্মূলন। (ভারত-বন ১০২ অঃ) ৬ মহাবীরাদি পরিত্যক্ত দেশ। ("উৎসাদনদেশং প্রতি আগচ্ছন্তি উৎসাদনং মহাবীরাণাং পরিত্যাগঃ স যত্র দেশে বিহিতঃ। কাতীয় শ্রৌতসূত্রভাষ্যে কর্ক ২৬। ৩। ১০)

উৎসাদি, উৎস-আদি। পাণিনি-উক্ত একটি গণ। উৎস, উদপান, বিকর, বিনদ, মহানদ, মহানস, মহাপ্রাণ, তরুণ, তলুন, (বষ্কয়াসে), পৃথিবী, ধেনু, পঙ্ক্তি, জগতী, ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্, জনপদ, ভরত, উশীনর, গ্রীষ্ম, পীলুকুণ, (উদস্থান দেশে), পৃষদংশ, ভল্লকীয়, রথন্তর, মধ্যন্দিন, বৃহৎ, মহৎ, সত্বৎ, কুরু, পঞ্চাল, ইন্দ্রাবসান, উষ্ণিহ, ককুভ, সুবর্ণ, দেব, (গ্রীষ্মাদচ্ছন্দসি।) এইগুলি উৎসাদি। *। উৎসাদিভ্যোঽঞ্। পা ৪। ১। ৮৫ উৎস প্রভৃতি শব্দের উত্তর প্রাতিপদিকে অঞ্ প্রত্যয় হয়। উৎস-অঞ্ = ঔৎস।

উৎসাদিত (ত্রি) উৎ-সদ-ণিচ্-ক্ত। ১ উন্মূলিত। ২ উদ্বর্ত্তিত। ৩ পরিষ্কৃত।

উৎসারক (পুং) উৎ-সৃ-ণিচ্-ণ্বুল্। দ্বারপাল। (দৌবারিক প্রতীহারো বেত্র্যুৎসারকদণ্ডিনঃ। হেম ৩। ৩৯৫।) (ত্রি) অপসারক।

উৎসারণ (ক্লী) উৎ-সৃ-ণিচ্-ল্যুট্। দূরীকরণ, সরাইয়া দেওয়া।

উৎসারিত (ত্রি) উৎ-সৃ-ণিচ্-ক্ত। ১ দূরীকৃত। ২ চালিত। ৩ স্থানান্তরিত।

উৎসাহ (পুং) উৎ-সহ-ঘঞ্। ১ উদ্যম। ২ অধ্যবসায়। ৩ স্থিরযত্ন। কোন কার্য্যে দৃঢ়প্রযত্ন হওয়া। ৪ বীররসের স্থায়িভাব। "উত্তমপ্রকৃতির্বীর উৎসাহঃ স্থায়িভাবকঃ।" সাহিত্যদ°। ৫ রাজার গুণবিশেষ। ("চারেণোৎসাহযোগেন ক্রিয়য়ৈব চ কর্ম্মণাম্।" মনু ৯। ২৯৮।) ৬ কল্যাণ। ৭ সূত্র। (উৎসাহস্তূদ্যমে সূত্রে। মেদিনী।) ৮ হর্ষ। ৯ সংরম্ভ। ১০ সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত ধ্রুবকবিশেষ। ইহার লক্ষণ—হাস্যরস, কেন্দুক তাল, বংশবৃদ্ধিকর ত্রয়োদশাক্ষর পাদ।

উৎসাহবর্দ্ধন (ক্লী) উৎসাহ-বৃধ-ল্যুট্। ১ উদ্যম বৃদ্ধি। বীরত্ব।

উৎসিক্ত (ত্রি) উৎ-সিচ্-ক্ত। ১ গর্ব্বিত। ২ বর্দ্ধিত। ৩ উদ্রিক্ত। ৪ উদ্ধত।

উৎসুক (ত্রি) উৎ-সু-ক্বিপ্‌-কন্‌। ১ ইচ্ছুক, অভীষ্ট বিষয়ে উদ্‌যুক্ত। ২ উৎকণ্ঠিত। (উৎকণ্ঠ্যৎসুক উন্মনাঃ। হেম ৩।১০০)

উৎসূত্র (ত্রি) উৎক্রান্তঃ সূত্রম্‌ অত্যা-স। বিধান-সূত্রের বহির্ভূত, অন্যায়।

উৎসূর (পুং) অতিক্রান্তঃ সূরং সূর্য্যম্‌। দিনাবসান। বিকাল। (দিনাবসানমুৎসূরো বিকালঃ সবলী অপি। হেম ২।৫৪।)

উৎসৃজন (ক্লী) উৎ-সৃজ-ল্যুট্‌। ১ ত্যাগ। ২ সমর্পণ।

উৎসৃষ্ট (ত্রি) উৎ সৃজ-ক্ত। ১ ত্যক্ত, বিসৃষ্ট। ২ দত্ত।

উৎসেক (পুং) উৎ-সিচ্‌-ঘঞ্‌। ১ গর্ব্ব, অহঙ্কার। ২ উদ্রেক। ৩ উপরিসেক।

উৎসেচন (ক্লী) উৎ-সিচ্‌-ল্যুট্‌। ঊর্দ্ধসেক, উথ্‌লন, উপরে উঠা।

উৎসেধ (ত্রি) উৎ-সিধ-ঘঞ্‌। উচ্চ। (উৎসেধমুচ্চং পর্ব্বতাদিকং। প্রাসাদ। শতপথব্রা॰ ভাষ্যে হরিস্বামী।)

(পুং ক্লী,) ১ পর্ব্বত বৃক্ষাদির দৈর্ঘ্য, উচ্চতা। (কুমার ৫।৮) ২ উপরিভাগ। (ক্লী) ৩ শরীর। ৪ সংহনন, (উৎসেধস্তূচ্ছ্রয়ে নগ্নী ক্লীবং সংহননেঽপি চ। মেদিনী)

উদ্‌ (অব্য) উ-ক্বিপ্‌-তুক্‌। ১ প্রকাশ। ২ বিভাগ। ৩ লাভ। ৪ উৎকর্ষ। ৫ ঊর্দ্ধ। ৬ প্রাবল্য। ৭ আশ্চর্য্য। ৮ শক্তি। ৯ প্রাধান্য। ১০ বন্ধন। ১১ ভাব। ১২ মোক্ষ। ১৩ ব্রহ্ম। ১৪ অস্বাস্থ্য।

(উৎপ্রকাশে বিভাগে চ প্রাবল্যাস্বাস্থ্যশক্তিষু। প্রাধান্যে বন্ধনে ভাবে মোক্ষে লাভোর্দ্ধকর্ম্মণোঃ। মেদিনী)

উদ (ক্লী) উন্দ-অচ্‌ নিপা॰। জল। যেমন চলিত কথায় বলে—'উদ খেতে ক্ষুদ্‌ নেই।' ("সহস্থরাত্রীরুদবাসতৎপরা।" কুমার ৫।১৬।)

উদক্‌ [চ্‌] (অব্য) উত্তরদিক্‌।

উদক (ক্লী) উন্দো ক্লেদনে উন্দ-(উদকঞ্চ। উণ্‌ ২।৩৯।) ইতি কন্‌। ১ জল। [জল দেখ।]

উদককৃচ্ছ্র (পুং) ব্রতভেদ।

উদকক্রিয়া (স্ত্রী) শাস্ত্রবিহিত জলাদি দ্বারা তর্পণ। [তর্পণ দেখ।]

উদকপরীক্ষা (স্ত্রী) বিবাদাদি কালে লৌকিকপ্রমাণ অভাবে জলমজ্জনাদি দ্বারা শপথ করান। (স্মৃতিশাস্ত্রে দিব্যতত্ত্ব দেখ।)

উদকমেহ (ক্লী) মেহরোগবিশেষ। ইহাতে শ্বেতবর্ণ জলের মত মেহ নিঃসৃত হয়, তাহাতে বেদনা হয় না। [মেহ দেখ।]

উদকষট্‌পল ঘৃত,—বৈদ্যকোক্ত ঘৃতবিশেষ। যবক্ষার, পিপ্পলীমূল, চৈ, চিতা, শুঁঠ, প্রত্যেক ১ পল লইয়া কল্ক করিবে। তিনগুণ জল ও /৪ সের দুগ্ধ দ্বারা /৪ সের ঘৃতপাক করিবে। এই ঘৃতে জ্বর, অর্শ, প্লীহা ও কাস নষ্ট হয়।

উদকীর্য (পুং) মহাকরঞ্জ।

উদকোদর (পুং) জলোদর রোগ। [উদর দেখ]

উদক্ত (ত্রি) উদ-অন্‌চ ক্ত। কূপ হইতে উত্তোলিত। (সি. কৌ.)

উদক্‌প্রবণ (ত্রি) ১ ক্রমশঃ দক্ষিণ হইতে উত্তরে নিম্ন। (কাত্যা. শ্রৌ. সূ. ২১।৩।১৬) ২ উত্তরমার্গগামী।

("উদকপ্রবণো যজ্ঞো যত্রৈবম্বিদ্‌ ব্রহ্মা ভবতি।" ছান্দোগ্য উপ ৪।১৭।৯। * 'উদক্‌প্রবণঃ উত্তরমার্গং প্রতি হেতু-রিত্যর্থঃ।' ভাষ্য।)

উদক্য (ত্রি) উদকমর্হতি উদক-(দণ্ডাদিভ্যো যঃ। পা ৫।১।৬৬) ইতি য। ১ জলযোগ্য ব্রীহি প্রভৃতি। ২ জল-স্নানার্হ, অশুচি।

উদক্যা (স্ত্রী) উদক-সংজ্ঞায়াং (দিগাদিভ্যো যৎ। পা ৪।৩।৫৪।) ইতি যৎ-টাপ্‌। রজস্বলা, ঋতুমতী। [ঋতুমতী দেখ।]

"নোদক্যয়াভিভাষেত যজ্ঞং গচ্ছেন্নচাবৃতঃ।" মনু ৪।৫৭।

উদখণ্ড, যুসুফজৈর অন্তর্গত ও হিন্দ নামক স্থানের সম্ভবতঃ প্রাচীন নাম। [ওহিন্দ দেখ।]

উদক্‌সেন (পুং) রাজবিশেষ।

উদগদ্রি (পুং) উত্তরগিরি, হিমালয়। (হেম ৪।৯৩)

উদগয়ন (ক্লী) উত্তরায়ণ। (মনু ১।৬৭)

উদগদশ (ক্লী) উদক্‌ উত্তরা দশা যস্য। উত্তরাগ্র বস্ত্র। (আশ॰ গৃহ্য॰ ৪।৪।)

উদগ্‌ভূম (পুং) উদক্‌-উন্নতা প্রশস্তা বা ভূমির্যত্র।

(কৃষ্ণোদকপাণ্ডুসংখ্যা পূর্ব্বায়া ভূমেরজিষ্যতে। পা ৫।৪।৭৫ সূত্রে সি. কৌ॰ ১। কৃষ্ণ, উদক, পাণ্ডু এবং এক, দ্বি ইত্যাদি সংখ্যার পর ভূমি শব্দ থাকিলে সমাসান্তে অচ্‌ হয়।) ইতি অচ্‌। উৎকৃষ্ট মৃত্তিকা, সভূমি। (হেম ৪।১৯)।

উদগ্র (ত্রি) উৎ-অগ্র। ১ উচ্চ, উন্নত। ২ বৃদ্ধ। ৩ উদ্ধত। ৪ দীর্ঘ। ৫ বিশাল। ৬ মহৎ।

উদগ্রদন্‌ [৫] (পুং) উৎ-অগ্র (অগ্রান্তশুদ্ধশুভ্রবৃষবরাহে-ভ্যশ্চ। পা ৫।৪।১৪৫। অগ্র, অন্ত, শুদ্ধ, শুভ্র, বৃষ, বরাহ ইহাদের পর দন্ত শব্দ থাকিলে বহুব্রীহি সমাসে দন্ত শব্দ স্থানে দতৃ আদেশ হয়।) ইতি দতৃ। উচ্চদন্তহস্তী। (ত্রি) উচ্চদন্ত-যুক্ত।

উদগ্রাভ (পুং) উদকগ্রাহী মেঘ। ("মহাবোদগ্রাভস্য

নমস্বধৈঃ।" ঋক্ ৯। ৯৭। ১৫।*। 'উদকগ্রাভমুদকগ্রাহিণং মেঘম্।' সায়ণ।)

উদকচমস (পুং) উদকস্থাপনযোগ্য চমসাকার পাত্রভেদ। (শতপথব্রা ৭। ২। ১। ১৭)

উদঙ্ক (পুং) উৎ-অনচ-ঘঞ্। ১ চর্ম্মময় ঘৃতাদি পাত্র, কুপা। ২ সন্দংশ। সাঁড়াশি। ("হৃদয়োদঙ্কসংস্থানং কৃতান্তানাম-সন্নিভম্।" ভট্টি।) ৩ একজন ঋষি। (শতপথব্রা ১৪। ৬। ১০।২)

উদঙ্মুখ (ত্রি) উদক্ উত্তরস্যাং মুখমস্য। উত্তরমুখ। (মনু ২। ৫২।)

উদঙ্‌মৃত্তিক (পুং) উৎকৃষ্ট মৃত্তিকা, সভূমি। (হেম ৪১। ৯।)

উদজ (পুং) উৎ-অজ (সমুদোরজঃ পশুষু। পা ৩। ৩। ৬৯।) ইতি পশুবিষয়কে ধাত্বর্থে অপ্। পশুপ্রেরণ। (উদজঃ পশূনাং প্রেরণম্। সি° কৌ°) (ত্রি) জলজাত।

উদজন (Hydrogen)। সাঙ্কেতিক চিহ্ন 'উ' (H)। সূক্ষ্মাংশের গুরুত্ব ১। দহনকালে ইহা হইতে জল উৎপন্ন হয় বলিয়া উদজন বা জলজান (Hydrogen) নাম হইয়াছে। (Lavosier)।

উদজনের গুরুত্বকে স্বরূপ ধরিয়া অপরাপর রূঢ় পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণীত হইয়াছে। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব অপর সকল পদার্থ অপেক্ষা লঘু; বায়ুর গুরুত্ব ১ হইলে উদজনের ০·০৬৯২ হয়। সচরাচর ১০০ ভাগ ওজনের জলে ১১ ভাগ ওজনে উদজন পাওয়া যায়।

ইহা একটি অধাতব রূঢ় পদার্থ। প্রাচীন রসায়নবেত্তারা মনে করিতেন, উদজন সংযুক্ত অবস্থায় থাকে, অসংযুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় না। কিন্তু বর্ত্তমান দার্শনিকগণ স্থির করিয়াছেন, উদজন আগ্নেয়গিরিনিঃসৃত বাষ্প, সূর্য্য ও নক্ষত্রমণ্ডলে স্বতন্ত্র অবস্থায় থাকে। ক্যাবেণ্ডিস্ সাহেব প্রকাশ করেন—লৌহ গন্ধকদ্রাবকে দ্রব হইলে একটি বাষ্পীয় পদার্থ উৎপন্ন হয়, উহা এক প্রকার দাহ্য বাষ্প। দহনকালে এই বাষ্প হইতে জল উৎপন্ন হয়, তাহাই উদজন। উদজন অম্লজনের সহিত মিলিত হইলে জল উৎপন্ন হয়। আবার তাড়িত দ্বারা বিশ্লিষ্ট করিলে উদজন ও অম্লজন নামক দুইটি বাষ্পীয় পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

লৌহ, দস্তা, টিন প্রভৃতি ধাতু লবণদ্রাবক বা গন্ধকদ্রাবক মিশ্রিত জলে ফেলিয়া দিলে উদজন নির্গত হয়। ইহা সঞ্চয় করিতে হইলে প্রায়ই দস্তা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ইহা বর্ণহীন অদৃশ্য বাষ্পীয় পদার্থ। বায়ু অপেক্ষা ১৪·৪৭ গুণ লঘু। বাতি দিবার পূর্ব্বে উদজন বায়ু কিংবা অম্লজনের সহিত মিশ্রিত করিলে, সেই মিশ্রণ ক্রমে ক্রমে জলিয়া উঠে। ২ ভাগ ওজনের উদজন ১ ভাগ ওজনের অম্লজন অথবা ৫ ভাগ ওজনের বায়ুর সহিত মিশ্রিত করিলে একটি ভীষণ শব্দ উত্থিত হয়। তৎকালে উদজন ও অম্লজন জলীয় বাষ্পাকারে বিসৃত হইয়া পড়ে।

পূর্ব্বে রাসায়নিকগণের বিশ্বাস ছিল যে, উদজন তরল হইতে পারে না। কিন্তু সম্প্রতি ফরাসী রসায়নবেত্তারা প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইহা তরল ও কঠিন উভয় প্রকারে পরিণত করা যাইতে পারে। কঠিন হইলে ইহার উপরিভাগে ধাতুর আকার ধারণ করে। চাপ ও শৈত্য সহযোগে কঠিন অবস্থায় পরিণত হয়।

উদজনে কোন রাসায়নিক গুণ দেখা যায় না, স্বাভাবিক অবস্থায় ইহা হরিতীন (Chorine) ও অম্লজনসংযুক্ত থাকে। উদজন স্বভাবতঃ উর্দ্ধগামী। এইজন্য একটি রবরের বাঁশী উদজনে পূর্ণ করিয়া এবং উত্তমরূপে মুখবন্ধ করিয়া ছাড়িয়া দিলে বাঁশী ক্রমে ক্রমে উপরে উঠিতে থাকে। এই নিমিত্ত ব্যোমযান উড়াইবার জন্য অনেক স্থলে উদজন ব্যবহৃত হয়।

উদঞ্চন (ক্লী) উৎ-অঞ্চ ভাবে-ল্যুট্। ১ উর্দ্ধক্ষেপণ। ২ উদ্গমন। ৩ আচ্ছাদন, ঢাকন। কর্ত্তরি ল্যু (ত্রি) উৎক্ষেপক।

উদঞ্চিত (ত্রি) উৎ-অঞ্চ-ক্ত। ১ উৎক্ষিপ্ত। ২ পূজিত। ৩ উর্দ্ধে গত।

উদণ্ডপুর (ক্লী) ১ মগধদেশের একটি নাম। ২ বিহারনগর। 'উদণ্ডপুর' নাম প্রাচীন শিলালিপি হইতে পাওয়া গিয়াছে।

উদণ্ডপাল (পুং) উদ্ভিন্নাণ্ডস্য পালো গমনং পলায়নং যত্র। ১ মৎস্য, ইহারা অণ্ড হইতে নির্গত হইয়াই পলায়ন করে। ২ সর্প। (উদণ্ডপালো মৎস্যাহিভেদয়োঃ। হেম অনে ৫।৪৫।)

উদদ্যা (স্ত্রী) উৎ-অদ-বাহু°যৎ। তৈলপায়িকা, তেলাপোকা।

উদধি (পুং) উদকানি ধীয়ন্তেঽস্মিন্ উদ-ধা+"কর্ম্মণ্যধিকরণে চ।" ৩। ৩। ৯৩। ইতি কি। (পেষংবাসবাহনধিষু চ। পা ৬। ৩। ৫৮। পেষম্, বাস, বাহন ও ধি ইহাদের উত্তর উদ আদেশ হয়।) ১ সমুদ্র। ২ তট। ৩ মেঘ। ৪ সূর্য্য ("সংসূর্য্যেণ দিদ্যুতদুদধির্নিধিঃ।" বাজসনেয়সং ৩৮। ২২।)

উদধিক্রা (পুং) উদধি-ক্রম-বিট্। সমুদ্রাক্রমণকর্ত্তা।

উদধিমান (পুং) ফেন, সাগরের ফেনা।

উদধিমেখলা (স্ত্রী) চারিদিকে সাগরবেষ্টিতা পৃথিবী।

উদধিসুতা (স্ত্রী) লক্ষ্মী।

উদন্ (ক্লী) (পদ্দন্নোমাস্হৃন্নিশসন্যূষন্দোষন্যকঞ্ছকন্নুদন্নাসঞ্ছস্প্রভৃতিষু। পা ৬। ১। ৬৩। এই সূত্রানুসারে উদক শব্দ স্থানে উদন্ আদেশ হইল।) উদক।

উদন্ত (পুং) ১ বার্ত্তা, বৃত্তান্ত। ২ সাধু। (উদন্তঃ সাধুবার্ত্তয়োঃ। মেদিনী।) ৩ বৃত্তিযাজন। (ত্রি) ৩ পাক করিয়া শেষে যাহা পাওয়া যায়।

উদন্তক (পুং) উদন্ত-স্বার্থে কন্। সংবাদ, বার্ত্তা।

উদন্তিকা (স্ত্রী) উদন্ত-ণিচ্-ণ্বুল্-টাপ্। তৃপ্তি। (হারা°)

উদন্যা (স্ত্রী) উদন্যতি উদকমিচ্ছতি (অশনায়োদন্যধনায়াবুভুক্ষাপিপাসাগর্দ্ধেষু। পা ৭।৪।৩৪।) ইতি ক্যচ্ প্রত্যয়ে পরে আত্বং নিপাত্যতে। ১ পিপাসা। (পিপাসা তৃট্তৃষোদন্যা। হেম ৩।৫৮।)

বেদে বাহুলকাৎ ক্যচ্। ২ জলানয়ন। (ত্রি) ৩ জলসম্বন্ধিনী।

উদন্যু (ত্রি) উদন্য-উন্। জলেচ্ছু, পিপাসু। ("হরিং মবস্তেহব তা উদন্যবঃ।" ঋক্ ৯।৮৬।২১।*। উদন্যবঃ উদকেচ্ছাবন্তঃ। সায়ণ।)

উদন্বান্ [ৎ] (পুং) উদকানি সন্ত্যত্র উদক (উদন্বানুদধৌ চ। পা ৮।২।১৩) ইতি মতুপ্ মস্য বঃ। ১ সমুদ্র। (তে চ প্রাপুরুদন্বন্তং বুবুধে চাদিপুরুষঃ।" রঘু।) ২ ঋষিবিশেষ। (সি° কৌ°) (ত্রি) ৩ উদকযুক্ত। (ঋক্ ৫।৮৩।৭)

উদপাত্র (ক্লী) জলপূর্ণ পাত্র।

"ভিক্ষামপ্যুদপাত্রং বা সংস্কৃত্য বিধিপূর্ব্বকম্।" মনু ৩।৯৬।

উদপান (পুং, ক্লী) উদকং পীয়তেহত্রেতি উদক-পা-অধিকরণে ল্যুট্। কূপ।

"যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥" গীতা ২।৪৩।

উদমান (পুং) মানভেদ।

উদয় (পুং) উদয়ন্তি চন্দ্রসূর্য্যাদয়ো গ্রহা যস্মাৎ, উৎ-ই-অচ্। ১ পূর্ব্বপর্ব্বত, উদয়াচল। ২ ভাবে অচ্। সমুন্নতি। (উদয়স্তু পুমান্ পূর্ব্বপর্ব্বতে চ সমুন্নতৌ। মেদিনী।) ৩ মঙ্গল। (উদাত্তস্বরিতপরস্যেতি বক্তব্যং উদয়গ্রহণম্মঙ্গলার্থম্। পা ৮।৪।৬৭। তত্র বার্ত্তিক।) ৪ দীপ্তি। ৫ আবির্ভাব। ৬ বৃদ্ধি। ৭ লাভ। ৮ ফলসিদ্ধি। ৯ লগ্ন, গ্রহগণের প্রকাশ। [সূর্য্যাদি গ্রহশব্দে গ্রহের উদয় বিবরণ দেখ।]

উদয়গিরি (পুং) উড়িষ্যার অন্তর্গত পুরীজেলাস্থ একটি ক্ষুদ্র পাহাড়, সামান্য বনপথ মধ্যে থাকায় উহা খণ্ডগিরি হইতে স্বতন্ত্র। অতি পূর্ব্বকাল হইতে (প্রায় ৩০০ খৃঃ পূঃ অব্দ) এই পাহাড় পবিত্র গুহার জন্য প্রসিদ্ধ হইয়া আসিতেছে।

উদয়গিরির রাণীহংসপুর, গণেশগুম্ফা, স্বর্গপুরী, ভজন, জয়া, বিজয়া, অনন্ত, হাতিগুম্ফা, পবনগুম্ফা ও ব্যাঘ্রগুম্ফা নামক গুহাগুলিই প্রধান। এই সকল গুহায় পাহাড় কাটিয়া ঘরবাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। যদিও এখন গুহাগুলির অবস্থা নিতান্ত মন্দ, গৃহগুলি প্রায় অনেকাংশে নষ্ট হইয়াছে, যদিও এই সকল স্থান এখন কেবল ব্যাঘ্র ভল্লুকের আবাস হইয়াছে; কিন্তু দেখিলেই বোধ হয়, পূর্ব্বকালে ঐ সকল গুহা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী যতি ও সন্ন্যাসীদিগের বাসস্থান ছিল। অনেকগুলি গুহা সঙ্ঘারাম নামে বিখ্যাত ছিল। এই সকল স্থান দেখিবার জন্য পূর্ব্বকালে অনেক বৌদ্ধযাত্রী এখানে আসিত। খৃষ্টের ষষ্ঠ শতাব্দীতে চীন-পরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়ঙ্গ উড়িষ্যায় আগমন করেন। তিনি পুষ্পগিরি নামক সঙ্ঘারামের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সঙ্ঘারামটি উদগিরির উপরে অথবা নিকটেই ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়।

২ একটি পাহাড়, বেশনগরের এক ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে এবং সাঞ্চি হইতে ২॥০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই পাহাড় প্রায় এক মাইল স্থান যুড়িয়া আছে। ইহার উপরে অনেক দেবমূর্ত্তি খোদিত আছে। তন্মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব মূর্ত্তিই বৃহৎ। এক স্থানে স্বর্গ হইতে গঙ্গা যমুনার অবতরণের দৃশ্য আছে। এই দৃশ্যটির কারুকার্য্য অতি চমৎকার; যেখানে গঙ্গাযমুনা পৃথিবীতে আসিয়াছেন, সেখানে উভয় দেবীর মকরবাহনা ও কূর্ম্মবাহনা মূর্ত্তি রহিয়াছে। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুগণ এই তীর্থস্থান দর্শন করিতে আসেন, এই পাহাড়ে চন্দ্রগুপ্ত (২য়) রাজার ১০৬ গুপ্তকালের একখানি অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে। বেশনগরের নিকটস্থিত গৃহাদির প্রাচীর এই পাহাড়ের পাথরে নির্ম্মিত হইয়াছে।

৩ মান্দ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত গঞ্জামের একটি তালুক। লোকসংখ্যা ৩৫১৫৪, খণ্ড ও শবর জাতির সংখ্যাই অধিক।

৪ মান্দ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত নেল্লোর জেলার একটি বিভাগ। ভূমিপরিমাণ ৮৫০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ৮৬,৩২৬।

উদয়গিরি (বা কোণ্ডয়পলম্) (পুং) মান্দ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত নেল্লোর জেলার একটি গ্রাম ও পাহাড়। ১৪°৫২´ উঃ অক্ষা, ৭৯°১৯´ পূঃ দেশা। লোকসংখ্যা ৩৮৮৫। পূর্ব্বে লাঙ্গুলিয়া জগপতির রাজত্বকালে এই স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার বংশধরগণ ১৫০৯ খৃঃ অব্দে কৃষ্ণরায় কর্ত্তৃক পরাস্ত হইলে এই স্থান কয়েকজন সামান্যাবস্থাপন্ন স্বাধীন সামন্তের দ্বারা ক্রমান্বয়ে শাসিত হয়; পরে আর্কটের নবাব জায়গিরি বিলি করেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা জায়গিরদারদিগের নিকট হইতে এই স্থান কাড়িয়া লয়েন।

উদয়ন (পুং) ১ অগস্ত্য। ২ শতানীকপুত্র, ইহার পত্নীর

নাম বাসবদত্তা, পুত্রের নাম নরবাহন। (নৃসিংহপু ২৩। ১২) মতান্তরে ইনি শতানীকের পৌত্র, ইহার অপর পত্নীর নাম রত্নাবলী, কৌশাম্বীনগরী ইহাঁর রাজধানী ছিল। কেহ কেহ বলেন, বুদ্ধদেব ইহাঁর ধর্ম্মশিক্ষক ছিলেন।

৩ বৃষভরাজ। ৪ বৎসরাজ। ভাবে ল্যুট্। (ক্লী) উত্থান, উদয়।

উদয়নাথত্রিবেদী কবীন্দ্র, দুয়াবের অন্তর্গত আমেঠীর একজন প্রধান কবি। কালিদাসত্রিবেদীর পুত্র। প্রথমে ইনি আমেঠীর রাজা হিম্মতসিংহের সভায় থাকিয়া কবিতা রচনা করিতেন। ইহার বিরচিত রসচন্দ্রোদয় বা রতিবিনোদ নামক হিন্দী গ্রন্থ পাঠ করিয়া রাজা অতিশয় সন্তুষ্ট হন। সেই অবধি উদয়নাথ 'কবীন্দ্র' উপাধি লাভ করিলেন। উক্ত গ্রন্থখানি ১৮০৪ সম্বতে লিখিত হয়। পরে তিনি আমেঠীর রাজা গুরুদত্তসিংহ, ভগবন্ত রায় খীচী, আজমীঢ়ের গজসিংহ এবং বুন্দীর বুদ্ধরায় প্রভৃতি রাজার সভায় মহাসম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার পুত্রের নাম দুলহ ত্রিবেদী, তিনিও একজন সুকবি ছিলেন; তৎকৃত কবিকুলকণ্ঠাভরণ নামক হিন্দীগ্রন্থ পশ্চিমাঞ্চলে সমাদৃত হইয়া থাকে।

উদয়নাচার্য্য (পুং) কুসুমাঞ্জলি নামক সংস্কৃতগ্রন্থপ্রণেতা। লঘুভারতরচয়িতার মতে, ইনি তীর্থপর্য্যটনকালে কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থ প্রাপ্ত হন এবং গৌড়দেশে আনিয়া প্রচার করেন।

"স এবোদয়নাচার্য্যশ্চিকায় কুসুমাঞ্জলিম্।
তীর্থপর্য্যটনে লব্ধং তস্মাদ্‌গৌড়ে প্রচারিতম্॥"

ভক্তিমাহাত্ম্য গ্রন্থের মতে—

"ভগবানপি তত্রৈব মিথিলায়াং জনার্দ্দনঃ।
শ্রীমদুদয়নাচার্য্যরূপেণাবততার হ॥" ২১। ২৩।
"বৌদ্ধসিদ্ধান্তমুগ্ধান্তসুখায় হিতকারিণীম্।
ব্যতেনে বিদুষাং প্রীত্যৈ বিমলাং কিরণাবলীম্॥" ৩১। ৩।
"অদ্যাপি মিথিলায়ান্ত তদম্বয়ভবা দ্বিজাঃ।
বিদ্বাংসঃ শাস্ত্রসম্পন্নাঃ পাঠয়ন্তি গৃহে গৃহে॥" ৩১। ৮১।

ভগবান্ জনার্দ্দন মিথিলায় উদয়নাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধসিদ্ধান্তমুগ্ধদিগের সুখবিধানের জন্য এবং পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রীতির জন্য মঙ্গলময়ী কিরণাবলী রচনা করেন। এখনও তাঁহার বংশধর শাস্ত্রবিদ্ বিদ্বান্ দ্বিজগণ মিথিলার ঘরে ঘরে পাঠ করিয়া থাকেন।

আবার ভাদুড়িদিগের বংশাবলী নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়—

"বৃহস্পতিসুতঃ শ্রীমান্ ভুবি বিখ্যাতমঙ্গলঃ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় বৌদ্ধবিধ্বংসহেতবে॥
খ্যাত উদয়নাচার্য্যো বভূব শঙ্করো যথা।
ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশায় চকার কুসুমাঞ্জলিম্।
স এবোদয়নাচার্য্যো বৌদ্ধবিধ্বংসকৌতুকী॥
কুল্লূকং ভট্টমাশ্রিত্য ভট্টাখ্যং ময়ূরস্তথা।" ইত্যাদি।

এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে, উদয়নাচার্য্য কুল্লূক ও ময়ূর ভট্টের সমসাময়িক। তিনি বৌদ্ধবিধ্বংসের জন্য জন্মগ্রহণ করেন এবং কুসুমাঞ্জলি নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

বারেন্দ্রসমাজের কর্ত্তৃপক্ষগণের বিশ্বাস 'বারেন্দ্রকুলে পরিবর্ত্তমর্য্যাদার প্রতিষ্ঠাতা' উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী ও কুসুমাঞ্জলিকার অভিন্ন ব্যক্তি। বারেন্দ্র কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থেও এইরূপ লিখিত আছে। সম্বন্ধনির্ণয় নামক গ্রন্থের মতে রাজসাহীর অন্তর্গত নিসিন্দাগ্রামে উদয়নাচার্য্যের নিবাস ছিল। কিন্তু খল্লির ভট্টাচার্য্যেরা বলেন, মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত বালীয়াটী গ্রামে উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী থাকিতেন, ঐ গ্রামে এখনও একটি উচ্চ স্থান আছে, লোকে উহাকে 'ভাদুড়ীর ভিটা' বলিয়া থাকে।

এখানে একটু গোলযোগ ঘটিতেছে। ভক্তিমাহাত্ম্য নির্ণয় করিতেছে, মিথিলায় উদয়নাচার্য্যের জন্মস্থান, আবার সম্বন্ধনির্ণয়ের মতে নিসিন্দাগ্রামে তাঁহার নিবাস। আবার কেহ কেহ তাঁহাকে বঙ্গদেশবাসী বলিয়া অনুমান করেন। [বঙ্গদর্শন ৩য় খণ্ড ৪৮৮ পৃঃ দেখ।]

কিন্তু মিথিলায় যে উদয়নাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন এই মতই অধিক বিশ্বাসজনক বলিয়া বোধ হয়। কুসুমাঞ্জলির কারিকাকার রামভদ্র সার্ব্বভৌমও তাঁহাকে মিথিলাদেশীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করিয়া থাকিবেন অথবা এইস্থানে আসিয়া তাহার বংশধরগণ নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়েন। অদ্যাপি উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর বংশধরগণ বঙ্গের নানাস্থানে বাস করিতেছেন। ঘটককারিকার মতে, উদয়নাচার্য্য দুইবার পাণিগ্রহণ করেন, প্রথম পক্ষে উমাপতি, ভূপতি, ভবানীপতি এবং রুদ্রপতি নামে চারি পুত্র এবং দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর গর্ভে পশুপতি নামে এক পুত্র জন্মে। উদয়ন প্রথমপক্ষের চারি পুত্রকে উপেক্ষা করিয়া কনিষ্ঠ পুত্র পশুপতিকে কুলশ্রেষ্ঠ করিয়া যান। উদয়নের লীলাবতী নাম্নী এক কন্যা জন্মে, বল্লভাচার্য্য তাঁহাকে বিবাহ করেন। এই কন্যা অতি বিদ্যাবতী ছিলেন, তিনি পতিশোকে অধীর হইয়া করুণরসাশ্রিত একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন, ঐ গ্রন্থের অনুলিপি অদ্যাপি খল্লির ভট্টাচার্য্যদিগের নিকট রহিয়াছে।

উদয়নাচার্য্য কোন্ সময়ের লোক, তাহা ঠিক বলা যায় না। 'ন্যায়সারবিজয়' নামক গ্রন্থকার ভট্টরাঘব উদয়নাচার্য্যের

গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করেন, এই গ্রন্থ ১২৫২ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। আবার দেখা যায়, বাচস্পতিমিশ্র ১০৩২ সম্বতে (১০৮৮ খৃষ্টাব্দে) বিদ্যমান ছিলেন, উদয়নাচার্য্য এই বাচস্পতিমিশ্র বিরচিত ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যের 'তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি' নাম্নী একখানি টীকা লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাতে স্বীকার করা যায়, উদয়নাচার্য্য ১০৮৮ খৃঃ ও ১২৫২ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তিলোক। খল্লির ভট্টাচার্য্যদিগের বংশাবলী অনুসারে উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর ২১ পুরুষ অতীত হইয়াছে। প্রত্যেক পুরুষের গড় পড়তা ৩৪ বৎসর ধরিলে, উদয়নাচার্য্য হইতে ৭১৪ বৎসর গত হইয়াছে ধরিয়া লইতে হয়। তাহা হইলে তিনি ১১৭৬ খৃষ্টাব্দের লোক হইতেছেন।

ভক্তিমাহাত্ম্যের মতে শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথদেবকে দর্শন করিতে গমন করেন। তথায় পুরীর পাণ্ডারা মাল্যচন্দনাদির দ্বারা উদয়নাচার্য্যকে পূজা করিয়াছিলেন। ৺শ্রীকাশীধামে ইঁহার জীবলীলা সাঙ্গ হয়।

উদয়নাচার্য্য-বিরচিত কুসুমাঞ্জলি একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায় গ্রন্থ, ইহাতে বৈদান্তিক, সাংখ্য, মীমাংসক ও বৌদ্ধমত নিরাকরণ করিয়া ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। তৎকৃত কিরণাবলী নামক গ্রন্থখানি কণাদসূত্রের প্রশস্তপাদভাষ্যের টীকা হইতে উদয়নাচার্য্য যেরূপ ভাবে বিস্তৃত মঙ্গলাচরণ লিখিয়াছেন, সেরূপ কোন টীকা গ্রন্থে পাওয়া যায় না। বঙ্গদেশের দার্শনিক পণ্ডিত মাত্রেই উভয় গ্রন্থের বিশেষ আদর করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন বৌদ্ধমত সম্পূর্ণ খণ্ডন করিয়া "আত্মতত্ত্ববিবেক" নামে একখানি উৎকৃষ্ট তত্ত্বগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন।

উদয়পুর (ক্লী) ছোটনাগপুরের অন্তর্গত দেশীয় রাজার শাসনাধীনস্থ একটি করদ রাজ্য। অক্ষা ২২°৩´৩০´´ হইতে ২২°৪৭´উঃ মধ্যে এবং দেশা৮৩°৪´৩০´´ হইতে ৮৩°৪৯´৩০´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। উত্তর সীমায় সরগুজা, পূর্ব্বে রায়পুর জেলা ও যশপুর রাজ্য, দক্ষিণে রায়গড় এবং পশ্চিমে বিলাসপুর জেলা। ভূমিপরিমাণ ১০৫৫ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ৩৩,৯৫৫।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে অপাসাহেবের সহিত ইংরাজদিগের সন্ধি হইয়াছিল, সেই সন্ধি-অনুসারে উদয়পুর ইংরাজশাসনাধীন হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাই যুদ্ধের সময়ে এখানকার সর্দ্দার ও তাঁহার ভ্রাতা ইংরাজবিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন এবং এই স্থান জয় করিয়া কিছুদিন এখানে রাজত্ব করেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা পুনরায় অধিকার করেন এবং সর্দ্দারের উত্তরাধিকারীকে আণ্ডামানদ্বীপে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর করিলেন। সিপাহিযুদ্ধের সময় সরগুজার রাজা ইংরাজদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন, এই মহৎ কার্য্যের জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে এই রাজ্য তাঁহাকে প্রদান করেন। তাঁহাকে প্রতিবর্ষে ৫৩৩/৪ কর দিতে হয়।

এই রাজ্যের রাজধানী রাবকোব, এই নগর মান্দ নদীর তীরে অবস্থিত।

উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে এখানে প্রচুর পরিমাণে লক্ষা উৎপন্ন হয়, এতদ্ভিন্ন কার্পাস, নির্য্যাস, নানাপ্রকার তৈলবীজ, ধান্য, লৌহ ও অল্প পরিমাণে স্বর্ণ পাওয়া যায়। এখানে একটী বিস্তৃত কয়লার খনি আছে।

উদয়পুর (বা মেবার) (ক্লী) রাজপুতনার অন্তর্গত দেশীয় রাজার অধিকারভুক্ত একটি করদরাজ্য। ইহার উত্তরসীমা বৃটিশ শাসনাধীন আজমীঢ় মেরবারা, দক্ষিণে বংশবারা, ডুঙ্গড়পুর, প্রতাপগড়; পূর্ব্বে বুন্দী, কোটা, জাবদ, নিমচ, নিম্বেরা জেলাস্থ তোঙ্ক ও প্রতাপগড়; পশ্চিমে আরাবল্লী পর্ব্বত এবং দক্ষিণপশ্চিমে মহীকান্তা। ২৩°৪৯ উঃ অক্ষা মধ্য হইতে ২৫°৫৪´ এবং ৭৩°৭´ হইতে ৭৫°৫১´ পূঃ দেশান্তর মধ্যে অবস্থিত। ভূমিপরিমাণ ১২,৬৭০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ১৪, ৯২২০, তন্মধ্যে হিন্দু ও জৈনের সংখ্যাই অধিক, এখানকার পাহাড়ে প্রধানতঃ তিন প্রকার অসভ্য জাতি বাস করে—মহের, ভীল ও মিনা।

ইতিহাস—বহুকাল হইতে এই রাজ্যে সূর্য্যবংশীয় রাজপুতগণ রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা মহারাণা নামে আখ্যাত। রামচন্দ্র হইতে অধস্তন পুরুষ বলিয়া তাঁহারা পরিচয় দিয়া থাকেন। কনকসেন এই শাখার প্রতিষ্ঠাতা।

রাজপুত রাজাদিগের মধ্যে উদয়পুরের রাণারাই শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা মাননীয়। মুসলমান পাদশাহগণের আধিপত্যকালে রাজপুতনার প্রধান প্রধান প্রায় সকল রাজাই কোন না কোন দিল্লীসম্রাটের নিকট অবনত হইয়াছিলেন এবং অনেকেই কন্যাদান করিয়াছিলেন, কিন্তু সূর্য্যবংশীয় প্রবল প্রতাপশালী উদয়পুরের রাণাগণ মুসলমানের অধীনতা স্বীকার অথবা আপন আপন কন্যা মুসলমানদিগকে দান করিয়া জাতীয় গৌরব নষ্ট করেন নাই। উদয়পুরের রাণাগণ রাজপুত জাতির গেহলোট শ্রেণীর অন্তর্গত শিশোদীয় শাখাভুক্ত।

৭২৮ খৃষ্টাব্দে এই বংশীয় বাপ্পারাবল সর্ব্বপ্রথমে মেবারে রাজ্য স্থাপন করেন। চিতোররাজ সমরসিংহের মৃত্যু হইলে ১২০১ খৃঃ, তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র রাহুপ রাজা হইলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্য হইতে তাড়িত হইয়া ডুঙ্গড়পুরের জঙ্গলে যাইয়া রাজধানী স্থাপন করেন। পূর্ব্বে উদয়পুরের রাজা-

দিগের রাবল (রাও) উপাধি ছিল, রাহুপ রাজা হইলে রাবলের পরিবর্ত্তে রাণা উপাধি গ্রহণ করিলেন।

১২৭৫ হইতে ১২৯০ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণসিংহ রাজত্ব করেন। এই সময়ে আলাউদ্দীন্ চিতোর আক্রমণ করিতে আইসেন। ১৩০৩ খৃঃ, বীরকেশরী হামীর রাজা হইলেন। তিনি মহ্মুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং দিল্লীসম্রাট্কে বন্দী করিয়া যবনকবলিত মেবার রাজ্য পুনরুদ্ধার করিলেন। এই সময়ে মাড়োবার, জয়পুর, বুন্দী ও গোয়ালিয়ারের রাজগণ হামীরকে যথাবিহিত সম্মান দেখাইয়াছিলেন।

রাজপুতবীর সঙ্গরাণার সময় অকবরের পিতামহ বাবর চিতোর অবরোধ করিতে যান। সঙ্গরাণা ফতেপুর সিক্রীর নিকট অগ্রসর হইয়া মোগলসৈন্যের গতিরোধ করেন। এই যুদ্ধে তিনি অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়া অবশেষে পরাজিত হইলেন। সেই অবধি তিনি আর দেশে ফিরিলেন না, পর্ব্বতে পর্ব্বতে বেড়াইয়া কেবল যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে ছিল, যত দিন না তিনি যুদ্ধে মোগলরাজকে পরাজয় করিতে না পারিবেন, ততদিন আর দেশে ফিরিবেন না। তাঁহার মনের আশা মনেই রহিল, অল্পদিন মধ্যেই তিনি কালগ্রাসে পতিত হইলেন। ১৫৩০ খৃঃ, তৎপুত্র রত্ন রাণা হন। তিনিও বুন্দীরাজের সহিত সম্মুখসমরে প্রাণ হারাইলেন। তৎপরে তাঁহার ভ্রাতা বিক্রমাদিত্য রাজা হইলেন। বিক্রমাদিত্যের সময়ে গুজরাটের সুলতান বাহাদুর চিতোর আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধকালে চিতোরের দুর্ভেদ্য দুর্গে যাবতীয় মান্যগণ্য রাজপুতনারী আশ্রয়গ্রহণ করেন। যখন তাঁহারা দেখিলেন, আর দুর্গ রক্ষা করা যাইতেছে না, শীঘ্রই ম্লেচ্ছকবলিত হইবে। তখন প্রায় দুই সহস্র রাজপুতবালা চিতানলে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া অমূল্য সতীত্বরত্ন রক্ষা করিলেন। দুর্গস্থিত রাজপুত বীরগণ যখন দেখিলেন, তাঁহাদের চিরারাধ্য জননী, প্রাণপ্রতিমা দয়িতা এবং স্নেহের ও আদরের রত্ন কন্যাগণ অকাতরে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া রাজপুতকুলগৌরব বৃদ্ধি করিলেন, তখন সেই তেজস্বী বীরগণ দুর্গের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া মুসলমান সৈন্যসাগরে ঝাঁপ দিলেন। এক একজন শত শত মুসলমান বিনষ্ট করিয়া রণশয্যায় চিরনিদ্রিত হইলেন। চিতোর মুসলমানের হস্তগত হইল।

হুমায়ুনের প্রতাপে বাহাদুর গুজরাটে ফিরিয়া যাইলেন। বিক্রমাদিত্য চিতোর পুনরায় প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু অল্প দিন মধ্যেই তাঁহার সর্দ্দারগণ তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত ও বিনষ্ট করিল। বনবীর নামক একব্যক্তি রাণা হইলেন। কিন্তু অল্পদিন পরেই সঙ্গরাণার কনিষ্ঠ পুত্র উদয়সিংহ মেবারের রাজসিংহাসন অধিকার করিলেন।

উদয়সিংহের রাজত্বকালে অকবরসা চিতোর জয় করেন। উদয় চিতোর হারাইয়া আরাবলীর পর্ব্বতোপরি গির্বা উপত্যকায় উদয়পুর নামক নগর স্থাপন করিলেন, এই স্থান সেই অবধি মেবারের রাজধানী হইয়া আসিতেছে। উদয়ের মৃত্যু হইলে ১৫৭২ খৃঃ অব্দে প্রতাপসিংহ পিতৃসিংহাসন লাভ করিলেন। তাঁহার মত উচ্চহৃদয়, স্বদেশপ্রেমিক, কষ্টসহিষ্ণু বীরপুরুষ অতি অল্পই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তিনি স্বদেশের জন্য, স্বজাতির জন্য অনেকবার অকবর পাদশাহের সহিত যুদ্ধ করেন। এই সকল যুদ্ধে অনেকবার পরাজিত হইলেও তিনি মোগলের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। স্বাধীনতা রক্ষা করিতে গিয়া আপনার রাজ্যধন হারাইয়াছিলেন, পর্ব্বতে পর্ব্বতে বনে বনে বেড়াইয়াছিলেন, গিরিগুহায় বাস করিয়াছিলেন। এমন সম্বল ছিল না যে,তাহা দ্বারা কায়ক্লেশেও দিন যাপন করেন। বহু কষ্টের পর বিধাতা তাঁহার উপর প্রসন্ন হইলেন। এই সময়ে ভামশাহ নামক তাঁহার একজন মন্ত্রী তাঁহাকে অর্থ দ্বারা সাহায্য করিলেন। প্রতাপ পুনরায় রাজপুতদিগকে একত্র করিয়া দেবার নামক রণক্ষেত্রে দেখা দিলেন। তাঁহার সাহায্যে এবং রণদক্ষতায় মোগলসৈন্য পরাস্ত হইল। তিনি অল্পদিনের মধ্যেই সমস্ত মেবার উদ্ধার করিলেন। সমস্ত মেবারের একেশ্বর হইয়া স্বাধীনভাবে জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র অমর রাজা হইলেন।

জাহাঙ্গীর দিল্লীর সম্রাট্ হইলে তিনি মেবাররাজ্য আপনার বশে আনিতে অনেকবার যত্ন করেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু করিতে পারেন নাই। তিনি রাণা অমরসিংহের নিকট দুইবার সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। অবশেষে প্রতাপসিংহের ভ্রাতা সুগ্রসিংহকে লওয়াইয়া তাঁহাকে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র অমরের বিপক্ষে পাঠাইলেন। সাতবর্ষ পরে সুগ্রসিংহ জাতীয় বিদ্বেষের জন্য মনে মনে লজ্জিত হইলেন এবং মেবারের প্রাচীন রাজধানী চিতোর উদ্ধার করিয়া অমরকে প্রদান করিলেন। এই সংবাদে জাহাঙ্গীর যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার পুত্র পারবিজকে সসৈন্যে অমরের বিপক্ষে পাঠাইলেন। পারবিজও পরাস্ত হইলেন। তখন মোগলসেনানায়ক মহাবত খাঁ মেবারাভিমুখে প্রেরিত হইলেন। সঙ্গে বিপুলবাহিনী চলিল। শাহজহান এই বাহিনীর প্রকৃত অধিনায়ক হইলেন। ইতঃপূর্ব্বে বহুবার যুদ্ধ করিয়া রাজপুতসৈন্য ক্রমশঃই হ্রাস হইয়া আসিতেছিল। এখন অসংখ্য মোগলসৈন্যের সম্মুখে অস্ত্রধারণ করিতে

হইবে। রাজপুতবীরগণ দেখিলেন, এবার আর রক্ষা নাই। তবু একবার প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া জাতীয় গৌরব রক্ষা করিবার জন্ত সকলেই অগ্রধারণ করিলেন। ঘোরতর যুদ্ধের পর রাজপুতেরা পরাজিত হইলেন। রাণা অমর বাধ্য হইয়া দিল্লীশ্বরের আনুগত্য স্বীকার করিলেন। জাহাঙ্গীর অমরকে যথেষ্ট সম্মান দেখাইলেন। কিন্তু রাণা প্রতাপসিংহের পুত্র অমরের পক্ষে যবনের অধীনতা অসহ্য হইয়া উঠিল। যবনের আজ্ঞাবহ হওয়া অপেক্ষা রাজপদত্যাগ তাঁহার পক্ষের সুখের বলিয়া বোধ হইল। তিনি আপন পুত্র করণাসংহকে মেবাররাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন কারলেম। ১৬২৮ খৃঃ করণসিংহের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র জগৎসিংহ রাণা হইলেন। জগৎসিংহের পুত্র বীরকেশরী রাজসিংহ ১৬৫৪ খৃঃ অব্দে মেবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে সম্রাট্ অরঙ্গজিব জিজিয়াকর প্রচলিত করেন। এই কর মেবারে চালাইবার জন্ত মোগলসৈন্ত প্রেরিত হয়। রাজপুতের মধ্যে কেহই জিজিয়াকর দিতে চাহিল না। তাহাতে যুদ্ধ ঘটিল। রাজসিংহ পুনঃ পুনঃ মোগল সৈন্তদিগকে পরাস্ত করিলেন। ১৬৮১ খৃঃ অরঙ্গজিব জিজিয়া কর উঠাইয়া দেন। এই বর্ষেই রাজসিংহের মৃত্যু হয়। তৎপুত্র অমর (২য়) রাণা হইলেন। এই রাণার সময়ে মাড়োবার, মেবার ও জয়পুরের রাজগণ একত্র হইয়া মোগল রাজ্য উঠাইয়া দিবার জন্ত চেষ্টা করেন। মুসলমানেরা যে সমস্ত হিন্দু দেবদেবীর মন্দির চুর্ণ করিয়া সেই সেই স্থানে মস্‌জিদ তুলিয়াছিল, ১৭১২ খৃঃ অব্দে একত্র রাজপুত রাজগণ সেই সেই মস্‌জিদ ধ্বংস করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই শুভদায়ক জাতীয় মিলন বহুদিন স্থায়ী হইল না। ভারতের অদৃষ্ট বড়ই মন্দ, চিরদিন অধীনতা ভোগ করিতে হইবে বলিয়া এমন শুভমিলনে বিচ্ছেদ ঘটিল। মাড়োবাড়ের রাজা অজিতসিংহ সম্রাটের সহিত সন্ধি করিয়া আপনার কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। কিছুদিন পরে রাণা অমরও দিল্লীশ্বরের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। ১৭১৩ খৃঃ, অমরের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র সংগ্রামসিংহ পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হন। এই সময়ে মোগলসম্রাটের অবস্থা ক্রমশই মন্দ হইতে থাকে। মার্হাট্টারা মোগল পাদশাহের নিকট হইতে চৌথ আদায় করিতে লাগিল। ১৭৩৩ খৃঃ, পেশোবা বাজিরাও রাণার সহিত সন্ধিস্থাপন করেন, এই সন্ধিপত্রানুসারে রাণা মার্হাট্টাদিগকে ১,৬০,৬০০৲ টাকা চৌথ হিসাবে দিতে সম্মত হন।

যে যে রাজপুত মুসলমানকে কন্যাদান করিয়াছে, তাহাদের সহিত উদয়পুরের রাণাবংশীয়গণ বিবাহসূত্রে বদ্ধ হইতেন না। সেই জন্তই উদয়পুরের রাণাগণ এত গৌরবান্বিত ছিলেন। কিন্তু তাহাতে অপর রাজপুতরাজগণের চক্ষু টাটাইত। তাঁহারা যাহাতে উদয়পুরের রাণাগণের সহিত বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারেন, তজ্জন্ত অনেক চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে উদয়পুরের রাণাগণ কন্যাদান করিতে চাহিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা এই নিয়ম করিলেন— যে রাণাবংশীয় কন্যা হইতে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে, সেই রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইবে। অপরাপর রাজপুত-রাজগণ তাহাতেই সম্মত হইয়া আদান প্রদান করিতে লাগিলেন।

১৭৪৩ খৃঃ অব্দে জয়পুররাজ সবাই জয়সিংহের মৃত্যু হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ঈশ্বরীসিংহ রাজা হইলেন।" কিন্তু রাণার ভগিনীর গর্ভে জয়সিংহের মধুসিংহ নামে একটি কনিষ্ঠ পুত্র জন্মিয়াছিল। এই মধুসিংহকে রাজা করিবার জন্ত অনেকেই যত্নবান্ হইলেন। রাণা ঈশ্বরীসিংহের বিরুদ্ধে সৈন্তচালনা করিলেন। সিন্ধিয়ার সাহায্যে ঈশ্বরী রাণাকে পরাস্ত করিলেন। তখন রাণা ঈশ্বরীকে রাজ্যচ্যুত করিবাব জন্ত হোলকরের সাহায্য লইলেন। বিষপ্রয়োগে ঈশ্বরী বিনষ্ট হইলেন, মধুসিংহ রাজ্য পাইলেন।

১৭৫২ খৃঃ, রাণা জগৎসিংহের মৃত্যু হইল, তৎপুত্র প্রতাপসিংহ রাণা হইলেন। এই সময় হইতে মেবাররাজ্যে মার্হাট্টাদের উৎপাত আরম্ভ হয়। প্রতাপসিংহের পর তৎপুত্র রাজসিংহ কিছুকাল রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার পিতৃব্য উরুসিংহ রাণা হইলেন। উরুসিংহের উপর সর্দ্দার-গণ বিরক্ত হইয়া রাজসিংহের বালকপুত্র রত্নসিংহকে মেবারের সিংহাসনে বসাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মেবারে দুই দল হইল, এক দল উরুসিংহের পক্ষ, অপর দল রত্নসিংহের পক্ষ। উভয় দলে মার্হাট্টাদিগের সাহায্য চাহিল। সিন্ধিয়া উরুসিংহের বিপক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। উজ্জয়িনীর নিকট কএকবার যুদ্ধ হইয়া গেল। রাণা পরাস্ত হইলেন। সিন্ধিয়া উদয়পুর অবরোধে প্রবৃত্ত হইল। রাণার দেওয়ান অমরচাঁদ বর্বার বুদ্ধিকৌশলে সকল গোলযোগ মিটিয়া গেল। সিন্ধিয়া ৬৩,৫০,০০০৲ টাকা লইতে স্বীকৃত হইলেন, তন্মধ্যে নগদ ৩,৩০,০০০৲ টাকা এবং অবশিষ্ট টাকার জন্ত জবদজিরম্, নিমচ্ ও মরবুন জেলা বন্ধক স্বরূপ পাইলেন।

রাণা উরুসিংহ মৃগয়াকালে বুন্দীর যুবরাজ কর্ত্তৃক নিহত হন। তাঁহার বালকপুত্র হামীর রাণা হইলেন। ১৭৭৮ খৃঃ,

হামীরের মৃত্যু হইলে, তদীয় ভ্রাতা ভীমসিংহ সিংহাসন লাভ করিলেন। ভীমসিংহের কন্যা কৃষ্ণকুমারী পরম রূপবতী ছিলেন, তাঁহার রূপের কথা শুনিয়া জয়পুরের রাজা তাঁহাকে বিবাহ করিতে চান। ভীমসিংহও এই শুভকার্য্যে সম্মত হন। কিন্তু এই সময়ে মাড়বারের রাজা মানসিংহ তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন, উদয়পুরের পূর্ব্বতন রাজগণ মাড়বারের রাজাকে কন্যাদান করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত আছে। অতএব সেই অঙ্গীকার অনুসারে এখন তাঁহাকেই কন্যাদান করা উচিত। ভীমসিংহ বিষম সমস্যায় পড়িলেন। এখন কাহাকে কন্যা দান করেন? জয়পুরের রাজাকে কন্যা সম্প্রদান না করিলে তাঁহার কথা লঙ্ঘন হয়, এদিকে মানসিংহের সহিত কন্যার বিবাহ না দিলে, তাঁহার পিতৃপুরুষের অবমাননা করা হয়। তখন উদয়পুরের রাজমন্ত্রী উপদেশ দিলেন, এরূপ স্থলে কন্যার প্রাণবিনাশ করা শ্রেয়, তাহা হইলে সকল দিক্ রক্ষা হয়। ভীমসিংহ মন্ত্রীর কথামত কার্য্য করিলেন। বিষপ্রয়োগে অভাগিনী কৃষ্ণকুমারীর কুমারীজীবনের অবসান হইল। এই সময় হইতে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দ অবধি মাহাট্টাগণ সময়ে সময়ে আসিয়া মেবার রাজ্যে লুটপাট আরম্ভ করে। তৎপর বর্ষ হইতে ইংরাজের শাসনে এই উৎপাত নিবারিত হয়।

১৮২৮ খৃঃ, ভীমসিংহের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র যুবনসিংহ রাজ্য প্রাপ্ত হন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হইলে পুত্রাদি না থাকায়, তাঁহার জ্ঞাতিসম্পর্কীয় সর্দ্দার সিংহ মহারাণা হইলেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বরূপসিংহ মেবার রাজ্য লাভ করিলেন। ১৮৬১ খৃঃ, স্বরূপসিংহের দত্তকপুত্র শম্ভুসিংহ মহারাণা হইলেন। ১৮৭৪ খৃঃ, তিনি আবার তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র সুজ্জনসিংহের উপর রাজ্যভার দিয়া ইহ সংসার ত্যাগ করেন। ১৮৮৪ খৃঃ, ২৩এ ডিসেম্বর মাসে সুজ্জনসিংহের মৃত্যু হয়, তৎপরে ফতেসিংহ উদয়পুরের মহারাণা হইলেন।

উদয়পুরের মহারাণাগণ বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট হইতে ১৯টী তোপ পাইয়া থাকেন। কেবল বর্ত্তমান মহারাণা তাঁহাদিগের অপেক্ষা দুইটি অধিক তোপ পাইতেছেন।

মহারাণার অধীনে ১৩৩৮ গোলন্দাজ, ৬২৪০ অশ্বারোহী এবং ১৩,১০০ পদাতি আছে।

উৎপন্ন দ্রব্য—উদয়পুর রাজ্যে জুয়ার, বজরা, ধান্য, যব, গম, ছোলা, ইক্ষু, আফিম, কার্পাস, তামাক প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

২ উদয়পুর রাজ্যের রাজধানী। উদয়পুর অক্ষা° ২৪ঃ ৩৫´১৯´´ উঃ এবং দেশা° ৭৩°৪৩´ ২৩´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। অকবর পাদশাহ চিতোর আক্রমণ করিলে মহারাণা উদয় সিংহ এই স্থানে আসিয়া নূতন বাস করেন, তাঁহারই নামানুসারে ঐ উদয়পুর নাম হইয়াছে। এই নগর পাহাড়ের উপর স্থাপিত বনরাজী দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং সম্মুখে একটি বিস্তীর্ণ হ্রদ প্রবাহিত হইতেছে। এই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর ও অতি মনোরম। এখানকার রাজপ্রাসাদ নানাবর্ণের পাথরে নির্ম্মিত। এই রাজভবন হ্রদের তীর
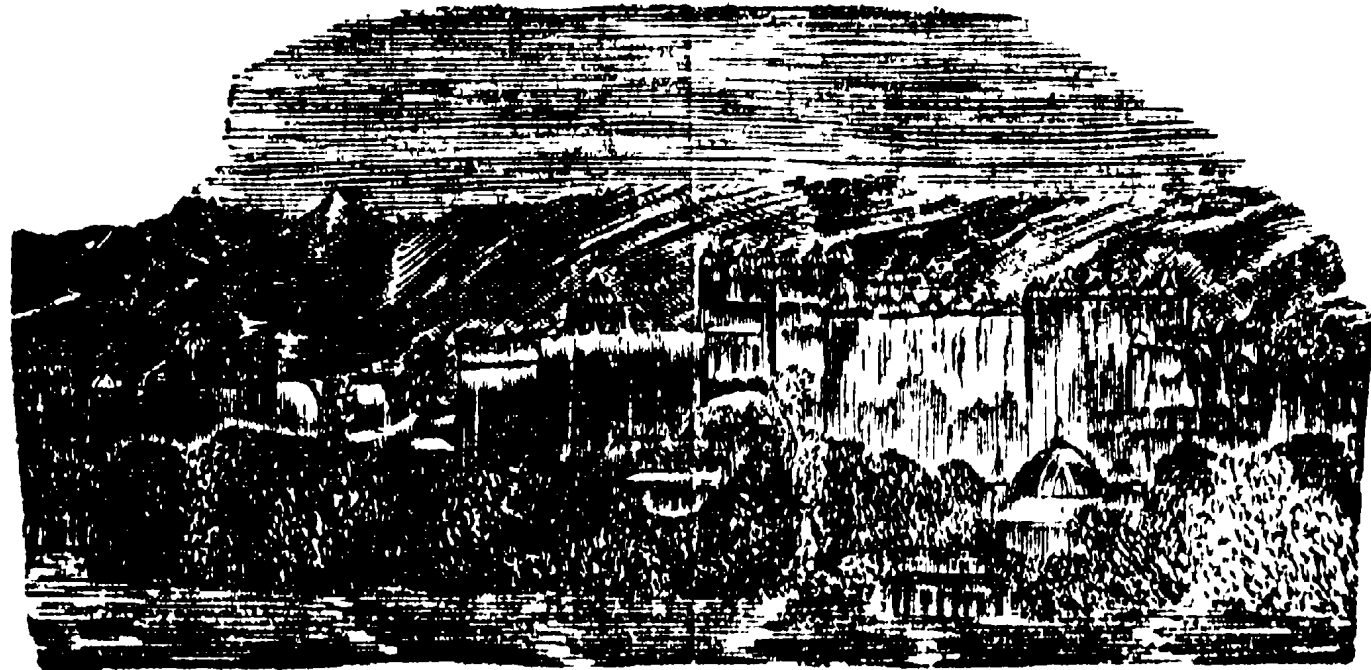
উদয়পুরের রাজপ্রাসাদ।

হইতে কিছু উর্দ্ধভাগে এবং পাহাড়ের মধ্যে স্থাপিত, দূর হইতে ইহার শোভায় দর্শকের মন মোহিত হয়। ভবনের চারিদিক্ ৫০ ফিট্ উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত।

উদয়পুরনগর সমুদ্র হইতে ২০৬৪ ফিট উচ্চে। এখানকার রাজভবন ব্যতীত যুবরাজের গৃহ, সর্দ্দারদিগের ভবন এবং জগন্নাথদেবের মন্দিরও দেখিবার যোগ্য। পচোলা হ্রদের মাঝখানে যজ্ঞমন্দির ও যজ্ঞবাস নামক দুইটি জলপ্রাসাদ আছে, খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে জগৎসিংহ উক্ত উভয় প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

নগরের নিকটেই আহর নামে একটি গ্রাম আছে, ইহার স্থানে স্থানে অট্টালিকাদির ভগ্নাবশেষ দেখিয়া বোধ হয়, যে এখানে নগর ছিল। এখানে মহাসতীস্তম্ভ আছে, প্রধান

প্রধান সামন্তগণের মৃত্যু হইলে তাঁহাদের সহিত পত্নী ও তাঁহাদের সখীগণ চিতারোহণ করিতেন, তাঁহাদিগেরই স্মরণার্থ মহাসতীস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। মহারাণা অমরসিংহের স্মরণার্থ যে মহাসতীস্তম্ভ আছে, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।

নগরের দক্ষিণপার্শ্বে একলিঙ্গগড়। তাহারই দক্ষিণে গোবর্দ্ধন বিলাস।

উদয়পুরের ছয় ক্রোশ উত্তরে সঙ্কীর্ণ পাহাড়ের মধ্যে একলিঙ্গ মহাদেবের মন্দির আছে। [একলিঙ্গ দেখ।]

উদয়পুর (ক্লী) মালবরাজ্যের অন্তর্গত পাথরি হইতে ৫ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র নগর। বর্ত্তমান নগর প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশেষের উপর নির্ম্মিত। এখানকার চান্দেলিদ্বার অতিপ্রাচীন। নগরের দক্ষিণদিকে অনেকগুলি সতীস্তম্ভ রহিয়াছে। নগরের মধ্যস্থলে তিনটি প্রাচীন মন্দির আছে, তন্মধ্যে বড় মন্দির অতি প্রাচীন, রাজা উদয়াজিৎ ১১১৬ সম্বতে এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এখানে একটি প্রবাদ আছে—দিল্লীর বাদশাহ অরঙ্গজীব দক্ষিণাপথ জয় করিয়া এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি ঐ মন্দিরের শোভা ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া অবিলম্বে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে আদেশ করেন। কিন্তু পরদিনে অকস্মাৎ পীড়িত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার মনে ভয় হইল বুঝি মন্দিরস্থ মহাদেবের আক্রোশে তাঁহার এরূপ হইয়াছে, তখন তিনি মন্দির ভাঙ্গিতে নিষেধ করিলেন। পরে তাঁহার আদেশে মন্দিরের পার্শ্বেই একটি মস্‌জিদ্ নির্ম্মিত হইল। তিনি আদেশ করিয়া যান, যে কোন মুসলমান এই মস্‌জিদে আসিবে, সে খালিপায়ে অগ্রে মন্দিরের মহাদেব মূর্ত্তি দর্শন করিয়া পরে মস্‌জিদে প্রবেশ করিতে পারিবে!

উদয়পুর (ক্লী) ১ বাঙ্গালা প্রদেশের অন্তর্গত পার্ব্বতীয় ত্রিপুরারাজ্যের একটি বিভাগ। লোকসংখ্যা ৩১,১২৫।

২ পার্ব্বতীয় ত্রিপুরারাজ্যের মধ্যবর্ত্তী একটি গ্রাম। অক্ষা° ২৩°৩১´ ২৫´´ উঃ এবং দেশা° ৯১´ ৩১´ ১০´ পূঃ মধ্যে গোমতী নদীর বামতীরে অবস্থিত। এই গ্রামে ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দির থাকায় এই স্থান একটি তীর্থের মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। এই ত্রিপুরেশ্বরী দেবীর নিমিত্ত এই দেশের নাম ত্রিপুরা হইয়াছে। বর্ষে বর্ষে এই তীর্থ দর্শন করিবার জন্য নানাস্থান হইতে সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়। এখানে কার্পাস, তক্তা ও দণ্ডযষ্টি বিস্তর আমদানী হয়।

উদয়পুর (ক্লী) প্রাচীন পার্ব্বতীয় ত্রিপুরারাজ্যের মধ্যস্থিত একটি প্রাচীন নগর। এই নগরটি এখন ধ্বংসপ্রায়। ষোড়শ শতাব্দীতে এই স্থানে রাজা উদয়মাণিক্যের রাজধানী ছিল। এখানে একটী শিবমন্দির আছে, ঐ মন্দিরে সময়ে সময়ে নানাদেশ হইতে তীর্থযাত্রীরা আসিয়া থাকে।

উদয়প্রভসূরি (পুং) একজন বিখ্যাত জৈনগ্রন্থকার। প্রবচনসারোদ্ধারবিষমপদব্যাখ্যা ও ধর্ম্মশর্ম্মাভ্যুদয়কাব্য বা সঙ্ঘপতিচরিত্র নামে দুইখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। শেষোক্ত গ্রন্থখানি আবুর প্রসিদ্ধ জৈনমন্দিরনির্ম্মাতা রাজমন্ত্রী বস্তুপালের সম্মানার্থ লিখিত হয়। ইনি শ্রীবিজয়সেনসূরির শিষ্য ও নরচন্দ্রসূরির সমসাময়িক।

উদয়ভদ্র (পুং) একজন বৌদ্ধরাজা, ইনি ছয় বৎসর রাজত্ব করেন। ইঁহার সময় বৌদ্ধদিগের প্রধান বিনয়াচার্য্য উপালি বিদ্যমান ছিলেন। অশোকের অনুশাসন মতে, বুদ্ধের নির্ব্বাণের ৬০ বৎসর পরে ইঁহার অস্তিত্বকাল উপস্থিত হয়।

উদয়মাণিক্য (পুং) ত্রিপুরার একজন রাজা। ইনি তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহার রাজত্বকালে প্রাচীন উদয়পুর নগর স্থাপিত হয়।

উদয়রাজ (পুং) খৈরাবাদের একজন রাজা। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে কিম্বদন্তী আছে, উদয় বা উদী শালিবাহনের পুত্র রসালুর একজন প্রবল শত্রু ছিলেন। কোন সময়ে রসালু আপনার রাজধানীতে উপস্থিত না থাকায় উদয় রসালুর প্রধান পত্নী কোকিলকুমারীর প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন। রাণীও উদয়ের ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া আত্মসমর্পণ করেন। রাণীর একটি পোষা পায়রা ছিল, সে পরপুরুষের সহিত সহবাস করিতেছে বলিয়া কোকিলকুমারীকে বিস্তর ভৎ‍সনা করিতে লাগিল। অবশেষে রাণী তাহার শিকল কাটিয়া দিলেন। সে জুলনাকম্পন নামক স্থানে উড়িয়া আসিল। এখানে রসালু নিদ্রিত ছিলেন। পাখী তাঁহার শয়নঘরে প্রবেশ করিয়া 'চোর চোর' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। রসালুর নিদ্রাভঙ্গ হইল। পাখী তাঁহাকে একে একে সমস্ত কথা বলিল, তৎপরে রসালু আপন রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া সম্মুখযুদ্ধে উদয়কে বিনাশ করিলেন।

উদয়কে কেহ উদী, কেহ বা হুদী বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে। পুরাতত্ত্ববিদেরা অনুমান করেন, এই উদয় হইতে তোচারি বা যুতি (যুচি) জাতি এবং রসালু হইতে শক বা শু জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। অতি প্রাচীন কাল হইতে যুতি ও শু এই উভয় জাতিতে পরস্পর বিবাদ চলিয়া আসিতেছে।

উদয়সিংহ (পুং) মেবারের রাণা সঙ্গের কনিষ্ঠ পুত্র। বনবীরের অল্পকালস্থায়ী রাজত্বের পর উদয়সিংহ মেবারের সিংহাসনে

আরোহণ করেন। ইহাঁর সময়ে চিতোররাজলক্ষ্মী বিচলিত হইলেন; ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে বীরভোগ্যা চিতোরনগর অকবর অধিকার করিলেন। সেই সময়ে চিতোরের অযোগ্য রাণা উদয়সিংহ চিতোরধাম পরিত্যাগ করিয়া রাজপিপ্‌লীর বনমধ্যে গোহিলদিগের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে আরাবল্লী গিরিমালামধ্যস্থ গিরবা নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। এই উপত্যকার পুরোভাগে উদয়সাগর নামে একটি বিস্তৃত সরোবর খনন করাইলেন। এই উদয়সাগরের পার্শ্বস্থিত কতকগুলি গিরিশৃঙ্গের শিরোদেশে 'নচৌকি' নামে একটি প্রকাণ্ড প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, এখন সেই রাজপ্রাসাদে বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে এই প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে সৌধবাসগৃহ উত্থিত হইয়া উদয়পুর নগরে পরিণত হইল। উদয়সিংহ ৪২ বৎসর বয়ঃক্রম কালে গোগুণ্ডা নামক স্থানে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুকালে ২৪টি পুত্র জীবিত ছিল, তন্মধ্যে রাণা প্রতাপসিংহের নামই ভারতে বিখ্যাত হইয়াছে [প্রতাপসিংহ দেখ।] (Tod's Rajasthan, I. 290-91; তারিখী আল্‌ফি, তবকাৎ-ই-অকবরী ও মুন্তখব্‌-লুলুবাব।)

উদয়সিংহ (পুং) মাড়োবাড়ের একজন রাজা। মালদেবের পুত্র। তিনি অকবর পাদশাহের একজন প্রধান সভাসদ্‌ ছিলেন; ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে সুলতান সলিম (জাহাঙ্গীর) সহ আপন কন্যা বালমতীর বিবাহ দেন। ঐ কন্যার গর্ভে শাহজহানের জন্ম। অকবর মাড়োবার (যোধপুর) রাজ্য উদয়সিংহকে জায়গির দেন। ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে উদয়সিংহের মৃত্যু হয়, তাঁহার চারি পত্নী সঙ্গে চিতারোহণ করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র সূর্য্যসিংহ সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। উদয়সিংহের পৌত্র গজসিংহ, প্রপৌত্র যশোবন্ত সিংহ।

উদয়াদিত্য (পুং) চালুক্যরাজ ভুবনৈকমল্লের সেনাপতি। পরে বনবাসী নামক স্থানের রাজা হন। ১০৬৯ হইতে ১০৭৬ খৃষ্টাব্দ মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন।

উদয়াশ্ব (পুং) মগধরাজ অজাতশত্রুর পৌত্র। ইনি পাটলীপুত্র নগর স্থাপন করেন। (বিষ্ণু) বৌদ্ধগ্রন্থের মতে ইহাঁর নাম উদয়ভদ্র, ইনি অজাতশত্রুর পুত্র।

উদয়িভদ্র (পুং) অজাতশত্রুর পুত্র। [উদয়ভদ্র দেখ।]

উদর (ক্লী) উৎ-দৃ বিদারণে (উদিদৃণাতেরলচৌ পূর্ব্বপদান্ত্যলোপশ্চ। উণ্‌ ৫।১৯। উৎ পূর্ব্বে থাকিলে দৃ ধাতুর উত্তর অল্‌ ও অচ্‌ প্রত্যয় হয় এবং পূর্ব্বপদের অন্তের লোপ হয়।) ইতি অচ্‌। জঠর, কুক্ষি, পেট।

সুশ্রুতাদি প্রাচীন বৈদ্যগণের মতে, উদর একটি অঙ্গ। ইহাতে পেশী, গুহ্য, বস্তি ও নাভি এই মর্ম্ম, ২৪ শিরা, ৩০ ধমনী, ৭ আশয় (বাতাশয়, পিত্তাশয়, শ্লেষ্মাশয়, রক্তাশয়, আমাশয়, পক্কাশয় এবং মূত্রাশয়, স্ত্রীলোকের দেহে অতিরিক্ত একটী গর্ভাশয় থাকে) ইহাতে বলয় নামক অস্থি ও অন্ত্র আছে। [নাভি, কোষ্ঠ ও গর্ভ দেখ।]

পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের মতে, ঊর্দ্ধ সীমায় বক্ষ ও উদরবিচ্ছেদক স্নায়ু (Diaphragm) এবং অধোদেশে বস্তিকোটরের অস্থিসমূহ ইহার মধ্যে উদরগহ্বর। এই গহ্বরের মধ্যে পক্কাশয়, অন্ত্র, প্লীহা, যকৃৎ, বুকক্‌ ও (Pancreas) থাকে। ইহার সমস্ত স্থানে পাতলা, কিন্তু ঘন ও দৃঢ় সূক্ষ্ম ঝিল্লী সারি দিয়া আছে, ঐ ঝিল্লীকে অন্ত্রাবরকঝিল্লী (Peritoneum) বলে।

২ যুদ্ধ। (উদরং জঠরে যুধি। মেদিনী)

উদর (পুং) উদরম্‌ আশ্রয়ত্বাৎ অর্শআদিভ্যোঽচ্‌ ইতি অচ্‌। পেটের ভিতরে যে সকল রোগ জন্মিলে পেট বড় হয়, তাহার মধ্যে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ রোগ। বৈদ্যশাস্ত্রে ইহাকে উদররোগও কহে।

প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যদের এই নামকরণ মধ্যে বড় গোল। তাঁহারা আট প্রকার উদররোগের যে সকল লক্ষণ করিয়াছেন, সেই সকল লক্ষণ দ্বারা বিশেষ কোন পীড়ার পরিচয় পাওয়া যায় না। সেগুলি অন্য অন্য নানা প্রকার পীড়ার লক্ষণ মাত্র।

আলোপাথী মতের আসাইটিস্‌ (Ascites অর্থাৎ জলোদর) এই নামের ভিতরেও অনেক গোল। কারণ পেটের ভিতরে জলসঞ্চয় হওয়া নিজে একটি বিশেষ পীড়া নহে, কিন্তু ইহা অন্য অন্য নানাপ্রকার রোগের চরম দশার একটা উৎকট উপসর্গ মাত্র।

আমাদের আয়ুর্ব্বেদের গুণও অনেক, দোষও অনেক। ইহাতে বিশেষ বিশেষ যান্ত্রিক পীড়ার ভালরূপ মীমাংসা নাই, তাই এক উদররোগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন নানাপ্রকার পীড়ার লক্ষণ একসঙ্গে গৃহীত হইয়াছে।

চরকসংহিতার সংগ্রহকারের মতে কোষ্ঠশুদ্ধি না হওয়াই সকল প্রকার উদররোগের প্রধান কারণ। চরকে লিখিত আছে—"অগ্নিদোষান্মনুষ্যাণাং রোগসঙ্ঘাঃ পৃথগ্বিধাঃ।
মলবৃদ্ধ্যা প্রবর্ত্তন্তে বিশেষেণোদরাণি তু॥"

মানুষের অগ্নিদোষ হইতেই পৃথক্‌ পৃথক্‌ নানাপ্রকার রোগ জন্মে; বিশেষতঃ ঐ কারণে মল বদ্ধ হইলে সকল প্রকার উদররোগ জন্মিয়া থাকে।

কিন্তু এই মত ধরিলে এখনকার চিকিৎসাশাস্ত্রের সঙ্গে

সামঞ্জস্য করা দুর্ঘট হয়। উদররোগের লক্ষণ দেখিয়া বিচার করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, উহার ভিতরে অনেক রকম রোগ রহিয়াছে। পাকস্থলীর বিবৃদ্ধি (dilatation of the stomach); পাকস্থলীর ও অন্ত্রের ভিতরে উপপদার্থ (foreign bodies in the stomach and intestines); পাকস্থলী, অন্ত্রাবরক ঝিল্লী প্রভৃতি স্থানের কর্কটরোগ (cancer of the stomach, peritoneum &c.); পাকস্থলী, অন্ত্র প্রভৃতি যন্ত্রে ছিদ্র (perforation of the stomach and intestines); প্লীহার পুরাতন বিবৃদ্ধি (chronic enlargement of the spleen, ague-cake; leucocythæmia); প্লীহার তরুণ প্রদাহ (acute splenitis); যকৃতের প্রদাহ (suppurative pepatitis); যকৃতে স্ফোটক (abscess of the liver); যকৃতের বিশুষ্কতা (cirrhosis); যকৃতে হাইটেডিড্ নামক কাটাপুর কোষার্ব্বুদ (Hytadid cysts of the liver); অন্ত্রের স্থান বিশেষে স্ফোটক; অন্ত্রাবরক ঝিল্লীর প্রদাহ (peritonitis); অন্ত্রাবরক ঝিল্লী ও পেটের অন্য অন্য স্থানে টিউবর্কেল নামক বিচর্চ্চিকাসঞ্চয় (tubercular deposits in peritoneum, intestines &c.); অন্ত্রাবরোধ (abstruction of the bowels); স্ত্রীলোকের জরায়ুর প্রদাহ (metritis); অণ্ডাধারে জলসঞ্চয় (ovarian dropsy); বৃককের পীড়া (diseases of the kidneys); এই প্রকার অনেক পীড়া উদররোগের মধ্যে ধরা হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদের মতে উদর রোগ আট প্রকার—১ বাতজনিত, ২ পিত্তজনিত, ৩ কফজনিত, ৪ ত্রিদোষজনিত, ৫ প্লীহোদর, ৬ বদ্ধগুদ, ৭ আগন্তুক, ৮ দকোদর। (ক)

চরকে লিখিত আছে যে,—অত্যন্ত উষ্ণ দ্রব্য, অত্যন্ত লবণমিশ্রিত দ্রব্য, ক্ষার দ্রব্য, দাহজনক উগ্র দ্রব্য এবং অত্যন্ত অম্ল রস খাইলে; বমন বিরেচনাদি সংশোধনের পরে অনিয়মিত ভোজন করিলে; রুক্ষ, বিরুদ্ধ এবং অবিশুদ্ধ দ্রব্য খাইলে; প্লীহা, অর্শঃ এবং গ্রহণী প্রভৃতি রোগের অতিশয় বৃদ্ধি হইলে; বমনাদি ক্রিয়ার বিভ্রম ঘটিলে; কোন কোন পীড়ার যথাসময়ে প্রতীকার না হইলে; রুক্ষতা, বেগরোধ, স্রোত সকলের দোষজনক ক্রিয়া; আমদোষ, সংক্ষোভ; অতিভোজন; অর্শঃ, বায়ুর ও মলের রোধ; অন্ত্রের স্ফুটন ও ভেদ; দোষের অতিশয় সঞ্চয় এবং পাপ কর্ম্ম করিলে ও মন্দাগ্নি হইলে উদররোগ জন্মে। (খ)

উদররোগের সামান্য লক্ষণ এইগুলি—

"কুক্ষেরাধ্মানমাটোপঃ শোথঃ পাদকরস্য চ।
মন্দোঽগ্নিঃ শ্লক্ষ্ণগণ্ডত্বং কার্শ্যঞ্চোদরলক্ষণম্।" চরক।

পেট ফাঁফা, পেট ডাকা; হাতে পায়ে শোথ; অগ্নিমান্দ্য, গণ্ড চিক্কণ ও কৃশ হইয়া যাওয়া, এইগুলি উদররোগের লক্ষণ।

মাধবকর লিখিয়াছেন যে,—

"আধ্মানং গমনেঽশক্তির্দৌর্ব্বল্যং দুর্ব্বলাগ্নিতা।
শোথঃ সদনমঙ্গানাং সঙ্গো বাতপুরীষয়োঃ।
দাহস্তন্দ্রা চ সর্ব্বেষু জাঠরেষু ভবন্তি হি।"

পেট ফাঁপা, চলিতে অক্ষমতা, দুর্ব্বলতা, অগ্নিমান্দ্য, শোথ, শরীরের অবসন্নতা, বায়ুরোধ ও কোষ্ঠবদ্ধতা, দাহ এবং তন্দ্রা এই গুলি সকল প্রকার উদররোগেই ঘটিয়া থাকে। (গ)

উদররোগ জন্মিবার পূর্ব্বে এই সকল লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়—ভালরূপ ক্ষুধা হয় না; সুস্বাদু, সিদ্ধ এবং গুরু অন্ন খাইলে অনেক বিলম্বে তাহার পরিপাক হয়; কোন দ্রব্য খাইলে পেটের ভিতরে গরম হইয়া পরে তাহার পরিপাক হয়; ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইয়াছে কি না রোগী তাহা ভালরূপ বুঝিতে পারে না। ভোজন করিতে বেশ রুচি ও তৃপ্তি হয় না; পা একটু একটু ফুলিয়া উঠে; অল্প শ্রম করিলে শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাস বহিতে থাকে; মলবদ্ধ হইলে শ্বাসের বৃদ্ধি; উদাবর্ত্তজনিত পেটের যন্ত্রণা; বস্তিশূল, সন্ধিস্থানে বেদনা; অল্প ভোজন করিলেও পেট ফাঁফিয়া উঁচ হয় এবং মোচড়াইতে থাকে। পেটের উপরে রেখা দেখা দেয় এবং

(ক) পৃথক্‌সমস্তৈরপি চেহ দোষৈঃ
প্লীহোদরং বদ্ধগুদং তথৈব।
আগন্তুকং সপ্তমমষ্টমঞ্চ
দকোদরঞ্চেতি বদন্তি তানি। (সুশ্রুত)

(খ) সুশ্রুতে সংক্ষেপে ঠিক ঐরূপ কারণই লেখা হইয়াছে—
"দুর্ব্বলাগ্নেরহিতাশনস্য
সংশুষ্কপূত্যন্ননিষেবনাদ্বা।
স্নেহাদিমিথ্যাচরণাচ্চ জন্তো-
র্বৃদ্ধিং গতাঃ কোষ্ঠমভি চ প্রপন্নাঃ॥
গুল্মাকৃতিব্যঞ্জিতলক্ষণানি
কুর্ব্বন্তি ঘোরাণ্যুদরাণি দোষাঃ॥"

যাহার ভালরূপ অগ্নির তেজঃ নাই তেমন ব্যক্তি কুৎসিত দ্রব্য ভোজন করিলে কিংবা অতি ভোজন করিলে; কিংবা সর্ব্বদা কড়কড় ও পান্তভাত খাইলে; অথবা স্নেহাদি দ্রব্যের অযথা ব্যবহার করিলে কোষ্ঠাশ্রিত দোষের অধিক বৃদ্ধি হইলে গুল্মরোগের মত উদররোগ জন্মে।

(গ) শোথ সকল প্রকার উদররোগের সামান্য লক্ষণ বলিয়া ধরিলে পিত্তোদর প্রভৃতির লক্ষণের সঙ্গে বিরোধ ঘটিয়া পড়ে।

পেট চড়া দিয়ে উঠে বলিয়া তাহাতে আর ত্রিবলী থাকে না। চরক। (ঘ)।

এগুলি অনেক প্রকার পীড়ার পূর্ব্বরূপ। বিশেষতঃ অ্যালোপ্যাথী মতে যাহাকে ডিস্পেপ্‌সিয়া অর্থাৎ অগ্নিমান্দ্যরোগ কহে, ইহাতে তাহারই লক্ষণ অধিক। আবার এই পূর্ব্বরূপ মধ্যে লেখা রহিয়াছে যে, "ঈষচ্ছোথপাদয়োঃ"। চরক। "পাদগতশ্চ শোফঃ।" সুশ্রুত। পায়ে অল্প শোথ হইয়া থাকে। তাহা হইলে এ লক্ষণকে কোন ব্যাধির পূর্ব্বরূপ বলিয়া ধরা যায় না। কারণ যকৃতের, হৃৎপিণ্ডের, বৃক্কের কিংবা অন্ত্রাবরক ঝিল্লী প্রভৃতি স্থানে প্রথমে একটি রোগ কিছুকাল সঞ্চিত থাকে। তাহার পর হয় দেহের স্থানবিশেষে কিংবা সর্ব্বাঙ্গে ভালরূপ রক্তসঞ্চালন হইতে পায় না; কিংবা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ও গ্রন্থি প্রভৃতির নিঃসৃত রস উপযুক্ত মত শুষ্ক হয় না; অথবা স্বেদমূত্র প্রয়োজনানুরূপ নির্গত হইতে পারে না, তাহা হইলেই শরীরে শোথ জন্মে। কাজেই শোথ কোন পীড়ার পূর্ব্বরূপ নহে।

উপরে যে সকল লক্ষণ লিখিত হইয়াছে, যকৃতের বিশুষ্কতা রোগ কিছুকাল থাকিলে এরূপ অবস্থা ঘটিবার সম্ভাবনা।

চরকে বাতজনিত উদররোগের এই লক্ষণগুলি লিখিত হইয়াছে—কোঁকে, হাতে, পায়ে এবং অণ্ডকোষে শোথ; পেটে সূচ ফোটার মত বেদনা; কখন শরীরের বৃদ্ধি এবং কখন শরীরের হ্রাস হয়; কুক্ষিশূল, পার্শ্বশূল, উদাবর্ত্ত, অঙ্গমর্দ্দ, পর্ব্বভেদ, শুষ্ক কাসি, কৃশতা, দৌর্ব্বল্য, অরুচি, শরীরের অধোভাগে গুরুতা, বায়ু এবং মলমূত্র বদ্ধ হইয়া থাকে; নখ, চক্ষু, মুখ, ত্বক্ এবং মলমূত্র, কৃষ্ণ ও পীতবর্ণমিশ্রিত এবং রক্তবর্ণ হয়; পেটে সূক্ষ্ম এবং কৃষ্ণবর্ণ রেখা ও শিরা প্রকাশ পায়; পেটের উপরে আঘাত করিলে বায়ুপূর্ণ ভিস্তির মত শব্দ হইতে থাকে এবং বায়ু ঊর্দ্ধ, অধঃ ও পার্শ্বদিকে বেদনা জন্মাইয়া বিচরণ করে।

মাধবকরও লিখিয়াছেন—(তত্র বাতোদরে শোথঃ পাণিপান্নাভিকুক্ষিষু) বাতোদরে হাতে, পায়ে, নাভিতে এবং কুক্ষিতে শোথ হয়। (ঙ)

এখানে বড় গোল। কোন পীড়ার সঙ্গে উপরের লক্ষণগুলির সামঞ্জস্য করা যাইতে পারে? নাভিতে এবং কুক্ষিতে শোথ, এমন কথা বলিলে, নাভির এবং কুক্ষির উপরে শোথ—এরূপ কখন ঘটিতে পারে না। ইহার দ্বারা পেটের ভিতরে অন্ত্রাবরক ঝিল্লীতেই জলসঞ্চয়ের কথা বলা হইতেছে। ঐ ঝিল্লীতে জল জমিলে নাভিতে এবং কুক্ষিতে পৃথক্ করিয়া শোথ হয় না; এক স্থানের শোথেই সকল স্থান ব্যাপিয়া থাকে। কেবল রোগী ভিন্ন ভিন্ন রকমে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিলে নিজের গুরুত্ব হেতু জল নিম্নদিকে গিয়া পড়ে। জল অধিক হইলে উহা সমস্ত উদর ব্যাপিয়া থাকে। জল অল্প হইলে রোগী যদি উঠিয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে উহা নাভির নিম্নদিকে আসিয়া পড়ে। রোগী বাম পাশে শুইলে বাম কোঁকে আসে; দক্ষিণ পাশে শুইলে দক্ষিণ কোঁকে আসে, দুই হাতের এবং দুই পায়ের উপর ভর দিয়া চতুষ্পদ জন্তুর মত দাঁড়াইলে নাভির মধ্যস্থলে আসিয়া জল ঠেলিয়া উঠে। আবার মাটিতে মাথা রাখিয়া ঊর্দ্ধদিকে পা তুলিলে বুকের দিকে জল সরিয়া আসে। কাজেই নাভিতে ও কুক্ষিতে পৃথক্ করিয়া শোথ হইতে পারে না।

তাহার পর আরও গোল রহিয়াছে। যদি বাতোদরেও পেটে জলসঞ্চয় হয়, তবে উদকোদর হইতে ইহার প্রভেদ কি? এখন এ কথার মীমাংসা করা কঠিন। কারণ উপরের লিখিত লক্ষণগুলি যে সময়ে সঙ্কলিত হইয়াছিল, তখন আয়ুর্ব্বেদের আচার্য্যেরা শোথকে অন্যরূপ বলিয়া জানিতেন।

বাতোদরের যেরূপ লক্ষণ করা হইয়াছে, তাহার সঙ্গে বিশেষ কোন যান্ত্রিক রোগের সামঞ্জস্য করা দুষ্কর। তবে উদর মধ্যে কর্কটাদি রোগে হাতে পায়ে শোথ, জলোদরী, এবং তাহার উপরে আধ্মান থাকিলে ঐরূপ লক্ষণ ঘটিতে পারে। পাকস্থলীর বিবৃদ্ধি রোগেও ঐরূপ লক্ষণ ঘটিবার সম্ভাবনা। কিন্তু এই রোগের বমন একটি প্রধান উপসর্গ।

একটি লোকের যকৃতের বিশুষ্কতা রোগ হইয়াছিল। প্রথমে অগ্নিমান্দ্য, অপরাহ্ণে অল্প অল্প জ্বরবেগ, তাহার পরে প্রথমে পায়ে শোথ, শেষে বৃষণে এবং হাতে শোথ এবং পেট জলে পরিপূর্ণ হইল। এই অবস্থায় কোন প্রসিদ্ধ কবিরাজ তাহাকে দেখিয়া রোগটি বাতোদর বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। কিন্তু রোগীর পেট হইতে অন্যূন পনর সের জল বাহির করা হইল।

(ঘ) সুশ্রুতও প্রায় এইরূপ পূর্ব্বরূপ লিখিয়াছেন—
তৎপূর্ব্বরূপং বলবর্ণকাঙ্ক্ষা
বলীবিনাশো জঠরে হি রাজ্যঃ।
জীর্ণাপরিজ্ঞানবিদাহবত্যো
বস্তৌ রুজঃ পাদগতশ্চ শোফঃ।

(ঙ) সুশ্রুতে বাতোদরের লক্ষণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে—
সংগৃহ্য পার্শ্বোদরপৃষ্ঠনাভী-
র্যদ্বর্দ্ধতে কৃষ্ণশিরাবনদ্ধম্
সশূলমানাহবহুগ্রশব্দম্।
সতোদভেদং পবনাত্মকন্তৎ

অন্য একটি লোকের প্রস্রাবের পীড়ার জন্য হাতে, পায়ে এবং মুখে শোথ হইয়াছিল। পরে এক দিন বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে তাহার বায়ুশূল (Flatulent colic) উপস্থিত হয়। জনৈক প্রথিতনামা বৈদ্য রোগটি বাতোদর বলিয়া স্থির করিলেন।

অতএব যাঁহারা স্বদেশীয় এবং বিদেশীয় উভয় প্রকার চিকিৎসাশাস্ত্রের অনুশীলন করিয়া থাকেন, এইরূপ স্থলে তাঁহাদিগকে বড় গোলে পড়িতে হয়।

পিত্তোদরের লক্ষণেও এইরূপ গোল। চরকসংহিতায় লিখিত আছে যে, এইরূপ উদররোগে রোগীর দাহ, জ্বর, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা ও অতীসার এবং ভ্রম হইয়া থাকে। মুখে কটু আস্বাদ হয়। নখ, চক্ষু, মুখ, ত্বক্‌ এবং মলমূত্রের সবুজ ও হরিদ্রাবর্ণ হয়। পেটে নীল, পীত, হরিত এবং তাম্রবর্ণ রেখা ও শিরা দেখা দেয়। আর দাহ তাপ উদ্‌গারে ধূমনির্গম উষ্ণবোধ, ঘর্ম্ম, ক্লেদ নিঃসরণ এবং টিপিলে কোমল বোধ হয় ও শীঘ্র পাকিয়া থাকে।

পিত্তোদরে পেটের কোন স্থান পাকিয়া থাকে, সুশ্রুতে এমন কথা লিখিত হয় নাই। উহাতে সংক্ষেপে এই কয়টি লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে—পিত্তোদরে মুখশোষ, তৃষ্ণা, জ্বর এবং দাহ হইয়া থাকে। শরীর পীতবর্ণ হয়। শিরা সমস্ত পীতবর্ণ এবং চক্ষু, নখ, মুখ ও মলমূত্র পীতবর্ণ হইয়া থাকে। এই রোগ অল্পে অল্পে বহুদিনে বৃদ্ধি হয়। (চ)

সঞ্চিত যকৃতের পীড়ায় পরিণামে উহা যদি পাকিয়া উঠে, তাহা হইলে ঐ সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে।

চরকে শ্লেষ্মজনিত উদররোগের এই লক্ষণগুলি লিখিত হইয়াছে—ইহাতে রোগীর ভারবোধ, অরুচি, অপাক ও অঙ্গমর্দ্দ হয়। দেহের বেশী সাড় থাকে না। হাতে, পায়ে এবং মুখে শোথ হয়। গা বমি বমি করিতে থাকে। সর্ব্বদা নিদ্রাবল্য এবং কাসি ও শ্বাস হয়। নখ, চক্ষু, মুখ ও মলমূত্র এবং ত্বক্‌ শ্বেতবর্ণ হয়। পেটে শুক্লবর্ণ রেখা ও শিরা প্রকাশ পায়। ইহাতে উদর গুরু, স্তিমিত, স্থির ও কঠিন হইয়া থাকে। (ছ)।

(চ) যচ্ছোষতৃষ্ণাজ্বরদাহযুক্তং
পীতং শিরা যত্র ভবন্তি পীতাঃ।
পীতাক্ষিবিণ্মূত্রনখাননস্ত
পিত্তোদরং তচ্চ চিরাভিবৃদ্ধি।

(ছ) সুশ্রুতেও লিখিত হইয়াছে—
যচ্ছীতলং শুক্লশিরাবনদ্ধং
গুরুং স্থিরং শুক্লনখাননস্ত।
স্নিগ্ধং মহচ্ছোফযুতং সসাদং
কফোদরং তচ্চ চিরাভিবৃদ্ধি।

নানা প্রকার মূত্ররোগে এবং হৃদ্‌রোগে এই প্রকার লক্ষণ ঘটিতে পারে।

ত্রিদোষজনিত উদররোগে বাতোদর, পিত্তোদর এবং কফোদর এই তিন প্রকার উদররোগের লক্ষণ একসঙ্গে ঘটিয়া থাকে।

প্লীহোদর সম্বন্ধে চরকে লিখিত হইয়াছে—

অসিতস্যাতিসংক্ষোভাদ্‌যানযানাভিচেষ্টিতৈঃ।
অতিব্যবায়ভারাধ্ববমনব্যাধিকর্ষণৈঃ।
বামপার্শ্বাস্থিতঃ প্লীহাচ্যুতিঃ স্থানাৎ প্রবর্দ্ধতে।
শোণিতং বা রসাদিভ্যো বিবৃদ্ধস্তং বিবর্দ্ধয়েৎ।

ইতি তস্য প্লীহা কঠিনোঽষ্ঠিলেবাদৌ বর্দ্ধমানকচ্ছপসংস্থান উপলভ্যতে। স চোপেক্ষিতঃ ক্রমেণ কুক্ষিং জঠরমগ্ন্যধিষ্ঠানঞ্চ পরিক্ষিপন্নুদরমভিনির্বর্ত্তয়তি।

ভোজনের পরে অঙ্গাদির অধিক চালনা; যানে গমন; যানে শরীরের অধিক সঞ্চালন; অতিরিক্ত স্ত্রীসংসর্গ; ক্ষমতার অতিরিক্ত ভারবহন; অধিক পথ ভ্রমণ; এবং বমন ও ব্যাধিদ্বারা শরীর অধিক গ্লানিযুক্ত হইলে পাঁজরের বাম পার্শ্বস্থিত প্লীহা স্বস্থান ভ্রষ্ট হইয়া বাড়িতে থাকে কিংবা রসাদি দ্বারা রক্ত অতিশয় বৃদ্ধি হইলে সেই বর্দ্ধমান প্লীহা আরও বাড়িয়া উঠে।

[প্লীহোদরের লক্ষণ এবং প্লীহাযন্ত্রে যে সমস্ত পীড়া জন্মিতে পারে, সে সকলের বিবরণ প্লীহা শব্দে দেখ। যকৃৎ উদরের লক্ষণ যকৃৎ শব্দে দেখ।]

চরকে বদ্ধোদরের লক্ষণ এবং নিদান এইরূপ লিখিত হইয়াছে—খাদ্য দ্রব্যের সঙ্গে চক্ষুর লোম কিংবা চুল পেটে গেলে উদাবর্ত্ত; অর্শঃ, এবং অন্ত্রসমূর্চ্ছন প্রভৃতি কোন রোগ থাকিলে মলদ্বার বদ্ধ হয়। তাহাতে অপান বায়ুর পথ রুদ্ধ হওয়ায় উহা কুপিত হইয়া ধাত্বগ্নি, মল, পিত্ত এবং বেগ রুদ্ধ করে। তজ্জন্য বদ্ধোদর রোগ জন্মে।

ইহাতে তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর এবং মুখশোষ ও তালুশোষ হয়। উরু অবসন্ন হইয়া পড়ে। শ্বাস, কাস, দৌর্ব্বল্য, অরুচি, অপাক, মলমূত্র বদ্ধ, আধ্মান, বমি, কম্প, শিরঃপীড়া, হৃদয়ে বেদনা, নাভিশূল এবং উদরে বেদনা হয়। এই পীড়ায় উদর স্থির হইয়া থাকে। পেটের উপরে রক্তবর্ণ এবং নীলবর্ণ রেখা ও শিরা দেখা দেয়। কিংবা রেখাগুলি

কফোদরে উদর শীতল, শুক্লবর্ণ শিরা দ্বারা ব্যাপ্ত, চিক্কণ এবং স্থির হইয়া থাকে। ইহাতে নখ এবং মুখ শুক্লবর্ণ হয়। এবং পেট স্নিগ্ধ ও মহাশোথযুক্ত হইয়া উঠে। আর দেহ অবসন্ন হইয়া পড়ে। এই উদররোগ অনেক বিলম্বে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

নাভির উপরে গোপুচ্ছের ন্যায় আকার ধারণ করিয়া বাড়িতে থাকে। ইহাকে বদ্ধোদর বা বদ্ধগুদোদরও কহে।

এইটী ডাক্তারি মতের অন্ত্রাবরোধ পীড়া (obstruction of the bowels) পাকস্থলী প্রভৃতি স্থানে কর্কটরোগ, পুরাতন রক্তমাশয় রোগ প্রভৃতি অনেক কারণে অন্নপথ বদ্ধ হইতে পারে।

অন্নাদির সঙ্গে কাঁকর, তৃণ, কাঠ, হাড়, কাঁটা প্রভৃতি দ্রব্য খাইলে হাঁচি এবং অতিভোজন দ্বারা পরে অন্ত্রে ছিদ্র হইয়া যায়, তখন অন্নব্যঞ্জনাদি ভুক্তদ্রব্য সেই সকল ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া মলদ্বার ও অন্ত্র পূরণ করে, ক্রমে সেই রস নাভির নিম্নে জমিয়া উদকোদর এবং বাতাদি যে দোষের আধিক্য হয় সেই দোষের লক্ষণ সকল প্রকাশ করে। এই প্রকার উদররোগে নীল, পীত, পিচ্ছিল, দুর্গন্ধ ও অপক্ব মল নির্গত হয় এবং হিক্কা শ্বাস, কাশ, তৃষ্ণা প্রমেহ অরুচি অপরিপাক ও দৌর্ব্বল্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। (চরক)। এই উদররোগ ডাক্তারি মতের Perforation of the bowels and stomach

অজ্ঞান শিশুরা অনেক প্রকার দ্রব্য মুখে পুরিয়া খাইয়া ফেলে। পাগলেরাও চুল, দড়ী, ছোট পাথর খাইয়া থাকে। ডাক্তার পোনক একটী উন্মত্ত বালিকার কথা লিখিয়া গিয়াছেন। বালিকাটীর বয়ঃক্রম ১৮ আঠার বৎসর। তাহার পেটের উপরে আঁবের মত কি একটা ঠেলিয়া উঠিয়াছিল। ভোজন করিলে পর বমন হইত। ইহাই তাহার উপসর্গ, কিছু দিন পরে বালিকাটির মৃত্যু হইল। ডাক্তারেরা পেট চিরিয়া দেখেন, পাকস্থলীর অধিকাংশ স্থান চুলের ও দড়ীর গোছাতে পরিপূর্ণ। কতকগুলা চুল ও দড়ী পাকস্থলীর দক্ষিণ দিকের মুখে বদ্ধ হইয়া আছে, আর এক গোছা চুল ও দড়ী দ্বাদশাঙ্গুলান্ত্রের মধ্যে এবং শূন্যান্ত্রের উপরে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

বফ্‌নিল একটী অপস্মার রোগীর কথা লিখিয়াছেন। ২২ বাইশ বৎসর বয়ঃক্রমে অন্ত্রবেষ্টঝিল্লীর প্রদাহ রোগে (Peritonitis) তাহার মৃত্যু হয়। পাকস্থলীর স্বল্পচক্রাংশে (lesser curvature) আধুলি পরিমিত একটী ছিদ্র হইয়াছিল। ছিদ্রের চারিদিকে ক্ষত এবং ক্ষতস্থান দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ। পাকস্থলী কাটিলে তাহার ভিতর হইতে সাত সের ওজনের চুণ, সূতা এবং নারিকেলের ছোব্‌ড়া বাহির হইল।

হেমান লিখিয়াছেন যে, একটী শিশু মুখ ব্যাদান করিয়া শুইয়া ঘুমাইতে ছিল। হঠাৎ একটি নেংটী ইন্দুর আসিয়া তাহার মুখের ভিতরে ঢুকিয়া গেল। কিন্তু পরিশেষে ইন্দুরটা পচিয়া মলদ্বার দিয়া বাহির হইয়া যায়। তাহাতে কোন উপসর্গ ঘটে নাই।

মোনি-এ-মোরে একটী স্ত্রীলোকের বিবরণ লিখিয়াছেন। সে এগার তাড়া পেরেক এবং ছোট ছোট কাঁসার কুচি গিলিয়াছিল। জন্ মার্শাল লিখিয়াছেন যে, একটী স্ত্রীলোকের পাকস্থলীতে প্রায় পাঁচ ছটাক সূচ ছিল, তদ্ভিন্ন দ্বাদশাঙ্গুল অন্ত্রেও অনেকগুলি সূচ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল।

পোলাও একটী রোগীর কথা লিখিয়াছেন, তাহার দ্বাদশাঙ্গুল অন্ত্রের সম্মুখ দিকে ছিদ্র হইয়া যায়। তাহার পাকস্থলীর ও অন্ত্রের মধ্যে পাঁচ পোয়া ওজনের চামিচা ভাঙ্গা, পেরেক, পাথর প্রভৃতি নানাপ্রকার দ্রব্য ছিল।

ঐ সকল কারণ ভিন্ন আরও অনেক কারণে পাকস্থলীতে এবং অন্ত্রে ছিদ্র হইতে পারে। পাকস্থলীতে, যকৃতে এবং প্লীহাতে ফোড়া হইলে পাকস্থলীতে ছিদ্র হইতে পারে। কর্কট রোগে, পুরাতন রক্তাতিসারে এবং অন্ত্রজ্বর প্রভৃতি রোগেও অন্ত্রে ছিদ্র হয়। যকৃৎ হইতে বড় পাথুরী নামিয়া অন্ত্রের কোন স্থানে বদ্ধ হইয়া গেলে সেখানে ক্ষত ও ছিদ্র হইতে পারে।

অন্ত্রে ছিদ্র হইবার সময়ে হঠাৎ রোগীর অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়ে। পেটে দুঃসহ বেদনা উপস্থিত হয়। কাহার অধিক কাহারও অল্প হিক্কা হইয়া থাকে। আবার কোন কোন রোগীর কিছুই হিক্কা হয় না। ঘন ঘন ওয়াক উঠে ও বমন হয়। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম বাহির হয়; কাহারও সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মে ভাসিয়া যায়। রোগী পা গুটাইয়া স্থির ভাবে শুইয়া থাকে; নড়িতে চড়িতে কিম্বা কথা কহিতে চায় না। নিশ্বাস ফেলিতেও কষ্ট বোধ হয়। নাড়ী ক্ষীণ, চঞ্চল এবং চাপা হইয়া পড়ে, মুখশ্রী বিবর্ণ, জিহ্বা শুষ্ক; অতিশয় তৃষ্ণা, পেট অল্প চাপিলেই অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়। এই অবস্থায় রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং শীঘ্রই প্রাণত্যাগ করে। কাহার অবস্থা দিন কত কতক একটু ভাল বোধ হয়, কিন্তু পরিশেষে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। অন্ত্রে ছিদ্র হইলে কোন কোন রোগীর অন্ত্রবেষ্টঝিল্লীর প্রদাহ হয়।

উদকোদর দকোদর, জলোদর—চলিত কথায় ইহাকেই আমরা উদরী বলিয়া থাকি। চরকে লিখিত আছে,—যে ব্যক্তি অধিক স্নেহ পান করে, কিম্বা যাহার অগ্নির তেজঃ নাই এবং যে ক্ষীণ ও কৃশ হইয়াছে, তেমন ব্যক্তি অধিক পরিমাণে জল পান করিলে ক্ষুধামান্দ্য হয়, তখন বায়ু ক্লোম স্থানে অবস্থিতি করিতে থাকে, ক্রমে স্রোত সকলের পথ বদ্ধ হইয়া যায় এবং ঐ পীত জলের দ্বারা কফও বাড়িয়া

উঠে। পরিশেষে উভয়েই স্বস্থান হইতে পীত জলের বৃদ্ধি করিয়া উদর রোগ জন্মায়। এই উদর রোগে ভোজনে ইচ্ছা থাকে না। তৃষ্ণা, গুহ্যস্রাব, শূল, শ্বাস, কাস, দৌর্ব্বল্য এবং পেটে নানা বর্ণের রেখা ও শিরা দেখা দেয়। পেটে আঘাত করিলে জলপূর্ণ ভিস্তির মত কম্প অনুভব করা যায়।

এইটী ডাক্তারি মতের আসাইটিস্ (Ascities) রোগ। জলোদর নিজে একটী বিশেষ ব্যাধি নয়, ইহা অন্য অন্য রোগের শেষ অবস্থায় একটী লক্ষণ মাত্র। যকৃতের বিশুষ্ক রোগ, পুরাতন প্লীহা রোগ, পুরাতন অন্ত্রবেষ্ট প্রদাহ, পুরাতন রক্তাতিসার প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগের শেষাবস্থায় উদরী হইতে পারে। তবে শৈত্য লাগিয়া ও কোন কোন ব্যক্তির উদরী হয়। এই প্রকার উদরী সুসাধ্য।

কোন সঙ্কিত পীড়ায় শিরাসমূহে ভালরূপ রক্তসঞ্চালন না হইলে কিম্বা আওলালিক পদার্থ স্বল্প হইয়া পড়িলে অন্ত্রবেষ্টঝিল্লিতে জল সঞ্চয় হয়; কিন্তু প্রথমেই উদরে জল বৃদ্ধি হয় না। আগে হাতে পায়ে শোথ হয়, অবশেষে উদরে জল জন্মিয়া থাকে, কিন্তু যকৃতের পীড়ায় হাত পায়ে শোথ না হইলে উদরী হইতে পারে।

কোন কোন রোগীর পেটে অল্প পরিমিত জল থাকে। কোন কোন রোগীর পেটে অর্দ্ধমণেরও অধিক জল থাকিতে দেখা গিয়াছে। একটী উদরী রোগীর পেটে জলের সঙ্গে ছয়টা বড় বড় পোকা ছিল। আমাদের দেশের সার গাদায় কিম্বা পুরাতন পচা সজিনাগাছে যে প্রকার ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ বড় বড় ও মোটা মোটা কীট থাকে, ঐ পোকাগুলা দেখিতে ঠিক সেই রকম। মুখ ও মাথা কৃষ্ণবর্ণ মলদ্বার কৃষ্ণবর্ণ। পিঠের উপরে সারি সারি গাঁইট। প্রায় তিন অঙ্গুলি লম্বা, দেড় অঙ্গুলি বেড়। মুখে কাতুরীর মত তীক্ষ্ন দাড়া। সকল গুলিই জীবিত ছিল। জল ও খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে অনেক কীট উদরস্থ হয় এবং পেটে সেই সকল কীট মরিয়া না গেলে নানাপ্রকার পীড়া জন্মে। বোধ করি, ঐ সকল কীট কোন প্রকারে উদরস্থ হইয়াছিল। তাহার পর ক্ষুদ্রাবস্থায় অন্ত্র ভেদ করিয়া অন্ত্রবেষ্ট ঝিল্লীতে প্রবেশ করে। পরিণামে উহারই উগ্রতা হেতু উদরী রোগ জন্মিয়া থাকিবে। উদরী হইলে রোগী প্রায় দশবৎসর জীবিত ছিলেন।

উদরীর জল অনেক স্থানে বেশ পরিষ্কার। কোন কোন রোগীর জল ঘোলা এবং কাহারও পেটে হরিদ্রাবর্ণ জল থাকে। ঐ জলের সন্তাপ গায়ের সন্তাপের সঙ্গে সমান। উহাতে লবণাংশ, আওলালিক পদার্থ এবং ফিব্রিন্ থাকে। পেটে অধিক জল সঞ্চিত হইলে যকৃৎ, প্লীহা এবং বৃক্ক নীরক্ত ও ছোট হইয়া যায়। হৃদয় ও উদর মধ্যে বেষ্ট (diaphragm) উপরদিকে ঠেলিয়া উঠে।

উদরী হইলে প্রথমে পেটে ভার বোধ হয়। ক্ষুধা মান্দ্য হইয়া থাকে; কোষ্ঠ শুদ্ধি হয় না। প্রস্রাব ভালরূপ পরিষ্কার হয় না। ক্রমে জলের পরিমাণ অধিক হইয়া পড়িলে শ্বাসকৃচ্ছ্র হইতে থাকে। ক্রমে পেট আরও বড় হইলে পেটের উপরে ও অণ্ডকোষে এবং পুরুষাঙ্গে শোথ হয় এবং পেটের উপরে শিরা দেখা দেয়। পেটে আঘাত করিলে টল টল করিতে থাকে।

উদররোগের একটী সামান্য চিকিৎসাবিধি আছে, ইহাতে বিশেষ কিছু করিবার যো নাই। কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে উদর রোগ নিজে একটি স্বতন্ত্র পীড়া নয়। অতএব মূল পীড়া নিশ্চিত করিয়া তাহারই চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

চরকে উদররোগের অসাধ্য লক্ষণগুলি বেশ ভাল করিয়া লেখা আছে। যথা—

তদাতুরমুপদ্রবাঃ স্পৃশন্তি ছর্দ্যতেহতীসারতমকঃ-
তৃষ্ণা-শ্বাস-কাস-হিক্কা-দৌর্ব্বল্যপার্শ্বশূলারুচি-
স্বরভেদমূত্রসঙ্গাদয়স্তথাবিধমচিকিৎস্যং বিদ্যাদিতি।

বমন, অতিসার, তমক, পিপাসা, শ্বাস, কাস, হিক্কা, দৌর্ব্বল্য, পার্শ্বশূল, অরুচি, স্বরভেদ, মূত্ররোধ প্রভৃতি এইরূপ উপসর্গ হইলে সে প্রকার রোগীকে অচিকিৎস্য বলিয়া জানিবে।

পক্ষাদ্বদ্ধগুদং তূর্দ্ধং সর্ব্বং জাতোদকং যথা।
প্রায়ো ভবত্যভাবায় ছিদ্রান্ত্রং চোদরং নৃণাম্।

বদ্ধগুদোদর, সকল প্রকার জলোদরী এবং ছিদ্রান্ত্রোদর রোগ হইলে প্রায় এক পক্ষের পরে মানুষের মৃত্যু হয়।

শূনাক্ষং কুটিলোপস্থমপক্লিন্নতনুত্বচম্।
বলশোণিতমাংসাগ্নিপরিক্ষীণঞ্চ সন্ত্যজেৎ॥
শ্বয়থুঃ সর্ব্বমর্ম্মোত্থঃ শ্বাসো হিক্কারুচিঃ সতৃট্।
মূর্চ্ছা ছর্দ্দ্যাতিসারশ্চ নিহন্ত্যুদরিণং নরম্॥

চক্ষুতে শোথ হইলে, পুরুষাঙ্গ বক্র হইয়া পড়িলে, চর্ম্ম ক্লেদযুক্ত ও পাতলা হইলে এবং বল, রক্ত, মাংস, এবং ক্ষুধা নিস্তেজ হইলে সেইরূপ উদররোগীকে পরিত্যাগ করিবে।

সকল মর্ম্ম স্থান হইতে শোথ হইলে, শ্বাস, হিক্কা, অরুচি, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, বমন, অতিসার, প্রভৃতি উপসর্গ হইলে সে উদরী রোগীর মৃত্যু হয়।

উদররোগে বিরেচক ঔষধ, পিচকারি প্রয়োগ এবং স্বেদই বৈদ্যশাস্ত্রের প্রধান চিকিৎসা। তদ্ভিন্ন অন্য অন্য অনেক প্রকারও ঔষধের ব্যবস্থা।

বৈদ্যকরসেন্দ্রসারসংগ্রহে যথা,—

জলোদরারিরস।

"পিপ্পলী মরিচং তাম্রং রজনীচূর্ণসংযুতম্।
স্নুহীক্ষারৈর্দিনং মর্দ্দ্যং তুল্যজৈপালবীজকম্॥
নিষ্কং খাদেদ্বিরেকং স্যাৎ সদ্যো হন্তি জলোদরম্।
রেচনানাঞ্চ সর্ব্বেষাং দধ্যন্নং স্তম্ভনে হিতম্॥
দিনান্তে চ প্রদাতব্যমন্নং বা মুদ্গযূষকম্॥"

পিপ্পলী, মরিচ, (মারিত) তাম্র, ধনিয়া, হরিদ্রা, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এক এক ভাগ লইয়া এক দিবস সিজের দুগ্ধে মর্দ্দন করিবে, অনন্তর ইহার সহিত জয়পাল বীজের চূর্ণ একভাগ মিশ্রিত করিয়া দুই রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ ভক্ষণে জলোদর রোগ সদ্যই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সর্ব্বপ্রকার বিরেচনেই দধিযুক্ত অন্ন বিরেচন স্তম্ভন করে অতএব এই ঔষধ সেবনে দিনান্তে দধিযুক্ত অন্ন অথবা মুগের যূষের সহিত অন্ন পথ্য দিবে। ইহাকে জলোদরারিরস কহে।

উদররোগাধিকারে ইচ্ছাভেদী রস যথা,—

"শুণ্ঠী মরিচসংযুক্তং রসগন্ধকটঙ্কণং।
জৈপালো দ্বিগুণঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বমেকত্র চূর্ণয়েৎ॥
ইচ্ছাভেদী দ্বিগুঞ্জঃ স্যাৎ সিতয়া সহ দাপয়েৎ।
পিবেত্তু চুল্লকান্ যাবৎ তাবদ্বারান্ বিরেচয়েৎ॥"

শুণ্ঠি মরিচ (শোধিত) পারদ, গন্ধক, সোহাগা এই সমুদায় দ্রব্য প্রত্যেকে এক এক ভাগ ও জয়পালবীজ দুই ভাগ এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিবে। এই ঔষধ দুই দুই রতি পরিমাণে চিনির সহিত খাইবে। ইহার নাম ইচ্ছাভেদী রস। এই ঔষধ খাইয়া যত গণ্ডূষ জল পান করা যায় তত বার বিরেচন হইয়া থাকে।

পেটে জল জমিলে এখনকার ডাক্তারদের মত প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যেরাও সেই জল বাহির করিয়া দিতেন। "জাতং জাতং জলং স্রাব্যমেবং তৎপাতয়েদ্ভিষক্।" জাতোদক উদররোগে জল জমিলেই চিকিৎসক সেই জল বাহির করিয়া দিয়া তাহার নিপাতন করিবেন।

পূর্ব্বাচার্য্যেরা কি প্রকারে জল বাহির করিয়া দিতেন, হারীত নামক বৈদ্যকগ্রন্থে তাহার উল্লেখ আছে। যথা,—

"তস্যানাভের্বলীভাগে বর্জ্জয়িত্বাঙ্গুলদ্বয়ম্।
জলনাড়ীকামুন্মস্য কুশপত্রেণ বেষ্টয়েৎ॥
এরণ্ডজলনালঞ্চ তত্র সঞ্চারয়েদ্‌বুধঃ।
অন্তর্গতং জলং স্রাব্যং ততঃ সন্ধারয়েদ্দ্রুতম্॥
যদা ন ধ্রিয়তে তচ্চ তদা দাহঃ প্রশস্যতে॥
কণাকল্কং পরিস্রাব্য ঘৃতং দেয়ং চতুর্গুণং।
শুণ্ঠিবিশ্বা সমং পাচ্যং পানমালেপনং হিতম্॥
শস্ত্রকর্ম্ম ভিষক্‌শ্রেষ্ঠো বিজ্ঞাতেনৈব কারয়েৎ।
দুষ্করং শস্ত্রকর্ম্মৈব ন কুর্য্যাদ্ যত্র তত্র তু॥
অক্রিয়ায়াং ধ্রুবো মৃত্যুঃ ক্রিয়ায়াং সংশয়ো ভবেৎ।
তস্মাদবশ্যকর্ত্তব্যমীশ্বরং সাক্ষিকারিণা॥"

সেই হেতু নাভির বলির দিকে দুই অঙ্গুলি পরিত্যাগ করিয়া জলনাড়ী ঠিক করিয়া কুশপত্রদ্বারা বেষ্টন করিবে। তেরেণ্ডাপত্রের নল তাহার মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া অন্তর্গত জল বাহির করিয়া দিবে, তদনন্তর সত্বর তাহা বন্ধ করিয়া দিবে; যদি জল নির্গমন বন্ধ না হয় তবে দাহ করাই প্রশস্ত। জল নিঃস্রাব করিয়া জীরকের কল্ক ও চতুর্গুণ ঘৃতের সহিত সমভাগ শুঁঠ ও বিশ্বার সহিত পাক করিয়া পান ও আলেপন করিলে উপকার হইবে। আর এক কথা এই যে, অতিশয় নিপুণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা অস্ত্র কার্য্য করাইবে, অস্ত্র কর্ম্ম অত্যন্ত দুষ্কর, যেখানে সেখানে তাহা প্রয়োগ করিবে না। ইহাতে অস্ত্র কর্ম্ম না করিলে নিশ্চয়ই মৃত্যু হয়, কিন্তু অস্ত্র কর্ম্ম করিলে সংশয় হয় অর্থাৎ বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। অতএব ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া অবশ্যই জলোদরে অস্ত্র কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য।

জল বাহির করিলে অনেক স্থলেই রোগী আরোগ্য লাভ করে না, ইহাতে কেবল যন্ত্রণার লাঘব হয়। জল বাহির করিলে অল্প দিন পরেই পুনর্ব্বার জলে পেট পরিপূর্ণ হয় এবং শীঘ্রই রোগীর মৃত্যু ঘটে। কিন্তু ভিতরে বিশেষ কোন যান্ত্রিক পীড়া না থাকিলে এই প্রক্রিয়ায় রোগী আরোগ্য লাভ করে।

উদরগ্রন্থি (পুং) উদরস্য গ্রন্থিরিব। গুল্মরোগ। (গুল্মঃ স্যাদুদরগ্রন্থিঃ। হেম ৩। ১৩৪।)

উদরত্রাণ (ক্লী) উদরস্য ত্রাণো যস্মাৎ। কোমরবন্ধ, নাগোদ। (নাগোদমুদরত্রাণং। হেম ৩। ৪৩২।)

উদরথি (পুং) উৎ-ঋ-(উদর্তেশ্চিৎ। উণ্ ৪। ৮৮।) ইতি অথিন্-চিৎ। ১ সমুদ্র। ২ সূর্য্য। (ভবেদুদরথিঃ পুংসি সমুদ্রে চ বিরোচনে। মেদিনী।)

উদরপরতা (স্ত্রী) রোগবিশেষ, ইহাতে অতিশয় খাইতে ইচ্ছা হয়।

উদরপরায়ণ (ত্রি) উদরং উদরপূরণমেব পরং অয়নং প্রধানাশ্রয়ো যস্য যদ্বা উদরে বিষয়ে পরায়ণ আসক্তঃ। পেটুক, উদরপূরণে ব্যগ্র।

উদরপিশাচ (ত্রি) উদরায় তৎপূরণায় পিশাচ ইব।

যথেচ্ছাহারী, যে যাহা পায় তাহাই খায়। সর্ব্বান্নভক্ষক। (উদরপিশাচঃ সর্ব্বান্নীনঃ সর্ব্বান্নভক্ষকঃ। হেম ৩। ৯২)

উদরভঙ্গ (পুং) উদরস্য ভঙ্গঃ। পেট-ভাঙ্গা, ভেদ হওয়া।

উদরম্ভরি (ত্রি) উদরং বিভর্ত্তি উদর (পা ৩। ২। ২৬ সূত্রাৎ "আত্মনোমুমাগম ইন্‌প্রত্যয়শ্চ। অনুক্ত সমুচ্চয়ার্থশ্চকার। ইতি সিং কৌ০) ইন্‌-মুম্ চ। আত্মম্ভরি, পেটুক। (কুক্ষিম্ভরিরাত্মম্ভরিরুদরম্ভরিঃ। হেম ৩। ৯১।)

উদররোগ (পুং) উদরী। [উদর দেখ।]

উদরশাণ্ডিল্য (পুং) ঋষিবিশেষ। (ভারত সভা ৩ অঃ।)

উদরাধ্মান (ক্লী) উদরস্য আধ্মানং। পেট ফাঁপা।

উদরাময় (পুং) উদরস্য আময়ঃ। রোগবিশেষ। পেটের পীড়া। [অতিসার দেখ।]

উদরাবর্ত্ত (পুং) উদরের আবর্ত্ত ইব। নাভি।

উদরাবেষ্ট (পুং) ক্রিমি।

উদরিল (ত্রি) উদর-(তুন্দাদিভ্য ইলচ্চ। পা ৫। ২। ১১৭।) ইতি ইলচ্ উদরী, ভুঁড়িয়া। (পিচণ্ডিলো বৃহৎকুক্ষিস্তুন্দি-তুন্দিক-তুন্দিলাঃ। উদর্য্যুদরিলে। হেম ৩। ১১৪।)

উদরিণী (স্ত্রী) উদর-ইনি ঙীপ্। গর্ভবতী। অন্তঃসত্ত্বা। (অন্তর্বত্নী গুর্ব্বিণী স্যাৎ গর্ভবত্যুদরিণ্যপি। হেম ৩। ২০২।)

উদরী [ন্] (ত্রি) উদর-ইনি। ভুঁড়িয়া। [উদরিল দেখ।]

উদর্ক (পুং) উৎ-ঋচ-ঘঞ্। ১ উত্তরকাল। ২ ভাবিফল। ৩ মদনকণ্টক বৃক্ষ, ময়না গাছের কাঁটা। (উদর্ক এষ্যৎকালে তৎফলে মদনকণ্টকে। মেদিনী।) ৪ অন্তিম, শেষ। (ঋক্ প্রাতি ১৫। ৮।)।

উদর্চ্চি [স্] (পুং) উদ্গতমর্চ্চিঃ শিখা যস্য। ১ অগ্নি। (বিভাবসুঃ সপ্তোদর্চ্চিঃ। হেম। ৪। ১৬। ৬।) ২ শিব। উদ্গতং প্রভা যস্মাৎ (ত্রি) উৎপ্রভ, প্রভান্বিত, প্রজ্জ্বলিত। ("কৃশানোরুদর্চ্চিষঃ।" রঘু ৭। ২১।)

উদর্দ (পুং) উৎ-অর্দ্দ-অচ্। রোগবিশেষ। বোল্‌তা কামড়াইলে দষ্ট স্থানে শোথ জন্মায়। তৎসঙ্গে যদি ব্যথা হয় ও সড়্ সড়্ করিতে থাকে এবং ছর্দ্দি জ্বর ও বিদাহ হয় তাহাকে উদর্দরোগ কহে।

উদলাবণিক (ত্রি) উদলবণ-ঠক্। লবণ ও জল দিয়া সিদ্ধ ব্যঞ্জনাদি।

উদবসিত (ক্লি) উর্দ্দ্ধমবসীয়তে স্ম। উদ-অব-ষিঞ্-বন্ধ বন্ধনে বা-ক্ত। ভবন, বাটী (আলয়ো নিলয়শালাসভোদবসিতং কুলম্। হেম ৪। ৫৬)

উদবাস (পুং) উদকে ব্রতার্থ বাসঃ (পেষং বাস-বাহনধিষুচ। পা ৬। ৩। ৫৮ পেষম্, বাস, বাহন ও ধি শব্দের উত্তরে থাকিলে উদ আদেশ হয়।) ইতি উদাদেশ। ব্রতপালন জন্য জলে বাস।

উদবাহ (পুং) জলবাহক (ঋক্ ৫। ৪৮। ৩।)

উদশরাব (পুং) জলপূর্ণ শরাব। (ছান্দোগ্য ৮। ৮। ১।)

উদশ্রু (ত্রি) উদ্গতমশ্রু যস্য। প্রা-বহুব্রী। নির্গতাশ্রু, যাহার অশ্রু নির্গত হইয়াছে।

উদশ্বিৎ (ক্লী) উদকেন শ্বয়তি বর্দ্ধতে উদ-শ্বি ক্বিপ্ তুক্। অর্দ্ধ জলযুক্ত, ঘোলা।

উদস্ত (ত্রি) উৎ-অস-ক্ত। ১ উৎক্ষিপ্ত। ২ বহিস্কৃত।

উদহরণ (পুং) উদকং হ্রিয়তে অনেন হৃ-করণে ল্যুট্। কুম্ভ, কলস। ('উদহরণাঃ কলসাঃ।' ইতি কাতীয় শ্রৌত ভাষ্যে কর্কাচার্য্য ৯। ২। ২৩।)

উদহার (ত্রি) উদকং হরতি হৃ অণ্ উদাদেশ। জলহারক, ভাবে ঘঞ্। জলহরণ।

উদাজ (পুং) উদ-অজ-ঘঞ্ (অজিব্রজ্যোশ্চ। পা ৭।৩,৬০। ইতি সূত্রাৎ কবর্গাদেশো ন স্যাৎ।) প্রেরণ। 'উদাজঃ ক্ষত্রিয়াণাম্' (প্রেরণম্) ইতি সি, কৌ।

উদাত্ত (পুং) উৎ-আ-দা-ক্ত। ১ স্বরভেদ। "উচ্চৈরুদাত্তঃ।" পা ১। ২। ২৯। তাল্বাদিষু সভাগেষু স্থানেষূর্দ্ধভাগে নিষ্পন্নোঽচুদাত্তঃ। সি° কৌ° ॥ মুখের ভিতর তালু প্রভৃতি উর্দ্ধভাগ হইতে যে স্বর উচ্চারিত হয় তাহাই উদাত্ত। [অনুদাত্ত দেখ।]

২ বাদ্যবিশেষ। ৩ দান। ৪ কাব্যালঙ্কারবিশেষ। (ত্রি) কর্ত্তরি ক্ত। ১ মহৎ। ২ সমর্থ। ৩ দাতা।

উদান (পুং) উদূর্দ্ধেন আনিতি অনেন। উৎ-আ-অন্-ঘঞ্। কণ্ঠবায়ু বিশেষ। বেদান্তমতে "উদানঃ ? কণ্ঠস্থানীয়ঃ উর্দ্ধগমনবানুৎক্রমণবায়ুঃ।" বেদান্তসার। উদান উর্দ্ধগমনশীল কণ্ঠস্থায়ী উৎক্রমণবায়ু। মহর্ষি সুশ্রুতের মতে—

"উদানো নাম যস্তূর্দ্ধমুপৈতি পবনোত্তমঃ।
উর্দ্ধজত্রুগতান্ রোগান্ করোতি চ বিশেষতঃ ॥" নিদান ১ অঃ।

যে বায়ু উর্দ্ধদিকে সঞ্চরণ করে, তাহাকে উদান বায়ু কহে। উদানবায়ু কুপিত হইলে স্কন্ধসন্ধির উপরিস্থিত সকল রোগই বিশেষরূপে জন্মে।

যোগার্ণবে উদান বায়ুর ক্রিয়া ও স্থানাদি এইরূপ নিরূপিত হইয়াছে।

"স্পন্দয়ত্যধরং বক্ত্রং গাত্রনেত্রপ্রকোপনঃ
উদ্বেজয়তি মর্ম্মাণি উদানো নাম মারুতঃ ॥

বিদ্যুৎপাবকবর্ণঃ স্থাদুত্থানাসনকারকঃ।
পাদয়োর্হস্তয়োশ্চাপি সর্ব্বসন্ধিষু বর্ত্ততে ॥"

উদানবায়ু অধর ও মুখস্পন্দন করে। ইহা চক্ষু ও শরীরের প্রকোপকারী, মর্ম্মের উত্তেজক। ইহার বর্ণ বিদ্যুতাগ্নির ন্যায়। ইহা উত্থান ও উপবেশনকারক। হাত পা ও সকল সন্ধিতে এই বায়ু বিদ্যমান রহিয়াছে। ২ নাভি। ৩ সর্প। (উদানোহৎপ্যুদরাবর্ত্তে বায়ুভেদে ভুজঙ্গমে। মেদিনী।) ৪ বৌদ্ধশাস্ত্রভেদ। এই শাস্ত্রে বুদ্ধদেবের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে।

উদাউ (পুং) উৎ-আপ-উন্। সহদেব পুত্র, মগধরাজ জরাসন্ধের পৌত্র। (হরিবংশ ৩২) কোন কোন পুরাণে উদাপি সোমাপি এইরূপ পাঠান্তর দেখা যায়।

উদাপেক্ষী [ন] (পুং) বিশ্বামিত্রের পুত্র। (ভারত মন্থ)

উদায়ুধ (ত্রি) উদূর্দ্ধং আয়ুধো যস্য। উদ্ধৃতাস্ত্র, বধার্থ যে অস্ত্র উত্তোলন করিয়াছে। (রঘু ১২। ৪৪)

উদার (ত্রি) উৎ উৎকৃষ্টং আ সমন্তাৎ রাতি দদাতি। উৎ-আ-রা-আতশ্চেতি ক। ১ দাতা। ২ মহাত্মা। (গীতা ৭। ১৮)। ৩ সরল। ৪ উৎকৃষ্ট। ৫ গম্ভীর। ৬ মহোচ্চ। ৭ বদান্য, দয়ালু। ৮ সারবান্। ৯ রম্য। ১০ ন্যায্য। ১১ শিষ্ট। ১২ অসাধারণ।

উদারা (সঙ্গীত) সা ঋ গ ম প ধ নি এই সাতটী স্বরকে একত্র করিলে সপ্তকসংজ্ঞা হয়। মনুষ্যদেহে স্বাভাবিক তিন সপ্তকের অধিক উচ্চারিত হয় না, এই হেতু হিন্দু সঙ্গীত শাস্ত্রে তিনটি সপ্তকের উল্লেখ আছে। যথা—উদারা, মুদারা, তারা। নাভি হইতে যে সপ্তস্বর উচ্চারিত হয়, তাহাকে 'উদারা' (বেদান্তমতে 'অনুদাত্ত') কহে। খাদের স্বরসমূহ।

উদারথি (ত্রি) উৎ-আ-ঋ-অথিন্। উর্দ্ধে আগমনকারী।

উদারধী (স্ত্রী) উদারা ধীঃ। ১ উৎকৃষ্টবুদ্ধি। (ত্রি) ২ উৎকৃষ্টবুদ্ধিবিশিষ্ট। ৩ সরল, অকপট (রঘু ৩।৩০) (পুং) ৪ বিষ্ণু।

উদাবৎসর (পুং) বর্ষবিশেষ। এই বর্ষে রৌপ্যদানে মহাফল হয়। [ইদাবৎসর দেখ।]

উদাবর্ত্ত (পুং) উৎ-আ-বৃত-ঘঞ্। রোগবিশেষ, মলমূত্রবায়ুরোধক রোগ। বায়ু, মল, মূত্র, হাই, অশ্রু, কাসি বা হাঁচি, ঢেঁকুর, বমি ও শুক্র প্রভৃতির বেগ ধারণ দ্বারা বায়ু উর্দ্ধগত হইয়া এই রোগ উৎপন্ন হয়, এই কারণে ইহাকে উদাবর্ত্ত কহে। (১)

ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা ও শ্বাসের বেগ ধারণেও এই রোগ জন্মে। রূক্ষ, কষায়, কটু ও তিক্ত-ভোজনে কোষ্ঠগত বায়ু কুপিত হইয়াও এই রোগ হয়। (২)

সুশ্রুত বলেন, উদাবর্ত্ত রোগে তৃষ্ণার্ত্ত, অত্যন্ত ক্লান্ত, ক্ষীণ, শূলার্ত্ত ও পুরীষ বমি এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগীকে পরিত্যাগ করিবে। (৩)

বায়ুর বিপথগমন জন্য এই রোগ জন্মে বলিয়া সকল অবস্থায় বায়ুকে স্বাভাবিক পথে আনাই এই রোগ প্রতিকারের প্রধান উপায়।

বায়ু জন্য উদাবর্ত্ত রোগে স্নেহ ও স্বেদ দিয়া আস্থাপন প্রয়োগ করিবে। মল রোধ জন্য হইলে আনাহ রোগের চিকিৎসার ন্যায় চিকিৎসা করিবে। মূত্ররোধ জন্য হইলে এলাইচ বা দুগ্ধ সহযোগে মদিরা পান করিবে। অথবা আমলকীর রস জল দিয়া ৩ দিন খাইবে। অশ্রুধারণ জন্য হইলে স্নিগ্ধ ও স্বেদ প্রয়োগ করিয়া অশ্রুমোক্ষণ করাইবে। উদ্গার রোধ জন্য হইলে টাবালেবুর রস দিয়া সুরাপান করিবে। বমন জন্য হইলে ক্ষার বা লবণসহযোগে অভ্যঙ্গ প্রয়োগ করিবে। শুক্ররোধ জন্য হইলে স্ত্রী সহবাস আবশ্যক। অনিদ্রার জন্য হইলে দুগ্ধপান ও যাহাতে নিদ্রা হয়, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিবে।

কোষ্ঠগত বায়ু কুপিত হইয়া উদাবর্ত্ত জন্মিলে এবং তৎপ্রযুক্ত হৃৎ ও বস্তিদেশে শূল, দেহের গৌরব, অরুচি, কষ্টে বায়ু মূত্র ও মল নিঃসরণ, শ্বাস, কাস, প্রতিশ্যায়, দাহ, মোহ, বমি, তৃষ্ণা, হিক্কা, শিরোরোগ, মন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিভ্রম প্রভৃতি বায়ুর প্রকোপ জন্য নানাপ্রকার বিকার ঘটে। সুশ্রুতের মতে এরূপস্থলে তৈল ও লবণযোগে অভ্যঙ্গ দ্বারা স্নিগ্ধ করিবে এবং স্বেদ ও নিরূহ বস্তি প্রয়োগ করিবে। মদনফল, লাউবীজ, পিপুল, কণ্টিকারী, ইহাদের চূর্ণ নল দ্বারা মলাশয়ে প্রয়োগ করিবে। ইহাতে শীঘ্রই উদাবর্ত্ত রোগ আরোগ্য হয়।

উদাবসু (পুং) নিমিপৌত্র, জনকের পুত্র। এই জনক রাজর্ষি জনক হইতে ভিন্ন। (রামায়ণ)

উদাস (পুং) উৎ-অস-ঘঞ্। ১ বিরাগ, সাংসারিককার্য্যে বিরক্ত, বিষয়বাসনা পরিত্যাগ। ২ উপেক্ষা, নিরুৎসাহ। ৩ উচ্চতা। ৪ উৎক্ষেপ। (ত্রি) ৫ উদাসীন। ৬ বিরক্ত।

উদাসী, সন্ন্যাসী সম্প্রদায় বিশেষ। ইহারা নানকের ধর্ম্ম-

---

(১) "বাতবিন্মূত্রজৃম্ভাশ্রুক্ষবোদ্গারবমীন্দ্রিয়ৈঃ।
ব্যাহন্যমানরুদিতৈরুদাবর্ত্তো নিরুচ্যতে ॥" সুশ্রুত, উত্তর ৫৫।

(২) "ক্ষুত্তৃষ্ণাশ্বাসনিদ্রানামুদাবর্ত্তো বিধারণাৎ। * ।
বায়ুঃ কোষ্ঠানুগো রূক্ষৈঃ কষায়কটুতিক্তকৈঃ।
ভোজনৈঃ কুপিতঃ সদ্য উদাবর্ত্তং করোতি হি ॥"

(৩) "তৃষ্ণার্দিতং পরিক্লিষ্টং ক্ষীণং শূলৈরভিদ্রুতম্।
শকৃদ্বমন্তং মতিমানুদাবর্ত্তিনমুৎসৃজেৎ ॥"

উঠে। পরিশেষে উভয়েই স্বস্থান হইতে পীত জলের বৃদ্ধি করিয়া উদর রোগ জন্মায়। এই উদর রোগে ভোজনে ইচ্ছা থাকে না। তৃষ্ণা, গুদস্রাব, শূল, শ্বাস, কাস, দৌর্ব্বল্য এবং পেটে নানা বর্ণের রেখা ও শিরা দেখা দেয়। পেটে আঘাত করিলে জলপূর্ণ ভিস্তির মত কম্প অনুভব করা যায়।

এইটী ডাক্তারি মতের আসাইটিস্ (Ascities) রোগ। দকোদর নিজে একটী বিশেষ ব্যাধি নয়, ইহা অন্য অন্য রোগের শেষ অবস্থায় একটী লক্ষণ মাত্র। যকৃতের বিশুষ্ক রোগ, পুরাতন প্লীহা রোগ, পুরাতন অন্ত্রবেষ্ট প্রদাহ, পুরাতন রক্তাতিসার প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগের শেষ[illegible] উদরী হইতে পারে। তবে শৈত্য লাগিয়া ও কোন কোন ব্যক্তির উদরী হয়। এই প্রকার উদরী সুসাধ্য।

কোন সঙ্কিত পীড়ায় শিরাসমূহে ভালরূপ রক্তসঞ্চালন না হইলে কিম্বা আগুলালিক পদার্থ স্বল্প হইয়া পড়িলে অন্ত্রবেষ্টঝিল্লিতে জল সঞ্চয় হয়; কিন্তু প্রথমেই উদরে জল বৃদ্ধি হয় না। আগে হাতে পায়ে শোথ হয়, অবশেষে উদরে জল জন্মিয়া থাকে, কিন্তু যকৃতের পীড়ায় হাত পায়ে শোথ না হইলে উদরী হইতে পারে।

কোন কোন রোগীর পেটে অল্প পরিমিত জল থাকে। কোন কোন রোগীর পেটে অর্দ্ধমণেরও অধিক জল থাকিতে দেখা গিয়াছে। একটী উদরী রোগীর পেটে জলের সঙ্গে ছয়টা বড় বড় পোকা ছিল। আমাদের দেশের সার গাদায় কিম্বা পুরাতন পচা সজিনাগাছে যে প্রকার ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ বড় বড় ও মোটা মোটা কীট থাকে, ঐ পোকাগুলা দেখিতে ঠিক সেই রকম। মুখ ও মাথা কৃষ্ণবর্ণ মলদ্বার কৃষ্ণবর্ণ। পিঠের উপরে সারি সারি গাঁইট। প্রায় তিন অঙ্গুলি লম্বা, দেড় অঙ্গুলি বেড়। মুখে কাতুরীর মত তীক্ষ্ণ দাড়া। সকল গুলিই জীবিত ছিল। জল ও খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে অনেক কীট উদরস্থ হয় এবং পেটে সেই সকল কীট মরিয়া না গেলে নানাপ্রকার পীড়া জন্মে। বোধ করি, ঐ সকল কীট কোন প্রকারে উদরস্থ হইয়াছিল। তাহার পর ক্ষুদ্রাবস্থায় অন্ত্র ভেদ করিয়া অন্ত্রবেষ্ট ঝিল্লীতে প্রবেশ করে। পরিণামে উহারই উগ্রতা হেতু উদরী রোগ জন্মিয়া থাকিবে। উদরী হইলে রোগী প্রায় দশবৎসর জীবিত ছিলেন।

উদরীর জল অনেক স্থানে বেশ পরিষ্কার। কোন কোন রোগীর জল ঘোলা এবং কাহারও পেটে হরিদ্রাবর্ণ জল থাকে। ঐ জলের সন্তাপ গায়ের সন্তাপের সঙ্গে সমান। উহাতে লবণাংশ, আগুলালিক পদার্থ এবং ফিব্রিন্ থাকে। পেটে অধিক জল সঞ্চিত হইলে যকৃৎ, প্লীহা এবং বৃক্ক নীরক্ত ও ছোট হইয়া যায়। হৃদয় ও উদর মধ্যে বেষ্ট (diaphragm) উপরদিকে ঠেলিয়া উঠে।

উদরী হইলে প্রথমে পেটে ভার বোধ হয়। ক্ষুধা মান্দ্য হইয়া থাকে; কোষ্ঠ শুদ্ধি হয় না। প্রস্রাব ভালরূপ পরিষ্কার হয় না। ক্রমে জলের পরিমাণ অধিক হইয়া পড়িলে শ্বাসকৃচ্ছ্র হইতে থাকে। ক্রমে পেট আরও বড় হইলে পেটের উপরে ও অণ্ডকোষে এবং পুরুষাঙ্গে শোথ হয় এবং পেটের উপরে শিরা দেখা দেয়। পেটে আঘাত করিলে টল টল করিতে থাকে।

উদররোগের একটি সামান্য চিকিৎসাবিধি আছে, ইহাতে বিশেষ কিছু করিবার যো নাই। কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে উদর রোগ নিজে একটি স্বতন্ত্র পীড়া নয়। অতএব মূল পীড়া নিশ্চিত করিয়া তাহারই চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

চরকে উদররোগের অসাধ্য লক্ষণগুলি বেশ ভাল করিয়া লেখা আছে। যথা—

তদাতুরমুপদ্রবাঃ স্পৃশন্তি ছর্দ্যতেহতীসারতমকঃ-
তৃষ্ণা-শ্বাস-কাস-হিক্কা-দৌর্ব্বল্যপার্শ্বশূলারুচি-
স্বরভেদমূত্রসঙ্গাদয়স্তথাবিধমচিকিৎস্যং বিদ্যাদিতি।

বমন, অতিসার, তমক, পিপাসা, শ্বাস, কাস, হিক্কা, দৌর্ব্বল্য, পার্শ্বশূল, অরুচি, স্বরভেদ, মূত্ররোধ প্রভৃতি এইরূপ উপসর্গ হইলে সে প্রকার রোগীকে অচিকিৎস্য বলিয়া জানিবে।

পক্ষাদ্বদ্ধগুদং তূর্দ্ধং সর্ব্বং জাতোদকং যথা।
প্রায়ো ভবত্যভাবায় ছিদ্রান্ত্রং বোদরং নৃণাম্।

বদ্ধগুদোদর, সকল প্রকার জলোদরী এবং ছিদ্রান্ত্রোদর রোগ হইলে প্রায় এক পক্ষের পরে মানুষের মৃত্যু হয়।

শূনাক্ষং কুটিলোপস্থমপক্লিন্নতনুত্বচম্।
বলশোণিতমাংসাগ্নিপরিক্ষীণঞ্চ সন্ত্যজেৎ ॥
শ্বয়থুঃ সর্ব্বমর্ম্মোত্থঃ শ্বাসো হিক্কারুচিঃ সতৃট্।
মূর্চ্ছাছর্দ্দ্যতিসারশ্চ নিহন্ত্যদরিণং নরম্ ॥

চক্ষুতে শোথ হইলে, পুরুষাঙ্গ বক্র হইয়া পড়িলে, চর্ম্ম ক্লেদযুক্ত ও পাতলা হইলে এবং বল, রক্ত, মাংস, এবং ক্ষুধা নিস্তেজ হইলে সেইরূপ উদররোগীকে পরিত্যাগ করিবে।

সকল মর্ম্ম স্থান হইতে শোথ হইলে, শ্বাস, হিক্কা, অরুচি, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, বমন, অতিসার, প্রভৃতি উপসর্গ হইলে সে উদরী রোগীর মৃত্যু হয়।

উদররোগে বিরেচক ঔষধ, পিচকারি প্রয়োগ এবং স্বেদই বৈদ্যশাস্ত্রের প্রধান চিকিৎসা। তদ্ভিন্ন অন্য অন্য অনেক প্রকারও ঔষধের ব্যবস্থা।

বৈদ্যকরসেন্দ্রসারসংগ্রহে যথা,—

জলোদরারিরস।

"পিপ্পলী মরিচং তাম্রং রজনীচূর্ণসংযুতম্।
স্নুহীক্ষীরৈর্দিনং মর্দ্যং তুল্যজৈপালবীজকম্॥
নিষ্কং খাদেদ্বিরেকং স্যাৎ সদ্যো হন্তি জলোদরম্।
রেচনানাঞ্চ সর্ব্বেষাং দধ্যন্নং স্তম্ভনে হিতম্॥
দিনান্তে চ প্রদাতব্যমন্নং বা মুদ্গযূষকম্॥"

পিপ্পলী, মরিচ, (মারিত) তাম্র, ধনিয়া, হরিদ্রা, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এক এক ভাগ লইয়া এক দিবস সিজের দুগ্ধে মর্দ্দন করিবে, অনন্তর ইহার সহিত জয়পাল বীজের চূর্ণ একভাগ মিশ্রিত করিয়া দুই রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ ভক্ষণে জলোদর রোগ সদ্যই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সর্ব্বপ্রকার বিরেচনেই দধিযুক্ত অন্ন বিরেচন স্তম্ভন করে অতএব এই ঔষধ সেবনে দিনান্তে দধিযুক্ত অন্ন অথবা মুগের যূষের সহিত অন্ন পথ্য দিবে। ইহাকে জলোদরারিরস কহে।

উদররোগাধিকারে ইচ্ছাভেদী রস যথা,—

"শুণ্ঠী মরিচসংযুক্তং রসগন্ধকটঙ্কণং।
জৈপালো দ্বিগুণঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বমেকত্র চূর্ণয়েৎ॥
ইচ্ছাভেদী দ্বিগুঞ্জঃ স্যাৎ সিতয়া সহ দাপয়েৎ।
পিবেত্তু চুল্লকান্ যাবৎ তাবদ্বারান্ বিরেচয়েৎ॥"

শুণ্ঠি মরিচ (শোধিত) পারদ, গন্ধক, সোহাগা এই সমুদায় দ্রব্য প্রত্যেকে এক এক ভাগ ও জয়পালবীজ দুই ভাগ এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিবে। এই ঔষধ দুই দুই রতি পরিমাণে চিনির সহিত খাইবে। ইহার নাম ইচ্ছাভেদী রস। এই ঔষধ খাইয়া যত গণ্ডূষ জল পান করা যায় তত বার বিরেচন হইয়া থাকে।

পেটে জল জমিলে এখনকার ডাক্তারদের মত প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যেরাও সেই জল বাহির করিয়া দিতেন। "জাতং জাতং জলং স্রাব্যমেবং তৎপাতয়েদ্ভিষক্।" জাতোদক উদররোগে জল জমিলেই চিকিৎসক সেই জল বাহির করিয়া দিয়া তাহার নিপাতন করিবেন।

পূর্ব্বাচার্য্যেরা কি প্রকারে জল বাহির করিয়া দিতেন, হারীত নামক বৈদ্যকগ্রন্থে তাহার উল্লেখ আছে। যথা,—

"তস্মান্নাভের্বলীভাগে বর্জ্জয়িত্বাঙ্গুলদ্বয়ম্।
জলনাড়ীকাসুমস্ত কুশপত্রেণ বেষ্টয়েৎ॥
এরণ্ডজলনালঞ্চ তত্র সঞ্চারয়েদ্বুধঃ।
অন্তর্গতং জলং স্রাব্যং ততঃ সন্ধারয়েদ্দ্রুতম্॥
যদা ন ধরন্তে তচ্চ তদা দাহঃ প্রশস্যতে॥
কণাকল্কং পরিস্রাব্য ঘৃতং দেয়ং চতুর্গুণং।
শুণ্ঠিবিষা সমং পাচ্যং পানমালেপনং হিতম্॥
শস্ত্রকর্ম্ম ভিষক্‌শ্রেষ্ঠো বিজ্ঞাতৈনৈব কারয়েৎ।
দুষ্করং শস্ত্রকর্ম্মৈব ন কুর্য্যাদ্ যত্র তত্র তু॥
অক্রিয়ায়াং ধ্রুবো মৃত্যুঃ ক্রিয়ায়াং সংশয়ো ভবেৎ।
তস্মাদবশ্যকর্ত্তব্যমীশ্বরং সাক্ষিকারিণা॥"

সেই হেতু নাভির বলির দিকে দুই অঙ্গুলি পরিত্যাগ করিয়া জলনাড়ী ঠিক করিয়া কুশপত্রদ্বারা বেষ্টন করিবে। ভেরেণ্ডাপত্রের নল তাহার মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া অন্তর্গত জল বাহির করিয়া দিবে, তদনন্তর সত্বর তাহা বন্ধ করিয়া দিবে; যদি জল নির্গমন বন্ধ না হয় তবে দাহ করাই প্রশস্ত। জল নিঃস্রাব করিয়া জীরকের কল্ক ও চতুর্গুণ ঘৃতের সহিত সমভাগ শুঁঠ ও বিষার সহিত পাক করিয়া পান ও আলেপন করিলে উপকার হইবে। আর এক কথা এই যে, অতিশয় নিপুণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা অস্ত্র কার্য্য করাইবে, অস্ত্র কর্ম্ম অত্যন্ত দুষ্কর, যেখানে সেখানে তাহা প্রয়োগ করিবে না। ইহাতে অস্ত্র কর্ম্ম না করিলে নিশ্চয়ই মৃত্যু হয়, কিন্তু অস্ত্র কর্ম্ম করিলে সংশয় হয় অর্থাৎ বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। অতএব ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া অবশ্যই জলোদরে অস্ত্র কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য।

জল বাহির করিলে অনেক স্থলেই রোগী আরোগ্য লাভ করে না, ইহাতে কেবল যন্ত্রণার লাঘব হয়। জল বাহির করিলে অল্প দিন পরেই পুনর্ব্বার জলে পেট পরিপূর্ণ হয় এবং শীঘ্রই রোগীর মৃত্যু ঘটে। কিন্তু ভিতরে বিশেষ কোন যান্ত্রিক পীড়া না থাকিলে এই প্রক্রিয়ায় রোগী আরোগ্য লাভ করে।

উদরগ্রন্থি (পুং) উদরস্য গ্রন্থিরিব। গুল্মরোগ। (গুল্মঃ স্যাদুদরগ্রন্থিঃ। হেম ৩। ১৩৪।)

উদরত্রাণ (ক্লী) উদরস্য ত্রাণো যস্মাৎ। কোমরবন্ধ, নাগোদ। (নাগোদমুদরত্রাণং। হেম ৩। ৪৩২।)

উদরথি (পুং) উৎ-ঋ-(উদর্ত্তেশ্চিৎ। উণ্ ৪। ৮৮।) ইতি অথিন্-চিৎ। ১ সমুদ্র। ২ সূর্য্য। (ভবেদুদরথিঃ পুংসি সমুদ্রে চ বিবস্বতো। মেদিনী।)

উদরপরতা (স্ত্রী) রোগবিশেষ, ইহাতে অতিশয় খাইতে ইচ্ছা হয়।

উদরপরায়ণ (ত্রি) উদরং উদরপূরণমেব পরং অয়নং প্রধানাশ্রয়ো যস্য যদ্বা উদরে বিষয়ে পরায়ণ আসক্তঃ। পেটুক, উদরপূরণে ব্যগ্র।

উদরপিশাচ (ত্রি) উদরায় তৎপূরণায় পিশাচ ইব।

যথেচ্ছাহারী, যে যাহা পায় তাহাই খায়। সর্ব্বান্নভক্ষক। (উদরপিশাচঃ সর্ব্বান্নীনঃ সর্ব্বান্নভক্ষকঃ। হেম ৩। ৯২)

উদরভঙ্গ (পুং) উদরস্য ভঙ্গঃ। পেট-ভাঙ্গা, ভেদ হওয়া।

উদরম্ভরি (ত্রি) উদরং বিভর্ত্তি উদর (পা ৩। ২। ২৬ সূত্রাৎ "আত্মনোমুমাগম ইন্‌প্রত্যয়শ্চ। অনুক্ত সমুচ্চয়ার্থশ্চকার। ইতি সিং কৌং) ইন্-মুম্ চ। আত্মম্ভরি, পেটুক। (কুক্ষিম্ভরিরাত্মম্ভরিরুদরম্ভরিঃ। হেম ৩। ৯১।)

উদররোগ (পুং) উদরী। [উদর দেখ।]

উদরশাণ্ডিল্য (পুং) ঋষিবিশেষ। (ভারত সভা ৩ অঃ।)

উদরাধ্মান (ক্লী) উদরস্য আধ্মানং। পেট ফাঁপা।

উদরাময় (পুং) উদরস্য আময়ঃ। রোগবিশেষ। পেটের পীড়া। [অতিসার দেখ।]

উদরাবর্ত্ত (পুং) উদরের আবর্ত্ত ইব। নাভি।

উদরাবেষ্ট (পুং) ক্রিমি।

উদরিল (ত্রি) উদর-(তুন্দাদিভ্য ইলচ্চ। পা ৫। ২। ১১৭।) ইতি ইলচ্‌ উদরী, ভুঁড়িয়া। (পিচণ্ডিলো বৃহৎকুক্ষিস্তুন্দি-তুন্দিক-তুন্দিলাঃ। উদর্য্যুদরিলে। হেম ৩। ১১৪।)

উদরিণী (স্ত্রী) উদর-ইনি ঙীপ্‌। গর্ভবতী। অন্তঃসত্বা। (অন্তর্বত্নী গুর্ব্বিণী স্যাৎ গর্ভবত্যুদরিণ্যপি। হেম ৩। ২০২।)

উদরী [ন্] (ত্রি) উদর-ইনি। ভুঁড়িয়া। [উদরিল দেখ।]

উদর্ক (পুং) উৎ-ঋচ-ঘঞ্‌। ১ উত্তরকাল। ২ ভাবিফল। ৩ মদনকণ্টক বৃক্ষ, ময়না গাছের কাঁটা। (উদর্ক এষ্যৎকালে তৎফলে মদনকণ্টকে। মেদিনী।) ৪ অন্তিম, শেষ। (ঋক্ প্রাতি ১৫। ৮।)।

উদর্চ্চি [স্] (পুং) উদ্গতমর্চ্চিঃ শিখা যস্য। ১ অগ্নি। (বিভাবসুঃ সপ্তোদর্চ্চিঃ। হেম। ৪। ১৬। ৬।) ২ শিব। উদ্গতং প্রভা যস্মাৎ (ত্রি) উৎপ্রভ, প্রভান্বিত, প্রজ্জ্বলিত। ("কৃশানোরুদর্চ্চিষঃ।" রঘু ৭। ২১।)

উদর্দ (পুং) উৎ-অর্দ্দ-অচ্‌। রোগবিশেষ। বোল্‌তা কামড়াইলে দষ্ট স্থানে শোথ জন্মায়। তৎসঙ্গে যদি ব্যথা হয় ও সড়্ সড়্ করিতে থাকে এবং ছর্দ্দি জ্বর ও বিদাহ হয় তাহাকে উদর্দ্দরোগ কহে।

উদলাবণিক (ত্রি) উদলবণ-ঠক্। লবণ ও জল দিয়া সিদ্ধ ব্যঞ্জনাদি।

উদবসিত (ক্লি) উদূর্দ্ধমবসীয়তে স্ম। উদ-অব-ষিঞ্-বন্ধ বন্ধনে বা-ক্ত। ভবন, বাটী (আলয়ো নিলয়শালাসভোদবসিতং কুলম্। হেম ৪। ৫৬)

উদবাস (পুং) উদকে ব্রতার্থ বাসঃ (পেষং বাস-বাহনধিষুচ। পা ৬। ৩। ৫৮ পেষম্, বাস, বাহন ও ধি শব্দের উত্তরে থাকিলে উদ আদেশ হয়।) ইতি উদাদেশ। ব্রতপালন জন্য জলে বাস।

উদবাহ (পুং) জলবাহক (ঋক্ ৫। ৪৮। ৩।)

উদশরাব (পুং) জলপূর্ণ শরাব। (ছান্দোগ্য ৮। ৮। ১।)

উদশ্রু (ত্রি) উদ্গতমশ্রু যস্য। প্রা-বহুব্রী। নির্গতাশ্রু, যাহার অশ্রু নির্গত হইয়াছে।

উদশ্বিৎ (ক্লী) উদকেন শ্বয়তি বর্দ্ধতে উদ-শ্বি ক্বিপ্‌ তুক্। অর্দ্ধ জলযুক্ত, ঘোলা।

উদস্ত (ত্রি) উৎ-অস-ক্ত। ১ উৎক্ষিপ্ত। ২ বহিস্কৃত।

উদহরণ (পুং) উদকং হ্রিয়তে অনেন হৃ-করণে ল্যুট্। কুম্ভ, কলস। ('উদহরণাঃ কলসাঃ।' ইতি কাতীয় শ্রৌত ভাষ্যে কর্কাচার্য্য ৯। ২। ২৩।)

উদহার (ত্রি) উদকং হরতি হৃ অণ্‌ উদাদেশ। জলহারক, ভাবে ঘঞ্‌। জলহরণ।

উদাজ (পুং) উদ-অজ-ঘঞ্‌ (অজিব্রজ্যোশ্চ। পা ৭।৩.৬০। ইতি সূত্রাৎ কবর্গাদেশো ন স্যাৎ।) প্রেরণ। 'উদাজঃ ক্ষত্রিয়াণাম্' (প্রেরণম্) ইতি সি, কৌ।

উদাত্ত (পুং) উৎ-আ-দা-ক্ত। ১ স্বরভেদ। "উচ্চৈরুদাত্তঃ।" পা ১। ২। ২৯। তাল্বাদিষু সভাগেষু স্থানেষূর্দ্ধভাগে নিষ্পন্নোঽজুদাত্তঃ। সিং কৌং॥ মুখের ভিতর তালু প্রভৃতি উর্দ্ধভাগ হইতে যে স্বর উচ্চারিত হয় তাহাই উদাত্ত। [অনুদাত্ত দেখ।]

২ বাদ্যবিশেষ। ৩ দান। ৪ কাব্যালঙ্কারবিশেষ।

(ত্রি) কর্ত্তরি ক্ত। ১ মহৎ। ২ সমর্থ। ৩ দাতা।

উদান (পুং) উদূর্দ্ধেন আনিতি অনেন। উৎ-আ-অন্-ঘঞ্‌। কণ্ঠবায়ু বিশেষ। বেদান্তমতে "উদানঃ ? কণ্ঠস্থানীয়ঃ উর্দ্ধগমনবানুৎক্রমণবায়ুঃ।" বেদান্তসার। উদান উর্দ্ধগমনশীল কণ্ঠস্থায়ী উৎক্রমণবায়ু। মহর্ষি সুশ্রুতের মতে—

"উদানো নাম যস্তূর্দ্ধমুপৈতি পবনোত্তমঃ।
উর্দ্ধজক্রগতান্ রোগান্ করোতি চ বিশেষতঃ॥" নিদান ১ অঃ।

যে বায়ু উর্দ্ধদিকে সঞ্চরণ করে, তাহাকে উদান বায়ু কহে। উদানবায়ু কুপিত হইলে স্কন্ধসন্ধির উপরিস্থিত সকল রোগই বিশেষরূপে জন্মে।

যোগার্ণবে উদান বায়ুর ক্রিয়া ও স্থানাদি এইরূপ নিরূপিত হইয়াছে।

"স্পন্দয়ত্যধরং বক্ত্রং গাত্রনেত্রপ্রকোপনঃ
উদ্বেজয়তি মর্ম্মাণি উদানো নাম মারুতঃ॥

বিদ্যুৎপাবকবর্ণঃ স্থানুত্থানাসনকারকঃ।
পাদয়োর্হস্তয়োশ্চাপি সর্ব্বসন্ধিষু বর্ত্ততে ॥"

উদানবায়ু অধর ও মুখস্পন্দন করে। ইহা চক্ষু ও শরীরের প্রকোপকারী, মর্ম্মের উত্তেজক। ইহার বর্ণ বিদ্যুতাগ্নির ন্যায়। ইহা উত্থান ও উপবেশনকারক। হাত পা ও সকল সন্ধিতে এই বায়ু বিদ্যমান রহিয়াছে। ২ নাভি। ৩ সর্প। (উদানোহৎপ্যুদরাবর্ত্তে বায়ুভেদে ভুজঙ্গমে। মেদিনী।) ৪ বৌদ্ধশাস্ত্রভেদ। এই শাস্ত্রে বুদ্ধদেবের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে।

উদাউ (পুং) উৎ-আপ-উন্। সহদেব পুত্র, মগধরাজ জরাসন্ধের পৌত্র। (হরিবংশ ৩২) কোন কোন পুরাণে উদাপি সোমাপি এইরূপ পাঠান্তর দেখা যায়।

উদাপেক্ষী [ন] (পুং) বিশ্বামিত্রের পুত্র। (ভারত মনু)

উদায়ুধ (বি) উদূর্দ্ধং আয়ুধো যস্ত। উদ্ধৃতাস্ত্র, যধার্থ যে অস্ত্র উত্তোলন করিয়াছে। (রঘু ১২।৪৪)

উদার (ত্রি) উৎ উৎকৃষ্টং আ সমন্তাৎ রাতি দদাতি। উৎ-আ-রা-আতশ্চেতি ক। ১ দাতা। ২ মহাত্মা। (গীতা ৭।১৮)। ৩ সরল। ৪ উৎকৃষ্ট। ৫ গম্ভীর। ৬ মহোচ্চ। ৭ বদান্য, দয়ালু। ৮ সারবান্। ৯ রম্য। ১০ ন্যায্য। ১১ শিষ্ট। ১২ অসাধারণ।

উদারা (সঙ্গীত) সা ঋ গ ম প ধ নি এই সাতটী স্বরকে একত্র করিলে সপ্তকসংজ্ঞা হয়। মনুষ্যদেহে স্বাভাবিক তিন সপ্তকের অধিক উচ্চারিত হয় না, এই হেতু হিন্দু সঙ্গীত শাস্ত্রে তিনটি সপ্তকের উল্লেখ আছে। যথা—উদারা, মুদারা, তারা। নাভি হইতে যে সপ্তস্বর উচ্চারিত হয়, তাহাকে 'উদারা' (বেদান্তমতে 'অনুদাত্ত') কহে। খাদের স্বরসমূহ।

উদারথি (ত্রি) উৎ-আ-ঋ-অথিন্। ঊর্দ্ধে আগমনকারী।

উদারধী (স্ত্রী) উদারা ধীঃ। ১ উৎকৃষ্টবুদ্ধি। (ত্রি) ২ উৎকৃষ্টবুদ্ধিবিশিষ্ট। ৩ সরল, অকপট (রঘু ৩।৩০) (পুং) ৪ বিষ্ণু।

উদাবৎসর (পুং) বর্ষবিশেষ। এই বর্ষে রৌপ্যদানে মহাফল হয়। [ইদাবৎসর দেখ।]

উদাবর্ত্ত (পুং) উৎ-আ-বৃত-ঘঞ্। রোগবিশেষ, মলমূত্রবায়ুরোধক রোগ। বায়ু, মল, মূত্র, হাই, অশ্রু, কাসি বা হাঁচি, ঢেঁকুর, বমি ও শুক্র প্রভৃতির বেগ ধারণ দ্বারা বায়ু উর্দ্ধগত হইয়া এই রোগ উৎপন্ন হয়, এই কারণে ইহাকে উদাবর্ত্ত কহে। (১)

ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা ও শ্বাসের বেগ ধারণেও এই রোগ জন্মে। রূক্ষ, কষায়, কটু ও তিক্ত-ভোজনে কোষ্ঠগত বায়ু কুপিত হইয়াও এই রোগ হয়। (২)

সুশ্রুত বলেন, উদাবর্ত্ত রোগে তৃষ্ণার্ত্ত, অত্যন্ত ক্লান্ত, ক্ষীণ, শূলার্ত্ত ও পুরীষ বমি এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগীকে পরিত্যাগ করিবে। (৩)

বায়ুর বিপথগমন জন্য এই রোগ জন্মে বলিয়া সকল অবস্থায় বায়ুকে স্বাভাবিক পথে আনাই এই রোগ প্রতিকারের প্রধান উপায়।

বায়ু জন্য উদাবর্ত্ত রোগে স্নেহ ও স্বেদ দিয়া আস্থাপন প্রয়োগ করিবে। মল রোধ জন্য হইলে আনাহ রোগের চিকিৎসার ন্যায় চিকিৎসা করিবে। মূত্ররোধ জন্য হইলে এলাইচ বা দুগ্ধ সহযোগে মদিরা পান করিবে। অথবা আমলকীর রস জল দিয়া ৩ দিন খাইবে। অশ্রুধারণ জন্য হইলে স্নিগ্ধ ও স্বেদ প্রয়োগ করিয়া অশ্রুমোক্ষণ করাইবে। উদ্গার রোধ জন্য হইলে টাবালেবুর রস দিয়া সুরাপান করিবে। বমন জন্য হইলে ক্ষার বা লবণসংযোগে অভ্যঙ্গ প্রয়োগ করিবে। শুক্ররোধ জন্য হইলে স্ত্রী সহবাস আবশ্যক। অনিদ্রার জন্য হইলে দুগ্ধপান ও যাহাতে নিদ্রা হয়, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিবে।

কোষ্ঠগত বায়ু কুপিত হইয়া উদাবর্ত্ত জন্মিলে এবং তৎপ্রযুক্ত হৃৎ ও বস্তিদেশে শূল, দেহের গৌরব, অরুচি, কষ্টে বায়ু মূত্র ও মল নিঃসরণ, শ্বাস, কাস, প্রতিশ্যায়, দাহ, মোহ, বমি, তৃষ্ণা, হিক্কা, শিরোরোগ, মন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিভ্রম প্রভৃতি বায়ুর প্রকোপ জন্য নানাপ্রকার বিকার ঘটে। সুশ্রুতের মতে এরূপস্থলে তৈল ও লবণযোগে অভ্যঙ্গ দ্বারা স্নিগ্ধ করিবে এবং স্বেদ ও নিরূহ বস্তি প্রয়োগ করিবে। মদনফল, লাউবীজ, পিপুল, কণ্টিকারী, ইহাদের চূর্ণ নল দ্বারা মলাশয়ে প্রয়োগ করিবে। ইহাতে শীঘ্রই উদাবর্ত্ত রোগ আরোগ্য হয়।

উদাবসু (পুং) নিমিপৌত্র, জনকের পুত্র। এই জনক রাজর্ষি জনক হইতে ভিন্ন। (রামায়ণ)

উদাস (পুং) উৎ-অস-ঘঞ্। ১ বিরাগ, সাংসারিককার্য্যে বিরক্ত, বিষয়বাসনা পরিত্যাগ। ২ উপেক্ষা, নিরুৎসাহ। ৩ উচ্চতা। ৪ উৎক্ষেপ। (ত্রি) ৫ উদাসীন। ৬ বিরক্ত।

উদাসী, সন্ন্যাসী সম্প্রদায় বিশেষ। ইহারা নানকের ধর্ম্ম-

(১) "বাতবিণ্মূত্রজৃম্ভাশ্রুক্ষবোদ্গারবমীন্দ্রিয়ৈঃ।
ব্যাহন্যমানরুদিতৈরুদাবর্ত্তো নিরুচ্যতে ॥" সুশ্রুত, উত্তর ৫৫।

(২) "ক্ষুত্তৃষ্ণাশ্বাসনিদ্রানামুদাবর্ত্তো বিধারণাৎ। *।
বায়ুঃ কোষ্ঠানুগো রূক্ষৈঃ কষায়কটুতিক্তকৈঃ।
ভোজনৈঃ কুপিতঃ সদ্য উদাবর্ত্তং করোতি হি ॥"

(৩) "তৃষ্ণার্দিতং পরিক্লিষ্টং ক্ষীণং শূলৈরভিদ্রুতম্।
শকৃদ্বমন্তং মতিমানুদাবর্ত্তিনমুৎসৃজেৎ ॥"

পাওয়া যায়। কৃত্রিম স্বর্ণ প্রস্তুত কালে ঘোড়া ও ছাগলের বিষ্ঠা দিয়া পাবা ফুটাইয়া লইতে হয়। [স্বর্ণ দ্র°]

যৌবনকাল অতিক্রান্ত হইলে ইহাদের গাত্রে এক প্রকার বোট্‌কা গন্ধ হয় এবং ঐ সময়ে কোন কোন অজের দাড়ি বাহির হইয়া থাকে; এই কারণে লোকে ইহাদিগকে 'বোকা পাঁঠা' বলে। পূর্ণ যৌবনে মাংস পাকিয়া কিংবা কোষ হইতে এই বোট্‌কা গন্ধ বাহির হয়, এ কথা আজিও নিশ্চিতরূপে অবধারিত হয় নাই। তবে বোট্‌কা গন্ধযুক্ত ছাগ যে কাসরোগীর পক্ষে উপকারী, এ কথা বৈদ্য মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। বৈদ্যকমতে নপুংসক ছাগ বিশেষ উপকারী। নপুংসক ছাগমাংস দিয়া 'ছাগলাদ্য' ও 'বৃহচ্ছাগলাদ্য' নামক বলকর ঘৃতৌষধ কবিরাজগণ প্রস্তুত করিয়া থাকেন। ছাগলের মধ্যে যেরূপ অধিকসংখ্যক নপুংসক পাওয়া যায়, অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে সেরূপ নপুংসক দেখা যায় না। অযোগ্য মিলন ইহার প্রধান কারণ বলিয়া চিকিৎসকগণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। নপুংসক ছাগল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় বলিয়া সাধারণ ছাগল অপেক্ষা মূল্যবান্।

ছাগের অণ্ডকোষ কাটিয়া লইয়া তাহাদিগকে 'খাসী' করা হয়। ইহাতে তাহারা শীঘ্র শীঘ্র হৃষ্টপুষ্ট হইয়া উঠে। ছাগল বা খাসী বড় হইলে তাহাদের শৃঙ্গে এক প্রকার কীট জন্মে। ঐ কীটের আভ্যন্তরিক উপদ্রবে তাহাদের সাময়িক মূর্চ্ছা অথবা মৃত্যু ঘটে। ছাগলের অন্ত্রে ও পিত্তকোষে এক প্রকার পাথর জন্মে। উহা বিষঘ্ন বলিয়া পূর্ব্বে লোকেরা নানা রোগে ঐ পাথর ঘসিয়া প্রয়োগ করিতেন।

ছাগলেরা প্রায় সকল প্রকার উদ্ভিদ্ খাইয়া থাকে। ইহাদের অখাদ্য কিছুই দেখা যায় না। কাঁটাগাছ খাইতেও ইহাদের কোন কষ্ট নাই। কিন্তু নবীন মঞ্জরী এবং নূতন তৃণেই কিছু অধিক রুচি। ইহারা প্রায় জল খায় না। ইহাদের শরীরেও জল লাগিলে অতিশয় কষ্ট বোধ করে, তাই বৃষ্টির সময় ঘরের বাহিরে যায় না। গায়ে অধিক জল লাগিলে কখন কখন গুটি নামে এক প্রকার রোগ জন্মে। গুটি রোগ জন্মিলে সর্ব্বাঙ্গের লোম ঝরিয়া যায়। গৃহপালিত ছাগল অনেকটা নিরীহ; কিন্তু বড় বড় 'বোকা পাঁঠা' অতিশয় উপদ্রব করে। স্ত্রীলোক এবং বালকবালিকা দেখিলে তাহাদিগকে 'ঢুঁস' মারিয়া ফেলিয়া দেয়। হাতে খাদ্যদ্রব্য থাকিলে কাড়িয়া খায়। ভেড়ার সঙ্গে লড়াই লাগিলে ছাগল প্রায় জয়ী হয়। তবে দোষের মধ্যে এই, ঢুঁস মারিবার সময় ভেড়া মাথা হেঁট করিয়া ছুটিয়া আসে; কিন্তু ছাগল মাথা তুলিয়া ঢুঁস মারে, তাই সাবধান হইতে না পারিলে ভেড়ার ঢুঁস ছাগলের বুকে কিংবা পেটে আসিয়া লাগে। ছাগলেরা খেলিবার সময় পরস্পর মারামারি করে। সম্মুখের দুটী পা তুলিয়া, ঘাড় ও মাথা একটু বক্র করিয়া এরূপ ভাব দেখায়, যেন সেই ঢুঁসে ব্রহ্মাণ্ড ফাটিয়া দুইখানা হইবে। কিন্তু এতটা আড়ম্বর মাত্র সার, আঘাত করিবার সময় উভয়ে কেবল শৃঙ্গে শৃঙ্গে অল্প ঠেকাঠেকি করে। তাই উদ্ভট কবিতায় আছে—"অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘডম্বরে। দম্পত্যোঃ কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।"

ছাগলেরা উচ্চস্থানে শুইতে ভালবাসে। তাই প্রায় ভগ্ন প্রাচীরের উপর শুইয়া থাকে। অনেকে এইটা কুলক্ষণ মনে করেন। তাঁহারা বলেন, ছাগল কাহারও লক্ষ্মীশ্রী দেখিতে পারে না। গৃহস্থের বাটী ভাঙ্গিয়া যাউক, তাহার উপর শুইয়া সুখে নিদ্রা যাইতে পাইবে, ইহাই তাহাদের প্রার্থনা।

বহু প্রাচীনকাল হইতেই আমাদের দেশে দেবতার নিকট ছাগ বলি দিবার প্রথা চলিয়া আসিতেছে। কিরূপ ছাগ বলিদানে প্রশস্ত, তৎসম্বন্ধে যুক্তিকল্পতরুতে এইরূপ লিখিত আছে—

"নক্ষত্রাণাং বিভেদেন নরাণাস্তু গণত্রয়ং।
তেষাং শুভায় নির্দ্দিষ্টং পশবস্তৎত্রয়ং বলৌ ॥
যে কৃষ্ণাঃ শুচয়শ্ছাগাঃ পশবোঽন্যে তথৈব চ।
দেবজাতিভিরুৎসৃজ্যাস্তে সর্ব্বার্থোপসিদ্ধয়ে ॥
যে পীতা হরিতা বাপি নরজাতেরুদীরিতাঃ।
যে শুক্লাশ্চ মহান্তো বা রক্ষোজাতেঃ শুভপ্রদাঃ ॥
যো মোহাদথবাজ্ঞানাদ্বলিমন্যং প্রযচ্ছতি।
বধ এব ফলং তস্য নান্যৎ কিঞ্চিৎ ফলং ভবেৎ ॥"

(যুক্তিকল্পতরু)

অর্থাৎ নক্ষত্রভেদে নরগণের তিনটী গণ নির্দ্দিষ্ট আছে। ঐ গণত্রয় অনুসারে বলিকার্য্যে নরগণের মঙ্গলার্থ পশুত্রয় বা ত্রিবিধ পশু নিরূপিত হইয়াছে। যে সকল ব্যক্তি দেবজাতি বা দেবগণ-ভুক্ত, তাঁহারা কৃষ্ণবর্ণ নিখুঁত ছাগ বা অন্যবিধ ছাগ সর্ব্বার্থসিদ্ধির জন্য দেবোদ্দেশে উৎসর্গ করিবেন। যাঁহারা নরগণ বা নরজাতি, তাঁহাদের পক্ষে পীত ও হরিতবর্ণ পশু বলিদানে প্রশস্ত। যাঁহারা রাক্ষস বা দেবারিগণের অন্তর্ভুক্ত, তাঁহাদের পক্ষে শুক্লবর্ণ ও বৃহৎ বৃহৎ পশু বলিকার্য্যে শুভপ্রদ। যে যজমান মোহে বা অজ্ঞানবশে এই বিধি না মানিয়া অন্য বলি প্রদান করে, তাহার পক্ষে একটা পশুবধ করাই সার হয়, অন্য কোন শুভফলই হয় না।

সাধারণতঃ যে ছাগলের শিং গজাইয়াছে ও শরীরের কুত্রাপি ক্ষত নাই এবং পূর্ব্বে যাহাকে শৃগালাদি পশুতে

খনও দংশন করে নাই, তাহাই বলির যোগ্য। ভবিষ্যপুরাণে িখিত আছে—

"অজানাং মহিষাণাঞ্চ মেষাণাঞ্চ তথাবিধাৎ।
প্রীণয়েৎ বিধিবদ্দুর্গাং মাংসশোণিততর্পণৈঃ॥
দুর্গায়া দর্শনং পুণ্যং দর্শনাদভিবন্দনং।
বন্দনাৎ স্পর্শনং শ্রেষ্ঠং স্পর্শনাদভিপূজনং॥
পূজনাৎ স্নপনং শ্রেষ্ঠং স্নপনাত্তর্পণং স্মৃতং।
তর্পণান্মাংসদানন্তু মহিষাজনিপাতনং॥"

অর্থাৎ ছাগলের, মহিষের এবং মেষের শোণিতমাংস দিয়া র্গাকে বিধিপূর্ব্বক তুষ্ট করিবে। দুর্গাকে দর্শন করিলেই পুণ্য য়। কিন্তু দর্শন অপেক্ষা বন্দনাদিদ্বারা আরও অধিক পুণ্য ন্মে। আবার বন্দনাদি অপেক্ষা দুর্গাকে স্পর্শ করিলে ফল ধিক। স্পর্শের চেয়ে পূজায় অধিক পুণ্য। আবার পূজার চেয়ে বীকে স্নান করাইলে আরও ফললাভ হয়। স্নান করানো পেক্ষা তর্পণ আরও শ্রেষ্ঠ। আবার যে পূজায় মাংস ানের জন্য মহিষ ও ছাগল বলি দেওয়া হয়, তাহার ফল ারও অধিক।

"অজস্তু দশবর্ষাণি রুধিরেণ সুতর্পিতা" অর্থাৎ ছাগরক্ত দিয়া বীর তর্পণ করিলে তিনি দশবৎসর প্রীত থাকেন। এই চনের বশবর্ত্তী হইয়া অনেক হিন্দু পুণ্যলাভের নিমিত্ত ীবহিংসা করিতে মোটেই কুণ্ঠিত নহেন।

পাঁঠা কাটিবার সময় যদি দুই চোট লাগে কিংবা কাটামুণ্ড বাৎ ডাকিয়া উঠে, তবে সমূহ বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা। ই চোটে পাঁঠা কাটা হইলে তাহাকে 'বেঁড়ে পড়া' লে। পাঁঠা বেঁড়ে পড়িলে পূজা অঙ্গহীন হইয়াছে, তজ্জন্য বতা বলি গ্রহণ করেন নাই, ইহাই সকলের বিশ্বাস। াঁঠা বেঁড়ে পড়িলে পাছে গৃহস্থের কোন বিঘ্ন ঘটে, ন কারণ সেই বেঁড়ে পাঁঠার মাংস দিয়া হোম করিতে য়। হোম করিলে সকল দোষের শান্তি হইয়া থাকে। বলি দ্র°]

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সাধারণতঃ ছাগল বন্য ও গৃহ- ালিত ভেদে দ্বিবিধ। বন্য ছাগল একমাত্র প্রাচ্যভূখণ্ডেই খা যায়। ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকায় মাত্র দুইচারিটী শ্রণী এবং অবশিষ্ট দক্ষিণ পশ্চিম ও মধ্য এসিয়া হইতে দুর ভারতোত্তরে হিমাচলশিখরে বাস করিতে দেখা যায়।

পারস্যের প্রসিদ্ধ পশং নামক বন্য ছাগ (Capra ircus aegagrus) আকারে বড়। এসিয়া-মাইনর ও পারস্যের র্ব্বতময় প্রদেশে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থান ইতে ঐ জাতীয় ছাগ সিন্ধুপ্রদেশে আনীত হইয়া আকৃতিগত বৈষম্যনিবন্ধন স্বতন্ত্র সংজ্ঞা (C. h. blythi) প্রাপ্ত হইয়াছে। ইউরোপের সাইক্লেদিস্ ও ক্রীট্ দ্বীপে এই জাতীয় ছাগল (C. h. creticus) ক্ষুদ্রকায় হইয়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু গ্রাম্য ছাগলের সহিত সংমিশ্রণ না হওয়ায় ইহাদের জাতিগত স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষিত আছে। এই জাতীয় ধাড়ী ছাগলের শিংগুলি বড় ও লম্বা, দেখিতে ছোরার মত ও সুন্দর; ছোট ঘাড়ের উপর লতাইয়া পৃষ্ঠের উপর পর্য্যন্ত বাঁকিয়া অগ্রভাগ ছুঁচাল হইয়া আসিয়াছে। সর্ব্বশরীর ধূসরবর্ণ লোমে আবৃত। পৃষ্ঠদণ্ডের উপর একটী কাল রেখা এবং পুচ্ছ ক্ষুদ্র। উদর ও দাড়ির রোম ঈষৎ কটা। হেব্রাইদিস্, শেট্‌লণ্ড, কানারী, এজোর্স, এসেন্সন ও জুয়ান ফার্ণাণ্ডেজ নামক দ্বীপসমূহে অনেক পালিত ছাগল বন্য ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এজোর্স দ্বীপের ছাগলের শৃঙ্গ ঋজুভাবে উর্দ্ধদিকে উত্থিত। ইহারা Antelope goat নামে প্রসিদ্ধ।

বন্য ছাগের মধ্যে গঠনসাদৃশ্যে আল্পস্ পর্ব্বতমালার আইবেক্স (Capra ibex) ছাগল বিশেষ বিখ্যাত। ইহারা জর্ম্মনী, সুইজার্লণ্ড, টাইরোল ও আল্পস্ পর্ব্বতে বাস করে এবং লম্বায় ৪॥ ফুট ও উর্দ্ধে প্রায় ৪০ ইঞ্চ হয়। শৃঙ্গগুলিও দৈর্ঘ্যে প্রায় ১ গজ। ইহাদের সম্মুখের পদ পশ্চাতের পদদ্বয় অপেক্ষা ছোট হওয়ায় ইহারা সহজে পর্ব্বতের ঢালু গাত্রে আরোহণ করিতে পারে। ভারতের সিন্ধু প্রদেশে ও নীলগিরি পর্ব্বতে (Hemitragus hylocrius) আইবেক্স

জাতীয় ছাগ দেখা যায়। ইহারা 'তহ্‌র্' নামে খ্যাত। এতদ্ভিন্ন উত্তর এসিয়ার সাই-বেরিয়া রাজ্যে (C. sibirica), আরব, নিউবিয়া (C. nubiana), আবিসিনিয়া (C. vali), ককেশস পর্ব্বত (C. caucasica, C. pallasi), স্পেনদেশে (C. pyrenaica) ও তিয়ানশানে আইবেক জাতির বাস আছে। এই শেষোক্ত শ্রেণীর আইবেক ইউরোপের আইবেকদিগের অপেক্ষা দেখিতে সুন্দর।

ভারতের প্লিওসিন (Pliocene) যুগের নিম্ন স্তরে একজাতীয় বন্য ছাগের অস্থি পাওয়া গিয়াছে। আকৃতিগত বৈষম্য থাকিলেও বর্ত্তমান মার্খোর (Markhor C. falconero) জাতীয় ছাগদিগকে উহাদের বংশধর বলা যায়। হিমালয়পর্ব্বত, কাশ্মীরের পীরপঞ্জাল হইতে বাল্‌তিস্থান, আস্তোর, হান্‌জা, আফগানিস্থান এবং সিন্ধুনদের অপর

পারস্থিত পঞ্জাব প্রদেশে মার্খোর ছাগলের বাস আছে। ইহাদের শৃঙ্গদ্বয় কোণাকারে সমুন্নত ও পরস্পরে বিচ্ছিন্ন।

উত্তর আমেরিকার রকী পর্ব্বতে আর এক জাতীয় বন্য ছাগল দেখা যায়। ইহারা রকী পর্ব্বতজাত বা শ্বেতবর্ণ ছাগ (Rocky mountain goat বা white goat) নামে প্রসিদ্ধ। ইহারা সাধারণতঃ শ্বেতবর্ণের হইয়া থাকে। ইহাদের শৃঙ্গ কোণাকার, ফাঁপা ও পশ্চাদ্দিকে হেলান। গাত্রলোম বড় ও নিম্নপ্রসারী। নীচের খুত্‌নিতে ছোট ছোট দাড়ী আছে। কান মাঝারি ও লেজ ছোট

এবং স্কন্ধদেশ ঈষৎন্যুব্জ। ভূমিতল হইতে স্কন্ধের উচ্চতা প্রায় ৩ ফুট। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে কিয়াক দ্বীপের (Kyak Island) বিপরীতদিকস্থ পর্ব্বতাংশে কজার নদীর মোহানার সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে একটী সাদা ছাগলের মাথা পাওয়া যায়। করোটীর গঠন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ইহাকে তদ্দেশের প্রভাবোৎপন্ন একটী স্বতন্ত্র ছাগজাতি (Oreamnus montanus Kennedyi) বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইহাদের আকৃতি হিমালয়জাত 'শরাউ' নামক ছাগাকৃতি হরিণের অনুরূপ। [শরাউ দ্র°]

আমাদের দেশে গৃহপালিত ছাগ সাধারণতঃ তিন প্রকার—

(১) বঙ্গদেশীয় ছোট ছোট ছাগল। ইহাদের গায়ের রোম বড় হয় না এবং নানা রঙের হইয়া থাকে। ইহাদের কান ছোট; দুধও কম দেয়।

(২) আলাহাবাদ হইতে কানপুর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ অন্তর্ব্বেদীর মধ্যস্থলের ছাগেরা মধ্যমাকৃতি হয়। দুগ্ধও বেশী দেয়। ইহারা শুক্‌না ঘাস, পাতা প্রভৃতি খাইয়া থাকে। বর্ষাকালে হরিদ্বর্ণ তৃণভোজন ইহাদের পক্ষে অহিতকর।

(৩) রামছাগল আকারে বড়। কান গলদেশ পর্য্যন্ত লোটান। রঙ্ কাল, শাদা ও পাট্‌কিলে হয়। গড়বালীরা ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অনেকে রামছাগল পোষে। ইহারা একটী ছোট গরুর সমান দুধ দেয়। হিমালয়ের পর্ব্বতীয় প্রদেশ ইহাদের জন্মস্থান। ইহাদের মাংস কঠিন ও দুষ্পাচ্য, খাইতেও তত ভাল লাগে না। রামছাগলের দুগ্ধে ঘৃত প্রস্তুত হয় এবং পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থানে এই ঘৃতে মিষ্টান্নাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন দেশভেদে জন্ম হেতু ছাগলের আকৃতিগত বৈষম্যও যথেষ্ট ঘটিয়াছে। এমন কি হঠাৎ দেখিলে উহাদিগকে স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া ভ্রম হয়। ইউরোপের সর্ব্বত্র যে সকল সাধারণ ছাগল দেখা যায়, উহাদের সহিত এসিয়া মহাদেশজাত ছাগলের অনেক পার্থক্য আছে। ইউরোপীয় ছাগলের কান খাড়া অথবা সোজা হয়; কিন্তু এসিয়ার ছাগলের কান নিম্নদিকে লোটান। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে প্রধানতঃ স্বল্প-লোম ও লোমবহুল দুইশ্রেণীর ছাগলের বাস আছে। ইহাদের লোমের নিম্নে সরু সরু রেশমী রোম থাকায় গাত্রাবরণ ঘনসন্নিবিষ্ট বলিয়া মনে হয়। অন্যান্য ইউরোপীয় ছাগলের ন্যায় ইহাদের শৃঙ্গ সরল ও সমান্তরালভাবে পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত প্রলম্বিত এবং শৃঙ্গমূল চেপ্টা ও শৃঙ্গমুখ ছুঁচাল। ইংলণ্ডের ছাগ অপেক্ষা আয়র্লণ্ডের ছাগ কম দুধ দেয়।

ফরাসীদেশের ছাগগুলি প্রায়ই ইংলণ্ডীয় ছাগের মত; তবে লোমের দৈর্ঘ্য, বর্ণবৈষম্য ও শৃঙ্গের গঠনে কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। নরওয়ে রাজ্যে যে ছাগ জন্মে, তাহাদের রোম রূপার মত সাদা ও দীর্ঘ এবং শরীরের গঠন খর্ব্ব। এই জন্য এই শ্রেণীর ছাগল দেখিতে খুব ছোট হয়, মনে হয় যেন রোমাচ্ছাদিত মাংসপিণ্ড। ইহাদের সকলের মুখের গঠন, কপালাস্থি ও শৃঙ্গ স্বতন্ত্র ভাবাপন্ন। কাহারও কপাল মেড়ার ন্যায় উচ্চ, কাহারও বা সাধারণ ছাগলের ন্যায় সমভাবাপন্ন। মাল্টা দ্বীপের ছাগলের কান লম্বাচওড়া ও চোয়ালের নিম্নপর্য্যন্ত ঝোলা। এই জাতীয় ছাগলের শৃঙ্গ হয় না এবং লোমগুলি হরিদ্রাভ শ্বেত।

সিরিয়া দেশজাত ছাগল অনেক স্থানেই দেখা যায়। মিশরদেশে, ভারত মহাসাগরের উপকূলে এবং মাদাগাস্কার দ্বীপে ইহাদের বাস। ইহাদের লোম খুব বড় ও কান লম্বা হয়। লোম মধ্যে মধ্যে ছাঁটিয়া না দিলে কাঁটায় বাধিয়া অথবা পাথরে আট্‌কাইয়া ছিঁড়িয়া যায়।

অঙ্গোরার ছাগল ও কাশ্মীরজাত ছাগল একই জাতীয় বলিয়া অনেকের ধারণা, কিন্তু উহারা পরস্পরে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পুংছাগের শিং বড় ও ঘাড়ের দিকে বাঁকা। স্ত্রী-ছাগীর শিং ছোট, কিন্তু চূড়াকার। গায়ের লোম খুব বড়, সরু, নরম ও চক্‌চকে হয়। কোন ছাগলের লোম চুলের মত কঠিন, কাহারও বা নরম এবং কোঁকড়ান। প্রতিবৎসর বসন্তের পূর্ব্বে এই লোম ছাঁটিয়া লওয়া হয় এবং প্রতি ছাগে প্রায় ২॥ পাউণ্ড লোম পাওয়া যায়। খাসীর লোমই সব চেয়ে ভাল; তার চেয়ে নিরেশ পাঁঠীর লোম।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে কন্‌স্তান্তিনোপল হইতে অঙ্গোরার ছাগল কেপকলনীতে লইয়া পালনের ব্যবস্থা হয়। এ সকল স্থানের ছাগলেরা কম দুধ দেয় এবং স্বীয় সন্তানাদির যত্ন লয় না। কিন্তু খাদ্য হিসাবে ইহাদের মাংস সুমধুর।

কাশ্মীরী বা তিব্বতদেশজাত ছাগল হিমালয়ের অধিবাসী।

তবে ভিন্ন ভিন্ন অংশে পালিত। ইহাদের মুখ সরু ও ছোট, কান বড় ও অল্প ঝোলা, শিং লম্বা ও সোজা, এবং কখন কখন বাঁকা হইয়া একটী আর একটীর উপর গিয়া পড়ে। সমস্ত দেহ বড় বড় লোম দিয়া ঢাকা। উপরের লোম চুলের মত শক্ত, নীচের লোম নরম ও পশমের মত চক্‌চকে। একটী কাশ্মীরী ছাগলের গায়ে প্রায় আধ সের উৎকৃষ্ট পশম পাওয়া যায়। তিব্বতদেশীয় ও মঙ্গোলীয় ছাগলের লোম ইহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। তিব্বতের অধিবাসীরা লোমের জন্য ছাগল পোষে। লাদক প্রভৃতি স্থানে ছাগলোম বিক্রয়ার্থ সংগৃহীত হয়। উহা পূর্ব্বে কাশ্মীরের রাজদরবার হইতে খরিদ করা হইত এবং কাশ্মীরের ভাল ভাল শাল ঐ ছাগলোমে প্রস্তুত হইত। একসময়ে ঐ পশম লইয়া কাশ্মীর ও পঞ্জাবে প্রায় ১৬ হাজার তাঁত চলিত। [শাল ও পশম দ্র°] শরৎকাল হইতে ছাগলের লোম গজাইতে আরম্ভ করে। বসন্তের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। তারপর আস্তে আস্তে গাত্র হইতে লোম ঝরিয়া পড়ে। ঝরিবার পূর্ব্বে লোম কাটিয়া লয় এবং একত্র সংগ্রহ করিয়া বাজারে বিক্রয় করে।

নিউবিয়ার ছাগল আফ্রিকার নিউবিয়া রাজ্যে, উত্তর মিশরে ও আবিসিনিয়ায় বাস করে। অন্যান্য ছাগলের সহিত তুলনায় ইহাদের বিভিন্নতা অনেক। ইহাদের পা খুব

বড়, গায়ের লোম ও শৃঙ্গ দুইটী ছোট। মুখাকৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; মুখ, নাসারন্ধ্র ও কপালের হাড় উঁচু এবং কান দুইটীও লোটান।

থিবস্‌দেশীয় ছাগল (Theban goat) সুদান প্রদেশে দেখা যায়। ইহাদের মাথা ও করোটীর হাড় ভেড়ার মত; অন্যান্য আকৃতিগত সাদৃশ্য নিউবিয়া দেশজাত ছাগলের অনুরূপ।

নেপালী ছাগলকে নিউবিয়া-ছাগলের বংশধর বলিয়া মনে হয়। আকৃতিগত সাদৃশ্য অনেক আছে, পার্থক্যের মধ্যে নেপালী ছাগের শৃঙ্গ পেঁচাল (Spiral), লোম বড় এবং রঙ্‌ কাল, সাদা বা ধূসর ও মিশ্র হয়।

গিনি দেশের ছাগল ক্ষুদ্রাকার তিনশ্রেণীর হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে সাধারণ ছাগল ভিন্ন Capra recuma অতি অল্পই প্রতিপালিত হয়। এতদ্ভিন্ন মরিশস, মাদাগাস্কার ও বোর্বো দ্বীপে C. depressa নামক ছাগল পাওয়া যায়। শ্বেত নীলনদ (White Nile) প্রবাহিত নিম্ন-মিশর দেশের ছাগ ইহা হইতে স্বতন্ত্র।

এক্ষণে দেখা যাউক পুরাকালে বিভিন্ন দেশে ছাগল কোন কার্য্যে কি ভাবে ব্যবহৃত হইত। গ্রীক আখ্যায়িকা হইতে জানিতে পারা যায় যে, ছাগ জিয়ুসের সৃষ্ট এবং এমলথিয়া নাম্নী এক অজা জিয়ুস্‌কে স্তন্যদানে পালন করিয়াছিল। তিনিও কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য উক্ত অজার চর্ম্মদ্বারা আপনার উরস্ত্রাণ আচ্ছাদন করিয়াছিলেন।

গ্রীক্‌-পুরাণে আর্গসে হেরার পূজায় ছাগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এক সময় হেরা বনমধ্যে পলায়ন করেন এবং ছাগই তাঁহার গুপ্ত স্থান প্রকাশ করিয়া দেয়। তজ্জন্য যুবকেরা ছাগের গায়ে বর্শা ছুঁড়িত এবং যাহার বর্শা ঐ ছাগীকে বিদ্ধ করিত, সেই উহা পুরস্কার-স্বরূপে পাইত।

এথেনীর পূজায় ছাগের সংস্পর্শ নিষিদ্ধ। তবে বৎসরের ভিতর একদিন মাত্র অক্রোপোলিশে ছাগী হনন করা হইত। আবার এথেনাদেবীর চর্ম্মফলক মৃত ছাগের চর্ম্মে নির্ম্মিত।

স্পার্টায় শত্রুকে আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে আর্টিমিসের নিকট ছাগবলি দেওয়া হইত। ইজিয়ানায় ছাগের শৃঙ্গে মশাল বাঁধিয়া দিলে আক্রমণকারীরা পলায়ন করিত বলিয়া লোকের বিশ্বাস। আটিকায় মারাথনের নিকট ৫০০ ছাগ উৎসর্গ করা হইত।

এফ্রোডাইট ছাগের উপর চড়িতেন, সম্ভবতঃ অজাই ছিল তাঁহার পবিত্র বাহন।

রোমে লুপারকেলিয়া উৎসবে ছাগবলি হইত এবং যুবকেরা উৎসর্গীকৃত ছাগচর্ম্মে আবৃত থাকিত। তাহারা ভোজের উৎসবে যোগদান করিবার পর পালেটাইনের পাদপীঠের চারিদিকে চর্ম্মরজ্জু লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইত এবং যে সকল রমণীর সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইত, তাহাদিগকে ঐ চর্ম্ম-রজ্জু দ্বারা আঘাত করিত কিংবা যাহারা ঐরূপে আহত হইতে চাহিত, তাহাদিগকে আঘাত করিত।

আবার অনেকের বিশ্বাস, সম্ভবতঃ উদ্ভিজ্জগতের দেবতা-স্বরূপে ডায়োনিসাস্‌ ছাগমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। ছোট

খাট অনেক দেবতার যেমন পান, সিলিনাস, মার্টির, ফৌনস্ প্রভৃতির আকৃতি ছাগের মত কিংবা তাহাদের দেহের কোন না কোন অংশ ছাগের দেহের অংশ-বিশেষের অনুরূপ। ইউরোপের সয়তানের মূর্ত্তিতে দেখা যায় যে, তাহার এক পদে ছাগলের খুর আছে। মধ্যযুগের ভূতবিদ্যায় (Demonology) সয়তান ও ডাইনদিগের সহিত ছাগলের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্রামদিবসে প্রায়শ: সয়তান ছাগমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে। উত্তর ইউরোপে বনদেবী (Wood-spirit) উল্‌সাইর শৃঙ্গ, কর্ণ ও পদ ছাগলের মত এবং শস্যদেবী ছাগমূর্ত্তিতেই দেখা দিয়া থাকেন।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকে সারকাসীয় তাতারেরা সেণ্ট এলিয়সের দিনে সাধারণতঃ মেষশাবককে বলি দিত, কোন কোন স্থলে ছাগবলিও প্রদত্ত হইত। বলি দিবার মত ছাগ পাওয়া গেলে পূজকেরা ইহার গাত্রচর্ম্ম কর্ণের উপর তুলিয়া ধরিয়া একটী কীলকের উপর রক্ষা করিতেন। তৎপরে মাংস রন্ধন করিয়া পুরুষ ও রমণী একত্রে ভোজনে প্রবৃত্ত হইত। আহারের পর পুরুষেরা ছাগচর্ম্মের নিকট প্রার্থনা করিত এবং রমণীরা তাহাদিগকে ছাড়িয়া যাইত। সেই সময়ে উহারা ব্রাণ্ডি খাইয়া ভক্তিভরে উৎসবে যোগদান করিত।

আফ্রিকার বিজাগো জাতির ছাগই প্রধান উপাস্য। মানা নদীতে ইষ্টদেবতার মত ইহাদিগকে রাখা হয়। কখন কখন মৃতব্যক্তিদের আত্মা ইহাদের ভিতর রক্ষিত হয়। সান সালবদরের রাজা তাঁহার আত্মাকে ছাগলের ভিতর রাখিয়াছিলেন বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

আবার সুন্দা দ্বীপে ছাগলের নাম পর্য্যন্ত করিতে নাই। বেচুয়ানাদিগের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের নিকট ছাগ নিষিদ্ধ জীব। তাহাদের বিশ্বাস, ছাগের দিকে চাহিলেও তাহারা অপবিত্র হইয়া যাইবে এবং তাহাদের মনে অত্যন্ত অসন্তোষের ভাব জন্মিবে। ছাগল যদি কোন গৃহের ছাদের উপর উঠে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে বর্শা দ্বারা আহত করা হয়। কারণ, যদি ইহাকে মারিয়া না ফেলা হয়, তাহা হইলে বাড়ীর কর্ত্তাকে ছাগ মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া ফেলিবে। ডাইনদিগের সাহচর্য্যে থাকে বলিয়া ছাগলের উপর ইহারা এত বীতশ্রদ্ধ।

ইহুদীদিগের ভিতর একটী প্রথা আছে যে, মানুষের পাপ বোঝাই করিয়া একটী ছাগকে বনমধ্যে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। মানুষের পাপগ্রাহীরূপে পশ্চিম আফ্রিকার লোকেরা এবং উগাণ্ডাবাসীরা ছাগ উৎসর্গ করে। তিব্বতে ছাগচর্ম্মে আবৃত করিয়া এক মানুষের ঘাড়ে সকল মানুষের পাপের বোঝা চাপাইয়া দিয়া লাথি মারিয়া ও চপেটাঘাত করিয়া অন্যত্র পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

ব্রহ্মদেশে কারেণদের বিশ্বাস যে, চন্দ্র বা সূর্য্যকে ছাগল খাইয়া ফেলে বলিয়া গ্রহণ হয় এবং এই কারণে ইহারা ঐ ছাগকে তাড়াইবার জন্য গ্রহণের সময় গোলমাল করিয়া থাকে।

বোহেমিয়ায় সেপ্টেম্বর মাসে গীর্জ্জা হইতে ছাগলকে ফেলিয়া দেওয়া হয়।

ট্রান্‌সিল্‌ভেনিয়ায় সম্ভবতঃ প্রজননশক্তি-বৃদ্ধির জন্য বিবাহের সময় ছাগলের নৃত্য হয়। এই শেষোক্ত কারণে বুলগেরিয়ায় কন্যার পিতামাতা কর্ত্তৃক কন্যাকে ছাগল উপঢৌকন দিবার রীতি প্রচলিত আছে। এখানে ও উত্তর পালেটিনেটে ছাগ-মাংস ভোজে প্রধান খাদ্য বলিয়া বিবেচিত।

দক্ষিণ আফ্রিকায় মেটিয়েবেলদিগের ভিতর বরকন্যার সহচরীদের মধ্যে একটী ছাগমাংসের ভোজ হইয়া থাকে।

ভোসজেসে ছোট ভগিনী পূর্ব্বে বিবাহ করিলে বড় ভগিনীকে একটী শ্বেতবর্ণের ছাগল উপহার দেয়।

বড়দিন বা কোন বিশেষ উৎসবে ইউরোপে ছাগলের মিছিল বাহির হয়।

[অন্যান্য বিবরণ 'ছাগ' ও 'ছাগল' শব্দে দ্র°]

অজ,,—(দেশজ) নিরেট, আদৎ, খাঁটি। যেমন, অজ মূর্খ; অজ চাষা; অজ পাড়াগেঁয়ে ইত্যাদি।

অজক—(পুং) চন্দ্রবংশীয় রাজা সুজহ্নুর পুত্র। ইঁহার পুত্রের নাম বলাকাশ্ব। (বিষ্ণুপু°) হরিবংশমতে, ইনি জহ্নুর পুত্র। ২ সোমবংশীয় বলাকের পুত্র। (ভাগবত) ৩ সুনন্দের পুত্র এবং জহ্নুর পৌত্র। ইঁহার পুত্র বলাকাশ্ব। (ব্রহ্মপু°) ৪ ইনি চন্দ্র-বংশীয় রাজা বহুর পঞ্চ পুত্রের অন্যতম। (বিষ্ণুপু°) ৫ চন্দ্রবংশীয় রাজা সুনহের পুত্র। (হরিবংশ) ৬ দানবরাজ বৃষপর্ব্বার ভ্রাতা। ইনি শাম্ব নরপতিরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। (মহা-ভারত) ৭ দক্ষ প্রজাপতির কন্যা দনুর গর্ভে মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে যে চল্লিশটী অমিততেজা পরাক্রমশালী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, ইনি তাঁহাদের অন্যতম। (পদ্মপু°, সৃষ্টিখণ্ড) ৮ সূতপ্রোক্ত কলিযুগের ভবিষ্য রাজবংশবর্ণনায় ইনি (মগধরাজ) প্রদ্যোতের বংশধর বলিয়া কথিত হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে, বীতিহোত্র বংশের রাজত্বকালে সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকে অবজ্ঞা করিয়া মুনিক নামে জনৈক রাজকর্ম্মচারী স্বীয় প্রভু প্রদ্যোতকে নিহত করিয়া তাঁহার পুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবে। এই নব নৃপতি অষ্টোবিংশতি

বৎসর রাজত্ব করিবেন। অনন্তর রাজা পালক চতুর্বিংশতি বর্ষ, তৎপর নৃপতি বিশাখযূপ পঞ্চবিংশতি বর্ষ, অনন্তর রাজা অজক একত্রিংশ বর্ষ রাজ্যভোগ করিবেন। (ব্রহ্মাণ্ডপু°, ৯৯.৩০৯-৩১৩)

অজকর্ণ—(পুং) [অজস্য কর্ণ ইব পর্ণং যস্য; বহুব্রী] [বৈদ্যক] ছাগকর্ণবৎ লম্বমান পত্রযুক্ত শালতরুবিশেষ। ২ আসনবৃক্ষ; (রত্নমালা) ৩ বালসর্জ্জ। (রত্নাবলী) ৪ পীতশাল, চলিত আসনা, পিয়াশাল; হিন্দী—আসন্। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, কষায়, উষ্ণবীর্য্য এবং কফ, পাণ্ডু, কর্ণরোগ, প্রমেহ, কুষ্ঠ, ও বিষব্রণনাশক। ৫ সর্জ্জবৃক্ষ। (রাজনি°) ৬ মহাসর্জ্জতরু, শালভেদ। (সুশ্রুত, সূত্র°, ৩৮ অ°) ৭ মরিচবৃক্ষ। (বাচস্পতি) [৬-তৎ] ৮ ছাগলের কর্ণ।

অজকর্ণক—(পুং) [অজকর্ণ ইব কায়তি পত্রেণ প্রকাশতে কৈ-ক] [বৈদ্যক] শালবৃক্ষ। [অজকর্ণ দ্র°]

অজকব—(পুং ক্লী) [অজো বিষ্ণুঃ কো ব্রহ্মা তৌ বাতি ত্রিপুরাসুরবধদ্বারা অনেন বা-ক করণে; ৬-তৎ] শিবধনুঃ; ত্রিপুরাসুরের বধে শিব এই ধনু দ্বারাই ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুকে তুষ্ট করিয়াছিলেন। এই জন্য শিবধনুর নাম অজকব। [বৈদ্যক] ২ বাবুইগাছ।

অজকা—(স্ত্রী) [অজস্য বিকারঃ অবয়বঃ গলস্তনঃ পুরীষং বা অজ-কন্] ছাগগলস্থ স্তনাকার মাংসপিণ্ড। ২ ছাগবিষ্ঠা। [বৈদ্যক] ৩ নেত্ররোগবিশেষ। (বাভট, উ, ১০ অ°) ৪ অজকর্ণবৃক্ষ।

অজকাজাত—(ক্লী) [অজকেব জাতঃ; ৫-তৎ] [বৈদ্যক] নেত্রতারকাগত রোগবিশেষ। ইহার আকার অজাপুরীষের ন্যায়।

"অজাপুরীষপ্রতিমো রুজাবান্
সলোহিতো লোহিতপিচ্ছিলাস্রঃ।
বিদার্য্য কৃষ্ণং প্রচয়োঽভ্যুপৈতি
তং চাজকাজাতমিতি ব্যবস্যেৎ॥" (সুশ্রুত)

এই রোগ জন্মিলে নেত্রদ্বয়ে ব্যথা হয়, দুই চক্ষু লাল হইয়া উঠে এবং পূঁযস্রাব হইতে থাকে। [ইহার অন্যান্য লক্ষণ মাধবনিদানে দ্র°]

চক্ষুর শ্বেতপটল পাংলা হইয়া অর্দ্ধদাকারে বর্দ্ধিত হইলে অজকাজাত বলা হয়। এই বৃদ্ধি সম্মুখদিকে বা পশ্চাদ্দিক্ হইতে দেখা যায়। চক্ষুর শ্বেতপটলের প্রদাহ, কোনরূপ আঘাত অথবা কোনরূপ অর্ব্বুদ হইতে এই রোগ জন্মে। পুরাতন ধূসরমণ্ডরোগ (Glaucoma) হইতেও ইহা জন্মিতে পারে। এই রোগের উপযুক্ত চিকিৎসা না হইলে অন্ধতা উপস্থিত হইয়া থাকে। ধূসরমণ্ডজনিত অজকাজাত রোগে চক্ষুর তারকামণ্ডলের (iris) কিয়দংশ ছেদ করিলে রোগ আরোগ্য হইতে পারে। অন্যান্য প্রকারের অজকাজাতে অক্ষিগোলক উৎপাটিত করিতে হয়।

অজকাব—(ক্লী) [অজকৌ অবতীতি-ক] শিবধনুঃ। [অজকং ছাগং বাতি প্রীণাতি বা-ক] (পুং) [বৈদ্যক] ২ বর্ব্বরী বৃক্ষ, চলিত বাবুই। ইহা ভক্ষণে ছাগের অত্যধিক তৃপ্তি হয় বলিয়াই বাবুই গাছের এই নাম। [বাবুই দ্র°]

[অজকা অজাগলস্তন ইব বাতি প্রকাশতে বা-ক] ৩ যজ্ঞীয় মৈত্রাবরুণ পাত্রবিশেষ। ইহা অজাগলস্তনাকার কাষ্ঠাবয়বযুক্ত। (শতপথব্রা° ৪.১.৪.১৯) (পুং) ৪ অজকাজাত নামক রোগভেদ। [অজকাজাত দ্র°]

অজকাশ্ব—(পুং) জহ্নুর পুত্র। ইঁহার পুত্রের নাম বলাকাশ্ব। এই বংশে বিশ্বামিত্র জন্মগ্রহণ করেন। (অগ্নিপুরাণ) [অজক দ্র°]

অজকূলা—(স্ত্রী) বৌদ্ধদিগের একটী নগরী।

অজকেতু—(পুং) একজন রাজা। কাঠিয়াবাড়ের কাঠী জাতিরা বলিয়া থাকে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ হইতেছেন, অযোধ্যার সূর্য্যবংশীয় রাজা বৃষকেতু। এই বংশে অজকেতু জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনিই সর্ব্বপ্রথম সৌরাষ্ট্রদেশে আগমন করিয়া দুর্গাদি ও বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন।

অজকেশী—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] নীলীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

অজক্ষীর—(ক্লী) [অজায়া ক্ষীরং; ৬-তৎ। পুম্বদ্ভাবঃ] [বৈদ্যক] ছাগীস্তন্যদুগ্ধ। "অজক্ষীরেণ পাচয়েৎ।"

অজক্ষীরনাশ—(পুং) [বৈদ্যক] শাখোট বৃক্ষ, চলিত শেওড়া গাছ।

অজগ—(ক্লী) [অজং বিষ্ণুং গচ্ছতি শরত্বেন গম-ড] শিবধনুঃ। [অজেন ব্রহ্মণা গীয়তে গম্যতে বা কর্ম্মণি গৈ-ক, বা গম-ড] (পুং) ২ বিষ্ণু। [অজেন গচ্ছতীতি অজ-গম-ড] ৩ অগ্নি।

অজগই—অযোধ্যার উনাও জেলার একটী নগরী। ইহা উনাও নগর হইতে ১০ মাইল ও লক্ষ্ণৌ হইতে ২৪ মাইল দূরে অবস্থিত। অযোধ্যা-রোহিলখণ্ড রেলপথের ষ্টেশনের নামও অজগই। পূর্ব্বে ইহার নাম প্রতিষ্ঠাতা ভানসিংহের নামানুসারে 'ভানপাড়া' ছিল। কিন্তু পরে ব্রহ্মার নামানুসারে এই স্থানের নাম অজগই করা হয়। কারণ ব্রহ্মার অপর নাম হইতেছে অজ।

অজগন্ধ—(পুং) মহাদেবের নামান্তর। মহাদেবের অনুচরবর্গ যখন গঙ্গাদ্বারে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিতেছিল, তখন যজ্ঞ মৃগরূপ ধারণ করিয়া সবেগে পলায়ন করিতে থাকেন। মহাদেব স্বয়ং তাঁহাকে বাণদ্বারা বিদ্ধ করেন ও তাঁহার দেহ

রুধিরপ্লাবিত হইয়া পড়ে। এই জন্য দেবগণ মহাদেবকে অজগন্ধ ও তাঁহার পত্নীকে অজগন্ধা নামে অভিহিত করেন। (পদ্মপু°, সৃষ্টি°)

অজগন্ধা,—(স্ত্রী) [অজস্য গন্ধ ইব গন্ধোঽস্যাঃ] [বৈদ্যক] বনযমানী বা ক্ষেত্রযমানী; Ocymum gratissimum। (অমর; রত্নাবলী) বনযমানীর গুণ—কটু, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, হৃদ্য, অগ্নিবর্দ্ধক, দৃষ্টিহাসকর, লঘু এবং শুক্র, বাত ও কফঘ্ন। (মদনপা°, ১ ব°) ২ বনতুলসী। ইহার গুণ—লঘু, রুক্ষ, হৃদ্য, এবং বাত ও কফঘ্ন।

অজগন্ধা,—(স্ত্রী) অজগন্ধ অর্থাৎ মহাদেবের পত্নী—পার্ব্বতী।

অজগন্ধিকা—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] বর্ব্বরী শাক, চলিত বাবুই শাক। ২ বনযমানী। [অজগন্ধা, দ্র°]

অজগন্ধিনী—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] অজশৃঙ্গী বৃক্ষ, মেষশৃঙ্গী, চলিত গাড়ল শিঙে।

অজগর—(পুং) [অজং ছাগং গিরতি গিলতি গৄ-অচ্] সর্পজাতীয় বৃহদাকার প্রাণী। ময়াল, বোড়া প্রভৃতি কএক প্রকার বৃহৎ সর্পকে আমরা অজগর বলিয়া থাকি। প্রাণিতত্ত্বে অজগরবর্গকে Boidæ নাম দেওয়া হইয়াছে। এই বর্গের সর্পের কএকটী বৈশিষ্ট্য আছে; তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে যে, ইহাদের দেহের পশ্চাদ্ভাগে লুপ্তপ্রায় বস্তির অস্থির ন্যায় অস্থি আছে এবং দুই পার্শ্বে নখরের ন্যায় ক্ষুদ্র দুইখানি অস্থি দৃষ্ট হয়। ইহা হইতে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, অধুনা লুপ্ত এক প্রকার অতিকায় গোধিকা হইতে ক্রমবিকাশের ফলে অজগরের উৎপত্তি হইয়াছে, ঐ ক্ষুদ্র অস্থিদ্বয় উক্ত গোধার লুপ্ত পশ্চাৎপদের চিহ্ন।

অজগর বা Boidæ বর্গ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—(১) পাইথন (Python) বা ময়াল; (২) বোয়া (Boa) অর্থাৎ বোড়া। এতন্মধ্যে ময়ালের প্রধানতঃ নয়টী এবং বোড়ার প্রায় ৪০টী শ্রেণী আছে। ময়াল এবং বোড়ার শরীরগত কএকটী পার্থক্য দৃষ্ট হয়। ময়ালের সম্মুখের চোয়ালে কএকটী দাঁত, লেজের নীচে দুই সারি শক্ত আঁইশ এবং অক্ষিকোটরের উপরে দুইখানি হাড় রহিয়াছে; কিন্তু বোড়ার সম্মুখের চোয়ালে দাঁত বা অক্ষিকোটরের উপরে হাড় নাই, লেজের নীচে মাত্র একসারি আঁইশ।

ময়াল সাপের প্রধান প্রধান শ্রেণীর উল্লেখ করা যাইতেছে। বৃহত্তম ময়ালের বৈজ্ঞানিক নাম পাইথন রেটিকিউলেটস্ (Python reticulatus)। এই সর্প মলয় উপদ্বীপ, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ ও ইন্দোচীনে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা দৈর্ঘ্যে প্রায় ত্রিশ ফুট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ভারতীয় ময়ালের নাম পাইথন মোলিউরস্ (Python molurus); ইহারা ভারতবর্ষ ও সিংহলে দৃষ্ট হয়। দৈর্ঘ্যে ইহারা রেটিকিউলেটসের মত বড় নহে, সাধারণতঃ বিশ ফুট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। আফ্রিকার ময়াল আরও কিছু ক্ষুদ্র, উহারা দৈর্ঘ্যে সচরাচর পনর ফুট পর্য্যন্ত হয়। আফ্রিকার উষ্ণমণ্ডলে এবং দক্ষিণাংশে পাইথন সেবি (P. Sebæ) এবং পশ্চিম আফ্রিকায় পাইথন রেজিয়স্ (P. regius) নামক ময়াল দৃষ্ট হয়। অষ্ট্রেলিয়া ও নিউগিনি দ্বীপের ময়াল (পাইথন স্পাইলোটেস্) এই জাতীয় ক্ষুদ্রতম সর্প। ভারতবর্ষে সাধারণতঃ সুন্দরবন, তরাই, আসামের গভীর জঙ্গল, মধ্যভারত ও দাক্ষিণাত্যের জঙ্গলে ময়াল দেখিতে পাওয়া যায়।

বোড়া সাপের নিম্নলিখিত কএকটী শ্রেণী প্রধান। 'বোয়া ইরিক্স' উত্তর আফ্রিকায়, গ্রীসে ও এসিয়ার দক্ষিণ পশ্চিমাংশে; 'এনিগ্রাস্' শ্রেণী নিউগিনি হইতে ফিজি পর্য্যন্ত দ্বীপসমূহে; 'ক্যাসারিয়া ডুস্সুমিয়েরি' শ্রেণী মরিশসের নিকটবর্ত্তী রাউণ্ড দ্বীপে; 'কোরালাস্' শ্রেণী মাদাগাস্কার দ্বীপে দৃষ্ট হয়। নূতন মহাদ্বীপে বিভিন্ন শ্রেণীর বোড়া দেখিতে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে মেক্সিকো হইতে ব্রেজিল পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগে প্রসিদ্ধ 'বোয়া কনষ্ট্রিক্টর' এবং দক্ষিণ আমেরিকায় জলা ও জঙ্গলময় সকল প্রদেশেই 'আনাকোণ্ডা' নামক অতি বৃহৎ সর্পের বাস।

অজগর জাতীয় সর্পসমূহের মধ্যে ময়াল সর্প সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক ও উগ্র প্রকৃতির। বোড়ার প্রকৃতি কতকটা শান্ত। ময়ালের তিন সারি দাঁত, উপরের চোয়ালে ২ সারি, নীচের চোয়ালে এক সারি। সকল অজগরই বিষদন্তহীন। কিন্তু দাঁতগুলি কুলের কাঁটার মত বাঁকান এবং মুখের ভিতর দিকে ফিরান। এ কারণ কোন জন্তু একবার ইহাদের কবলে পড়িলে তাহার নিষ্কৃতি পাওয়া কঠিন।

ময়ালের মেরুদণ্ড প্রায় চারিশতখানি অস্থি দ্বারা গঠিত। ইহাদের শারীরিক বলের কথা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইহারা শৃগাল, শূকর, হরিণ প্রভৃতি জন্তু প্রায়ই উদরস্থ করিয়া থাকে। ব্যাঘ্র মহিষাদি বৃহদাকার জন্তুকেও ইহারা অনেক সময় আক্রমণ ও বধ করিতে পশ্চাদ্‌পদ হয় না। বৃহদাকার ময়াল সাপ পাঁচ মিনিটেই একটী পূর্ণবয়স্ক মনুষ্যকে জড়াইয়া পিণ্ডীভূত করিতে পারে। হরিণ প্রভৃতি বৃহৎকায় জন্তু ১৫।২০ মিনিটেই পিষিয়া পিণ্ডের ন্যায় কোমল করিয়া ফেলে—তখন তাহাদের অস্থি বা পূর্ব্বাকৃতির কোন চিহ্নই থাকে না। ইহাদের পুচ্ছেও অসাধারণ শক্তি। পুচ্ছের অগ্রভাগ দ্বারা বৃক্ষশাখা অবলম্বন করিয়া স্বীয় প্রকাণ্ড দেহটী দোদুল্যমান রাখে।

অজগরের মাড়ীর গড়ন বড় অদ্ভুত। অপর সকল জন্তুর মাড়ী জোড়া, ইচ্ছা করিলে কেবল দুই কস মেলিয়া মুখ বিস্তীর্ণ করিতে পারে। কিন্তু ইহাদের মাড়ীর হাড় সেরূপ জোড়া নয়; এক একটী হাড় পর পর সাজান, একটীর সঙ্গে অন্যটীর কোন সংস্রব নাই, তাই অনায়াসে সকল দিকেই যায়। ইহারা মনে করিলে উপর ও পাশের দিকেও হাঁ বড় করিতে পারে। এক দিকের চোয়াল না নাড়িয়া অনায়াসে অন্য দিকের চোয়াল নাড়িয়া শীকার ধরিতে সমর্থ হয়।

ইহারা ক্ষুধার্ত্ত হইলে, হ্রদ, নদ নদী ও পাহাড়ের ঝরণার ধারে গাছের উপর লেজ লাগাইয়া ঝুলিতে থাকে। ইহাদের মলদ্বারের নিকট বড়শীর মত যে বাঁকা হাড় আছে, গাছের ডালে সেইখানি লাগাইয়া অনায়াসে ঝুলিতে পারে। কোন জন্তু জল খাইতে আসিলে তাহার উপর লাফাইয়া পড়ে এবং স্বীয় দেহবেষ্টনে তাহাকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। এরূপ ক্ষিপ্রতার সহিত ময়াল শিকার ধরিয়া নিজ শরীর দ্বারা বেষ্টিত করিয়া ফেলে যে, ইহার শিকার ধরিবার প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করাই দুঃসাধ্য। একবার যাহাকে ধরিবে, তাহার আর নিস্তার নাই, কোন জন্তুই ইহাদের মুখ ছাড়াইয়া পলাইতে সমর্থ হয় না। তাহার কারণ, ইহাদের দুই পাটী দাঁত মুখের ভিতর দিকে ফিরানো থাকে। গিলিবার সময় পশ্বাদির শরীর অনায়াসে উদরস্থ হয়, কিন্তু বাহিরের দিকে টানিলে ঐ দাঁতের জন্য বদ্ধ হইয়া যায়, আর বাহির হইতে পারে না। অনেকে দেখিয়াছেন, কোন জন্তুকে একবার কামড়াইয়া ধরিলে, সাপ নিজে মনে করিলেও সহজে শীকার ছাড়িয়া দিতে পারে না।

সর্পজাতিমাত্রেই মাংসভোজী; তন্মধ্যে যাহারা ছোট, তাহারা কীট, ইন্দুর, টিক্‌টিকা, সামুক ইত্যাদি জীব ভক্ষণ করে। বৃহৎকায় সাপেরা বিশেষতঃ ময়ালসাপ বড় বড় চতুষ্পদ জন্তু আক্রমণ করে। ইহারা নিজ শরীরের মাংসাপেক্ষা বৃহৎ জন্তুকে গিলিতে পারে। যখন কৃষ্ণসারের ন্যায় কোন বৃহৎ চতুষ্পদ জন্তুকে আক্রমণ করে, তখন ইহারা প্রথমে আপন শরীর তাহার চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলে, লালায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভিজাইয়া দেয়। চাপ দিয়া ক্রমে সেই জন্তুর হাড় গুঁড়া করিয়া তাহাকে অতি কষ্টে গ্রাস করে। এই সময় কখন কখন কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম হয়।

বড় বড় জন্তু গিলিবার সময় বুকে চাপ লাগিয়া পাছে শ্বাস রোধ হয়, তাই জগদীশ্বর ইহাদের শ্বাসযন্ত্র অপূর্ব্ব কৌশলে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ইহাদের ফুস্‌ফুসে দুইটী কোষ, একটী বড়, একটী ছোট। বড় কোষটীর অগ্রভাগে বায়ু থাকিবার একটী আধার আছে। বড় বড় পশু গিলিবার সময় ঐ বায়ু দ্বারা রক্ত পরিষ্কৃত থাকে।

ইহারা কোন বড় জন্তু গিলিবার পর, খাইতে কিংবা নড়িতে চড়িতে পারে না। জড় পদার্থের ন্যায় এক স্থানে পড়িয়া ঘুমাইতে থাকে। এই অবস্থায় সহজেই ইহাদিগকে মারিতে পারা যায়।

অনেক সময় বৃহদাকার জন্তুকে গিলিতে গিয়া অজগর নিজেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। একবার বঙ্গদেশের জঙ্গলে একটী ময়াল বৃহৎ শৃঙ্গযুক্ত এক হরিণকে ভক্ষণ করিতে গিয়া মরিয়া গিয়াছিল। আফ্রিকার জঙ্গলে ঐরূপ এক অজগর এক বৃহৎ শূকর উদরস্থ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। আবার এক ময়াল এক চিতা বাঘের পশ্চাদ্ভাগ হইতে বেষ্টন করিয়া পিষ্ট করিতেছিল। চিতার সম্মুখের একটী পা বাহির হইয়াছিল, তদ্দ্বারা সে নখরাঘাতে সর্পের দেহ বিদীর্ণ করিয়া দেয় এবং পরে সর্পের গলদেশে দংশন করে। ফলে সর্প এবং ব্যাঘ্র উভয়েই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

চিঁড়িয়াখানায় কখন কখনও এক অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। একই খাঁচায় যদি ছোট বড় দুইটী ময়াল থাকে এবং একটী শিকার খাঁচায় ফেলিয়া দেওয়া হয়, তবে দুইটী সাপই ঐ শিকারকে গিলিতে চেষ্টা করে; এবং ক্রমে শিকারসহ ছোট সাপটীও বড় সাপের উদরে প্রবিষ্ট হয়।

জঙ্গলময় প্রদেশের অধিবাসিগণ কখন কখনও ময়ালের কবলে পতিত হয়। আফ্রিকার একজন কাফ্রি শিকারের সময় ময়াল দ্বারা নিহত হইয়াছিল। অল্পদিন পূর্ব্বে ব্রহ্মের জঙ্গলে একটী মনুষ্য এক বৃহৎ ময়ালের উদরস্থ হইয়াছিল। ঐ ময়ালকে পরে বন্দুকের গুলিতে নিহত করা হয়। হায়দ্রাবাদ রাজ্যে পঞ্চদশবর্ষীয় একটী বালক পনর ফুট দীর্ঘ এক ময়াল কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার পোর্ট এলিজাবেথ যাদুঘরের অধ্যক্ষ ফিট্‌জ সাইমন্ সাহেবকে একবার যাদুঘরে রক্ষিত একটী ময়াল অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া পুচ্ছদ্বারা

বেষ্টিত করিয়া ফেলে। এই বিপদে অনন্যোপায় হইয়া সাহেব সজোরে সর্পের গলদেশে দংশন করেন এবং ছুরিকা দ্বারা উহার মস্তক কর্ত্তিত করিয়া মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হন।

ময়াল সাধারণতঃ প্রতি ঋতুতে একবার করিয়া খোলস ত্যাগ করে। পশুশালায় অনেক সময় দেখা গিয়াছে, উহারা খণ্ড খণ্ড ভাবে খোলস ছাড়িয়া থাকে। তখন শরীর-সংলগ্ন কোন খণ্ড থাকিলে উহা ছাড়াইয়া দিতে হয়, নচেৎ উহারা অসুস্থ হইয়া পড়ে।

ইহারা অণ্ডজ। ডিম পাড়িলে কোন গুপ্ত স্থানে লুকাইয়া রাখে এবং দুইমাস ধরিয়া তা দেয়। পারি নগরে একটী বোড়া লইয়া যাওয়া হয়। সেই সাপটী ৬ই মে তারিখে হংস ডিম্বের ন্যায় ১৫টী ডিম পাড়ে। ডিমগুলিকে চূড়ার ন্যায় পর পর সাজাইয়া, বোড়া তাহার চতুর্দ্দিকে কুণ্ডলী করিয়া সেই ডিমগুলির উপর বসিয়া থাকে এবং মাথাটী সকলের মাঝখানে রাখে। এইরূপে দুই মাস কাল অনাহারে বসিয়া থাকার পর ৩রা জুলাই তারিখে ৮টী ডিম ফুটিয়া উঠে।

ময়ালের ডিমে শক্ত খোলস নাই। উহা সাদা, নরম, পাৎলা ও কোঁচকান চামড়ার ন্যায় পদার্থে আবৃত। ইহাদের ডিমের শাদা এবং পীত অংশ পৃথক্‌ভাবে থাকে না। প্রত্যেক ডিমের ওজন ৫ হইতে ৫॥ আউন্স। ময়াল সর্পী কতগুলি ডিম একবারে পাড়িয়া থাকে, তাহার নির্দ্দিষ্ট কোন সংখ্যা নাই। তবে পর্য্যবেক্ষণে দেখা গিয়াছে, সর্পীর দৈর্ঘ্যের পরিমাণ অনুসারে ডিমের সংখ্যারও হ্রাসবৃদ্ধি হয়। ১৭ ফুট দীর্ঘ ময়ালের প্রায় ৬০ বা ততোধিক ডিম হইয়া থাকে। ১৩ ফুট দীর্ঘ সর্পীর প্রায় ৪০টী ডিম হয়। ইহারা যখন ডিমে তা দেয় তখন ইহাদের শরীর হইতে ৯০° ডিগ্রী হইতে ৯৬° ডিগ্রী পর্য্যন্ত তাপ ডিমে লাগে। ডিম্বে উত্তাপ-প্রদানকাল বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নরূপ দেখা গিয়াছে। কলিকাতার আলীপুর চিঁড়িয়াখানায় একবার একটী ময়ালসর্পী এক মাস তা দিয়া ডিম ফুটাইয়াছিল। পূর্ব্বোল্লিখিত একটী কাহিনীতে দুই মাস তাপ প্রয়োগের কথা জানা যাইতেছে। লণ্ডন পশুশালায় এক ময়াল সর্পী চারি মাসেরও অধিককাল ডিমে তা দিয়াছিল।

সচরাচর ময়ালেরা শরৎকালে যৌনসংসর্গ করে। এই সময়ে ইহাদের গাত্র হইতে এক প্রকার ঈষদুগ্র গন্ধ নির্গত হয়। বোধ হয় উহা যৌন আকর্ষণের সহায়ক। ইহারা কত দিন গর্ভধারণ করে ঠিক বলা যায় না। একবার লণ্ডন পশুশালায় জুন মাসে সঙ্গম ও পরবর্ত্তী জানুয়ারী মাসে ডিম্ব ত্যাগ দেখা গিয়াছিল।

ধৃত হইয়া পশুশালায় আনীত হইলে অনেক সময় অজগর কিছুই খায় না। তখন পিচকারী সাহায্যে বা অন্য উপায়ে তাহাকে খাওয়াইতে হয়। কিছুদিন পর সর্প নিজেই খাইতে আরম্ভ করে। কোন কোন স্থলে শেষ পর্য্যন্ত স্বেচ্ছায় কিছুই না খাইয়া ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পশু-শালায় রক্ষিত ময়ালের সম্মুখে শ্বেত, ধূসর, পীত, কৃষ্ণ প্রভৃতি নানা বর্ণের গিনিপিগ বা ঐরূপ কোন জন্তু ছাড়িয়া দিলে ময়াল প্রায় ধূসর জন্তুটীকেই বাছিয়া ধরিয়া থাকে। ইহা বোধ হয় অরণ্যে বাসকালে শিকার ধরিবার একটী সংস্কার।

ময়াল আহত হইলেও সহসা প্রাণত্যাগ করে না। এক-বার এক ময়ালের উদর ভেদ করিয়া গলাধঃকৃত হরিণের শিং বাহির হইয়াছিল। ইহাতে সর্প মরে নাই, কিছুদিন মধ্যে ঐ ক্ষত শুকাইয়া গিয়াছিল। মস্তকে কিংবা ফুস্‌ফুসে বন্দুকের গুলি বিদ্ধ হইলেও বৃহৎ ময়াল তাহাতে শীঘ্র মরে না। পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে, অন্য বিষাক্ত সর্পের বিষে ময়ালের মৃত্যু হয় না। পশুশালায় ময়ালকে প্রায় ২৫ বৎসর অবধি বাঁচিতে দেখা গিয়াছে।

আফ্রিকার অসভ্য লোকেরা ময়াল শিকার ও উহার মাংস ভক্ষণ করে। তাহারা সচরাচর নিদ্রিত ময়ালকে জাল দিয়া ধরে। কখন কখনও কাফ্রিরা কএকখানি কম্বল সাহায্যে ময়াল ধরিতে যায়। ময়াল উত্তেজিত হইয়া দংশন করিতে আসিলে তাহার সম্মুখে কম্বলখানি ধরা হয়। ক্রুদ্ধ অজগর আততায়ী বোধে কম্বলে দংশন করিলে উহার বক্র দন্তশ্রেণী কম্বলে আটকাইয়া যায়। এই অবসরে শিকারীরা অপর কম্বল-গুলি দিয়া উহার মস্তক চাপিয়া ধরে এবং গলায় ফাঁস লাগাইয়া উহাকে বন্দী করে। আফ্রিকাবাসীরা অতি বৃহৎ ময়ালকে দেবতাজ্ঞানে পূজাও করিয়া থাকে। আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান্‌রা তদ্দেশীয় অজগরকে দেবতা মনে করিয়া পূজা করে।

আফ্রিকাদেশে ময়ালদ্বারা মানুষের উপকারও সাধিত হয়। তথায় ইক্ষু ও শস্যক্ষেত্রে বহু বড় বড় ইন্দুর, শৃগাল, হরিণ প্রভৃতি প্রবেশ করিয়া সর্ব্বনাশ করে। ময়ালেরা অনেক সময় ক্ষেত্রস্থ ঐ সকল প্রাণী ভক্ষণ করিয়া কৃষকের উপকার করে।

বোড়া জাতীয় অজগরের মধ্যে বোয়া কন্‌ষ্ট্রিক্টরের মস্তক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শল্ক দ্বারা আবৃত। চক্ষুর সম্মুখস্থ একখানি শল্ক অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর। ইহাদের গায়ের রঙ্ ফিকে বাদামী, তাহার উপর প্রায় ১৫।২০টী গাঢ় রঙের আড়াআড়ি দাগ। ঐগুলি আবার অনেক সময় দুইটী আরও গাঢ় লম্বালম্বি দাগের সাহায্যে পরস্পর যুক্ত। লম্বা দাগগুলির মধ্যে বড় বড় বাদামী আকারের চক্র। গায়ের দুই পাশে কাল রঙের সারি বাঁধা

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্র। ঐগুলি লেজের দিকে আরও স্পষ্ট। লেজের রঙ্ আরও উজ্জ্বল—পাটকিলে, কাল ও হলদে।

বোড়া জাতীয় সর্প অপেক্ষাকৃত শান্ত স্বভাব। ইহারা সচরাচর ছোট ছোট প্রাণী আহার করিয়া প্রাণ ধারণ করে। আনাকোণ্ডা সর্প কিন্তু আকারে যেরূপ বৃহৎ, তাহার স্বভাব তেমনি ভয়ঙ্কর হিংস্র। আনাকোণ্ডাকে বোড়াশ্রেণীতে ধরা হয় এবং ইহার বৈজ্ঞানিক নামও পূর্ব্বে 'বোয়া মিউরিনা' ছিল, এখন 'ইউনেক্‌টিস্ মিউরিনাস্' হইয়াছে। ইহারা দৈর্ঘ্যে ৩০ ফুটেরও অধিক হয়। আনাকোণ্ডা জলে ও স্থলে উভয় স্থানেই বিচরণ ও শিকার করিয়া থাকে। ব্রেজিল ও গিনি দেশের হ্রদ, নদী ও জলাতে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা অত্যন্ত মাংসাশী, যেখানে থাকে, সেখানকার মৎস্যাদি থাকিতে দেয় না, মানুষ পর্য্যন্ত জল আনিতে গেলে ফিরিয়া আসে না। ইহারা ডাঙ্গায় উঠিয়া নিকটস্থ গোলাঘর হইতে গোমেষাদি ধরিয়া আনে। কখন কখন মানুষকে পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়া থাকে।

অজগর২—(পুং) বিলেশয় মৃগবিশেষ। এই মৃগ অর্শোরোগে হিতকর। (সুশ্রুত, সূ°, ৪৬ অ°)

অজগর৩—(পুং) একজন মুনি। ইনি কাবেরী নদীর নিকট সহ্যাদ্রির পাদদেশে ব্রতাবলম্বন করিয়া বাস করিতেন। প্রহ্লাদ নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া ইঁহার নিকট উপস্থিত হন ও ইঁহার মুখে তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করেন। (ভাগবত)

অজগল্লিকা, অজগল্লী—(স্ত্রী) [বৈদ্যক] বর্ব্বরীবৃক্ষ; চলিত বাবুই তুলসী। (ভাবপ্রকাশ) ২ ক্ষুদ্ররোগান্তর্গত বালরোগ-বিশেষ। কফ ও বায়ুর প্রকোপে বালকদিগের এই রোগ হয়।

"স্নিগ্ধাঃ স্ববর্ণা গ্রথিতা নীরুজা মুদ্গসন্নিভাঃ।
পিটিকাঃ কফবাতাভ্যাং বালানামজগল্লিকাঃ॥" (মাধবনি°)

অজগব—(পুং) [অজগো বিষ্ণুঃ ত্রিপুরবধে শরত্বেন অস্ত্যস্য, অজগ-অস্ত্যর্থে ব] শিবধনু। ইহার রূপান্তর—অজকব, অজকাব, অজীকব, অজগাব।

রাজা পৃথু যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন আকাশ হইতে মহাদেবের ধনু, দৈববাণ ও রাজচ্ছত্র পতিত হইয়াছিল।

অজগাঁও—অযোধ্যাপ্রদেশের উনাও জেলার শয় নদীতীরস্থ এক নগর। স্থানীয় অধিবাসীর মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু এবং উহারা জনবার রাজপুত। প্রায় তিনশত বর্ষ পূর্ব্বে জনবার রাজগণই এই নগরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তামাকের জন্য এই স্থান বিখ্যাত।

অজগার (অস্‌গার)—মধ্য আফ্রিকার তুয়ারেস প্রদেশ-বাসী জাতিবিশেষ। এই প্রদেশ তুয়াৎ হইতে তিম্বাক্তু ও ফেজ্জান হইতে জিন্দার পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এখানকার অজগার ও অপরাপর জাতির সাহায্যে সাহারা মরুপ্রদেশের অন্তর্ব্বাণিজ্য চলিয়া থাকে।

অজগাব—(পুং) [অজগং বিষ্ণুমবতীতি অব-অণ্, উপ° স°] হরধনু। [অজগব দ্র°]

অজঘন্য১—(ত্রি) [ন জঘন্যঃ ; নঞ্-তৎ] অধম ভিন্ন, অকনিষ্ঠ, অনন্তিম। ২ শ্রেষ্ঠ। "বিষ্ণুরজঘন্যো জঘন্যজঃ।" (মিতাক্ষরা ৪.১৪২) "সর্ব্বেষামজঘন্যস্ত" (মহাভা° ৩.১১৬.৪)

অজঘন্য২—(পুং) দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। ইনি সূর্য্যের মুখ হইতে উৎপন্ন হন। (হরিবংশ)

অজঘোষ—(পুং) [বৈদ্যক] ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাত জ্বরের অন্যতম। ইহার লক্ষণ—রোগীর গাত্র হইতে ছাগলের গন্ধ পাওয়া যায়; স্কন্ধ বা ঘাড়ে বেদনা হয়; গলরন্ধ্র নিরুদ্ধ হইয়া যায় এবং রোগীর নেত্র তাম্রবর্ণ হইয়া উঠে। (ভাবপ্রকাশ)

অজজীবিক—(ত্রি) [অজঃ জীবিকা জীবনোপায়ঃ ক্রয়-বিক্রয়াদিনা পালনাদিনা চ যস্য] ছাগদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ-কারী। ছাগ ক্রয়, বিক্রয় ও পালন করিয়া যাহারা জীবিকা-সংস্থান করে।

অজটা—(স্ত্রী) [নাস্তি জটা জটাকারং মূলং যস্যাঃ, বহুব্রী] [বৈদ্যক] ভুঁই-আমলা গাছ। ইহার অপর নাম অজড়া। ২ অগ্নিমুখলোহ। (বৈদ্যকশব্দসি°)

অজড়—(ত্রি) অবুদ্ধিবিকল, বুদ্ধিযুক্ত। "অজড়শ্চেদপোগণ্ডঃ" (মনু ৮.১৪৮) ২ যাহা জড় নহে, অর্থাৎ চলন বা ক্রিয়াশীল।

অজড়া—(স্ত্রী) [অজড়-ণিচ্-অচ্। অজড়য়তি স্পর্শমাত্রেণ অঙ্গমর্দ্দনার্থং সঞ্চালয়তি। উপপদ°স°] [বৈদ্যক] কপিকচ্ছু। আলকুশীগাছ। (ত্রি) ২ জড়ভিন্ন।

অজড়াফল—(ক্লী) [বৈদ্যক] শুকশিম্বীফল, চলিত আলকুশী।

অজণ্টা—[অজন্তা দ্র°]

অজতুঙ্গ—(পুং) একটী তীর্থ। এই শুভতীর্থে সতত পিতৃলোকের তর্পণ করা কর্ত্তব্য। প্রতি পর্ব্বে এই অজতুঙ্গে নিত্য দেবতাদিগের ছায়া পতিত হয়। পাণ্ডবগণ এই স্থানে শ্রাদ্ধ করিয়া নীরোগ হইয়াছিলেন। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৭৭.৪৭-৪৮)

অজথ্যা—(স্ত্রী) [অজ-হিতার্থে থ্যন্। অজাবিভ্যাং থ্যন্। পা ৫.১.৮] যূথি, জুঁইফুল; স্বর্ণযূথিকা। ২ অজসমূহ। (বাচস্পতি)

অজদণ্ডী—(স্ত্রী) [অজ-দণ্ড গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্; অজস্য ব্রহ্মণো দণ্ডোঽস্যাঃ; বহুব্রী] [বৈদ্যক] ব্রহ্মদণ্ডীবৃক্ষ। বামুনহাটী। এই বৃক্ষের কাষ্ঠের দ্বারা ব্রহ্মার যজ্ঞদণ্ড নির্ম্মাণ করা হয় বলিয়া উহার নাম ব্রহ্মদণ্ডী হইয়াছে।

অজদেবতা—(পুং) [অজাধিষ্ঠাত্রী দেবতা। মধ্যপদলোপিকর্ম্মধা] ছাগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, অগ্নি। "রৌদ্রী ধেনুর্বিনির্দ্দিষ্টা ছাগ আগ্নেয় উচ্যতে।" (শুদ্ধিতত্ত্বোদ্ধৃত বিষ্ণুধর্ম্ম)

অজন, —(ত্রি) [নাস্তি জনো যস্মিন্; বহুব্রী] জনহীন, জনশূন্য। "যোজনেষ্বজনে বনে।" (রামা° ২.৯২.১০) ২ অজ, জন্মহীন। "হৃকর্ত্তুরজনস্য চ" (ভাগবত ১.৩.৩৫)। (পুং) ৩ নারায়ণ। (ভাগবত ১০.৩.১) ৪ ব্রহ্মা। [নঞ্-তৎ] ৫ জনভিন্ন, অমানুষ।

অজন, —এক দৈত্য। বিপ্রচিত্তির ঔরসে ও হিরণ্যকশিপুর ভগিনী সিংহিকার গর্ভে যে ত্রয়োদশ পুত্র জন্মগ্রহণ করে, এই দৈত্য তাহাদের অন্যতম। ইনি সৈংহিকেয় নামে পরিচিত। (ভাগবত)

অজনক—(পুং) [ন জনকঃ; নঞ্-তৎ] অজন্মদ, জনকভিন্ন।

অজননি—(স্ত্রী) [ন জন-নিন্দায়াং অনি; নঞ্-তৎ] জন্মাভাব। "তস্যাজননিরেবাস্তু" (ভারবি, ১০ স°) [বা ঙীপ্; অব্যয়ী°] (অব্য) ২ জননীর অভাব।

অজনামক—(ক্লী) [বৈদ্যক] মাক্ষিক। (হেম)

অজনাল, —পঞ্জাবের অমৃতসরের অন্তর্গত এক তহশীল। ইহা অমৃতসরের উত্তর-পূর্ব্বসীমায় অবস্থিত ও রাবী নদী পর্য্যন্ত প্রসারিত। অক্ষা° ৩১°৩৭′ হইতে ৩২°৩′১৫″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪°৩২′৩০″ হইতে ৭৫°১′ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ৪১৫ বর্গমাইল।

অজনাল, —অমৃতসর জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। অজনাল নগর হইতে ১৬ মাইল উত্তরপশ্চিমে এবং অমৃতসর ও শিয়ালকোটের মধ্যস্থ রাস্তার উপর ইহা অবস্থিত। শিখ-শাসনে এই গ্রামের নিকটস্থ নদীর উপর একটী সেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল; উহা এখনও বর্ত্তমান। নজ্জার জাতীয় বাগ নামক ব্যক্তি অজনালের প্রতিষ্ঠাতা। তখন উহার নাম হইয়াছিল নজরাল। সম্ভবতঃ নজরাল হইতেই অজনাল হইয়াছে।

অজন্ত—(ত্রি) যে সকল শব্দের শেষে স্বরবর্ণ রহিয়াছে; স্বরান্ত (শব্দ)।

অজন্তুজগ্ধ—(ত্রি) অকীটভক্ষিত, যাহা কীটভক্ষিত নহে। (চক্রদত্ত)

অজন্তা—ইহার প্রকৃত নাম অজণ্টা বা আজুণ্ঠা। হায়দ্রাবাদের নিজাম-রাজ্যের ঔরঙ্গাবাদ জেলার ভোকর্দন তালুকের অন্তর্গত একটী গ্রাম। অক্ষা° ২০°৩২′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৪৬′ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। নাসিক জেলার ভনবাদের নিকট পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালা হইতে একটী শাখা বরাবর পূর্ব্বাভিমুখী হইয়াছে। এই গিরিশ্রেণী মধ্যে মধ্যে ছিন্ন হইয়া বেরার প্রদেশের ভিতর চলিয়া গিয়াছে। ইহার উত্তর ও দক্ষিণে দুইটী প্রধান বিভাগ আছে। তন্মধ্যে উত্তর ভাগের যে অংশের নাম ইন্দ্যাদ্রি বা আজুণ্ঠা তাহার মধ্যে অনেকগুলি গুহা আছে। এই গুহাগুলির জন্যই এই স্থানটী প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

অজন্তা গ্রাম গ্রেট্ ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলপথের জলগাঁও ষ্টেশন হইতে ৩৮ মাইল দূরে অবস্থিত। এই স্থানের প্রায় সাড়ে তিন মাইল উত্তর-পশ্চিমে আজুণ্ঠা পর্ব্বত। এই পর্ব্বত হইতেই গ্রামের নাম অজন্তা হইয়াছে। অরণ্যসমাকুল আজুণ্ঠা পর্ব্বতের সরল ভৃগুগাত্রে প্রাচীনকালের ক্ষোদিত কএকটী গুহা আছে। এই ভৃগুপ্রদেশ অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ন্যুব্জ এবং প্রায় ২৫০ ফুট উচ্চ। উপত্যকার কিছু উচ্চে বাগুহুরা বা বাগুরা নাম্নী এক খরস্রোতা তটিনী পূর্ব্বদিক্ হইতে প্রবাহিত হইতেছে এবং প্রায় একশত ফুট উচ্চ হইতে উপত্যকামধ্যে সপ্তধারায় পতিত হইয়া এক অতি মনোরম জলপ্রপাত সৃষ্টি করিয়াছে। এই জলপ্রপাতের শব্দ গিরিগুহাগুলির অভ্যন্তর হইতে অবিরত শ্রুতিগোচর হয়। উপত্যকামধ্যে পতিত হইয়া সেই স্রোতস্বিনী ভীমবেগে এই গুহাসঙ্কুল পর্ব্বতসানুর পাদদেশে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে আবর্ত্তিত হইয়া সহসা উত্তরাভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে।

এই সমস্ত গুহা একই সময়ে ক্ষোদিত হয় নাই। খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দ পর্য্যন্ত নয়শত বৎসর ধরিয়া এই বিরাট্ স্থাপত্য ও চিত্রকলার অসাধারণ প্রয়াস চলিয়াছিল। এই গুহাগুলির নির্ম্মাণকৌশল, কারুকার্য্য ও চিত্রকলা আজও জগতের প্রগাঢ় বিস্ময় ও প্রশংসা উৎপাদন করিতেছে। বহুদিনের পর ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে যখন ইহা বিস্মৃতির আবরণ হইতে পুনরায় লোকচক্ষুর গোচরীভূত
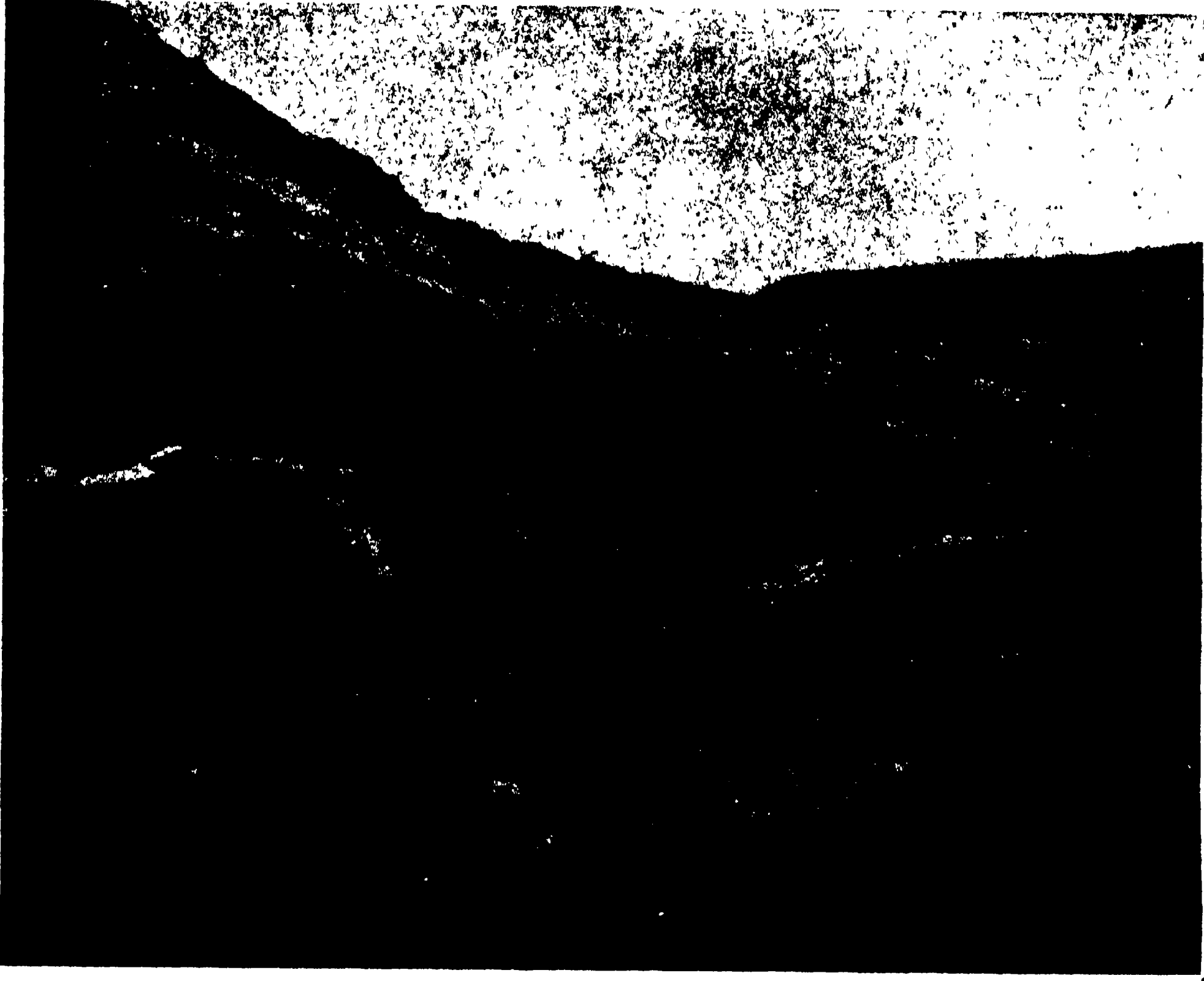
অজন্তাগুহাশ্রেণীর বহির্দৃশ্য।

হয়, তখন গুহাগাত্রে অঙ্কিত চিত্রগুলি অনেকটা সুরক্ষিত অবস্থায় ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ চর্ম্মচটিকা ও দর্শকগণের অত্যাচারে ইহা ধ্বংসমুখে পতিত হইতে থাকে। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ফাগুর্সন সাহেব ভারতের গুহামন্দিরসমূহ সম্বন্ধে একটী সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিবার পর সাধারণের দৃষ্টি এই গুহা-গুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের নিকট রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী আবেদন করেন যে, এই চিত্রগুলির যথাযথ অনুলিপি লইবার জন্য একজন সুদক্ষ শিল্পীর আবশ্যক। কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদনানুসারে মেজর রবার্ট গিল নামক একজন সুদক্ষ শিল্পী দ্বাদশ বর্ষ ব্যাপিয়া অনেক-গুলি অনুলিপি গ্রহণ করেন। অনুলিপি প্রস্তুত হইবার পর সেগুলি মধ্যে মধ্যে ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়া সিডনহামের 'ক্রষ্টাল্ প্যালেসে' প্রদর্শিত হইতেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রদর্শনীতে আগুন লাগায় ঐগুলির কিছুই রক্ষা পায় নাই। তাহার পর মিঃ ফাগুর্সন ও মিঃ বার্জেস্ ভারতসরকারের নিকট আবেদন করেন যে, বাদুড় ও দর্শকদিগের অত্যাচারে এই অতুলনীয় চিত্রগুলি গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া যাইতেছে, সুতরাং পুনরায় তাহার অনুলিপি প্রস্তুত করা উচিত। অবশেষে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট বাৎসরিক কিছু কিছু অর্থসাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হওয়ায় বোম্বাইস্থ কলাবিদ্যালয়ের মিঃ জন গ্রিফিথ ও তাঁহার কতিপয় ছাত্রকে চিত্রগুলির পুনরায় অনুলিপি লইবার জন্য নিযুক্ত করা হয়। মধ্যে তিন বৎসর গবর্ণমেণ্ট বাৎসরিক সাহায্য বন্ধ করার পর ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে পুনরায় সাহায্য করিতে আরম্ভ করিলে শীঘ্র শীঘ্র চিত্রগুলি প্রকাশিত করিবার চেষ্টা হয়; কিন্তু নানা কারণে প্রকাশে বিলম্ব ঘটিতে থাকে। এই সময় চিত্রগুলি সাউথ কেন্‌সিংটন যাদু-ঘরে রক্ষিত ছিল। সেই সময় পুনরায় অগ্নিসংযোগে ৩৩৫ খানি অনুলিপির মধ্যে ১৬৩ খানি সম্পূর্ণ দগ্ধ এবং আরও কতকগুলি অৰ্দ্ধদগ্ধ হইয়া যায়। তাহার পর ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গ্রিফিথ সাহেবের সম্পাদকতায় ফোলিও আকারে দুইখণ্ডে দগ্ধাবশিষ্ট চিত্রগুলি প্রকাশিত হয়। এখন সেই প্রকাশিত দগ্ধাবশিষ্ট অনুলিপিগুলির মধ্যে অনেক-গুলির মূলচিত্র নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সুতরাং এই অনুলিপি-গুলি তাহার একমাত্র নিদর্শন। ইহার পরবর্ত্তিকালে মিসেস্

হেরিংহাম, শ্রীনন্দলাল বসু প্রমুখ কএকজন শিল্পী ধ্বংসাবশিষ্ট চিত্রগুলির কএকটী অনুলিপি ও আলোকচিত্র লইয়াছিলেন।

অবশেষে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে নিজাম সরকারের আদেশে একটী পুরাতত্ত্ববিভাগ খোলা হয়। ইহার অত্যল্পকাল পরেই সৈয়দ আহম্মদ নামক জনৈক শিল্পী চিত্রাবলীর যথাযথ প্রতিকৃতি লইবার জন্য নিযুক্ত হন। মিঃ সৈয়দ আহ্মদ লেডী হেরিংহামের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি প্রত্নতত্ত্ববিদ্ গোলাম য়াজদানী নিজাম সরকারের ব্যয়ে "Ajanta, the Colour and Monochrome Reproduction of the Ajanta Frescos based on Photography" নামক পুস্তকের ১ম ও ২য় অংশ প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহারা এতদিন অজন্তার চিত্রের অবিকল প্রতিলিপি দেখিতে ইচ্ছুক ছিলেন, তাঁহারা বর্ত্তমান সংগ্রহ দেখিয়া নিশ্চয়ই আনন্দ লাভ করিবেন। পূর্ব্বে যাঁহারা অজন্তার চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের ব্যক্তিগত মনোভাবের দ্বারা ইহার প্রতিলিপি ব্যক্ত করিয়াছেন। সেইজন্য লেডী হেরিংহামের মতে সেগুলি প্রতিকৃতি না হইয়া অনুলিপিভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

রঙ্গীন আলোকচিত্র দ্বারা অজন্তার প্রাচীরগাত্র হইতে এই সকল চিত্রগুলির প্রতিকৃতি লওয়া হইয়াছে। ইহাও অতিশয় কষ্টসাধ্য। বহু শতাব্দীর অবহেলার জন্য প্রাচীর গাত্র আর্দ্র ও ধূলিতে আবৃত হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে যাঁহারা ইহার নকল লইয়াছিলেন, তাঁহারা মৌলিক বর্ণকে উজ্জ্বল করিবার জন্য বার্ণিশ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ইহাতে ছবির রেখাগুলি এবং চিত্রসন্নিবেশ অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই সকল কারণে এই চিত্রগুলির যথার্থ রূপ উদ্ধার করিবার জন্য নিজাম সরকার কর্ত্তৃক দুইজন ইটালীয় শিল্পী নিযুক্ত হন। ইঁহারা ১৬শ ও ১৭শ সংখ্যক গুহা ব্যতীত অপর সকল গুহার গাত্র হইতে চিত্রগুলির যথাযথ রূপ উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তৎপরে ভেসি ও ব্রাউন সাহেব রঙ্গীন আলোকচিত্র দ্বারা ইহাদের প্রতিকৃতি তুলেন।

গুহাপরিচয় ও নির্ম্মাণকাল।

গুহাগুলি সংখ্যায় উনত্রিশটী। নদীবক্ষ হইতে ৩৫ ফুট হইতে আরম্ভ করিয়া ১১০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ এবং প্রায় ⅓ মাইল ব্যাপিয়া ক্রমান্বয়ে এই গুহাশ্রেণী বিস্তৃত রহিয়াছে।

এই সকল গুহা পর্ব্বতের একস্তরে অবস্থিত নহে। নির্দ্দেশের সুবিধার জন্য পশ্চিমপ্রান্ত হইতে গুহাগুলি সংখ্যাক্রমে চিহ্নিত হইয়াছে। ৮ম সংখ্যক গুহাটী সর্ব্বনিম্নস্তরে অবস্থিত; ৯ম সংখ্যক গুহাটী কিন্তু তাহার অনেক উচ্চে। ৩য় সংখ্যক গুহাটী ৮ম সংখ্যক গুহা হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চস্তরে এবং তদূর্দ্ধে ২য় ও ৪র্থ সংখ্যক গুহা দুইটী। এই গুহা দুইটী কিঞ্চিৎ দুরারোহ। ৫ম সংখ্যক গুহাটী আবার ৪র্থ সংখ্যক গুহা অপেক্ষা নিম্নস্তরে এবং ৬ষ্ঠ সংখ্যক গুহার সম্মুখ দিয়া ৭ম সংখ্যক গুহা পর্য্যন্ত একটী সোপানশ্রেণী নামিয়া আসিয়াছে। এদিকে ১১শ সংখ্যক গুহাটী ১২শ ও ১০ম সংখ্যক গুহা অপেক্ষা উচ্চস্তরে এবং ১৪শ সংখ্যক অসম্পূর্ণ গুহাটী ১৩শ সংখ্যক গুহার ঠিক উপরে অবস্থিত। ১৫শ হইতে ১৯শ সংখ্যক গুহাগুলি কতকটা একই স্তরে রহিয়াছে। কিন্তু ২০শ সংখ্যক গুহাটী ১৯শ সংখ্যক গুহা অপেক্ষা উচ্চস্তরে অবস্থিত। ২২শ সংখ্যক গুহাটী ২১শ বা ২৩শ সংখ্যক গুহা অপেক্ষা অনেক উচ্চে এবং ২৫শ সংখ্যক গুহাটী ২৬শ সংখ্যক গুহার বারান্দার দক্ষিণ প্রান্তস্থিত উপাসনা-গৃহ ও শয়নকক্ষের উপরে অবস্থিত। ২৭শ সংখ্যক গুহাটী পূর্ব্বোক্ত গুহার সমস্তরে এবং অপর পার্শ্বে রহিয়াছে। ২৮শ ও ২৯শ সংখ্যক গুহা দুইটীর খনন কার্য্য আরম্ভ হওয়ার পরই পরিত্যক্ত হইয়াছে। উহা বহু উচ্চস্তরে অবস্থিত এবং অধুনা দুরারোহ।
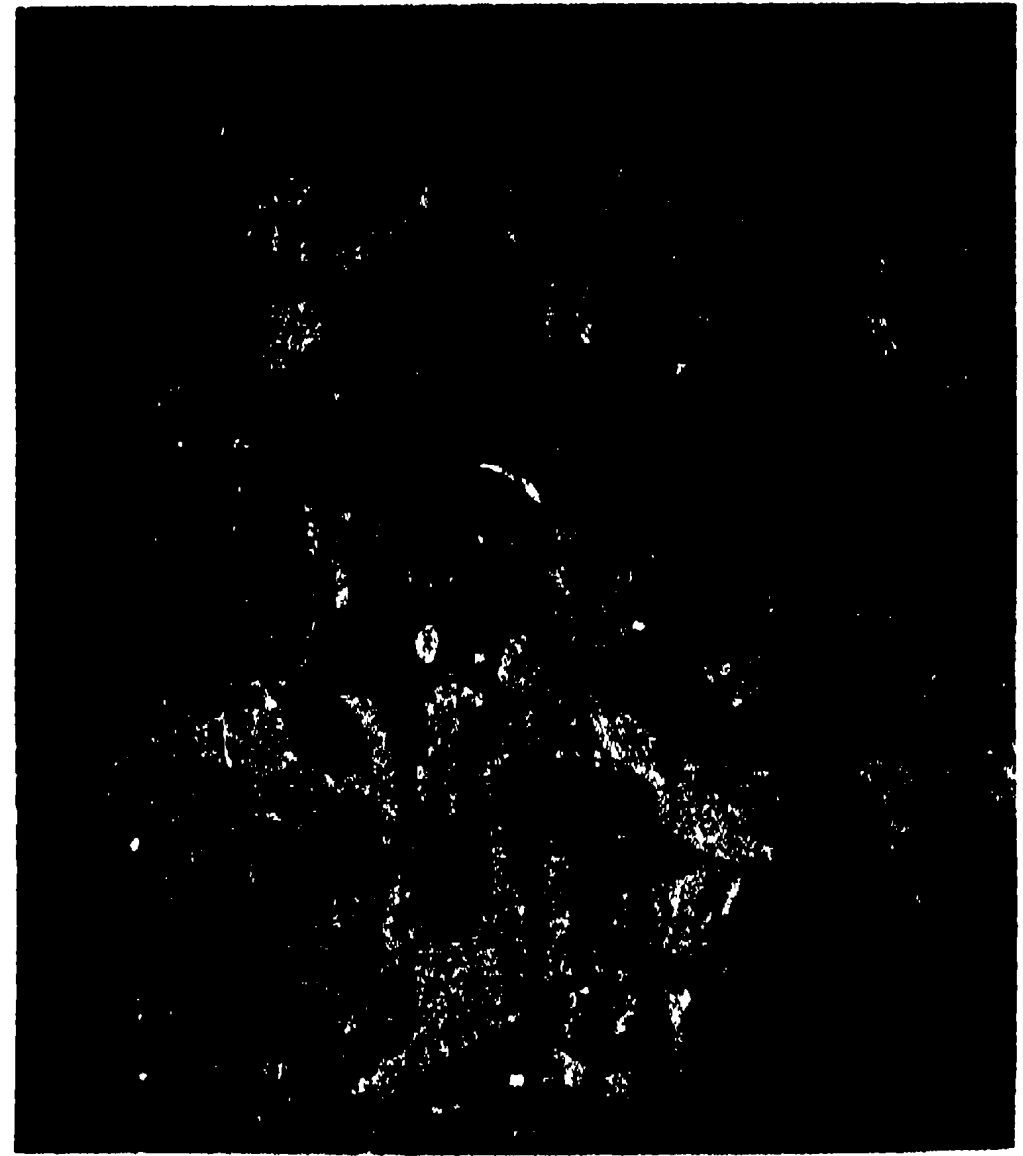
চাম্পেয়জাতকের চিত্রাংশ (১ম গুহা)।

এই গুহাগুলির মধ্যে ২৪টী বিহার এবং পাঁচটী চৈত্যগৃহ। ইহার মধ্যে দুইটী চৈত্য (৯ম ও ১০ম গুহা) এবং দুইটী বিহার (১২শ এবং ১৩শ গুহা) খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ক্ষোদিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। এই চারিটীর মধ্যে কোনটী যে প্রাচীনতম তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

১৯শ গুহার দ্বারমুখ।

পূর্ব্ববর্ণিত চারিটী গুহা ক্ষোদিত হওয়ার পর কিছুকাল কোন গুহা ক্ষোদিত হয় নাই। কারণ ইহার পরবর্ত্তী-কালে ক্ষোদিত গুহা বলিতে আমরা ১১শ, ১৪শ ও ১৫শ সংখ্যক গুহাগুলিকে নির্দ্দেশ করিতে পারি। এগুলি প্রথমোক্ত গুহাগুলির পরবর্ত্তী তিন শতকের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

অবশিষ্ট গুহাগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম এবং ১৬শ হইতে ২০শ সংখ্যক পর্য্যন্ত গুহাগুলি খৃষ্টীয় পঞ্চম হইতে ষষ্ঠ শতকের মধ্যে ক্ষোদিত হইয়াছিল। ইহার একদিকে ১ম হইতে ৫ম পর্য্যন্ত ও অপরদিকে ২১শ হইতে ২৯শ পর্য্যন্ত গুহাগুলি সপ্তম শতকের মধ্যেই ক্ষোদিত হইয়া থাকিবে। এই সকল গুহায় মহাযানমতের প্রভাব বিশেষভাবে পরিস্ফুট রহিয়াছে।

প্রথমোক্ত চারিটী গুহার পর ১৬শ ও ১৭শ সংখ্যক গুহা দুইটী ব্যতীত অপর গুহাগুলির যথাযথ নির্ম্মাণকাল নির্দ্দেশ করা কঠিন। উক্ত গুহাদ্বয় কলাগরিষ্ঠ ও অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যসম্পন্ন। এই গুহাদ্বয়ের বিশেষত্ব—ভিত্তিগাত্রে জাতক ও অন্যান্য বিষয়ের মনোরম চিত্র। ভারতের অন্যান্যস্থানে এইরূপ সুন্দর চিত্র অতি অল্পই আছে। ছাদের ও স্তম্ভের নানা বিচিত্র কারুকার্য্য দ্বারা এই বিহার দুইটীর শোভা বহু গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহার সহিত আবার ভাস্করের শিল্পচাতুর্য্য মিশ্রিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয়, এই গুহা দুইটীর নির্ম্মাণকাল জানিবার একটু সুযোগ রহিয়া গিয়াছে। গুহা দুইটীর ভিতর দুইটী বৃহৎ শিলালিপির ভগ্নাবশেষ হইতে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারা যায়।

১৮শ হইতে ২০শ সংখ্যক গুহাত্রয় পূর্ব্বোক্ত গুহা দুইটীর পরবর্ত্তীকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয় পাদের মধ্যেই নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে।

ইহার পর ভাস্করগণ আর এইদিকে অগ্রসর না হইয়া অপর দিকে গুহা ক্ষোদিত করিতে আরম্ভ করে। পূর্ব্বোল্লিখিত গুহাগুলির পর ৮ম, ৭ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যক গুহাগুলি ক্ষোদিত হয়।

এখন অবশিষ্ট থাকিল দক্ষিণপূর্ব্বদিকে পাঁচটী ও দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে ছয়টী গুহা। ইহার মধ্যে দুইটী (৪ ও ২৪শ সংখ্যক) গুহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এই গুহা দুইটী সম্পূর্ণ হইলে সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম ও বৃহৎ হইত বলিয়া মনে হয়।

অজন্তার গুহাশ্রেণীর মধ্যে ১ম ও ২য় সংখ্যক গুহা দুইটী ভাস্কর্য্যশিল্পের নিদর্শনে পরিপূর্ণ; সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তিচিত্র এই গুহা দুইটীর সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন করিতেছে। ১ম সংখ্যক গুহার ঘরমুখটী কারুকার্য্যের একটী শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। উভয়প্রান্তের গুহাগুলির শিল্পসৌন্দর্য্য দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, সেই যুগে ভাস্কর্য্যশিল্পের কতদূর উন্নতি হইয়াছিল।

অজন্তার অধিকাংশ গুহাই মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত—বারান্দা, উপাশ্রয়গৃহ (Hall) এবং গর্ভগৃহ। ঘরমুখেই বারান্দা, এখান হইতে দ্বারপথে উপাশ্রয়গৃহে প্রবেশ করিতে হয়। আবার উপাশ্রয়গৃহ হইতে গর্ভগৃহে যাইতে হইলে একটী প্রকোষ্ঠ (Antechamber) অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। গুহার চতুষ্পার্শ্বে বিভিন্ন সংখ্যক ও বিভিন্ন আয়তনের কুঠরী বর্ত্তমান। নিম্নে সংক্ষেপে ২৯টী গুহার বিবরণ দেওয়া হইল।

১ম গুহা।—এই গুহাটী একটী বিহার। ইহার বারান্দা ৬৪ ফুট দীর্ঘ, ৯½ ফুট প্রস্থ এবং ১৩½ ফুট উচ্চ। ইহার দুই প্রান্তে দুইটী কুঠরী আছে। মধ্যস্থলে যে বৃহৎ দরজা আছে, তাহার পার্শ্ব ও উপরিভাগ নানা কারুকার্য্যে শোভিত। এই দরজা দিয়া উপাশ্রয়গৃহে (হলঘরে) প্রবেশ করা যায়। উপাশ্রয়গৃহটী দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ৬৪ ফুট করিয়া। উহার ছাদ ২০টী স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান এবং দেওয়াল ও স্তম্ভশ্রেণীর মধ্যে একটী ৯½ ফুট বিস্তারবিশিষ্ট অলিন্দ চারিদিক বেষ্টন করিয়া আছে। পশ্চাদ্ভাগে গর্ভগৃহ ও তাহার সম্মুখে আর একটী প্রকোষ্ঠ রহিয়াছে। গর্ভগৃহের আয়তন ২০ ফুট×২০ ফুট এবং তন্মধ্যে একটী বৃহৎ বুদ্ধমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। গুহার অভ্যন্তরে ১৪টী ছোট ছোট কুঠরী আছে—দক্ষিণে বামে ও পশ্চাদ্ভাগে চারিটী করিয়া, সম্মুখস্থ দুই পার্শ্বে দুইটী। বারান্দার স্তম্ভগুলি নানাবিধ কাল্পনিক চিত্রে মণ্ডিত। স্তম্ভগাত্রে সরল ও ঘুরান শির আছে। ঊর্দ্ধ ও পাদদেশে পৌরাণিক কাহিনী ও নানা জীবজন্তু ও ফলফুলের চিত্র অঙ্কিত। একটী স্তম্ভের উপরে একই মস্তকবিশিষ্ট চারিটী হরিণের চিত্র অতি সুকৌশলে অঙ্কিত হইয়াছে। চিত্রটী অতি সুন্দর ও বাস্তব, যেন একান্তই সজীব। এইরূপ এক মস্তকবিশিষ্ট চারি হরিণের চিত্রের অনুরূপ চিত্র ঘটোৎকচ গুহায়ও আছে।

১ম গুহার উপাশ্রয়গৃহ (Hall)।

১নং গুহাগাত্রে কোন লিপি উৎকীর্ণ নাই। সুতরাং ইহার নির্ম্মাণকাল সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করা যায় না। তবে স্থাপত্য, ভাস্কর্য্যকৌশল ও চিত্রপদ্ধতি আলোচনায় ইহা খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের বলিয়া অনুমিত হয়।

২য় গুহা।—১নং গুহার ন্যায় এই গুহাটীও একটী বিহার। পূর্ব্বোক্ত গুহার ন্যায় ইহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ১ম গুহা অপেক্ষা এটী কিছু ছোট; ইহার ধরণও ততটা জমকালো নয়। কিন্তু ইহার কল্পনাপ্রাচুর্য্য ও সাজসজ্জার সূক্ষ্ম কারুকার্য্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় গুহার পরিকল্পনা প্রথম গুহার তুল্য। বারান্দাটী কিছু অল্পায়তন—৭ ফুট × ৪৬½ ফুট। ইহার স্তম্ভসমূহের ক্ষোদিত কারুকার্য্যও প্রচুর এবং কিছু নূতন ধরণের। স্তম্ভগুলি গোল, ঊর্দ্ধদিকে ক্রমসূক্ষ্ম; শীর্ষদেশ উপর্য্যপরিস্থিত তিনটী পদ্ম দ্বারা শোভিত। মধ্যের পদ্মটী পূর্ণবিকশিত এবং ঘণ্টাকৃতি। স্তম্ভগাত্র শিরতোলা; ঐ

দণ্ডায়মানা রমণী (২য় গুহা)।

শিরগুলি স্তম্ভের শীর্ষগামী হইয়া লম্বিত পুষ্পদলের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঘরমুখে বিশেষ কোন ক্ষোদাই কার্য্য ছিল না, কিন্তু স্তম্ভশ্রেণীর উপরে প্রস্তরগাত্রে কতকগুলি চতুষ্কোণ ছিদ্র কোন প্রকার কারুকার্য্যের পূর্ব্বাস্তিত্ব সূচনা করিতেছে।

বারান্দার ছাদ ও দেওয়াল সুন্দরভাবে রঞ্জিত। প্রচুর আলো থাকায় এখানে বর্ণ পর্য্যবেক্ষণ করিবার বিশেষ সুবিধা আছে। কএক প্রকারের সবুজ এবং নীল রঙ্ এই চিত্রসমূহে বহুল ব্যবহৃত হইয়াছে। নীলরঙের উজ্জ্বলতা এত দীর্ঘকালের ব্যবধানেও দর্শকের মন হরণ করিতেছে। এখানকার কতকগুলি সুন্দর শিল্প-কৌশল লক্ষ্য করিবার বিষয়। যথা, কৃষ্ণাভ পাটলবর্ণের কতকগুলি মূর্ত্তির নাসিকা ও চিবুকে উজ্জ্বল আলোর প্রতিফলন প্রদর্শন করিতে চিত্রকর একপ্রকার পাৎলা পীতরঙের সাহায্য লইয়াছেন। আবার কতকগুলি মূর্ত্তির অক্ষিপত্রের নিম্নে ছায়া দেখাইবার জন্য নীল রেখা টানিয়া দেওয়ায় তাহার ফল অতি সুন্দর হইয়াছে। কোথায়ও বহির্বিন্যস্তরেখায় ঘন বর্ণের প্রলেপ দ্বারা অঙ্গের সুগোলত্ব দেখান হইয়াছে। কোথায়ও বিন্দুসাহায্যে পরিপ্রেক্ষা সৃষ্টি করা হইয়াছে।

বারান্দার বাম ও দক্ষিণপ্রান্তে দুইটী ক্ষুদ্র গৃহ আছে। এই গৃহদ্বয়ের মুখভাগে সুন্দর কারুকার্য্য বিদ্যমান। সপার্ষদ নাগরাজগণ এবং গণদেবতার মূর্ত্তিগুলি উচ্চাঙ্গের। প্রতি গৃহের পশ্চাতে একটী করিয়া প্রকোষ্ঠ।

গুহার মধ্যস্থিত উপাশ্রয়গৃহটী প্রায় সমচতুষ্কোণ (৪৮'৪" × ৪৭'৭")। সূক্ষ্মকারুকার্য্যখচিত দ্বাদশটী বৃহৎ স্তম্ভের উপর ছাদটী দণ্ডায়মান। ইহার চতুর্দ্দিকে অলিন্দ এবং ভিক্ষুদের বাসার্থ দশটী প্রকোষ্ঠ আছে। এই দশটী প্রকোষ্ঠের মধ্যে দক্ষিণ ও বাম অলিন্দে তিনটী করিয়া এবং সম্মুখ ও পশ্চাতের অলিন্দে দুইটী করিয়া প্রকোষ্ঠ।

গর্ভগৃহটী আয়তনে ১৪ ফুট × ১১ ফুট। মধ্যে ধর্ম্মচক্রে উপবিষ্ট বুদ্ধদেবের বিশালমূর্ত্তি। এই গৃহ ও তাহার সম্মুখস্থ প্রকোষ্ঠের দ্বার তক্ষণকার্য্যে শোভিত। সম্মুখস্থ প্রকোষ্ঠের স্তম্ভও কারুকার্য্যময়। ইহার দুই পার্শ্বে দুইটী পার্শ্বগৃহ আছে। তাহাতে যক্ষমূর্ত্তি বিদ্যমান।

উপাশ্রয়গৃহে এবং গর্ভগৃহে যাইবার প্রকোষ্ঠের স্তম্ভগুলি দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে, রূপ ও বর্ণের সমাবেশে ভারতীয় শিল্পিগণ বৈচিত্র্য কিরূপ পছন্দ করিতেন। শিল্পকৌশলের দিক দিয়া ভাস্কর ও চিত্রকর উভয়ের কার্য্যই সুনিপুণ ও প্রশংসার্হ হইয়াছে। যদিও ১নং ও ২নং গুহার কোন কোন চিত্রের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য আছে, তবুও দুই গুহার অধিকাংশ চিত্রই ভাবে ও শিল্পে অনেকটা বিভিন্ন। ২নং গুহার চিত্রাঙ্কনে শিল্পী সজ্জার দিকেই প্রধানতঃ মন দিয়াছেন। সর্ব্বত্রই অলঙ্করণের প্রাচুর্য্য। ১নং গুহার 'বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি' অথবা 'প্রাসাদদ্বারে ভিক্ষু' প্রভৃতি চিত্রের মহান্ ভাব এই গুহার কোন চিত্রে দৃষ্ট হয় না।

এই গুহায় এগার খানি চিত্রসংবলিত লিপি দৃষ্ট হয়।

তাহাদের অধিকাংশই অতিশয় ভগ্ন, খণ্ডিত ও বিকৃত। ডাঃ জে. বার্জেস্ এতন্মধ্যে কএকখানি লিপি প্রকাশ করিয়াছেন।*

এই লিপিগুলি পরীক্ষা করিয়া এলান্ সাহেব (Mr. J. Allan, Keeper of Coins and Medals in the British Museum) ঐ সকল লিপি ৫০০-৫৫০ খৃষ্টাব্দে লিখিত এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। সকল লিপিই সংস্কৃত বা ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত, মাত্র একখানি কনাড়ী অক্ষরে এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে লিখিত। অপর একখানি লিপি খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন।

বুদ্ধসমীপে মাতা ও শিশুর অর্ঘ্যদান (১৭শ গুহা)।

অধ্যাপক লুডারের মতে তিনখানি লিপি (ও তৎসম্বন্ধীয় চিত্র) আর্য্যশূরের 'জাতকমালা' গ্রন্থের ক্ষান্তিবাদীজাতক অবলম্বনে রচিত। ইহাদের দুইখানিকে তিনি ক্ষান্তিবাদী জাতকের কএকটী শ্লোকেরই বিকৃত পাঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অধ্যাপক লুডার অপর একখানি লিপিকে আর্য্যশূরের মৈত্রীবলজাতকের একটী শ্লোকের অশুদ্ধ পাঠ বলিয়াছেন। এই সকল চিত্রসংবলিত লিপি বাম অলিন্দের পার্শ্বগৃহের প্রাচীরে, গর্ভগৃহের সম্মুখস্থ প্রকোষ্ঠের বামদিকে অবস্থিত স্তম্ভের পাদপীঠে ও পশ্চাতের প্রাচীরে এবং গর্ভগৃহের দ্বারপার্শ্বে বিরাজমান।

৩য় গুহা।—এই গুহাটী অপেক্ষাকৃত ছোট এবং অসম্পূর্ণ। ইহা ২য় গুহার কিছু উপরে অবস্থিত। ইহার বারান্দা ২৯ ফুট লম্বা ও ৭ ফুট চওড়া; উহা চারিটী বৃহৎ ও দুইটী ক্ষুদ্র স্তম্ভের উপর রক্ষিত। মনে হয়, উপাশ্রয়গৃহে ঢুকিবার জন্য সবেমাত্র দরজা তৈয়ারী করা হইয়াছিল, কিন্তু খননকার্য্য আরম্ভ করিবার পর কোন কারণে এই গুহার অপরাপর কার্য্য স্থগিত রাখা হয়।

৪র্থ গুহা।—ফার্গুসন ৪র্থ গুহাকে ৩য় গুহা বলিয়াছেন। এই গুহাটী অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। বারান্দাটী ৮৭ ফুট লম্বা, ১১½ ফুট চওড়া ও ১৬ ফুট উচ্চ। ইহা আটটী অষ্টকোণ স্তম্ভের উপরে রক্ষিত। স্তম্ভের কুম্ভবন্ধ কিংবা বোধিকায় বিশেষ কোন কারুকার্য্য নাই। বারান্দার দুই পার্শ্বে দুইটী ছোট ছোট ঘর; এই দুইটী ঘরের আয়তন ১০ ফুট × ৮½ ফুট। উপাশ্রয়গৃহে প্রবেশের প্রধান দ্বারের উপরে কারুমণ্ডিত বাতায়ন; তাহাতে বুদ্ধের মূর্ত্তি ক্ষোদিত। এই গুহা প্রায় ২য় গুহারই অনুরূপ; প্রবেশদ্বারে নারী দ্বাররক্ষিকা। উপাশ্রয়গৃহের আয়তন ৮৭ ফুট সমচতুষ্কোণ। ইহার মধ্যে ২৮টী স্তম্ভ আছে এবং সবগুলিই সুন্দর তক্ষণশিল্পে পরিশোভিত। সম্মুখের স্তম্ভশ্রেণীর বিভক্তস্থান ৯৭ ফুট লম্বা। উহার উভয় পার্শ্বে একটী করিয়া প্রকোষ্ঠ। এই গুহাতে চিত্রশিল্প নাই, কিন্তু ভাস্কর্য্যের বিশেষ নিদর্শন আছে।

৫ম গুহা।—এই গুহাটীও অসম্পূর্ণ। ইহা ৪৫½ ফুট লম্বা ও প্রায় ৯ ফুট চওড়া। বারান্দার চারিটী স্তম্ভের মধ্যে একটী স্তম্ভের নির্ম্মাণ প্রায় শেষ করা হইয়াছিল। প্রধান প্রবেশ-দ্বারের চারিদিকেই প্রস্তার করা হইয়াছে। উভয় পার্শ্বের প্রস্তারে ছয়টী খোপ আছে—উহাদের মধ্যে দণ্ডায়মান মূর্ত্তি অবস্থিত। দরজার বামদিকের জানালা উচ্চাঙ্গের তক্ষণশিল্পে শোভিত। ইহা ছাড়া অন্য কোন কাজ আরম্ভ করা হয় নাই।

৬ষ্ঠ গুহা।—এই গুহাটী অজন্তা গুহাশ্রেণীর মধ্যে একমাত্র দ্বিতল বিহার। এই স্থানের প্রস্তর অত্যন্ত খারাপ থাকায় গুহাটী আর্দ্রতার প্রভাবে ধ্বংসমুখে পতিত হইতেছে। প্রথম তলের সম্মুখভাগের বারান্দা সমস্তই ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে। সম্মুখভাগের দেওয়ালে চারিটী সুবৃহৎ জানালা। উহাদের দ্বারা ভিতরে আলোক প্রবেশের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সম্মুখের ভিত্তিগাত্র প্রায় ৫৩½ ফুট চওড়া ও প্রায় ৫৪½ ফুট উচ্চ। দুই পার্শ্বেই একটী করিয়া প্রকোষ্ঠ; প্রত্যেকটীই ১০ × ৮ ফুট।

* Vide Inscriptions from the Cave Temples of Western India, (1881), pp. 80-82.

সম্ভবতঃ এই গুহাটী রন্ধনের জন্য ব্যবহৃত হইত। রন্ধন-স্থানের বহু চিহ্ন এখনও দেখা যায়। উহার স্তম্ভগুলি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রত্যেক শ্রেণীতে চারিটী করিয়া স্তম্ভ। এই স্তম্ভগুলির মধ্যে পাঁচটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ৭টী স্তম্ভ এখনও ভাল অবস্থায় আছে। বাকী চারিটী কোনরূপে দাঁড়াইয়া আছে। ঈষদুত্থিত ক্ষুদ্র স্তম্ভগুলির মধ্য-স্থানে দুই পার্শ্বেই তিনটী করিয়া প্রকোষ্ঠ। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ ৯×৮ ফুট। গর্ভগৃহটী ১৫½ ফুট উচ্চ। উহাতে উপ-দেশনিরত শাক্য-বুদ্ধের নীলবর্ণ মূর্ত্তি আছে। এই গুহাটীতে একাধারে চিত্র ও ভাস্কর্য্যশিল্পের সমাবেশ রহিয়াছে। চিত্রসম্ভার অবশ্য প্রথম বা দ্বিতীয় গুহার মত প্রচুর নয়।
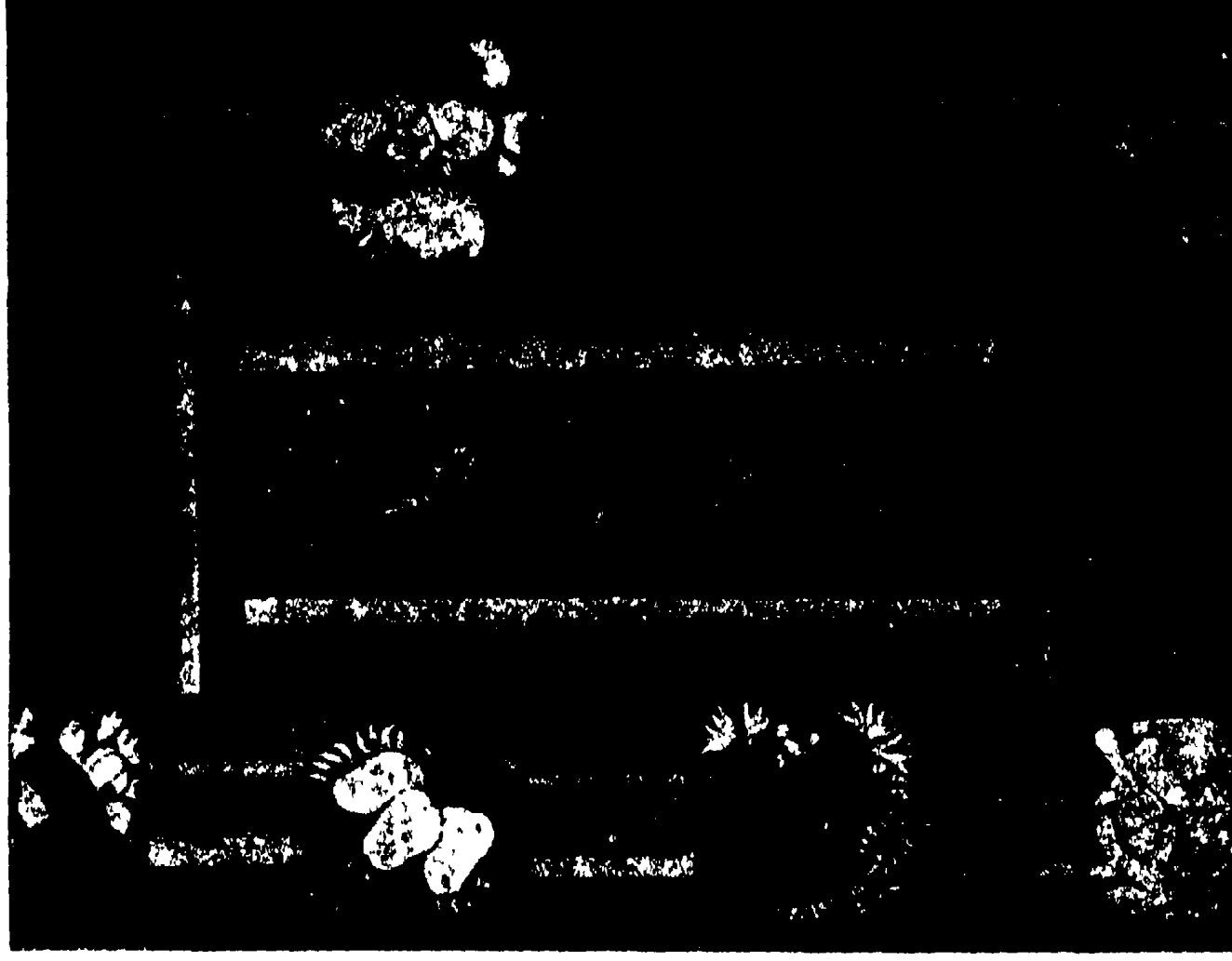
৭ম গুহা।—এই গুহাটী একটু অন্য ধরণের। বারান্দার সম্মুখে দুইটী চাতাল অষ্টকোণ স্তম্ভের উপর রক্ষিত ছিল। সম্মুখের ভিত্তিগাত্রে জানালা রহিয়াছে। বারান্দাটী ৬২ ফুট ১০ ইঞ্চ লম্বা ও ১৩ ফুট ৭ ইঞ্চ চওড়া এবং ১৩½ ফুট উচ্চ। এই গুহার কোন উপাশ্রয়গৃহ নাই। তবে পিছনের দেওয়ালে চারিটী প্রকোষ্ঠ আছে। মধ্যের প্রকোষ্ঠ দিয়া গর্ভগৃহে যাওয়া যায়। বারান্দার দুইপার্শ্বেও দুইটী প্রকোষ্ঠ বর্ত্তমান। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের মধ্য দিয়া আরও ৩টী প্রকোষ্ঠে যাওয়া যায়। এই প্রকোষ্ঠগুলি ৪½ ফুট সমচতুষ্কোণ। গর্ভগৃহে শাক্যবুদ্ধ অবস্থিত। গুহাস্থ ক্ষোদিত মূর্ত্তিশিল্পের সমস্তই বুদ্ধসম্পর্কিত। পিছনের দেওয়ালে সামান্য কিছু চিত্রের আভাস পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাতে কোন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় না।

৮ম গুহা।—এই গুহাটী পাহাড়ের সর্ব্বনিম্নে অবস্থিত। সম্মুখ-ভাগের সমস্তই বিনষ্ট হইয়াছে। প্রধান উপাশ্রয়গৃহের যে অংশ এখনও অবশিষ্ট আছে, তাহা প্রায় ৩২ ফুট লম্বা, ১০ ফুট চওড়া ও ১১ ফুট উচ্চ। ইহার দুই পার্শ্বে দুইটী প্রকোষ্ঠ। গর্ভগৃহের দুই পার্শ্বেও দুইটী ঘর। গর্ভগৃহে কোন মূর্ত্তি নাই, কেবলমাত্র একটী শয্যাবেদী দেখিতে পাওয়া যায়।

৯ম গুহা।—এই গুহাটী হীনযান বৌদ্ধযুগের একটী ক্ষুদ্র চৈত্যগৃহ। প্রায় ৪৫ ফুট লম্বা, ২৩ ফুট চওড়া এবং ২৩ ফুট উচ্চ। ইহার প্রবেশদ্বারটী আড়ম্বরশূন্য। ইহার ভিতরে যে কাঠের কাজ ছিল, তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ঘরমুখে কাঠের ঝিলমিলিটীর চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই, কেবল ভিত্তিগাত্রে গর্ত্তগুলি আছে। গুহাভ্যন্তরে এই প্রকার কাঠের ঝিলি-মিলি ও বাঁকানো বরগার অস্তিত্ব লইয় ইউরোপীয় স্থাপত্য-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদিগের মধ্যে বহুতর বাদানু-বাদের সৃষ্টি হইয়াছে। ফার্গুসন-প্রমুখ স্থাপত্যবিদ্‌গণ বলেন যে, এই কাঠের কাজ-গুলির অস্তিত্বে প্রমাণিত হয়, পূর্ব্বে এদেশে লোকে কাষ্ঠ ব্যতীত অন্য উপাদানে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিতে জানিতই না। পরে গ্রীক্, পারসীক প্রভৃতি জাতির নিকট ইষ্টক ও প্রস্তরে গৃহ-নির্ম্মাণ শিখিলেও সেই কাঠের ছাঁদ ও কাঠের ব্যবহার তাহারা ভুলিতে পারে নাই। এ সম্বন্ধে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার "Indo Aryans" গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন ও তাহার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত যে সকল নূতন তথ্য জানা গিয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, চাঁদোয়া, ঝালর, পরদা প্রভৃতি টাঙ্গাইবার ব্যবস্থার জন্যই এই সকল কাঠের ঝিলিমিলি ও বরগার ব্যবস্থা করা হইত এবং ফার্গুসন প্রভৃতির সিদ্ধান্ত নিতান্ত অযৌক্তিক।

উপাশ্রয়গৃহের ছাদে চিত্রিত কারুকার্য্য (১ম গুহা)।

চৈত্যগাত্রে যে বুদ্ধমূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে, তাহা পরবর্ত্তী মহাযান বৌদ্ধযুগে নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া অনুমান। এই গুহা ও ১০ম সংখ্যক গুহার দেওয়াল এবং স্তম্ভগুলি ১২শ ও ১৩শ সংখ্যক গুহাগুলির ন্যায় মসৃণ। সম্ভবতঃ ইহার উপর একটা রঙের বা অন্য কোন প্রকার পাৎলা প্রলেপ দেওয়া ছিল, কিন্তু দেওয়ালের মসৃণ গাত্র হইতে উহা সহজেই ঝরিয়া পড়ে; সুতরাং অল্পকাল পরেই উহার উপর পুনরায় রঙের প্রলেপ দিবার আবশ্যকতা হইয়াছিল। স্তম্ভগুলি প্রায়ই সরল, তবে স্তম্ভের মূল হইতে বোধিকা পর্য্যন্ত